ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণম

(শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডম)

1898

আশুতোষ মহাভাগ প্রসীদ ভক্ত বৎসল।
কৃপয়াচ কৃপাসিন্ধো রক্ষ রক্ষচ ভাস্করং। ১১ ॥
ব্রহ্ম স্বরূপ ভগবন্ সৃষ্টি স্থিত্যন্ত কারণ।
স্বয়ং বিধিং বিনির্ম্মায় স্বয়ং সংহর্ত্তু মিচ্ছসি। ১২ ॥
অহং ব্রহ্মা স্বয়ং শেষো ধর্ম্মঃ সূর্য্যো হুতাশনঃ।
ইন্দ্র শ্চন্দ্রাদয়ো দেবা স্তত্তো ভীতাঃ পরাৎপরা। ১৩ ॥
ঋষয়ো মুনয়শ্চৈব ত্বাং নিষেব্য তপোধনাঃ।
তপসাং ফলদাতা ত্বং তপ স্ত্বং তপসঃ পরঃ। ১৪ ॥
ইত্যেব মুক্তা ব্রহ্মা তং সূর্য্য মানীয় ভক্তিতঃ।
প্রীত্যা সমর্পয়ামাস শঙ্করে দীন বৎসলে। ১৫ ॥
শম্ভু স্তমাশিষং কৃত্বা বিধিং নত্বা জগদ্বিধিঃ।
প্রসন্ন বদনঃ শ্রীমান্ স্বালয়ং প্রযযৌ মুদা। ১৬ ॥

তুমি দক্ষ যজ্ঞ ভঙ্গ করিয়াছ, এক্ষণে তুমি প্রসন্ন হইয়া আমার শরণাগত সূর্য্যকে রক্ষা কর। ৯। ১০।

হে ভক্ত বৎসল! হে মহাভাগ আশুতোষ! তুমি প্রসন্ন হও। কৃপাসিন্ধো! তুমি কৃপা করিয়া দিবাকরকে রক্ষা কর রক্ষা কর। ১১।

হে ভগবন্। তুমি ব্রহ্ম স্বরূপ ও সৃষ্টি স্থিতি সংহার কর্ত্তা, প্রভো! তুমি স্বয়ং বিধি সৃষ্টি করিয়া স্বয়ং তাহার সংহারে উদ্যত হইয়াছ। ১২।

হে পরাৎপর! অনন্ত, ধর্ম্ম, অগ্নি, ইন্দ্র, চন্দ্র, সূর্য্য, প্রভৃতি দেবগণ এবং স্বয়ং আমি, আমরা সকলেই তোমা হইতে ভীত হইয়াছি। ১৩।

ঋষি ও মুনিগণ তোমার আরাধনা করিয়া তপস্যারূপ পরম ধন লাভ করিয়াছেন। তুমি স্বয়ং তপঃ স্বরূপ, তপস্যার ফলদাতা ও তপস্যা হইতে অতীত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছ। ১৪।

ব্রহ্মা ভক্তিযোগে এইরূপ স্তব করিয়া সূর্য্যকে আনয়ন পূর্ব্বক প্রীতমনে দীন বৎসল পরাৎপর শঙ্করের নিকট তাঁহাকে সমর্পণ করিলেন। ১৫ ॥

ইতি ধাত্রা কৃতং স্তোত্রং সঙ্কটে যঃ পঠেন্নরঃ।
ভয়াৎ প্রমুচ্যতে ভীতো বদ্ধো মুচ্যেত বন্ধনাৎ। ১৭॥
রাজ দ্বারে শ্মশানেচ মগ্ন পোতে মহার্ণবে।
স্তোত্র স্মরণ মাত্রেণ মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ। ১৮॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ সম্বাদে শ্রীকৃষ্ণ জন্মখণ্ডে চাষ্ট চত্বারিংশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

তখন জগদ্বিধাতা শ্রীমান্ শঙ্কর ব্রহ্মার স্তবে তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে প্রণাম ও সূর্য্যকে আশীর্ব্বাদ পূর্ব্বক প্রসন্ন বদনে স্বধামে গমন করিলেন।১৬

সঙ্কটকালে এই বিধি কৃত স্তোত্র পাঠ করিলে ভীত ব্যক্তি ভয় হইতে ও বদ্ধ ব্যক্তি বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করিতে সমর্থ হয়। ১৭॥

আর এই স্তোত্র স্মরণ মাত্র রাজদ্বারে ও শ্মশানে বিপন্ন ও মহার্ণবে মগ্নপোত ব্যক্তি শঙ্কট হইতে মুক্তি লাভ করে সন্দেহ নাই। ১৮॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ সম্বাদে শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে অষ্ট চত্বারিংশ অধ্যায় সংপূর্ণ।

—০—

একোনপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ।

সূর্য্যঃ প্রণম্য ব্রহ্মাণং মুদাযুক্তস্তদাজ্ঞয়া।
চকার বিষয়ং প্রীত্যা তেজস্বী ত্রিগুণাত্মকঃ। ১ ॥
অথ বহ্নে রুপাখ্যানং সাবধানং নিশাময়।
গোপনীয়ং পুরাণেষু কর্ণ পীযূষ মুত্তমং। ২ ॥
ত্রৈলোক্যং ভস্মসাৎ কর্ত্তু মেকোঽগ্নিঃ সমুপদ্যতঃ।
শততাল প্রমাণাস্তাং শিখাং কুর্ব্বন্ ভয়ানকাং। ৩ ॥
ক্ষুভিতঃ কুপিতশ্চৈব ভৃগোঃ শাপস্য কারণাৎ।
স্বঞ্চ তেজস্বিনং মত্বা তুচ্ছং মত্বান্য মাত্মনঃ। ৪ ॥
এতস্মিন্নন্তরে বিষ্ণুরাজগামাবলীলয়া।
বহ্নে স্তাং দাহিকাং শক্তিং জহার তৎ পুর স্থিতঃ ৫ ॥

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, প্রাণেশ্বরি! তৎকালে ত্রিগুণাত্মক তেজস্বী সূর্য্যদেব প্রীতি পূর্ণ হৃদয়ে ব্রহ্মাকে প্রণাম করিয়া তদীয় আজ্ঞানুসারে স্বকার্য্যসাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। ১ ॥

প্রিয়তমে! অতঃপর সমস্ত পুরাণ মধ্যে গোপনীয় কর্ণ পীযূষ তুল্য অনুত্তম বহ্নির উপাখ্যান তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি, তুমি সাবধানে তাহা শ্রবণ কর। ২ ॥

পূর্ব্বে অগ্নিদেব শত তাল প্রমাণ ভয়ানক শিখা বিস্তার পূর্ব্বক একাকী সমস্ত ত্রৈলোক্য ভস্মসাৎ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। ৩ ॥

তৎকালে তিনি সর্ব্বাপেক্ষা আপনাকে তেজস্বী জ্ঞানে সকলকে তুচ্ছ করিয়া মহর্ষি ভৃগুর অভিশাপ বশতঃ ক্ষুভিত ও কুপিত হন। ৪ ॥

ঐ সময়ে ভগবান্ বিষ্ণু আগমন পূর্ব্বক অবলীলাক্রমে সেই অগ্নির পুরোভাগে অবস্থিত হইয়া তাঁহার দাহিকা শক্তি হরণ করিলেন। ৫ ॥

মায়য়া শিশু রূপীচ তমুবাচ জনার্দ্দনঃ।
সস্মিতো বিনয়ং কৃত্বা ভক্তি নম্রাত্ম কন্ধরঃ। ৬ ॥

শিশুরুবাচ।

কথং রুষ্টোসি ভগবন্ ভবান্মাং কারণংবদ।
ত্রৈলোক্যং ভস্মসাৎ কর্ত্তু মুদ্যতোসি নিরর্থকং। ৭ ॥
ত্বমেব ভৃগুণা শপ্তো ভৃগোশ্চ দমনং কুরু।
একাপরাধাৎ ত্রৈলোক্যং ভস্ম কর্ত্তুং নচার্হসি। ৮ ॥
বিশ্বঞ্চ ব্রহ্মণা সৃষ্টং তস্য পাতা স্বয়ং হরিঃ।
সংহর্ত্তা ভগবান্ রুদ্র এবমেব ক্রমো ভবেৎ। ৯ ॥
ত্বং কথং ভস্মসাৎ কর্ত্তু মীশ্বরঃ শঙ্করে স্থিতে।
রক্ষিতারং হরিং জিত্বা সংহারং কুরু সত্বরং। ১০ ॥
ইতুক্ত্বা ব্রাহ্মণ বটুঃ শরপত্রং পুরস্থিতং।
অতি শুষ্কং করে ধৃত্বা দগ্ধং কর্ত্তুং দদৌ তদা। ১১ ॥

তখন সেই ভগবান্ জনার্দ্দন স্বীয় মায়া ক্রমে শিশু রূপে তথায় অবস্থিত হইয়া ভক্তি বিনম্র কন্ধরে সহাস্য বদনে সবিনয়ে তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, অগ্নিদেব! তুমি কি জন্য রুষ্ট হইয়াছ? আমার নিকট তাহা ব্যক্ত কর। তুমি নিরর্থক ত্রৈলোক্য ভস্মসাৎ করিতে উদ্যত হইয়াছ? । ৬। ৭ ॥

অগ্নে! তুমি ভৃগু কর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইয়াছ, ভৃগুকেই দমন কর। একের অপরাধে ত্রৈলোক্য ভস্মীভূত করা তোমার উচিত নহে। ৮ ॥

ব্রহ্মা বিশ্বের সৃষ্টি, হরি স্বয়ং পালন এবং ভগবান্ রুদ্রদেব তাহার সংহার করেন, এইরূপ নিয়ম নির্দ্দিষ্ট আছে। ৯ ॥

সংহার কর্ত্তা শঙ্কর বিদ্যমানে তুমি কি জন্য ত্রৈলোক্য ভস্মসাৎ করিতে উদ্যত হইয়াছ? এক্ষণে তুমি সত্বর পালন কর্ত্তা হরিকে জয় করিয়া ত্রিলোক সংহার কর। ১০ ॥

সেই বিপ্রবালক রূপী হরি একটি সমীপস্থ অতিশুষ্ক শরপত্র স্বীয় করে

দৃষ্টা শুষ্কেন্ধনং বহ্নি র্লেলিহানো ভয়ানকঃ।
স বব্রে শিখয়া বিপ্রং মেঘেন সলিলং যথা। ১২ ॥
নচ দগ্ধং শুষ্ক পত্রং লোমকঞ্চ শিশো স্তথা।
দৃষ্টা ব্রীড়া যুতো বহ্নি র্নিস্তব্ধোহি শিশোঃ পুরঃ। ১৩ ॥
কৃত্বা বহ্নে র্দর্পভঙ্গ মন্তর্দ্ধ্যানং চকারহ।
বহ্নিঃ স্বমূর্ত্তিং সংহৃত্য স্বস্থানং ভীত বদ্ যযৌ ১৪ ॥
উক্তো বহ্নে র্দর্পভঙ্গঃ পরং কিং শ্রোতু মিচ্ছসি।
নিত্য নূতন মাখ্যাতং দেবানাং দর্প মোচনং। ১৫ ॥

রাধিকোবাচ।

শেষাণাং দর্পভঙ্গঞ্চ ক্রমেণ কথয় প্রভো।
কথাং পীযূষ ধারান্তাং শ্রুত্বা তৃপ্তোতিকো ভুবি। ১৬ ॥

ধারণ করিয়া দগ্ধ করণার্থ সেই ক্রোধান্বিত অগ্নিকে প্রদান করিলেন।১১॥

তখন অগ্নিদেব অতি শুষ্ক পত্র দর্শনে ভয়ঙ্কর লেলিহান হইয়া শিখা বিস্তার পূর্ব্বক, যেমন মেঘ দ্বারা সলিল স্পৃষ্ট হয় তদ্রূপ সেই শুষ্কপত্র-হস্ত বিপ্রবালক রূপী হরিকে স্পর্শ করিলেন। ১২ ॥

তাহাতে সেই শুষ্ক পত্র এবং শিশুরূপী হরির একটি লোমও দগ্ধ হইল না। তদ্দর্শনে অগ্নিদেব লজ্জিত হইয়া তাঁহার নিকট নিস্তব্ধ-ভাবে অবস্থিত হইলেন। ১৩ ॥

এইরূপে ভগবান্ হরি অগ্নিদেবের দর্পভঙ্গ করিয়া অন্তর্হিত হইলেন, অনলও স্বীয় মূর্ত্তি সংহার পূর্ব্বক শঙ্কিতান্তঃকরণে স্বস্থানে গমন করিলেন। ১৪ ॥

প্রিয়তমে! এই আমি বহ্নির দর্পভঙ্গ বিবরণ তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম। অতঃপর দেবগণের দর্প মোচন নূতন যে উপাখ্যান শ্রবণ করিতে বাসনা হয় ব্যক্ত কর। ১৫ ॥

রাধিকা কহিলেন, নাথ! অন্যান্য দেবগণের দর্পভঙ্গ বিষয় যথা ক্রমে আমার নিকট কীর্ত্তন কর, তোমার বাক্য গুলি কর্ণে অমৃত ধারা

নারায়ণ উবাচ।

রাধিকা বচনং শ্রুত্বা সস্মিতো ভগবান্ পুনঃ।
কথাং কথিতু মারেভে শ্রুতি রম্যাং পুরাতনীং। ১৭ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ সম্বাদে শ্রীকৃষ্ণ জন্মখণ্ডে একোনপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

বর্ষণ করে, অতএব তোমার বচনামৃত পানে সংসারে কাহারও তৃপ্তির শেষ হয় না। ১৬ ॥

নারায়ণ ঋষি কহিলেন, হে নারদ! ভগবান্ হরি রাধিকার এই বাক্য শ্রবণে হাস্য করিয়া পুনর্ব্বার তাঁহার নিকট শ্রুতি সুখকর পুরাতন কথা কীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিলেন। ১৭ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ সম্বাদে শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে একোনপঞ্চাশত্তম অধ্যায় সংপূর্ণ।

—০—

পঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ।

দুর্ব্বাসসো দর্পভঙ্গং কথয়ামি শৃণু প্রিয়ে।
মহামুনে র্যোগিনশ্চ রুদ্রাংশস্যাতি তেজসঃ। ১ ॥
একদৈবাম্বরীশশ্চ কৃত্বাচ দ্বাদশী ব্রতং।
পারণং কর্ত্তু মারেভে ভোজয়িত্বা দ্বিজান্ বহূন্। ২ ॥
এতস্মিন্নন্তরে তত্রৈবাজগাম মুনিঃ স্বয়ং।
তৃষ্ণার্ত্তশ্চক্ষুধার্ত্তশ্চ বিষ্ণুব্রত পরায়ণঃ।
মাং ভোজয় মহাভাগেত্যেবং সনৃপমুক্তবান্। ৩ ॥
রাজা ভক্ত্যা দদৌ তস্মৈ পরমান্নং সুধোপমং। ৪ ॥
সকেশং পায়সং দৃষ্ট্বা রাজানং শপ্তু মুদ্যতঃ।
জটাং নিহৃত্য শিরসঃ স্থাপয়ামাস ভূতলে। ৫ ॥

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, প্রিয়ে! এক্ষণে আমি রুদ্রাংশ সম্ভূত পরম তেজস্বী মহাযোগী মহর্ষি দুর্ব্বাসার দর্পভঙ্গ বৃত্তান্ত তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। ১ ॥

পূর্ব্বে একদা অম্বরীষ রাজা দ্বাদশী ব্রত আচরণ পূর্ব্বক বহু ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া স্বয়ং ভোজন করিতে সমুদ্যত হইলেন। ২ ॥

ঐ সময়ে বিষ্ণু ভক্তি পরায়ণ মহর্ষি দুর্ব্বাসা ক্ষুধার্ত্ত ও তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া তাঁহার নিকট আগমন পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! আমি ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইয়া সমাগত হইয়াছি, আপনি ভোজন করাইয়া আমাকে পরিতৃপ্ত করুন। ৩ ॥

নরপতি, তপোধন দুর্ব্বাসার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে সুধা তুল্য পরমান্ন প্রদান করিলে মুনিবর সেই পায়স মধ্যে কেশ দর্শন পূর্ব্বক রাজাকে শাপ প্রদান করিতে সমুদ্যত হইয়া ক্রোধে মস্তক হইতে জটা উৎপাটন করত ভূতলে পাতিত করিলেন। ৪। ৫ ॥

জটা মধ্যাৎ স্বসম্ভূতো জলদগ্নি শিখোপমঃ।
সপ্ততাল প্রমাণশ্চ পুরুষঃ প্রলয়ান্তকঃ। ৬॥
নৃপ শ্রেষ্ঠং স্বরাজ্যঞ্চ কোপেন হন্তু মুদ্যতঃ।
ভয়েন কম্পিতাঃ সর্ব্বে শুষ্ক কণ্ঠৌষ্ঠ তালুকাঃ। ৭॥
সস্মারচ মহাভীতো রাজা মম পদাম্বুজং।
সর্ব্ব বিঘ্নস্যোপশমঃ স্মৃতি মাত্রাদ্বভূবহ ৮॥
এতস্মিন্নন্তরে চক্রং দুর্নিবার্য্যং সুদর্শনং।
তেজসা মমতুল্যঞ্চ কোটি সূর্য্য সমপ্রভং। ৯॥
আবির্ব্বভূব সহসা সভা মধ্যেতি ঘূর্ণিতং।
নিহত্য কৃত্বা পুরুষং দুদ্রাব মুনি পুঙ্গবং। ১০॥
সশৈল সাগরাং পৃথ্বীং কাঞ্চনী ভূমি মুত্তমাং।
ভ্রাময়িত্বা মহীং সর্ব্বাং পুন র্দ্দুদ্রাবতং মুনিং। ১১॥
ধাবন্তং মুক্তকেশন্তং ভীতং কাতর মাতুরং।

তখন সেই জটা মধ্য হইতে জলদগ্নি শিখোপম সপ্ততাল প্রমাণ দীর্ঘ প্রলয়ান্তক এক ভয়ঙ্কর পুরুষ সম্ভূত হইয়া সক্রোধে নৃপতিকে বিনাশ করিতে সমুদ্যত হইল। তদ্দর্শনে ভয়ে পুরবাসিগণের কণ্ঠ ওষ্ঠ ও তালু শুষ্ক হইয়া গেল এবং তাহারা কম্পিত হইতে লাগিল। ৬। ৭॥

হে দেবি! তৎকালে সেই নরপতি মহা ভীত হইয়া যেমন আমার পাদপদ্ম স্মরণ করিলেন অমনি তাঁহার সমস্ত বিঘ্নের শান্তি হইল। ৮॥

ঐ সময়ে আমার তুল্য তেজস্বী কোটি সূর্য্য সমপ্রভ দুর্নিবার্য্য সুদর্শন চক্র সহসা তথায় আবির্ভূত হইয়া সেই সভা মধ্যে ঘূর্ণিত হইতে লাগিল। পরে সেই মদীয় সুদর্শন সেই ভীষণ পুরুষকে খণ্ড খণ্ড রূপে চ্ছেদন করিয়া মুনিবর দুর্ব্বাসার পশ্চাৎ ধাবমান হইল। ৯। ১০॥

তদ্দর্শনে মহর্ষি দুর্ব্বাসা ভয়ে শৈল সাগর সমন্বিতা সমস্ত পৃথিবী ও কাঞ্চনী ভূমি ভ্রমণ করিয়াও নিস্তার পাইলেন না, সুদর্শন তাঁহাকে সমস্ত পৃথিবী ভ্রমণ করাইয়া পুনর্ব্বার তাঁহার পশ্চাৎ ধাবমান হইল। ১১॥

তেজসাচ্ছাদ্য সূর্য্যস্তং দীপ্তং কুর্ব্বদনুত্তমং। ১২॥
কৈলাসং সপ্ত স্বর্গেচ ব্রহ্মলোক মনাময়ং।
বিপ্রেন্দ্রো ভ্রমণং কৃত্বা বৈকুণ্ঠং শরণং যযৌ। ১৩॥
পাদ পদ্মে পতন্তঞ্চ দদর্শ বিপ্র পুঙ্গবং।
কৃপয়াচ কৃপাসিন্ধু দদৌ বিপ্রায় নির্ভয়ং। ১৪॥
নারায়ণ বরেণৈব বভূব বিজ্বরো দ্বিজঃ।
পুন র্যযৌ হরিং স্তুত্বা নৃপ গেহং তদাজ্ঞয়া। ১৫॥
রাজা মুনীন্দ্রং সংপ্রাপ্য ভোজয়ামাস পায়সং।
স্বয়ঞ্চ পারণং চক্রে সস্ত্রীকঃ সহ বান্ধবঃ। ১৬॥
রাজান মাশিষং কৃত্বা ভুক্ত্বা বিপ্রো গৃহং যযৌ।
ময়া নিযোজিতং চক্রং ভক্তানাং রক্ষণায়চ। ১৭॥

তখন মুনিবর নিতান্ত ভয় বিহ্বল ও কাতর হইয়া মুক্তকেশে ধাবমান হইতে লাগিলেন, সূর্য্যদেবও তৎকালে তাঁহাকে আচ্ছাদন পূর্ব্বক তাঁহার সমধিক দীপ্তি উৎপাদন করিলেন। ১২॥

তৎপরে বিপ্রেন্দ্র দুর্ব্বাসা প্রাণভয়ে কৈলাসধাম সপ্ত স্বর্গ ও অনাময় ব্রহ্ম লোক পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিয়া পরিশেষে বৈকণ্ঠধামে গমন পূর্ব্বক বৈকুণ্ঠ নাথ হরির শরণাপন্ন হইলেন। ১৩॥

তখন কৃপাময় বৈকুণ্ঠনাথ হরি সেই মুনিবর দুর্ব্বাসাকে চরণ তলে পতিত দেখিয়া কৃপা প্রদর্শন পূর্ব্বক তাঁহাকে অভয় প্রদান করিলেন।১৪॥

তৎকালে সেই দ্বিজবর নারায়ণ বরে বিজ্বর হইয়া তাঁহাকে স্তব পূর্ব্বক তদীয় আজ্ঞানুসারে পুনর্ব্বার সেই নৃপেন্দ্র অম্বরীষের ভবনে আগমন করিলেন। ১৫॥

মুনীন্দ্র সমাগত হইলে নৃপতি তাঁহাকে পায়স ভোজন করাইয়া পত্নী ও বন্ধুবর্গের সহিত স্বয়ং পারণ করিলেন। ১৬॥

মুনিবর দুর্ব্বাসাও ভোজনান্তে রাজাকে আশীর্ব্বাদ পূর্ব্বক স্বধামে গমন করিলেন। সুদর্শন চক্র এইরূপে ভক্ত রক্ষার্থ মৎ কর্ত্তৃক নিয়োজিত রহিয়াছে। ১৭॥

নশ্যন্তি সর্ব্বে প্রলয়ে ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি।
সর্ব্বে দেবা মম প্রাণা ভক্তাঃ প্রাণাধিকা মম। ১৮ ॥
ত্বঞ্চ লক্ষ্মী র্ম্মহামায়া সাবিত্রী সা সরস্বতী।
ব্রহ্মা বিষ্ণু রনন্তশ্চ ধর্ম্মশ্চ ব্রাহ্মণা স্তথা। ১৯ ॥
গোপাঙ্গনাশ্চ গোপাশ্চ সর্ব্বে প্রিয়তমা মম।
তেভ্যঃ পরঃ প্রিয়া ভক্তাঃ প্রিয়ো ভক্তান্ন কশ্চন। ২০ ॥
দত্বা সুদর্শনং চক্রং ভক্তানাং রক্ষণায়চ।
তথাপি ন প্রতীতির্ম্মে স্বয়ং দৃষ্টুং প্রযাম্যিতান্। ২১ ॥
দুর্ব্বাসসো দর্পভঙ্গঃ শ্রুতোমম সুরেশ্বরি।
আজ্ঞাপয় মহাভাগে কিংভূয়ঃ শ্রোতু মিচ্ছসি। ২২ ॥

রাধিকোবাচ।

ধন্বন্তরে র্দ্দর্পভঙ্গং কথয়স্ব জগদ্গুরো।
পুরাণে গোপনীয়ঞ্চ শ্রোতুং কৌতূহলং মম। ২৩ ॥

রাধে! প্রলয়ে সমস্ত পদার্থের নাশ হয় কিন্তু আমার ভক্ত বিনষ্ট হয় না, সমস্ত দেবগণ আমার প্রাণ স্বরূপ, কিন্তু মদীয় ভক্তগণ আমার প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয় হইয়া থাকেন। ১৮ ॥

দেবি! লক্ষ্মী, মহামায়া, সাবিত্রী, সরস্বতী, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, অনন্ত, ধর্ম্ম ও ব্রাহ্মণগণ এবং গোপ গোপাঙ্গনাগণ ও তুমি, তোমরা সকলেই আমার প্রিয়তম, কিন্তু মদীয় ভক্তগণ তোমাদিগের সকলের অপেক্ষা আমার প্রিয়, ভক্তের পর আমার প্রিয় আর কেহই নাই। ১৯। ২০।

আমি ভক্ত রক্ষার্থ সর্ব্বদা সুদর্শন চক্রকে নিযুক্ত রাখিয়াছি, তথাপি তাহাতে আমার প্রতীতি হয় না, এই জন্য আমি স্বয়ং তাহাদিগের নিকট গমন করিয়া থাকি। ২১ ॥

সুরেশ্বরি! তুমি আমার নিকট এই দুর্ব্বাসার দর্পভঙ্গ বিষয় শ্রবণ করিলে। মহাভাগে! এক্ষণে তোমার অন্য যাহা শ্রবণ করিতে বাসনা হয় ব্যক্ত কর। ২২ ॥

নারায়ণ উবাচ।

রাধিকা বচনং শ্রুত্বা জহাস মধুসূদনঃ।
কথাং কথিতু মারেভে শ্রুতি রম্যাং পুরাতনীং। ২৪॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ সম্বাদে শ্রীকৃষ্ণ জন্মখণ্ডে পঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

রাধিকা কহিলেন, নাথ! তুমি জগতের গুরু, তোমার মুখে পুরাণ মধ্যে গোপনীয় ধন্বন্তরির দর্পভঙ্গ বিবরণ শ্রবণ করিতে আমার কৌতূহল উপস্থিত হইতেছে, অতএব তুমি আমার নিকট তাহা কীর্ত্তন কর। ২৩॥

নারায়ণ ঋষি কহিলেন হে নারদ! মধুসূদন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ রাধিকার এই বাক্য শ্রবণে হাস্য করিয়া শ্রুতি সুখ জনক পুরাতন কথা কীর্ত্তন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ২৪॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ সম্বাদে শ্রীকৃষ্ণ জন্মখণ্ডে পঞ্চাশত্তম অধ্যায় সম্পূর্ণ।

একপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ।

নারায়ণাংশো ভগবান্ স্বয়ং ধন্বন্তরি র্ম্মহান্।
পুরা সমুদ্র মথনে সমুত্তস্থৌ মহোদধেঃ। ১ ॥
সর্ব্ব দেবেষু নিষ্ঠাতো মন্ত্র তন্ত্র বিশারদঃ।
শিষ্যোহি বৈনতেয়স্য শঙ্করস্যোপ শিষ্যকঃ। ২ ॥
শিষ্যাণাঞ্চ সহস্রেণ গন্তুং কৈলাসমীশ্বরি।
দদর্শ তক্ষকং মার্গে লেলিহানং ভয়ানকং। ৩ ॥
লক্ষ নাগৈঃ পরিবৃতং শৈল তুল্যং বিষোল্বনং।
ভক্ষ্যং কোপাৎ সমায়ান্ত মেবং দৃষ্ট্বা জহাসহ। ৪ ॥
দন্তান্ ধন্বন্তরেঃ শিষ্যো ধৃত্বা তক্ষক মুল্বনং।
মন্ত্রেণ জৃম্ভিতং কৃত্বা নির্ব্বিষঞ্চ চকারতং। ৫ ॥

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, রাধে! পূর্ব্বে সমুদ্র মথন কালে নারায়ণের অংশজাত মহাত্মা ভগবান্ ধন্বন্তরি স্বয়ং মহা সমুদ্র হইতে সমুত্থিত হইয়াছিলেন। ১॥

সেই মন্ত্র-তন্ত্র বিশারদ ধন্বন্তরি, বিনতানন্দন গরুড়ের শিষ্য ভগবান্ শঙ্করের উপশিষ্য হইয়া দেবগণের মাননীয় হইলেন। ২॥

পরমেশ্বরি! একদা তিনি সহস্র শিষ্যের সহিত কৈলাস ধামে গমন করিতেছেন এমন সময়ে পথি মধ্যে দেখিতে পাইলেন লক্ষ নাগ পরিবৃত শৈল তুল্য বৃহদাকার ভয়ঙ্কর বিষোল্বন তক্ষক নাগ তাঁহাকে ভক্ষণ করিবার বাসনায় সক্রোধে জিহ্বা লেহন করিতে করিতে তদভিমুখে আগমন করিতেছে, এই ব্যাপার দর্শনে তিনি হাস্য করিতে লাগিলেন। ৩। ৪।

তখন সেই ধন্বন্তরির শিষ্য ভীষণাকার তক্ষকের দন্ত ধারণ পূর্ব্বক

অমূল্য মণি রত্নঞ্চ জহার মস্তকস্থিতং।
করেণ ভ্রাময়িত্বাচ প্রেরয়ামাস দূরতঃ। ৬॥
নিশ্চেষ্ট স্তক্ষক স্তস্থৌ তত্র মার্গে যথামৃতঃ।
গণা নিবেদনঞ্চক্রু র্গত্বা বাসুকি স ন্নিধৌ। ৭॥
বাসুকি স্তৎ সমাকর্ণ্য প্রজ্বলন্নিব কোপতঃ।
সর্পান্ প্রস্থাপয়ামাসা সংখ্যাংশ্চৈব বিষোল্বনান্।
সর্প সেনাগ্রণীনাঞ্চ মুখ্যাল্পাংশ্চ বিশারদান্। ৮॥
দ্রোণ কালীয় কর্কোট পুণ্ডরীক ধনঞ্জয়াঃ।
সর্ব্বে নাগাঃ সমাজগ্মু র্যত্র ধন্বন্তরিঃ স্বয়ং। ৯॥
ভয় মাপুঃ শিষ্যগণা দৃষ্টা নাগানসংখ্যকান্। ১০॥
নাগ নিঃশ্বাস বাতেন সর্ব্বে শিষ্যা মৃতাইব।
নিশ্চেষ্ট জ্ঞান রহিতাঃ শেরতে ধরণীতলে। ১১॥
ধন্বন্তরিশ্চ ভগবান্ পীযূষ বর্ষণে নচ।

মন্ত্র বলে তাঁহাকে স্তম্ভিত ও নির্ব্বিষ করিলেন এবং তদীয় মস্তক স্থিত অমূল্য মণিরত্ন হরণ পূর্ব্বক কর-দ্বারা তাঁহাকে ভ্রমণ করাইয়া দূরে ক্ষেপণ করিলেন। ৫। ৬॥

তাহাতে তক্ষক পথিমধ্যে মৃতবৎ নিশ্চেষ্ট ভাবে অবস্থিত হইলে নাগগণ বাসুকি নিকটে গমন পূর্ব্বক সমস্ত নিবেদন করিল। ৭॥

বাসুকি ঐ বৃত্তান্ত শ্রবণে ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া বিষোল্বন অসংখ্য সর্প এবং সর্পসৈনাগণের প্রধানেরও প্রধান কতিপয় বিশারদ সর্পকে প্রেরণ করিলেন। ৮॥

তৎকালে দ্রোণ কালীয় কর্কোট পুণ্ডরীক ও ধনঞ্জয় নামক প্রধান নাগগণ, যেস্থানে ধন্বন্তরি স্বয়ং অবস্থিত ছিলেন, তথায় সমাগত হইল। ৯॥

তখন ধন্বন্তরির শিষ্যগণ অসংখ্য নাগ দর্শনে ভয় প্রাপ্ত হইল এবং সেই নাগগণের নিঃশ্বাস বায়ুযোগে মৃতবৎ নিশ্চেষ্ট ও জ্ঞান রহিত হইয়া ধরণীতলে শয়ন করিল। ১০। ১১॥

জীবয়ামাস শিষ্যাংশ্চ মন্ত্রেণ চ গুরুং স্মরন্। ১২ ॥
চৈতনং কারয়িত্বাচ শিষ্যাণাঞ্চ জগদ্গুরুঃ।
চকার জৃম্ভিতং মন্ত্রৈঃ সর্প সংঘং বিষোল্বনং।
সর্ব্বে বভূবু র্নিশ্চেষ্টা জৃম্ভিতা স্তে মৃতাইব। ১৩ ॥
কোপিনালং ততো দেবি বার্ত্তাং দাতুং গণেষুচ। ১৪ ॥
বাসুকি র্ব্বুবুধে সর্ব্বং সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ব সঙ্কটং।
আজুহাব জগদ্গৌরীং ভগিনীং জ্ঞান রূপিণীং। ১৫ ॥

বাসুকিরুবাচ।

মনসে ত্বং সমাগচ্ছ নাগা ন্রক্ষাতি শঙ্কটাৎ।
জগৎত্রয়ে মহাভাগে পূজা তব ভবিষ্যতি। ১৬ ॥
বাসুকে র্ব্বচনং শ্রুত্বা প্রহস্যো বাচ কন্যকা।
বাক্যং পীযূষ তুল্যঞ্চ বিনয়াবনত স্থিতা। ১৭ ॥

মনসোবাচ।

নাগেন্দ্র শৃণু মদ্বাক্যং যাস্যামি সমরং প্রতি।
ভদ্রাভদ্রং দৈব বাক্যং করিষ্যামি যথোচিতং। ১৮ ॥

তদ্দর্শনে ধনন্তরি গুরুকে স্মরণ পূর্ব্বক মন্ত্র বলে অমৃত বর্ষণ করিয়া শিষ্যগণকে সচেতন করিলেন। ১২ ॥

জগদ্গুরু ধম্বন্তরি শিষ্যগণকে সচেতন করিয়া মন্ত্রবলে বিষোল্বণ সর্পগণকে জৃম্ভিত করিলে তাহারা মৃতবৎ নিশ্চেস্ট হইয়া অবস্থিত হইল। ১৩।

তখন সর্পগণের মধ্যে কেহই বাসুকির নিকট সংবাদ প্রদান করিতে সমর্থ হইল না, কিন্তু সর্ব্বজ্ঞ বাসুকি সমস্ত সঙ্কট পরিজ্ঞাত হইয়া জগদ্গৌরী জ্ঞান রূপিণী ভগিনী মনসাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মনসে! তুমি গমন করিয়া সেই মহা সঙ্কট হইতে নাগগণকে রক্ষা কর। মহাভাগে! তুমি ত্রিজগতে পূজিতা হইবে। ১৪। ১৫। ১৬ ॥

মনসাদেবী বাসুকির এই বাক্য শ্রবণে বিনয়াবনতা হইয়া সহাস

তং শত্রুং সংহরিষ্যামি লীলয়া সমর স্থলে।
অহং যং সংহরিষ্যামি তং কোরক্ষতুমীশ্বরঃ। ১৯॥
যদি ব্রহ্মাদয়ো দেবাঃ সমা যান্তি রণস্থলং।
তথাপি তঞ্চ শত্রুঞ্চ প্রজেষ্যামি ন সংশয়ঃ। ২০॥
গুরুর্মে ভগবান্ শেষঃ সিদ্ধমন্ত্রঞ্চ দত্তবান্।
নারায়ণস্য জগতামীশস্য পরমাদ্ভুতং। ২১॥
বিভর্ম্মি কবচং কণ্ঠে পরং ত্রৈলোক্য মঙ্গলং।
সংসারং ভস্মসাৎ কৃত্বা পুনঃ সৃষ্টু মহং ক্ষমাঃ। ২২॥
শিষ্যোহং মন্ত্র শাস্ত্রেষু শম্ভো র্ভগবতঃ পুরা।
মহা জ্ঞানঞ্চ দত্তবান্ সমহ্যং কৃপয়া বিভুঃ। ২৩॥

বদনে সুধা তুল্য বাক্যে তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, নাগরাজ! আপনি আমার বাক্য শ্রবণ করুন। আমি আপনার আজ্ঞানুসারে সমর স্থলে গমন করি কিন্তু ভদ্রাভদ্র দৈবায়ত্ত হইলেও সমর হইতে নিবৃত্তা হইব না, তথায় মৎ কর্ত্তৃক যথোচিত কার্য্য সম্পাদিত হইবে। ১৭। ১৮॥

নাগেন্দ্র! আমি অবলীলাক্রমে রণস্থলে সেই শত্রুকে সংহার করিব, মৎ কর্ত্তৃক যে বিনষ্ট, কেহই তাহাকে রক্ষা করিতে পারিবে না। ১৯॥

যদি ব্রহ্মাদি দেবগণ রণস্থলে আগমন করেন তথাপি আমি সেই শত্রুকে জয় করিব সন্দেহ নাই। ২০॥

আমি ভগবান্ অনন্তদেবের শিষ্যা, তিনি আমাকে সিদ্ধমন্ত্র প্রদান করিয়াছেন, বিশেষতঃ জগৎকর্ত্তা সনাতন নারায়ণের ত্রৈলোক্য মঙ্গল নামক পরমাদ্ভুত কবচ আমি স্বীয় কণ্ঠে ধারণ করিতেছি, আমি সমস্ত সংসার ভস্মীভূত করিয়া পুনর্ব্বার সৃষ্টি করিতে সক্ষম হইতে পারি। ২১। ২২॥

পূর্ব্বে আমি ভগবান্ শূলপাণির নিকট মন্ত্র শাস্ত্র শিক্ষা করিয়াছি, সুতরাং আমি তাঁহারও শিষ্যা, তিনি কৃপা করিয়া আমাকে মহাজ্ঞান প্রদান করিয়াছেন। ২৩॥

শম্ভোশ্চ শিষ্যো গরুড়ো গণয়ামি নতং ধ্রুবং।
ধন্বন্তরি স্তৎ শিষ্যাণামেকং কিং গণয়া মিতং। ২৪ ॥
ইত্যুক্ত্বা সা জগামৈকা ত্যক্ত্বা নাগগণান্ রুষা।
প্রণম্য শ্রীহরিং শম্ভুং শেষঞ্চ হৃষ্ট মানসা। ২৫ ॥
যত্র ধন্বন্তরি র্দ্দেবঃ প্রসন্ন বদনে ক্ষণা।
তত্রা জগাম সা দেবী কোপ রক্তে ক্ষণা রুষা। ২৬ ॥
দৃষ্টি মাত্রেণ সর্পাংশ্চ জীবয়ামাস সুন্দরী।
বিষ দৃষ্ট্যা শক্র শিষ্যান্ নিশ্চেষ্টাংশ্চ চকারহ। ২৭ ॥
ধন্বন্তরিশ্চ ভগবান্ মন্ত্র শাস্ত্র বিশারদঃ।
মন্ত্রেণ যত্নং কৃতবান্ নোত্থাপয়িতু মীশ্বরঃ। ২৮।
দৃষ্ট্বা ধন্বন্তরিং দেবী প্রহস্যোবাচ সত্বরং।
কটূক্তি মর্থযুক্তাঞ্চ সাহঙ্কারাৎ সুরেশ্বরী। ২৯।

খগেশ্বর গরুড় শঙ্করের শিষ্য, আমি তাঁহাকে সামান্য জ্ঞান করিয়া থাকি, ধন্বন্তরি সেই গরুড়ের শিষ্যগণের মধ্যে একজন, সেও আমার গ্রাহ্যের মধ্যে গণনীয় নহে। ২৪ ॥

এই বলিয়া মনসাদেবী শ্রীহরি শঙ্কর ও অনন্তদেবকে প্রণাম করিয়া সক্রোধে নাগগণকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক একাকিনী প্রীতমনে গমন করিলেন। ২৫ ॥

সেই দেবী, এইরূপে প্রসন্ন বদনে ও প্রীতি প্রফুল্ল নয়নে সমর যাত্রা করিয়া যে স্থানে ধন্বন্তরিদেব অবস্থিত ছিলেন তথায় রোষকষায়িত লোচনে উপনীতা হইলেন। ২৬ ॥

তখন সেই সুন্দরী মনসাদেবী দৃষ্টিমাত্রে সর্পগণকে সচেতন করিয়া বিষদৃষ্টিযোগে শক্র শিষ্যগণকে নিশ্চেষ্ট করিলেন। ২৭ ॥

তৎকালে মন্ত্র শাস্ত্র বিশারদ ভগবান্ ধন্বন্তরি মন্ত্র বলে স্বীয় শিষ্যগণকে উত্থাপন করিতে যত্নবান্ হইয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। ২৮ ॥

মনসোবাচ।

মন্ত্রাণাং মন্ত্র শিল্পং বা মন্ত্র ভেদং মহৌষধং।
বদ জানাসি কিং সিদ্ধিং শিষ্যোসি গরুড়স্যচ। ৩০।
অহঞ্চ বৈনতেয়শ্চ শিষ্যৌ শম্ভোশ্চ বিশ্রুতৌ।
সুস্বল্পকালং সুচিরমহং ধন্বন্তরে শৃণু। ৩১।
ইত্যুক্তা সরসঃ পদ্মং সমানীয় জগৎ প্রসূঃ।
মন্ত্র সঞ্চলিতং কৃত্বা প্রেরয়ামাস কোপতঃ। ৩২।
দৃষ্টা গতং পদ্মপুষ্পং জ্বলদগ্নি শিখোপমং।
ধন্বন্তরিশ্চ নিশ্বাসৈ র্ভস্মসাত্তু চকারহ। ৩৩॥
শর্ষপাণাং সমূহঞ্চ মনসা কোপ বিহ্বলা।
মন্ত্র সম্বলিতং কৃত্বা প্রেরয়ামাস সত্বরং। ৩৪॥
তঞ্চ ধন্বন্তরির্দ্দৃষ্টা সমন্ত্র রেণু মুষ্টিনা।

ঐ সময়ে সুরেশ্বরী মনসাদেবী ধন্বন্তরিকে দর্শন করিয়া সগর্ব্বে সহাস্য বদনে সত্বর তাঁহার প্রতি অর্থযুক্ত কটূক্তি প্রয়োগ পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, হে মূঢ়! তুমি গরুড়ের শিষ্য, কিরূপ মন্ত্র সিদ্ধি লাভ করিয়াছ এবং কিরূপ মন্ত্র শিক্ষা মন্ত্রভেদ ও মহৌষধ তোমার বিদিত আছে, আমার নিকট ব্যক্ত কর। ২৯। ৩০॥

ধন্বন্তরে! আমি ও বিনতা নন্দন গরুড়, আমরা উভয়ে ভগবান্ শঙ্করের শিষ্য, কিন্তু আমি অতি অল্প কাল তাঁহার নিকট মন্ত্র শিক্ষা করিয়াছি, তথাপি আমার প্রভাব প্রত্যক্ষ কর। ৩১॥

এই বলিয়া জগৎ প্রসূ মনসাদেবী সক্রোধে সরোবর হইতে একটি পদ্ম গ্রহণ পূর্ব্বক মন্ত্রবলে তাহা সঞ্চালিত করিয়া প্রেরণ করিলেন।৩২॥

তখন ধন্বন্তরি সেই পদ্মপুষ্পকে জ্বলদগ্নি শিখার ন্যায় সমাগত হইতে দেখিয়া নিঃশ্বাস বায়ু দ্বারা তাহা ভস্মসাৎ করিলেন। ৩৩॥

তদ্দর্শনে মনসাদেবী কোপবিহ্বলা হইয়া শর্ষপ সমূহ মন্ত্র পূত করতঃ সত্বর প্রেরণ করিলেন। ৩৪॥

চকার নিষ্ফলং ভস্ম তাং প্রহস্যাবলীলয়া। ৩৫ ॥
দেবী জগ্রাহ শক্তিঞ্চ গ্রীষ্ম সূর্য্য সমপ্রভাং।
মন্ত্র সম্বলিতাং কৃত্বা প্রেরয়ামাস তং রিপুং। ৩৬ ॥
দৃষ্ট্বা জাজ্বল্যমানাঞ্চ শক্তিং ধন্বন্তরিঃ স্বয়ং।
বিষ্ণু দত্তেন শূলেন সমুচ্চিচ্ছেদ লীলয়া। ৩৭ ॥
তাঞ্চ শক্তিং বৃথাং দৃষ্ট্বা প্রজজ্বালেশ্বরী রুষা।
জগ্রাহ নাগপাশঞ্চ শ্রেষ্ঠ মব্যর্থ মুল্বনং। ৩৮ ॥
নাগ লক্ষ সমাযুক্তং সিদ্ধ মন্ত্রেণ মন্ত্রিতং।
প্রেরয়ামাস কোপেন কালান্তক সমপ্রভং। ৩৯ ॥
ধন্বন্তরি র্নাগপাশং দৃষ্ট্বাচ সস্মিতো মুদা।
সস্মার গরুড়ং তূর্ণ মাজগাম খগেশ্বরঃ। ৪০ ॥
সর্পাস্ত্র মাগতং দৃষ্ট্বা গরুড়ো হরি বাহনঃ,

ধন্বন্তরি ঐ ব্যাপার দর্শনে হাস্য করিয়া অবলীলা ক্রমে সমস্তক রেণুমুষ্টি দ্বারা তাহা ভস্মীভূত করতঃ বিফল করিলেন। ৩৫ ॥

তখন মনসাদেবী গ্রীষ্মকালীন সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তি শালিনী শক্তি গ্রহণ পূর্ব্বক তাহা মন্ত্রপুত করিয়া শত্রুর প্রতি প্রেরণ করিলেন। ৩৬ ॥

তৎকালে সেই শক্তি জাজ্বল্যমান হইয়া সমাগত হইতে লাগিল, তদ্দর্শনে ধন্বন্তরি স্বয়ং অবলীলাক্রমে বিষ্ণু প্রদত্ত শূল দ্বারা তাহা ছেদন করিলেন। ৩৭ ॥

দেবী প্রধানা মনসা সেই শক্তি ব্যর্থ দর্শনে ক্রোধে প্রজ্বলিতা হইয়া অতুল্য অমোঘ শ্রেষ্ঠ নাগপাশ গ্রহণ করিলেন। ৩৮ ॥

তৎপরে তিনি সেই কালান্তক সমপ্রভ লক্ষ নাগ সমন্বিত ভয়ঙ্কর নাগপাশ সিদ্ধ মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিয়া সক্রোধে তাঁহার প্রতি ক্ষেপণ করিলেন। ৩৯ ॥

ধন্বন্তরি নাগপাশ দর্শনে হাস্য করিয়া প্রীতমনে গরুড়কে স্মরণ করিবামাত্র খগপতি তৎক্ষণাৎ তথায় সমুত্তীর্ণ হইলেন। ৪০ ॥

নিধায় চঞ্চুনা শীঘ্রং বুভুজে ক্ষুধিতশ্চিরং। ৪১ ॥
নাগাস্ত্রং নিষ্ফলং দৃষ্ট্বা কোপ রক্তে ক্ষণা ভৃশং।
জগ্রাহ ভস্ম মুষ্টিঞ্চ শিবদত্তাং পরা প্রিয়ে। ৪২ ॥
ভস্ম মুষ্টিং মন্ত্রপূতাং দৃষ্ট্বাচ প্রেরিতং ময়া।
পক্ষ বাতেন নিক্ষেপ শিষ্যং পশ্চাদ্বিধায়চ। ৪৩ ॥
নিরস্তাং ভস্ম মুষ্টিঞ্চ দৃষ্ট্বা দেবী চুকোপহ।
জগ্রাহ শূল মব্যর্থং তূর্ণং ধন্বন্তরিন্ততঃ। ৪৪ ॥
শিব দত্তঞ্চ শূলঞ্চ শত সূর্য্য সমপ্রভং।
অব্যর্থ শূলং কোপেষু প্রলয়াগ্নি সমপ্রভং। ৪৫ ॥
অথ ব্রহ্মা ততঃ শম্ভু রাজগাম রণান্তিকং।
ধন্বন্তরেশ্চ রক্ষার্থং সংমানার্থং খগস্যচ। ৪৬ ॥

সেই হরি বাহন গরুড় দীর্ঘকাল ক্ষুধার্ত্ত ছিলেন, সুতরাং নাগাস্ত্র দর্শন করিয়া সত্বর নাগ সমুদায়কে চঞ্চু দ্বারা গ্রহণ পূর্ব্বক ভোজন করিলেন। ৪১ ॥

প্রিয়ে! এইরূপে নাগপাশ বিফল হইলে সেই পরমা দেবী মনসার নয়ন যুগল ক্রোধে অতিশয় রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। তখন তিনি শিব প্রদত্ত ভস্মমুষ্টি মন্ত্রপূত করিয়া ক্ষেপণ করিলেন। ৪২ ॥

তৎকালে আমি সেই মন্ত্রপূত প্রেরিত ভস্মমুষ্টি দর্শনে শিষ্যকে পশ্চাদ্ভাগে রাখিয়া গরুড়ের পক্ষ বায়ু যোগে তাহা দূরে ক্ষেপণ করিলাম। ৪৩ ॥

এইরূপে ভস্মমুষ্টি বিফল দর্শনে দেবীর আরও ক্রোধ উপস্থিত হওয়াতে তিনি সত্বর শত সূর্য্য সম প্রভ প্রলয়াগ্নির ন্যায় তেজোময় শিব প্রদত্ত অব্যর্থ শূল গ্রহণ করিয়া ধন্বন্তরির বিনাশ করিতে সমুদ্যতা হইলেন। ৪৪। ৪৫।

অতঃপর ব্রহ্মা ও শঙ্কর ধন্বন্তরির রক্ষার্থ ও খগপতির সম্মানার্থ সেই সমর ক্ষেত্রে সমাগত হইলেন। ৪৬ ॥

দৃষ্টা শম্ভুং জগদ্গৌরী বিরিঞ্চিং জগতাং পতিং।
ভক্ত্যা ননাম তাবেব নিঃশঙ্কা শূল ধারিণী। ৪৭ ॥
ধন্বন্তরিশ্চ গরুড়ং প্রণনাম সুরেশ্বরৌ।
তুষ্টাব পরয়া ভক্ত্যা তৌচ চক্রতু রাশিষং। ৪৮ ॥
উবাচ ব্রহ্মা মধুরং হিতং ধন্বন্তরিং মুদা।
পূজার্থং মনসায়াশ্চ লোকানাং হিত কাম্যয়া। ৪৯ ॥

ব্রহ্মোবাচ।

ধন্বন্তরে মহাভাগ সর্ব্বশাস্ত্র বিশারদ।
রণন্তে মনসা সার্দ্ধং নহি সাম্যঞ্চ মে মতং। ৫০ ॥
শিব দত্তেন শূলেন দুর্নিবার্য্যেণ সর্ব্বতঃ।
ত্রৈলোক্যং ভস্মসাৎ কর্ত্তুং ক্ষমেয়ং ত্রিদশেশ্বরী। ৫১ ।
ধ্যানং কৌথুম শাখোক্তং কৃত্বা ভক্ত্যা সমাহিতঃ।
দত্বা ষোড়শোপচারং দেব্যাশ্চ কুরু পূজনং। ৫২ ॥

তখন সেই শূল ধারিণী জগদ্গৌরী মনসাদেবী জগৎপতি ব্রহ্মা ও দেবাদিদেব মহাদেবকে সমাগত দেখিয়া নিঃশঙ্কচিত্তে ভক্তিযোগে তাঁহাদিগকে প্রণাম করিলেন। ৪৭ ॥

ধন্বন্তরিও পরম ভক্তিযোগে গরুড়কে ও তাঁহাদিগকে প্রণাম পূর্ব্বক স্তব করিলে সেই সুরেশ্বর ব্রহ্মা ও শঙ্কর তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন ।৪৮॥

পরে ভগবান্ কমলযোনি সাধারণ জনগণের হিত কামনায় মনসা দেবীর পূজা বিধানার্থ প্রীতমনে মধুর বাক্যে ধন্বন্তরিকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে মহাভাগ ধন্বন্তরে! তুমি সর্ব্ব শাস্ত্র বিশারদ, আমার বিবেচনায় মনসার সহিত যুদ্ধ করা তোমার কর্ত্তব্য নহে। ৪৯। ৫০ ॥

এই ত্রিদশেশ্বরী মনসাদেবী সর্ব্বতোভাবে দুর্নিবার্য্য শিব প্রদত্ত শূল দ্বারা ত্রিলোক ভস্মীভূত করিতেও সমর্থা হন। ৫১ ॥

অতএব বেদের কৌথুম শাখায় এই দেবীর যে ধ্যান ও ষোড়শো-

আস্তিকোক্তেন স্তোত্রেণ স্তবনং কর্ত্তু মর্হসি।
পরিতুষ্টা চ মনসা বরং তুভ্যং প্রদাস্যতি। ৫৩ ॥
ব্রহ্মণো বচনং শ্রুত্বা চকারানুমতিং শিবঃ।
বৈনতেয়শ্চ সংপ্রীত্যা বোধয়ামাস যত্নতঃ। ৫৪ ॥
এষাঞ্চ বচনং শ্রুত্বা স্নাত্বা শুচিরলঙ্কৃতঃ।
বিধিং পুরোহিতং কৃত্বা পূজাং কর্ত্তুং সমুদ্যতঃ। ৫৫ ॥

ধন্বন্তরিরুবাচ।

ইহা গচ্ছ জগদ্গৌরি গৃহাণ মম পূজনং।
পূজ্যা ত্বং ত্রিষু লোকেষু পরা কশ্যপ কন্যকে। ৫৬ ॥
ত্বয়া জিতং জগৎ সর্ব্বং দেবি বিষ্ণু স্বরূপয়া।
তেন তেঽস্ত্র প্রয়োগশ্চ ন কৃতো রণ ভূমিষু। ৫৭ ॥

পচারে পূজার বিধি নির্দ্দিষ্ট আছে, তুমি তদনুসারে সমাহিত চিত্তে ভক্তিযোগে ইহাঁর ষোড়শোপচারে পূজা কর। ৫২ ॥

আর তুমি আস্তিক মুনির কৃত স্তোত্রে ইহাঁর স্তব কর, এই দেবী পরিতুষ্টা হইয়া তোমাকে বর প্রদান করিবেন। ৫৩ ॥

দেবাদিদেব, ব্রহ্মার এইবাক্য শ্রবণে ধন্বন্তরিকে তদনুষ্ঠানে অনুমতি করিলেন, এবং খগেন্দ্রও প্রীতিযোগে সযত্নে তাঁহাকে তদ্বিষয়ে উপদেশ প্রদান করিলেন। ৫৪ ॥

তখন ধন্বন্তরি তাঁহাদিগের ঐবাক্য শ্রবণে স্নান করিয়া শুচি ও অলঙ্কৃত হইলেন। পরে তিনি ব্রহ্মাকে পৌরহিত্যে বরণ পূর্ব্বক মনসা দেবীর পূজা করিতে সমুদ্যত হইয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে কশ্যপ কন্যে! তুমি ত্রিলোক মধ্যে পূজনীয়া পরমা দেবী রূপে নির্দ্দিষ্টা আছ, হে জগদ্গৌরি! এক্ষণে তুমি এই স্থানে আগমন করিয়া আমার পূজা গ্রহণ কর। ৫৫। ৫৬ ॥

হে দেবি! তুমি বিষ্ণু স্বরূপিণী, তোমা কর্ত্তৃক সমস্ত জগৎ বিজিত হইয়াছে। এই জন্য আমি রণ ক্ষেত্রে তোমার প্রতি অস্ত্র প্রয়োগ করি নাই। ৫৭ ॥

ইত্যুক্তা সংযুতো ভূত্বা ভক্তি নম্রাত্ম কন্ধরঃ।
গৃহীত্বা শুক্ল কুসুমং ধ্যানং কর্ত্তুং সমুদ্যতঃ। ৫৮ ॥
চারু চম্পক বর্ণাভাং সর্ব্বাঙ্গং সুমনোহরাং।
ঈষদ্ধাস্য প্রসন্নাস্যাং শোভিতাং সূক্ষ্ম বাসসা। ৫৯ ॥
সুচারু কবরী শোভাং রত্নাভরণ ভূষিতাং।
সর্ব্বাভয় প্রদাং দেবীং ভক্তানুগ্রহ কাতরাং। ৬০ ॥
সর্ব্ব বিদ্যাপ্রদাং শান্তাং সর্ব্ব বিদ্যা বিশারদাং।
নাগেন্দ্র বাহিনীং দেবীং ভজ নাগেশ্বরীং পরাং। ৬১ ॥
ধ্যাত্বৈবং কুসুমং দত্ত্বা নানা দ্রব্য সমন্বিতং।
দত্ত্বা ষোড়শোপচারং পূজয়ামাস তাং প্রিয়ে। ৬২ ॥
স্তোত্রঞ্চকার ভক্ত্যাচ পুলকাঞ্চিত বিগ্রহঃ।
পুটাঞ্জলি যুতো ভূত্বা ভক্তি নম্রাত্ম কন্ধরঃ। ৬৩ ॥

এই বলিয়া ধন্বন্তরি সংযতচিত্তে ও ভক্তি বিনম্রকন্ধরে শুক্ল কুসুম গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহার ধ্যান করিতে সমুদ্যত হইলেন। ৫৮ ॥

হে দেবি! চারু চম্পকের ন্যায় তোমার বর্ণ, তোমার সর্ব্বাঙ্গ অতি মনোহর, তুমি সূক্ষ্ম বসন পরিধান করিয়া সুশোভিতা হইতেছ এবং তোমার সুপ্রসন্ন মুখ মণ্ডলে মৃদু মৃদু হাস্য বিকাসিত হইতেছে। ৫৯ ॥

দেবি! তুমি বিবিধ রত্নাভরণে বিভূষিতা রহিয়াছ, তোমার সুচারু কবরীভার শোভমান হইতেছে, আর তুমি সর্ব্বজনের অভয় দায়িনী হইয়া ভক্তজনের প্রতি কৃপা বিতরণে সর্ব্বদা ব্যগ্র চিত্তা হইয়াছ। ৬০ ॥

হে জগদ্গৌরি! তুমি সর্ব্ব বিদ্যা বিশারদা সর্ব্ব বিদ্যা প্রদায়িনী নাগেন্দ্র বাহিনী নাগেশ্বরী পরমা দেবী বলিয়া অভিহিতা হইয়া থাক, আমি এবম্ভূতা তোমাকে ধ্যান করি। ৬১ ॥

প্রিয়ে! ধন্বন্তরি এইরূপে মনসাদেবীর ধ্যান করিয়া কুসুম প্রদানান্তে নানা দ্রব্য সমন্বিত ষোড়শোপচারে তাঁহার পূজা করিলেন। ৬২ ॥

তৎপরে তিনি পুলকাঞ্চিত কলেবর হইয়া ভক্তি বিনম্র কন্ধরে ও

ধন্বন্তরিরুবাচ।

নমঃ সিদ্ধি স্বরূপায়ৈ সিদ্ধিদায়ৈ নমোনমঃ।
নমঃ কশ্যপ কন্যায়ৈ বরদায়ৈ নমোনমঃ। ৬৪॥
নমঃ শঙ্কর কন্যায়ৈ শঙ্করায়ৈ নমোনমঃ।
নমস্তে নাগবাহিন্যৈ নাগেশ্বর্য্যৈ নমোনমঃ। ৬৫।
নমো নাগ ভগিন্যৈচ যোগিন্যৈচ নমোনমঃ।
নম আস্তিক জন্যৈচ জনন্যৈ জগতাং পুনঃ। ৬৬।
নমো জরৎকারু নাম্ন্যৈ জরৎকার স্ত্রিয়ৈ নমঃ।
নমশ্চিরং তপস্বিন্যৈ সুখদায়ৈ নমোনমঃ। ৬৭।
নম স্তপস্যা রূপায়ৈ ফলদায়ৈ নমোনমঃ।
সুশীলায়ৈচ সাধ্বৈচ শান্তায়ৈচ নমোনমঃ। ৬৮।
ইত্যেব মুক্ত্বা ভক্ত্যাচ প্রণনাম প্রযত্নতঃ।
তুষ্টা দেবী বরং দত্বা সত্বরং স্বালয়ং যযৌ। ৬৯।

কৃতাঞ্জলিপুটে এইরূপে তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন, হে দেবি! তুমি কশ্যপ কন্যা সিদ্ধি স্বরূপা, সিদ্ধি দায়িনী ও বরপ্রদা বলিয়া নির্দ্দিষ্টা রহিয়াছ, আমি বারংবার তোমাকে প্রণাম করি। ৬৩। ৬৪॥

দেবি! তুমি শঙ্কর কন্যা শঙ্করী নাগ বাহিনী ও নাগেশ্বরী নামে বিখ্যাতা রহিয়াছ, তোমার চরণে আমার বারংবার নমস্কার। ৬৫॥

তুমি বাসুকির ভগিনী, যোগিনী, আস্তিক মাতা ও জগজ্জননী বলিয়া নির্দ্দিষ্টা আছ, আমি তোমাকে বারংবার নমস্কার করি। ৬৬॥

মনসে! তুমি জরৎকারু নাম্নী জরৎকার মুনির পত্নী, তপস্বিনী ও সুখ দায়িনী বলিয়া প্রসিদ্ধা রহিয়াছ, আমি তোমার চরণে বার বার প্রণিপাত করি। ৬৭॥

জ্ঞানিগণ তোমাকে তপঃ স্বরূপা, শুভাশুভ ফলদাত্রী, সুশীলা, সাধ্বী ও শান্তস্বভাবা বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, আমি তোমার চরণে বারংবার নমস্কার করি। ৬৮॥

ব্রহ্মা রুদ্র বৈনতেয়াঃ সমাজগ্মু র্নিজালয়ং।
ধন্বন্তরিশ্চ ভগবান্ জগাম নিজ মন্দিরং।
যযু র্নাগাঃ প্রহর্ষাশ্চ ফণারাজি বিরাজিতাঃ। ৭০ ॥
ইত্যেবং কথিতং সর্ব্বং স্তবরাজঃ সমুল্বণঃ। ৭১ ॥
বিধিনা মাতরং ভক্তি মাস্তিকশ্চ চকারহ।
তদা তুষ্টা জগদ্গৌরী পুত্রন্তং মুনি পুঙ্গবং। ৭২ ॥
ইদং স্তোত্রং মহাপুণ্যং ভক্তি যুক্তশ্চ যঃ পঠেৎ।
বংশজানাং নাগ ভয়ং নাস্তি তস্য ন শংসয়ঃ। ৭৩ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ সম্বাদে শ্রীকৃষ্ণ জন্মখণ্ডে ধন্বন্তরি দর্পভঙ্গ মনসা বিজয়ো নামৈকপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

ধন্বন্তরি ভক্তিযোগে এইরূপে মনসাদেবীর স্তব করিয়া প্রযত্ন সহকারে তাঁহার চরণে প্রণত হইলে তিনি পরিতুষ্টা হইয়া তাঁহাকে বর প্রদান পূর্ব্বক সত্বর স্বধামে গমন করিলেন। ৬৯ ॥

তৎপরে ব্রহ্মা রুদ্র ও গরুড় স্ব স্ব স্থানে গমন করিলে ভগবান্ ধন্বন্তরি নিজ মন্দিরে প্রস্থান করিলেন॥ তখন নাগগণও হর্ষান্তঃকরণে ফণারাজি বিরাজিত হইয়া স্ব স্ব আলয়ে গমন করিল। ৭০ ॥

এই আমি তোমার নিকট মনসাদেবীর পরমোৎকৃষ্ট ও সমস্ত স্তবরাজ কীর্ত্তন করিলাম, মহর্ষি আস্তিকজননী মনসার প্রতি ভক্তি পরায়ণ হইয়া যথাবিধি এইরূপ স্তব করিলে তিনি সেই পুত্রের প্রতি পরিতুষ্টা হইয়াছিলেন। ৭১। ৭২ ॥

যে ব্যক্তি ভক্তিযুক্ত হইয়া এই মহা পবিত্র মনসা স্তোত্র পাঠ করে তাহার বংশীয়গণের নাগ ভয় নিশ্চয়ই বিদূরিত হয়। ৭৩ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ সম্বাদে শ্রীকৃষ্ণ জন্মখণ্ডে ধন্বন্তরি দর্পভঙ্গ মনসাবিজয় নাম এক পঞ্চাশত্তম অধ্যায় সম্পূর্ণ।

দ্বিপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ।

সর্ব্বেষাঞ্চ দর্পভঙ্গঃ কথিতশ্চ শ্রুত ত্বয়া।
ক্ষুদ্রাণাং মহতাঞ্চৈব কৃত এব ন সংশয়ঃ। ১॥
অধুনাচ সমুত্তিষ্ঠ গচ্ছ বৃন্দাবনং বনং।
গোপিকা বিরহার্ত্তাশ্চ শীঘ্রং পশ্যামি সুন্দরি। ২॥

নারায়ণ উবাচ।

ইত্যেব বচনং শ্রুত্বা মানিনী রসিকেশ্বরী।
উবাচ কৃষ্ণং লয় মাং ন শক্তাং গন্তু মীশ্বর। ৩॥
রাধিকা বচনং শ্রুত্বা প্রহস্য মধুসূদন।
মামারুহে ত্যেব মুক্ত্বা সোঽন্তর্দ্ধ্যানঞ্চকারহ। ৪॥
সা মনোযায়িনী রাধা কৃত্বাচ রোদনং ক্ষণং।

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, প্রাণাধিকে! কি ক্ষুদ্র কি মহৎ সকলেরই দর্প ভঙ্গ বৃত্তান্ত যথাক্রমে বর্ণিত হওয়াতে সমুদায় যে তোমার শ্রুতি গোচর হইয়াছে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ১॥

সুন্দরি! অধুনা তুমি গাত্রোত্থান পূর্ব্বক বৃন্দাবনের বন মধ্যে গমন কর, গোপিকাগণ নিতান্ত বিরহার্ত্তা হইয়াছে, এক্ষণে আমি তাহাদিগকে দর্শন করি। ২॥

রসিকেশ্বরী মানিনী রাধিকা শ্রীকৃষ্ণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, প্রাণনাথ! আমি গমন করিতে পারি না, তুমি আমাকে বহন কর। ৩।

মধুসূদন শ্রীকৃষ্ণ রাধিকার এই বাক্য শ্রবণে হাস্য করিয়া (তুমি আমার স্কন্ধে আরোহণ কর) এই বাক্য উচ্চারণ পূর্ব্বক সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন। ৪॥

নাথ নাথেতি কুর্ব্বন্তী নিরাহারা রুষান্বিতাঃ। ৫ ॥
তাশ্চ দৃষ্ট্বাচ সা রাধা প্রেম বিচ্ছেদ কাতরাঃ।
কথয়ামাস বৃত্তান্তং মলয় ভ্রমণাদিকং। ৬ ॥
তাভিঃ সার্দ্ধঞ্চ সা রাধা রুরোদ বিরহাতুরা।
হা নাথ নাথেত্যুচ্চার্য্য বিলপ্যচ মুহুর্ম্মুহুঃ। ৭ ॥
বিনিন্দ্য কৃষ্ণং কোপেন তর্জ্জয়ামাস চ ক্ষণং।
ক্ষণং শরীর মুৎস্রষ্টুং কোপাৎ সর্ব্বাঃ সমুদ্যতাঃ। ৮ ॥
এতস্মিন্নন্তরে কৃষ্ণ স্তত্র চন্দন কাননে।
স্বাত্মানং দর্শয়ামাস রাধিকা গোপিকাগণং। ৯ ॥
রাধা গোপাঙ্গনাভিশ্চ দৃষ্ট্বা প্রাণেশ্বরং মুদা।

তখন শ্রীমতী রাধিকা কৃষ্ণের অদর্শনে নিতান্ত কাতরা হইয়া হা নাথ! হা নাথ! এইরূপ বলিতে বলিতে কিয়ৎক্ষণ মনের ন্যায় বেগে ইতস্তত সঞ্চরণ পূর্ব্বক রোদন করিলেন। তৎপরে তিনি কোপাবিষ্টা হইয়া নিরাহারে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ৫ ॥

অতঃপর তিনি প্রেম বিচ্ছেদ কাতরা গোপিকাগণকে দেখিতে পাইয়া তাঁহাদিগের নিকট মলয় ভ্রমণাদি বৃত্তান্ত সমুদায় বর্ণন করিলেন। ৬ ॥

পরে তিনি বিরহ বিধুরা হইয়া সেই বিরহিণী গোপিকাগণ সমভি ব্যাহারে বারংবার হা নাথ! হা নাথ! এই বাক্য উচ্চারণ পূর্ব্বক রোদন করিতে লাগিলেন। ৭ ॥

তৎকালে তিনি ক্রোধে প্রাণেশ্বর কৃষ্ণকে নিন্দা করিয়া ক্ষণকাল তাঁহার উদ্দেশে তর্জ্জন করিলেন। পর ক্ষণে সমস্ত গোপিকাগণ সহিত প্রাণত্যাগে সমুদ্যতা হইলেন। ৮ ॥

ঐ সময়ে সর্ব্বান্তর্যামী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবন মধ্যগত সেই চন্দন কাননে আবির্ভূত হইয়া শ্রীমতী ও গোপিকাগণকে স্বীয় মূর্ত্তি দর্শন করাইলেন। ৯ ॥

সাস্মিতাচ প্রদুদ্রাব পুলকাঞ্চিত বিগ্রহা। ১০ ॥
তূর্ণং কৃষ্ণং সমাশ্লিষ্য জহার মুরলীং রুষা।
মালাঞ্চ পীতবসনং নগ্নং কৃত্বা চ মানিনী। ১১ ॥
পুনঃ সংধারয়ামাস বস্ত্রং মালাং মনোহরাং।
বিনোদ মুরলীং তুষ্টা বৃন্দাবন বিনোদিনী। ১২ ॥
চন্দনাগুরু কস্তূরী কুঙ্কুমাক্তং চকার তং।
মুহুর্ম্মুহু র্ম্মুখং বীক্ষ চুচুম্ব পরমাদরং। ১৩ ॥
ক্ষণং তং তর্জ্জয়ামাস ক্ষণং স্তোত্রঞ্চকারহ।
স কর্পূরঞ্চ তাম্বূলং ক্ষণং তস্মৈ দদৌ মুদা। ১৪ ॥
অথ গোপাঙ্গনাঃ সর্ব্বা রুরুদুঃ প্রেম বিহ্বলাঃ।
সর্ব্বং নিবেদনঞ্চক্রুঃ স্বদুঃখং বিরহ জ্বরং। ১৫ ॥
দেহ ত্যাগঞ্চ স্নানঞ্চ স্বাহারস্য বিসর্জ্জনং।
বনে বনেঽহর্নিশঞ্চ শশ্বদ্ভ্রমণ মেবচ। ১৬ ॥

তখন রাসেশ্বরী রাধিকা গোপাঙ্গনাগণ সমভিব্যাহারে প্রাণেশ্বর কৃষ্ণকে দর্শন করিয়া পুলকাঞ্চিত কলেবরে হাস্য করিতে করিতে প্রীত-মনে তদভিমুখে ধাবমানা হইলেন। ১০ ॥

পরে সেই মানিনী রাধা সত্বর শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন করিয়া সরোষে তদীয় মুরলী মালা ও পীত বসন হরণ পূর্ব্বক তাঁহাকে নগ্ন করিলেন।১১॥

পরক্ষণে অবার সেইবৃন্দাবনবিনোদিনী রাধিকা তুষ্টা হইয়া তাঁহাকে পীত বসন মনোহর মালা ও বিনোদ মুরলী ধারণ করাইলেন। ১২ ॥

তৎপরে তিনি প্রাণকান্ত কৃষ্ণের অঙ্গ অগুরু চন্দন কস্তূরী ও কুঙ্কুমে অভিষিক্ত করিয়া বারংবার সতৃষ্ণ নয়নে দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক পরমাদরে তাঁহার মুখমণ্ডল চুম্বন করিতে লাগিলেন। ১৩ ॥

অতঃপর তিনি কখন তাঁহাকে তর্জ্জন, কখন স্তুতিবাদ ও কখন বা প্রীতি পূর্ব্বক স কর্পূর তাম্বূল প্রদান করিতে প্রবৃত্তা হইলেন। ১৪ ॥

অনন্তর গোপাঙ্গনাগণ সকলে প্রেম বিহ্বলা হইয়া রোদন পূর্ব্বক

ক্ষণং তং ভৎসয়ামাসুঃ স্তোত্রঞ্চক্রুঃ ক্ষণং মুদা।
ক্ষণং দদু র্ভূষণঞ্চ ক্ষণং তস্মৈচ চন্দনং। ১৭॥
কাশ্চি দূচুঃ প্রাণচৌরং পশ্য রক্ষেতি সন্ততং।
এবং পুন র্ন কর্ত্তব্য মনেনেতিচ কাশ্চন। ১৮॥
কাশ্চি দূচুরিয়ং মধ্যে যূয়ং কুরুত সত্বরং।
নিবধ্য প্রেম পাশেন হৃদয়ে শেচতি কাশ্চন। ১৯॥
কাশ্চিদূচু রিমং নাস্তি প্রতীতি র্ব্বা কদাচন।
যত্নাচ্চেতন চৌরঞ্চ পশ্য পশ্যেতি কাশ্চন। ২০॥
কাশ্চিদূচু র্নিষ্ঠুরোঽয়ং নরঘাতীতি কোপতঃ।
ন পুনর্ব্বদতেমঞ্চ কাশ্চনেতিচ নারদ। ২১॥

তাঁহারা তদীয় বিরহে যে রূপে স্নান ভোজন বিসর্জ্জন করিয়া প্রাণত্যাগে উদ্যতা হইয়াছিলেন এবং দিবা নিশি অবিচ্ছিন্ন ভাবে যেরূপে বনে বনে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। তৎ সমুদায় নিবেদন করিলেন। ১৫। ১৬॥

তৎকালে সেই গোপিকাগণ কখন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে ভৎসনা, কখন প্রীতমনে স্তুতিবাদ, কখন ভূষণ প্রদান করিলেন এবং কখন বা তাঁহার গাত্রে চন্দন লেপন করিতে প্রবৃত্তা হইলেন। ১৭॥

তৎকালে কতিপয় গোপিকা পরস্পর কহিতে লাগিলেন, সখি! এই প্রাণ চৌর যেন নয়নের অন্তরাল না হয়, সর্ব্বদা ইহাঁকে রক্ষা কর, আর কেহ কেহ কহিলেন এই শ্রীকৃষ্ণ এরূপ কার্য্য আর কখন করিবেন না। ১৮॥

কেহ কেহ কহিতে লাগিলেন সখিগণ! তোমরা প্রাণকান্ত কৃষ্ণকে সত্বর মধ্যস্থানে রাখিয়া অবস্থান কর, কেহ কেহ বা কহিলেন এই ধূর্ত্তকে হৃদয় মধ্যে প্রেমপাশে বদ্ধ করিয়া রাখ। ১৯॥

কতিপয় গোপিকা কহিলেন, ইহাঁকে কখন বিশ্বাস নাই, কেহ কেহ বা কহিলেন সযত্নে এই চিত্ত চৌরকে রক্ষা কর, রক্ষা কর। ২০॥

কেহ কেহ ক্রোধাবিষ্ট চিত্তে কহিলেন এই কৃষ্ণ অতি নিষ্ঠুর ও নর-

নির্জ্জনানি চ রম্যাণি যানি যানি বনানিচ।
ভ্রমেয়ুর্গোপিকাস্তানি কৃষ্ণেণ সহ কৌতুকাৎ। ২২ ॥
এবং তং গোপিকাঃ সর্ব্বা মধ্যে কৃত্বা সদীশ্বরং।
যযু র্ব্বনান্তরে যত্র সুরম্যং রাস মণ্ডলং। ২৩ ॥
রাসং গত্বা স্বর্ণ পীঠে তস্থৌ স রসিকেশ্বরঃ।
তাভিস্তাভি র্যথাকাশে চন্দ্রস্তারাগণৈঃ সহ। ২৪ ॥
নানা মূর্ত্তিং বিধায়াত্র সহ তাভি র্জ্জনার্দ্দনঃ।
চকারুচ পুনঃ ক্রীড়াং কামুকীনাং মনোহরাং। ২৫ ॥
স্বয়ং রাধাং করে ধৃত্বা পূর্ব্বোক্ত রতি মন্দিরং।
বিশ্বকর্ম্মা বিনির্ম্মাণ মারুরোহ স্মরাতুরং। ২৬ ॥
চন্দনাগুরু কস্তূরী কুঙ্কুমাক্তে সুবাসিতে।
তত্র চম্পাক তল্পেষু সুস্বাপচ তয়াসহ। ২৭ ॥

ঘাতী, ইহাঁকে বিশ্বাস নাই, কেহ কেহ বা কহিলেন সখিগণ! তোমরা প্রাণেশ্বর কৃষ্ণের প্রতি এরূপ বাক্য প্রয়োগ করিও না। ২১ ॥

এইরূপে প্রেমোন্মত্তা গোপিকাগণ পরস্পর এইরূপ কহিয়া সকৌতুকে কৃষ্ণের সহিত বৃন্দাবন মধ্যগত সমস্ত রমণীয় বনে ভ্রমণ করিলেন। ২২ ॥

পরে সমস্ত গোপিকা সেই সর্ব্বেশ্বর সনাতন কৃষ্ণকে মধ্যভাগে রাখিয়া বনান্তর মধ্যগত সুরমা রাসমণ্ডলে গমন করিলেন। ২৩ ॥

তথায় রসিকেশ্বর হরি রাসক্রীড়া সমাপন পূর্ব্বক চপলা ও তারকাগণে পরিবেষ্টিত চন্দ্রমার ন্যায় সেই গোপীমণ্ডলে মণ্ডিত হইয়া স্বর্ণপীঠে সমাসীন হইলেন। ২৪ ॥

তৎপরে সেই জনার্দ্দন বিবিধ বেশ ধারণ পূর্ব্বক পুনর্ব্বার সেই কামুকী গোপিকাগণের মনোহর বিহারে প্রবৃত্ত হইলেন। ২৫ ॥

ঐ সময়ে তিনি স্মরাতুর হইয়া রাসেশ্বরী রাধিকার কর ধারণ পূর্ব্বক বিশ্বকর্ম্মার বিনির্ম্মিত পূর্ব্বোক্ত রতি মন্দিরে আরোহণ করিলেন। ২৬ ॥

সেই রতি মন্দির অগুরু চন্দন কস্তূরী ও কুঙ্কুম দ্রবে সিক্ত, তাহাতে

নানা প্রকার শৃঙ্গারং কাম শাস্ত্র বিশারদঃ।
চকার কামী ক্রীড়াঞ্চ কামিন্যা সহ কৌতুকী। ২৮ ॥
বভূব সুরতি স্তত্র সুচিরঞ্চ তয়োর্ম্মুনে।
রতি নিষ্ঠা তয়ো রম্যা বিরতি র্নাস্তি তৎক্ষণং। ২৯ ॥
এবং তৌ তস্থতু স্তত্র রাধা কৃষ্ণৌ রসোৎসুকৌ।
তস্থুস্তা গোপিকাভিশ্চ সুরতৌ কৃষ্ণ মূর্ত্তয়ঃ। ৩০ ॥

নারদ উবাচ।

আদৌ রাধাং সমুচ্চার্য্য পশ্চাৎ কৃষ্ণং বিদুর্ব্বুধাঃ।
নিমিত্ত মস্য মাং ভক্তং বদ ভক্তজন প্রিয়। ৩১ ॥

নারায়ণ উবাচ।

নিমিত্ত মস্য ত্রিবিধং কথয়ামি নিশাময়।

চম্পকাকীর্ণ রতিকরী শয্যা প্রস্তুত ছিল, শ্রীকৃষ্ণ রাধিকার সহিত সেই শয্যায় শয়ান হইলেন। ২৭ ॥

তৎপরে সেই কাম শাস্ত্র বিশারদ স্মরাতুর শ্রীকৃষ্ণ তথায় সকৌতুকে কামার্ত্তা রাধিকার সহিত ক্রীড়া ও নানা প্রকার শৃঙ্গার করিতে লাগিলেন। ২৮ ॥

এইরূপে তথায় সেই বিরহাসক্ত রাধাকৃষ্ণের দীর্ঘকাল রতি ক্রীড়া সম্পাদিত হইতে লাগিল, তৎকালে পরস্পর কাহারও রতি বিষয়ে বিরতি হইল না। ২৯ ॥

ঐ সময়ে কেবল রসোৎসুক রাধা কৃষ্ণের যে বিহার হইতে লাগিল এরূপ নহে, তখন সেই ভক্ত বৎসল ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত গোপিকাগণের কামনা পরিপূরণার্থ অভেদ রূপে বহুতর স্বীয় মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া তাহাদিগেরও সহিত বিহারে প্রবৃত্ত হইলেন। ৩০ ॥

নারদ কহিলেন, প্রভো! পণ্ডিতগণ কি কারণে অগ্রে রাধানাম উচ্চারণ করিয়া পশ্চাৎ কৃষ্ণ নাম উচ্চারণ করেন ইহা পরিজ্ঞাত হইতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে, আমি আপনার ভক্ত আপনিও ভক্ত প্রিয়, অতএব কৃপা করিয়া আমার নিকট উহা কীর্ত্তন করুন। ৩১ ॥

জগন্মাতাচ প্রকৃতিঃ পুরুষশ্চ জগৎপিতা।
গরীয়সীতি জগতাং মাতা শত গুণৈঃ পিতুঃ। ৩২॥
রাধা কৃষ্ণেতি গৌরীশে ত্যেবংশব্দঃ শ্রুতৌ শ্রুতঃ।
কৃষ্ণ রাধেশগৌরীতি লোকেচ ন কদা শ্রুতঃ। ৩৩॥
প্রসীদ রোহিণী চন্দ্র গৃহাণার্ঘ্যমিদং মম।
গৃহাণার্ঘ্যং ময়াদত্তং সংজ্ঞয়া সহ ভাস্কর। ৩৪॥
প্রসীদ কমলাকান্ত গৃহাণ মম পূজনং।
ইতি দৃষ্টং সামবেদে কৌথুমে মুনি সত্তম। ৩৫॥
রা শব্দোচ্চারণা দেব স্ফীতো ভবতি মাধবঃ।
ধা শব্দোচ্চারতঃ পশ্চাদ্ধাবত্যেব সসম্ভ্রমঃ। ৩৬॥
আদৌ পুরুষ মুচ্চার্য্য পশ্চাৎ প্রকৃতি মুচ্চরেৎ।
স ভবেন্মাতৃঘাতীচ বেদাতি ক্রমণে মুনে। ৩৭॥

নারায়ণ ঋষি কহিলেন, বৎস! তুমি যে বিষয়ের প্রশ্ন করিলে, তাহার ত্রিবিধ কারণ আছে, আমি তোমার নিকট তাহা বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর। প্রকৃতি জগন্মাতা ও পুরুষ জগৎপিতা নির্দ্দিষ্ট আছে। অতএব জগন্মাতা প্রকৃতি জগৎপিতা পুরুষ হইতে শত গুণে গরীয়সী বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছেন। ৩২॥

হে নারদ! বেদে রাধা কৃষ্ণ গৌরীশ এইরূপ শব্দ বর্ণিত আছে, কৃষ্ণ রাধা ঈশ গৌরী এরূপ শব্দ কুত্রাপি শ্রুতি গোচর হয় না। ৩৩॥

দ্বিতীয়তঃ সামবেদের কৌথুম শাখায় ইহা বর্ণিত আছে, হে রোহিণী চন্দ্র! তুমি প্রসন্ন হইয়া আমার প্রদত্ত এই অর্ঘ্য গ্রহণ কর। হে সংজ্ঞা সমন্বিত ভাস্কর! মৎ প্রদত্ত এই অর্ঘ্য তোমা কর্ত্তৃক গৃহীত হউক। হে কমলাকান্ত হরে! তুমি প্রসন্ন হইয়া আমার পূজা গ্রহণ কর।৩৪।৩৫॥

আর রা শব্দ উচ্চারণ মাত্র ভগবান্ মাধব স্ফীত হন এবং ধা শব্দ উচ্চারণ মাত্র তিনি সসম্ভ্রমে নিশ্চয় তৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া থাকেন। ৩৬॥

ত্রৈলোক্যে ভারতং ধন্যং পুণ্যক্ষেত্রঞ্চ পুণ্যদং।
ততো বৃন্দাবনং পুণ্যং রাধা পাদাব্জ রেণুনা। ৩৮ ॥
ষষ্টিং বর্ষ সহস্রাণি তপস্তপ্তঞ্চ বেধসা।
রাধিকা চরণাম্ভোজ পাদরেণূপলব্ধয়ে। ৩৯ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ সম্বাদে শ্রীকৃষ্ণ জন্মখণ্ডে দ্বিপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

দেবর্ষে! বেদে নির্দ্দিষ্ট আছে, অগ্রে প্রকৃতির নামোচ্চারণ করিয়া পশ্চাৎ পুরুষের নামোচ্চারণ করিবে, যে ব্যক্তি বেদ বিধি অতিক্রম করিয়া অগ্রে পুরুষের পশ্চাৎ প্রকৃতির নামোচ্চারণ করে, তাহাকে মাতৃ হত্যা পাপে লিপ্ত হইতে হয়। ৩৭ ॥

ত্রিলোক মধ্যে পুণ্যপ্রদ পুণ্যক্ষেত্র ভারত ভূমি ধন্য, আবার তন্মধ্যে বৃন্দাবন রাধার চরণ কমলের রেণুস্পর্শে ততোধিক পবিত্র ও ধন্য হইয়াছে। ৩৮ ॥

পূর্ব্বে বিধাতা, রাধিকার চরণ কমল ও চরণ কমলের রেণু লাভের বাসনায় ষষ্টি সহস্র বর্ষ তপস্যা করিয়াছিলেন। ৩৯ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ সম্বাদে শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে দ্বিপঞ্চাশত অধ্যায় সংপূর্ণ।

ত্রিপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

নারদ উবাচ।

স মতীতে পূর্ণমাসে কিঞ্চকার জগৎপতিঃ।
রহস্যং কিং বভূবাথ ভগবান্ বক্তু মর্হসি। ১ ॥

নারায়ণ উবাচ।

রাসং নির্ব্বৃত্য রাসেচ রাসেশ্বর্য্যা সমন্বিতঃ।
স্বয়ঞ্চ রাসেশ্বর স্তস্মাদ্ যমুনা পুলিনং যযৌ। ২ ॥
তত্র স্নাত্বা জলং পীত্বা নির্ম্মলং নির্ম্মলে জলে।
সার্দ্ধং গোপাঙ্গনাভিশ্চ জল ক্রীড়াঞ্চকার সঃ। ৩ ॥
ততো জগাম ভগবান্ ভাণ্ডীরং রাধয়া সহ।
গোপাঙ্গনাশ্চ স্বগৃহান্ প্রযযু র্ব্বিরহাতুরাঃ। ৪ ॥
ক্রীড়াঞ্চকার রহসি ভাণ্ডীরে মালতীবনে।
মালতী পুষ্প শয্যায়াং রম্যায়াং রমণোৎসুকঃ। ৫ ॥

নারদ কহিলেন, ভগবন্! পূর্ণমাস অতীত হইলে সেই জগৎপতি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কি রূপ রহস্য লীলা করিলেন তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন। ১ ॥

নারায়ণ ঋষি কহিলেন, হে নারদ! রাসেশ্বর হরি রাসেশ্বরী রাধিকার সহিত এই রূপে রাসলীলা সমাপন করিয়া যমুনা পুলিনে গমন করিলেন। ২ ॥

তৎপরে তিনি সেই যমুনার নির্ম্মল জলে স্নান করিয়া সেই বিমল জল পান পূর্ব্বক গোপিকাগণ সমভিব্যাহারে জল ক্রীড়া করিলেন। ৩ ॥

জল ক্রীড়াবসানে সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ রাধিকার সহিত ভাণ্ডীর বনে গমন করিলে গোপাঙ্গনাগণ বিরহাতুরা হইয়া স্ব স্ব গৃহে প্রতিগমন করিলেন। ৪ ॥

কৃত্বা ক্রীড়াঞ্চ তত্রৈব বাসন্তী কাননং যযৌ।
রেমে তত্রৈব রাসেশো বসন্তে সুমনোহরে। ৬॥
তত্রৈব রমণং কৃত্বা যযৌ চন্দন কাননং।
চন্দনোক্ষিত সর্ব্বাঙ্গো গৃহীত্বা চন্দনোক্ষিতাং। ৭॥
রম্যে চন্দন তল্পেচ স্নিগ্ধ চন্দন পল্লবে।
পূর্ণচন্দ্রে সমুদিতে বিজহার তয়া সহ। ৮॥
কৃত্বা বিহারং তত্রৈব যযৌ চম্পক কাননং।
রম্যে চম্পক তল্পেচ চকার রতি মীশ্বর। ৯।
রতিং নির্ব্বত্য তত্রৈব যযৌ পদ্মবনং বিভুঃ।
পদ্মপত্র সমাকীর্ণে তল্পেতি সুমনোহরে। ১০॥

এদিকে রমণোৎসুক কৃষ্ণ ভাণ্ডীর বন মধ্যগত নির্জ্জন মালতী বনে মালতী কুসুমাকীর্ণ রমণীয় শয্যায় শয়ান হইয়া সেই রাসিকার সহিত বিহারে প্রবৃত্ত হইলেন। ৫॥

রাসেশ্বর হরি সেই সুমনোহর বসন্তে রাসেশ্বরী রাধিকার সহিত এই রূপে তথায় বিহার করিয়া বাসন্তী কাননে উপনীত হইলেন। ৬॥

সে স্থানেও তিনি রাসেশ্বরী রাধিকার সহিত বিহার করিয়া চন্দন বনে গমন করিলেন, তথায় রাধা কৃষ্ণ উভয়েরই সর্ব্বাঙ্গ চন্দনোক্ষিত হইল, ক্রমে গগনে পূর্ণচন্দ্র সমুদিত হইয়া বিমল কিরণ বর্ষণ করিতে লাগিলেন, ঐ সময়ে তিনি তত্রত্য সুস্নিগ্ধ চন্দন পল্লবাকীর্ণ চন্দনাক্ত সুরম্য শয্যায় প্রিয়তমা রাধিকা সমভিব্যাহারে শয়ন করিয়া বিহারে প্রবৃত্ত হইলেন। ৭। ৮॥

এই রূপে তথায় বিহার করিয়া তিনি শ্রীমতীর সহিত চম্পক কাননে প্রবিষ্ট হইলেন এবং তত্রত্য চম্পক কুসুমে রচিত রমণীয় শয্যায় শয়ন করিয়া সেই রাধিকার সহিত রতিক্রীড়া করিলেন। ৯॥

তথায় রতিক্রীড়ার পর সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পদ্ম বনে প্রবেশ পূর্ব্বক পদ্মমুখী রাধিকার সহিত পদ্মপত্র সমাকীর্ণ অতি মনোহর শয্যায় শয়ন

সার্দ্ধং তত্র পদ্ম মুখ্যা শীতেন পদ্ম বায়ুনা।
চকার সুখ সম্ভোগং যযৌ নিদ্রাং তয়া সহ। ১১।
বিহায় নিদ্রাং নিদ্রেশো দদর্শ নিদ্রিতাং প্রিয়াং।
শয়ানাং পদ্ম তল্পেচ সুখ সম্ভোগ মাত্রতঃ। ১২।
দৃষ্ট্বা মুখঞ্চ ঘর্ম্মাক্তং শরচ্চন্দ্র বিনিন্দিতং।
অতি সংলিপ্ত সিন্দূরং লুপ্তং কজ্জল মুজ্জ্বলং। ১৩।
সংলুপ্তাধর রাগঞ্চ সংলুপ্ত গণ্ড পত্রকং।
বিস্রস্ত কবরীভারং নেত্রোৎপল নিমীলিতং। ১৪।
রত্ন কুণ্ডল যুগ্মেনা মূল্যেন পরিশোভিতং।
রাজিতং মৌক্তিকে নৈব গজরাজোদ্ভবে নচ। ১৫।
প্রেম্নাস্ব সূক্ষ্ম বস্ত্রেণ বহ্নিশুদ্ধেন মাধবঃ।
চকার মার্জ্জনং ভক্ত্যা তদ্বক্ত্রং ভক্ত বৎসলঃ। ১৬।

করিলেন। তৎকালে পদ্মরেণু সুগন্ধি গন্ধবহের মন্দ মন্দ সঞ্চার হইতে লাগিল। ঐ সময়ে রাধা শ্যাম উভয়ে তথায় সুখ সম্ভোগে কিয়ৎক্ষণ যাপন করিয়া নিদ্রাগত হইলেন। ১০। ১১॥

তৎপরে সেই নিদ্রেশ্বর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বিনিদ্র হইয়া দেখিলেন, সেই কমল শয্যায় শয়ানা প্রিয়তমা রাধিকা সুখ সম্ভোগ মাত্র নিদ্রাভি-ভূতা হইয়াছেন। ১২॥

তাঁহার শরচ্চন্দ্র বিনিন্দিত মুখ মণ্ডল ঘর্ম্মাক্ত, ললাটস্থ সিন্দুর বিন্দু অতি সংলিপ্ত, উজ্জ্বল কজ্জল রেখা অধর রাগ ও গণ্ডস্থলের চিত্র পত্রক বিলুপ্ত, কবরীভার বিস্রস্ত ও নয়ন কমল নিমীলিত রহিয়াছে। ১৩। ১৪॥

আর তাঁহার শ্রুতি যুগলে অমূল্য রত্ন কুণ্ডলদ্বয় শোভমান এবং নাসিকায় গজরাজোদ্ভব সমুজ্জ্বল মুক্তাফল লম্বমান হইতেছে। ১৫॥

এই ব্যাপার দর্শনে ভক্ত বৎসল মাধব প্রেমবশে স্বীয় বহ্নিশুদ্ধ সূক্ষ্ম বসন দ্বারা ভক্তিযোগে সেই প্রিয়তমা রাধিকার মুখ মণ্ডল মার্জ্জন করিয়া দিলেন। ১৬॥

কেশ সম্মার্জ্জনং কৃত্বা নির্ম্মায় কবরীং হরিঃ।
মাধবী মালতী মালা জালেন পরিশোভিতাং। ১৭।
রক্তপট্ট সূত্র বদ্ধাং বাম বঙ্কাং মনোহরাং।
অতীব বর্ত্তুলাকারাং কুন্দ পুষ্প সুশোভিতাং। ১৮।
দদৌ সিন্দূর তিলক মধশ্চন্দন বিন্দুনা।
কস্তূরী বিন্দুভিঃ সার্দ্ধং পরিতঃ পরিশোভিতাং। ১৯।
চকার পত্রকং গণ্ডযুগ্মে চিত্র বিচিত্রিতং।
প্রদদৌ কজ্জলং ভক্ত্যা নেত্রোৎপল সমুজ্জ্বলং। ২০॥
চকারাধর রাগঞ্চ রাধায়াশ্চানুরাগতঃ।
কর্ণ ভূষণ যুগ্মঞ্চ চকারাতীব নির্ম্মলং। ২১॥
অমূল্য রত্নহারঞ্চ স্তন ভার যুগোজ্জ্বলং।
দদৌ কণ্ঠেচ বৈকুণ্ঠো মণিরাজ বিরাজিতং। ২২॥

তৎপরে প্রিয়তমা রাধিকার কেশ মার্জ্জন পূর্ব্বক তাঁহার কবরী বন্ধন করিলেন, সেই কবরী মাধবী ও মালতী মালাজালে বিমণ্ডিত, রক্ত পট্ট সূত্রে সংবদ্ধ, কুন্দ কুসুমে পরিশোভিত অতীব বর্ত্তুলাকার ও বাম বঙ্কিম ভাবে বিন্যস্ত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিতে লাগিল। ১৭। ১৮॥

পরে সেই শ্রীমতীর ললাটে সিন্দূর তিলক ও তন্নিম্নে চন্দনবিন্দু বিন্যস্ত এবং তৎকর্ত্তৃক তাঁহার চতুর্দ্দিক কস্তূরী বিন্দুতে পরিশোভিত হইল। ১৯॥

অতঃপর তিনি ভক্তিযোগে রাধিকার কর্ণ যুগলে বিচিত্র চিত্র পত্রক ও নেত্রোৎপল যুগলে অঞ্জন প্রদান পূর্ব্বক সমুজ্জ্বল করিলেন। ২০॥

তৎকালে তৎ কর্ত্তৃক সানুরাগে শ্রীমতীর অধর রাগ সম্পাদিত ও কর্ণ ভূষণ যুগল নির্ম্মলীকৃত হইল। ২১॥

সেই বৈকুণ্ঠনাথ কৃষ্ণ প্রিয়তমার কণ্ঠদেশে মণিরাজ বিরাজিত অতুল্য রত্নহার প্রদান করিলেন, তখন তাহা লম্বিত হইয়া তদীয় স্তন যুগল সমুজ্জ্বল করিল। ২২॥

বহ্নিশুদ্ধং শুভং দিব্য মমূল্য বিশ্ব রত্নতঃ।
বাসয়ামাস বসনং কস্তূরী কুঙ্কুমাক্তকং। ২৩॥
প্রদদৌ পাদ যুগলে রত্ন মঞ্জীর রঞ্জিতং।
চকারালক্তকং ভক্ত্যা পাদাঙ্গুলি নখেষুচ। ২৪॥
চকার সেবাং সেব্যায়াঃ সেব্য স্ত্রিজগতাং সতাং।
অহো সেবক সংভক্ত্যা শ্বেতেন চামরেণচ। ২৫॥
সর্ব্ব ভাব বিদাং শ্রেষ্ঠো বোধজ্ঞঃ কাম শাস্ত্র বিৎ।
কামিনীং বোধয়ামাস বাসয়ামাস বক্ষসি। ২৬॥
প্রেম্নাচ প্রদদৌ তস্যৈ সদ্রত্ন দর্পণং শুভং।
সুবেশ দর্শনার্থায় মুখচন্দ্রস্য মার্জ্জনং। ২৭॥
নানা পুষ্প বিরচিতা মম্লানাং চন্দনোক্ষিতাং।
গলে সৌভাগ্যযুক্তায়াঃ সৌভাগ্যেন ততো হরিঃ। ২৮॥

ঐ সময়ে তিনি অমূল্য বিশ্বরত্নে উজ্জ্বলীকৃত কস্তূরী কুঙ্কুমাক্ত বহ্নি-শুদ্ধ পরমোৎকৃষ্ট বসন তাঁহাকে পরিধান করাইলেন। ২৩॥

তৎপরে তৎ কর্ত্তৃক রাধিকার চরণ যুগল রত্ন মঞ্জীরে রঞ্জিত হইল, এবং তিনি ভক্তিযোগে তাঁহার পাদাঙ্গুলির নখরে অলক্তক পরাইয়াদিলেন। ২৪॥

অহো! যিনি ত্রিজগতের সাধু বৃন্দের সেবনীয়, সেই সর্ব্ব নিয়ন্তা সর্ব্বাধিষ্ঠাতা হরি তৎকালে সেবনীয়া রাধিকার সেবায় নিযুক্ত হইয়া ভৃত্য যেমন ভক্তি পূর্ব্বক প্রভুর সেবা করে তদ্রূপ পরম ভক্তিযোগে তাঁহাকে শ্বেত চামর বীজন করিতে লাগিলেন। ২৫॥

এই রূপ পরিচর্য্যার পর সেই সর্ব্ব ভাব বিদগ্রগণ্য কাম শাস্ত্রবেত্তা পরম তত্ত্বজ্ঞ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ প্রাণেশ্বরী রাধিকাকে জাগরিতা করিয়া তাঁহাকে বক্ষঃস্থলে ধারণ করিলেন। ২৬॥

পরে তিনি প্রেম বশে তদীয় সুবেশ দর্শনার্থ উৎকৃষ্ট রত্নদর্পণ এবং মুখ চন্দ্রের মার্জ্জন প্রদান করিলেন। ২৭॥

কস্তূরী কুঙ্কুমাক্তঞ্চ সুগন্ধি চন্দনং ততঃ।
দদৌ প্রিয়ায়াঃ সর্ব্বাঙ্গে প্রিয়ঃ প্রেম ভরেণচ। ২৯ ॥
পারিজাতস্য কুসুমং দত্তং রহসি ব্রহ্মণা।
প্রদদৌ তৎ কবর্য্যাঞ্চ ললিতায়াঞ্চ নারদ। ৩০ ॥
কমলং নির্ম্মলং দিব্যং সহস্রদল মুজ্জ্বলং।
শিবেন দত্তং রহসি দদৌতদ্দক্ষিণে করে। ৩১ ॥
অভিসারং মণীন্দ্রাণাং মণিরত্নঞ্চ কৌস্তুভং।
দত্তং রহসি ধর্ম্মেণ তস্যৈ সুপ্রীতয়ে দদৌ। ৩২ ॥
অশনং রত্নপাত্রস্থং দত্তং চন্দ্রেণ নির্জ্জনে।
পানার্থং প্রদদৌ তস্যৈ কামোন্মাদ করং পরং। ৩৩ ॥
মালতী মাধবী কুন্দ মন্দার চম্পকাদিকং।
পুষ্পং সদ্রত্ন পাত্রস্থং তস্যৈ সুপ্রীতয়ে দদৌ। ৩৪ ॥

অতঃপর সেই সৌভাগ্যযুক্তা রাধিকার গলদেশে তৎ কর্ত্তৃক সৌভাগ্য বশে চন্দনোক্ষিতনানা পুষ্প বিরচিত অম্লান অপূর্ব্ব মালা সমর্পিত হইল। ২৮।

তৎপরে প্রিয়তম হরি প্রেমভরে প্রিয়তমার সর্ব্বাঙ্গে কুঙ্কুমাক্ত সুগন্ধি চন্দন লেপন পূর্ব্বক বিজনে ব্রহ্মার প্রদত্ত পারিজাত কুসুম তাঁহার ললিত কবরীতে পরাইয়াদিলেন। ২৯। ৩০ ॥

তদনন্তর বিজনে শিব প্রদত্ত সমুজ্জ্বল সুনির্ম্মল দিব্য সহস্রদল কমল তৎ কর্ত্তৃক তাঁহার দক্ষিণকরে প্রদত্ত হইল। ৩১ ॥

পরে তিনি বিজনে ধর্ম্ম প্রদত্ত মণীন্দ্র প্রধান কৌস্তুভ নামক মণিরত্ন পরম প্রীতি যোগে তাঁহাকে প্রদান করিলেন। ৩২ ॥

মণি প্রদানের পর নির্জ্জনে চন্দ্র প্রদত্ত রত্ন পাত্রস্থ ভক্ষ্য বস্তু এবং কামোন্মাদ কর উৎকৃষ্ট পানীয় তৎ কর্ত্তৃক সমর্পিত হইল। ৩৩।

পরে তিনি প্রীতিপূর্ণ হৃদয়ে মালতী, মাধবী, কুন্দ, মন্দার প্রভৃতি কুসুমরাজি রত্নপাত্রে সংস্থাপন পূর্ব্বক তাঁহাকে প্রদান করিলেন। ৩৪।

সুদুর্ল্লভঞ্চ তাম্বূলং কর্পূরাদি সুসংস্কৃতং।
ভক্ষণং কারয়ামাস সময়জ্ঞশ্চ তাং প্রিয়ে। ৩৫ ॥
সুদুর্ল্লভঞ্চ বিশ্বেষু বাক্পতেঃ পরিনির্ম্মিতং।
অনুত্তম মমূল্যঞ্চ বরুণেন রহঃ স্থলে। ৩৬ ॥
অতি সূক্ষ্ম মনোপাস্যং দত্তং ভক্ত্যা বিরাজিতং।
বাসয়ামাস বসনং হৃষ্টো নগ্নাঞ্চ কৌতুকাৎ। ৩৭ ॥
দেবরাজেন দত্তঞ্চ গজরাজেন মৌক্তিকং।
নাসিকা ভূষণঞ্চারু তস্যৈ সুপ্রীতয়ে দদৌ। ৩৮ ॥
এতস্মিন্নন্তরে তত্র সুশীলাদ্যাশ্চ গোপিকাঃ।
ষট্ ত্রিংশৎ সহচর্য্যশ্চ রাধায়াঃ সুপ্রতিষ্ঠিতাঃ। ৩৯ ॥
ষট্ ত্রিংশৎ কোটি গোপীভিঃ সার্দ্ধং প্রহৃষ্ট মানসাঃ।
আযযুঃ পাদ চিহ্নেন প্রিয়স্য রহতঃ প্রিয়াং। ৪০ ॥
কাশ্চিচ্চন্দন হস্তাশ্চ কাশ্চিচ্চামর বাহিকাঃ।

অতঃপর সময়জ্ঞ হরি কর্পূরাদি সুসংস্কৃত সুদুর্ল্লভ তাম্বূল গ্রহণ পূর্ব্বক প্রিয়তমাকে ভক্ষণ করাইলেন। ৩৫ ॥

ঐ সময়ে বরুণদেব বাক্পতির পরিনির্ম্মিত বিশ্ব সুদুর্ল্লভ অনুপম অমূল্য বসন বিজনে কৃষ্ণকে প্রদান করিলে তিনি সকৌতুকে প্রীতি সহকারে সেই শোভাময় বস্ত্র নগ্না রাধিকাকে পরিধান করাইলেন। ৩৬। ৩৭ ॥

তৎপরে তিনি প্রীতি পূর্ব্বক দেবরাজের প্রদত্ত গজরাজমৌক্তিক তাঁহার নাসিকা ভূষণ করিয়া দিলেন। ৩৮ ॥

ঐ সময়ে রাধিকার সুশীলাদি সুপ্রতিষ্ঠিতা ষট্ত্রিংশৎ গোপিকা যে পথে প্রিয় মাধব রাধিকাকে বহন করিয়াছিলেন সেই পথে ষট্ত্রিংশৎ সহস্র গোপিকা সমভিব্যাহারে সমাগতা হইয়া তদীয় চরণ চিহ্ন দর্শনে তদনুসরণ ক্রমে প্রীত মনে আগমন করিতে লাগিলেন। ৩৯।৪০॥

কাশ্চিৎ কুঙ্কুম হস্তাশ্চ কশ্চিত্তাম্বূল বাহিকাঃ। ৪১ ॥
কাশ্চিৎ কস্তুরী হস্তাশ্চ মালা হস্তাশ্চ কাশ্চন।
কাশ্চিৎ সিন্দূর হস্তাশ্চ কাশ্চিৎ কঙ্কতিকা করাঃ। ৪২ ॥
কাশ্চিদলক্তক করা বস্ত্র হস্তাশ্চ কাশ্চন।
কাশ্চিদ্ভূষণ হস্তাশ্চ কাশ্চিদাসব বাহিকাঃ। ৪৩।
করতাল করাঃ কাশ্চিৎ কাশ্চিন্মৃদঙ্গ বাহিকাঃ।
স্বরযন্ত্র করাঃ কাশ্চিদ্বীণা হস্তাশ্চ কাশ্চন। ৪৪।
ষট্‌ত্রিংশ দ্রাগ রাগিণ্যো গোপিকা রূপ ধারিকাঃ।
গোলোকাদাগতায়াশ্চ ভারতং রাধয়া সহ। ৪৫।
কাশ্চি জ্জগুশ্চ ননৃতুস্তত্রাগত্যচ কাশ্চন।
কাশ্চিচ্চকার সেবাঞ্চ রাধায়াঃ শ্বেত চামরৈঃ। ৪৬।
কাচিচ্চকার দেব্যাশ্চ পাদ সম্বাহনং মুদা।

তৎকালে গোপিকাগণের মধ্যে কেহ কেহ চন্দন, কেহ কেহ চামর, কেহ কেহ কুঙ্কুম ও কেহ কেহ তাম্বূল গ্রহণ করিয়া চলিলেন। ৪১ ॥

কতিপয় গোপিকার হস্তে কস্তূরী কতিপয়ের করে মালা, কতিপয়ের করে সিন্দুর ও কতিপয়ের করে কঙ্কতিকা শোভা পাইতে লাগিল। ৪২ ॥

কেহ কেহ অলক্তক, কেহ কেহ বস্ত্র, কেহ কেহ ভূষণ ও কেহ কেহ আসব বহন করিতে লাগিলেন। ৪৩ ॥

কেহ কেহ করতাল, কেহ কেহ মৃদঙ্গ, কেহ কেহ স্বরযন্ত্র ও কেহ কেহ বা বীণা স্ব স্ব করে ধারণ পূর্ব্বক সমাগত হইতে লাগিলেন। ৪৪ ॥

তৎকালে ষট্‌ত্রিংশৎ রাগ রাগিণী গোপিকা রূপে রাধিকার সহিত গোলোকধাম হইতে ভারতে আগমন করেন। ৪৫ ॥

তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ সমাগতা হইয়া গান, কেহ কেহ নৃত্য করিতে লাগিলেন এবং কেহ কেহ বা শ্বেতচামর বীজন পূর্ব্বক শ্রীমতীর সেবা করিতে আরম্ভ করিলেন। ৪৬ ॥

কাচিদ্দদৌচ তাম্বূলং ভক্ষণার্থং সুবাসিতং । ৪৭ ।
এবং কৌতুক যুক্তশ্চ পুণ্যে বৃন্দাবনে বনে।
প্রতস্থৌ গোপিকা সার্দ্ধং রাধা বক্ষঃস্থল স্থিতঃ । ৪৮ ।
ক্ষণং পপৌচ মাধ্বীকং প্রিয়য়া সহ মাধবঃ ।
ক্ষণং চখাদ তাম্বূলং ক্ষণং নিদ্রাং যযৌ মুদা । ৪৯ ।
ক্ষণঞ্চকার শৃঙ্গারং রত্ন নির্ম্মিত মন্দিরং ।
ক্ষণং জল বিহারঞ্চ চকার যমুনা জলে । ৫০ ।
ইত্যেবং কথিতং বৎস রাস ক্রীড়াং হরে রহো।
স্বেচ্ছাময়স্যাত্মনশ্চ পরিপূর্ণতমস্যচ । ৫১ ।
নির্গুণস্য স্বতন্ত্রস্য পরস্য প্রকৃতেঃ প্রভোঃ ।
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবাদীনা মীশ্বরস্য পরস্যচ । ৫২ ।

কোন গোপিকা প্রীতমনে রাধিকার পাদ্য সম্বাহন ও কেহ বা ভক্ষণার্থ তাঁহাকে সুবাসিত তাম্বূল প্রদান করিতে লাগিলেন । ৪৭ ॥

এইরূপে শ্রীকৃষ্ণ সেই পবিত্র বৃন্দাবন বিপিনে শ্রীমতী রাধিকাকে বক্ষঃস্থলে অধিষ্ঠিত করিয়া গোপিকাগণ সমভিব্যাহারে কৌতুকাবিষ্ট-চিত্তে তথায় অবস্থিত হইলেন । ৪৮ ॥

পরে সেই পরব্রহ্ম মাধব কখন প্রিয় রাধিকার সহিত মাধ্বীক মধুপান কখন তাম্বূল চর্ব্বণ ও কখন বা প্রীতমনে নিদ্রাকে আশ্রয় করিতে লাগিলেন। ৪৯ ॥

কখন তিনি রত্ন নির্ম্মিত মন্দিরে শৃঙ্গার ও কখন বা যমুনা জলে জল-বিহার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । ৫০ ॥

বৎস ! এই আমি তোমার নিকট সেই স্বেচ্ছাময় পরিপূর্ণতম পর-মাত্মা কৃষ্ণের রাসক্রীড়া বিষয় কীর্ত্তন করিলাম । ৫১ ॥

হে নারদ ! যিনি নির্গুণ স্বতন্ত্র পরাৎপর প্রকৃতির প্রভু এবং ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবাদিরও ঈশ্বর রূপে বর্ণিত আছেন, সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের

কৃষ্ণ জন্ম রহস্যঞ্চ বাল ক্রীড়নমীপ্সিতং।
উক্তং কিশোর চরিতং কিংভূয়ঃ শ্রোতু মিচ্ছসি। ৫৩।

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ সম্বাদে শ্রীকৃষ্ণ জন্মখণ্ডে রাসক্রীড়া বর্ণনং নাম ত্রিপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

জন্ম রহস্য ঈপ্সিত রাস ক্রীড়া এবং কিশোর চরিত তোমার নিকট বর্ণিত হইল। এক্ষণে অন্য যাহা শ্রবণ করিতে বাসনা হয় ব্যক্ত কর।৫২ ৫৩॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ সম্বাদে শ্রীকৃষ্ণ জন্মখণ্ডে রাস ক্রীড়া বর্ণন নাম ত্রিপঞ্চাশত্তম অধ্যায় সম্পূর্ণ।

চতুঃপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

নারদ উবাচ।

অতঃপরং কিং রহস্যং বভূব মুনি সত্তম।
কথংজগাম ভগবান্ মথুরাং নন্দ মন্দিরাৎ। ১ ॥
নন্দো দধার প্রাণাংশ্চ বিচ্ছেদেন হরেঃ কথং।
গোপাঙ্গনা যশোদা বা কৃষ্ণৈক গত মানসা। ২ ॥
চক্ষু র্নিমেষ বিচ্ছেদাদ্ যা রাধা নহি জীবতি।
কথং দধার সা দেবী প্রাণান্ প্রাণেশ্বরং বিনা। ৩ ॥
যে যে তৎ সঙ্গিনো গোপাঃ শয়নাশন ভোগতঃ।
কথং বিসস্মরু স্তেচ তাদৃশং বান্ধবং ব্রজে। ৪ ॥
শ্রীকৃষ্ণো মথুরাং গত্বা কিং কিং কর্ম্ম চকারসঃ।
স্বর্গারোহণ পর্য্যন্তং তদ্ভবান্ বক্তু মর্হতি। ৫ ॥

নারদ কহিলেন, প্রভো! অতঃপর সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের কি গূঢ় লীলা হইল? তিনি কিরূপে নন্দ মন্দির হইতে মথুরায় গমন করিলেন। ১ ॥

নন্দ মহারাজ এবং কৃষ্ণ গত প্রাণা যশোদাই বা কিরূপে কৃষ্ণ বিয়োগে প্রাণ ধারণ করিলেন? । ২ ॥

যে রাধিকা চক্ষু র্নিমেষ মাত্র কৃষ্ণ বিচ্ছেদে জীবন ধারণ করিতে পারেন না তিনি সেই প্রাণেশ্বর হরির বিরহে কি রূপে জীবিতা রহিলেন? । ৩ ॥

কৃষ্ণ সহচর শ্রীদাম সুবলাদি যে গোপ বালকগণ সর্ব্বদা কৃষ্ণের সহিত একত্র উপবেশন একত্র ভোজন ও একত্র শয়ন করিত তাহারাই বা ব্রজধামে তাদৃশ বান্ধব হরিকে কি রূপে বিস্মৃত হইল? । ৪ ॥

আর সেই শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় গমন করিয়া কি কি কার্য্য করিলেন? এই

নারায়ণ উবাচ।

কংসঃ শঙ্কর যজ্ঞঞ্চ সমারেভে ধনুর্ম্মখং।
জগাম তত্র ভগবাং স্তেন রাজ্ঞা নিমন্ত্রিতঃ। ৬ ॥
রাজা প্রস্থাপয়ামাস তমক্রূরঞ্চ গোকুলং।
অক্রূরঃ প্রেষিতো রাজ্ঞা গত্বা চ নন্দ মন্দিরং। ৭ ॥
শ্রীকৃষ্ণঞ্চ গৃহীত্বাচ সবলং মথুরাং গতঃ।
কৃষ্ণশ্চ মথুরাং গত্বা জঘান নৃপতিং মুনে। ৮ ॥
জঘান রজকঞ্চৈব চানূরং মুষ্টিকং গজং।
চকার পিত্রো রুদ্ধারং বান্ধবানাঞ্চ বান্ধবং। ৯ ॥
কুব্জয়া সহ শৃঙ্গারং কৃত্বাচ কৌতুকে নচ।
তাঞ্চ প্রস্থাপয়ামাস গোলোকং গোপিকাপতিঃ। ১০ ॥

সমস্ত বিষয় শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে। অতএব আপনি কৃপা করিয়া তৎসমুদায় বর্ণন পূর্ব্বক সেই কৃষ্ণের স্বর্গারোহণ পর্য্যন্ত বৃত্তান্ত আমার নিকট কীর্ত্তন করুন। ৫ ॥

নারায়ণ ঋষি কহিলেন, হে নারদ! ভোজরাজ কংস ধনুর্যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া শঙ্করের আরধনায় প্রবৃত্ত হয়। তৎকালে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তৎকর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া তথায় গমন করিয়াছিলেন। ৬ ॥

ভোজপতি কংস কৃষ্ণের আনয়নার্থ অক্রূরকে গোকুলে প্রেরণ করিলে মহামতি অক্রূর রাজাজ্ঞানুসারে নন্দ মন্দিরে উপনীত হইয়া সত্বর কৃষ্ণ বলরামকে গ্রহণ পূর্ব্বক মথুরায় প্রত্যাগমন করিলেন। তৎপরে শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক সেই দুরাশয় কংস নিহত হইল। ৭। ৮ ॥

অতঃপর হরি তথায় সুদুর্ম্মুখ নামক রজক, কুবলয়া পীড় হস্তী এবং চানূর মুষ্টিক নামক মল্লদ্বয়কে বিনাশ করিয়া স্বীয় জনক জননী বসুদেব দেবকীকে এবং অন্যান্য বন্ধুবর্গকে বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া দিলেন। ৯ ॥

তৎপরে সেই গোলোকপতি হরি সকৌতুকে কুব্জার সহিত বিহার করিয়া তাঁহাকে গোলোকধামে প্রেরণ করিলেন। ১০ ॥

চকার কৃপয়া কৃষ্ণো মালাকারস্য মোক্ষণং।
কৃপয়া চোদ্ধব দ্বারা বোধয়ামাস গোপিকাঃ। ১১ ॥
তদোপনীতো ভগবানবন্তী নগরং যযৌ।
চকার বিদ্যা গ্রহণং মুনেঃ সান্দীপনে গুরোঃ। ১২ ॥
ততো জিত্বা জরাসন্ধং নিহত্য যবনেশ্বরং।
উগ্রসেনঞ্চ নৃপতিঞ্চকার বিধি পূর্ব্বকং। ১৩ ॥
গত্বা সমুদ্র নিকটং নির্ম্মায় দ্বারকাং পুরীং।
জহার রুক্মিণীং দেবীং জিত্বা নৃপতি সংঘকং। ১৪ ॥
কালিন্দীং লক্ষণাং সত্যাং সত্যাং জাম্বুবতীং সতীং।
মিত্রবিন্দাং নাগ্নিজিতীং সমুদ্বাহং চকারসঃ। ১৫ ॥
নিহত্য নরকং ভূমং রণেন দারুণে নচ।
পত্নী ষোড়শ সাহস্র্যং বিবাহঞ্চ চকারহ। ১৬ ॥

আর তিনি কৃপা বশে সুদামা নামক মালাকারকে নিস্তার করিয়া সখা উদ্ধবকে গোকুলে প্রেরণ পূর্ব্বক গোপিকাগণকে সান্ত্বনা করাইলেন। ১১ ॥

পরে সেই ভগবান হরি অবন্তি নগরে উপনীত হইয়া সান্দীপনি মুনির নিকট বিদ্যা গ্রহণ করিলেন। ১২ ॥

বিদ্যা গ্রহণের পর তিনি প্রত্যাগমন পূর্ব্বক জরাসন্ধকে পরাজয় ও যবনেশ্বরকে বিনাশ করিয়া বিধি বিধানে উগ্রসেনকে রাজ্যাভিষিক্ত করিলেন। ১৩ ॥

অনন্তর সমুদ্র নিকটে স্থান গ্রহণ পূর্ব্বক দ্বারকা পুরী নির্ম্মাণ করিয়া অসংখ্য নৃপতিকে পরাজয় করতঃ ভীষ্মকরাজ কন্যা রুচিরাননা রুক্মিণীকে হরণ করিলেন। ১৪ ॥

পরে তিনি কালিন্দী লক্ষণা সত্যা সত্যভামা জাম্বুবতী মিত্রবিন্দা ও নাগ্নিজিতীর পাণিগ্রহণ করিলেন। ১৫ ॥

এতদ্ভিন্ন তিনি দারুণ শরে ভুমি সুত নরকাসুরকে বিনাশ করিয়া

জহার পারিজাতঞ্চ জিত্বা শক্রঞ্চ লীলয়া।
চিচ্ছেদ বাণ হস্তাংশ্চ জিত্বা চ চন্দ্রশেখরং। ১৭ ॥
পৌত্রস্য মোক্ষণং কৃত্বা পুনরাগত্য দ্বারকাং।
আত্মানং দর্শয়ামাস লোকাংশ্চ প্রতি মন্দিরে। ১৮ ॥
যোগেচ বসুদেবস্য তীর্থ যাত্রা প্রসঙ্গতঃ।
প্রাণাধিষ্ঠাতৃ দেবীঞ্চ দদর্শ তত্র রাধিকাং। ১৯ ॥
পূর্ণেচ শত বর্ষেচ শ্রীদাম্নঃ শাপ মোক্ষণে।
পুন র্যযৌ তয়াসার্দ্ধং পুণ্যং বৃন্দাবনং বনং। ২০ ॥
পুনশ্চতুর্দ্দশাব্দন্তু তয়াসার্দ্ধং জগৎপতিঃ।
চকার বাসং রাসেচ পুণ্যক্ষেত্রেচ ভারতে। ২১ ॥
পূর্ণ মেকাদশাব্দঞ্চ নির্ব্বত্য নন্দ মন্দিরে।

তদীয় অন্তঃপুরবাসিনী ষোড়শ সহস্র রমণীকে বিবাহ করিলেন। ১৬ ॥

পরিণয়ের পর অবলীলাক্রমে তৎ কর্তৃক দেবরাজ পরাজিত ও পারিজাত অপহৃত হইল এবং তিনি ভগবান্ চন্দ্রশেখরকে জয় করিয়া বাণ রাজার বাহুচ্ছেদন ও তদ্গৃহে রুদ্ধ পৌত্র অনিরুদ্ধের উদ্ধার পূর্ব্বক দ্বারকায় প্রত্যাগমন করিলেন। পরে তদীয় জগদ্বিমোহিনী মায়া ক্রমে প্রতি মন্দিরেই তাঁহার সেই শ্যাম মূর্ত্তি প্রকাশিত দ্বারকাপুরীস্থ জনগণ কর্তৃক লক্ষিত হইতে লাগিল। ১৭। ১৮ ॥

এই রূপ লীলাবসানে যোগে বসুদেবের তীর্থ যাত্রা প্রসঙ্গে প্রভাসে প্রাণাধিষ্ঠাত্রী দেবী রাধিকার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ হইল।১৯॥

তখন শত বর্ষ পূর্ণ হওয়াতে শ্রীমতী শ্রীদামের অভিশাপ হইতে মুক্তি লাভ করিলে হরি পুনর্ব্বার তাঁহার সহিত পবিত্র বৃন্দাবনের বিপিনে গমন করিলেন। ২০ ॥

পরে সেই জগৎপতি শ্রীকৃষ্ণ পুনর্ব্বার ভারতে বৃন্দাবন মধ্যগত পুণ্যক্ষেত্র রাসমণ্ডলে সেই প্রাণাধিকা রাধিকার সহিত চতুর্দ্দশ বর্ষ রাসলীলা করিলেন। ২১ ॥

মথুরায়াং দ্বারকায়াং পূর্ণমব্দ শতং বিভুঃ। ২২॥
চকার ভার হরণং পৃথীব্যাং পৃথু বিক্রমঃ।
পঞ্চ বিংশতি বর্ষঞ্চ শতবর্ষাধিকং মুনে।
তিষ্ঠন্ জগাম গোলোকং পৃথিব্যাঞ্চ পুরাতনঃ। ২৩॥
যশোদায়ৈচ নন্দায় বৃকভানায় ধীমতে।
রাধা মাত্রে কলাবত্যৈ দদৌ সামীপ্য মোক্ষকং। ২৪॥
সার্দ্ধং গোপীগণৈ র্গোপৈ রাধিকাচ কুতূহলাৎ।
নিবদ্ধা ধর্ম্ম সেতুঞ্চ বেদোক্তঞ্চ যুগে যুগে। ২৫॥
ইত্যেবং কথিতং সর্ব্বং সমাসেন মহা মুনে।
শ্রীকৃষ্ণ চরিতং রম্যং চতুর্ব্বর্গ ফলপ্রদং। ২৬॥
ব্রহ্মাদি স্তম্ব পর্য্যন্তং সর্ব্বং নশ্বর মেবচ।
ভজতং পরমানন্দং সানন্দং নন্দ নন্দনং। ২৭॥

বিপুল বিক্রম ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ব্রজরাজ নন্দের আলয়ে পূর্ণ একাদশ বর্ষ পর্যান্ত লীলা করেন। তৎপরে মথুরায় ও দ্বারকাধামে পূর্ণ শত বৎসর অবস্থান করিয়া পৃথিবীর ভার হরণ করিয়াছিলেন। ২২॥

সেই সর্ব্বব্যাপী সনাতন হরি সর্ব্বদা সর্ব্বত্র বিদ্যমান আছেন, সুতরাং পৃথিবীতে তিনি পুরাতন পুরুষ বলিয়া প্রথিত, তথাপি তিনি ভূভার হরণার্থ কৃষ্ণ রূপে অবতীর্ণ হইয়া একশত পঞ্চ বিংশতি বর্ষ পর্য্যন্ত ইহলোকে অবস্থান্ পূর্ব্বক সে রূপের অন্তর্দ্ধান করতঃ গোলোকধামে গমন করিয়াছিলেন। ২৩॥

পরিশেষে সেই পরমাত্মা হরি, নন্দ যশোদা মহামতি বৃকভানু ও রাধা জননী কলাবতীকে সামীপ্য মুক্তি প্রদান করেন। ২৪॥

শ্রীমতী রাধিকা গোপ গোপীগণের সহিত যুগে যুগে কুতুহলে এই রূপ বেদোক্ত ধর্ম্ম নিয়মে নিবদ্ধা হইয়া থাকেন। ২৫॥

হে নারদ! এই আমি তোমার নিকট সংক্ষেপে চতুর্ব্বর্গ ফলপ্রদ রমণীয় শ্রীকৃষ্ণ চরিত কীর্ত্তন করিলাম। ২৬॥

স্বেচ্ছাময়ং পরং ব্রহ্ম পরমাত্মান মীশ্বরং।
পরমক্ষর মব্যক্তং ভক্তানুগ্রহ বিগ্রহং। ২৮॥
সত্যং নিত্যং স্বতন্ত্রঞ্চ সর্ব্বেশং প্রকৃতেঃ পরং।
নির্গুণঞ্চ নিরীহঞ্চ নিরাকারং নিরঞ্জনং। ২৯॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ সম্বাদে শ্রীকৃষ্ণ জন্মখণ্ডে চতুঃপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

দেবর্ষে! ব্রহ্মাদি স্তম্ব পর্য্যন্ত সমস্ত বস্তুই নশ্বর, কেবল সেই একমাত্র পরমানন্দময় নন্দ নন্দন শ্রীকৃষ্ণ নিত্য বস্তু। অতএব তুমি তাঁহাকে ভজনা কর। ২৭॥

তিনি স্বেচ্ছাময়, পরব্রহ্ম, পরমাত্মা, ঈশ্বর, পরম পুরুষ, অক্ষর ও অব্যক্ত, কেবল ভক্তের প্রতি অনুগ্রহার্থ তাঁহার মূর্ত্তি প্রকাশ হইয়া থাকে। ২৮॥

তিনি সত্য স্বরূপ, নিত্য স্বতন্ত্র সর্ব্বেশ্বর প্রকৃতি হইতে অতীত, নির্গুণ, নিরীহ, নিরাকার ও নিরঞ্জন রূপে নির্দ্দিষ্ট আছেন। ২৯॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ সম্বাদে শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে চতুঃ পঞ্চাশত অধ্যায় সংপূর্ণ।

পঞ্চ পঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

নারায়ণ উবাচ।

সএব ভগবান্ কৃষ্ণঃ সর্ব্বাত্মা পুরুষাৎ পরঃ।
দুরারাধ্যোতি সাধ্যশ্চ সর্ব্বারাধ্যঃ সুখপ্রদঃ। ১॥
নিজ ভক্তাতি সাধ্যশ্চ ভক্তস্যারাধ্য এবচ।
শশ্বদ্দৃশ্যঃ স্বভক্তস্যাভক্তস্যাদৃশ্য এবচ। ২॥
দুর্জ্ঞেয়ং তস্য চরিতং কার্য্যং হৃদয় মেবচ।
বদ্ধাস্তন্মায়য়া সর্ব্বে মোহিতাশ্চ দুরন্তয়া। ৩॥
যদ্ভয়াদ্বাতিবাতোঽয়ং কূর্ম্মোধত্তে নিরাশ্রয়ঃ।
কূর্ম্মোঽনন্তং বিধত্তেচ যদ্ভয়েন নিরন্তরং। ৪॥
বিভর্ত্তি শেষো বিশ্বঞ্চ যদ্ভয়েনচ নারদ।
সহস্র শীর্ষাঃ পুরুষঃ শিরসশ্চৈক দেশতঃ। ৫॥

নারায়ণ ঋষি কহিলেন, হে নারদ! সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বাত্মা ও পরম পুরুষ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছেন। তিনি দুরারাধ্য অথচ অতি সাধ্য সর্ব্বারাধ্য ও সুখপ্রদ বলিয়া কথিত হন। ১॥

তাঁহার নিজ ভক্তগণেই তদীয় আরাধনায় সমর্থ হইয়া তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারে। তিনি ভক্তেরই আরাধ্য ও ভক্তেরই দৃশ্য; অভক্ত ব্যক্তি কখন তাঁহাকে দর্শন করিতে সমর্থ হয় না। ২॥

তাঁহার চরিত কার্য্য ও হৃদয় দুর্জ্ঞেয় কারণ জনগণ তাঁহার সেই অনতিক্রমণীয়া বিশ্ব বিমোহিনী মায়ায় মোহিত হইয়া সেই পরম পদার্থ জ্ঞানে বঞ্চিত রহিয়াছে। ৩॥

যিনি সকলের স্রষ্টা ও নিয়ন্তা, যাঁহার ভয়ে পবনদেব সঞ্চারিত হইতেছেন, যাঁহার ভয়ে কূর্ম্মরূপী নারায়ণ নিরাশ্রয় ভাবে নিজ পৃষ্ঠে ধরণীর ভার সহ্য করিতেছেন। ৪॥

সপ্ত সাগর সংযুক্তা সপ্ত দ্বীপা বসুন্ধরা।
শৈল কানন সংযুক্তা পাতালাঃ সপ্ত এবচ।
সপ্ত স্বর্গশ্চ বিবিধা ব্রহ্মলোক সমন্বিতাঃ। ৬ ॥
এবং বিশ্বং ত্রিভুবনং কৃত্রিমং পরিকীর্ত্তিতং।
যদ্ভয়েন বিধাত্রাচ প্রতি সৃষ্টৌচ নির্ম্মিতং। ৭ ॥
এবং বিশ্বস্য সংখ্যানি লোম্নাং কূপৈর্ম্মহান্ বিরাট্।
যদ্ভয়েন বিধত্তেচ যদংশোধ্যায়তেত্বিয়ং। ৮ ॥
বিষ্ণুঃ পাতিচ সংসারং যদ্ভয়েন কৃপানিধিঃ।
কালাগ্নি রুদ্রো যদ্ভীতাৎ কালঃ সংহরতে প্রজাঃ। ৯ ॥
মৃত্যুঞ্জয়ো মহাদেবো যদ্ভয়াদ্ধ্যায়তেচ যং।
ষড়্গুণৈ রনুরাগৈশ্চ বৈরাগী বিরতঃ সদা। ১০ ॥
যদ্ভয়েন দহত্যগ্নিঃ সূর্য্য স্তপতি যদ্ভয়াৎ।

যাঁহার ভয়ে সেই কূর্ম্মরূপী হরি নিরন্তর অনন্তদেবকে ও অনন্তদেব নিখিল বিশ্বকে ধারণ করিতেছেন। সেই সর্ব্ব নিয়ন্তা সনাতন কৃষ্ণের শাসন বলেই সপ্তদ্বীপা সসাগরা ধরা সপ্ত পাতাল সপ্ত স্বর্গ ও ব্রহ্ম লোকাদি সমস্তই সেই সহস্রশীর্ষা অনন্তদেবের মস্তকের এক দেশে অবস্থিত রহিয়াছে। ৫। ৬ ॥

উল্লিখিত ত্রিলোক কৃত্রিম, বিধাতা প্রতিসৃষ্টি কালে যাঁহার ভয়ে এই ত্রিলোকের সৃষ্টি করিয়া থাকেন। ৭ ॥

যে মহা বিরাট্ পুরুষের লোমকূপে ঐরূপ অসংখ্য বিশ্ব স্থিতি করিতেছে তিনি যাঁহার অংশজাত হইয়া নিরন্তর সভয়ে যাঁহাকে ধ্যান করিতেছেন। ৮ ॥

কৃপানিধি বিষ্ণু যাঁহার ভয়ে সমস্ত সংসার পালন এবং কালাগ্নি স্বরূপ মহাকাল রুদ্র যাঁহার ভয়ে প্রজা সংহার করিতেছেন। ৯ ॥

মৃত্যুঞ্জয় মহাদেব সদা ষড় গুণ যুক্ত সংসার বিরত বৈরাগী হইয়া সানুরাগে সভয়ে যাঁহাকে ধ্যান করিতেছেন। ১০ ॥

যদ্ভয়াদ্বর্ষতীন্দ্রশ্চ মৃত্যুশ্চরতি জন্তুষু। ১১ ॥
যদ্ভয়েন যমঃ শাস্তা পাপিনাং ধর্ম্ম এবচ।
ধত্তেচ ধরণী লোকান্ যদ্ভয়েন চরাচরান্। ১২ ॥
সূয়তে প্রকৃতিঃ সৃষ্টৌ যদ্ভয়ান্মহদাদিকং।
দুর্জ্ঞেয়ং তদভিপ্রায়ং কোবা জানাতি পুত্রক। ১৩ ॥
যৎপ্রভাবং নজানন্তি ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবাদয়ঃ।
কথং জানামি তচ্চেষ্টা মহৎ বৎস সুমন্দধীঃ। ১৪ ॥
কথং জগাম মথুরাং ত্যক্ত্বা বৃন্দাবনং বনং। ১৫ ॥
কথং তত্যাজ গোপীশ্চ রাধাং প্রাণাধিকাং প্রিয়াং।
যশোদাং বান্ধবাদীংশ্চ নন্দ আনন্দ নন্দনঃ। ১৬ ॥
দর্পহা দর্পদঃ সোঽপি সর্ব্বেষাং সর্ব্বতঃ সদা।

যাঁহার ভয়ে অগ্নিদেব প্রয়োজনানুসারে বস্তু সমুদায় দাহ, সূর্য্যদেব তাপ প্রদান ও ইন্দ্র বারি বর্ষণ করিতেছেন এবং মৃত্যু সর্ব্ব ভূতে সঞ্চরণ করিতেছেন। ১১ ॥

যাঁহার ভয়ে ধর্ম্মরাজ পাপিগণের দণ্ড বিধান করিতেছেন ও ধরণী যাঁহার ভয়ে চরাচর সমস্ত লোক ধারণ করিতেছেন। ১২ ॥

আর প্রকৃতিদেবী যাঁহার ভয়ে সৃষ্টি কালে মহত্তাদি প্রসব করিয়া থাকেন, সেই সনাতন হরির অভিপ্রায় দুর্জ্জ্ঞেয়, কেহই তাহা পরিজ্ঞাত হইতে সমর্থ হয় না। ১৩ ॥

বৎস! ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর প্রভৃতি দেবগন যাঁহার প্রভাব পরিজ্ঞাত হইতে পারেন না, আমি মূঢ় বুদ্ধি হইয়া কি রূপে তাঁহার চেষ্টা বিশেষ-রূপে পরিজ্ঞাত হইব ?। ১৪ ॥

সেই সর্ব্ব নিয়ন্তা সর্ব্বাত্মা হরি যে কি জন্য বৃন্দাবন বিপিন পরিত্যাগ করিয়া মথুরায় গমন করিলেন এবং কি জন্য তিনি আনন্দ বর্দ্ধন হইয়া গোপিকাগন, প্রাণাধিকা রাধিকা, নন্দ যশোদা ও বন্ধুবর্গকে পরিত্যাগ করিলেন তাহা অতি দুর্জ্ঞেয়। ১৫। ১৬ ॥

বভঞ্জ রাধা দর্পঞ্চ সুদাম্নঃ শাপ কারণং। ১৭ ॥
অন্যেষাং ভাবনা হেতো ব্রহ্ম প্রাপ্তি স্তথা ভবেৎ।
এবং কিঞ্চিদ্বিতর্কঞ্চ কুরুতে কমলোদ্ভবঃ। ১৮ ॥
চকার দর্পভঙ্গঞ্চ মহাবিষ্ণোঃ পুরা বিভুঃ।
ব্রহ্মণশ্চ তথা বিষ্ণোঃ শেষস্যচ শিবস্যচ। ১৯ ॥
ধর্ম্মস্যচ যমস্যাপি সারস্য চন্দ্র সূর্য্যয়োঃ।
গরুড়স্যচ বহ্নেশ্চ গুরো র্দুর্ব্বাসস স্তথা। ২০ ॥
দ্বৌবারিকস্য ভক্তস্য জয়স্য বিজয়স্যচ।
সুরাণা মসুরাণাঞ্চ ভবতঃ কাম শক্রযোঃ। ২১ ॥
লক্ষ্মণস্যার্জ্জুনস্যাপি বাণস্যচ ভৃগো স্তথা।
সুমেরোশ্চ সমুদ্রাণাং বায়োশ্চ বরুণস্যচ। ২২ ॥

তদ্বিষয়ে ইহাই নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে যে তিনি দর্পহারী, সুতরাং দর্পপ্রদ হইয়াও সকল সময়ে সর্ব্বতোভাবে সকলের দর্প চূর্ণ করিয়া থাকেন। এই জন্য সুদামার শাপ কারণে তিনি রাধিকার দর্প ভঙ্গ করিলেন। ১৭ ॥

কমলযোনি ব্রহ্মা, শ্রীকৃষ্ণকে গোপবালকগণের উচ্ছিষ্ট ভোজন করিতে দেখিয়া সংশয়াবিষ্ট চিত্তে গোপবালক ও গো বৎস সকল হরণ করাতে সেই সর্ব্ব নিয়ন্তা দর্পহারী হরি তদীয় দর্প চূর্ণ করিয়া তাঁহাকে জ্ঞান প্রদান করেন। ১৮ ॥

এই রূপে তিনি মহাবিষ্ণু, বিষ্ণু, ব্রহ্মা, অনন্ত ও শিবের দর্প চূর্ণ করিয়াছিলেন। ১৯ ॥

ধর্ম্ম, যম, চন্দ্র, সূর্য্য, গরুড, অগ্নি, মদ্গুরু ও দুর্ব্বাসারও দর্প যথাক্রমে তৎ কর্ত্তৃক চূর্ণীকৃত হয়। ২০ ॥

বৈকুণ্ঠধামে সেই পরাৎপর হরির জয় বিজয় নামক যে দুই ভক্ত দৌবারিক ছিলেন তিনি তাঁহাদিগেরও দর্পচূর্ণ করেন। আর কামদেব ইন্দ্র সমস্ত দেবতা অসুরগণ এবং তোমারও দর্প তৎ কর্ত্তৃক বিনষ্ট হইয়াছে। ২১ ॥

সরস্বত্যাশ্চ দুর্গায়াঃ পদ্মায়াশ্চ ভুব স্তথা।
সাবিত্র্যা শ্চৈব গঙ্গায়া মনসায়া স্তথৈবচ। ২৩ ॥
প্রাণাধিষ্ঠাতৃ দেব্যাশ্চ প্রিয়ায়াঃ প্রাণতোঽপিচ।
প্রাণাধিকায়া রাধায়া অন্যেষা মপি কা কথা। ২৪ ॥
কৃত্বা দর্পঞ্চ সর্ব্বেষাং প্রসাদঞ্চ চকার সঃ।
কর্ত্তা হর্ত্তা পালয়িতা স্রষ্টা সৃষ্টাশ্চ সর্ব্বতঃ। ২৫ ॥
যংস্তোতুমীশোনালঞ্চ পঞ্চ বক্ত্রেণ শঙ্করঃ।
স্তোতুং নালমনন্তশ্চ সহস্র বদনৈ রহো। ২৬ ॥
স্তোতুং নালং স্বয়ং বিষ্ণুর্ব্বিশ্বব্যাপী জনার্দ্দনঃ।
মহা বিরাট্ নশক্তোঽপি যং স্তোতুং জগদীশ্বরং। ২৭ ॥
কম্পিতা যস্য পুরতঃ প্রকৃতিঃ পরমাত্মনঃ।
সরস্বতী জড়ীভূতা যং স্তোতুং পরমেশ্বরং। ২৮ ॥

তিনি যথাক্রমে লক্ষ্মণ, অর্জ্জুন, বাণ রাজা মহর্ষি ভৃগু, সুমেরু, বায়ু, বরুণ ও সমুদ্রগণেরও দর্প নাশ করিয়াছেন। ২২ ॥

সরস্বতী, দুর্গা, লক্ষ্মী, পৃথিবী, সাবিত্রী, গঙ্গা ও মনসাদেবীরও দর্প তৎ কর্ত্তৃক বিনষ্ট হইয়াছিল। ২৩ ॥

অন্যের কথা দূরে থাকুক, তিনি প্রাণাধিষ্ঠাত্রী দেবী প্রাণাধিকা প্রিয়তমা রাধিকারও দর্পচূর্ণ করিযাছেন। ২৪ ॥

এইরূপে তিনি সকলের দর্পহরণ করিয়া সকলের প্রতিই কৃপা করিয়াছেন। তিনিই নিখিল বিশ্বের হর্ত্তা কর্ত্তা ও পালয়িতা, তাঁহা হইতেই চতুর্দ্দিকে পরিদৃশ্যমান সমস্ত পদার্থ সৃষ্ট হইয়াছে। ২৫ ॥

হে নারদ! ভগবান্ শঙ্কর পঞ্চমুখে যাঁহার স্তব করিতে এবং অনন্ত দেব সহস্র বদনে যাঁহার স্তুতিবাদে সক্ষম নহেন, বিশ্বব্যাপী জনার্দ্দন বিষ্ণু স্বয়ং যাঁহার স্তব করিতে পারেন না, মহা বিরাটও যে জগৎ পাতা জগদীশ্বর হরির স্তব করিতে অক্ষম, প্রকৃতিদেবী যে পরমাত্মা হরির পুরোভাগে কম্পিতা ও সরস্বতীদেবী যাঁহার স্তুতিবাদে জড়ীভূতা হন,

মহিমাচ নজানন্তি বেদা যস্যচ নারদ।
ইত্যেবং কথিতো ব্রহ্মন্ প্রভাবঃ পরমাত্মনঃ।
নির্গুণস্যচ কৃষ্ণস্য কিংভূয়ঃ শ্রোতু মিচ্ছসি। ২৯।

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ সম্বাদে শ্রীকৃষ্ণ জন্মখণ্ডে শ্রীকৃষ্ণ প্রভাব কথনং নাম পঞ্চ পঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

বেদ সমুদায়ও যাঁহার মাহাত্ম্য বর্ণন করিতে পারেন না, এই আমি সেই নির্গুণ পরমাত্মা কৃষ্ণের প্রভাব তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে অন্য যাহা শ্রবণ করিতে বাসনা হয় ব্যক্ত কর। ২৬। ২৭। ২৮। ২৯॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ সম্বাদে শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে শ্রীকৃষ্ণ প্রভাব কথন নাম পঞ্চ পঞ্চাশত্তম অধ্যায় সম্পূর্ণ।

ষট্ পঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

নারদ উবাচ।

কিমপূর্ব্বং শ্রুতং ব্রহ্মন্ রহস্যং পরমাদ্ভুতং।
অনন্ত চরিতং ধন্য মনন্তস্যাচ্যুতস্যচ। ১ ॥
কথং বিষ্ণুর্মহদ্বিষ্ণো র্দর্পভঙ্গং চকার সঃ।
অন্যেষাম্বা কথমহো তদ্ভবান্ বক্তু মর্হসি। ২ ॥
স্বতঃ শ্রীকৃষ্ণ চরিত্র মতীব মধুরং শ্রুতৌ।
অতীব মধুরং রম্যং কাব্যং কবিমুখাত্ততঃ। ৩ ॥

নারায়ণ উবাচ।

মহদ্বিষ্ণোরহঙ্কারো বভূব সহসেতিচ।
সর্ব্বং মল্লোম কূপেষু বিশ্বান্যেবাহ মীশ্বরঃ। ৪ ॥
সংহার ভৈরবো ভূত্বা তং জগ্রাস সলীলয়া।
স্থিতে মূর্দ্ধাবশেষেচ প্রসাদস্তং চকারসঃ। ৫ ॥

নারদ কহিলেন ভগবন্! আপনার মুখে সেই অচ্যুত অনন্ত ভগবান্ কৃষ্ণের কি পরমাদ্ভুত অতি গূঢ় অপূর্ব্ব অনন্ত চরিত শ্রবণ করিলাম। এক্ষণে কি রূপে তিনি মহা বিষ্ণুর দর্পভঙ্গ করিয়াছিলেন সেই বিষয় শ্রবণ করিতে আমার বাসনা হইতেছে, অতএব আপনি কৃপা করিয়া তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন। ১। ২ ॥

পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের চরিত স্বভাবতই অতীব শ্রুতি মধুর, বিশেষতঃ আপনি মহান্ কবি, আপনার মুখ কমল হইতে বিনির্গত হইতেছে উহা তদপেক্ষাও রমণীয় মধুর জ্ঞান হইতেছে। ৩ ॥

নারায়ণ ঋষি কহিলেন, দেবর্ষে! পূর্ব্বে মহা বিষ্ণু সহসা গর্ব্বিত হইয়া এই রূপ কহিয়াছিলেন আমি সর্ব্বেশ্বর, আমার লোম কূপে সমস্ত বিশ্ব স্থিতি করিতেছে। ৪ ॥

সর্ব্বাত্মানং ধ্যায়মানং স্তুতং ভীতং কৃপানিধিঃ।
তৎ শরীরং সমুৎপন্নং পুনরেব চকারসঃ। ৬ ॥
ব্রহ্মণঃ সহসা ব্রহ্মন্ অতি দর্পো বভূবহ।
অহং ত্রিজগতাং ধাতা কর্ত্তাহ মীশ্বরঃ স্বয়ং। ৭ ॥
মৎপরঃ পূজিতো নাস্তি মৎপরশ্চ জিতেন্দ্রিয়ঃ।
ইত্যেবং মনসা কৃত্বা বহুদর্পো বভূব সঃ। ৮ ॥
তং ব্রহ্মাণাং সমূহঞ্চ দর্শয়ামাস তৎক্ষণং।
গোলোকে স্বসমীপেচ বসন্তং পুরতো বিভোঃ। ৯ ॥
পঞ্চবক্ত্ৰঞ্চ ষট্‌বক্ত্ৰং দশবক্ত্ৰং ততোঽধিকং।
শতবক্ত্ৰঞ্চ প্রত্যেকং ব্রহ্মাণ্ডৌঘঞ্চ লীলয়া। ১০ ॥

তাঁহার এই রূপ গর্ব্ব উপস্থিত হইলে দর্পহারী হরি সংহার ভৈরব রূপে সমুৎপন্ন হইয়া অবলীলাক্রমে তাঁহাকে গ্রাস করিতে লাগিলেন। যখন তাঁহার মস্তক মাত্র অবশিষ্ট আছে, তখন তিনি তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইলেন। ৫ ॥

ঐ সময়ে সেই মহাবিষ্ণু নিতান্ত ভীত হইয়া সর্ব্ব নিয়ন্তা সর্ব্বাত্মা কৃষ্ণের ধ্যান ও স্তব করাতে সেই দয়াময় কৃষ্ণ তুষ্ট হইয়া পুনর্ব্বার তদীয় দেহ সমুৎপাদন করিলেন। ৬ ॥

পূর্ব্বে ব্রহ্মাও ঐরূপ গর্ব্বিত হইয়া মনে মনে কহিয়াছিলেন, আমি স্বয়ং ঈশ্বর, ও ত্রিজগতের হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা রূপে নির্দ্দিষ্ট আছি। ৭ ॥

আমার তুল্য জিতেন্দ্রিয় ও পূজিত আর কেহই নাই, ব্রহ্মা মনে মনে এই রূপ চিন্তা করিয়া মহা গর্ব্বিত হইয়া উঠিলেন। ৮ ॥

তৎকালে গোলোকধামে দ্বিভুজ মুরলীধর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় সমীপে সমাসীন চতুরাননকে বিশ্বমোহিনী মায়া বলে অসংখ্য ব্রহ্মা দর্শন করাইয়াছিলেন। ৯ ॥

তিনি মায়াবলে যথাক্রমে পঞ্চ বদন ষষ্ঠ বদন দশ বদন ও যথাক্রমে ততোধিক শত বদন পর্য্যন্ত ব্রহ্মা ও অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি করিয়া তাঁহাকে দর্শন করাইলেন। ১০ ॥

ত্যক্ত কামং স্বদেহঞ্চ ব্রীড়য়া নত কন্ধরং।
পুনঃ প্রসাদং কৃপয়া তঞ্চকার কৃপানিধিঃ। ১১ ॥
কালেন মোহিনী দ্বারা তম পূজ্যং চকার সঃ।
পুনশ্চকার তং পূজ্যং ব্রহ্মাণং ব্রহ্মণঃ প্রভুঃ।
জ্ঞানং দদৌ মহাজ্ঞানী জ্ঞানানন্দঃ সনাতনঃ। ১২ ॥
বিষ্ণোর্ব্বভূব গর্ব্বশ্চ জগৎপাতাহ মীশ্বরঃ।
তমাত্ম বিস্মৃতং কৃষ্ণ শ্চকার রাম জন্মনি। ১৩ ॥
অহং বিশ্বং বিভর্ম্মীতি শেষ দর্পো বভূবহ।
তদ্দর্পং গরুড় দ্বারা চূর্ণীভূতং চকার সঃ। ১৪ ॥
একদা পূজিতো নাগৈ র্গরুড়ঃ কৃষ্ণ বাহনঃ।
ন পূজিতশ্চ শেষেণ স্বদর্পেণ পুরা মুনে। ১৫ ॥
গরুড়েন জিতং ক্রোধাত্তমনন্তং মনস্বিনং।
চকার মোক্ষণং তস্য শ্রীকৃষ্ণশ্চ কৃপানিধিঃ। ১৬ ॥

তখন ব্রহ্মা লজ্জায় নত কন্ধর হইয়া প্রাণত্যাগে সমুদ্যত হইলে কৃপানিধি হরি দয়া করিয়া তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইলেন। ১১ ॥

আরও তিনি কালে মোহিনী দ্বারা তাঁহাকে অপূজ্য করিয়াছিলেন কিন্তু পরে আবার সেই সর্ব্ব প্রভু জ্ঞানানন্দময় মহাজ্ঞানী সনাতন হরি তাঁহার পূজা বিধান করিয়া তাঁহাকে জ্ঞান প্রদান করেন। ১২ ॥

পূর্ব্বে বিষ্ণুও, আমি জগৎপাতা ঈশ্বর বলিয়া গর্ব্ব করেন তজ্জন্যই সেই পরমাত্মা কৃষ্ণ তদীয় রামাবতারে তাঁহাকে আত্ম বিস্মৃত করিয়াছিলেন। ১৩ ॥

অনন্তদেবও আমি সমস্ত বিশ্ব ধারণ করিতেছি বলিয়া দর্প করাতে ভগবান্ কৃষ্ণ গরুড় দ্বারা তাঁহার সেই দর্প চূর্ণ করেন। ১৪ ॥

পূর্ব্বে একদা কৃষ্ণ বাহন পক্ষীন্দ্র গরুড় সকল নাগগণ কর্ত্তৃক. পূজিত হইলেন কিন্তু মহানাগ অনন্ত দর্প বশতঃ তাঁহার পূজা করিলেন না, তাহাতে গরুড় সক্রোধে তাঁহাকে পরাজয় পূর্ব্বক ধারণ করাতে সেই

স্বয়ং শিবঃ স্বদর্পাচ্চ বিবাহ ন চকার সঃ।
তং কৃত্বা মায়য়া মোহং কারয়ামাস স্ত্রীযুতং। ১৭ ॥
পুন র্জ্জহার তং পত্নীং দক্ষকন্যাং মহাসতীং। ১৮ ॥
বর্ষং শুচাচ তদ্দেহং ক্রোড়ে কৃত্বা চ শঙ্করঃ।
নানা স্থানঞ্চ বভ্রাম রুদন্ শোকান্মুহুর্ম্মুহুঃ। ১৯ ॥
জন্মান্তরে পুনঃ প্রাপ্য তাং সতীং পার্ব্বতীং মুদা।
বিসস্মারচ তদ্দুঃখং দক্ষ শপ্তঃ পুনঃ শিবঃ।
পুন স্তাং গিরিশ দ্বারা স্মারয়ামাস সত্বরং। ২০ ॥
একদা সরথা শম্ভুঃ প্রেরিত স্ত্রিপুরৈঃ পুরা।
হত্বা দৈত্যং শিব দ্বারা ত্রিপুরারিং চকার তং। ২১ ॥
সর্ব্বং বরঞ্চ সর্ব্বস্মৈ দাতুং শম্ভুঃ কৃপানিধিঃ।

কৃপানিধি কৃষ্ণ তাঁহাকে গরুড় হইতে পরিত্রাণ করিয়াছিলেন। ১৫। ১৬ ॥

[illegible] ভগবান্ শঙ্করও স্বদর্পে দার পরিগ্রহ করেন নাই, কিন্তু সর্ব্ব নিয়ন্তা শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় মায়ায় বিমোহিত করিয়া তাঁহাকে পত্নী গ্রহণ করাইয়াছিলেন। ১৭ ॥

তৎপরে তৎপত্নী দক্ষকন্যা সতী দেহ ত্যাগ করিলে শঙ্কর সেই সতী দেহ ক্রোড়ে ধারণ পূর্ব্বক শোকাভিভূত হইয়া বর্ষ পরিমিত কাল রোদন করিতে করিতে বারংবার নানা স্থান ভ্রমণ করেন। ১৮। ১৯ ॥

পরে সতী জন্মান্তরে পার্ব্বতী রূপে সমুৎপন্না হইলে সেই দেবাদি-দেব পুনর্ব্বার তাঁহাকে লাভ পূর্ব্বক পূর্ব্ব দুঃখ বিস্মৃত হইয়া প্রীতিযুক্ত হন। ঐ সময়ে সেই পরাৎপর কৃষ্ণ পূর্ব্বে যে শঙ্কর দক্ষ কর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইয়াছিলেন সেই বিষয় তাঁহার দ্বারাই সত্বর পার্ব্বতীকে স্মরণ করাইয়া দেন। ২০ ॥

পরমাত্মা কৃষ্ণের ইচ্ছানুসারে পূর্ব্বে রথস্থ শঙ্কর ত্রিপুর কর্ত্তৃক তাড়িত হন, তৎকালে সর্ব্ব নিয়ন্তা সনাতন কৃষ্ণই শঙ্কর দ্বারা সেই ত্রিপুরাসুরকে বিনাশ করিয়া তাঁহাকে ত্রিপুরারি নাম প্রদান করিয়াছিলেন। ২১ ॥

স্বয়ং কল্পতরু ভূত্বা প্রতিজ্ঞাঞ্চ চকার সঃ। ২২॥
বৃকাসুরেঽধিষ্ঠানঞ্চ কৃত্বা বব্রে বরং বিভুঃ।
দাস্যামি হস্তং যন্মূর্দ্ধ্নি ভস্মসাৎ স ভবিষ্যতি। ২৩॥
ইতি লব্ধা বরং রুদ্রাদ্দাচ্ছন্তং শঙ্করং বিভুং।
হস্তং দাতুঞ্চ তন্মূর্দ্ধ্নি জগাম সত্বরং পুরা। ২৪॥
অতীব ভীতঃ শম্ভুশ্চ জগাম শরণং হরিং।
ভগবাংশ্চ শিবার্থেচ দৈত্যং ভস্ম চকার সঃ। ২৫॥
শিবং যুদ্ধঞ্চ কুর্ব্বন্তং বাণ যুদ্ধে পুরা বিভুঃ।
লীলয়া জৃম্ভনাস্ত্রেণ জড়ীভূতং চকার সঃ। ২৬॥
সমাগতং দক্ষ যজ্ঞে শম্ভু দূতঞ্চ লীলয়া।
বারয়ামাস ভগবান্ হস্তং দত্বাচ তদ্গলে। ২৭॥

হরির ইচ্ছাক্রমেই সেই কৃপানিধি শূলপাণি স্বয়ং কল্পতরু হন অর্থাৎ সকলকে সর্ব্ব প্রকার বর দানার্থ প্রতিজ্ঞা করেন। ২২॥

তৎকালে বৃকাসুর তৎসমীপে সমাগত হইয়া কহিল ভগবন্! আমি যাহার মস্তকে হস্ত প্রদান করিব সে তৎক্ষণাৎ ভস্মীভূত হইবে। আপনি আমাকে এই রূপ বর প্রদান করুন। ২৩॥

ভগবান্ শঙ্কর তথাস্তু বলিয়া তাঁহাকে সেই বর প্রদান করিয়াই যেমন গমন করিতে আরম্ভ করিলেন অমনি সেই বৃকাসুর তাঁহার মস্তকে হস্ত প্রদানার্থ সমাগত হইতে লাগিল। ২৪॥

তখন দেবাদিদেব অতীব ভীত হইয়া সেই সনাতন হরির শরণাপন্ন হইলে তিনি শিবের পরিত্রাণার্থ দৈত্যকে ভস্মীভূত করিলেন। ২৫॥

পূর্ব্বে শিব, বাণ রাজার সহায় হইয়া যুদ্ধ করেন, তখন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ জৃম্ভণাস্ত্রে তাঁহাকে জড়ীভূত করিয়াছিলেন। ২৬॥

সেই ভগবান্ হরি অবলীলা ক্রমে দক্ষযজ্ঞে সমাগত শিবানুচর নন্দীশ্বরকে ভৃগুর সৃষ্ট সৈন্য দ্বারা গল হস্ত প্রদান পূর্ব্বক নিবারণ করেন। ২৭॥

কেদার কন্যয়া দ্বারা সপ্তো ধর্ম্মোতি দৈবতঃ
বভূবাতি কৃশো ভীতঃ ক্ষীণো লুপ্ত যশাঃ স্বয়ং। ২৮॥
তদা তস্যাশ্চ শাপান্তে সত্যে পূর্ণো বভূবহ। ২৯॥
ত্রিপাদ্বভূব ত্রেতায়াং দ্বাপরেচ দ্বিপাদিভিঃ।
এক পাচ্চকলৌ সোঽপি কলেরন্তে পুনঃক্ষয়ঃ। ৩০।
ষোড়শাংশোতি ক্লিষ্টশ্চ সস্মার চরণং বিভোঃ।
তদা সত্যযুগারম্ভে পরিপূর্ণো ভবেৎ পুনঃ।
পুনর্যুগানুরোধেন ক্রমেণ চ পুনঃ ক্ষয়ঃ। ৩১॥
যমো মাণ্ডব্য শাপেন শূদ্র যোনি মবাপ সঃ।
তদা পুনঃ শতাব্দান্তে পুনঃ শুদ্ধো বভূব সঃ। ৩২॥
শাম্বো বিমাতৃ শাপেন গলৎকুষ্ঠী বভূব সঃ।
তদা সূর্য্য ব্রতং কৃত্বা পুনঃ শুদ্ধো বভূব সঃ। ৩৩॥

সেই ভগবান্ হরির ইচ্ছানুসারে ধর্ম্ম দৈবযোগে কেদার কন্যা দ্বারা অভিশপ্ত হইয়া স্বয়ং অতি কৃশ ভীত ও ক্ষীণ হইলেন এবং তাঁহার যশোরাশি বিলুপ্ত হইল। ২৮॥

সেই অভিশাপ বশতঃ তিনি সত্যযুগে যদিও পূর্ণ তথাপি ত্রেতাযুগে ত্রিপাদ, দ্বাপরে দ্বিপাদ, কলিযুগে একপাদ এবং কলির শেষে পুনর্ব্বার ক্ষয় প্রাপ্ত হন। ২৯। ৩০॥

তখন তিনি ষোড়শাংশ মাত্রাবশিষ্ট ও নিতান্ত ক্লিষ্ট হইয়া সেই সনাতন হরির চরণ কমল চিন্তা করেন, তৎকালে পুনর্ব্বার সত্যের সমাগমে তাঁহার পরিপূর্ণতা লাভ হয় কিন্তু যথাক্রমে যুগানুরোধে তাঁহার ক্ষয় হইয়া থাকে। ৩১॥

ধর্ম্মরাজ যম মহর্ষি মাণ্ডব্যের অভিশাপে শূদ্র যোনিতে জন্ম গ্রহণ পূর্ব্বক বিদুর রূপে শত বর্ষ মর্ত্য লোকে অবস্থান করেন, পরে শত বর্ষ পূর্ণ হইলে তিনি পরিশুদ্ধি হইয়া পুনর্ব্বার নিজাধিকার প্রাপ্ত হন। ৩২॥

জাম্ববতী পুত্র শাম্ব বিমাতার অভিশাপে গলৎকুষ্ঠ রোগাক্রান্ত

চন্দ্রো দর্পান্মদে নৈব জহারচ গুরোঃ প্রিয়াং।
বভূব তদ্দর্প ভঙ্গো যক্ষ্মাগ্রস্তো বভূব সঃ। ৩৪ ॥
সূর্য্যোদর্পী তেজসাচ হন্তুং শঙ্কর কিঙ্করং। ৩৫ ॥
সুমালী মবিধং দৈত্যং জগামাস্ত গিরিং প্রতি।
অহর্নিশং দীপ্তিকরং কুর্ব্বন্তং বিষয়ং রবেঃ। ৩৬ ॥
সূর্য্যেণ ভীতো দৈত্যশ্চ শঙ্করং শরণং যযৌ।
সূর্য্যং দৃষ্ট্বা শঙ্করশ্চ জগ্রাহ শূল মেবচ। ৩৭ ॥
ভীতো দুদ্রাব সূর্য্যশ্চ দৃষ্ট্বা তং শূলিনং মুনে।
জঘান কাশ্যং শূলেন শূলী কাশী পুরোরবিং।
মূর্চ্ছাং সংপ্রাপ সূর্য্যস্তু দর্পভঙ্গো বভূবহ। ৩৮ ॥
ঘোরান্ধকারঃ সহসা জগ্রাহ পৃথিবীতলং।
আশুতোষো মহাদেবো জীবয়ামাস তৎক্ষণং। ৩৯ ॥

হইয়াছিলেন কিন্তু পরে তিনি সূর্য্য ব্রত করিয়া শুদ্ধ লাভ পূর্ব্বক পূর্ব্ব দেহ লাভ করেন। ৩৩ ॥

চন্দ্রদেব সদর্পে গুরুপত্নী তারাকে হরণ করেন, পরে যক্ষ্মারোগ গ্রস্ত হওয়াতে তাঁহার দর্পভঙ্গ হয়। ৩৪ ॥

পূর্ব্বে শঙ্কর কিঙ্কর সুমালী নামক দৈত্য রথারূঢ় হইয়া বিমান মার্গে গমন পূর্ব্বক সূর্য্যপথ রোধ করাতে সূর্য্যদেব সদর্পে তাহার বিনাশার্থ দিবারাত্রি প্রখর কিরণ জাল বর্ষণ পূর্ব্বক অস্ত গিরির অভিমুখে আগমন করিতে লাগিলেন। ৩৫। ৩৬ ॥

তখন সেই শিব ভক্ত দৈত্য ভগবান্ শঙ্করের শরণাপন্ন হইলে দেবাদিদেব শূল গ্রহণ করিয়া সূর্য্যকে বিনাশার্থ সমাগত হইতে লাগিলেন। ৩৭॥

তখন সূর্য্যদেব শঙ্করকে শূল হস্তে সমাগত হইতে দেখিয়া শঙ্কিতচিত্তে ধাবমান হইলে কাশীশ্বর শূলপাণি তৎসমীপস্থ হইয়া শূল দ্বারা আঘাত করাতে তিনি মূর্চ্ছিত হইলেন, সুতরাং তৎকালে তাঁহার দর্প ভঙ্গ হইল। ৩৮ ॥

তুষ্টাব শঙ্করং সূর্য্যো লজ্জিতোপি ভয়েনচ।
কৃত্বা তমাশিষং তুষ্টো যযৌ গেহং কৃপানিধিঃ। ৪০ ॥
বিভু র্গরু ত্বতো দর্পং বভঞ্জ লীলয়া পুরা।
নিশ্বাসৈঃ প্রেষিতস্যাপি শিবস্য বৃষভস্যচ। ৪১ ॥
আগচ্ছন্তঞ্চ বৈকুণ্ঠং পৃষ্ঠে কৃত্বা শিবং পুরা।
দৃষ্টা প্রীতশ্চ তদ্ভক্ত্যা দেবো নারায়ণঃ পরঃ। ৪২ ॥
বহ্নি র্দর্পী ভৃগোঃ শাপাৎ সর্ব্ব ভক্ষো বভূব সঃ।
গুরোঃ স্বভার্য্যা হরণা দ্দর্প চূর্ণো বভূব হ। ৪৩ ॥
দুর্ব্বাসসো দর্প চূর্ণো বভূব হ্যম্বরীষতঃ।
সুদর্শনেন চক্রেণ বিষ্ণো র্দু র্ব্বিষহে নচ। ৪৪ ॥
জয়স্য বিজয়স্যাপি দর্প ভঙ্গং চকার সঃ।
বৈকুণ্ঠাৎ পতিতস্যাপি ব্রহ্মশাপচ্ছলে নচ। ৪৫ ॥

ঐ সময়ে সহসা ঘোর অন্ধকার সমস্ত পৃথিবীকে আক্রমণ করাতে আশুতোষ দেবাদিদেব তৎক্ষণাৎ আবার সূর্য্যকে সচেতন করিলেন।৩৯॥

তখন দিবাকর লজ্জিত হইয়া সভয়ে শঙ্করকে স্তব করিলে কৃপানিধি দেবাদিদেব তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ পূর্ব্বক স্বধামে গমন করিলেন। ৪০ ॥

পূর্ব্বে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অবলীলাক্রমে গরুড়ের নিঃশ্বাস পবনে প্রেরিত শিব বাহন বৃষভের দর্পভঙ্গ করিয়াছিলেন। ৪১ ॥

সেই বৃষভ ঐরূপ দুরবস্থাপন্ন হইয়া শঙ্করকে স্বীয় পৃষ্ঠে ধারণ পূর্ব্বক ভগবদ্দর্শনার্থ বৈকুণ্ঠধামে আগমন করে, তখন সেই সর্ব্ব নিয়ন্তা সনাতন হরি প্রীত হইয়া তাঁহাকে অভয় প্রদান করেন। ৪২ ॥

আর মহর্ষি ভৃগুর শাপে অগ্নিদেব সর্ব্বভক্ষ হইয়াছেন এবং স্বীয় ভার্য্যার হরণে বৃহস্পতিরও দর্প চূর্ণ হইয়াছে। ৪৩ ॥

পূর্ব্বে হরি পরায়ণ রাজর্ষি অম্বরীষের নিস্তারার্থ ভগবান্ বিষ্ণুর দুর্ব্বিষহ সুদর্শন চক্রদ্বারা দুর্ব্বাসার দর্পচূর্ণ হয়। ৪৪ ॥

জয় বিজয় নামক হরির দ্বারপাল দ্বয় সনকাদি ব্রহ্মর্ষিগণের অভি-

নৃসিংহেন হতঃ সোপি হিরণ্যকশিপু র্যথা।
শূকরেণ হিরণ্যাক্ষো লীলয়াচ রসাতলে। ৪৬ ॥
রাবণঃ কুম্ভকর্ণশ্চ নিহতো রাম বাণতঃ।
জন্মান্তরেচ লঙ্কায়াং ব্রহ্মণা প্রার্থিত শ্চহ।৪৭ ॥
শিশুপালোহি নিহতঃ কৃষ্ণ চক্রেণ লীলয়া।
দন্তবক্রশ্চ সহসা পরিপূর্ণ ত্রিজন্মনি। ৪৮ ॥
সুরাণাং দর্পভঙ্গঞ্চ দৈত্য দ্বারা চকার সঃ।
অসুরাণাং সুর দ্বারা বিরোধেন পরস্পরং। ৪৯ ॥
বিধি দ্বারা দর্পভঙ্গং ভরতশ্চ চকার সঃ।
ভবানাসীন্নারদশ্চ পুরা পুত্রঃ প্রজাপতেঃ। ৫০ ॥
গন্ধর্ব্বশ্চ পিতুঃ শাপাৎ শূদ্র পুত্র স্ততঃ ক্রমাৎ।

শাপচ্ছলে বৈকুণ্ঠধাম হইতে পতিত হওয়াতে তাহাদিগের দর্পচূর্ণ হইয়াছিল। ৪৫ ॥

পরে তাহারা হিরণ্যাক্ষ ও হিরণ্যকশিপু রূপে উৎপন্ন হইলে হরি রসাতলে বরাহ রূপী হইয়া অবলীলাক্রমে হিরণ্যাক্ষকে এবং মর্ত্ত্য লোকে নৃসিংহ রূপে হিরণ্যকশিপুকে বিনাশ করেন। ৪৬ ॥

তৎপরে তাহারা লঙ্কাধামে রাবণ কুম্ভকর্ণ রূপে জন্ম গ্রহণ পূর্ব্বক ব্রহ্মার প্রার্থনানুসারে রামবাণে নিহত হইল। ৪৭ ॥

পরিশেষে তাহারা উভয়ে দন্তবক্র ও শিশুপাল রূপে সমুৎপন্ন হইলে জন্মত্রয় পরিপূর্ণ হওয়াতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অনায়াসে সুদর্শন চক্র দ্বারা তাহাদিগের বিনাশ করিয়া তাহাদিগকে পরিত্রাণ করিলেন। ৪৮ ॥

সেই পরমাত্মা হরি দেবাসুরের পরস্পর বিবাদ জন্মাইয়া দৈত্য দ্বারা দেবগণের ও দেবগণ দ্বারা দৈত্যগণের দর্পচূর্ণ করিয়াছেন। ৪৯ ॥

হে নারদ! পূর্ব্বে তুমি প্রজাপতির পুত্র রূপে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলে, তৎকালে সেই ভগবান্ হরি বিধি দ্বারাই তোমার গর্ব্ব খর্ব্ব করেন। ৫০ ॥

ততঃ পুন র্নারদশ্চ প্রসাদাদধুনা বিভোঃ। ৫১ ॥
মম সাধ্যং বিশ্ব মিতি কাম দর্পো বভূবহ।
তং প্রমত্তং হর দ্বারা ভস্মসাচ্চ চকার সঃ। ৫২ ॥
পুনঃ কৃত্বা প্রসাদন্তং জীবয়ামাস লীলয়া।
একান্তিকীঞ্চ তদ্ভক্তিং সচ নাস্ত্রং করোতি চ। ৫৩ ॥
চকার দর্প ভঙ্গঞ্চ দর্পিণো লক্ষ্মণস্যচ।
রণে শঙ্কর শূলেন রাবণ প্রেরিতে নচ। ৫৪ ॥
পুন স্তং জীবয়ামাস রামস্য স্তবনে নচ।
স্বয়ং বিস্মৃত বিষ্ণোশ্চ ব্রহ্ম শাপেন নারদ। ৫৫ ॥
চকার দর্পভঙ্গঞ্চ কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনস্যচ।

পরে পিতার শাপে তোমার গন্ধর্ব্ব রূপে জন্ম হয়, তৎপরে তোমাকে শূদ্র পুত্র রূপে জন্ম গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। এক্ষণে তুমি পুনর্ব্বার সেই সর্ব্ব নিয়ন্তা হরির কৃপায় নারদ রূপে সমুৎপন্ন হইয়াছ। ৫১ ॥

কামদেবও পূর্ব্বে সমস্ত বিশ্ব আমার বশবর্ত্তী জ্ঞান করিয়া দর্পিত হইয়াছিলেন। তৎকালেও ভগবান্ হরি হর দ্বারা সেই প্রমত্ত কন্দর্পকে ভস্মীভূত করেন। ৫২ ॥

তৎপরে তিনি কৃপা করিয়া অবলীলাক্রমে সেই কামদেবকে পুনর্জ্জীবিত করিলে হরির প্রতি তাহার ঐকান্তিকী ভক্তির সঞ্চার হইল এবং তিনি সেরূপ অস্ত্র প্রয়োগে পরাঙ্মুখ হইলেন। ৫৩ ॥

পূর্ব্বে লক্ষ্মণ সমরে বীরতা নিবন্ধন গর্ব্বিত হওয়াতে হরি শঙ্কর প্রদত্ত রাবণ প্রেরিত শূল দ্বারা তাঁহাকে হনন পূর্ব্বক তদীয় গর্ব্ব খর্ব্ব করেন। ৫৪ ॥

কিন্তু তৎকালে শ্রীরাম শোকার্ত্ত হইয়া সেই পরমাত্মা হরির স্তব করাতে তিনি তাঁহাকে পুনর্জ্জীবিত করিলেন। সেই রাম সামান্য নহেন, তিনি সাক্ষাৎ বিষ্ণু, কেবল ব্রহ্মশাপে আত্ম বিস্মৃত হইয়া রাম রূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ৫৫ ॥

জামদগ্নেশ্চ শস্ত্রেণামোঘেন পর্শুনা পুরা। ৫৬ ॥
বিপ্র পুত্ত্রস্য মরুণে হরণে কৃষ্ণ যোষিতাং।
কর্ণেন সার্দ্ধং সমরে পার্থ দর্পং বভঞ্জসঃ। ৫৭ ॥
বাণস্য চোষাহরণে চিচ্ছেদচ ভুজান্ বিভুঃ।
ভৃগোশ্চ দক্ষ যজ্ঞেচ দর্পভঙ্গ চকার সঃ। ৫৮ ॥
পর্শুরামস্য রামস্য বিবাহে পথি গচ্ছতঃ।
বভঞ্জ দর্পং সমরে রাম দ্বারা পুরা বিভুঃ। ৫৯ ॥
সুমেরোঃ শৃঙ্গভঙ্গঞ্চ বায়ু দ্বারা চকার সঃ।
ঊষা হরণ যাত্রায়াং দ্বারকা গমনে হরেঃ। ৬০ ॥
বাণস্যচ গবাং হেতো বরুণঞ্চ শশাপ সঃ।
কলহে গঙ্গয়া সার্দ্ধং বাণ্যা নারায়ণাগ্রতঃ।
সরস্বতীঞ্চ তত্যাজ তস্যাদর্পং বভঞ্জ সঃ। ৬১ ॥
দর্প যুক্তাঞ্চ গঙ্গাঞ্চ ত্যক্তা শম্ভু র্হিমালয়ং।

পূর্ব্বে সেই ভগবান্ হরি জমদগ্নি পুত্র পরশুরামের অমোঘাস্ত্র পরশু দ্বারা কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের দর্প চূর্ণ করিয়াছেন। ৫৬ ॥

বিপ্র পুত্রের মরণে, কৃষ্ণ নারীগণের হরণে ও কর্ণের সহিত সংগ্রামে তৎ কর্তৃক অর্জ্জুনের দর্প চূর্ণ হইয়াছিল। ৫৭ ॥

সেই সর্ব্ব নিয়ন্তাভগবান্ হরি ঊষা হরণে বাণ রাজার ভুজ চ্ছেদন এবং দক্ষযজ্ঞে ভৃগুর দর্প চূর্ণ করিয়াছিলেন। ৫৮ ॥

পূর্ব্বে শ্রীরামের বিবাহের পর পথি মধ্যে সেই রাম দ্বারা তৎ কর্তৃক সমরে পরশুরামের দর্প চূর্ণ হইয়াছিল। ৫৯ ॥

পূর্ব্বে যখন শ্রীকৃষ্ণ ঊষা হরণযাত্রাতে দ্বারকায় গমন করেন, তৎকালে তিনি বায়ু দ্বারা সুমেরুর শৃঙ্গ ভঙ্গ করাতে তাহার দর্প চূর্ণ হয়। ৬০ ॥

পূর্ব্বেতে যখন বাণ রাজার গো নিবন্ধন বরুণের শাপ বশতঃ নারায়ণের সমক্ষে গঙ্গাদেবীর সহিত বাণীর কলহ উপস্থিত হয়, তৎকালে তিনি সেই সরস্বতীকে পরিত্যাগ করিয়া তাহার গর্ব খর্ব্ব করেন। ৬১ ॥

কামঞ্চ ভস্মসাৎ কৃত্বা তপসেচ যযৌ বিভুঃ। ৬২ ॥
লজ্জা মবাপ সা দেবী তস্যা দর্পং বভঞ্জহ।
সা যযৌ তপসে বিষ্ণোঃ প্রাপ্তি হেতোঃ শিবস্যচ। ৬৩ ॥
ভারতেস্তু চিরং তপ্ত্বা দেবী বিষ্ণো র্ব্বরেণচ।
চকার স্বামিনং শম্ভুং ভগবন্তং সনাতনং। ৬৪ ॥
মহা সৌভাগ্য যুক্তা সা বভূব শঙ্কর প্রিয়া।
বিশ্বেষু সর্ব্ব দেবীষু পূজ্যা বন্দ্যাস্তুতা সুরৈঃ। ৬৫ ॥
দর্পযুক্তা মহালক্ষ্মী র্ব্বভূব সা মহামুনে।
পরাভূতা পুরা দেবী জয়েন বিজয়ে নচ। ৬৬ ॥
প্রবেশন্তী বিভোর্দ্বারং দত্বা ভক্তায় বাঞ্ছিতং।
নিবারিতা সা দ্বারাচ্চ তেন দৌবারিকেনবৈ। ৬৭ ॥

সেই ভগবান্ হরির ইচ্ছাতেই শূলপাণি, দর্প যুক্তা গঙ্গা দেবীকে পরিত্যাগ ও কামদেবকে ভস্মসাৎ করিয়া হিমালয়ে তপস্যার্থ গমন করেন। ৬২ ॥

তখন সেই দেবী লজ্জিতা হওয়াতে তাহার দর্প চূর্ণ হইল। পরে তিনি পুনর্ব্বার শিব প্রাপ্তি কামনায় বিষ্ণুর আরাধনায় প্রবৃত্তা হইলেন। ৬৩ ॥

তৎপরে তিনি এই ভারতে দীর্ঘকাল তপস্যা করিয়া বিষ্ণুর প্রসন্নতা লাভ পূর্ব্বক তদীয় বরে পুনর্ব্বার ভগবান্ শঙ্করকে পতিরূপে প্রাপ্ত হইলেন। ৬৪ ॥

তখন তিনি শঙ্কর প্রিয়া হইয়া বিশ্ব মণ্ডলে সর্ব্ব দেবীর মধ্যে পূজ্যা এবং দেবগণ কর্ত্তৃক বন্দনীয়া ও স্তূয়মানা হইলেন। ৬৫ ॥

পূর্ব্বে মহালক্ষ্মীও দর্পযুক্তা হওয়াতে দর্পহারী হরির ইচ্ছায় জয় বিজয় কর্ত্তৃক পরাভূতা হইয়াছিলেন। ৬৬ ॥

যখন সেই দেবী ভক্তকে বাঞ্ছিত বর প্রদান করিয়া প্রভুর দ্বারে প্রবেশ করেন, তখন তিনি সেই দৌবারিক দ্বারা তৎকর্ত্তৃক নিবারিত হইয়াছিলেন। ৬৭ ॥

কৃত্বা তত্র তিরস্কারং সাভিমানা মহাসতী।
স্মৃত্বা হরেঃ পাদপদ্মং দেহং ত্যক্তুং সমুদ্যতা। ৬৮॥
তদা ব্রহ্মা মহেশশ্চ বিষ্ণুর্ধর্ম্মশ্চ ভাস্করঃ।
মহেন্দ্রো বরুণশ্চৈব জগৎ প্রাণো হুতাশনঃ। ৬৯॥
চন্দ্রশ্চ কামদেবশ্চ বৈশ্বানশ্চ ধনেশ্বরঃ।
ঋষয়ো মুনয়শ্চৈব মনয়ো বিঘ্ন নাশকাঃ। ৭০॥
সময়েযু রুদন্তস্তে পদ্মায়াঃ পুরতঃ পুরঃ।
তুষ্টবুশ্চ মহালক্ষ্মীং মুল প্রকৃতি মীশ্বরীং। ৭১॥

দেবাউচুঃ।

ক্ষমস্ব ভগবত্যম্ব ক্ষমাশীলে পরাৎপরে।
শুদ্ধ সত্ত্বে স্বরূপেচ কোপাদি পরিবর্জ্জিতে। ৭২॥
উপমে সর্ব্ব সাধ্বীনাং দেবীনাং দেব পূজিতে।
ত্বয়া বিনা জগৎ সর্ব্বং মৃত তুল্যঞ্চ নিষ্ফলং। ৭৩॥

তৎকালে সেই মহা সতী দ্বারপালকে তিরস্কার পূর্ব্বক অভিমানে পরিপূর্ণা হইয়া হরির পাদপদ্ম স্মরণ করত দেহত্যাগে সমুদ্যতা হইলেন। ৬৮॥

ঐ সময়ে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, ধর্ম্ম, ভাস্কর, মহেন্দ্র, বরুণ, পবন, হুতাশন, চন্দ্র, কামদেব, অগ্নি, কুবের এবং বিঘ্ন নাশক ঋষি মুনি ও মনুগণ সকলে তথায় আগমন পূর্ব্বক তাঁহার পুরোভাগে অবস্থিত হইয়া রোদন করিতে করিতে সেই মূল প্রকৃতি ঈশ্বরী মহা লক্ষ্মীকে স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। ৬৯। ৭০। ৭১॥

তৎকালে সেই দেবগণ তাঁহার এই রূপ স্তব করিতে লাগিলেন, হে ভগবতি বিশ্ব জননি! তুমি ক্ষমা শীলা পরাৎপরা, শুদ্ধ স্বত্ব স্বরূপা, ও কোপাদি বর্জ্জিতা বলিয়া নির্দ্দিষ্টা রহিয়াছ, অতএব তুমি এই অপরাধ ক্ষমা কর। ৭২॥

হে দেবি! তুমি সমস্ত সাধ্বী রমণীর উপমা স্থানীয়া ও দেব পূজিতা,

সর্ব্ব সম্পৎ স্বরূপা ত্বং সর্ব্বেষাং সর্ব্ব রূপিণী।
রাসেশ্বর্য্যধি দেবীত্বং ত্বৎকলাঃ সর্ব্ব যোষিতঃ। ৭৪ ॥
কৈলাসে পার্ব্বতী ত্বঞ্চ ক্ষীরোদে সিন্ধু কন্যকা।
স্বর্গেচ স্বর্গ লক্ষ্মীস্ত্বং মর্ত্য লক্ষ্মীশ্চ ভূতলে। ৭৫ ॥
বৈকুণ্ঠেচ মহালক্ষ্মী র্দ্দেবদেবী সরস্বতী।
গঙ্গাচ তুলসী ত্বঞ্চ সাবিত্রী ব্রহ্মলোকতঃ। ৭৬ ॥
কৃষ্ণ প্রাণাধি দেবীত্বং গোলোকে রাধিকা স্বয়ং।
রাসে রাসেশ্বরী ত্বঞ্চ বৃন্দা বৃন্দাবনে বনে। ৭৭ ॥
কৃষ্ণ প্রিয়া ত্বং ভাণ্ডীরে চন্দ্রা চন্দন কাননে।
বিরজা চম্পক বনে শত শৃঙ্গেচ সুন্দরী। ৭৮ ॥
পদ্মাবতী পদ্মবনে মালতী মালতী বনে।
কুন্দদন্তী কুন্দবনে সুশীলা কেতকীবনে। ৭৯ ॥

তোমা ব্যতীত এই সমস্ত জগৎ নিষ্ফল ও মৃততুল্য হইবে। ৭৩ ॥

সর্ব্বেশ্বরি! তুমি সকলের সর্ব সম্পত্তি স্বরূপা, সর্ব রূপিণী রাসেশ্বরীর অধিদেবী; সমস্ত রমণী তোমারই অংশজাতা বলিয়া নির্দ্দিষ্টা হইয়া থাকে। ৭৪ ॥

তুমি কৈলাসধামে পার্ব্বতী, ক্ষীরোদে সিন্ধু কন্যা, স্বর্গে স্বর্গ লক্ষ্মী, ও মর্ত্তো মর্ত্তালক্ষ্মী রূপে বিরাজমানা রহিয়াছ। ৭৫ ॥

হে মাতঃ! তুমি বৈকুণ্ঠে মহালক্ষ্মী দেব দেবী সরস্বতী গঙ্গা ও তুলসী এবং ব্রহ্মলোকে সাবিত্রী রূপে অবস্থান করিতেছ। ৭৬ ॥

হে মহাদেবি! তুমি গোলোকধামে বৃন্দাবন বিপিনস্থ রাসমণ্ডলে স্বয়ং কৃষ্ণপ্রাণাধি দেবী রাসেশ্বরী রাধিকা রূপে অধিষ্ঠিতা রহিয়াছ। ৭৭ ॥

জগন্মায়ে! তুমি ভাণ্ডীরবনে কৃষ্ণপ্রিয়া, চন্দন কাননে চন্দ্রাবতী, চম্পকবনে বিরজা ও শত শৃঙ্গ পর্ব্বতে সুন্দরীরূপে অবস্থান করিতেছ। ৭৮॥

তুমি পদ্মবনে পদ্মাবতী, মালতীবনে মালতী, কুন্দবনে কুন্দদন্তী ও কেতকীবনে কেতকী রূপে বিরাজিতা রহিয়াছ। ৭৯ ॥

কদম্বমালা ত্বং দেবী কদম্ব কাননে পিচ।
রাজলক্ষ্মী রাজ গেহে গৃহ লক্ষ্মী গৃহে গৃহে। ৮০ ॥
ইত্যুক্ত্বা দেবতাঃ সর্ব্বা মুনয়ো মনব স্তথা।
রুরুদু র্নম্র বদনাঃ শুষ্ক কণ্ঠৌষ্ঠ তালুকাঃ। ৮১ ॥
ইতি লক্ষ্মী স্তবং পুণ্যং সর্ব্ব দেবৈঃ কৃতং শুভং।
যঃ পঠেৎ প্রাতরুত্থায় সচৈশ্বর্য্যং লভেৎ ধ্রুবং। ৮২ ॥
অভার্য্যো লভতে ভার্য্যাং বিনীতাং সুদতীং সতীং।
সুশীলাং সুন্দরীং রম্যা মতি সুন্দর বাদিনীং।
পুত্র পৌত্রবতীং শুদ্ধাং কুলজাং কোমলাং বরাং। ৮৩ ॥
অপুত্রো লভতে পুত্রং বৈষ্ণবং চিরজীবিনং।
পরমৈশ্বর্য্য যুক্তঞ্চ বিদ্যাবন্তং যশস্বিনং। ৮৪ ॥
ভ্রষ্ট রাজ্যো লভেদ্রাজ্যং ভ্রষ্ট শ্রী র্লভতে শ্রিয়ং।

তুমি কদম্বকাননে কদম্বমালা দেবী, রাজ গৃহে রাজলক্ষ্মী ও গৃহীগণের গৃহে গৃহে গৃহলক্ষ্মী রূপে স্থিতি করিতেছ। ৮০ ॥

সমস্ত দেবতা মুনি ও ঋষিগণ সেই মহালক্ষ্মীর এই রূপ স্তব করিয়া বিনম্র বদনে রোদন করিতে লাগিলেন, তৎকালে তাঁহাদিগের কণ্ঠ ওষ্ঠ ও তালু শুষ্ক হইয়া গেল। ৮১ ॥

যে ব্যক্তি প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া এই সর্ব্ব দেব কৃত পবিত্র শুভপ্রদ লক্ষ্মী স্তোত্র পাঠ করে সে নিশ্চয়ই সর্বৈশ্বর্য্য লাভ করিতে সক্ষম হয়। ৮২ ॥

যদি ভার্য্যা বিহীন ব্যক্তি এই স্তোত্র পাঠ করে, তাহা হইলে সে সৎকুল সম্ভূতা প্রিয়বাদিনী পরিশুদ্ধা সুশীলা সুদতী বিনয়ান্বিতা কোমলাঙ্গী পরম সুন্দরী সাধ্বী ভার্য্যা লাভ করিতে সমর্থ হয় আর সেই ভার্য্যা হইতে সে পুত্র পৌত্র সমন্বিত হইয়া থাকে। ৮৩ ॥

ঐ স্তোত্র পাঠে পুত্রহীন ব্যক্তি বিদ্যাবান যশস্বী ঐশ্বর্য্য সম্পন্ন হরি পরায়ণ পুত্র লাভ করিতে পারে। ৮৪ ॥

হত বন্ধু র্লভেদ্বন্ধুং ধন ভ্রষ্টো ধনং লভেৎ। ৮৫ ॥
কীর্ত্তি হীনো লভেৎ কীর্ত্তিং প্রতিষ্ঠাঞ্চ লভেৎ ধ্রুবং।
প্রজাবান্ ভূমিবান্ বাপি লক্ষ্মী পুত্রো ভবেৎ ধ্রুবং।৮৬॥
সর্ব্ব মঙ্গলদ স্তোত্রং শোক সন্তাপ নাশনং।
হর্ষানন্দকরংশঞ্চ ধর্ম্ম মোক্ষ সুহৃৎ প্রদং। ৮৭ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ সম্বাদে শ্রীকৃষ্ণ জন্মখণ্ডে ভগবদ্গুণ বর্ণনং লক্ষ্মী স্তোত্র কথনং নাম ষট্পঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

ঐ স্তোত্র পাঠ করিলে রাজ্য ভ্রষ্ট ব্যক্তি রাজ্য, শ্রী ভ্রষ্ট ব্যক্তি শ্রী, বন্ধুহীন ব্যক্তি বন্ধু ও ধনহীন ব্যক্তি ধন লাভ করিতে পারে। ৮৫ ॥

কীর্ত্তিহীন ব্যক্তি যদি ঐ স্তোত্র পাঠ করে, তাহা হইলে তাহার নিশ্চয় কীর্ত্তি ও প্রতিষ্ঠা লাভ হয় এবং ঐ স্তোত্র পাঠে পুরুষ প্রজাবান্ ভূমিবান ও কমলার পুত্র স্বরূপ হইয়া থাকে সন্দেহ নাই। ৮৬ ॥

এই মহালক্ষ্মীর স্তোত্র শোক সন্তাপ নাশ কর, হর্ষ ও আনন্দ জনক ধর্ম্ম মোক্ষ ও সুহৃদ্প্রদ সর্ব্বমঙ্গলের কারণ ও সর্ব্বমঙ্গলময় বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। ৮৭ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ সম্বাদে শ্রীকৃষ্ণ জন্মখণ্ডে ভগবদ্গুণ বর্ণন লক্ষ্মী স্তোত্র কথন নাম ষট্পঞ্চাশত্তম অধ্যায় সম্পূর্ণ।

সপ্তপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

নারায়ণ উবাচ।

দেবানাং স্তবনং শ্রুত্বা ত্যক্তাচ রোদনং সতী।
উবাচ সুপ্রসন্নাতান্ তেষাং স্তোত্রেণ নারদ। ১ ॥

মহা লক্ষ্মীরুবাচ।

ত্যজামি দেহং ন ক্রোধাদ্বৈরাগ্যেণতু সাংপ্রতং।
ইদং হৃদি সমালোচ্য দেবাস্তং শ্রূয়তা মিতি। ২ ॥
যস্মিন্ সদীশে মহতি সর্ব্ব সাম্যেচ নির্গুণে।
সর্ব্বাত্মনি সদানন্দে সমতা তৃণ শৈলয়োঃ। ৩ ॥
ভ্রূভঙ্গ লীলয়া লক্ষ্মী লক্ষং সৃষ্টু মলঞ্চ যঃ।
ভৃত্যে স্ত্রিয়াং যৎ সমতা কিং কার্য্যং তস্য সেবয়া। ৪ ॥
তৎ পত্নীনাং প্রধানাহং নিরস্তাদ্বারিনাধুনা।
উদ্ধৃত্য ভৃত্য ভৃত্যেন ভক্তি পূর্ণেননেপ্সিতা। ৫ ॥

নারায়ণ ঋষি কহিলেন, দেবর্ষে! সেই সতী মহালক্ষ্মী দেবগণের এইরূপ স্তোত্র শ্রবণে রোদন বর্জ্জিতা ও প্রসন্না হইয়া তাঁহাদিগকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, সুরগণ! আমার ক্রোধ নাই, এক্ষণে আমি বৈরাগ্য বশতঃ হৃদয় মধ্যে যাহা বিচার করিয়া দেহ ত্যাগে সমুদ্যতা হইয়াছি, তাহা তোমাদিগের নিকট ব্যক্ত করিতেছি শ্রবণ কর। ১। ২ ॥

হে দেবগণ! যে হরি সাধুগণের প্রভু, সর্ব্ব জীবে সমভাবাপন্ন, নির্গুণ সর্ব্বাত্মা সদানন্দময় মহাপুরুষ বলিয়া উক্ত আছেন, যিনি ভ্রূভঙ্গ লীলা মাত্র লক্ষ লক্ষ্মীর সৃষ্টি করিতে সমর্থ, ভৃত্যে ও পত্নীতে যাঁহার সমভাব তাঁহার সেবা করিয়া আমার কি কার্য্য হইবে? । ৩। ৪ ॥

আমি তাঁহার পত্নীর মধ্যে প্রধানা, কিন্তু তাঁহার ভৃত্যের ভৃত্য তদ্ভক্ত দ্বারী আমাকে অবমাননা পূর্ব্বক পুর প্রবেশে নিরস্তা করিয়াছে। ৫ ॥

ত্যক্ষ্যামি জীবন মহমসৌভাগ্যাচ স্বামিনি।
বহ্নৌচ কামনাং কৃত্বা যথা ভদ্রং ভবেৎ পরে। ৬ ॥
যা স্ত্রী ভর্ত্তুরসৌভাগ্যা সদা ভাগ্যাচ সর্ব্বতঃ।
শয়নে ভোজনে তস্যা ন সুখং জীবনং বৃথা। ৭ ॥
যস্যা নাস্তি প্রিয় প্রেম তস্যা জন্ম নিরর্থকং।
তৎ কিং পুত্রে ধনে রূপে সম্পত্তৌ যৌবনেঽথবা। ৮ ॥
যদ্ভক্তি র্নাস্তি কান্তেচ সর্ব্ব প্রিয়তমে পরে।
সা শুচি র্দ্ধর্ম্মহীনাচ সর্ব্ব কর্ম্ম বিবর্জ্জিতা। ৯ ॥
পতি র্ব্বন্ধু র্গতি র্ভর্ত্তা দৈবতং গুরুরেবচ।
সর্ব্বস্মাচ্চ পরঃ স্বামী ন গুরুঃ স্বামিনঃ পরঃ। ১০।
পিতা মাতা সুত ভ্রাতা ক্লিষ্টো দত্ত মিদং ধনং।
সর্ব্বস্ব দাতা স্বামীচ মূঢ়ানাং যোষিতাং সুরাঃ। ১১।

যখন আমি স্বামি সৌভাগ্য লাভ করিতে পারিলাম না, তখন আমার জীবনে প্রয়োজন নাই, আমি ভাবী মঙ্গল কামনা করিয়া অনল প্রবেশ পূর্ব্বক প্রাণত্যাগ করিব। ৬ ॥

যে নারী পতির সৌভাগ্য লাভে বঞ্চিতা, সে সর্ব্বতোভাবে অভাগ্যবতী, তাহার শয়নে ভোজনে কিছুমাত্র সুখ নাই, সুতরাং তাহার জীবন ধারণ করা বিড়ম্বনা মাত্র। ৭ ॥

যে নারী প্রিয় পতির প্রেমলাভ করিতে না পারে, তাহার জন্ম বিফল। পুত্র ধন রূপ সম্পত্তি অথবা যৌবনে তাহার কোন সুখ নাই। ৮॥

যে নারীর সর্ব্বাপেক্ষা পরম প্রিয়তম পতির প্রতি ভক্তি না থাকে সে সর্ব্বদা অশুচি ধর্ম্মহীনা ও সর্ব্ব কর্ম্মে বিবর্জ্জিতা হয়। ৯ ॥

পতিই নারীর বন্ধু, দেবতা গুরু ও সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট, পতির পর নারীর পরম গুরু আর কেহই নাই। ১০ ॥

সুরগণ! কি পিতা কি মাতা কি পুত্র কি ভ্রাতা সকলেই গণনা করিয়াও যৎকিঞ্চিৎ অর্থ দানে ক্লেশানুভব করে, কিন্তু স্বামী অকুণ্ঠিত হৃদয়ে মূঢ়া নারীগণেও সর্ব্বস্ব অর্পণ করিয়া থাকে। ১১ ॥

কাচিদেবহি জানাতি মহা সাধ্বীচ স্বামিনং।
অতি শঙ্কাংশ জাতাচ সুশীলা কুল পালিকা। ১২।
অসত্যংশ প্রসূতা যা দুঃশীলা ধর্ম্ম বর্জ্জিতাঃ।
মুখ দুষ্টা যোনি দুষ্টা পতিং নিন্দন্তি কোপতঃ। ১৩।
যা স্ত্রী দ্বেষ্টি সর্ব্ব পরং পতিং বিষ্ণুময়ং গুরুং।
কুম্ভীপাকেন পচ্যেত যাবদিন্দ্রা শ্চতুর্দ্দশ। ১৪।
ব্রতঞ্চানশনং দানং সত্যং পুণ্যং তপশ্চিরং।
পতি ভক্তি বিহীনা যা ভস্মীভূতং নিরর্থকং। ১৫।
অতঃ কিঞ্চিন্ন বক্ষ্যামি নিষ্ঠুরং পতি মীশ্বরং।
ভৃত্যাপরাধাদ্দৈবেন প্রাণাং স্ত্যক্ষ্যামি নিশ্চিতং। ১৬॥
পতি দোষে মহা সাধ্বী পতিং ন নিষ্ঠুরং বদেৎ।
যদি সোঢু মশক্তাচ প্রাণাং স্ত্যজতি ধর্ম্মতঃ। ১৭॥

কুলপালিকা সুশীলা মঙ্গলদায়িনী অতি শঙ্কিতা সাধ্বী নারীর সংখ্যা অতি স্বল্প, যে কেহ আছেন তাঁহারই পতির মহিমা বিদিত।১২॥

যে নারীগণ অসত্যংশ জাতা দুঃশীলা ধর্ম্ম বর্জ্জিতা মুখদুষ্টা যোনি দুষ্টা সুতরাং অমঙ্গল দায়িনী হয় তাহারাই কোপ বশতঃ পতি নিন্দা করে। ১৩॥

যে নারী বিষ্ণু স্বরূপ সর্ব্বাপেক্ষা পরম গুরু পতির দ্বেষ করে দেহান্তে তাহাকে চতুর্দ্দশ ইন্দ্রের ভোগ কাল পর্যন্ত কুম্ভী পাক নরকে বাস করিতে হয়। ১৪॥

যেনারী পতিভক্তি বিহীনা, তাহার অনশন ব্রত, সত্য পুণ্য ও দীর্ঘ কাল তপস্যা সমস্তই নিরর্থক হয়, অধিক কি তাহার ঐ সমস্ত সৎক্রিয়া ভস্মীভূত হইয়া থাকে। ১৫॥

অতএব আমি মৎপতি সর্ব্বেশ্বর নারায়ণের প্রতি কোন নিষ্ঠুর বাক্য প্রয়োগ করিব না। দৈব দোষে ভৃত্যাপরাধ স্বরূপে আমি নিশ্চয় প্রাণত্যাগ করিব। ১৬॥

পতি সেবা ব্রতং স্ত্রীণাং পতি সেবা পরন্তপঃ।
পতিসেবা পরো ধর্ম্মঃ পতিসেবা সুরার্চ্চনং। ১৮॥
পতিসেবা পরং সত্যং দান তীর্থানু তীর্থকং।
সর্ব্বদেব ময়ঃ স্বামী সর্ব্বদেব ময়ঃ শুচিঃ। ১৯॥
সর্ব্ব পুণ্য স্বরূপশ্চ পতি রূপী জনার্দ্দনঃ।
যা সতী ভর্ত্তুরুচ্ছিষ্টং ভুংক্তে পাদোদকং সদা। ২০॥
তস্যা দর্শ মুপস্পর্শং নিত্যং বাঞ্ছন্তি দেবতা।
ততঃ সর্ব্বাণি তীর্থানি পুনন্তি পাপিনোভয়াৎ। ২১॥
ইত্যুক্তাচ মহা সাধ্বী রুরোদচ মুহুর্ম্মুহুঃ।
উবাচ ব্রহ্মা ভীতশ্চ ভক্তি নম্রাত্ম কন্ধরঃ। ২২॥

ব্রহ্মোবাচ।

ভবিষ্যতি ন ভদ্রঞ্চ জয়স্থ বিজয়স্থচ।

পতি অপরাধী হইলেও মহা সাধ্বী নারী পতির প্রতি কোন রূপ দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ করিবে না, যদি সহ্য করিতে না পারে তাহা হইলে তাহার পক্ষে প্রাণ ত্যাগ করা ধর্ম্মতঃ দোষাবহ নহে। ১৭॥

নারীগণের পতিসেবাই ব্রত পরম তপস্যা পরম ধর্ম্ম দেব পূজা পরম সত্য দান ও তীর্থ পর্য্যাটনাদি রূপে নির্দ্দিষ্ট, কারণ একমাত্র পতি সেবার গুণে নারী ঐ সমস্ত সৎ ক্রিয়ার ফল লাভ করিতে পারে।১৮।১৯॥

নারীর পক্ষে পতি সর্ব্ব দেবময়, সর্ব্ব দেব তুল্য শুচি ও সর্ব্ব পুণ্য স্বরূপ, অতএব নারী পতিকে জনার্দ্দন স্বরূপ জ্ঞান করিবে। যে সাধ্বী রমণী নিত্য ভর্ত্তার উচ্ছিষ্ট ভোজন ও চরণোদক পান করে, দেবগণ সর্ব্বদা তাহার দর্শন ও স্পর্শ করিবার বাঞ্ছা করিয়া থাকেন। আর সেই পবিত্রা রমণীর স্পর্শে তীর্থ সমুদায় পাপিগণের স্পর্শ ভয় হইতে পরিত্রাণ পাইয়া থাকে। এই বলিয়া সেই মহা সাধ্বী মহালক্ষ্মী বারংবার রোদন করিতে লাগিলেন। তখন ব্রহ্মা ভীত হইয়া ভক্তি বিনম্র কন্ধরে তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন। ২০। ২১। ২২॥

ত্বয়া ন শক্তৌ তৌ মূঢ়ৌ প্রিয়াপরাধ ভীতয়া। ২৩॥
সাপরাধশ্চ ধর্ম্মিষ্ঠঃ ক্ষমমানং শপেদ্যদি।
সর্ব্বনাশো ভবেত্তস্য নিশ্চিতং যাচিতং সতী। ২৪॥
যদিশপ্তুং ন শক্তশ্চ ন দণ্ডং কর্ত্তুমীশ্বরঃ।
সাপরাধেচ পুরুষে ধর্ম্মো দণ্ডং করোতি চ। ২৫॥
সর্ব্ব ক্ষমস্ব হে মাত গচ্ছ গচ্ছ প্রিয়ান্তিকং।
মাং তব স্বামি ভক্তঞ্চ নিযোজ্য সৃষ্টি কর্ম্মণি। ২৬॥
ইত্যুক্ত্বা তাং পুরস্কৃত্বা সার্দ্ধং দেবৈর্ম্মুনীন্দ্রকৈঃ।
শীঘ্রং জগাম বৈকুণ্ঠং বৈকুণ্ঠে স্তোতুমীশ্বরং। ২৭॥
তত্র গত্বা জগন্নাথং তুষ্টাব কমলাসনঃ।
চতুর্ব্বক্ত্রে শ্চতুর্ব্বক্ত্র শ্চতুর্ব্বেদ বিদাং গুরুঃ। ২৮॥
ব্রহ্মণঃ স্তবনং শ্রুত্বা দৃষ্ট্বা লক্ষ্মীং পুরঃসরাং।

হে জগন্মাতঃ! সেই জয় বিজয়ের আর ভদ্রস্থতা নাই, বুঝিলাম, আপনি প্রিয়াপরাধ ভযে সেই মূঢ়দ্বয়কে কখন ক্ষমা করিবেন না। ২৩॥

সতি! ধর্ম্মিষ্ঠ ব্যক্তি অপরাধী সুতরাং ক্ষমমান ব্যক্তিকে যদি শাপ প্রদান করেন, তাহা হইলে নিশ্চয় তাহার সর্ব্বনাশ হয়। কারণ সেই দোষী পুরুষ নিজেই নিজের সর্ব্বনাশ প্রার্থনা করিয়া থাকে। ২৪॥

যদি প্রভু তাহাকে শাপ প্রদান বা তাহার দণ্ড বিধান করিতে না পারেন তথাপি ধর্ম্ম সেই অপরাধী ব্যক্তির দণ্ড করিয়া থাকেন। ২৫॥

মাতঃ! আমি আপনার পতির ভক্ত, আপনি আমাকে সৃষ্টি কার্য্যে নিযোজন পূর্ব্বক উপস্থিত বিষয়ে সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করিয়া প্রিয় সমীপে গমন করুন গমন করুন। ২৬॥

ব্রহ্মা এই বলিয়া দেব ও মুনীন্দ্রগণকে অগ্রসর করত বৈকুণ্ঠনাথ হরির স্তব করিবার জন্য সত্বর বৈকুণ্ঠধামে গমন করিলেন। ২৭॥

পরে সেই বেদবিদগ্রগণ্য কমলযোনি চতুরানন ব্রহ্মা বৈকুণ্ঠধামে উপনীত হইয়া জগৎপতি বিষ্ণুর বিস্তর স্তব করিলেন। ২৮॥

রুদন্তীং নম্র বদনা মুবাচ কমলাপতিঃ। ২৯ ॥

ভগবানুবাচ।

সর্ব্বং জানামি সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বাত্মা সর্ব্ব পালকঃ।
সর্ব্ব শাস্তাচ সর্ব্বাদিঃ কারণং কমলোদ্ভব। ৩০ ॥
ভক্তে কলত্রে বন্ধৌচ সর্ব্বত্র সমতা মম।
বিশেষতোপি মদ্ভক্তঃ কলত্রাৎ প্রিয় এবচ। ৩১ ॥
মদ্ভক্তৌ তব পুত্রৌচ দ্বারপালৌ দুরন্তরৌ।
ক্ষম মামপরাধেচ তয়োশ্চ ভক্তি পূর্ণয়োঃ। ৩২ ॥
মদ্ভক্তি পূর্ণো বলবান্ ভৃত্যাদ্ যো ন বিভেতিচ।
রক্ষিতো মম চক্রেণ ভক্তি সাধ্বীক দুর্ম্মদঃ। ৩৩ ॥
ইত্যুক্ত্বা জগতাং নাথো লক্ষ্মীং কৃত্বা স্ববক্ষসি।
সমানীয় দ্বারপালৌ তামুবাচ দমেনচ। ৩৪ ॥
মাভৈ র্ব্বৎস সুখং তিষ্ঠ ভয়ং কিন্তে ময়ি স্থিতে।

তখন সেই কমলাপতি, ব্রহ্মার স্তুতিবাদ শ্রবণ করিয়া এবং তৎপুরোভাগে বিনম্রবদনা লক্ষ্মীকে রোদন করিতে দেখিয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন ব্রহ্মন্! আমি সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বাত্মা, সর্ব্বপালক সর্ব্বশাস্তা ও সর্ব্বাদি। সমস্ত কারণ আমার বিদিত আছে। ২৯। ৩০ ॥

ভক্ত কলত্র ও বন্ধু সকলের প্রতিই আমার সমভাব বিদ্যমান আছে, বিশেষতঃ ভক্ত আমার কলত্র অপেক্ষাও প্রিয়। ৩১ ॥

ব্রহ্মন্! তোমার যে পুত্রদ্বয় সুদুস্তর জয় বিজয় আমার দ্বারপাল রূপে অবস্থান করিতেছে, তাহারা আমার পরম ভক্ত। এই জন্য আমি তাহাদিগের অপরাধ গ্রহণ করি নাই, এ বিষয়ে আমাকে ক্ষমা কর। ৩২ ॥

আমার ভক্ত ব্যক্তি মদীয় বলবান্ ভৃত্য হইতেও ভয় প্রাপ্ত হয় না, কারণ মদীয় সুদর্শনচক্র সর্ব্বদা সেই ভক্তি প্রমত্ত ব্যক্তিকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিয়া থাকে। ৩৩ ॥

এই বলিয়া জগৎপতি হরি কমলাকে স্বীয় বক্ষঃস্থলে ধারণ পূর্ব্বক

মদ্ভক্তানাঞ্চ কঃ শাস্তা গচ্ছ বৎসাত্মনঃ পদং। ৩৫ ॥
ইত্যুক্ত্বা ভগবাং স্তত্র বিররাম মহামুনে।
যযুর্দ্দেবাশ্চ স্বস্থানং প্রণম্য জগদীশ্বরং। ৩৬ ॥
নারায়ণ বচঃ শ্রুত্বা দ্বারপাল উবাচ তং।
পুলকাঞ্চিত সর্ব্বাঙ্গো ভক্তি নম্রাত্ম কন্ধরঃ। ৩৭ ॥

জয় উবাচ।

নাহং বিভেমি দেবাংশ্চ লক্ষ্মীং মুনিগণাং স্তথা।
ত্বদীয় চরণাম্ভোজ ধ্যানৈকতান মানসঃ। ৩৮ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ সম্বাদে শ্রীকৃষ্ণ জন্মখণ্ডে লক্ষ্মী বৈরাগ্য মোচনং নাম সপ্তপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

সেই দ্বারপালদ্বয়কে আনাইয়া দম্ভ সহকারে তাহাদিগকে অভয় প্রদান করতঃ কহিলেন বৎস জয় বিজয়! তোমরা সুখে অবস্থান কর আমি বিদ্যমানে তোমাদিগের কোন ভয় নাই। আমার ভক্তগণের শাসন কর্ত্তা কেহই নাই, তোমরা স্বীয় পদ গ্রহণ কর। এই বলিয়া জগৎপাতা জগদীশ্বর ভগবান্ হরি মৌনাবলম্বন করিলে দেবগণ তাঁহাকে প্রণাম পূর্ব্বক স্বস্থানে গমন করিলেন।। ৩৪। ৩৫। ৩৬।

তখন জয় নামক দ্বারপাল নারায়ণের ঐ বাক্য শ্রবণ করিয়া পুলকাঞ্চিত কলেবরে ও ভক্তি বিনম্র কন্ধরে তাঁহাকে অভিবান পূর্ব্বক কহিলেন প্রভো! যখন আপনার চরণ কমলে আমার মন নিতান্ত আসক্ত রহিয়াছে, তখন আমি দেবগণ মুনিগণ ও লক্ষ্মীকেও ভয় করি না। ৩৭। ৩৮।

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ সম্বাদে শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে লক্ষ্মী বৈরাগ্য মোচন নাম সপ্ত পঞ্চাশত অধ্যায় সংপূর্ণ।

—০—

অষ্টপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

নারায়ণ উবাচ।

বভূব দর্পঃ পৃথ্ব্যাশ্চ সর্ব্বাধারাহ মেবচ।
পৃথু দ্বারাচ্চ তদ্দর্পং জঘান চ রতং প্রভুঃ। ১ ॥
বভূব দর্পঃ শ্চাদিত্যা দেব মাতাহ মেবচ।
কালে চকার তস্যাশ্চ সপুত্রায়া অদর্শনং। ২ ॥
বভূব দর্পো গঙ্গায়া অহং নির্ব্বাণদেতিচ।
জহ্নু দ্বারাচ্চ তদ্দর্পং জহার জগতীপতিঃ।
জহার মনসা দর্পং দুর্গা দ্বারা পুরা মুনে। ৩ ॥
বিরজাপগতং কৃষ্ণং ভৎর্সয়ামাস কোপতঃ।
প্রবিশন্তং বাস গৃহং গোপীভির্ব্বিনিবারিতং। ৪ ॥
দ্বৌবারিকাভির্ব্বেত্রৈশ্চ তাড়য়ন্তঞ্চ দর্পতঃ।
নিজ ভক্তেন শ্রীদাম্না রাধা শপ্তা বভূবহ। ৫ ॥

নারায়ণ ঋষি কহিলেন, হে নারদ! পূর্ব্বে পৃথিবী আপনাকে সর্ব্বাধারা জ্ঞান করিয়া গর্ব্বিতা হইলে সেই ভগবান্ হরি পৃথু রাজার দ্বারা তাহার সেই গর্ব্ব খর্ব্ব করেন। ১ ॥

অদিতিও আমি দেব মাতা বলিয়া গর্ব্ব করাতে হরি কালে সেই সপুত্রা অদিতির দৃষ্টি পথের অগোচর হইয়া দর্প চূর্ণ করিয়াছিলেন। ২॥

গঙ্গা দেবীও আমি নির্ব্বাণমোক্ষদায়িনী বলিয়া গর্ব্ব করিলে সেই জগৎপতি হরি জহ্নু মুনি দ্বারা তাঁহার গর্ব্ব খর্ব্ব করিয়া দেন এবং পূর্ব্বে মনসা দেবীরও গর্ব্ব উপস্থিত হওয়াতে তিনি দুর্গা দেবী দ্বারা তাঁহার দর্প চূর্ণ করেন। ৩ ॥

পূর্ব্বে যখন হরি বিরজাকুঞ্জে গমন করেন তখন শ্রীমতী রাধিকা ক্রোধ বশতঃ তাঁহাকে বিস্তর ভৎর্সনা করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার

দৈবেন সহসাধ্বস্তা গোলোকাদাগতা ধরাং।
বৃকভান স্ত্রিয়াং জাতা কলাবত্যাঞ্চ নারদ। ৬ ॥
কৃষ্ণ স্তদনুরোধেন কংস ভীতিচ্ছলেনচ।
সমাগতো নন্দ গেহং তেনায়ং নন্দ নন্দনঃ। ৭ ॥
শ্রীদাম্নঃ শাপ বিচ্ছেদ পালনার্থং জগৎপতিঃ।
পুনর্জ্জগাম মথুরা মিত্যাহ কমলোদ্ভবঃ।
অস্যাপরমভিপ্রায়ং কোবা জানাতি নারদ। ৮ ॥
কথং জাতঃ সমায়াতো মথুরায়াঞ্চ গোকুলং।
ইত্যেবং কথিতং সর্ব্ব মপরং শ্রূয়তা মিতি। ৯ ॥
যথা জগাম মথুরাং নন্দাং স নন্দ নন্দনঃ।

আজ্ঞানুসারে গোপিকাগণ কৃষ্ণকে শ্রীমতীর বাস গৃহে প্রবেশ করিতে নিষেধ করে, আর তাঁহার দৌবারিকেরাও তৎকালে বেত্র দ্বারা কৃষ্ণকে তাড়ন করিয়াছিল, এই জন্য সেই পরাৎপর হরি নিজ ভক্ত শ্রীদাম দ্বারা সেই শ্রীমতীকে অভিশপ্তা করিয়াছিলেন। ৪। ৫ ॥

হে নারদ! শ্রীমতী রাধিকা দৈব দুর্ব্বিপাকে শ্রীদামের সেই অভিশাপ বশতঃ গোলোকধাম হইতে ধরাধামে অবতীর্ণা হইয়া বৃকভান রাজার পত্নী কলাবতীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন। ৬ ॥

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও তদনুরোধে বসুদেব গৃহে অবতীর্ণ হইয়া কংস ভয়ের ছলে গোকুলে নন্দালয়ে আগমন পূর্ব্বক নন্দ নন্দন নামে বিখ্যাত হন। ৭ ॥

তৎপরে সেই জগৎপতি কৃষ্ণ শ্রীদামের শাপ বিচ্ছেদ পালনার্থ পুনর্ব্বার মথুরায় আগমন করেন। ভগবান্ কমলযোনি কহিয়াছেন সেই সর্ব্ব নিয়ন্তা হরির পরম অভিপ্রায় কেহই পরিজ্ঞাত হইতে সমর্থ নহে। ৮ ॥

দেবর্ষে! সেই সনাতন হরি কিরূপে মথুরায় জন্ম গ্রহণ করিয়া গোকুলে আগমন করেন, পূর্ব্বে তৎসমুদায় তোমার নিকট বর্ণিত হইয়াছে এক্ষণে তাঁহার অপর লীলা কহিতেছি শ্রবণ কর। ৯ ॥

শোকং নন্দো যশোদাচ যথা সংপ্রাপ দৈবতঃ। ১০ ॥
যথা গোপাশ্চ গোপ্যশ্চ গাবো বৃন্দাবনে বনে। ১১ ॥
বৃন্দায়া বিরহে দুঃখং প্রাপ বৃন্দাবনে বনে।
বনে বনে বা বন্যান্তে বন্যা জানাতি কিঞ্চন। ১২ ॥
বনং বন্যং বন্য পদ মপি ত্যক্তা বনে বনে।
শ্মশানেবাঽশ্মশানে বা বভ্রাম ভামিনী মুনে। ১৩ ॥
ভামং ত্যক্তা চ ভামেন চেতনাচেতনাক্ষণং।
ক্ষণেন বর্জ্জিতা সাচ প্রার্থয়ন্তী পতিং ক্ষণং। ১৪ ॥

নন্দ নন্দন শ্রীকৃষ্ণ পুনর্ব্বার গোকুল হইতে মথুরায় আগমন করিলে ব্রজরাজ নন্দ ও যশোদা দৈব বশতঃ স্বকর্ম্ম দোষে নিতান্ত শোকাভিভূত হইয়াছিলেন। ১০ ॥

তৎকালে বৃন্দাবনস্থ গোপ গোপীগণ ও গো সমুদায়কেও কৃষ্ণ বিরহে ব্যাকুল হইয়া বৃন্দাবনের বনে বনে ভ্রমণ করিতে হয় এবং বৃন্দা সখী ও অন্যান্য গোপিকাগণ কৃষ্ণ বিচ্ছেদে ব্যাকুলা হইয়া বৃন্দাবনের বনে বনে বিচরণ পূর্ব্বক এরূপ বিষম দুঃখ ভোগ করিয়াছিলেন যে যদি কোন কুল নারীর কখন ঐরূপ প্রিয় বিচ্ছেদ ও বনবাস ঘটিয়া থাকে, সে কথঞ্চিৎ তাহা অনুভব করিতে পারে। ১১। ১২ ॥

পরম রূপবতী শ্রীমতীও কৃষ্ণ বিচ্ছেদে কাতরা হইয়া বৃন্দাবনের বনে বনে পরিভ্রমণ করেন কিন্তু পরে তিনি বন বন্য বৃক্ষাদি ও বন্য পদ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া কখন শ্মশানে ও কখন বা শ্মশান শূন্য বিজন প্রদেশে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। ১৩ ॥

তৎকালে সেই কৃষ্ণ বিয়োগিনী রাধিকা ক্ষণে ক্ষণে চৈতন্য শূন্যা ও ক্ষণে ক্ষণে বা সচেতনা হন এবং সংজ্ঞা লাভ কালে ক্ষণে ক্ষণে প্রাণেশ্বর কৃষ্ণের পুনঃ প্রাপ্তির বাসনা করেন। ১৪ ॥

ক্ষণং ক্ষণং শ্বাস মিতি চেতনং কুর্ব্বতী ক্ষণং।
ক্ষণং বিসন্না তল্পেচ ক্ষণ মুত্থায় রোদিতি। ১৫ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ সম্বাদে শ্রীকৃষ্ণ জন্মখণ্ডে অষ্টপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

অধিক কি, সেই কালে শ্রীমতীর ক্ষণে ক্ষণে চৈতন্যোদয় ও ক্ষণে ক্ষণে দীর্ঘ নিঃশ্বাস পতিত হইয়াছিল এবং ক্ষণে ক্ষণে তিনি বিষণ্ণ চিত্তে শয্যায় উপবেশন ও ক্ষণে ক্ষণে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক রোদন করিয়াছিলেন। ১৫ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ সম্বাদে শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে অষ্ট পঞ্চাশত্তম অধ্যায় সম্পূর্ণ।

একোনষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

নারায়ণ উবাচ।

ইত্যেবং কথিতং সর্ব্বং সর্ব্বেষাং দর্প ভঞ্জনং।
ইন্দ্রস্য দর্প ভঙ্গঞ্চ বিস্তারেণ নিশাময়। ১ ॥
ইন্দ্রো দর্পাৎ সভায়াঞ্চ রত্ন সিংহাসনে বসন্।
নোত্তস্থৌ স গুরুং দৃষ্ট্বা ব্রহ্মিষ্টঞ্চ বৃহস্পতিং। ২ ॥
গুরু র্জ্জগামাতি রুষ্টঃ স্বাপমানেন মৎসরঃ।
তথাপি কৃপয়া ধর্ম্মী স্নেহাচ্চ ন শশাপ তং। ৩ ॥
বিনা শাপেন তদ্দর্পশ্চূর্ণীভূতো বভূব হ।
ধর্ম্মী চেন্নশপেদ্ধর্ম্মাৎ প্রেম্না বা জাত কিল্বিষং।
তথাপি তঞ্চ ফলতি ধর্ম্ম স্তং হন্তি নারদ। ৪ ॥

নারায়ণ ঋষি কহিলেন, হে নারদ! এই আমি তোমার নিকট ঐ সমুদায়ের সমস্ত দর্প ভঙ্গ বিবরণ কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে ইন্দ্রের দর্প মোচন বিষয় সবিস্তারে বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। ১ ॥

একদা দেবরাজ স্বীয় সভা মধ্যে রত্ন সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন এমন সময়ে ব্রহ্ম তত্ত্বজ্ঞ গুরু বৃহস্পতি তথায় উপনীত হইলেন, কিন্তু ইন্দ্র দর্প বশতঃ সেই গুরুকে দর্শন করিয়া গাত্রোত্থান করিলেন না। ২ ॥

তখন গুরু বৃহস্পতি নিতান্ত অপমানিত ও ক্ষুব্ধ হইয়া সক্রোধে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন তথাপি সেই ধর্ম্মাত্মা গুরু স্নেহ বশে তাঁহাকে শাপ প্রদান করেন নাই। ৩ ॥

তৎকালে বিনা শাপেও গুরুর অবজ্ঞা নিবন্ধন দেবরাজের দর্প চূর্ণীভূত হইল। কারণ ধার্ম্মিক ব্যক্তি যদি ধর্ম্মানুরোধে বা স্নেহ বশতঃ কৃতাপরাধ ব্যক্তিকে শাপ প্রদান না করেন, তথাপি সেই অপরাধীকে তাহার ফল ভোগ করিতে হয়, ধর্ম্মই সেই অপরাধীকে নষ্ট করিয়া থাকেন। ৪ ॥

যোয়ং হিংস্রো সাপরাধং শপেৎ কোপেন ধার্ম্মিকঃ।
বিনাশঃ সাপরাধশ্চ ধর্ম্মে নষ্টশ্চ ধর্ম্মিণঃ। ৫ ॥
তেনা ধর্ম্মেণ শক্রস্য ব্রহ্মহত্যা বভূব হ।
ভীত স্ত্যক্তা স্বরাজ্যঞ্চ প্রযযৌ স সরোবরং। ৬ ॥
সরসঃ পদ্ম সূত্রেচ নিবাসঞ্চ চকার সঃ।
গন্তুং নশক্তা হত্যাচ পুণ্যং বিষ্ণু সরোবরং। ৭ ॥
শ্রেষ্ঠং ভারত বর্ষেচ তপঃ স্থানং তপস্বিনাং।
তদেবং পুষ্করং তীর্থং প্রবদন্তি পুরা বিদঃ। ৮ ॥
রাজ্য ভ্রষ্টং হরিং দৃষ্ট্বা হরি ভক্তো নরাধিপঃ।
বলাজ্জহার তং রাজ্যং নহুশো নাম ধার্ম্মিকঃ। ৯ ॥
দৃষ্ট্বা শচীং বরারোহা মনপাপঞ্চ সুন্দরীং।
স্বর্গ গঙ্গাঞ্চ গচ্ছন্তীং হৃদয়েন বিদূয়তা। ১০ ॥

যদি ধার্ম্মিক ব্যক্তি ক্রোধ বশতঃ প্রতি হিংসা করিতে ইচ্ছুক হইয়া অপরাধীকে শাপ প্রদান করেন তাহা হইলে ধর্ম্মানুসারে তদীয় অপরাধ বিনাশ উভয়ই খণ্ডন হইয়া যায়। ৫ ॥

তৎকালে দেবরাজ সেই গুরুর অবজ্ঞা জনিত অপরাধে ব্রহ্মহত্যা পাপে লিপ্ত হইয়া ভয়ে স্বরাজ্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিষ্ণু সরোবরের মধ্যে গমন করিলেন। ৬ ॥

পরে তিনি সূক্ষ্ম মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক সেই বিষ্ণু সরোবরের পদ্ম সূত্রে অবস্থান করিতে লাগিলেন, ব্রহ্মহত্যা তথায় গমন করিতে সমর্থ হইল না। ৭ ॥

ঐ বিষ্ণু সরোবর ভারতবর্ষ মধ্যে তাপসগণের তপস্যার প্রধান স্থান, পুরাবিদ্ পণ্ডিতগণ উহাকেই পুষ্কর তীর্থ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। ৮ ॥

ঐ সময়ে হরি পরায়ণ ধার্ম্মিক নহুষ রাজা ইন্দ্রকে রাজ্য ভ্রষ্ট দেখিয়া সুযোগ ক্রমে বল পূর্ব্বক সেই স্বর্গ রাজ্য অধিকার করিলেন। ৯ ॥

নব যৌবন সম্পন্নাং রত্নালঙ্কার ভূষিতাং।
সুকোমলাং তাং সুদন্তীং রুদন্তীঞ্চ মহাসতীং। ১১ ॥
মূর্চ্ছাং সংপ্রাপ রাজেন্দ্রঃ কামেন যৌবনোদ্গতঃ।
উবাচ তৎ পুরঃ স্থিত্বা সুবিনীতশ্চ দাসবৎ।১২ ॥

নহুশ উবাচ।

ধাতুর্গতি র্ব্বিচিত্রাহো নবোধ্যাচ সতামপি।
ঈদৃশী স্ত্রী ভগাঙ্গস্য লুব্ধস্য পর যোষিতি। ১৩ ॥
ঈদৃশী সুন্দরী যস্য পর ভার্য্যাসু তন্মনঃ।
অস্যা অগ্রেচ কা রম্ভা কোর্ব্বশী কা তিলোত্তমা। ১৪ ॥
কা বা মেনা ঘৃতাচী বা রত্নমালা কলাবতী।
কালিকা সুন্দরী ভদ্রাবতী চম্পাবতীচ কা।
এতাশ্চাপ্সরসশ্চাস্যাঃ কলাং নার্হন্তি যোড়শীং। ১৫ ॥

তৎকালে পরম রূপবতী বরারোহা নিষ্পাপা শচী দুঃখিতান্তঃকরণে মন্দাকিনীতে গমন করিতেছিলেন এমন সময়ে নহুষ রাজা তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন। ১০ ॥

ঐ সময়ে সেই নব যৌবন সম্পন্না নানালঙ্কার ভূষিতা সুদশনা কোমলাঙ্গী শচী পতির অসৌভাগ্য নিবন্ধন অশ্রু মোচন করিতে করিতে গমন করিতেছিলেন। ১১ ॥

নব যৌবন সম্পন্ন নহুষ রাজা সেই পরম রূপবতী শচীর সন্দর্শনে কাম মূর্চ্ছিত হইয়া তৎ পুরোভাগে গমন পূর্ব্বক দাসবৎ বিনীতভাবে কহিতে লাগিলেন অহো! বিধাতার গতি কি বিচিত্র। যে ইন্দ্র পরস্ত্রীতে লোভাক্রান্ত হইয়াছিল, তাহার ভাগ্যে ঈদৃশী অনুপমা ভার্য্যা ঘটিয়াছে। ১২। ১৩ ॥

যাহার ঈদৃশী পরম সুন্দরী ভার্য্যা থাকে, তাহার মন পরস্ত্রী সম্ভোগে উন্মুখ হয়, ইহা সামান্য আশ্চর্য্যের বিষয় নহে, কি রম্ভা কি উর্ব্বশী কি তিলোত্তমা কেহই ইহার অগ্রে দণ্ডায়মান হইতে পারে না। ১৪ ॥

ইমাং বিহায় মূঢ়োঽন্যাং কথং গচ্ছতি মন্দধীঃ।
অস্মাকং যোষিতোঽস্যাশ্চ চেটী তুল্যাঽথবা নবা। ১৬ ॥
মাং ভজস্ব বরারোহে সুপ্রীতা তব কিঙ্করং।
যথা রাধাচ গোলোকে কৃষ্ণ বক্ষসি রাজতে। ১৭ ॥
বৈকুণ্ঠো বসি বৈকুণ্ঠে যথা লক্ষ্মীঃ সরস্বতী।
ব্রহ্মলোকেচ ব্রহ্মাণী যথৈব ব্রহ্ম বক্ষসি। ১৮ ॥
যথা কৈলাস শিখরে শঙ্করো বসি শঙ্করী।
সিন্ধু কন্যা মর্ত্যলক্ষ্মীঃ শ্বেত দ্বীপে মনোহরে। ১৯ ॥
ক্ষীরোদ তীর নিলয়েসৌভাগ্যা বিষ্ণু বক্ষসি।
যথা মূর্ত্তি র্ম্মহাসাধ্বী ধর্ম্ম বক্ষঃস্থলস্থিতা। ২০ ॥
পাতাল লক্ষ্মী র্ব্বাশন্তী যথৈবানন্ত বক্ষসি।
যথা পুষ্টি র্গণেশেচ দেবসেনা চ কার্ত্তিকে। ২১ ॥
বরুণে বারুণানীব যথা স্বাহা হুতাশনে।
ন মে স্পৃহা পর স্ত্রীষু ত্বাং দৃষ্টা লোলুপং মনঃ। ২২ ॥

মেনা, ঘৃতাচী রত্নমালা কলাবতী কালিকা সুন্দরী ভদ্রাবতী ও চম্পাবতী এই সমস্ত অপ্সরোগণ এই রমণীর ষোড়শ কলারও যোগ্য নহে। ১৫ ॥

মন্দবুদ্ধি ইন্দ্র এমন রূপবতী নারীকে পরিত্যাগ করিয়া কি রূপে অন্য রমণীর নিকট গমন করে? আমাদিগের যোষিদ্গণ ইহার চেটীর তুল্য হইতে পারে কি না সন্দেহ?। ১৬ ॥

নহুষ ভূপতি এই রূপ কহিয়া সেই ইন্দ্রানীকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন বরারোহে! আমি তোমার কিঙ্কর, তুমি প্রসন্না হইয়া আমাকে ভজনা কর। যেমন গোলোকধামে শ্রীকৃষ্ণ বক্ষঃস্থলে রাধিকা, বৈকুণ্ঠধামে বৈকুণ্ঠনাথ নারায়ণের বক্ষঃস্থলে লক্ষ্মী ও সরস্বতী, ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মার বক্ষঃস্থলে ব্রহ্মাণী, কৈলাস শিখরে হরের হৃদয়ে দুর্গা, ক্ষীরোদ তীর নিলয়ে মনোহর শ্বেত দ্বীপে বিষ্ণু বক্ষঃস্থলে সিন্ধু কন্যা সৌভাগ্যবতী মর্ত্যলক্ষ্মী, ধর্ম্ম বক্ষঃস্থলে মহাসাধ্বী মূর্ত্তিদেবী, অনন্ত হৃদয়ে পাতাল

ত্যক্ত্বা ময়া স্বভার্য্যাশ্চ রত্ন ভূষণ ভূষিতাঃ।
অথবা রক্ষতাঃ সর্ব্বা দাসীঃ কৃত্বা বরাননে। ২৩ ॥
রত্নেন্দ্রসার মালান্তে দাস্যামি বরুণস্যচ।
নির্জ্জিত্য বরুণং যুদ্ধে ব্রহ্মাস্ত্রেণাতি তেজসা। ২৪ ॥
বহ্নিশুদ্ধং বস্ত্রযুগ্মং জিত্বা বহ্নিং সুদুর্ব্বলং।
দাস্যাম্যদ্যৈব তে দেবি নিযোজ্যং মাং নিযোজয়। ২৫ ॥
মণীন্দ্রসার নির্ম্মাণ মকরাকার কুণ্ডলে।
দাস্যাম্যদ্যদিতের্দ্দেব্যা দেব মাতুশ্চ সুন্দরি। ২৬ ॥
কর ভূষণ যুগ্মঞ্চ অমূল্য রত্ন নির্ম্মিতং।
দাস্যাম্যদ্যৈব রোহিণ্যাশ্চন্দ্রং জিত্বাতি দুর্ব্বলং। ২৭ ॥

লক্ষ্মী বাসন্তী, গণেশ বক্ষঃস্থলে পুষ্টি, কার্ত্তিকেয়ের বক্ষঃস্থলে দেবসেনা, বরুণের বক্ষঃস্থলে বরুণানী ও অগ্নিদেবের বক্ষঃস্থলে স্বাহা বিরাজমানা রহিয়াছেন তদ্রূপ তুমি আমার হৃদয় বাসিনী হও। আমার পর স্ত্রী সঙ্গের বাসনা নাই, কিন্তু তোমাকে দেখিয়া অবধি আমার চিত্ত তোমাতে নিতান্ত অনুরক্ত হইয়াছে। ১৭। ১৮। ১৯। ২০। ২১। ২২ ॥

বরাননে! নিশ্চয় বলিতেছি, আমি তোমার জন্য রত্ন ভূষণ ভূষিতা স্বীয় পত্নীগণকে পরিত্যাগ করিব। অথবা তোমার ইচ্ছা হইলে তুমি তাহাদিগকে নিজ দাসী করিয়া রাখিবে। ২৩ ॥

সুন্দরি! আমি সংগ্রামে অতি তেজঃপুঞ্জ ব্রহ্মাস্ত্র দ্বারা বরুণকে জয় করিয়া রত্নেন্দ্রসার মালা আহরণ পূর্ব্বক তোমাকে প্রদান করিব। ২৪

দেবি! আমি তোমার আজ্ঞাবহ ভৃত্য, তুমি আমাকে অনুমতি কর, আমি অদ্যই অতি দুর্ব্বল অগ্নিকে জয় করিয়া বহ্নি শুদ্ধ বস্ত্রযুগ্ম আহরণ পূর্ব্বক তোমাকে অর্পণ করিব। ২৫ ॥

সুন্দরি! অদ্যই দেব জননী দিতির মণীন্দ্রসার বিনির্ম্মিত মকরাকার কুণ্ডলদ্বয় মৎ কর্ত্তৃক সমাহৃত হইয়া তোমার নিকট সমর্পিত হইবে। ২৬ ॥

আজিই আমি দুর্ব্বল চন্দ্রকে জয় করিয়া রোহিণীর অমূল্য রত্ন নির্ম্মিত কর ভূষণ যুগল আনয়ন পূর্ব্বক তোমাকে প্রদান করিব। ২৭ ॥

যক্ষ্মগ্রস্ত মতি কৃশং মমৈব পূর্ব্ব পুরুষং।
বিনা যুদ্ধেন ভীতো মাং কৃপয়া বা প্রদাস্যতি। ২৮॥
অমূল্য রত্ন নির্ম্মাণ ক্বণন্মঞ্জীর যুগ্মকং।
দাস্যামি তেঽদ্য পার্ব্বত্যা ভিক্ষাং কৃত্বা মহেশ্বরং। ২৯॥
আশুতোষং স্তুতি বশং ভক্তেশঞ্চ কৃপাময়ং।
সর্ব্ব সম্পত্তি দাতারং পরং কল্পতরুং শুভে। ৩০॥
অমূল্য রত্ন নির্ম্মাণ কেয়ূর যুগলং প্রিয়ে।
দাস্যামি তেঽদ্য গঙ্গায়া যুদ্ধং কৃত্বা সুদুর্ল্লভং। ৩১॥
বহ্নী যুগলং চারু সূর্য্য পত্ন্যা মনোহরং।
সদ্রত্নসার নির্ম্মাণং দাস্যাম্যদ্য সুশোভনে। ৩২॥
অমূল্য রত্ন নির্ম্মাণং দর্পণঞ্চাতি নির্ম্মলং।
দাস্যামি তে কামপত্ন্যাঃ কামং জিত্বাচ লীলয়া। ৩৩॥

অথবা চন্দ্রের সহিত আমার যুদ্ধ করিতেই হইবে না, তিনি আমার পূর্ব্ব পুরুষ, হয় ত তিনি দয়া করিয়া আমাকে প্রদান করিবেন, কিম্বা যক্ষ্মারোগে কৃশ ও দুর্ব্বল হওয়াতে ভয় প্রযুক্ত তাঁহাকে সেই কর ভূষণ আমায় অর্পণ করিতে হইবে। ২৮॥

আজি আমি মহেশ্বর নিকটে পার্ব্বতীর অমূল্য রত্ন নির্ম্মিত শব্দবিশিষ্ট মঞ্জীরযুগল ভিক্ষা করিয়া আনয়ন পূর্ব্বক তোমাকে প্রদান করিব। ২৯॥

শোভনে! সেই আশুতোষ স্তবের বশীভূত, ভক্ত জনের প্রভু, দয়াময় সর্ব্ব সম্পত্তিদাতা ও পরম কল্পতরু স্বরূপ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছেন, সুতরাং তিনি যে আমার প্রার্থনা পূর্ণ করিবেন তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ৩০॥

প্রিয়ে! আজি আমি সংগ্রাম করিয়া গঙ্গাদেবীর অমূল্য রত্ন নির্ম্মিত দুর্ল্লভ কেয়ূরদ্বয় আহরণ পূর্ব্বক তোমার করে অর্পণ করিব। ৩১॥

সুশোভনে! আজি সূর্য্যপত্নীর উৎকৃষ্ট রত্নসার বিনির্ম্মিত মনোহর বহ্নী যুগল মৎ কর্ত্তৃক সমাহৃত হইয়া তোমার করে সমর্পিত হইবে। ৩২॥

ক্রীড়া কমল মন্দারং কমলায়াশ্চ সুন্দরি।
ভিক্ষাং কৃত্বাচ দাস্যামি কৃত্বাচ কমলাপতেঃ। ৩৪ ॥
অঙ্গুরীয়ক রত্নানি বিশ্বেষু দুল্ল‍ভানিচ।
সাবিত্র্যাশ্চ প্রদাস্যামি কৃত্বাচ ব্রহ্মণঃ স্তপঃ। ৩৫ ॥
যথা রতিঃ কামদেবে যথা সংজ্ঞা দিনেশ্বরে।
বায়োঃপত্নী যথা বায়ৌ যথা চন্দ্রেচ রোহিণী। ৩৬ ॥
যথাদিতির্দ্দেবমাতা তব শ্বশ্রুশ্চ কশ্যপে।
যথা হিমালয়ে মেনা পিতৃ কন্যা চ মানসী। ৩৭ ॥
লোপামুদ্রা যথাগস্ত্যে যথা তারা বৃহস্পতৌ।
কর্দ্দমে দেবহূতীচ বশিষ্ঠেহরুন্ধতী যথা। ৩৮ ॥
মনৌচ শতরূপাচ দয়মন্তী নলে যথা।
তথা ভবত্বং সৌভাগ্যান্মম বক্ষসি সুন্দরি। ৩৯ ॥

আজি আমি অবলীলাক্রমে কামদেবকে জয় করিয়া কাম পত্নী রতির অমূল্য রত্ন নির্ম্মিত নির্ম্মল দর্পণ আহরণ পূর্ব্বক তোমাকে প্রদান করিব। ৩৩।

সুন্দরি! আমি কমলাপতি নারায়ণের নিকট কমলার ক্রীড়া কমল মন্দার ভিক্ষা করিয়া আনয়ন পূর্ব্বক তোমার নিকট অর্পণ করিব। ৩৪ ॥

শোভনে! আমি তপস্যায় ব্রহ্মাকে প্রীতি করিয়া সাবিত্রীর বিশ্ব দুল্ল‍ভ অঙ্গুরীয় সমুদায় আহরণ পূর্ব্বক তোমাকে প্রদান করিব। ৩৫ ॥

সুন্দরি! যেমন রতি কামদেব হৃদয়ে, সংজ্ঞা সূর্য্য হৃদয়ে, বায়ুপত্নী বায়ু হৃদয়ে, রোহিণী চন্দ্র হৃদয়ে, তোমার শ্বশ্রু দেবমাতা অদিতি কশ্যপ হৃদয়ে, পিতৃগণের মানসী কন্যা মেনকা হিমালয় হৃদয়ে, লোকামুদ্রা অগস্ত্য হৃদয়ে, তারা বৃহস্পতি হৃদয়ে, দেবহূতী কর্দ্দম প্রজাপতির হৃদয়ে, অরুন্ধতী বশিষ্ঠ হৃদয়ে, শতরূপা মনুর হৃদয়ে ও দময়ন্তী নল রাজার হৃদয়ে বাস করিতেছেন, তদ্রূপ তুমি মদীয় সৌভাগ্য বশতঃ আমার বক্ষঃস্থলে অধিষ্ঠিতা হও! । ৩৬। ৩৭। ৩৮। ৩৯ ॥

লীলয়াচ মহদ্‌মন্ত্রং ছেতুং শক্তোহ মীশ্বরঃ।
নারী বাঞ্ছতি জারঞ্চ স্বামিনো বলবত্তরং। ৪০॥
সুমেরু গিরি কূটেচ দুর্গমেত্তি রহঃস্থলে।
অথবা মলয়ে রম্যে রম্যে চন্দন বায়ুনা। ৪১॥
বিস্যন্দকে সুরসনে কিম্বা নন্দন কাননে।
নিকটে শত শৃঙ্গস্য পুষ্পভদ্রা নদীতটে। ৪২॥
গোদাবরী তীর নীর সমীপে শীত বায়ুনা।
চম্পাবতী নদী তীরে রম্যে চম্পক কাননে। ৪৩॥
শ্মশানেত্তি শ্মশানেত্তি রম্যেত্তি নির্জ্জনে বনে।
শৈলে শৈলেত্তি রহসি কন্দরে কন্দরে বরে। ৪৪॥
দ্বীপে দ্বীপেত্তি দুর্গেচ নদ্যাং নদ্যাং নদে নদে। ৪৫॥
সমুদ্র পুলিনে রম্যে সর্ব্ব জন্তু বিবর্জ্জিতে।
বিদগ্ধায়া বিদগ্ধেন সঙ্গমো নির্জ্জনে সুখং। ৪৬॥

নারী পতি অপেক্ষা বলবান্ উপপতি প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছা করে, আর আমিও অবলীলাক্রমে বিবাহ কালীন মহামন্ত্র খণ্ডন করিতে পারি, অতএব তুমি আমাকে ভজনা কর। ৪০॥

আমি কখন সুমেরু গিরি কূটে, কখন অতি নির্জ্জন দুর্গম স্থানে, কখন সুগন্ধ সমীরণে সৌরভময় মলয় গিরির রমণীয় বিবিধ প্রদেশে, কখন এই দিব্যালোকে কিম্বা নন্দন কাননে, কখন শত শৃঙ্গ পর্ব্বত নিকটে, কখন পুষ্পভদ্রা নদীতটে, কখন শীতল বায়ু যোগে সুস্নিগ্ধ গোদাবরী তীর নীর সমীপে, কখন চম্পাবতী নদী তীরে, কখন রমণীয় চম্পক কাননে, কখন শ্মশানে, কখন অতি শ্মশানে, কখন অতি নির্জ্জন রমণীয় বনে, কখন শৈলে শৈলে, কখন বিজন কন্দরে কন্দরে, কখন অতি দুর্গম দ্বীপে দ্বীপে, কখন নানা নদ নদী তটে ও কখন সর্ব্ব জন্তু বিবর্জ্জিত সুরম্য সমুদ্র তটে তোমার সহিত বিহার করিব। সেই সমস্ত বিজন

পুষ্প চন্দন শয্যায়াং পুষ্প চন্দন চর্চ্চিতং।
মাং গৃহীত্বা কুরু রতিং পুষ্প চন্দন চর্চ্চিতা। ৪৭ ॥
ব্রহ্মণশ্চ বরে দেবি জরা মৃত্যু বিবর্জ্জিতং।
মাং কুরু স্বপতিং ভদ্রে নিত্যং সুস্থির যৌবনং। ৪৮ ॥
সুবেশং সুন্দরং বীরং কাম শাস্ত্র বিশারদং।
শরৎ পার্ব্বণ চন্দ্রাস্যং চন্দ্র বংশ সমুদ্ভবং। ৪৯ ॥
স্বয়ং গীতং প্রগায়ন্তীং মূর্চ্ছনা শ্রুতি সংযুতাং।
বাণী বীণাং প্রদাস্যামি কৃত্বা নারায়ণ ব্রতং। ৫০ ॥
রত্ন পাষক সংঘঞ্চ বিশ্বকর্ম্ম বিনির্ম্মিতং।
কুবেরপত্ন্যা দাস্যামি পাদাঙ্গুলি বিভূষণং। ৫১ ॥
ইত্যেব মুক্তা নহুশঃ পপাত তৎ পদাম্বুজে।

প্রদেশে বিদগ্ধা নারীর সহিত বিদগ্ধ পুরুষের সঙ্গম অতি সুখ জনক হইবে সন্দেহ নাই। ৪১। ৪২। ৪৩। ৪৪। ৪৫। ৪৬॥

সুন্দরি! আমি পুষ্প চন্দনে চর্চ্চিত হইয়াছি, তুমি পুষ্প চন্দনে সমলঙ্কৃতা হইয়া আমাকে পুষ্প চন্দন চর্চ্চিত শয্যায় গ্রহণ পূর্ব্বক আমার সহিত রতিক্রীড়া কর। ৪৭॥

ভদ্রে! আমি চন্দ্র বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি, আমার মুখ মণ্ডল শারদীয় পর্ব্ব কালীন চন্দ্রের ন্যায় শোভমান, কাম শাস্ত্রে আমার পারদর্শিতা আছে, আমি সুবেশ সম্পন্ন পরম সুন্দর ও বীর পুরুষ, বিশেষতঃ আমি ব্রহ্মার বরে জরামৃত্যু বিবর্জ্জিত ও স্থির যৌবন হইয়াছি, অতএব তুমি আমাকে পতিত্বে বরণ কর। ৪৮। ৪৯॥

দেবি! যে বাণী বীণা স্বয়ং মূর্চ্ছনালাপ সহকারে শ্রুতি মধুর সঙ্গীত করে, আমি নারায়ণ ব্রত করিয়া তাহা আনয়ন পূর্ব্বক তোমার করে অর্পণ করিব। ৫০॥

আর আমি কুবের পত্নীর বিশ্বকর্ম্ম বিনির্ম্মিত পাদাঙ্গুলি ভূষণ রত্নপাষক সমূহ তোমাকে আনিয়া দিব। ৫১॥

উবাচ তং শচী ত্রস্তা রাজ মার্গার্গলং নৃপং। ৫২ ॥
উত্থাপ্য তং করেধৃত্বা শুষ্ক কণ্ঠৌষ্ঠ তালুকা।
স্মারং স্মারং পদাম্ভোজং মন সাধ্বী হরে র্গুর্ব্বোঃ। ৫৩ ॥

শচ্যুবাচ।

শৃণু বৎস মহারাজ হে তাত ভয় ভঞ্জন।
ভয়ত্রাতা চ রাজা চ সর্ব্বেষাং পালকঃ পিতা। ৫৪ ॥
ভ্রষ্ট শ্রীশ্চ মহেন্দ্রোদ্য ত্বঞ্চ স্বর্গে নৃপোঽধুনা।
যো রাজা স পিতা পাতা প্রজানামেব নিশ্চিতং। ৫৫ ॥
গুরুপত্নীরাজপত্নী দেবপত্নী তথা বধূঃ।
পিত্রোঃ শ্বসা শিষ্যপত্নী ভৃত্যপত্নীচ মাতুলী। ৫৬ ॥
পিতৃপত্নী ভ্রাতৃপত্নী শ্বশ্রূশ্চ ভগিনী সুতা।
গর্ভধাত্রীষ্টদেবীচ পুং সাং ষোড়শ মাতরঃ। ৫৭।
ত্বং নরো দেবভার্য্যাহং মাতা তে বেদ সম্মতা।

এই বলিয়া নহুষ রাজা শচীদেবীর চরণতলে নিপতিত হইলে সেই মহা সাধ্বী ইন্দ্রাণী বারংবার মনে মনে স্বীয় পতি ও গুরুর চরণ কমল স্মরণ করিতে করিতে রাজ মার্গের অর্গল স্বরূপ নহুষ রাজার কর ধারণ পূর্ব্বক কহিলেন, হে মহারাজ! হে বৎস! হে তাত! এক্ষণে তুমি আমার বাক্য শ্রবণ কর। রাজা সকলের পিতা ও রক্ষক, রাজাই সকলকে ভয় হইতে পরিত্রাণ করিয়া থাকেন। ৫২। ৫৩। ৫৪ ॥

অধুনা আমার পতি শ্রীভ্রষ্ট হইয়াছেন, আর তুমি স্বর্গ রাজ্যের অধীশ্বর হইয়াছ, যিনি রাজা হন তিনিই নিশ্চয় প্রজাগণের পিতা ও রক্ষিতা হইয়া থাকেন। ৫৫ ॥

বৎস! বেদে গুরুপত্নী, রাজপত্নী, দেবপত্নী, পুত্রবধূ পিতৃস্বসা, মাতৃস্বসা, শিষ্যপত্নী, ভৃত্য পত্নী, মাতুলানী, পিতৃপত্নী, ভ্রাতৃপত্নী, শ্বশ্রূ, ভগিনী, কন্যা, গর্ভধাত্রী ও ইষ্টদেবী এই ষোড়শ মাতা রূপে নির্দ্দিষ্টা আছে। ৫৬। ৫৭ ॥

গচ্ছ বৎসাদিতিং বর্ণং যদি বেচ্ছসি মাতরং। ৫৮ ॥
সর্ব্বেষাং নিষ্কৃতিশ্চাস্তি ন বৎস মাতৃ গামিনাং।
কুম্ভীপাকে তে পচন্তি যাবদ্বৈ ব্রহ্মণো বয়ঃ। ৫৯ ॥
ততো ভবন্তি ক্রময়ো বেশ্যাযোনিষু কল্পকান্।
ততো বিট্ ক্রময় স্তেপি ভবন্তি কল্পা সপ্তসু। ৬০ ॥
ভবন্তি তে ততঃ কল্পং ব্রণানাং ক্রময়ঃ সুতাঃ।
ততশ্চ মূর্দ্ধ্নি ক্রময়ঃ কল্প সপ্ত ভবন্তি তে। ৬১ ॥
তত স্তল্পেচ ক্রময়ো ভবতি কল্প মেবচ।
ততশ্চ কুষ্ঠিনো ছাগা ভবন্তি সপ্ত জন্মসু। ৬২ ॥
ততো বিট্ ভোজিনঃ কাকা ভবন্তি সপ্ত জন্মসু।
ততঃ শ্বানো জন্ম সপ্ত সপ্ত জন্মসু শূকরাঃ। ৬৩ ॥
ততঃ ক্লীব পুমাংসশ্চ প্রতি জন্মসু জন্মসু।

বৎস! তুমি মানব, আমি দেবপত্নী, সুতরাং বেদ বিধানানুসারে আমি তোমার মাতা, যদি তোমার মাতৃ গমনের ইচ্ছা হইয়া থাকে দেব জননী অদিতির নিকট গমন কর। ৫৮ ॥

বৎস! সর্ব্ব প্রকার পাতকীর নিষ্কৃতি আছে, মাতৃগামীদিগের নিস্তার নাই, তাহার দেহান্তে ব্রহ্মার আয়ুষ্কাল পর্য্যন্ত কুম্ভীপাক নরকে বাস করে। ৫৯ ॥

তৎপরে তাহারা বহুকল্প বেশ্যাগণের যোনি কীট হইয়া এবং সপ্ত কল্প বিষ্ঠার ক্রমি হইয়া থাকে। ৬০ ॥

পরে তাহারা এক কল্প ব্রণ ক্রমি ও সপ্ত কল্প মস্তকে ক্রমিরূপে জন্ম গ্রহণ করে। ৬১ ॥

অতঃপর তাহারা এক কল্প শয্যার ক্রমি হইয়া সপ্ত জন্ম কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত ছাগ রূপে সমুৎপন্ন হয়। ৬২ ॥

পরে তাহারা সপ্ত জন্ম বিষ্ঠা ভোজী কাক, সপ্ত জন্ম কুকুর ও সপ্ত জন্ম শূকর হয়। ৬৩ ॥

নাস্ত্যেব নিষ্কৃতি স্তেষা মিত্যাহ কমলোদ্ভবঃ। ৬৪ ॥
এবং ক্ষত্র বিট্ শূদ্রাণাং ব্রাহ্মণী গমনে নৃপ।
বেদেচ নিষ্কৃতি র্নাস্তি চেত্তঙ্গিরস ভাষিতং। ৬৫ ॥
স্বর্গ সম্পত্তি ভোগশ্চ সুখ সাংসারিণাং ধ্রুবং।
মুমুক্ষুণাঞ্চ মোক্ষঞ্চ তপশ্চৈব তপস্বিনাং। ৬৬ ॥
ব্রাহ্মণানাঞ্চ ব্রাহ্মণ্যং মুনীনাং মৌন মেবচ।
বিদ্যাভ্যাসো বৈদিকানাং কবীনাং কাব্য বর্ণনং। ৬৭ ॥
বিষ্ণুদাস্যং বৈষ্ণবানাং বিষ্ণুভক্তি রসং পরং।
বিষ্ণুভক্তিং বিনা নৈব মুক্তিং বাঞ্ছন্তি বৈষ্ণবাঃ। ৬৮ ॥
নানা মুত্র মলাঢ্যেষু দুর্গন্ধি নিলয়েষুচ।
সাধূনাং কিং সুখং সাধ্বো স্ত্রীণাং যোনিষু মাং বদ। ৬৯ ॥
কুলপ্রদীপ রাজেন্দ্র রাজ্ঞা মতুল বর্ত্তিনাং।
লব্ধঞ্চ ভারতে জন্ম পুণ্যেন বহু জন্মনাং। ৭০ ॥

ইহার পর তাহারা প্রতি জন্ম ক্লীব পুরুষ রূপে সঞ্জাত হয়। কমল-যোনি ব্রহ্মা কহিয়াছেন এই নরাধমগণের কোন রূপে নিষ্কৃতি নাই। ৬৪॥

মহারাজ! সুর গুরু বৃহস্পতি কহিয়াছেন। এই রূপ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র জাতি যদি ব্রাহ্মণীতে গমন করে তাহা হইলে বেদ বিধানানুসারে তাহাদিগেরও নিষ্কৃতি নাই। ৬৫ ॥

রাজেন্দ্র! সংসারীজনগণের স্বর্গ সম্পত্তি ভোগ, মুমুক্ষুগণের মোক্ষ, তপস্বিগণের তপস্যা, ব্রাহ্মণগণের ব্রহ্মণ্যানুষ্ঠান, মুনিগণের মৌনাব-লম্বন, বৈদিকগণের বিদ্যাভ্যাস, কবিগণের কাব্য বর্ণন ও বৈষ্ণবগণের হরির দাস্য ও পরম্য হরি ভক্তিই পরম সুখ জনক, বৈষ্ণবগণ মুক্তি ভিন্ন আর কিছুই কামনা করেন না। ৬৬। ৬৭। ৬৮॥

মহারাজ! এক্ষণে তুমি আমাকে বল, নারীগণের মূত্র ক্লেদ যুক্ত দুর্গন্ধের আধার স্বরূপ যোনিতে কি সাধুগণের প্রীতি জন্মে? । ৬৯॥

নৃপেন্দ্র! তুমি কুল প্রদীপ রাজমণ্ডলের মধ্যবর্ত্তী রাজ রাজেশ্বর,

পদ্মানাং চন্দ্রবংশানাং নৃপানাং দীপ্তি হেতবে।
ত্বঞ্চ বিকাশাত্তেজস্বী গ্রীষ্ম মধ্যাহ্ন ভাস্করঃ। ৭১ ॥
সর্ব্বেষা মাশ্রমাণাঞ্চ স্বধর্ম্মশ্চ যশঃ পরং।
স্বধর্ম্ম হীনা নরকে পতন্তি মূঢ় চেতসঃ। ৭২ ॥
ব্রাহ্মণানাং স্বধর্ম্মশ্চ ত্রিসন্ধ্য মর্চ্চনং হরেঃ।
তৎপাদোদক নৈবেদ্যং ভক্ষণঞ্চ সুধাধিকং। ৭৩ ॥
অন্নং বিষ্ঠাং জলং মূত্রং যদ্বিষ্ণো রনিবেদিতং।
ভবন্তি শূকরাং সর্ব্বে ব্রাহ্মণা যদি ভুঞ্জতে। ৭৪ ॥
আজীবং ভুঞ্জতে বিপ্রা একাদশ্যাং ন ভুঞ্জতে।
কৃষ্ণ জন্ম দিতে চৈব শিব রাত্রৌ সুনিশ্চিতং। ৭৫ ॥
তথা রাম নবম্যাঞ্চ যত্নতঃ পুণ্য বাসরে।
ব্রাহ্মণানাং স্বধর্ম্মশ্চ কথিতো ব্রহ্মণা নৃপ। ৭৬ ॥

অধিক কি, বহু জন্মের পুণ্য বলে তোমার ভারতে জন্ম হইয়াছে। ৭০ ॥

বিশেষতঃ চন্দ্র বংশীয় ভূপতি রূপ কমল নিচয়ের বিকাশার্থ তুমি অতি তেজস্বী মাধ্যাহ্নিক সূর্য্যের ন্যায় আবির্ভূত হইয়াছ। ৭১ ॥

স্বধর্ম্ম পালন ও যশোলাভই সমস্ত আশ্রমের সার, মূঢ় বুদ্ধি জনগনই স্বধর্ম্ম হীন হইয়া নরকে পতিত হইয়া থাকে। ৭২ ॥

ত্রিসন্ধ্যা হরির অর্চ্চনা করাই ব্রাহ্মণের স্বধর্ম্ম, ব্রাহ্মণগণ হরির চরণোদক পান ও হরির নিবেদিত নৈবেদ্য ভোজন সুধা অপেক্ষাও উপাদেয় জ্ঞান করেন। ৭৩ ॥

বিষ্ণুর অনিবেদিত অন্ন বিষ্ঠা এ জল মূত্র স্বরূপ, ব্রাহ্মণগণ যদি বিষ্ণুর অনিবেদিত অন্ন ভোজন বা জল পান করে, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে শূকর রূপে জন্ম গ্রহণ করিতে হয়। ৭৪ ॥

ব্রাহ্মণগণ যাবজ্জীবন হরির প্রসাদ ভোজন করিবে, কেবল হরিবাসরে কৃষ্ণের জন্মদিনে, শিবরাত্রি দিনে, শ্রীরাম নবমীতে ও পুণ্য দিনে নিশ্চয় ভোজন করিবে না। ব্রহ্মা ব্রাহ্মণগণের এই রূপ স্বধর্ম্ম নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ৭৫। ৭৬ ॥

ব্রতং পতিব্রতানাঞ্চ পতিসেবা পরং তপঃ।
যথা পুত্রং পর পতি রেব ধর্ম্মঞ্চ যোষিতাং। ৭৭ ॥
পালয়ন্তি তথা ভূপাঃ প্রজাঃ পুত্রানিবৌরসান্।
প্রজা স্ত্রিয়ঞ্চ পশ্যন্তি রাজেন মাতরং যথা। ৭৮ ॥
যজ্ঞং কুর্ব্বন্তি বিষ্ণোশ্চ সেবনং দেব বিপ্রয়োঃ।
নিবারণঞ্চ দুষ্টানাং শিষ্টানাং প্রতিপালনং।
ইতি ধর্ম্মঃ ক্ষত্রিয়াণাং কথিতো ব্রহ্মণা পুরা। ৭৯ ॥
বাণিজ্যঞ্চৈব বৈশ্যানাং স্বধর্ম্মো ধর্ম্ম সঞ্চয়ঃ।
শূদ্রাণাংবিপ্র সেবাচ পরো ধর্ম্মো বিধীয়তে। ৮০ ॥
সর্ব্বন্যাসোহরো ভূপ ধর্ম্মঃ সন্যাসিনাং ধ্রুবং।
রক্তৈকবাসা দণ্ডীচ বিভর্ত্তি মৃৎ কমণ্ডলুং। ৮১ ॥
সর্ব্বত্র সমদর্শীচ স্মরেন্নারায়ণং সদা।
করোতি ভ্রমণং নিত্যং গেহে গেহে ন তিষ্ঠতি। ৮২ ॥

পতিব্রতা নারীগণের পতিসেবা পরম ব্রত ও পরম তপস্যা। যোষিদ্গণ পর পতিকে পুত্রবৎ দর্শন করিবে, ইহাই নারী জাতির ধর্ম্ম। ৭৭ ॥

এই রূপ ঔরসজাত পুত্রের ন্যায় প্রজা পালন করাই নৃপতিগণের ধর্ম্ম, তাহারা পুত্রবৎ প্রজা পালন ও প্রজা বধূকে জননীর ন্যায় দর্শন করেন। ৭৮ ॥

আর ধার্ম্মিক নৃপগণ বিষ্ণুর যজ্ঞ, দেব ব্রাহ্মণেরসেবা, দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করিয়া থাকেন ক্ষত্রিয়গণের এই রূপ ধর্ম্ম ব্রহ্মা কর্ত্তৃক নিরূপিত হইয়াছে। ৭৯ ॥

বৈশ্যজাতির বাণিজ্য ও শূদ্রজাতির দ্বিজসেবাই পরম ধর্ম্মরূপে নির্দ্দিষ্ট আছে। অতএব তাহারা এইরূপে ধর্ম্ম সঞ্চয় করিবে। ৮০ ॥

আর সর্ব্বন্যাস অর্থাৎ সমস্ত পরিত্যাগ করাই সন্যাসীর ধর্ম্ম; সন্যাসী নিশ্চয় এক মাত্র রক্ত বস্ত্রধারী ও দণ্ডী হইয়া মৃণ্ময় কমণ্ডলু ধারণ করেন। ৮১ ॥

বিদ্যা মন্ত্রঞ্চ কস্মৈচিন্নদদাতিচ দৈবতঃ।
করোতি নাশ্রমং ভিক্ষুঃ করোতি নান্যবাসনাং। ৮৩॥
করোতি নান্য সঙ্গঞ্চ নির্ম্মোহঃ সঙ্গ বর্জ্জিতঃ।
ন স্বাদু ভুংক্তে দৈবাচ্চ স্ত্রী মুখং নহি পশ্যতি। ৮৪॥
ন বাঞ্ছিতং ভক্ষ বস্তু যাচতে গৃহিণং প্রতি।
ইতি সন্যাসিনাং ধর্ম্ম মিত্যাহ কমলোদ্ভবঃ। ৮৫॥
ইতি তে কথিতং পুত্র গচ্ছ বৎস যথা সুখং।
ইত্যুক্ত্বাচ মহেন্দ্রাণী বিররামচ বর্ত্মনি। ৮৬॥
উবাচ নহুশো রাজা শচী প্রণত কন্ধরঃ। ৮৭॥

নহুশ উবাচ।

ত্বয়া যৎ কথিতং দেবি সর্ব্বং ভর্ত্তুর্ব্বিপর্য্যয়ং।
যথার্থ ধর্ম্মং বেদোক্তং নিবোধ কথয়ামি তে। ৮৮॥

সর্ব্বত্র সমদর্শী হইয়া সর্ব্বদা নারায়ণকে স্মরণ করা সন্যাসীর কর্ত্তব্য কর্ম্ম, সন্যাসী নিত্য গৃহে গৃহে ভ্রমণ করেন, কিন্তু কুত্রাপি বাস করেন না। ৮২॥

দৈব ক্রমে সন্ন্যাসী কোন ব্যক্তিকে বিদ্যা মন্ত্র প্রদান ও কোন স্থানে আশ্রম প্রস্তুত করিয়া বাস বা কোন বস্তু লাভে, কামনা করেন না। ৮৩॥

সন্যাস ধর্ম্মাবলম্বী অন্য সঙ্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিঃসঙ্গ ও নির্ম্মোহ হইয়া কালযাপন করেন, স্বাদু বস্তু ভোজন ও দৈবক্রমেও নারী মুখ দর্শন তৎকর্ত্তৃক একেবারেই পরিত্যক্ত হয়। ৮৪॥

আর তিনি গৃহস্থের নিকট বাঞ্ছিত ভক্ষ্য প্রার্থনা করেন না; কমল-যোনি সন্যাসিগণের এইরূপ ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিয়াছেন। ৮৫॥

পুত্র! এই আমি তোমার নিকট ধর্ম্ম তত্ত্ব কীর্ত্তন করিলাম। বৎস! এখন তুমি সচ্ছন্দে গমন কর। এই বলিয়া ইন্দ্রাণী মৌনাবলম্বন করিলেন। ৮৬॥

নহুষ রাজা শচীর এই বাক্য শ্রবণে নতকন্ধর হইয়া তাহাকে সম্বোধন

কর্ম্মণাং ফল ভোগশ্চ সর্ব্বেষাং সুর সুন্দরি।
নৈব স্বর্গে ন পাতালে নান্য দ্বীপে শ্রুতৌ শ্রুতং। ৮৯ ॥
কৃত্বা শুভাশুভং কর্ম্ম পুণ্য ক্ষেত্রেচ ভারতে।
অন্যত্র তৎ ফলং ভুংক্তে কর্ম্মী কর্ম্ম নিবন্ধনাৎ। ৯০ ॥
হিমালয়াদাসমুদ্রং পুণ্যক্ষেত্রঞ্চ ভারতং।
শ্রেষ্ঠং সর্ব্ব স্থলানাঞ্চ মুনীনাঞ্চ তপঃস্থলং। ৯১ ॥
লব্ধা জন্ম তত্র জীবী বঞ্চিতো বিষ্ণু মায়য়া।
শশ্বৎ করোতি বিষয়ং বিহায় সেবনং হরেঃ। ৯২ ॥
কৃত্বা তত্র মহৎ পুণ্যং স্বর্গং গচ্ছতি পুণ্যবান্।
গৃহীত্বা স্বর্গ কন্যাশ্চ চিরং স্বর্গে প্রমোদতে। ৯৩ ॥
স্বর্গ মাগচ্ছতি নরো বিহায় মানবীং তনুং।

পূর্ব্বক কহিলেন দেবি! তুমি যে সকল বাক্য প্রয়োগ করিলে, ভর্ত্তার তাহা প্রয়োগার্হ নহে। এক্ষণে বেদোক্ত যথার্থ ধর্ম্ম তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। ৮৭। ৮৮ ॥

সুর সুন্দরি! স্বর্গে পাতালে বা অন্য দ্বীপে কর্ম্ম সমুদায়ের ফল ভোগ করিতে হয় না, ইহাই বেদে নির্দ্দিষ্ট আছে। ৮৯ ॥

কর্ম্মী কর্ম্মক্ষেত্র পুণ্য ভূমি ভারতে শুভাশুভ কর্ম্ম করিয়া অন্যত্র সেই কর্ম্ম নিবন্ধন ফল ভোগ করে। ৯০ ॥

হিমালয় হইতে সমুদ্র পর্য্যন্ত স্থান পুণ্য ক্ষেত্র ভারত নামে প্রসিদ্ধ উহা সর্ব্ব স্থানের প্রধান ও মুনিগণের তপস্যার স্থল বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। ৯১ ॥

জীব ঐ ভারতবর্ষে জন্ম গ্রহণ পূর্ব্বক বিষ্ণু মায়ায় বঞ্চিত হইয়া সনাতন হরির সেবা পরিত্যাগ করত নিয়ত বিষয়ভোগে আসক্ত হয়। ৯২॥

পরন্তু যে পুণ্যবান্ ব্যক্তি সেই পুণ্যক্ষেত্র ভারতে মহৎ পুণ্য কর্ম্ম করিয়া স্বর্গে আগমন করে, সেই ব্যক্তি সুর পুরে স্বর্গ কন্যাগণের সহিত দীর্ঘকাল সুখ ভোগ করিতে সক্ষম হয়। ৯৩ ॥

স্বশরীরেণাগতোঽহং মৎ পুণ্যং পশ্য সুন্দরি। ৯৪ ॥
অনেক জন্ম পুণ্যেন চাগত্য স্বর্গ মীপ্সিতং।
ততঃ কিং কেন পুণ্যেন দর্শনং মে ত্বয়া সহ। ৯৫ ॥
নহি কর্ম্ম স্থল মিদং স্বভোগ স্থল মেবচ।
সারঞ্চ সর্ব্ব ভোগানাং বরস্ত্রী ভোগ মেবচ। ৯৬ ॥
ভোগস্থলে ভোগবস্তু নহি ত্যক্তুং প্রশংস্যতে।
ভাবানুরক্তা রসিকা ভোগ্যা ত্বং ভোগিনা মিহ। ৯৭ ॥
দ্রব্য মস্বামিকং ভোগং সুখং ত্যজতি মন্দধীঃ।
অবিরোধ সুখ ত্যাগী পশুরেব ন সংশয়ঃ। ৯৮ ॥
গচ্ছ কান্তে গৃহং স্বত্বা কুরু উন্মাং মনোহরং।
রমণীয়ঞ্চ রহসি পরং রতিকরং পরং। ৯৯ ॥
ত্যজদ্বৈধঞ্চ মনসো নিশ্চিতং বর বর্ণিনি।

সুন্দরি! মনুষ্য মানব দেহ ত্যাগ করিয়া পুণ্যবলে স্বর্গে আগমন করে, কিন্তু এই দেখ, আমি স্বীয় পুণ্যে স্বশরীরে স্বর্গে আগমন করিয়াছি। ৯৪ ॥

অনেক জন্মের পুণ্যে আমার এই বাঞ্ছিত স্বর্গ ধামে আগমন হইয়াছে আবার আমি কি পুণ্যে যে তোমার সাক্ষাৎকার লাভ করিলাম, তাহা বলিতে পারি না। ৯৫ ॥

দেবি! এই স্বর্গধাম কর্ম্মস্থল নহে, ইহা স্বকর্ম্মের ফল ভোগের স্থান বর নারী সম্ভোগ সর্ব্ব ভোগের সার, তাহা এই স্থানে লভ্য। ৯৬ ॥

ভোগ স্থলে ভোগ্য বস্তু ত্যাগ করা প্রশংসার কার্য্য নহে, বিশেষতঃ তুমি ভাবানুরক্তা রসিকা রমণী সুতরাং তুমি ভোগিগণের ভোগ্য হইয়াছ। ৯৭ ॥

যে মন্দ বুদ্ধি ব্যক্তি অস্বামিক দ্রব্যের ভোগ সুখ পরিত্যাগ করে, সে পশু তুল্য তাহার সন্দেহ মাত্র নাই। ৯৮ ॥

প্রিয়ে! এক্ষণে তুমি গৃহে গমন করিয়া বিজন স্থানে অতি রমণীয় মনোহর উৎকৃষ্ট রতিকর শয্যা প্রস্তুত কর। ৯৯ ॥

বরাননে ময়াসার্দ্ধং মোদস্ব বর মন্দিরে। ১০০ ॥
অমূল্য রত্ন মালাঞ্চ মণিরাজ বিরাজিতাং।
ভিক্ষাং কৃত্বাচ দাস্যামি লক্ষ্মী বক্ষসি শোভিতাং। ১০১॥
মণিঞ্চানন্ত শিরসঃ সর্ব্বেষা মতি দুর্ল্লভং।
দুষ্প্রাপ্যং ত্রিষু লোকেষু তুভ্যং দাস্যামি সুন্দরি। ১০২ ॥
মণিরত্নং কৌস্তুভঞ্চ যন্নারায়ণ বক্ষসি।
ভিক্ষাং কৃত্বাতু দাস্যামি কৃত্বা নারায়ণ ব্রতং। ১০৩ ॥
চন্দ্রশেখর মৌলেশ্চ যদর্দ্ধং চন্দ্র ভূষণং।
জরা মৃত্যু ব্যাধি হরং শস্তং ক্রীড়াকরং বরং। ১০৪ ॥
অতীব বিশ্বে দুষ্প্রাপ্যং বিশ্ব বন্দ্যঞ্চ সুন্দরং।
বিশ্বনাথ ব্রতং কৃত্বা তুভ্যং দাস্যামি নিশ্চিতং। ১০৫ ॥
দাস্যামি তে শ্রী সূর্য্যস্য মণি শ্রেষ্ঠং স্যমন্তকং।

বর বর্ণিনি! তুমি নিশ্চিত রূপে আমার প্রতি দ্বৈধ ভাব পরিত্যাগ কর। বরাননে! তুমি উৎকৃষ্ট ভবনে আমার সহিত বিহারে প্রবৃত্তা হও, পরম সুখ লাভ করিতে পারিবে। ১০০ ॥

আমি কমলার বক্ষঃস্থিত মণিরাজ বিরাজিত অমূল্য রত্ন মালা ভিক্ষা করিয়া আনয়ন পূর্ব্বক তোমাকে প্রদান করিব। ১০১ ॥

সুন্দরি! আমি ত্রিলোকের দুষ্প্রাপ্য সর্ব্ব-সুদুর্ল্লভ অনন্ত মস্তকের মণি আহরণ করিয়া তোমাকে অর্পণ করিব। ১০২ ॥

দেবি! নারায়ণ বক্ষঃস্থলে যে কৌস্তুভ নামক মণিরত্ন বিদ্যমান আছে; আমি নারায়ণ ব্রত করিয়া ভিক্ষা দ্বারা তাহা লাভ করত তোমার করে অর্পণ করিব। ১০৩ ॥

প্রিয়ে! ভগবান্ শশিমৌলির মস্তকে যে জরা মৃত্যু ও ব্যাধিনাশন অশেষ মঙ্গল জনক ক্রীড়াকর উৎকৃষ্ট অর্দ্ধচন্দ্র ভূষণ শোভা পাইতেছে, আমি শিব ব্রত করিয়া তাহা লাভ পূর্ব্বক নিশ্চয় তোমাকে প্রদান করিব। ১০৪।১০৫ ॥

ভক্ত্যা সূর্য্যং ব্রতং কৃত্বা ত্রিষু লোকেষু দুর্ল্লভং। ১০৬॥
অষ্টৌ ভারান্ সুবর্ণঞ্চ যশ্চ নিত্যং প্রসূয়তে।
জন্ম মৃত্যু হরঞ্চৈব পরং ক্রীড়া পরং প্রিয়ে। ১০৭॥
অমূল্য রত্ন নির্ম্মাণং পাত্রং রত্ন মনোহরং।
সততং মধু পূর্ণঞ্চ দাস্যামি মদনস্যচ। ১০৮॥
অমূল্য রত্ন নির্ম্মাণং সূর্য্য তুল্যঞ্চ তেজসা।
নানা চিত্র বিচিত্রাঢ্যং নির্ম্মাণ মীশ্বরেচ্ছয়া। ১০৯॥
নির্ম্মলং মণ্ডলাকারং মণিরাজ বিরাজিতং।
হস্ত লক্ষ পরিমিতং চতুরস্রঞ্চ সুন্দরং। ১১০॥
পদ্মা পদ্মাসন শ্রেষ্ঠং শ্রেষ্ঠং তস্যাঃ সুদুর্ল্লভং।
ধ্রুবং তুভ্যং প্রদাস্যামি কৃত্বা পদ্মালয়া ব্রতং। ১১১॥
ইত্যেব মুক্ত্বা নহুশঃ কৃত্বা বর্ত্ম নিরোধনং।
পুনঃ পপাত চরণে মহেন্দ্রাণ্যা মুহুর্ম্মুহুঃ। ১১২॥

আমি পরম ভক্তি যোগে সূর্য্যদেবের আরাধনা করিয়া তৎ সম তেজঃপুঞ্জ ত্রিলোক দুর্ল্লভ স্যমন্তক নামক মণিরত্ন আনয়ন পূর্ব্বক তোমাকে প্রদান করিব। ১০৬॥

প্রিয়ে! সেই সুন্দর মণিরত্ন পরম ক্রীড়া জনক বস্তু, নিত্য উহা অষ্টভার সুবর্ণ প্রসব করে, আর উহা জরা মৃত্যুর ভয় নিবারণ করিয়া থাকে। ১০৭॥

দেবি! আমি মদনের অমূল্য রত্ন নির্ম্মিত সতত মধু পূর্ণ মনোহর পান পাত্র আনয়ন পূর্ব্বক তোমার নিকট অর্পণ করিব। ১০৮॥

কমলাদেবীর যে অমূল্য রত্ন খচিত সূর্য্য সম তেজঃপুঞ্জ নানা চিত্র বিচিত্রাঢ্য মণিরাজ বিরাজিত ঈশ্বরেচ্ছায় মণ্ডলাকারে বিনির্ম্মিত চতুরস্র লক্ষ হস্ত পরিমিত বিমল পদ্মাসন শোভা পাইতেছে, আমি পদ্মালয়ার ব্রত করিয়া তাহা আহরণ পূর্ব্বক তোমাকে প্রদান করিব। ১০৯।১১০।১১১॥

নহুষ ভূপতি এই রূপ কহিয়া পুনরায় পথ রোধ পূর্ব্বক বারংবার ইন্দ্রাণীর চরণতলে পতিত হইতে লাগিলেন। ১১২॥

নৃপস্য বচনং শ্রুত্বা শুষ্ক কণ্ঠৌষ্ঠ তালুকা।
তমুবাচ মহেন্দ্রাণী স্মারং স্মারং গুরুং হরিং। ১১৩॥

শচ্যুবাচ।

অচেতনস্য মূঢ়স্য কার্য্যাকার্য্য মজানতঃ।
শ্রোষ্যস্যদ্য কতিবিধাং কথাং কামাতুরস্যচ। ১১৪ ॥
মধু মত্তাৎ সুরা মত্তাৎ কাম মত্তো বিচেতন।
মৃত্যুং ন গণয়েৎ কামী কামেন হৃত মানসঃ। ১১৫ ॥
ত্যজ মামদ্য হে মত্ত মাতৃ তুল্যাং রজস্বলাং।
ঋতোঃ প্রথম দিবস মদ্য মদ্যপ মে ধ্রুবং। ১১৬ ॥
প্রথমে দিবসে স্ত্রীচ চাণ্ডালী সা রজস্বলা।
দ্বিতীয় দিবসে ম্লেচ্ছা তৃতীয়ে রজকী স্মৃতা। ১১৭ ॥
শুদ্ধা ভর্ত্তু শ্চতুর্থেহহ্নি ন শুদ্ধা দৈব পৈত্রয়োঃ।
অসৎ শূদ্রা সমা সাচ তদ্দিনেচ পরং প্রতি। ১১৮।

নরপতির ঐ সমস্ত বাক্য শ্রবণে শচীদেবীর কণ্ঠ ওষ্ঠ ও তালু শুষ্ক হইয়া গেল। তখন তিনি গুরু হরিকে স্মরণ করিতে করিতে তাহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন মূঢ়! এক্ষণে আমি তোমার নিকট কার্য্যাকার্য্য বিচারে অক্ষম, কেবল চৈতন্য হীন কামার্ত্ত মূঢ়জনের পতিপয় কথা কহিতেছি শ্রবণ কর। ১১৩। ১১৪ ॥

কাম মত্ত পুরুষ মধুমত্ত ও সুরামত্ত ব্যক্তি অপেক্ষাও বিচেতন হয়, কামী কামাসক্ত হইয়া আপনার মৃত্যু পর্য্যন্ত গণনা করে না। ১১৫ ॥

হে মত্ত! আমি তোমার মাতৃ তুল্যা, এবং রজস্বলা হইয়াছি অদ্য তুমি আমাকে পরিত্যাগ কর, মদ্যপ! অদ্য আমার ঋতুর প্রথম দিন ইহা আমি তোমার নিকট নিশ্চিত ব্যক্ত করিলাম। ১১৬ ॥

রজস্বলা নারী প্রথম দিনে চণ্ডালিনী, দ্বিতীয় দিনে ম্লেচ্ছা ও তৃতীয় দিনে রজকী বলিয়া গণ্যা থাকে; চতুর্থ দিনে কেবল ভর্ত্তার নিকটে শুদ্ধা হয়, দৈব ও পৈত্র কার্য্যে সে দিনেও অধিকারিণী হয় না। যে

প্রথমে দিবসে কান্তাং যোহি গচ্ছেদ্রজস্বলাং।
ব্রহ্মহত্যা চতুর্থঞ্চ লভতে নাত্র সংশয়ঃ। ১১৯ ॥
সপুমান্ নহি কর্ম্মার্হো দৈবে পৈত্রেচ কর্ম্মণি।
অধমঃ সচ সর্ব্বেষাং নিন্দিতাশ্চা যশস্করঃ। ১২০ ॥
দ্বিতীয়ে দিবসে নারীং যো ব্রজেচ্চ রজস্বলাং।
কামতঃ পরিপূর্ণাংচ গোহত্যাং লভতে ধ্রুবং। ১২১ ॥
আজীবনং নাধিকারী পিতৃ বিপ্র সুরার্চ্চনে।
অমনুষ্যোঽযশস্বীচাবিদ্যাঙ্গিরস ভাষিতং। ১২২।
তৃতীয় দিবসে জায়াং যোহি গচ্ছেদ্রজস্বলাং।
সমূঢ়ো ভ্রূণ হত্যাঞ্চ লভতে নাত্র সংশয়ঃ। ১২৩ ॥
পূর্ব্ববৎ পতিতঃ সোপি নচার্হঃ সর্ব্ব কর্ম্মসু।
অসৎ শূদ্রা চতুর্থেঽহ্নি ন গচ্ছেত্তাং বিচক্ষণঃ। ১২৪ ॥

নারী ঐ চতুর্থ দিনে অন্য পুরুষকে দর্শন করে, সে অসৎ শূদ্রা নারীর তুল্যা হয়। ১১৭। ১১৮ ॥

যে পুরুষ প্রথম দিনে রজস্বলা নারীতে গমন করে, সে নিঃসন্দেহ ব্রহ্মহত্যা পাপে লিপ্ত হয়। ১১৯ ॥

তাহার দৈব পৈত্র কার্য্যে অধিকার থাকে না এবং সে সকলের অধম নিন্দিত ও অযশের ভাজন হইয়া থাকে। ১২০ ॥

দ্বিতীয় দিনে যে পুরুষ রজস্বলা নারীতে গমন করে, সে নিশ্চয় ইচ্ছানুসারে পরিপূর্ণা গো হত্যা পাপে লিপ্ত হয়। ১২১ ॥

বৃহস্পতি কহিয়াছেন সেই নরাধম যাবজ্জীবন দেব ব্রাহ্মণের আরাধনায় ও পিতৃ কার্য্যে অনধিকারী থাকে এবং মনুষ্যত্ব বর্জ্জিত বিদ্যাহীন ও অযশস্বী হইয়া কাল হরণ করে। ১২২ ॥

যে ব্যক্তি তৃতীয় দিনে রজস্বলা নারীতে গমন করে, সে মূঢ় ব্যক্তি ভ্রূণ হত্যা পাপে আক্রান্ত হয় সংশয় নাই, সেই পুরুষও পূর্ব্ব বৎ সমস্ত কার্য্যে অযোগ্য ও পতিত হইয়া থাকে। চতুর্থ দিনে রজস্বলা নারী

উবাচ মধুরং শান্তঃ শক্র কান্তাঞ্চ সুব্রতাং।
দেবপত্নী সদা শুদ্ধাধুনা মাং মানবং প্রতি।
শয়নে ভোজনে দেবি নাশুদ্ধা মানবং প্রতি। ১২৫।
রজস্বলায়াঃ সম্ভোগে কর্ম্ম ক্ষেত্রেচ ভারতে।
ত্বয়োক্তঞ্চ ভবেৎ পাপং নতু স্বর্গেচ সুন্দরি। ১২৬।
কর্ম্মক্ষেত্রেপি তৎ কর্ম্ম যদ্বেদোক্তং শুভাশুভং।
ন ভবেদ্বৈষ্ণবানাঞ্চ জ্বলতাং ব্রহ্ম তেজসা। ১২৭।
যথা প্রদীপ্তে বহ্নৌচ শুষ্কানিচ তৃণানিচ।
ভবন্তি ভস্মীভূতানি তথা পাপানি বৈষ্ণবে। ১২৮।
বহ্নি সূর্য্য ব্রাহ্মণেভ্য স্তেজীয়ান্ বৈষ্ণবঃ সদা।
রক্ষিতো বিষ্ণু চক্রেণ স্বতন্ত্রো মত্ত কুঞ্জরঃ। ১২৯।

অসৎ শূদ্রা স্বরূপা, অতএব বিচক্ষণ ব্যক্তি ঐ দিনেও তাহাতে গমন করিবে না। ১২৩। ১২৪॥

সুব্রতা শচীদেবী এইরূপ কহিলে নহুষ রাজা তাহাকে মধুর সম্ভাষণে কহিলেন। দেবি! দেবপত্নী মানবের নিকট শয়ন ভোজন সর্ব্ব বিষয়ে সর্ব্বদা পরিশুদ্ধা থাকেন সুতরাং আমি মানব, তুমি দেব পত্নী, মৎ সম্বন্ধে তুমি সর্ব্বতোভাবে শুদ্ধা রহিয়াছ। ১২৫॥

সুন্দরি! তুমি যে পাপের কথা উল্লেখ করিলে, কর্ম্মক্ষেত্র ভারতে রজস্বলা সম্ভোগে তাহা ঘটিয়া থাকে, স্বর্গধামে সে পাপ হয় না। ১২৬॥

আবার বেদে যে শুভাশুভ কর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট আছে, ব্রহ্মতেজে আজ্বল্যমান বৈষ্ণবগণ যদি কর্ম্মক্ষেত্র ভারতেও তাহার অনুষ্ঠান করেন, তথাপি তাহাদিগকে সেই অশুভ কর্ম্ম জানিয়া পাপে লিপ্ত হইতে হয় না। ১২৭॥

যেমন প্রদীপ্ত অনলে শুষ্ক তৃণ দগ্ধ হইয়া যায় তদ্রূপ বৈষ্ণবে সমস্ত পাপ ভস্মীভূত হইয়া থাকে। ১২৮॥

বৈষ্ণব পুরুষ, অগ্নি সূর্য্য ও ব্রাহ্মণ অপেক্ষাও তেজীয়ান্ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছেন বৈষ্ণব সাধু ব্যক্তি বিষ্ণু চক্র সুদর্শন কর্তৃক রক্ষিত হইয়া

নবিচারো ন ভোগশ্চ বৈষ্ণবানাং স্বকর্ম্মণাং।
লিখিতং তত্র কৌথুম্যাং কুরু প্রশ্নং বৃহস্পতিং। ১৩০।
অস্যাংশ্চ সর্ব্বে জানন্তি চন্দ্র বংশাংশ্চ বৈষ্ণবান্।
দেবমন্যং ন সেবন্তে চন্দ্রবংশ্যা হরিং বিনা। ১৩১।
সত্বাংশ প্রভবো যোহি ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়োঽথবা।
বিষ্ণু মন্ত্রং ন গৃহ্ণাতি বঞ্চিতো বিষ্ণু মায়য়া। ১৩২।
কোবা মন্ত্রশ্চ কে দেবা নহি শাস্তা যমো মম।
সর্ব্বান্ স্তোতুং সমর্থোঽহং ব্রহ্ম বিষ্ণু শিবং বিনা। ১৩৩।
শয্যাং কুরু গৃহং গত্বা শীঘ্রং যাস্যামি তে গৃহং।
ঋতু পাপং ময়ি ভবেত্তব কিং গচ্ছ শোভনে। ১৩৪॥
ইত্যুক্ত্বা নহুশো রাজা প্রফুল্ল বদনে ক্ষণঃ।
রত্নযানং সমারুহ্য যযৌ নন্দন কাননং। ১৩৫॥

স্বাধীন মত্ত কুঞ্জরের ন্যায় নির্ভয়ে সর্ব্বত্র বিচরণ করিতে সক্ষম হন।১২৯॥

দেবি! তুমি বৃহস্পতির নিকট জিজ্ঞাসা করিও, বেদের কৌথুমী শাখায় লিখিত আছে বৈষ্ণবগণের স্ব কর্ম্মের বিচার ও ভোগ নাই।১৩০॥

চন্দ্র বংশীয়েরা হরি ভিন্ন অন্য দেবের উপাসনা করে না, সুতরাং ইহারা যে বৈষ্ণব তাহা কাহার অবিদিত নাই। ১৩১॥

সত্ব গুণ সম্ভূত ব্রাহ্মণ হউন বা ক্ষত্রিয় হউন, যিনি বিষ্ণু মন্ত্র গ্রহণ না করেন তিনি বিষ্ণুমায়া কর্ত্তৃক বঞ্চিত হন। ১৩২॥

আমার অন্য দেবগণ ও মন্ত্র বন্ধের ভয় নাই যমও আমার শাসন করিতে অক্ষম। ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বর ভিন্ন আমি অন্য দেবগণের স্তুতিবাদ করি না। ১৩৩॥

শোভনে! তুমি শীঘ্র গৃহে গমন করিয়া রতিকরী শয্যা প্রস্তুত কর। আমি অবিলম্বে তোমার আলয়ে উপনীত হইব। ঋতু জন্য পাপ আমার হইবে, তোমার সে পাপ হইবে না। ১৩৪॥

নহুষ রাজা শচীকে এই রূপ কহিয়া প্রসন্ন বদনে ও প্রীতি প্রফুল্ল

ন যযৌ সা শচী গেহং প্রজগাম গুরো গৃহং।
গত্বা কুশাসনস্থঞ্চ দদর্শচ বৃহস্পতিং। ১৩৬॥
তারা সেবিত পাদাব্জং জ্বলন্তং ব্রহ্মতেজসা
জপমালা করং শশ্ব জ্জপন্তং কৃষ্ণ মীপ্সিতং। ১৩৭॥
পরমং পরমানন্দং পরমাত্মান মীশ্বরং।
নির্গুণঞ্চ নিরীহঞ্চ স্বতন্ত্রং প্রকৃতেঃ পরং। ১৩৮॥
স্বেচ্ছাময়ং পরং ব্রহ্ম ভক্তানুগ্রহ বিগ্রহং।
তমানন্দাশ্রু নেত্রঞ্চ ননাম শিরসা ভুবি। ১৩৯॥
রুদন্তী সাশ্রু নেত্রা সা মজ্জন্তং ভক্তি সাগরে। ১৪০॥
শোকার্ণবে নিমজ্জন্তী হৃদয়েন বিদূয়তা।
তুষ্টাব ভীতা স্বগুরুং ব্রহ্মিষ্টঞ্চ কৃপানিধিং। ১৪১॥

শচ্যুবাচ।

রক্ষ রক্ষ মহাভাগ ভীতাং মাং শরণাগতাং।
মদীশ্বর স্বদাসীঞ্চ নিমগ্নাং শোক সাগরে। ১৪২॥

নয়নে রত্নযানে আরোহণ পূর্ব্বক নন্দন কাননে গমন করিলেন। ১৩৫।

তখন শচী নিজ গৃহে গমন না করিয়া গুরু গৃহে গমন পূর্ব্বক দেখিলেন, গুরুদেব বৃহস্পতি কুশাসনে সমাসীন হইয়া স্বীয় করে জপমালা গ্রহণ পূর্ব্বক সতত অভীষ্টদেব কৃষ্ণের নাম জপ করিতেছেন আর তারা সেই ব্রহ্মতেজে জাজ্বল্যমান সুর গুরুর পাদপদ্ম সেবায় প্রবৃত্তা রহিয়াছেন। ১৩৬। ১৩৭॥

যে সনাতন হরি নির্গুণ, নিরীহ, স্বতন্ত্র, প্রকৃতি হইতে অতীত স্বেচ্ছাময় পরমানন্দ স্বরূপ, পরমাত্মা পরাৎপর পরব্রহ্ম, কেবল ভক্তের প্রতি অনুগ্রহার্থ যাঁহার মূর্ত্তি প্রকাশ হয়, তৎকালে সেই হরিনাম জপ করিতে করিতে গুরুদেবের নয়ন যুগল হইতে আনন্দাশ্রু বিগলিত হইতেছে। এই ব্যাপার দর্শনে শচী ভূমিতলে পতিতা হইয়া তাঁহার চরণে প্রণাম করিলেন। ১৩৮। ১৩৯॥

অনীশ্বরশ্চেশ্বরো বা বলবান্ বা সুদুর্ব্বলঃ।
স্বশিষ্য ভার্য্যা পুত্রাংশ্চ শাসিতুঞ্চ সদা ক্ষমঃ। ১৪৩ ॥
দূরীভূতঃ স্বরাজ্যাচ্চ স্বশিষ্যশ্চ কৃত স্ত্বয়া।
শান্তি র্ব্বভূব দোষস্য চাধুনানুগ্রহং কুরু। ১৪৪ ॥
অনাথাং সর্ব্ব শূন্যাং মাং শূন্যাং তা মমরাবতীং।
সম্পৎ শূন্য মাশ্রমং মে পশ্য রক্ষ কৃপানিধে। ১৪৫ ॥
দস্যুগ্রস্তাঞ্চ মাং রক্ষ দেশং কিঙ্কর মানয়।
দত্বা চরণ রেণুন্তং শুভাশীর্ব্বচনং কুরু। ১৪৬ ॥
সর্ব্বেষাঞ্চ গুরুণাঞ্চ জন্মদাতা পরো গুরুঃ।৫

ঐ সময়ে সেই শোক সাগরে নিমগ্না শচীর নয়ন যুগল হইতে বাষ্প-বারি বিগলিত হইতে লাগিল, তখন তিনি দুঃখিতান্তঃকরণে সভয়ে সেই ভগবদ্ভক্তি সাগরে নিমগ্ন ব্রহ্মনিষ্ঠ কৃপানিধি গুরু বৃহস্পতির স্তব করত কহিলেন, মহাভাগ! আমি শোকার্ণব নিমগ্না ও ভীতা হইয়া আপনার শরণ গ্রহণ করিলাম, প্রভো! আপনি আমাকে রক্ষা করুন রক্ষা করুন। ১৪০। ১৪১। ১৪২ ॥

লোক, সম্পত্তি হীন বা ঐশ্বর্য্যবান হউক এবং বলবান বা অতি দুর্ব্বল হউক, স্বীয় শিষ্য ভার্য্যা ও পুত্রকে শাসন করিতে সর্ব্বদা সক্ষম থাকে। ১৪৩ ॥

প্রভো! আপনি স্বীয় শিষ্যকে স্বরাজ্য হইতে দূরীভূত করাতে তাহার দোষের দণ্ড হইয়াছে। এক্ষণে আপনি অনুগ্রহ প্রকাশ করুন। ১৪৪ ॥

দয়ানিধে! এখন আমি অনাথা ও শূন্য হৃদয়া হইয়াছি, এবং অমরাবতী শূন্য ও মদীয় আশ্রম সম্পত্তি শূন্য হইয়াছে এই সমস্ত প্রত্যক্ষ করিয়া আপনি আমাকে রক্ষা করুন। ১৪৫ ॥

প্রভো! এক্ষণে আমি দস্যুগ্রস্তা হইয়াছি, আমাকে রক্ষা করুন আর আপনি চরণ রেণু প্রদান করিয়া শুভ আশীর্ব্বাদ পূর্ব্বক ভবদীয় কিঙ্কর মৎপতি দেবরাজকে এই স্বর্গ রাজ্যে আনয়ন করুন। ১৪৬ ॥

পিতুঃ শত গুণা মাতা পূজ্যা বন্দ্যা গরিয়সী। ১৪৭ ॥
বিদ্যাদাতা মন্ত্রদাতা জ্ঞানদো হরি ভক্তিতঃ।
পূজ্যো বন্দ্যশ্চ সেব্যশ্চ মাতুঃ শত গুণো গুরুঃ। ১৪৮ ॥
মন্ত্রাদ্যুদ্গিরণে নৈব গুরুরিত্যুচ্যতে বুধৈঃ।
অন্যোবাদ্যো গুরুরয় মন্যশ্চারোপিতো গুরুঃ। ১৪৯ ॥
অজ্ঞান তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন শলাকয়া।
চক্ষু রুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ। ১৫০ ॥
অদীক্ষিতস্য মূর্খস্য নিষ্কৃতি র্নাস্তি নিশ্চিতং।
সর্ব্ব কর্ম্মানর্হস্য নরকে তৎপশোঃ স্থিতিঃ। ১৫১ ॥
জন্মদাতান্নদাতা বা মাতান্যে গুরব স্তথা।
পারং কর্ত্তুং ন শক্তাস্তে ঘোর সংসার সাগরে। ১৫২ ॥
বিদ্যামন্ত্র জ্ঞানদাতা নিপুণঃ পার কর্ম্মণি।

ভগবন্! সকল গুরু অপেক্ষা জন্মদাতা পরম গুরু, কিন্তু জননী সেই পিতা হইতে শতগুণে পূজ্যা বন্দনীয়া ও গরীয়সী বলিয়া নির্দ্দিষ্টা আছেন। ১৪৭ ॥

পরন্তু বিদ্যাদাতা মন্ত্রদাতা জ্ঞানদাতা ও হরিভক্তিদাতাগুরু সেই মাতা অপেক্ষা শতগুণে পূজ্য সেব্য ও বন্দনীয় হন। ১৪৮ ॥

মন্ত্রদাতা মন্ত্র উদ্গিরণ করাতে পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক গুরু নামে অভিহিত হইয়া থাকেন, এই মন্ত্রদাতা গুরুই সর্ব্ব প্রধান, অন্য গুরু আরোপিত গুরুপদ বাচ্য মাত্র। ২৪৯ ॥

যিনি জ্ঞানাঞ্জন শলাকা দ্বারা অজ্ঞান তিমিরান্ধজনের চক্ষু উন্মীলিত করিয়া দেন সেই পরম গুরুর চরণে আমার নমস্কার। ১৫০ ॥

অদীক্ষিত মূর্খ ব্যক্তি সমস্ত দৈব পৈত্র কার্য্যে অযোগ্য, সুতরাং পশু তুল্য, তাহার নিষ্কৃতি নাই, সে নিশ্চয় নিরয়গামী হইয়া থাকে।১৫১॥

কি জন্মদাতা, কি অন্নদাতা, কি মাতা কি অন্যান্য গুরুগণ ইঁহারা ঘোর সংসার পার করিতে কখনই সক্ষম নহেন। ১৫২ ॥

গশক্তঃ শিষ্যমুদ্ধর্ত্তু মীশ্বরশ্চেশ্বরো পরঃ। ১৫৩ ॥
গুরু র্বিষ্ণু গুরু ব্রহ্মা গুরুর্দ্দেবো মহেশ্বরঃ।
গুরু র্দ্ধর্ম্মো গুরুঃ শেষো সর্ব্বাত্মা নিগুর্ণো গুরুঃ। ১৫৪ ॥
সর্ব্ব তীর্থাশ্রয়শ্চৈব সর্ব্ব দেবাশ্রয়ো গুরুঃ।
সর্ব্ব বেদ স্বরূপশ্চ গুরু রূপী হরিঃ স্বয়ং। ১৫৫ ॥
অভীষ্ট দেবে রুষ্টেচ গুরুঃ শক্তোহি রক্ষিতুং।
গুরৌ রুষ্টেঽভীষ্টদেবো নহি শক্তঃ সরক্ষিতুং। ১৫৬ ॥
সর্ব্বে গ্রহাশ্চ যং রুষ্টা যং রুষ্টা দেব ব্রাহ্মণাঃ।
তমেব রুষ্টো ভবতি গুরুরেবহি দৈবতঃ। ১৫৭ ॥
ন গুরোশ্চ প্রিয়শ্চাত্মা ন গুরোশ্চ প্রিয়ঃ সুতঃ।
ধনং প্রিয়ং নচ গুরো র্নচ ভার্য্যা প্রিয়া যথা। ১৫৮ ॥
ন গুরোশ্চ প্রিয়ো ধর্ম্মো ন গুরোশ্চ পরন্তপঃ।
ন গুরোশ্চ পরং সত্যং ন পুণ্যঞ্চ গুরোঃ পরং। ১৫৯ ॥

বিদ্যামন্ত্র ও জ্ঞানদাতা গুরুই পার কার্য্যে নিপুণ, সুতরাং তিনি পরম ঈশ্বর, তিনিই শিষ্যকে সংসার সমুদ্র হইতে উদ্ধার করিতে পারেন। ১৫৩॥

গুরু ব্রহ্মা, গুরু বিষ্ণু, গুরুদেবদেব মহেশ্বর, গুরু ধর্ম্ম, গুরু অনন্ত ও গুরুই সর্ব্বাত্মা নিগুর্ণ পরম পুরুষ বলিয়া কথিত হন। ১৫৪ ॥

গুরুদেবেই সমস্ত তীর্থ ও সকল দেবের অধিষ্ঠান আছে, গুরু সর্ব্বদেব স্বরূপ, সনাতন হরি স্বয়ং গুরুরূপী হইয়া অবস্থান করিয়া থাকেন। ১৫৫॥

অভীষ্টদেব রুষ্ট হইলে গুরু রক্ষা করিতে পারেন, কিন্তু গুরু রুষ্ট হইলে অভীষ্টদেব রক্ষা করিতে পারেন না। ১৫৬ ॥

সমস্ত গ্রহ ও সকল দেব ব্রাহ্মণ যাহার প্রতি রুষ্ট হন, পরমদেব স্বরূপ গুরু তাহার প্রতি রুষ্ট হইয়া থাকেন। ১৫৭ ॥

আত্মা, পুত্র, ধন ও ভার্য্যা প্রিয়বস্তু বটে, কিন্তু গুরু অপেক্ষা ঐ সমুদায়কে প্রিয় পদার্থ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায় না। ১৫৮ ॥

ধর্ম্ম পরম তপস্যা পরম সত্য এবং পুণ্যও গুরু অপেক্ষা কদাচ প্রিয় হইতে পারে না। ১৫৯ ॥

গুরোঃ পরো ন শাস্তাচ নহি বন্ধু গুরোঃ পরঃ।
দেবোরাজাচ শাস্তাচ শিষ্যানাঞ্চ সদা গুরুঃ। ১৬০ ॥
যাবৎশক্তো দাতু মন্নং তাবৎ শাস্তা তদন্নদঃ।
গুরুঃ শাস্তাচ শিষ্যাণাং প্রতি জন্মনি জন্মনি। ১৬১ ॥
মন্ত্রো বিদ্যা গুরুর্দ্দেবঃ পূর্ব্ব লব্ধো যথা পতিঃ।
প্রতি জন্ম নিবন্ধেন সর্ব্বেষা মুপরিস্থিতঃ। ১৬২ ॥
পিতা গুরুশ্চ বন্দ্যশ্চ যত্র জন্মনি জন্মদঃ।
গুরবোঽন্যে তথা মাতা গুরুশ্চ প্রতি জন্মনি। ১৬৩ ॥
বিপ্রাণাং ত্বং বরিষ্ঠশ্চ গরিষ্ঠশ্চ তপস্বিনাং।
ব্রহ্মিষ্ঠো ব্রহ্মবিদ্বান্ ধর্ম্মিষ্ঠঃ সর্ব্ব ধর্ম্মিণাং। ১৬৪ ॥
তুষ্টোভব মুনি শ্রেষ্ঠ মাঞ্চ শক্রঞ্চ সাম্প্রতং।
ত্বয়ি তুষ্টে সদা তুষ্টা ভবন্তি গ্রহ দেবতাঃ। ১৬৫ ॥

গুরুর পর শাস্তা ও গুরুর পর পরম বন্ধু আর কেহই নাই, গুরুই সদা শিষ্যগণের দেবতা রাজা ও শাস্তা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হন। ১৬০ ॥

অন্নদাতা যে পর্য্যন্ত অন্ন দানে সমর্থ, তাবৎ তিনি শাসন করিতে পারেন কিন্তু গুরু প্রতি জন্মে জন্মে শিষ্যের শাসন করিতে সক্ষম হইয়া থাকেন। ১৬১ ॥

মন্ত্র বিদ্যা, গুরু, দেবতা, পতি পূর্ব্ব লব্ধ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে, কিন্তু প্রতি জন্ম নিবন্ধ ক্রমে গুরু সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিখ্যাত।১৬২॥

যে জন্মে যিনি জন্মদাতা পিতা ও যে নারী গর্ভধারিণী মাতা হন, তাঁহারা সেই জন্মেই গুরু বলিয়া পূজ্য এবং অন্যান্য গুরুগণও ঐ রূপ এক এক জন্মে বন্দনীয়; কিন্তু জ্ঞানদাতা গুরু প্রতি জন্মেই পূজনীয় হইয়া থাকেন। ১৬৩ ॥

প্রভো! আপনি বিপ্রগণের শ্রেষ্ঠ, তপস্বিগণের প্রধান, ধার্ম্মিক-গণের মধ্যে ধর্ম্ম নিষ্ঠ বলিয়া প্রসিদ্ধ আছেন। ১৬৪ ॥

মুনি শ্রেষ্ঠ! এক্ষণে আপনি আমার ও আমার পতি ইন্দ্রের প্রতি

সশক্তঃ শিষ্য মুদ্ধর্ত্তু মীশ্বরশ্চেশ্বরো পরঃ । ১৫৩ ॥
গুরু র্বিষ্ণু গুরু ব্রহ্মা গুরুর্দ্দেবো মহেশ্বরঃ ।
গুরু র্দ্ধর্ম্মো গুরুঃ শেষো সর্ব্বাত্মা নির্গুণো গুরুঃ । ১৫৪ ॥
সর্ব্ব তীর্থাশ্রয়শ্চৈব সর্ব্ব দেবাশ্রয়ো গুরুঃ ।
সর্ব্ব বেদ স্বরূপশ্চ গুরু রূপী হরিঃ স্বয়ং । ১৫৫ ॥
অভীষ্ট দেবে রুষ্টে চ গুরুঃ শক্তোহি রক্ষিতুং ।
গুরৌ রুষ্টেঽভীষ্টদেবো নহি শক্তঃ সরক্ষিতুং । ১৫৬ ॥
সর্ব্বে গ্রহাশ্চ যং রুষ্টা যং রুষ্টা দেব ব্রাহ্মণাঃ ।
তমেব রুষ্টো ভবতি গুরুরেবহি দৈবতঃ । ১৫৭ ॥
ন গুরোশ্চ প্রিয়শ্চাত্মা ন গুরোশ্চ প্রিয়ঃ সুতঃ ।
ধনং প্রিয়ং নচ গুরো র্নচ ভার্য্যা প্রিয়া যথা । ১৫৮ ॥
ন গুরোশ্চ প্রিয়ো ধর্ম্মো ন গুরোশ্চ পরন্তপঃ ।
ন গুরোশ্চ পরং সত্যং ন পুণ্যঞ্চ গুরোঃ পরং । ১৫৯ ॥

বিদ্যামন্ত্র ও জ্ঞানদাতা গুরুই পার কার্য্যে নিপুণ, সুতরাং তিনি পরম ঈশ্বর, তিনিই শিষ্যকে সংসার সমুদ্র হইতে উদ্ধার করিতে পারেন ।১৫৩॥

গুরু ব্রহ্মা, গুরু বিষ্ণু, গুরুদেবদেব মহেশ্বর, গুরু ধর্ম্ম, গুরু অনন্ত ও গুরুই সর্ব্বাত্মা নির্গুণ পরম পুরুষ বলিয়া কথিত হন । ১৫৪ ॥

গুরুদেবেই সমস্ত তীর্থ ও সকল দেবের অধিষ্ঠান আছে, গুরু সর্ব্বদেব স্বরূপ, সনাতন হরি স্বয়ং গুরুরূপী হইয়া অবস্থান করিয়া থাকেন । ১৫৫॥

অভীষ্টদেব রুষ্ট হইলে গুরু রক্ষা করিতে পারেন, কিন্তু গুরু রুষ্ট হইলে অভীষ্টদেব রক্ষা করিতে পারেন না । ১৫৬ ॥

সমস্ত গ্রহ ও সকল দেব ব্রাহ্মণ যাহার প্রতি রুষ্ট হন, পরমদেব স্বরূপ গুরু তাহার প্রতি রুষ্ট হইয়া থাকেন । ১৫৭ ॥

আত্মা, পুত্র, ধন ও ভার্য্যা প্রিয়বস্তু বটে, কিন্তু গুরু অপেক্ষা ঐ সমুদায়কে প্রিয় পদার্থ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায় না । ১৫৮ ॥

ধর্ম্ম পরম তপস্যা পরম সত্য এবং পুণ্যও গুরু অপেক্ষা কদাচ প্রিয় হইতে পারে না । ১৫৯ ॥

গুরোঃ পরো ন শাস্তাচ নহি বন্ধু গু্রোঃ পরঃ।
দেবোরাজাচ শাস্তাচ শিষ্যানাঞ্চ সদা গুরুঃ। ১৬০ ॥
যাবৎশক্তো দাতু মন্নং তাবৎ শাস্তা তদন্নদঃ।
গুরুঃ শাস্তাচ শিষ্যাণাং প্রতি জন্মনি জন্মনি। ১৬১ ॥
মন্ত্রো বিদ্যা গুরুর্দ্দেবঃ পূর্ব্ব লব্ধো যথা পতিঃ।
প্রতি জন্ম নিবন্ধেন সর্ব্বেষা মুপরিস্থিতঃ। ১৬২ ॥
পিতা গুরুশ্চ বন্দ্যশ্চ যত্র জন্মনি জন্মদঃ।
গুরবোঽন্যে তথা মাতা গুরুশ্চ প্রতি জন্মনি। ১৬৩ ॥
বিপ্রাণাং ত্বং বরিষ্ঠশ্চ গরিষ্ঠশ্চ তপস্বিনাং।
ব্রহ্মিষ্ঠো ব্রহ্মবিদ্বান্ ধর্ম্মিষ্ঠঃ সর্ব্ব ধর্ম্মিণাং। ১৬৪ ॥
তুষ্টোভব মুনি শ্রেষ্ঠ মাঞ্চ শক্রঞ্চ সাম্প্রতং।
ত্বয়ি তুষ্টে সদা তুষ্টা ভবন্তি গ্রহ দেবতাঃ। ১৬৫ ॥

গুরুর পর শাস্তা ও গুরুর পর পরম বন্ধু আর কেহই নাই, গুরুই সদা শিষ্যগণের দেবতা রাজা ও শাস্তা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হন। ১৬০ ॥

অন্নদাতা যে পর্য্যন্ত অন্ন দানে সমর্থ, তাবৎ তিনি শাসন করিতে পারেন কিন্তু গুরু প্রতি জন্মে জন্মে শিষ্যের শাসন করিতে সক্ষম হইয়া থাকেন। ১৬১ ॥

মন্ত্র বিদ্যা, গুরু, দেবতা, পতি পূর্ব্ব লব্ধ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে, কিন্তু প্রতি জন্ম নিবন্ধ ক্রমে গুরু সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিখ্যাত।১৬২॥

যে জন্মে যিনি জন্মদাতা পিতা ও যে নারী গর্ভধারিণী মাতা হন, তাঁহারা সেই জন্মেই গুরু বলিয়া পূজ্য এবং অন্যান্য গুরুগণও ঐ রূপ এক এক জন্মে বন্দনীয়; কিন্তু জ্ঞানদাতা গুরু প্রতি জন্মেই পূজনীয় হইয়া থাকেন। ১৬৩ ॥

প্রভো! আপনি বিপ্রগণের শ্রেষ্ঠ, তপস্বিগণের প্রধান, ধার্ম্মিকগণের মধ্যে ধর্ম্ম নিষ্ঠ বলিয়া প্রসিদ্ধ আছেন। ১৬৪ ॥

• মুনি শ্রেষ্ঠ! এক্ষণে আপনি আমার ও আমার পতি ইন্দ্রের প্রতি

ইত্যুক্ত্বা সা শচী ব্রহ্মন্ পুন রুচ্চৈ রুরোদচ।
দৃষ্ট্বা তদ্রোদনং তারা রুরোদোচ্চৈ র্ম্মুহুর্ম্মুহুঃ। ১৬৬॥
পপাত চরণে তারা রুরোদচ পুনঃ পুনঃ।
অপরাধং ক্ষমেত্যুক্ত্বা গুরু স্তুষ্টোপ্যুবাচ তং। ১৬৭॥

গুরুরুবাচ।

উত্তিষ্ঠ তারে শচ্যাশ্চ সর্ব্বং ভদ্রং ভবিষ্যতি।
সদ্যঃ প্রাপ্স্যসি ভর্ত্তারং মহেন্দ্রঞ্চ মদাশিষা। ১৬৮॥
ইত্যুক্ত্বা স গুরু স্তত্র বিররামচ নারদ।
পপাত চরণে তারা পুন রেব রুরোদচ। ১৬৯॥
গৃহীত্বাচ শচীং তারাং সংস্থাপ্যচ স্ববক্ষসি।
বোধয়ামাস বিবিধ মাধ্যাত্মিক মনুত্তমং। ১৭০॥
শচী কৃতং গুরোঃ স্তোত্রং পূজাকালেচ যঃ পঠেৎ।

প্রসন্ন হউন। আপনি তুষ্ট হইলে গ্রহ দেবগণ তুষ্ট হইয়া থাকেন।১৬৫॥

এই বলিয়া শচী পুনর্ব্বার উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন তারাও তাঁহাকে এইরূপ রোরুদ্যমানা দেখিয়া বারংবার উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। ১৬৬॥

পরে তারা পতির চরণে পতিতা হইয়া কহিলেন, নাথ! আপনি ইহাদিগের অপরাধ ক্ষমা করুন। তারা এই রূপ কহিলে সুরগুরু তাহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, তারে! গাত্রোত্থান কর, শচীর সমস্ত মঙ্গল হইবে, ইনি আমার আশীর্ব্বাদে সদ্যঃ ভর্ত্তা ইন্দ্রকে প্রাপ্ত হইবেন। ১৬৭। ১৬৮॥

সুরগুরু বৃহস্পতি এই বলিয়া মৌনাবলম্বন করিলে তারা পুনর্ব্বার তাঁহার চরণে পতিতা হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। ১৬৯॥

তখন বৃহস্পতি শচীকে উত্থাপন ও তারাকে বক্ষঃস্থলে সংস্থাপন পূর্ব্বক বহুবিধ অনুত্তম আধ্যাত্মিক বাক্যে তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা করিলেন। ১৭০॥

গুরুশ্চাভীষ্ট দেবশ্চ তং তুষ্টঃ প্রতি জন্মনি। ১৭১ ॥
গ্রহদেবা দ্বিজাস্তঞ্চ পরিতুষ্টাশ্চ সন্ততং।
রাজানো বান্ধবাশ্চৈব সন্তুষ্টাঃ সর্ব্বতঃ সদা। ১৭২ ॥
গুরুভক্তিং বিষ্ণু ভক্তিং বাঞ্ছিতং লভতে ধ্রুবং।
সদা হর্ষং ভবেত্তস্য নচ শোকঃ কদাচন। ১৭৩ ॥
পুত্রার্থী লভতে পুত্রং ভার্য্যার্থী লভতে প্রিয়াং।
গুণবন্তং গুণবতীং সতীং পুত্রবতীং ধ্রুবং। ১৭৪ ॥
রোগার্ত্তো মুচ্যতে রোগাৎ বদ্ধো মুচ্যেত বন্ধনাৎ।
অস্পষ্টঃ কীর্ত্তিঃ সুযশা মূর্খো ভবতি পণ্ডিতঃ। ১৭৫ ॥
কদাচিদ্বন্ধু বিচ্ছেদো ন ভবেত্তস্য নিশ্চিতং।
নিত্যং তদ্বর্দ্ধতে ধর্ম্মো বিপুলং নির্ম্মলং যশঃ। ১৭৬ ॥
লভতে পরমৈশ্বর্য্যং পুত্র পৌত্র ধনান্বিতঃ।
ইহ সর্ব্ব সুখং ভুক্ত্বা যাত্যন্তে শ্রীহরেঃ পদং। ১৭৭ ॥

যে ব্যক্তি পূজাকালে এই শচী কৃত গুরু স্তোত্র পাঠ করে, গুরু ও অভীষ্টদেব প্রতি জন্মে তাহার প্রতি প্রীত হইয়া থাকেন। ১৭১ ॥

গ্রহ দেব ও দ্বিজগণ সর্ব্বক্ষণ তাহার প্রতি প্রসন্ন হন এবং রাজগণ ও বন্ধুবর্গেরও তাঁহার প্রতি সর্ব্বদা প্রীতি সমুৎপন্ন হয়। ১৭২ ॥

আর সেই ব্যক্তি নিশ্চয় গুরুভক্তি ও বিষ্ণুভক্তি লাভ করিয়া সর্ব্বদা পরমানন্দে কাল যাপন করে, কখনই তাহার শোক উপস্থিত হয় না। ১৭৩ ॥

এই স্তোত্র পাঠে পুত্রার্থী ব্যক্তি গুণবান্ পুত্র এবং ভার্য্যার্থী ব্যক্তি পুত্রবতী গুণবতী সাধ্বী প্রিয়া ভার্য্যা লাভ করিতে সমর্থ হয়। ১৭৪ ॥

এই স্তোত্র পাঠ করিলে রোগার্ত্ত ব্যক্তি রোগ হইতে মুক্ত, বদ্ধ ব্যক্তি বন্ধন হইতে বিমুক্ত, অস্পষ্ট কীর্ত্তি পুরুষ পরম যশস্বী ও মূর্খ ব্যক্তি পণ্ডিত হইতে পারে। ১৭৫ ॥

সেই ব্যক্তির নিশ্চিত কখন বন্ধু বিচ্ছেদ হয় না, নিত্যই তাঁহার ধর্ম্ম ও সুনির্ম্মল বিপুল যশ বর্দ্ধিত হয়। ১৭৬ ॥

ন ভবেত্তং পুনর্জ্জন্ম হরি দাস্যং লভেৎ ধ্রুবং।
শশ্বৎ পিবতি শান্তশ্চ বিষ্ণুভক্তি রসামৃতং।
জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধি শোক সন্তাপ নাশনং। ১৭৮॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ সম্বাদে শ্রীকৃষ্ণ জন্মখণ্ডে মহেন্দ্র দর্পভঙ্গ প্রকথনে শচী শোকাপনোদনে শচীকৃত গুরু স্তব কথনং নামোনষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

সেই ব্যক্তি পুত্র পৌত্র ধনৈশ্বর্য্যে পরিপূর্ণ হইয়া ইহলোকে পরম সুখ সম্ভোগ পূর্ব্বক অন্তে হরির পরম পদ লাভ করিতে সক্ষম হইয়া থাকে। ১৭৭॥

সেই ব্যক্তির পুনর্জ্জন্ম হয় না, সে সনাতন হরির দাস্য লাভ করিয়া নিরন্তর জন্ম মৃত্যু নিবারক জরা ব্যাধি নাশন ও শোক সন্তাপ নাশক হরিভক্তিরসামৃত পান করে, সন্দেহ মাত্র নাই। ১৭৮॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ সম্বাদে শ্রীকৃষ্ণ জন্মখণ্ডে মহেন্দ্র দর্পভঙ্গ প্রকথনে শচী শোকাপনোদনে শচী কৃত গুরু স্তব কথন নাম একোনষষ্টিতম অধ্যায় সম্পূর্ণ।

ষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

নারায়ণ উবাচ।

শচী স্তোত্রং সমাকর্ণ্য পরিতুষ্টো বৃহস্পতিঃ।
উবাচ মধুরং শান্তঃ কান্তা মিন্দ্রস্য নারদ। ১ ॥

বৃহস্পতিরুবাচ।

ত্যজ বৎসে ভয়ং সর্ব্বং ভয়ং কিন্তে ময়ি স্থিতে।
যথা কচস্য পত্নী মে তথা ত্বমসি শোভনে।
যথা পুত্রস্তথা শিষ্যো ন ভেদঃ পুত্র শিষ্যয়োঃ। ২ ॥
তর্পণে পিতৃ দানেচ পালনে পরিপোষণে। ৩ ॥
যথাগ্নিদাতা পুত্রশ্চ তথা শিষ্যশ্চ নিশ্চিতং।
ইতীদং কাণ্ব শাখায়া মুবাচ কমলোদ্ভবঃ। ৪ ॥
পিতা মাতা গুরু র্ভার্য্যা শিশুশ্চানাথ বান্ধবাঃ।
এতে পুংসাং নিত্য পোষ্যা ইত্যাহ কমলোদ্ভবঃ। ৫ ॥

নারায়ণ ঋষি কহিলেন, হে নারদ! সুরগুরু বৃহস্পতি ইন্দ্রপত্নী শচীর এইরূপ স্তুতিবাদ শ্রবণে পরিতুষ্ট হইয়া মধুর বাক্যে তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, বৎসে! তুমি সমস্ত ভয় পরিত্যাগ কর, আমি বিদ্যমানে তোমার কোন ভয় নাই। শোভনে! মৎ পুত্র কচের পত্নীর ন্যায় তুমি আমার স্নেহপাত্রী, যেমন পুত্র, সেই রূপ শিষ্য, পুত্রে ও শিষ্যে কোন ভেদ নাই। ১। ২ ॥

কমলযোনি ব্রহ্মা বেদের কাণ্ব শাখায় এই রূপ কহিয়াছেন, তর্পণ পিতৃদান পালন ও পরিপোষণ বিষয়ে পুত্র ও শিষ্য উভয়েই সমান অধিকারী পুত্র যেমন অগ্নিদাতা, শিষ্যও তদ্রূপ নিশ্চয় অগ্নিদাতা হইয়া থাকে। ৩। ৪ ॥

পিতা মাতা গুরু ভার্য্যা শিশু সন্তান এবং বান্ধব হীন অনাথ ব্যক্তিগণ পুরুষগণের নিত্য পোষ্য, ইহাও ব্রহ্মা কর্তৃক নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ৫ ॥

যশ্চৈ তাংশ্চ ন পুষ্ণাতি ভস্মান্তং তস্য সূতকং।
দৈব পৈত্র্যে ন কর্ম্মার্হঃ সোহপীত্যাহ মহেশ্বরঃ। ৬ ॥
কুরুতে নর বুদ্ধিঞ্চ মাতরং পিতরং গুরুং।
স্বযশ স্তস্য সর্ব্বত্র বিঘ্ন মেব পদে পদে। ৭ ॥
সম্পন্মত্তো যঃ করোতি স্ব গুরোশ্চ পরাভবং।
অচিরাৎ সর্ব্বনাশশ্চ ভবেত্তস্য সুনিশ্চিতং। ৮ ॥
মাঞ্চ দৃষ্টা সভা মধ্যে নোত্তস্থৌ পাক শাসনঃ।
তৎফলং বুভুজে সাক্ষাৎ সদ্যঃ পশ্যচ সাম্প্রতং। ৯ ॥
করোমি মোক্ষণং তস্য তব রক্ষাং সুনিশ্চিতং।
শাসিতুং রক্ষিতুং শক্তঃ সএব গুরু রুচ্যতে। ১০ ॥
ন নশ্যতি সতীত্বঞ্চ হৃৎ শুদ্ধায়াশ্চ যোষিতঃ।
যন্মনা সবিকল্পশ্চ তস্য ধর্ম্মশ্চ নশ্যতি। ১১ ॥

মহেশ্বর কহিয়াছেন যে ব্যক্তি উক্ত পিতা মাতা প্রভৃতিকে পোষণ না করে, তাহার দেহ যাবৎ ভস্মীভূত না হয়, তাবৎ সে অশুচি হইয়া দৈব পৈত্র্য কার্য্যে অনধিকারী থাকে। ৬ ॥

যে ব্যক্তি পিতা মাতা ও গুরুতে নর বুদ্ধি করে, তাহার যশোহানি হয় ও পদে পদে বিঘ্ন জন্মে। ৭ ॥

যে ব্যক্তি ঐশ্বর্য্য-মত্ত হইয়া স্বীয় গুরুর অবমান করে, নিশ্চয় তাহার অচিরাৎ সর্ব্বনাশ হয়। ৮ ॥

বৎসে! দেবরাজ সভা মধ্যে আমাকে দেখিয়া গাত্রোত্থান করে নাই, এই জন্য সদ্যঃ তাহার যেরূপ ফল ভোগ হইল, এক্ষণে তাহা তুমি প্রত্যক্ষ কর। ৯ ॥

অধুনা আমি দেবরাজকে বিপদ্ মুক্ত করিয়া নিশ্চয় তোমাকে রক্ষা করিব, যিনি শিষ্যকে শাসন এবং রক্ষা করিতে পারেন তিনিই গুরু পদ বাচ্য হইয়া থাকেন। ১০ ॥

যে নারীগণের হৃদয় শুদ্ধ থাকে, তাহাদিগের সতীত্ব কখন নষ্ট হয়

ভবিষ্যতি প্রভাব স্তে দুর্গায়াশ্চ সমঃ সতি।
লক্ষ্মী সমা প্রতিষ্ঠাচ যশস্তন্মনসা সমং। ১২॥
সৌভাগ্যং রাধিকা তুল্যং তৎ সমং প্রেম ভর্ত্তরি।
তত্তুল্যং গৌরবং মান্যং প্রীতিঃ প্রধান্য মীশ্বরে। ১৩॥
রোহিণ্যাশ্চ সমাপেক্ষা পূজ্যাচ ভারতী সমা।
শুদ্ধা নিরূপমা শশ্বৎ সাবিত্রী সদৃশী সদা। ১৪॥
এতস্মিন্নন্তরে তত্র আগতো নহুষাচ্চরঃ।
উবাচ বচনং ভীতো বাক্‌পতে র্গোচরে ততঃ। ১৫॥

দূত উবাচ।

উত্তিষ্ঠ দেবি শীঘ্রঞ্চ গচ্ছ ত্বং নহুষং প্রতি।
ক্রীড়াং কর্ত্তুঞ্চ রহসি রম্যে নন্দন কাননে। ১৬॥
দূতস্য বচনং শ্রুত্বা তমুবাচ বৃহস্পতিঃ।
কম্পিতাবয়বঃ ক্রোধাদ্রক্ত পঙ্কজ লোচনঃ। ১৭॥

না, কিন্তু যে নারীগণের হৃদয় সবিকল্প তাহাদিগের ধর্ম্ম নষ্ট হয়। ১১॥

সতি! আমার আশীর্ব্বাদে তোমার দুর্গাদেবীর তুল্য প্রভাব, লক্ষ্মীর তুল্য প্রতিষ্ঠা ও মনসার তুল্য কীর্ত্তি লাভ হইবে। ১২॥

তুমি রাধিকার তুল্য সৌভাগ্যবতী হইয়া তৎ সম ভর্ত্তৃপ্রেম এবং ভর্ত্তার নিকট গৌরব মান্য প্রীতি ও প্রাধান্য লাভ করিতে পারিবে।১৩॥

তুমি রোহিণীর সমান পতির প্রতীক্ষা কারিণী, ভারতীর সমান পূজ্যা এবং সাবিত্রী সমান সর্ব্বদা নিরুপমা পবিত্রা হইয়া কাল যাপন করিবে। ১৪॥

বৃহস্পতি শচীকে এই রূপ আশীর্ব্বাদ করিতেছেন এমন সময়ে নহুষ রাজার অনুচর তথায় উপনীত হইয়া সেই সুর গুরুর সমক্ষেই শচীকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিল দেবি! আপনি শীঘ্র গাত্রোত্থান করিয়া রমণীয় নন্দন কাননে গমন পূর্ব্বক সেই বিজন প্রদেশে নহুষ রাজার সহিত বিহার করুন। ১৫। ১৬॥

গুরুরুবাচ।

নহুষং বদগত্বা ত্বং শচীং চেদ্ভোক্তুমিচ্ছসি।
অপূর্ব্ব যান মারুহ্য নিশায়া মাগমিষ্যতি। ১৮॥
সপ্তর্ষীণাঞ্চ স্কন্ধেচ দত্বা স্ব শিবিকাং শুভাং।
তামারুহ্য সুবেশশ্চা গমনং কর্ত্তু মর্হতি। ১৯॥
বাক্পতে র্ব্বচনং শ্রুত্বা গত্বোবাচ নৃপং তদা।
দূতস্য বচনং শ্রুত্বা প্রহস্যোবাচ কিঙ্করং। ২০॥
গচ্ছ গচ্ছ ত্বরন্ গচ্ছ সপ্তর্ষীন্ শীঘ্র মানয়।
উপায়ঞ্চ করিষ্যামি তৈঃ সার্দ্ধং সাংপ্রতং ব্রজ। ২১॥
নৃপস্য বচনং শ্রুত্বা গত্বা দূতস্তদন্তিকং।
উবাচ সর্ব্বান্ তত্রৈব যথোক্তং নহুষেনচ। ২২॥

নহুষ দূতের এই বাক্য শ্রবণে সুরগুরু বৃহস্পতির ক্রোধে সর্ব্ব শরীর কম্পিত ও নয়ন যুগল রক্ত পঙ্কজের ন্যায় লোহিত বর্ণ হইয়া উঠিল। ১৭॥

তখন তিনি সেই নহুষ কিঙ্করকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন রে দূত! তুমি নহুষ রাজার নিকট গমন করিয়া বল, যদি তিনি শচীকে সম্ভোগ করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে রাত্রি যোগে দিব্যযানে আরোহণ করিয়া আগমন করিতে হইবে। ১৮॥

আগমন কালে তিনি বেশ ভূষান্বিত হইয়া, সপ্তর্ষির স্কন্ধে উৎকৃষ্ট শিবিকারোহণে যেন আগমন করেন, এক্ষণে এইরূপ করাই তাঁহার কর্ত্তব্য কর্ম্ম। ১৯॥

রাজদূত বৃহস্পতির এই বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক নহুষ নিকটে উপনীত হইয়া তৎ সমীপে সমস্ত নিবেদন করিলেন। তখন নহুষ ভূপতি দূত মুখে ঐ সমস্ত শ্রবণে হাস্য করিয়া কহিল, রে দূত! আর বিলম্ব করিও না, শীঘ্র যাও, সত্বর গমন করিয়া তুমি সপ্তর্ষিকে এই স্থানে আনয়ন কর। এক্ষণে আমি তাহাদিগের সহিত তোমার উপায় বিধান করিব। ২০। ২১॥

দূতস্য বচনং শ্রুত্বা যযুঃ সপ্তর্ষয়ো মুদা।
রাজা দৃষ্ট্বাচ তান্ সর্ব্বান্ ননামোবাচ সাদরং। ২৩॥

নহুষ উবাচ।

যূয়ঞ্চ ব্রহ্মণঃ পুত্রা জ্বলন্তো ব্রহ্মতেজসা।
ব্রহ্মণঃ সদৃশাঃ সর্ব্বে সন্ততং ভক্ত বৎসলাঃ। ২৪॥
নারায়ণ পরাঃ শশ্বৎ শুদ্ধ সত্ত্ব স্বরূপিণঃ।
মোহ মাৎসর্য্য হীনাশ্চ দর্পাহঙ্কার বর্জ্জিতাঃ। ২৫॥
নারায়ণ সমাঃ সর্ব্বে তেজসা যশসা সদা।
গুণিনঃ কৃপয়া প্রেম্না বর দানেন নিশ্চিতং। ২৬॥
ইত্যুক্ত্বা প্রণতো রাজা তুষ্টাবচ রুরোদচ।
দৃষ্ট্বা তং কাতরং ভূপ মূচুঃ পর হিতৈষিণঃ। ২৭॥

ঋষয়ঊচুঃ।

বরং বৃণুস্ব হে বৎস যত্তে মনসি বাঞ্ছিতং।
সর্ব্বং দাতুং বয়ং শক্তা ন সাধ্যং ন কথঞ্চন। ২৮॥

দূত রাজাজ্ঞা শ্রবণে সেই সপ্তর্ষির নিকট গমন করিয়া তাঁহাদিগের সমীপে নহুষ কথিত বাক্য বর্ণন করিল। ২২॥

তখন সপ্তর্ষিগণ দূত বাক্য শ্রবণ করিয়া সানন্দে নহুষ নিকটে উপনীত হইলে তিনি তাঁহাদিগকে প্রণাম করিয়া পরম সমাদরে কহিলেন, মহাভাগগণ! আপনারা ব্রহ্মার পুত্র, আপনাদিগের ব্রহ্মার সদৃশ গুণরাশি বিদ্যমান আছে, আপনারা ব্রহ্মতেজে জাজ্বল্যমান ও সতত ভক্ত বৎসল হইয়া অবস্থান করিতেছেন। ২৩। ২৪॥

আপনারা নারায়ণ পরায়ণ শুদ্ধ সত্ত্ব স্বরূপ, মাৎসর্য্য বিহীন এবং দর্প ও অহংকার বর্জ্জিত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছেন। ২৫॥

আপনারা নারায়ণ তুল্য পরম তেজস্বী আপনাদিগের যশ সর্ব্বত্র প্রথিত রহিয়াছে, আপনারা সর্ব্বগুণ সম্পন্ন হইয়া সর্ব্বদা নিশ্চয় কৃপা প্রেম ও বর দানে ভক্তগণকে কৃতার্থ করিতেছেন। ২৬॥

ইন্দ্রত্বং বা মনু ত্বং বা চিরায়ুর্ব্বা ততঃ পরং।
সপ্ত দ্বীপেশ্বর ত্বং বাপ্যতীব সুচিরং সুখং। ২৯॥
অথবা সর্ব্ব সিদ্ধি ত্বং সর্ব্বৈশ্বর্য্যং সুদুল্লভং।
কি মীপ্সিতং তে হে বৎস ব্রূহি নঃ সাংপ্রতং মুদা।
সর্ব্বং তুভ্যং প্রদায়ৈব যাস্যামি তপসে মুদা। ৩০॥
যুগ লক্ষ সমং যচ্চ ক্ষণং কৃষ্ণার্চ্চনং বিনা।
তদ্দিনং দুর্দ্দিনং যত্তদ্ধ্যান সেবা বিবর্জ্জিতং। ৩১॥
বিনা তৎ সেবনং যোহি বিষয়ানন্য বাঞ্ছতি।
বিষমত্তি প্রণাশায় বিহায়ামৃত মীপ্সিতং।৩২॥
ব্রহ্মা শিবশ্চ ধর্ম্মশ্চ বিষ্ণুশ্চাপি মহা বিরাট্।
গণেশশ্চ দিনেশশ্চ শেষশ্চ সনকাদয়ঃ। ৩৩॥

এই বলিয়া নহুষ রাজা প্রণত ভাবে তাঁহাদিগের স্তব করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে পরম হিতৈষী ঋষিগণ তাহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! তুমি আমাদিগের নিকট বাঞ্ছিত বর প্রার্থনা কর, তুমি যে বর প্রার্থনা করিবে, আমরা তাহাই প্রদান করিতে সমর্থ, কখন তাহার অন্যথা হইবে না। ২৭। ২৮॥

বৎস! তোমার ইন্দ্রত্ব, মনুত্ব, চিরজীবিত্ব, সপ্ত দ্বীপের অধীশ্বর, নিত্য সুখ, দুর্লভ সর্ব্ব সিদ্ধিত্ব বা সর্ব্বৈশ্বর্য্য যাহা তোমার বাঞ্ছনীয় থাকে, তুমি পরমানন্দে তাহা আমাদিগের নিকট ব্যক্ত কর। আমরা প্রীতমনে তোমার সেই সমস্ত বাঞ্ছিত বর প্রদান করিয়া তপস্যার্থ গমন করিব। ২৯। ৩০॥

বৎস! শ্রীকৃষ্ণের অর্চ্চনা ভিন্ন ক্ষণকাল লক্ষ যুগ সমান প্রতীয়মান হয়। বিবেচনা করিয়া দেখ পরাৎপর শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান ও সেবা বিবর্জ্জিত দিন দুর্দ্দিন বলিয়া কথিত আছে। ৩১॥

যে ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণের সেবা বর্জ্জিত হইয়া বিষয় বাঞ্ছা করে, তাঁহার ঈপ্সিত অমৃত পরিত্যাগ করিয়া আত্ম বিনাশার্থ বিষ পান করা হয়। ৩২॥

এতে যচ্চরণাম্ভোজং ধ্যায়ন্তেহহর্নিশং মুদা।
জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধি হরন্তন্নিরতাবয়ং। ৩৪ ॥
তেষাঞ্চ বচনং শ্রুত্বা তানুবাচ নৃপেশ্বরঃ।
সলজ্জিতো নম্র বক্ত্রো মায়া মোহিত মানসঃ। ৩৫ ॥

নহুষ উবাচ।

সর্ব্বং দাতুং সমর্থাশ্চ যূয়ঞ্চ ভক্ত বৎসলাঃ।
অধুনা দেহি মাং তূর্ণং শচী দান মভীপ্সিতং। ৩৬ ॥
সপ্তর্ষি বাহনং কান্তং শচীচ্ছতি মুদা সতী।
এতদেব মম বরং নিষ্পন্নং কুরু কামদাঃ। ৩৭ ॥
নহুষস্য বচঃ শ্রুত্বা মুনয়শ্চ পরস্পরং।
অত্যুচ্চৈর্জহসুঃ সর্ব্বে কৌতুকেনচ নারদ। ৩৮।
রাজানং মোহিতং মত্বা বঞ্চিতং বিষ্ণু মায়য়া।

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, ধর্ম্ম, মহাবিরাট, গণেশ, দিবাকর, অনন্ত ও সনকাদি ঋষিগণ দিবানিশি পরমানন্দে পরব্রহ্ম হরির যে জন্ম মৃত্যু ব্যাধি নাশক চরণ কমল ধ্যান করেন, আমরা সেই হরি চরণে আত্ম সমর্পণ করিয়াছি। ৩৩। ৩৪ ॥

মায়া মোহিত চিত্ত নহুষ নৃপেন্দ্র ঋষিগণের এই বাক্য শ্রবণে লজ্জিত হইয়া বিনম্র বদনে তাঁহাদিগকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ভক্ত বৎসল মহাভাগগণ! আপনারা যে সমস্ত বর দানে সমর্থ তাহা আমার অবিদিত নাই। এক্ষণে আমি আপনাদিগের নিকট শচী দান প্রার্থনা করিতেছি, আপনারা সত্বর আমার এই অভীষ্ট সাধন করুন। ৩৫। ৩৬ ॥

সাধ্বী শচী এক্ষণে সপ্তর্ষি বাহন কান্ত লাভ কামনা করিতেছে, সুতরাং এখন আমার এই অভীষ্ট, আপনারাও কামনা পূর্ণকারী, অতএব আমার এই কামনা পূর্ণ করুন। ৩৭ ॥

হে নারদ! ঋষিগণ নহুষ রাজার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া পরস্পর উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিয়া উঠিলেন। ৩৮ ॥

চক্রুঃ প্রতিজ্ঞাং তং বাঢুং কৃপয়া দীনবৎসলাঃ। ৩৯ ॥
চক্রুঃ স্কন্ধে তৎ শিবিকাং মুক্তা মাণিক্য ভূষিতাং।
রাজা যযৌ সুবেশশ্চ রত্ন ভূষণ ভূষিতঃ। ৪০ ॥
দৃষ্টা চাতি বিলম্বঞ্চ ভ´ৎসয়ামাস তান্ নৃপঃ।
ক্রুদ্ধঃ শশাপ দুর্ব্বাসা অগ্রগামীচ বর্ত্মনি। ৪১ ॥
মহানজাগরো ভূত্বা পত বৈ মূঢ় মানস।
দর্শনাদ্ধর্ম্মপুত্রস্য তব মোক্ষং ভবিষ্যতি। ৪২ ॥
রত্ন যানেন বৈকুণ্ঠং গত্বা বৈকুণ্ঠ সেবনং।
করিষ্যসি মহারাজন্ ন কর্ম্ম নিষ্ফলং ভবেৎ। ৪৩ ॥
ইত্যুক্তা প্রযযুঃ সর্ব্বে প্রহস্য মুনি সত্তমাঃ।
রাজা পততি তৎ শাপাৎ সর্পো ভূত্বা মহা বনে। ৪৪ ॥

তৎপরে সেই দীন বৎসল মুনিগণ রাজাকে মোহিত ও বিষ্ণুমায়া কর্ত্তৃক বঞ্চিত জ্ঞান করিয়া কৃপা বশে তাহাকে বহন করিতে প্রতিজ্ঞা করিলেন। ৩৯।

অতঃপর তাঁহারা মুক্তা মাণিক্য ভূষিত শিবিকা স্কন্ধে সংস্থাপন করিলে দুর্ব্বুদ্ধি নহুষ রাজা সুবেশ সম্পন্ন ও রত্ন ভূষণে ভূষিত হইয়া সেই শিবিকায় আরোহণ করিলেন। ৪০ ॥

পরে তিনি ঋষিগণের গমনে বিলম্ব দেখিয়া তাঁহাদিগকে তিরস্কার করিলে পথি মধ্যে অগ্রগামী দুর্ব্বাসা ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে এই অভিশাপ প্রদান করিলেন, রে মূঢ় দুর্ব্বুদ্ধে! এক্ষণে তুমি অজগর সর্পরূপী হইয়া নিপতিত হও, পরে ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠিরের দর্শন লাভে তোমার মুক্তি হইবে। ৪১। ৪২ ॥

রাজেন্দ্র! তোমার কর্ম্ম নিষ্ফল হইবে না, শাপ মোচনের পর তুমি রত্ন যানারোহণে বৈকুণ্ঠে গমন করিয়া বৈকুণ্ঠনাথ হরির সেবা করিবে।৪৩॥

এই রূপ শাপ প্রদানের পর মহাভাগ মুনিগণ হাস্য করিয়া যথাস্থানে গমন করিলেন। তখন রাজা নহুষ দুর্ব্বাসার অভিশাপে অজগর সর্প হইয়া মহাবনে নিপতিত হইলেন। ৪৪ ॥

শচী জগাম তৎ শ্রুত্বা গুরুং নত্বামরাবতীং।
যযৌ বৃহস্পতিঃ শীঘ্রং যত্রেন্দ্রঃ পদ্ম তন্তুষু। ৪৫ ॥
গত্বা সরোবরাভ্যাস মাজুহাব সুরেশ্বরং।
অতি প্রসন্ন বদনঃ কৃপয়াচ কৃপানিধিঃ। ৪৬ ॥

বৃহস্পতিরুবাচ।

অয়ি বৎস ত্বমাগচ্ছ ভয়ং কিন্তে ময়ি স্থিতে।
ত্যজ ভীতি যথাগচ্ছ গুরুস্তেহং বৃহস্পতিঃ। ৪৭ ॥
স্বগুরোশ্চ স্বরং শ্রুত্বা মহেন্দ্রো হৃষ্ট মানসঃ।
রূপং বিহায় সূক্ষ্মঞ্চ স্বরূপেণ সমা যযৌ। ৪৮ ॥
পপাত দণ্ডবৎ মূর্দ্ধ্না ভক্ত্যা চরণয়ো গুরোঃ।
তং রুদন্তং মহাভীতং মুদোরসি চকার সঃ। ৪৯ ॥
কারয়িত্বা সোমযাগং প্রায়শ্চিত্তার্থ মেবচ।
রত্ন সিংহাসনে রম্যে বাসয়ামাস তং গুরুং। ৫০ ॥

এ দিকে শচীদেবী এই বৃত্তান্ত শ্রবণে গুরুকে প্রণাম করিয়া অমরাবতীতে গমন করিলেন, বৃহস্পতিও যে সরোবরে পদ্ম তন্তু মধ্যে দেবরাজ বাস করিতেছিলেন সত্বর তথায় গমনার্থ যাত্রা করিলেন। ৪৫।

তৎপরে কৃপানিধি বৃহস্পতি সরোবর তীরে গমন করিয়া অতি প্রসন্ন বদনে সানুগ্রহে দেবরাজকে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন অয়ি বৎস! আমি তোমার গুরু বৃহস্পতি আগমন করিয়াছি, আমি বিদ্যমানে তোমার ভয় নাই, তুমি ভয় পরিত্যাগ করিয়া সত্বর আগমন কর। ৪৬। ৪৭ ॥

তখন দেবরাজ স্বীয় গুরুর স্বর শ্রবণে প্রীতি যুক্ত হইয়া সত্বর সূক্ষ্মরূপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বীয় প্রকৃত রূপে তাঁহার নিকট আগমন করিলেন। ৪৮॥

পরে তিনি পরম ভক্তি যোগে দণ্ডবৎ পতিত হইয়া গুরুর চরণ যুগলে মস্তক বিন্যাস পূর্ব্বক মহা ভয়ে রোদন করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে বৃহস্পতি তাঁহাকে বক্ষঃস্থলে ধারণ করিলেন। পরে সেই সুরগুরু

প্রদদৌ পরমৈশ্বর্য্যং পূর্ব্বস্মাচ্চ চতুর্গুণং।
আগত্য সর্ব্ব দেবাশ্চ চক্রুঃ সেবাং মুদান্বিতাঃ। ৫১ ॥
শচী সংপ্রাপ ভর্ত্তারং মহেন্দ্রং ত্রিদশেশ্বরং।
মন্দিরে পুষ্প তল্পেচ মুমুদে সা মুদান্বিতা। ৫২ ॥
ইত্যেবং কথিতং বৎস মহেন্দ্র দর্প ভঞ্জনং।
শচী সতীত্ব রক্ষাচ কিং ভূয়ঃ শ্রোতু মিচ্ছতি। ৫৩ ॥

নারদ উবাচ।

সোমযাগ বিধানঞ্চ ব্রূহি মাং মুনি সত্তম।
কথন্তং কথয়ামাস গুরুশ্চ কিং ফলং পরং। ৫৪ ॥

নারায়ণ উবাচ।

ব্রহ্মহত্যা প্রশমনং সোমযাগ ফলং মুনে।
বর্ষং সোমলতা পানং যজমানঃ করোতি চ। ৫৫ ॥

প্রায়শ্চিত্তার্থ সোমযাগ করাইয়া তাঁহাকে রমণীয় রত্ন সিংহাসনে উপবেশন করাইলেন। ৪৯। ৫০ ॥

তৎপরে তিনি দেবরাজকে পূর্ব্বাপেক্ষা চতুর্গুণ ঐশ্বর্য্য প্রদান করিলেন সমস্ত দেবগণ পরমানন্দে সমাগত হইয়া তাঁহার উপাসনা করিতে আরম্ভ করিলেন। ৫১ ॥

তখন শচীদেবী স্বীয় ভর্ত্তা ত্রিদশনাথ ইন্দ্রকে প্রাপ্ত হইয়া নিজ মন্দিরে পুষ্প শয্যায় শয়ন পূর্ব্বক তৎসমভিব্যাহারে পরম সুখে বিহার করিতে লাগিলেন। ৫২ ॥

বৎস! এই আমি তোমার নিকট মহেন্দ্রের দর্পভঙ্গ বিবরণ ও শচীর সতীত্ব রক্ষার বিষয় বর্ণন করিলাম, এক্ষণে অন্য যাহা শ্রবণ করিতে বাসনা হয় ব্যক্ত কর। ৫৩ ॥

নারদ কহিলেন, মুনিবর! সোমযাগের বিধান কি রূপ, বৃহস্পতি দেবরাজের নিকট কি রূপে সেই সোমযাগের কি প্রকার ফল বর্ণন করিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে,

বর্ষমেকং ফলং ভুংক্তে বর্ষমেকং জলং মুদা।
ত্রৈবার্ষিক ব্রত মিদং সর্ব্ব পাপ প্রণাশনং। ৫৬॥
যস্য ত্রৈবার্ষিকং ধান্যং নিহিতং ভৃত্য বৃদ্ধয়ে।
অধিকং বাপি বিদ্যেত সাশক্তং যাতু মহর্তি। ৫৭॥
মহারাজশ্চ দেবো বা যাগং কর্ত্তু মলং মুনে।
ন সর্ব্ব সাধ্যো যাগোয়ং বহ্বর্থো বহু দক্ষিণঃ। ৫৮॥
ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ সম্বাদে শ্রীকৃষ্ণ জন্মখণ্ডে মহেন্দ্র দর্পভঙ্গ প্রকরণে শক্র মোক্ষ কথনং নাম ষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ।

অতএব আপনি তাহা আমার নিকট বিশেষরূপে কীর্ত্তন করুন। ৫৪॥

নারায়ণ ঋষি কহিলেন, দেবর্ষে! সোমযাগে ব্রহ্মহত্যা পাপের শান্তি হয়, যজমান প্রীতমনে এক বর্ষ সোমলতা পান, এক বর্ষ ফল ভোজন ও এক বর্ষ জল পান করে। এই নিয়মে ত্রৈবার্ষিক সোমযাগ করিলে সমস্ত পাপের ধ্বংস হয়। ৫৫। ৫৬॥

যে যে ব্যক্তির ভৃত্য বৃদ্ধির জন্য ত্রৈবার্ষিক বা ততোধিক ধান্য সংস্থান থাকে, সেই সেই ব্যক্তিই এই সোমযাগ করিতে সক্ষম হয়। ৫৭॥

দেবতা অথবা মহারাজা এই যজ্ঞ করিতে সমর্থ, কারণ ইহাতে বহু অর্থ ও বহু দক্ষিণার প্রয়োজন, সুতরাং সর্ব্ব লোকে এই যাগ করিতে সমর্থ হয় না। ৫৮॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ সম্বাদে শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে মহেন্দ্র দর্পভঙ্গ প্রকরণে শক্র মোক্ষ কথন নাম ষষ্টিতম অধ্যায় সংপূর্ণ।

—০—

একষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

নারায়ণ উবাচ।

ইতি তে কথিতং কিঞ্চিদিন্দ্রস্য দর্পভঞ্জনং।
অপরং শ্রূয়তাং ব্রহ্মন্ সাবধানং নিগূঢ়কং। ১ ॥
সমুদ্র মথনং কৃত্বা পীত্বামৃতরসং পুরা।
নির্জ্জিত্য দৈত্য সংঘাংশ্চ বহু দর্পো বভূবহ। ২ ॥
তদা কৃষ্ণো বলি দ্বারা শক্র দর্পং বভঞ্জহ।
ভ্রষ্ট শ্রিয়ো বভূবুস্তে দেবাঃ শক্র পুরোগমাঃ। ৩ ॥
তদা বৃহস্পতেঃ স্তোত্রাদদিতেশ্চ ব্রতে নচ।
জাতশ্চ স্বাংশ কলয়াপ্যদিত্যাং বামনো বিভুঃ। ৪ ॥
যাচ্ঞাং কৃত্বা বলিং রাজ্যং তং দদৌ চ কৃপানিধিঃ।
পুনঃ শ্রীদুর্ম্মদঃ সোপি জহার গৌতম প্রিয়াং। ৫ ॥

নারায়ণ ঋষি কহিলেন, দেবর্ষে! এই আমি দেবেন্দ্রের দর্পভঙ্গ বিষয় তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে অন্য গূঢ় বিষয় কহিতেছি, সাবধানে শ্রবণ কর। ১ ॥

পূর্ব্বে দেবরাজ সমুদ্র মন্থন ও অমৃতরস পান করিয়া দৈত্যগণকে পরাজয় পূর্ব্বক অতি দর্পযুক্ত হইয়াছিলেন। ২ ॥

তখন শ্রীকৃষ্ণ বলি দ্বারা দেবরাজের দর্পভঙ্গ করিলে ইন্দ্রাদি দেবগণ শ্রীভ্রষ্ট হইলেন। ৩ ॥

পরে ভগবান্ হরি বৃহস্পতির স্তোত্রে ও অদিতির ব্রতে তুষ্ট হইয়া স্বীয় অংশে অদিতিতে বামন রূপে সমুৎপন্ন হন। ৪ ॥

তখন দয়াময় হরি ছল ক্রমে বলির নিকট হইতে রাজ্য গ্রহণ করিয়া দেবরাজকে অর্পণ করিলে দেবেন্দ্র পুনর্ব্বার ঐশ্বর্য্য মদে মত্ত হইয়া গৌতম প্রিয়া অহল্যাকে হরণ করেন। ৫ ॥

তদা গৌতম শাপেন ভগাঙ্গশ্চ বভূব সঃ।
সংপ্রাপ যাতনামিন্দ্রঃ স্বাঙ্গ বেদনয়া পুরা। ৬॥
উচ্চৈ র্জ্জহাস তং দৃষ্ট্বা ঋষয়ো মুনয় স্তথা।
দেবাঃ সলজ্জিতাঃ সর্ব্বে মৃত তুল্যো বৃহস্পতিঃ। ৭॥
তদা সহস্র বর্ষঞ্চ তপস্তপ্ত্বা রবেঃ পুরা।
রবে র্ব্বরেণ শক্রশ্চ সহস্রাক্ষো বভূবহ। ৮॥
কলঙ্ক রূপ মিন্দ্রস্য তচ্চক্ষু র্নিকরং পরং।
যথা চন্দ্রে কলঙ্কশ্চ তারকা হরণাদঘাৎ। ৯।

নারদ উবাচ।

ব্রহ্মন্ কেন প্রকারেণ জহার গৌতম প্রিয়াং।
মহা সতী মহল্যাঞ্চ পূজ্যাং ভুবন পাবনীং। ১০।
শ্রদ্ধা মায়াং মহা ভাগাং নির্ম্মলাং কমলা কলাং।
এতদ্বেদিতু মিচ্ছামি বদ বেদ বিদাম্বর। ১১।

সেই সময়ে গৌতম শাপে তাঁহাকে ভগাঙ্গ হইয়া স্বীয় অঙ্গ বেদনায় বিষম যাতনা ভোগ করিতে হয়। ৬॥

তখন ঋষি ও মুনিগণ তাঁহাকে দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করেন, এবং দেবগণ লজ্জিত ও বৃহস্পতি মৃতকল্প হন। ৭॥

তৎপরে সেই দেবরাজ সহস্র বর্ষ সূর্য্যদেবের উপাস্যা করিয়া সূর্য্যবরে সহস্রাক্ষ হইয়াছিলেন। ৮॥

গুরু পত্নী তারার হরণে চন্দ্রের যেমন কলঙ্ক রেখা সমুৎপন্ন হয়, তদ্রূপ দেবরাজ ইন্দ্রেরও সেই সহস্র নেত্র তখন কলঙ্ক চিহ্ন রূপে প্রতিভাত হইতে লাগিল। ৯॥

নারদ কহিলেন, ভগবন্! গৌতম প্রিয়া মহাভাগা অহল্যা সতী ভুবন পাবনী পূজ্যা শ্রদ্ধা ও মায়া স্বরূপা পরিশুদ্ধা কমলার অংশজাতা বলিয়া নির্দ্দিষ্টা আছেন, দেবরাজ কি রূপে তাহাকে হরণ করিলেন, এই বিষয় শ্রবণ করিতে আমার বাসনা হইতেছে, আপনি বেদ বিদ্‌গণের

নারায়ণ উবাচ।

পুষ্করে তীর্থ যাত্রায়াং সূর্য্য পর্ব্বণি নারদ।
তত্রাগত্য মহল্যাঞ্চ দদর্শ পাক শাসনঃ। ১২।
সস্মিতাং সুদতীং শান্তাং পীন শ্রোণি পয়োধরাং।
মূর্চ্ছামাপ মহেন্দ্রশ্চ দৃষ্টি মাত্রেণ তৎক্ষণং। ১৩।
তথা পরদিনে তাঞ্চ দৃষ্ট্বা মন্দাকিনী তটে।
একাকিনীং সস্মিতাঞ্চ স্নান্তীং নগ্নাং সলজ্জিতাং। ১৪।
দৃষ্ট্বা শ্রোণীং স্তনযুগ মতীব বিপুলং হরিঃ।
মূর্চ্ছা মবাপ কামার্ত্তো জহার চেতনাং পুনঃ। ১৫।
ক্ষণেন চেতনাং প্রাপ্য গত্বা কামী তদন্তিকং।
উবাচ শ্লক্ষ্ণয়া বাচা বিনয়েন পতিব্রতাং। ১৬।

মহেন্দ্র উবাচ।

অহো গুণ মহো রূপ মহো কিং বা নবং বয়ঃ।
অহো কিম্বা মুখশ্রীস্তে শরচ্চন্দ্র বিনিন্দিতা। ১৭।

অগ্রগণ্য, অতএব আপনি কৃপা করিয়া তাহা আমার নিকট বিশেষরূপে কীর্ত্তন করুন। ১০। ১১॥

নারায়ণ ঋষি কহিলেন পূর্ব্বে গৌতম পত্নী অহল্যা সূর্য্য পর্ব্বোপলক্ষে পুষ্কর তীর্থে গমন করিয়াছিলেন। সেই সময়ে তিনি পাকশাসনের নয়ন পথে নিপতিত হন। ১২॥

তখন মহেন্দ্র, পীন শ্রোণি পয়োধরা সহাস্যবদনা সুদশনা শান্তা অহল্যাকে দর্শন মাত্র মূর্চ্ছাপন্ন হইলেন। ১৩॥

আবার পর দিনে যখন অহল্যা মন্দাকিনীতে নগ্না হইয়া সহাস্য বদনে ও সলজ্জভাবে একাকিনী স্নান করেন, তৎকালেও তিনি দেবরাজের নয়ন পথে পতিতা হন। ১৪॥

তখন দেবরাজ অহল্যার অপূর্ব্ব শ্রোণিদেশ ও অতীব বিপুল স্তনযুগল দর্শনে কামার্ত্ত হইয়া পুনর্ব্বার বিচেতন ও মূর্চ্ছাপন্ন হইলেন। ১৫॥

অহো কটাক্ষং কুটিলং পুংসাং চিত্ত বিকর্ষণং।
কিমহো লোচনং পদ্ম প্রভামোচন মীপ্সিতং। ১৮।
গমনং রমণীয়ন্তে গজ খঞ্জন গঞ্জনং।
অহো বাক্যং সুমধুরং পীযূষাদপি দুর্ল্লভং। ১৯।
কি মহো বিপুল শ্রোণীং কামাধারাং মনোহরাং।
কামদাং কামুকায়ৈব মুনি মানস মোহিনীং।
অতীব কঠিনাং পীনাং রম্ভা স্তম্ভ বিড়ম্বিতাং। ২০।
অহো নিতম্ব যুগলং বর্ত্তুলং চন্দ্র বিম্ব বৎ। ২১।
শ্রীযুক্তং শ্রীফল যুগ তুল্যং তে স্তন যুগ্মকং।
অত্যুন্নতং সুকঠিনং ত্রৈলোক্য চিত্ত মোহনং। ২২।
অহো কিম্বা তপস্তেপে গৌতমশ্চ তপোধনঃ।
সংপ্রাপ তৎ ফলেনৈব সুন্দরীং সুন্দরী বরাং। ২৩।

পরক্ষণে সেই কামার্ত্ত ইন্দ্র চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়া সেই পতিব্রতা অহল্যার নিকট গমন পূর্ব্বক সবিনয়ে মধুর বাক্যে কহিলেন সুন্দরি! তোমার কি নবীন বয়ঃক্রম কি মনোহর রূপ গুণ এবং কি শরৎ সুধাকর বিনিন্দিত সুখশ্রী দর্শন করিলাম। ১৬। ১৭॥

শোভনে! তোমার কুটিল কটাক্ষ মাত্রেই পুরুষগণের চিত্ত আকর্ষণ এবং তোমার লোচন যুগল কমল প্রভাকেও তিরস্কার করিতেছে। ১৮॥

তোমার রমণীয় গতি গজেন্দ্র ও খঞ্জনের গতিকেও হীন করিয়াছে, অহো! তোমার বাক্য, পীযূষ অপেক্ষাও দুর্ল্লভ ও সুমধুর। ১৯॥

সুন্দরি! তোমার অতীব কঠিনা রম্ভা স্তম্ভ বিনিন্দিতা মনোহর বিপুল শ্রোণী কামের আধার স্বরূপ, ইহার দর্শন মাত্র মুনিজনের মনও মোহিত হয় এবং ইহা দর্শন করিলে কামুকের কাম উদ্রিক্ত হইয়া উঠে। ২০।

অহো! তোমার নিতম্ব যুগল চন্দ্রবিম্ববৎ বর্ত্তুল। আর তোমার শ্রীফল যুগ তুল্য অত্যুন্নত সুকঠিন স্তন যুগল ত্রৈলোক্য চিত্ত মোহন হইয়া পরম শোভা বিস্তার করিতেছে। ২১। ২২॥

নিষেব্য প্রকৃতিং দুর্গাং বিষ্ণুমায়াং সনাতনীং।
লক্ষ্মীঞ্চ লক্ষ্মী সদৃশী মীদৃশীং প্রাপ পদ্মিনীং। ২৪ ॥
সুকোমলাং সুবলনাং নলনীং নলিনাননাং।
শুদ্ধাঞ্চ সুদতী শ্যামাং নগ্নে বিপরি মণ্ডলাং। ২৫ ॥
ত্বং পালনঞ্চ জানাতি কাম শাস্ত্র বিশারদঃ।
কামো বা কামুকশ্চন্দ্রঃ বিম্বা জানাতি গৌতমঃ। ২৬ ॥
মাং প্রশংসন্তি নিত্যং মে কাম শাস্ত্র বিচক্ষণাঃ।
উর্ব্বশ্যাদ্যাশ্চাপ্সরসো মাং প্রশংসন্তি সন্ততং। ২৭ ॥
দাসীং কৃত্বাচ দাস্যামি শচীং তুভ্যং বরাননে।
ত্রৈলোক্য লক্ষ্মীং বিপুলা গ্রহাণ ত্যজ গৌতমং। ২৮ ॥
অনভিজ্ঞং কাম শাস্ত্রে দুর্ব্বলঞ্চ তপস্বিনং।
অরাগহার্য্যং নিষ্কামং নারায়ণ পরায়ণং। ২৯ ॥

শোভনে! তোমার তুল্য পরম রূপবতী নারী দৃষ্টিগোচর হয় না। তপোধন গৌতম না জানি কি কঠোর তপস্যা করিয়া তোমাকে ভার্য্যা রূপে লাভ করিয়াছেন। ২৩ ॥

তুমি অতি কোমলাঙ্গী ন্যগ্রোধবৎ পরিমণ্ডিতা সুবদনী কমলাননা পরিশুদ্ধা পদ্মিনী, তোমার বর্ণ শ্যাম ও দশন পংক্তি অতি মনোহর। মহর্ষি গৌতম নিশ্চয় পরম প্রকৃতি বিষ্ণুমায়া সনাতনী দুর্গা ও কমলা দেবীর আরাধনা করিয়া তোমাকে প্রাপ্ত হইয়াছেন। ২৪। ২৫ ॥

সুন্দরি! তোমাকে কিরূপে পালন করিতে হয় কাম শাস্ত্র বিশারদ কামদেব বা কামুক চন্দ্র তাহা পরিজ্ঞাত আছেন, তপস্বী গৌতম তাহা কি জানিবেন। ২৬ ॥

কামশাস্ত্রে সুনিপুণ ব্যক্তিগণ এবং উর্ব্বশী প্রভৃতি অপ্সরোগণ রতি শাস্ত্রে দক্ষতা বিষয়ে নিরন্তর আমারই প্রশংসা করিয়া থাকে। ২৭ ॥

বরাননে! আমি শচীকে তোমার দাসীত্বে নিযোজিতা করিব, তুমি কামশাস্ত্রে অনভিজ্ঞ, অনুরাগের অযোগ্য নারায়ণ পরায়ণ নিষ্কাম তাপস

অবিদগ্ধো বিধাতাচ যোজনা বিষয়ে ক্ষমঃ।
ঈদৃশীং কামুকীং রম্যাং দদাতিচ তপস্বিনে। ৩০ ॥
ইত্যুক্তা কামুকঃ শক্রঃ পপাত চরণে মুদা।
তমুবাচ মহা সাধ্বী বেদোক্তঞ্চ যথোচিতং। ৩১ ॥

অহল্যোবাচ।

অভাগ্যাদ্ব্রহ্মণশ্চাপি মরীচেশ্চ তপস্বিনঃ।
অভাগ্যাৎ কশ্যপস্যাপি ত্বং পুত্রঃ পাপ নাশনঃ। ৩২ ॥
কিন্তু জপেন মনসা মৌনেনচ ব্রতেনচ।
সুরার্চ্চনেন তীর্থেন স্ত্রীভি র্যস্য মনোহৃতং। ৩৩ ॥
স্ত্রীরূপং নির্ম্মিতং সৃষ্টৌ মোহায় কামিনাং মনঃ।
অন্যথা নভবেৎ সৃষ্টিঃ স্রষ্টা তেনেশ্বরাজ্ঞয়া। ৩৪ ॥

গৌতমকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমাকে ভজনা করিয়া বিপুল ত্রৈলোক্যের শ্রী লাভ কর। ২৮। ২৯ ॥

স্ত্রী পুরুষ সংযোজন বিষয়ে সক্ষম বিধাতা কি অরসিক? ঈদৃশী পরম সুন্দরী কামুকী কামিনীকে তপস্বি করে অর্পণ করিয়াছেন। ৩০ ॥

এই বলিয়া কামুক ইন্দ্র প্রফুল্লবদনে অহল্যার চরণে পতিত হইলেন। তখন মহা সাধ্বী অহল্যা যথোচিত বেদবিহিত বাক্যে তাঁহাকে উপদেশ প্রদান করিয়া কহিলেন দেবেন্দ্র! তুমি মহর্ষি কশ্যপের কুসন্তান, তোমার দ্বারাই ব্রহ্মা মরীচি ও কশ্যপ এই পুরুষ ত্রয়ের অভাগ্য প্রকাশিত হইয়াছে। ৩১। ৩২ ॥

হে ইন্দ্র! যখন নারীগন কর্ত্তৃক তোমার মন অপহৃত হয়, তখন তোমার মানসিক জপ, মৌনব্রত, দেবার্চ্চনা ও তীর্থ সেবা সমস্তই বিফল হয় সন্দেহ নাই। ৩৩ ॥

বিধাতা সৃষ্টিকালে কামিগণের চিত্ত মোহিত করিবার জন্যই কামিনী রূপের সৃষ্টি করিয়াছেন, ঈশ্বরাজ্ঞাক্রমে সমস্ত বস্তু সৃষ্ট হইয়াছে, তাঁহার সৃষ্টি সম্বন্ধে কোন বিষয়েরই অন্যথা হইবার নহে। ৩৪ ॥

সর্ব্ব মায়া করণ্ডশ্চ ধর্ম্ম মার্গোর্গলং নৃণাং।
ব্যবধানঞ্চ তপসাং দোষাণামাশ্রয়ং পরং। ৩৫ ॥
কর্ম্ম বন্ধ নিবন্ধানাং নিগূঢ়ং কঠিনং স্মৃত।
প্রদীপ রূপং কীটানাং মীনানাং বড়িশং যথা। ৩৬ ॥
বিষকুম্ভং দুগ্ধ মুখ মারম্ভে মধুরোপমং।
পরিণামে দুঃখ বীজং সোপানং নরকস্যচ। ৩৭ ॥
ঋষয়ঃ সনকাদ্যাশ্চ নোদ্বাহং চক্রুরীপ্সিতং।
পর স্ত্রীষু মনোযেষাং তেষাং সর্ব্বঞ্চ নিষ্ফলং। ৩৮ ॥
পরস্ত্রী সেবনং শক্র ইহৈবাহ্যযশস্করং।
পরত্র নরকং ঘোরং দদাতি কামুকায়চ। ৩৯ ॥
ইত্যুক্তাচ মহা সাধ্বী বিহায়েন্দ্রঞ্চ কামুকং।
প্রযযৌ স্বগৃহং তূর্ণং গৃহিণী গৌতমস্যচ। ৪০ ॥

নারীরূপ সর্ব্ব মায়ার করণ্ড, মানবগণের ধর্ম্মমার্গের অর্গল, তপস্যার বিঘ্নকর অশেষ দোষের আকর, ও কর্ম্মবন্ধ নিবদ্ধ পুরুষগণের কঠিন নিগড় স্বরূপ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। ৩৫ ॥

উহা পয়োমুখ বিষকুম্ভ স্বরূপ, আপাতত উহা মধুর জ্ঞান হয় বটে কিন্তু পরিণামে বিষম দুঃখের বীজ স্বরূপ হইয়া বিষময় ফল উৎপাদন করে, কীটগণ যেমন সুখ ভ্রমে প্রজ্বলিত দীপে পতিত হয় এবং মীনগণ যেমন পিশিত লোভে বড়শি গ্রাস করে, তদ্রূপ অজ্ঞানান্ধ জনগণ আত্ম বিনাশার্থ সেই নরকের সোপান স্বরূপ নারীরূপে আসক্ত হইয়া থাকে। ৩৬। ৩৭ ॥

সনকাদি ঋষিগণ এই জন্য দার পরিগ্রহের বাসনা একেবারে পরিত্যাগ করিয়াছেন, যাহাদিগের মন পরস্ত্রীতে রত হয়, তাহাদিগের ধর্ম্ম কর্ম্ম সমস্তই নিষ্ফল। ৩৮ ॥

পরস্ত্রী সেবা ইহলোকে অযশস্কর হয় এবং লোকান্তরে কামুককে নিরয়ে নীত করিয়া থাকে। ৩৯ ॥

তৎ সর্ব্বং কথয়ামাস গৌতমায় তপস্বিনে।
তস্থৌ প্রহস্য স মুনি র্ম্মহেন্দ্রঞ্চ বিচিন্ত্যচ। ৪১ ॥
একদা গৌতমঃ শীঘ্রং জগাম শঙ্করালয়ং।
শক্র গৌতম রূপেণ তাং সম্ভোগঞ্চকার সঃ। ৪২ ॥
সর্ব্বং জ্ঞাত্বাচ সর্ব্বজ্ঞো মন্দির দ্বার মাযযৌ।
নির্গচ্ছন্তং মহেন্দ্রঞ্চ দদর্শ মুনি পুঙ্গবঃ। ৪৩ ॥
নগ্না মহল্যাং রহসি পীন শ্রোণী পয়োধরাং।
মুনিঃ শশাপ শক্রঞ্চ ভগাঙ্গশ্চ ভবেতিচ। ৪৪।
কোপাৎ শশাপ পত্নীঞ্চ রুদন্তীং ভয় বিহ্বলাং।
ত্বঞ্চ পাষাণ রূপাচ মহারণ্যে ভবেতিচ। ৪৫।
যযৌচ স্বগৃহং শক্রো লজ্জৈকতান মানসঃ।

গৌতম গৃহিণী মহা সাধ্বী অহল্যা এই বলিয়া কামুক ইন্দ্রকে অতিক্রম করিয়া সত্বর স্বীয় ভবনে গমন করিলেন। ৪০ ॥

পরে তিনি মহর্ষি গৌতম নিকটে ঐ সমস্ত বিষয় নিবেদন করিলে তিনি দেবরাজের চরিত্র চিন্তা করিয়া সহাস্য বদনে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ৪১ ॥

অতঃপর একদা মহর্ষি গৌতম শঙ্করালয়ে গমন করিলে দেবরাজ গৌতম রূপে সমাগত হইয়া অহল্যাকে সম্ভোগ করিলেন। ৪২ ॥

ঐ সময়ে সর্ব্বজ্ঞ মুনিবর গৌতম তপোবলে সমস্ত পরিজ্ঞাত হইয়া স্বীয় আশ্রমদ্বারে উপনীত হইয়া দেখিলেন ইন্দ্র কৃতকার্য্য হইয়া বিনির্গত হইতেছেন এবং পৃথু নিতম্বিনী উন্নত স্তনী অহল্যা বিজনে নগ্নাবস্থায় অবস্থিতা রহিয়াছেন। এই ব্যাপার দর্শনে মুনিবর গৌতম ক্রোধবশে ইন্দ্রকে এইরূপ শাপ প্রদান করিলেন, রে যোনি লম্পট! দুষ্টাত্মন্! এক্ষণে তোমার সর্ব্বাঙ্গে যোনি চিহ্ন হউক। এইরূপ শাপ প্রদানের পর তিনি রোরুদ্যমানা ভয় বিহ্বলা অহল্যাকেও এইরূপ শাপ দিলেন, দুষ্টে! তুমি এই মহারণ্যে পাষাণী হইয়া অবস্থান কর। ৪৩। ৪৪। ৪৫।

উবাচ মধুরং ভীতা স্বামিনং শোককর্ষিতং। ৪৬।

অহল্যোবাচ।

মাঞ্চ দাসীঞ্চ নির্দ্দোষাং কথং ত্যজসি ধার্ম্মিক।
ত্বঞ্চ বেদ বিদাং শ্রেষ্ঠো বিচারং কুরু ধর্ম্মতঃ। ৪৭।

গৌতম উবাচ।

ত্বাং জানামি মনঃ শুদ্ধাং সুব্রতাঞ্চ পতিব্রতাং।
ত্যক্ষ্যামিচ তথাপি ত্বাং পর বীর্য্যঞ্চ বিভ্রতীং। ৪৮ ॥
পর ভোগ্যাচ যা কান্তা সাশুদ্ধা সর্ব্ব কর্ম্মসু।
তাং যোগচ্ছেন্মহামূঢ়ো নরকং তস্য কল্পকং। ৪৯ ॥
অন্নং বিষ্ঠা জলং মূত্রং পর ভোগ্যাশ্চ নিশ্চিতং।
উপস্পর্শেন তস্যাশ্চ হন্তি পুণ্যং পুরাকৃতং। ৫০ ॥
অনিচ্ছয়াচ শৃঙ্গারে ন স্ত্রী জারেণ দুষ্যতি।
দুষ্টা স্ত্রী নিশ্চিতং সাধ্বি স্বেচ্ছা শৃঙ্গার কর্ম্মণি। ৫১ ॥

তখন ইন্দ্র নিতান্ত লজ্জিত হইয়া স্বীয় ভবনে গমন করিলে অহল্যা মধুর বাক্যে শোক কর্ষিত পতিকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, নাথ! আমি নিরপরাধিনী, বিনা অপরাধে আমাকে কি জন্য পরিত্যাগ করেন, আপনি ধার্ম্মিক ও বেদবিজ্ঞগণের অগ্রগণ্য, এক্ষণে আপনি ধর্ম্মত বিচার করুন। ৪৬। ৪৭॥

গৌতম অহল্যার এই বাক্য শ্রবণে কহিলেন অহল্যে! তুমি যে পতিব্রতা সুব্রতা ও মনঃশুদ্ধা, তাহা আমার অবিদিত নাই, তথাপি পর বীর্য্য ধারিণী বলিয়া তোমাকে পরিত্যাগ করিলাম। ৪৮॥

যে নারী পর পুরুষ ভোগ্যা, সে সকল কর্ম্মে অযোগ্যা হয়, যে মহামূঢ় ব্যক্তি তাহাতে গমন করে, এক কল্পে তাহাকে নরকে বাস করিতে হয়। ৪৯॥

পরভোগ্যা নারীর সংস্পৃষ্ট অন্ন বিষ্ঠা ও জল মূত্র স্বরূপ সংশয় নাই, তাহাকে স্পর্শ করিলে পূর্ব্ব পুণ্য বিনষ্ট হইয়া থাকে। ৫০॥

ত্বং শক্রং স্বামিনং মত্বা সুখং ভুক্তা রতিং গৃহে।
পশ্চাদ্বভূব তে জ্ঞানং মাং দৃষ্ট্বাচ নিশাময়। ৫২ ॥
গচ্ছ গচ্ছ মহারণ্যং ভব পাষণ রূপিণী।
রাম পাদাঙ্গুলি স্পর্শাৎ সদ্যঃ পূতা ভবিষ্যসি। ৫৩ ॥
মাং সংপ্রাপ্সসি তৎ পুণ্যাৎ পুনরেবাগমিষ্যসি।
গচ্ছ কান্তে মহারণ্য মিত্যুক্ত্বা তপসে যযৌ। ৫৪ ॥
ইত্যেবং কথিতং সর্ব্বং মহেন্দ্র দর্প ভঞ্জনং।
পুনঃ সংপ্রাপ লক্ষ্মীঞ্চ বিভোশ্চ কৃপয়া মুনে। ৫৫ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ সম্বাদে শ্রীকৃষ্ণ জন্মখণ্ডে চৈকষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

সতি! শৃঙ্গারে অনিচ্ছা সত্ত্বেও নারী উপপতি সংসর্গে দুষিতা হয়। আর স্বেচ্ছাক্রমে যে নারী উপপতির সহিত শৃঙ্গার করে, সে নিশ্চয়ই দুষিতা হইয়া থাকে। ৫১ ॥

তুমি ইন্দ্রকে পতি জ্ঞানে তাহার সহিত সুখ সম্ভোগে রতিক্রীড়া করিয়াছিলে পশ্চাৎ আমাকে দেখিয়া তোমার জ্ঞান লাভ হয়। ৫২ ॥

অহল্যা! তুমি শীঘ্র মহারণ্যে গমন পূর্ব্বক পাষাণ রূপিণী হইয়া অবস্থান কর। পরে শ্রীরামের চরণাঙ্গুলি স্পর্শে তুমি সদ্যঃ পূতা হইবে। ৫৩ ॥

কান্তে! সেই রাম দর্শন পুণ্যে পবিত্রা হইয়া পুনরাগমন পূর্ব্বক আমাকে প্রাপ্ত হইবে। এক্ষণে তুমি মহারণ্যে গমন কর। এই বলিয়া তিনি তপস্যার্থ যাত্রা করিলেন। ৫৪ ॥

নারদ! এই তোমার নিকট মহেন্দ্রের দর্প ভঙ্গ বৃত্তান্ত বর্ণিত হইল এবং তিনি যে রূপে গুরুর কৃপায় পুনর্ব্বার লক্ষ্মীকে লাভ করিয়াছিলেন তাহাও আমি তোমার নিকট বর্ণন করিলাম। ৫৫ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ সম্বাদে শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে এক ষষ্টিতম অধ্যায় সম্পূর্ণ।

দ্বিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ

নারদ উবাচ।

ব্রহ্মন্ কেন প্রকারেণ রামো দাশরথি স্বয়ং।
চকার মোক্ষণং কুত্র যুগে গৌতম যোষিতঃ ঃ ১ ॥
রামাবতার সুখদং সমাসেন মনোহরং।
কথয়স্ব মহাভাগ শ্রোতুং কৌতূহলং মম। ২ ॥

নারায়ণ উবাচ।

ব্রহ্মণা প্রার্থিতো বিষ্ণুর্জ্জাতো দাশরথি গৃহে।
কৌশল্যায়াঞ্চ ভগবান্ ত্রেতায়াঞ্চ মুদান্বিতঃ। ৩ ॥
কৈকেয্যাং ভরতশ্চৈব রাম তুল্যো গুণেনচ।
লক্ষ্মণশ্চাপি শত্রুঘ্নঃ সুমিত্রায়াং গুণার্ণবঃ। ৪ ॥
বিশ্বামিত্র প্রেষিতশ্চ শ্রীরামশ্চ সলক্ষ্মণঃ।
প্রযযৌ মিথিলাং রম্যাং সীতা গ্রহণ হেতবে। ৫ ॥

নারদ কহিলেন, ভগবন্! কোন্ যুগে শ্রীরাম রাজাদশরথের গৃহে অবতীর্ণ হইয়া কি প্রকারে গৌতম পত্নীকে মুক্ত করিয়াছিলেন, সেই মনোহর সুখপ্রদ রামাবতার কথা শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত কৌতূহল উপস্থিত হইতেছে, অতএব আপনি তাহা সংক্ষেপে আমার নিকট কীর্ত্তন করুন। ১।২॥

নারায়ণ ঋষি কহিলেন, হে নারদ! পূর্ব্বে ত্রেতাযুগে ভগবান্ বিষ্ণু ব্রহ্মা কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া প্রীতমনে অযোধ্যাধিপতি রাজা দশরথের গৃহে কৌশল্যা গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ৩॥

তৎকালে কৈকেয়ীর গর্ভে রামতুল্য গুণবান্ ভরত এবং সুমিত্রার গর্ভে গুণার্ণব লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন সমুৎপন্ন হন। ৪॥

পরে শ্রীরাম মহর্ষি বিশ্বামিত্রের উপদেশানুসারে লক্ষ্মণের সহিত সীতার পাণিগ্রহণার্থ রমণীয়া মিথিলা নগরীতে গমন করেন। ৫॥

দৃষ্ট্বা পাষাণ রূপাঞ্চ রামো বর্ত্মনি কামিনীং।
পপ্রচ্ছ বিশ্বামিত্রঞ্চ কারণং জগদীশ্বরঃ। ৬ ॥
রামস্য বচনং শ্রুত্বা বিশ্বামিত্রো মহাতপাঃ।
উবাচ তত্র ধর্ম্মিষ্ঠো রহস্যং সর্ব্ব মেবচ। ৭ ॥
কারণং তন্মুখাৎ শ্রুত্বা রামো ভুবন পাবনঃ।
স্পর্শশ্চ পাদাঙ্গুলিনা সা বভূব চ পদ্মিনী। ৮ ॥
সা রাম মাশিষং কৃত্বা প্রযযৌ ভর্ত্তৃ মন্দিরং।
শুভাশিষং বরং তস্মৈ ভার্য্যাং সংপ্রাপ গৌতমঃ। ৯ ॥
রামশ্চ মিথিলাং গত্বা ধনুর্ভঙ্গং শিবস্যচ।
চকার পাণি গ্রহণং সীতায়াশ্চৈব নারদ। ১০ ॥
কৃত্বা বিবাহং রাজেন্দ্রো ভৃগু দর্পং নিহত্যচ।
অযোধ্যাং প্রযযৌ রম্যাং ক্রীড়া কৌতুক মঙ্গলৈঃ। ১১ ॥

মিথিলা গমন কালে সেই জগদীশ্বর রাম পথি মধ্যে এক পাষাণময়ী কামিনীকে দর্শন করিয়া বিশ্বামিত্রের নিকট তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। ৬ ॥

তখন ধার্ম্মিক বর মহাতপা বিশ্বামিত্র শ্রীরামের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া অহল্যার পাষাণত্ব প্রাপ্তির গূঢ় কারণ সমুদায় তাঁহার নিকট বর্ণন করিলেন। ৭ ॥

ভুবন পাবন রাম, গুরু বিশ্বামিত্রের মুখে সমস্ত শ্রবণ করিয়া যেমন সেই পাষাণে পাদাঙ্গুলি স্পর্শ করিলেন অমনি অহল্যা গৌতমের অভিশাপ হইতে মুক্তি লাভ পূর্ব্বক পদ্মিনী কামিনী হইয়া সমুত্থিতা হইলেন। ৮ ॥

তখন ভর্ত্তৃ মন্দিরে গমন করিলে মহর্ষি গৌতমও রামের প্রতি শুভ আশীর্ব্বাদ প্রয়োগ পূর্ব্বক ভার্য্যাকে গ্রহণ করিলেন। ৯ ॥

অহল্যার শাপ মোচনের পর রাম মিথিলায় গমন পূর্ব্বক হর ধনুর্ভঙ্গ করিয়া জানকীর পাণি গ্রহণ করিলেন। ১০ ॥

রাজপুত্রং নৃপং কর্ত্তুমিয়েষ সতু সাদরং।
সপ্ত তীর্থোদকং পূর্ণ মানীয় মুনি পুঙ্গবান্। ১২ ॥
কৃতাধিবাসং শ্রীরামং সর্ব্ব মঙ্গল সংযুতং।
দৃষ্টা ভরত মাতাচ কৈকেয়ী শোক বিহ্বলা। ১৩ ॥
বরয়ামাস রাজানং সর্ব্ব মঙ্গীকৃতং বরং।
রামস্য বনবাসঞ্চ রাজত্বং ভরতস্যচ। ১৪ ॥
বরং দত্তে মহারাজে নিমেষাৎ শোক মোহিত।
ধর্ম্ম সত্য ভয়ে নৈব রামোবাচ নৃপং সুধীঃ। ১৫ ॥

রাম উবাচ।

তড়াগ শত দানেন যৎ ফলং লভতে নরঃ।
ততোধিকঞ্চ লভতে বাপী দানেন নিশ্চিতং। ১৬ ॥

সীতার পাণি গ্রহণের পর তিনি ভার্গব পরশুরামের দর্প চুর্ণ করিয়া রমণীয় অযোধ্যা পুরীতে সমাগত হইলেন, তাঁহার আগমন কালে নানা ক্রীড়া কৌতুক ও মঙ্গলাচরণ হইতে লাগিল। ১১।

তৎপরে রাজা দশরথ সর্ব্ব গুণাকর জ্যেষ্ঠপুত্র রামকে রাজ্যাভিষেকের বাসনা করিয়া সপ্ত তীর্থের জল আনয়ন পূর্ব্বক মহর্ষিগণকে সভায় সমানীত করিলেন। ১২ ॥

অভিষেকের পূর্ব্ব দিনে রামের অধিবাস ও মাঙ্গলিক বিধি সমুদায় সমাহিত হইতে লাগিল, তদ্দর্শনে ভরত মাতা কৈকেয়ী শোক বিহ্বলা হইয়া রাজা দশরথের নিকট পূর্ব্ব স্বীকৃত বর প্রার্থনা করাতে তিনি বর দানে অঙ্গীকার করিলেন। তখন কৈকেয়ীর এক বরে রামের চতুর্দ্দশ বর্ষ বনবাস ও অন্য বরে ভরতের রাজ্যাভিষেক প্রার্থিত হইল। ১৩।১৪ ॥

মহারাজ দশরথ কৈকেয়ীকে ঐ বরদ্বয় প্রদান করিয়া নিমেষ মধ্যে শোক মোহিত হইলে সুধীর রাম ধর্ম্ম ও সত্য ভঙ্গ ভয়ে রাজাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, পিতঃ! শত তড়াগ দানে মনুষ্যের যে ফল লাভ হয়, এক বাপী দানে মানব নিশ্চয় ততোধিক ফল লাভ করে। ১৫। ১৬ ॥

দশ বাপী প্রদানেন যৎ পুণ্যং লভতে নরঃ।
ততোঽধিকঞ্চ লভতে পুণ্যং কন্যা প্রদানতঃ। ১৭ ॥
দশ কন্যা প্রদানেন যৎ ফলং লভতে নরঃ।
ততোঽধিকঞ্চ লভতে যজ্ঞেকেন নরাধিপঃ। ১৮ ॥
শত যজ্ঞেন যৎ পুণ্যং লভতে পুণ্য কৃজ্জনঃ।
ততোধিকঞ্চ লভতে পুত্রাস্য দর্শনেনচ। ১৯ ॥
দর্শনে শত পুত্রাণাং যৎফলং লভতে নরঃ।
তৎ পুণ্যং লভতে নূনং পুণ্যবান্ সত্য পালনাৎ। ২০ ॥
নহি সত্যাৎ পরো ধর্ম্মো নামৃতাৎ পাতকং পরং।
নহি গঙ্গা সমং তীর্থং ন দেবঃ কেশবাৎ পরং। ২১ ॥
নাস্তি ধর্ম্মাৎ পরো বন্ধু র্নাস্তি ধর্ম্মাৎ পরং ধনং।
ধর্ম্মাৎপরঃ প্রিয়ঃ কোবা স্বধর্ম্মং রক্ষ যত্নতঃ। ২২ ॥
স্বধর্ম্মে রক্ষিতে তাত শশ্বৎ সর্ব্বত্র মঙ্গলং।

দশ বাপী দানে মানবের যে পুণ্য লাভ হয় এক কন্যা প্রদানে মনুষ্য ততোধিক পুণ্য প্রাপ্ত হয়। ১৭ ॥

দশ কন্যা প্রদানে মনুষ্য যে ফল লাভ করে এক যজ্ঞে মনুষ্যের ততোধিক ফল লাভ হয়। ১৮ ॥

পুণ্যবান্ ব্যক্তি শত যজ্ঞে যে পুণ্য লাভ করে, পুত্র মুখ দর্শনে মানবের ততোধিক পুণ্য লাভ হয়। ১৯ ॥

আর শত পুত্র দর্শনে মানবের যে ফল লাভ হয়, পুণ্যবান্ পুরুষ সত্য পালনে নিশ্চয় সেই ফল লাভ করিয়া থাকে। ২০ ॥

সত্যের পর পরম ধর্ম্ম, মিথ্যার পর মহাপাতক, গঙ্গার পর তীর্থ ও কেশবের পর দেব দ্বিতীয় নাই। ২১ ॥

পিতঃ! ধর্ম্ম অদ্বিতীয় বন্ধু, আর ধর্ম্ম পরম ধন ও ধর্ম্ম পরম প্রিয় বস্তু বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে, অতএব আপনি যত্ন পূর্ব্বক ধর্ম্ম রক্ষা করুন। ২২ ॥

যশস্যং সুপ্রতিষ্ঠাঁচ প্রতাপঃ পূজনং পরং। ২৩॥
চতুর্দ্দশাব্দং ধর্ম্মেণ ত্যক্ত্বা গৃহসুখং ভ্রমন্।
বনবাসং করিষ্যামি সত্যস্য পালনায় তে। ২৪॥
কৃত্বা সত্যঞ্চ সপথ মিচ্ছয়ানিচ্ছয়াথবা।
নকুর্য্যাৎ পালনং যোহি ভস্মান্তং তস্য সূতকং। ২৫॥
কুম্ভীপাকে স পচতি যাবচ্চন্দ্র দিবাকরৌ।
ততো মূকো ভবেৎ কুষ্ঠি মানবঃ সপ্ত জন্মসু। ২৬॥
ইত্যেব মুক্ত্বা শ্রীরামো বিধায় বল্কলং জটাং।
প্রযযৌচ মহারণ্যে সীতয়া লক্ষণেনচ। ২৭॥
পুত্র শোকান্মহারাজা তত্যাজ স্বতনুং মুনে।
পালনায় পিতুঃ সত্যং রামো বভ্রাম কাননে। ২৮॥

তাত! স্বধর্ম্ম রক্ষিত হইলে মনুষ্য সর্ব্বদা সর্ব্ব স্থানে মঙ্গল, যশ ও সুপ্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে এবং সর্ব্বত্র নিরন্তর প্রতাপবান্ ও পূজনীয় হয় সন্দেহ নাই। ২৩॥

আমি আপনার সত্য পালনার্থ গৃহ সুখ পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্মানুসারে চতুর্দ্দশ বর্ষ বনে বিচরণ করিব। ২৪॥

পিতঃ! যে ব্যক্তি ইচ্ছানুসারে হউক বা অনিচ্ছা প্রযুক্তই হউক, সত্য শপথ করিয়া তাহা পালন না করে, তাহা হইলে যাবৎ তাহার দেহ ভস্মীভূত না হয় তাবৎ সে অশুচি থাকে। ২৫॥

আর দেহান্তে সে চন্দ্র সূর্য্যের স্থিতিকাল পর্য্যন্ত কুম্ভীপাক নরকে বাস করে, পরে সে সপ্ত জন্ম মূক ও কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত হইয়া সমুৎপন্ন হইয়া কাল যাপন করে। ২৬॥

শ্রীরাম পিতাকে এইরূপ কহিয়া জটা বল্কল ধারণ পূর্ব্বক সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত মহারণ্যে গমন করিলেন। ২৭॥

রাম বনপ্রস্থান করিলে মহারাজ দশরথ রামশোকে দেহত্যাগ করিলেন, রামও পিতৃ সত্য পালনার্থ কাননে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। ২৮॥

কালান্তরে মহারণ্যে ভগিনী রাবণস্যচ।
ভ্রমন্তী কাননে ঘোরে ভ্রাত্রা সার্দ্ধং স্বকৌতুকাৎ। ২৯ ॥
দদর্শ রামং কুলটা কামার্ত্তা রাক্ষসী তদা।
পুলকাঞ্চিত সর্ব্বাঙ্গ মুর্চ্ছাং প্রাপ স্মরেণচ। ৩০ ॥
শ্রীরাম নিকটং গত্বা সস্মিতোবাচ কামুকী।
শশ্বদ্যৌবন সংযুক্তাতি প্রৌঢ়া কাম দুর্ম্মদা। ৩১ ॥

সুর্পণখোবাচ।

হে রাম হে ঘনশ্যাম রূপ ধাম গুণান্বিত।
ভাবানুরক্তাং বনিতাং মাং গৃহাণ সুনির্জ্জনে। ৩২ ॥
শ্রুত্বা সুর্পণখা বাক্যং ধর্ম্মং সংস্মৃত্য ধার্ম্মিকঃ।
উবাচ মধুরং বাক্যং শাপ ভীতশ্চ নারদ। ৩৩ ॥

শ্রীরাম উবাচ।

অহো মাতঃ সভার্য্যেঽহং মভার্য্যং গচ্ছমেঽনুজ।
ভজেং প্রিয়জনং দুঃখমিতরং ন সুখালয়ং। ৩৪ ॥

কিয়ৎকাল পরে রাবণ ভগিনী শূর্পণখা সেই ঘোর মহারণ্যে ভ্রাতার সহিত সকৌতুকে ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিল। ২৯ ॥

একদা সেই কাম চারিণী কুলটা রাক্ষসী রামরূপ দর্শনে স্মর শরে পীড়িতা হইয়া মূর্চ্ছাপন্ন হইল এবং তাহার সর্ব্বাঙ্গ পুলকাঞ্চিত হইয়া উঠিল। ৩০ ॥

তৎপরে সেই কামুকী নিশাচরী মায়াবলে যৌবন সম্পন্না অতি প্রৌঢ়া কামদুর্ম্মদা কামিনী হইয়া রাম নিকটে আগমন পূর্ব্বক সহাস্য বদনে কহিল, হে নবঘনশ্যাম্ সর্ব্ব গুণাধার রাম! আমি ভাবানুরক্তা রমণী, নির্জ্জনে তোমাকে প্রাপ্ত হইয়াছি, তুমি আমার পাণিগ্রহণ কর। ৩১।৩২॥

ধর্ম্মভীরু রাম শূর্পণখার এই বাক্য শ্রবণে ধর্ম্ম স্মরণ পূর্ব্বক শাপভয়ে মধুর বাক্যে কহিলেন, মাতঃ! আমি ভার্য্যার সহিত যুক্ত রহিয়াছি, ঐ অবিদূরবর্ত্তী মদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতার ভার্য্যা নিকটে নাই, অতএব তুমি

রামস্য বচনং শ্রুত্বা প্রযযৌ লক্ষ্মণং মুদা।
দদর্শ লক্ষ্মণং শান্তং কান্তঞ্চ লক্ষণান্বিতং। ৩৫ ॥
মাং ভজস্ব মহাভাগেত্যুবাচ চ পুনঃ পুনঃ।
লক্ষ্মণ স্তদ্বচঃ শ্রুত্বা তামুবাচ কুতূহলাৎ। ৩৬ ॥

লক্ষ্মণ উবাচ।

বিহায় রামং সর্ব্বেশং হে মূঢ়ে দাস মিচ্ছসি।
সীতা দাসীচ মৎ পত্নী সীতাদাসোহ মেবচ। ৩৭ ॥
ভবিষ্যসীশপত্নীত্বং গচ্ছ রামং মদীশ্বরং।
তব পুত্রো ভবিষ্যামি সীতায়াশ্চ যথা সতি। ৩৮ ॥
লক্ষ্মণস্য বচঃ শ্রুত্বা কামেন হৃত মানসা।
উবাচ লক্ষ্মণং মূঢ়া শুষ্ক কণ্ঠোষ্ঠ তালুকা। ৩৯ ॥

উঁহাকে ভজনা কর। যে ভার্য্যার অভাবে দুঃখভোগ করে, তাহাকেই ভজনা করা কর্ত্তব্য, যে ব্যক্তি ভার্য্যার সহিত সুখ ভোগ করিতেছে, তাহাকে ভজনা করা কর্ত্তব্য নহে। ৩৩। ৩৪ ॥

শূর্পণখা রামের এই বাক্য শ্রবণে প্রীতমনে তথায় গমন পূর্ব্বক সর্ব্ব গুণান্বিত শান্তস্বভাবাপন্ন কমনীয় কান্তি লক্ষ্মণকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। ৩৫ ॥

তৎপরে সেই কামুকী তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক বারংবার কহিতে লাগিল, হে মহাভাগ পুরুষ বর! তুমি আমাকে ভজনা কর, ভজনা কর। লক্ষ্মণ শূর্পণখার এই বাক্য শ্রবণে সকৌতুকে কহিলেন মূঢ়ে! তুমি সর্ব্বেশ্বর রামকে পরিত্যাগ করিয়া দাসকে বরণ করিতে ইচ্ছা করিতেছ, আমি সীতার দাস, সুতরাং আমাকে ভজনা করিলে তোমাকে সীতার দাসী হইতে হইবে। ৩৬। ৩৭ ॥

সতি! এক্ষণে তুমি আমার প্রভু রামের নিকট গমন কর, তাঁহাকে ভজনা করিলে তুমি আমার প্রভুপত্নী হইবে। আমি যেমন সীতার পুত্র, তোমারও সেই রূপ পুত্র হইব। ৩৮ ॥

সুর্পণখোবাচ।

যদি ত্যজসি মাং মূঢ় কামাৎ স্বয় মুপস্থিতাং।
যুবয়োশ্চ বিপত্তিশ্চ ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ। ৪০ ॥
ব্রহ্মাচ মোহিনীং ত্যক্ত্বা বিশ্বেঽপূজ্যো বভূবহ।
রম্ভা শাপেন দক্ষশ্চ ছাগ মুণ্ডো বভূব সঃ। ৪১ ॥
স্বর্বৈদ্যশ্চোর্ব্বশী শাপাৎ যজ্ঞ ভাগ বিবর্জ্জিতঃ।
রূপ হীনঃ কুবেরশ্চ মেনা শাপেন লক্ষ্মণ। ৪২ ॥
কামো ঘৃতাচী শাপেন বভূব ভস্মসাৎ শিরাৎ।
বলি র্ম্মদালসা শাপাৎ ভ্রষ্ট রাজ্যো বভূব সঃ। ৪৩ ॥
শাপেন মিশ্রকেশ্যাশ্চ হৃত ভার্য্যো বৃহস্পতিঃ।
মম শাপাত্তথা রামো হৃত ভার্য্যো ভবিষ্যতি। ৪৪ ॥
কামাতুরাং যৌবনস্থাং ভার্য্যাং স্বয় মুপস্থিতাং।
ন ত্যজেদ্ধর্ম্ম ভীরুশ্চ শ্রুতং সাধ্যং দিনে পুরা।

লক্ষ্মণের এই বাক্য শ্রবণে কামে হৃতচিত্তা মূঢ়া শূর্পণখার কণ্ঠ ওষ্ঠ ও তালু শুষ্ক হইয়া গেল। তখন সে লক্ষ্মণকে সম্বোধন করিয়া কহিল, [নির্ব্বোধ! আমি কামাক্রান্তা হইয়া স্বয়ং উপস্থিতা হইয়াছি, যদি আমাকে পরিত্যাগ কর, তোমাদিগের উভয়ের বিপদ ঘটিবে সন্দেহ নাই। ৩৯। ৪০ ॥

ব্রহ্মা মোহিনীকে পরিত্যাগ করিয়া বিশ্বে অপূজ্য এবং রম্ভা শাপে দক্ষ ছাগমুণ্ড হইয়াছিলেন। ৪১ ॥

স্বর্বৈদ্য ধন্বন্তরি উর্ব্বশী শাপে যজ্ঞভাগ বিবর্জ্জিত ও কুবের মেনকা শাপে রূপ হীন হইয়াছিলেন। ৪২ ॥

ঘৃতাচী শাপে কামদেব হরের কোপ বহ্নিতে ভস্মীভূত হন এবং মদালসা শাপে দানব রাজ বলিকে রাজ্য ভ্রষ্ট হইতে হয়। ৪৩ ॥

আর যেমন মিশ্রকেশীর শাপে বৃহস্পতির ভার্য্যা চন্দ্র কর্ত্তৃক হৃতা হইয়াছিল, তদ্রূপ আমার শাপে রামের ভার্য্যাও অপহৃতা হইবে। ৪৪ ॥

ইহ ত্যক্ত্বা বিপদ্‌গ্রস্তঃ পরত্র নরকং ব্রজেৎ। ৪৫ ॥
শ্রুত্বা সুর্পণখা বাক্যং অর্দ্ধ চন্দ্রেণ লক্ষ্মণঃ।
চিচ্ছেদ নাসিকাং তস্যাঃ খুরধারেণ লীলয়া। ৪৬ ॥
তস্যা ভ্রাতাচ যুযুধে বলবান্ খরদূষণঃ।
সসৈন্য লক্ষ্মণাস্ত্রেণ স জগাম যমালয়ং। ৪৭ ॥
চতুর্দ্দশ সহস্রঞ্চ রাক্ষসং খরদূষণং।
মৃতং দৃষ্ট্বা সুর্পণখা ভর্ৎসয়ামাস রাবণং। ৪৮ ॥
সর্ব্বং নিবেদনং কৃত্বা জগাম পুষ্করং পুরা।
ব্রহ্মণশ্চ বরং প্রাপ কৃত্বাচ পুষ্করং তপঃ। ৪৯ ॥
উবাচ তাং কৃশাং দৃষ্ট্বা নিরাহারাং তপস্বিনীং।
সর্ব্বাত্মা তন্মনোমত্বা কৃপাসিন্ধুশ্চ নারদ। ৫০ ॥

ব্রহ্মোবাচ।

অপ্রাপ্য রামং দুষ্প্রাপ্যং করোষি দুষ্করং তপঃ।
জিতেন্দ্রিয়াণাং প্রবরং লক্ষ্মণং সর্ব্ব লক্ষণং। ৫১ ॥

পূর্ব্বে এইরূপ সাধ্য ধর্ম্ম শুনিয়াছি, ধর্ম্মভীরু ব্যক্তি স্বয়ং উপস্থিতা যৌবনস্থা কামাতুরা নারীকে পরিত্যাগ করিবে না। যে ব্যক্তি ঐরূপ কামিনীকে পরিত্যাগ করে, সে ইহলোকে বিপদ্‌গ্রস্ত ও পরলোকে নিরয়গামী হইয়া থাকে। ৪৫।

লক্ষ্মণ শূর্পণখার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্ষুরধার অর্দ্ধচন্দ্রাকার অস্ত্র দ্বারা অবলীলাক্রমে তাহার নাসা কর্ণ ছেদন করিলেন্। ৪৬ ॥

তৎপরে সেই শূর্পণখার ভ্রাতা পরাক্রান্ত খর দূষণ নামক নিশাচর দ্বয় যুদ্ধ করিয়া লক্ষ্মণের অস্ত্রে সসৈন্যে যমালয়ে গমন করিল। ৪৭ ॥

তখন শূর্পণখা চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষসের সহিত খর দূষণকে নিহত দেখিয়া লঙ্কাধামে গমন পূর্ব্বক রাবণকে ভর্ৎসনা করিল। ৪৮ ॥

পরে সেই নিশাচরী রাবণ নিকটে সমস্ত বর্ণন পূর্ব্বক পুষ্করতীর্থে গমন এবং তথায় কঠোর তপস্যা করিয়া ব্রহ্মার নিকট বর প্রাপ্ত হইল। ৪৯ ॥

তৎকালে কৃপাসিন্ধু সর্ব্বজ্ঞ ব্রহ্মা শূর্পণখাকে নিরাহারা তপঃ কৃশা

ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবাদীনা মীশ্বরং প্রকৃতেঃ পরং।
জন্মান্তরেচ ভর্ত্তারং লভিষ্যসি বরাননে। ৫২ ॥
ইত্যেব মুক্তা ব্রহ্মাচ জগাম স্বালয়ং মুদা।
দেহং তত্যাজ সা বহ্নৌ সাচ কুব্জা বভূবহ। ৫৩ ॥
অথ শূর্পণখা বাক্যাৎ কোপাৎ কম্পিত বিগ্রহঃ।
জহার মায়য়া সীতাং মায়াবী রাক্ষসেশ্বরঃ। ৫৪ ॥
সীতাং ন দৃষ্ট্বা রামশ্চ মুর্চ্ছাং প্রাপ চিরং মুনে।
চেতনাং কারয়ামাস ভ্রাতা চাধ্যাত্মিকে নচ। ৫৫ ॥
ততো বভ্রাম গহনং শৈলঞ্চ কন্দরং নদং।
সচাহর্নিশ সংশোকাৎ মুনীনামাশ্রমং মুনে। ৫৬ ॥
চির মন্যেষণং কৃত্বা নদৃষ্ট্বা জানকীং বিভুঃ।

দর্শনে তাহার মানসিক অভিপ্রায় পরিজ্ঞাত হইয়া কহিলেন, শূর্পণখে! তুমি অতি দুষ্প্রাপ্য রামকে কিম্বা জিতেন্দ্রিয় প্রধান লক্ষ্মণকে প্রাপ্ত হইবার জন্য দুষ্কর তপস্যা করিতেছ? । ৫০। ৫১ ॥

বরাননে! সেই রাম প্রকৃতি হইতে অতীত এবং ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শিবাদির ঈশ্বর, জন্মান্তরে তুমি তাঁহাকে ভর্ত্তা রূপে প্রাপ্ত হইবে। ৫২ ॥

ব্রহ্মা এই বলিয়া সানন্দে স্বীয় ভবনে গমন করিলেন। পরে শূর্পণখা অনলে দেহ ত্যাগ করিয়া কুব্জা রূপে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ৫৩ ॥

এদিকে রাক্ষসাধিপতি মায়াবী রাবণ শূর্পণখা বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক ক্রোধে কম্পিত কলেবর হইয়া মায়াক্রমে জানকীকে হরণ করিল। ৫৪ ॥

রাম জানকীর অদর্শনে বহু দিন শোকে নিতান্ত অধীর ও মূর্চ্ছাপন্ন হইলে লক্ষ্মণ আধ্যাত্মিক জ্ঞান যোগে তাঁহার চৈতন্য সম্পাদন করিলেন। ৫৫ ॥

তখন শ্রীরাম জানকী শোকে কখন গহন কাননে কখন পর্ব্বতে কখন গিরি কন্দরে কখন নদের তটে ও কখন বা মুনিগণের আশ্রমে দিবারাত্রি ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। ৫৬ ॥

চকার মিত্রতা রামঃ সুগ্রীবেণ ততঃপরং। ৫৭ ॥
নিহত্য বালিনং রামো দদৌ রাজ্যঞ্চ লীলয়া।
সুগ্রীবায়চ মিত্রায় স্বীকার পালনায় বৈ। ৫৮ ॥
দূতান্ প্রস্থাপয়ামাস সর্ব্বত্র বানরেশ্বরঃ।
তস্থৌ সুগ্রীব ভবনে শ্রীরামশ্চ স লক্ষ্মণঃ। ৫৯ ॥
হনূমতে বরং দত্ত্বা রম্যং রত্নাঙ্গুরীয়কং।
সীতায়ৈ শুভ সন্দেশং প্রাণ ধারণ কারণং। ৬০ ॥
তঞ্চ প্রস্থাপয়ামাস দক্ষিণাং দিশ মীশ্বরঃ।
সুপ্রীত্যালিঙ্গনং দত্ত্বা পদ রেণুন্ সুদুর্ল্লভান্। ৬১ ॥
হনূমান্ প্রযযৌ লঙ্কাং সীতান্বেষণ হেতবে।
রামাদধীত সন্দেশো বলী রুদ্র কলোদ্ভবঃ। ৬২ ॥

এইরূপে সর্ব্বেশ্বর রাম দীর্ঘকাল সীতার অন্বেষণ করিয়াও তাঁহাকে দেখিতে না পাইয়া সুগ্রীবের সহিত মিত্রতা করিলেন। ৫৭ ॥

পরে তিনি অবলীলাক্রমে বালীকে বিনাশ পূর্ব্বক অঙ্গীকার পালনার্থ মিত্র সুগ্রীবকে কিষ্কিন্ধ্যারাজ্য প্রদান করিলেন ॥ ৫৮ ॥

তৎপরে বানরেশ্বর সুগ্রীব বানরসৈন্য সংগ্রহার্থ দূত প্রেরণ করিলেন। তৎকালে শ্রীরাম লক্ষ্মণ উভয়ে সুগ্রীব ভবনে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ৫৯ ॥

অতঃপর শ্রীরাম জানকীর অন্বেষণার্থ হনূমানকে বর প্রদান পূর্ব্বক তাহার করে সীতার প্রাণ ধারণের উপায়ীভূতা অভিজ্ঞান স্বরূপ স্বীয় রমণীয় রত্নাঙ্গুরীয় অর্পণ ও কতিপয় গূঢ় বিষয় জানকীর নিকট বর্ণন করিতে আজ্ঞা করিলেন। ৬০।

তৎকালে জগদীশ্বর রাম হনূমানকে প্রীতিযোগে আলিঙ্গন ও দুর্ল্লভ পাদরেণু প্রদান করিয়া তাঁহাকে দক্ষিণ দিকে প্রেরণ করিলেন। ৬১ ॥

পরে রুদ্রাংশ সম্ভূত মহাবল পরাক্রান্ত হনূমান রাম কথিত বৃত্তান্ত অভ্যাস পূর্ব্বক সীতার অন্বেষণার্থ লঙ্কাধামে গমন করিলেন। ৬২ ॥

অশোক কাননে সীতাং দদর্শ শোক কর্ষিতাং।
নিরাহারা মতি কৃশাং দগ্ধাং চন্দ্রকলামিব। ৬৩ ॥
সন্ততং রাম রামেতি জপন্তীং ভক্তি পূর্ব্বকং।
বিভ্রতীঞ্চ জটাভারং তপ্ত কাঞ্চন সন্নিভাং। ৬৪ ॥
ধ্যায়মানাং পাদপদ্মং শ্রীরামস্য দিবানিশং।
শুদ্ধাশয়াং সুশীলাঞ্চ সুব্রতাঞ্চ পতিব্রতাং। ৬৫ ॥
মহালক্ষ্মীং লক্ষমযুক্তাং প্রজ্বলন্তীং স্বতেজসা।
পুণ্যদাং সর্ব্বতীর্থানাং দৃষ্টা ভুবন পাবনীং। ৬৬ ॥
প্রণম্য মাতরং দৃষ্টা রুদন্তীং বায়ু নন্দনঃ।
রত্নাঙ্গুরীয়ং রামস্য দদৌ তস্যৈ মুদান্বিতঃ। ৬৭ ॥
রুরোদ ধর্ম্মী তাং দৃষ্টা ধৃত্বাচ চরণাম্বুজং।
উবাচ রাম সন্দেশং সীতাং রাবণ রক্ষণং। ৬৮ ॥

হনূমানুবাচ।

পারে সমুদ্রং শ্রীরামঃ সন্নর্দ্ধঞ্চ স লক্ষ্মণঃ।

লঙ্কাধামে গমনের পর তিনি অশোক কাননে শোক কর্ষিতা অতি কৃশা নিরাহারা চন্দ্রকলার ন্যায় মলিনা জানকীকে দর্শন করিলেন। ৬৩ ॥

তখন তাহার ইহাও দৃষ্টিগোচর হইল, তপ্তকাঞ্চন বর্ণাভা রামমহিষী সীতা মস্তকে জটাভার ধারণ পূর্ব্বক সতত ভক্তিযোগে রাম রাম এই মন্ত্র জপ করিতেছেন। ৬৪ ॥

সেই শুদ্ধাশয়া সুশীলা পতিব্রতা সুব্রতা জানকী অহর্নিশি শ্রীরামের চরণ কমল ধ্যান করিতেছেন। ৬৫ ॥

তাঁহাকে দর্শন মাত্র জ্ঞান হইল সেই ভুবন পাবনী সর্ব্বতীর্থের পূজ্যা পুণ্যপ্রদা সর্ব্ব লক্ষণ সম্পন্না মহালক্ষ্মী স্বীয় তেজে প্রজ্বলিতা হইতেছেন। ৬৬ ॥

পবন নন্দন হনূমান ঈদৃশী মাতা জানকীকে রোদন করিতে দেখিয়া তাঁহাকে প্রণাম পূর্ব্বক প্রীতমনে রাম প্রদত্ত অঙ্গুরীয় প্রদান করিলেন। ৬৭ ॥

বভূব রাম মিত্রঞ্চ সুগ্রীবো বলবান্ কপিঃ। ৬৯ ॥
রামশ্চ বালিনং হত্বা রাজ্যং নিষ্কণ্ঠকং দদৌ।
সুগ্রীবায়ঁচ মিত্রায় তদ্ভার্য্যাং বালিনাহৃতং। ৭০ ॥
সুগ্রীবশ্চ তবোদ্ধারং স্বীচকার ধনুর্ভৃতঃ।
বানরাশ্চ যযুঃ সর্ব্বে তবান্বেষণ কারণং। ৭১ ॥
প্রাপ্য মঙ্গল বার্ত্তাঞ্চ মত্তো রাজীবলোচনঃ।
গভীরং সাগরং বধ্বা চাচিরেণা গমিষ্যতি। ৭২ ॥
নিহত্য রাবণং পাপং সপুত্রঞ্চ সবান্ধবং।
করিষ্যত্যচিরেণৈব হে মাত স্তব মোক্ষণং। ৭৩।

পরে সেই ধর্ম্মাত্মা হনুমান জানকীকে এইরূপে ক্লিষ্টা দর্শনে তাঁহার পাদপদ্ম ধারণ পূর্ব্বক রোদন করিলেন। পরে তিনি তাঁহার নিকট রাম কথিত বিষয় বর্ণন পূর্ব্বক যে রূপে তিনি রাবণ কর্ত্তৃক রক্ষিতা হইতেছেন, তাহা জিজ্ঞাসা করিয়া কহিলেন, মাতঃ! সমুদ্র পারে শ্রীরাম লক্ষ্মণের সহিত বদ্ধ পরিকর হইয়া অবস্থান করিতেছেন এবং বলবান্ কপি সুগ্রীবের সহিত তাঁহার মিত্রতা হইয়াছে। ৬৮। ৬৯ ॥

প্রভু রাম কিস্কিন্ধ্যাধিপতি বালিকে বিনাশ করিয়া মিত্র সুগ্রীবকে নিষ্কণ্টকে কিস্কিন্ধ্যারাজ্য এবং বালি ভার্য্যা তারা প্রদান করিয়াছেন। ৭০॥

তাহাতে কপীশ্বর সুগ্রীব সেই ধনুর্দ্ধর রাঘবের সমক্ষে আপনার উদ্ধারের প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছেন, তাঁহার আদেশক্রমে বানরগণ আপনার অন্বেষণার্থ নানা স্থানে যাত্রা করিয়াছে। ৭১ ॥

দেবি! আমার প্রত্যাগমনের পর রাজীবলোচন রামচন্দ্র আমার নিকট মঙ্গল বার্ত্তা প্রাপ্ত হইয়া অচিরে গভীর সাগর বন্ধন পূর্ব্বক এই লঙ্কাধামে উপনীত হইবেন। ৭২ ॥

হে মাতঃ! আর অধিককাল আপনার ক্লেশ ভোগ করিতে হইবে না, তিনি অবিলম্বে পাপাত্মা রাবণকে সবান্ধবে সবংশে বিনাশ করিয়া আপনার উদ্ধার করিবেন। ৭৩ ॥

অদ্য রত্নময়ীং লঙ্কা নিঃশঙ্ক ত্বৎ প্রসাদতঃ।
ভস্মীভূতাং করিষ্যামি মাতঃ পশ্যত সস্মিতং। ৭৪ ॥
মর্কটী ডিম্ব তুল্যঞ্চ লঙ্কা পশ্যামি সুব্রতে।
মূত্র তুল্যং সমুদ্রঞ্চ শরাবমিব ভূতলং। ৭৫ ॥
পিপীলিকা সংঘমিব সসৈন্যং রাবণং তথা।
সংহর্ত্তুঞ্চ সমর্থোঽহং মুহূর্ত্তার্দ্ধেন লীলয়া। ৭৬ ॥
রাম প্রতিজ্ঞা রক্ষার্থং ন হনিষ্যামি সাংপ্রতং।
সুস্থা ভব মহাভাগে ত্যজ ভীতং মদীশ্বরি। ৭৭ ॥
বানরস্য বচঃ শ্রুত্বা রুদিত্বোচ্চৈর্মুহুর্মুহুঃ।
উবাচ বচনং ভীতা সীতা রাম পতিব্রতা। ৭৮ ॥

সীতোবাচ।

অয়ি জীবতি মে রামো মৎ শোকার্ণব দারুণাৎ।
অয়ি মে কুশলী নাথঃ কৌশল্যা নন্দনঃ প্রভু। ৭৯ ॥

মাতঃ! আপনি সহাস্য বদনে দেখুন আজি আমি আপনার প্রসাদে নিঃশঙ্কচিত্তে এই রত্নময়ী লঙ্কা ভস্মীভূতা করিব। ৭৪ ॥

সুব্রতে! আমি লঙ্কাপুরী কর্কটী ডিম্ব তুল্য সমুদ্র মূত্র তুল্য ও ভূতল শরাব তুল্য তুচ্ছ দর্শন করি। ৭৫ ॥

জননি! আমি মুহূর্ত্তার্দ্ধ মধ্যে অবলীলাক্রমে সসৈন্য রাবণকে পিপীলিকা সমূহের ন্যায় বিনাশ করিতে পারি। ৭৬ ॥

মহাভাগে! এক্ষণে আমি কেবল প্রভু রামের প্রতিজ্ঞা রক্ষার্থ রাবণকে বিনাশ করিব না। মদীশ্বরি! এখন আপনি ভয় পরিত্যাগ করিয়া নিরুদ্বেগে অবস্থান করুন। ৭৭।

পতিব্রতা জানকী হনুমানের এই বাক্য শ্রবণে বারংবার উচ্চৈস্বরে রোদন করিয়া কহিতে লাগিলেন আমার প্রভু রাম মদীয় দারুণ শোকার্ণবে কি জীবিত আছেন? সেই কৌশল্যানন্দন প্রাণেশ্বর রঘুবরের ত কোন অমঙ্গল হয় নাই?। ৭৮। ৭৯ ॥

কীদৃশশ্চ কৃশাঙ্গশ্চ জানকী জীবনাঽধুনা।
কিং বাহারশ্চ কিং ভুক্তে মম প্রাণাধিক প্রিয়ঃ ৮০ ॥
অয়ি পারে সমুদ্রশ্চ সত্যং সীতাপতিঃ স্বয়ং।
অয়ি সত্যং সসন্নদ্ধো ন শোকেন হতঃ প্রভুঃ। ৮১ ॥
অয়ি স্মরতি মাং পাপাং স্বামিনো দুঃখ রূপিণীং।
মদর্থে কতি দুঃখং বা সংপ্রাপ সমদীশ্বরঃ। ৮২ ॥
হারোনা রোপিতঃ কণ্ঠে পুরা ব্যবহিতে রতৌ।
অধুনৈবা বয়োর্ম্মধ্যে সমুদ্রঃ শত যোজনঃ। ৮৩ ॥
অয়ি দ্রক্ষ্যামি তং রামং করুণা সাগরং প্রভুং।
শান্তঃ কান্তং নিতান্তঞ্চ ধর্ম্মিষ্ঠং ধর্ম্ম কর্ম্মণা। ৮৪ ॥
অয়ি সেবাং করিষ্যামি পাদপদ্মং পুনঃ প্রভো।
পতি সেবা বিহীনা যা মূঢ়ায়া জীবনং বৃথা। ৮৫ ॥

অধুনা সেই জানকী জীবন রাম কিরূপ কৃশাঙ্গ হইয়াছেন? হায়! আমার সেই প্রাণাধিক প্রিয় রাম এক্ষণে কি ভোজন করিয়া প্রাণ ধারণ করিতেছেন। ৮০।

অহো! সেই সীতাপতি রাম এক্ষণে স্বয়ং সমুদ্র পারে অবস্থিত? সত্য কি তিনি সসন্নদ্ধ হইয়া স্থিতি করিতেছেন? মদীয় শোকে ত সেই মৎ প্রভুর প্রাণ বিয়োগ হয় নাই?। ৮১ ॥

হায়! আমি তাঁহার দুঃখ রূপিণী ভার্য্যা, আমাকে কি তিনি স্মরণ করেন? অহো! না জানি সেই আমার প্রভু, আমার কারণে কতই দুঃখ ভোগ করিতেছেন!। ৮২ ॥

হা নাথ! পূর্ব্বে রতি কালে কণ্ঠস্থ হারও মধ্যে ব্যবধান রাখিত না, এক্ষণে শত যোজন সমুদ্র আমাদিগের উভয়ের মধ্যে ব্যবধান রহিয়াছে!। ৮৩॥

হায়! কত দিনে আমি সেই ধর্ম্ম কর্ম্মানুরত প্রশান্তমূর্ত্তি করুণাসাগর কমনীয় প্রভু রামকে দর্শন করিব?। ৮৪ ॥

অয়ি মে ধর্ম্ম পুত্রশ্চ সত্যং জীবতি লক্ষ্মণঃ।
মৎ শোক সাগরে মগ্নোভগ্ন দর্পো ময়া বিনা। ৮৬॥
বীরাণাং প্রবরোধর্ম্মী দেব কল্পশ্চ দেবরঃ।
অয়ি সত্যং সসন্নদ্ধো মৎ প্রভো রনুজঃ সদা। ৮৭॥
অয়ি দ্রক্ষ্যামি সত্যং তং লক্ষ্মণং ধর্ম্ম লক্ষণঃ।
প্রাণানামধিকং প্রেম্না ধন্যং পুণ্য স্বরূপিণং। ৮৮॥
ইত্যেব বচনং শ্রুত্বা দত্বা প্রত্যুত্তরং শুভং।
ভস্মীভূতাঞ্চ তাং লঙ্কা চকার লীলয়া মুনে। ৮৯॥
পুনঃ প্রবোধং তস্যৈব দত্বা বায়ু সুতঃ কপিঃ।
প্রযযৌ লীলয়া বেগাৎ যত্র রাজীবলোচনঃ। ৯০॥
সর্ব্বং তৎ কথয়ামাস বৃত্তান্তং মাতুরেব সঃ।
সীতা মঙ্গল বৃত্তান্তং শ্রুত্বা রামো রুরোদচ। ৯১॥

যে নারী পতি সেবা বিহীনা হয় সে মৃঢ়া, তাহার জীবন ধারণ করা নিরর্থক, আবার আমি কবে সেই প্রভু রামের পাদপদ্ম সেবা করিব। ৮৫॥

আমার সেই ধর্ম্ম পুত্র লক্ষ্মণ মদ্ব্যতীত ভগ্নদর্প ও মদীয় শোকসাগরে নিমগ্ন হইয়া সত্য ত জীবিত আছেন?। ৮৬॥

সেই বীরাগ্রগণ্য ধর্ম্মাত্মা দেবকল্প দেবর লক্ষ্মণ আমার উদ্ধারার্থ বদ্ধ পরিকর হইয়া কি সত্য অবস্থান করিতেছেন?। ৮৭॥

হায়! কবে আমি সেই পুণ্য স্বরূপী ধর্ম্ম লক্ষণ সম্পন্ন ধন্য প্রাণাধিক বৎস লক্ষ্মণকে দর্শন করিব!। ৮৮॥

কপিবর হনূমান জানকীর এইরূপ সকরুণ বাক্য শ্রবণে তাঁহাকে শুভ জনক উত্তর প্রদান করিয়া অবলীলাক্রমে সেই লঙ্কাপুরী ভস্মীভূতা করিলেন। ৮৯॥

পরে সেই বায়ু নন্দন সীতাকে পুনশ্চ প্রবোধ প্রদান পূর্ব্বক অনায়াসে বেগে সমুদ্র পার হইযা যেস্থানে রাজীবলোচন রাম অবস্থিত ছিলেন তথায় উত্তীর্ণ হইলেন। ৯০॥

রুরোদোচ্চৈ র্লক্ষ্মণশ্চ সুগ্রীবশ্চাপি নারদ।
বানরা রুরুদুঃ সর্ব্বে মহাবল পরাক্রমাং। ৯২ ॥
নিবদ্ধ্য শৈতুং লঙ্কাঞ্চ প্রযযৌ রঘুনন্দনঃ।
সসৈন্যঃ সানুজঃ শীঘ্রং সন্নদ্ধশ্চৈব নারদ। ৯৩ ॥
নিহত্য রাবণং রামো রণং কৃত্বা সবান্ধবং।
চকার মোক্ষণং ব্রহ্মন্ সীতায়াশ্চ শুভক্ষণে। ৯৪ ॥
কৃত্বা পুষ্পক যানেচ সীতাং সত্য পরায়ণঃ।
অযোধ্যাং প্রযযৌ শীঘ্রং ক্রীড়া কৌতুক মঙ্গলৈঃ। ৯৫ ॥
ক্রীড়াঞ্চকার ভগবান্ সীতাং কৃত্বাচ বক্ষসি।
বিজহৌ বিরহজ্বালাং সীতা রামশ্চ তৎক্ষণং। ৯৬ ॥

তৎপরে সেই কপিবর মাতা জানকীর সমস্ত বৃত্তান্ত রাম নিকটে নিবেদন করিলে তিনি প্রিয়তমা সীতার মঙ্গল বার্ত্তা শ্রবণে রোদন করিতে লাগিলেন। ৯১ ॥

তৎকালে জানকীর কুশল সংবাদ শ্রবণে লক্ষ্মণ সুগ্রীব ও মহাবল পরাক্রান্ত বানরগণ সকলেরই নয়ন হইতে বাষ্পবারি বিগলিত হইতে লাগিল। ৯২ ॥

অতঃপর রঘুনন্দন রাম সাগরে সেতু বন্ধন পূর্ব্বক অনুজ লক্ষ্মণ ও বানর সৈন্যগণ সমভিব্যাহারে বর্ম্মাচ্ছাদিত দেহে লঙ্কাধামে উপনীত হইলেন। ৯৩ ॥

পরে তিনি ঘোরতর সংগ্রাম করিয়া রাবণকে সবংশে ও সবান্ধবে বিনাশ করিয়া শুভক্ষণে প্রিয়তমা জানকীর উদ্ধার করিলেন। ৯৪ ॥

তদন্তে সেই সত্য পরায়ন রাম প্রিয়তমা সীতাকে পুষ্পকযানে আরোহণ করাইয়া ক্রীড়া কৌতুক মঙ্গল সহকারে সত্বর অযোধ্যা পুরে প্রবেশ করিলেন। ৯৫ ॥

অযোধ্যা গমনের পর সেই ভগবান্ রাম প্রাণাধিকা সীতাকে বক্ষঃস্থলে ধারণ পূর্ব্বক বিহারে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন রাম সীতা পরস্পরের বিরহ জ্বালা নিবারিত হইল। ৯৬ ॥

সপ্তদ্বীপেশ্বরো রামো বভূব পৃথিবীতলে।
বভূব নিখিলা পৃথ্বী সাধি ব্যাধি বিবর্জ্জিতা। ৯৭ ॥
বভুবতু রাম পুত্রৌ ধার্ম্মিকৌচ কুশী লবৌ।
তয়োশ্চ পুত্রৈঃ পৌত্রৈশ্চ সূর্য্যবংশোদ্ভবা নৃপাঃ। ৯৮ ॥
ইত্যেতে কথিতং বৎস শ্রীরাম চরিতং শুভং।
সুখদং মোক্ষদং সারং পারপোতং ভবার্ণবে। ৯৯ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ সম্বাদে শ্রীকৃষ্ণ জন্মখণ্ডে শ্রীরাম চরিতে দ্বিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

সেই রাম পৃথিবীতলে অবতীর্ণ হইয়া সপ্ত দ্বীপের অধীশ্বর হইয়াছিলেন। রামরাজ্যকালে সমস্ত বসুন্ধরার সর্ব্ব প্রকার আধি ব্যাধি বিদূরিত হইয়াছিল ৯৭ ॥

সেই শ্রীরামের কুশী লব নামক দুইটি ধার্ম্মিক পুত্র জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহাদিগের পুত্র পৌত্রাদিক্রমে সূর্য্যবংশীয় রাজাগণের উদ্ভব হয়। ৯৮ ॥

বৎস! এই আমি তোমার নিকট শুভজনক রাম চরিত কীর্ত্তন করিলাম। এই রাম লীলা মোক্ষপ্রদ সারভূত ও ভবার্ণব পারের পোত স্বরূপ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। ৯৯ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ সম্বাদে শ্রীকৃষ্ণ জন্মখণ্ডে শ্রীরাম চরিত দ্বিষষ্টিতম অধ্যায় সম্পূর্ণ।

ত্রিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

নারায়ণ উবাচ।

অথ কংসো বিচিন্ত্যৈবং দৃষ্ট্বা দুঃস্বপ্ন মেবচ।
সমুদ্বিগ্নো মহা ভীতো নিরাহারো নিরুৎসবঃ। ১ ॥
পাত্র মিত্রং বন্ধুগণং বান্ধবঞ্চ পুরোহিতং।
সমানীয় সভা মধ্যে তানুবাচ সুদুঃখিতঃ। ২ ॥

কংস উবাচ।

ময়া দৃষ্টো নিশা শেষে যো দুঃস্বপ্নো ভয়প্রদঃ।
তং নিবোধ বুধাঃ সর্ব্বে বান্ধবাশ্চ পুরোহিতাঃ। ৩ ॥
বিভ্রতী চোড্র পুষ্পাণাং মালাং সরত্ন চন্দনাং।
রক্তাম্বরং খড়্গ তীক্ষ্ণং খর্পরঞ্চ ভয়ানকং। ৪ ॥
প্রকৃত্যাট্টাট্টহাসঞ্চ লোলজিহ্বা ভয়ঙ্করী।
অতীব বৃদ্ধা কৃষ্ণাঙ্গী নগরে মম নৃত্যতি। ৫ ॥

নারায়ণ ঋষি কহিলেন, হে নারদ! দুরাশয় কংস দুঃস্বপ্ন দর্শনে মনোমধ্যে এইরূপ চিন্তা করিয়া নিতান্ত ভীত, সমুদ্বিগ্ন, নিরাহার ও নিরুৎসুক হইল। ১ ॥

পরে কংস, পুরোহিত পাত্র মিত্র ও বন্ধু বান্ধবগণকে সভায় সমানীত করিয়া দুঃখিতান্তঃকরণেকহিতে লাগিল, হে পুরোহিতগণ, হে বান্ধবগণ! আপনারা সকলেই জ্ঞানি, আমি নিশাশেষে যে ভয়াবহ স্বপ্ন দর্শন করিয়াছি, তাহা তোমাদিগের নিকট ব্যক্ত করিতেছি শ্রবণ কর। ২। ৩ ॥

এক লোলজিহ্বা ভয়ঙ্করী অতীব বৃদ্ধা কৃশাঙ্গী রমণী রক্তাম্বর পরিধানা এবং তীক্ষ্ণ খড়্গ ও ভয়ানক খর্পর ধারণ পূর্ব্বক স্বভাবতঃ অট্টাট্ট হাস্য করিতে করিতে আমার নগর মধ্যে নৃত্য করিতেছে। আর তাহার গলদেশে রত্ন ও চন্দন সমন্বিত ওড্র পুষ্পের মালা শোভা পাইতেছে। ৪। ৫ ॥

মুক্তকেশী ছিন্ন নাসা কৃষ্ণাকৃষ্ণাম্বরাপিবা।
বিধবা সা মহাশূদ্রী মামালিঙ্গতুমিচ্ছতি। ৬ ॥
মলিনং চেল খণ্ডঞ্চ বিভ্রতী রুক্ষম মূর্দ্ধজান্।
দদাতি চূর্ণ তিলকং কপালে মম বক্ষসি। ৭ ॥
কৃষ্ণবর্ণানি পক্কানি ছিন্ন ভগ্নানি সত্যকাঃ।
পতন্তি কৃত্বা শব্দাংশ্চ শশ্বত্তালফলানিচ। ৮ ॥
কুচেলো বিকৃতাকারো ম্লেচ্ছাহি রুক্ষম মূর্দ্ধজঃ।
দদাতি মহ্য মূষায়াং ছন্ন ভগ্ন কপর্দ্দকান্। ৯ ॥
মহা রুষ্টাচ দিব্যাস্ত্রী পতি পুত্রবতী সতী।
বভঞ্জ পূর্ণ কুম্ভঞ্চ মাভিশপ্য পুনঃ পুনঃ। ১০ ॥
অম্লান মোড্র মালাঞ্চ রক্ত চন্দন চর্চ্চিতাং।
দদাতি মহ্যং বিপ্রশ্চ মহা রুষ্টোতি পশ্যত। ১১ ॥
ক্ষণ মঙ্গার বৃষ্টিশ্চ ভস্মবৃষ্টিঃ ক্ষণং ক্ষণং।
ক্ষণং ক্ষণং রক্তবৃষ্টি র্ভবেচ্চ নগরে মম। ১২ ॥

এক মুক্তকেশী ছিন্ননাশা কৃষ্ণাম্বরধারিণী কৃষ্ণবর্ণা মহাশূদ্রী বিধবা নারী আমাকে যেন আলিঙ্গন করিতে ইচ্ছা করিতেছে। ৬ ॥

আর যেন কোন রুক্ষকেশী রমণী মলিন চেলখণ্ড পরিধান করিয়া আমার কপালে ও বক্ষঃস্থলে চূর্ণ তিলক প্রদান করিতেছে। ৭ ॥

সভাগণ! কৃষ্ণবর্ণ পক্ক তালফল সকল সর্ব্বদা ছিন্ন ও ভগ্ন হইয়া শব্দ সহকারে পতিত হইতেছে। ৮ ॥

এক বিকৃতাকার কুচেল ধারী রুক্ষকেশ ম্লেচ্ছ, যেন উষাকালে আমাকে ছন্ন ভগ্ন কপর্দ্দক সকল প্রদান করিতেছে। ৯ ॥

কোন পতি পুত্রবতী সাধ্বী দিব্যাঙ্গনা, মহা রুষ্টা হইয়া বারংবার আমাকে অভিশাপ প্রদান পূর্ব্বক পূর্ণকুম্ভ ভগ্ন করিতেছেন। ১০ ॥

এক বিপ্র, মহারুষ্ট হইয়া আমাকে রক্ত চন্দন চর্চ্চিত অম্লান ওড্র পুষ্পের মালা প্রদান পূর্ব্বক আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছে। ১১ ॥

বানরং বায়সং শ্বানং ভল্লূকং শূকরং খরং।
পশ্যামি শুষ্ক কাষ্ঠানাং রাশি মঙ্গার কজ্জলং।
অরুণোদয় বেলায়াং কর্ণং ছিন্ন নখানিচ। ১৩ ॥
পীতবস্ত্র পরীধানা শুক্ল চন্দন চর্চ্চিতা।
বিভ্রতী মালতী মালাং রত্ন ভূষণ ভূষিতা। ১৪ ॥
ক্রীড়া কমল হস্তা সা সিন্দূর বিন্দু শোভিতা।
কৃত্বাভিশাপং মাং রুষ্টা যাতি মন্মন্দিরাৎ সতী। ১৫ ॥
পাশ হস্তাংশ্চ পুরুষান্ মুক্তকেশান্ ভয়ঙ্করান্।
অতি রুক্ষমাংশ্চ পশ্যামি বিশতো নগরং মম। ১৬ ॥
নগ্ন নারী মুক্তকেশী নৃত্যতীচ গৃহে গৃহে।
অতীব বিকৃতাকারাঃ পশ্যামি সস্মিতাঃ সদা। ১৭ ॥
ছিন্ন নাসাচ বিধবা মহাশূদ্রী দিগম্বরী।
সা তৈলাভ্যঙ্গিতং মাঞ্চ করোত্যভি ভয়ঙ্করী। ১৮ ॥

আমার নগরে ক্ষণে ক্ষণে অঙ্গার বৃষ্টি, ক্ষণে ক্ষণে ভস্ম বৃষ্টি ও ক্ষণে ক্ষণে রক্ত বৃষ্টি হইতেছে। ১২ ॥

আমি অরুণোদয় কালে যেন বানর, বায়স, কুক্কুর, ভল্লুক, শূকর, গর্দ্দভ, শুষ্ক কাষ্ঠরাশি, অঙ্গার, কজ্জল এবং ছিন্ন কর্ণ ও নখ সকল দর্শন করিলাম। ১৩ ॥

এক পীতবস্ত্র পরীধানা শুক্ল চন্দন চর্চ্চিতা রত্ন ভূষণে বিভূষিতাঙ্গী সতী নারীর গলদেশে মালতীমালা, ললাটে সিন্দুর বিন্দু ও করে ক্রীড়া কমল শোভা পাইতেছে। তিনি যেন রুষ্টা হইয়া আমাকে শাপ প্রদান পূর্ব্বক মদীয় ভবন হইতে বিনির্গতা হইতেছেন। ১৪। ১৫ ॥

আমি যেন, বহু সংখ্যক পাশ হস্ত মুক্তকেশ অতি রুক্ষ ভয়ঙ্কর পুরুষগণকে মদীয় নগরে প্রবেশ করিতে দেখিতেছি। ১৬ ॥

অতীব বিকৃতাকারা মুক্তকেশী নগ্না রমণীগণ সদা সহাস্য বদনে মৎ পুরীর গৃহে গৃহে নৃত্য করিতে প্রবৃত্তা হইয়াছে। ১৭ ॥

নির্ব্বাণাঙ্গার যুক্তাশ্চ ভস্ম পূর্ণা ভয়ঙ্করাঃ।
অতি প্রভাত সময়ে চিতাঃ পশ্যামি সস্মিতঃ। ১৯ ॥
পশ্যামিচ বিবাহঞ্চ নৃত্য গীত মহোৎসবং।
রক্তবস্ত্র পরীধানান্ পুরুষান্ মুক্ত মূর্দ্ধজান্। ২০ ॥
রক্তং বমন্তং পুরুষং বিচন্দ্রং রক্ত মুল্বনং।
ধাবন্তঞ্চ শয়ানঞ্চ পশ্যামি সস্মিতং সদা। ২১ ॥
রাহুগ্রস্তঞ্চ গগনে মণ্ডলং চন্দ্র সূর্য্যয়োঃ।
এক কালেচ পশ্যামি সর্ব্বগ্রাসঞ্চ বান্ধবাঃ। ২২ ॥
উল্কাপাতং ধূম্রকেতুং ভূকম্পং রাষ্ট্র বিপ্লবং।
ঝঞ্ঝাবাতং মহোৎপাতং পশ্যামিচ পুরোহিতঃ। ২৩ ॥
বায়ুনা ঘূর্ণমানাংশ্চ ছিন্ন স্কন্ধান্ মহীরুহান্।
পতিতান্ পর্ব্বতাংশ্চৈব পশ্যামি পৃথিবী তলে। ২৪ ॥

কোন ছিন্ন নাশা দিগম্বরী অতি ভয়ঙ্করা মহা শূদ্রী বিধবা নারী আমাকে তৈলাভ্যাঙ্গিত করিতেছে। ১৮ ॥

আমি অতি প্রভাত কালে যেন সহাস্য বদনে নির্ব্বাণাঙ্গার যুক্ত ভস্ম পূর্ণ ভয়ঙ্কর চিতা সকল দর্শন করিলাম। ১৯ ॥

সেই চিতা সমীপে বিবাহ ও নৃত্য গীত মহোৎসব এবং রক্তবস্ত্র ধারী মুক্ত মূর্দ্ধজ ভীষণ পুরুষগণ মৎ কর্তৃক লক্ষিত হইল। ২০ ॥

দেখিলাম সর্ব্বদা যেন কেহ রুধির বমন, কেহ ভয়ঙ্কর রূপে রুধির পান করিতেছে এবং কেহ সহাস্য বদনে ধাবমান হইতেছে ও কেহ বা শয়ন করিতেছে। ২১ ॥

বান্ধবগণ! আকাশে আমি দেখিলাম যেন চন্দ্র মণ্ডল ও সূর্য্য মণ্ডল এক কালে রাহুগ্রস্ত হইয়াছে। ২২ ॥

রাষ্ট্র বিপ্লব, উল্কাপাত, ভূমিকম্প, ঝঞ্ঝাবাত, ধূমকেতুর উত্থান এই সমস্ত ঘোর দুর্নিমিত্ত আমি পুরোহিতের সহিত দর্শন করিতেছি। ২৩ ॥

আমি ছিন্নস্কন্ধ বৃক্ষ ও পর্ব্বত সকল বায়ু কর্তৃক ঘূর্ণমান হইয়া পৃথিবী তলে পতিত হইতে দেখিতেছি। ২৪ ॥

পুরুষং ছিন্ন শিরসং নগ্নন্তং নগ্নমুৎসুকং।
মুণ্ডমালা করং ঘোরং পশ্যামিচ গৃহে গৃহে। ২৫ ॥
দগ্ধং সর্ব্বাশ্রমং ভস্ম পূর্ণ মঙ্গার সঙ্কুলং।
হাহাকারঞ্চ কুর্ব্বন্তং সর্ব্বং পশ্যামি সর্ব্বতঃ। ২৬ ॥
ইত্যেব মুক্ত্বা রাজা স বিররাম সভাতলে।
শ্রুত্বা স্বপ্নং বান্ধবাশ্চ নত বক্ত্রা নিশশ্বসুঃ। ২৭ ॥
জহার চেতনাং সদ্যঃ সত্যকশ্চ পুরোহিতঃ।
মত্বা বিনাশং কংসস্য যজমানস্য নারদ। ২৮ ॥
রুরোদ নারীবর্গাশ্চ পিতা মাতাচ শোকতঃ।
মেনে বিনাশ কালঞ্চ সদ্যঃ স্বয় মুপস্থিতং। ২৯ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ সম্বাদে শ্রীকৃষ্ণ জন্মখণ্ডে কংস দুঃস্বপ্ন কথনং নাম ত্রিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

দেখিলাম, নগ্ন ছিন্ন শিরা ভয়ঙ্কর পুরুষ করে মুণ্ডমালা ধারণ পূর্ব্বক সমুৎসুক চিত্তে নগর পুরীর গৃহে গৃহে বিচরণ করিতেছে। ২৫ ॥

সমস্ত আশ্রম দগ্ধ ভস্ম পূর্ণ ও অঙ্গার সঙ্কুল হওয়াতে সকলে সর্ব্ব দিকে যেন হাহাকার করিতেছে। ২৬ ॥

ভোজরাজ কংস সভা মধ্যে এই দুর্নিমিত্ত বিবরণ বর্ণন পূর্ব্বক মৌনাবলম্বন করিল। তদীয় বান্ধবগণও ঐ স্বপ্ন বৃত্তান্ত শ্রবণে ভাবী অমঙ্গল নিশ্চয় পূর্ব্বক নত শিরা হইয়া নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিল। ২৭ ॥

তখন সত্যক নামক কংস পুরোহিত যজমান কংসের বিনাশ নিশ্চয় করিয়া শোকে তৎক্ষণাৎ বিচেতন হইলেন। ২৮ ॥

পরে কংসের পিতা মাতা ও পত্নীগণ সদ্য কংসের বিনাশ কাল উপস্থিত জ্ঞান করিয়া শোকে অধীর হইয়া পড়িলেন। ২৯ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ সম্বাদে শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে কংস দুঃস্বপ্ন কথন নাম ত্রিষষ্টিতম অধ্যায় সংপূর্ণ।

চতুঃষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

নারায়ণ উবাচ।

সর্ব্বং কৃত্বা পরামর্ষং সত্যকশ্চ পুরোহিতঃ।
বুদ্ধিমান্ শুক্র শিষ্যশ্চ তমুবাচ হিতং মুনে। ১ ॥

সত্যক উবাচ।

ভয়ং ত্যজ মহাভাগ ভয়ং কিং তে ময়ি স্থিতে।
কুরু যজ্ঞং মহেশস্য সর্ব্বারিষ্ট বিনাশনং। ২ ॥
যাগো ধনুর্ম্মখোনাম বহ্বর্থো বহুদক্ষিণঃ।
দুঃস্বপ্নানাং নাশকরঃ শত্রুভীতিবিনাশকঃ। ৩ ॥
আধ্যাত্মিক মাধিদৈব মাধি ভৌতিক মুৎকটং।
এষাং ত্রিবিধোৎপাতানাং খণ্ডনো ভূতি বর্দ্ধনঃ। ৪ ॥
যাগে সমাপ্তে শম্ভুশ্চ জরামৃত্যু হরং বরং।
দদাতি সাক্ষাৎ ভূত্যৈব দাতাচ সর্ব্ব সম্পদাং। ৫ ॥

নারায়ণ ঋষি কহিলেন, হে নারদ! তখন শুক্রাচার্য্যের শিষ্য বুদ্ধিমান্ সত্যক নামক কংসপুরোহিত তৎকালোচিত বাক্যে কংসকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মহাভাগ! আপনি ভয় পরিত্যাগ করুন। আমি বিদ্যমানে আপনার কোন ভয় নাই। এক্ষণে আপনি ভগবান্ মহেশ্বরের যজ্ঞারম্ভ করুন। ১। ২ ॥

মহারাজ! এক্ষণে ত্রিলোচনের প্রীতি কামনায় ধনুর্যজ্ঞ নামক যাগ আরম্ভ করাই আপনার কর্ত্তব্য কর্ম্ম। এই যজ্ঞে প্রভুত অর্থের প্রয়োজন, ইহাতে ঋত্বিক্‌গণকে ভূরি দক্ষিণা প্রদান করিতে হয়। এই যজ্ঞানুষ্ঠানে দুঃস্বপ্ন উপশমিত ও শত্রু ভয় বিনষ্ট হইয়া থাকে। ৩ ॥

আর এই যজ্ঞানুষ্ঠানে আধ্যাত্মিক আধি দৈবিক ও আধি ভৌতিক এই ত্রিবিধ উৎকট মহোৎপাতের শান্তি ও ঐশ্বর্য্যের বৃদ্ধি হয়। ৪ ॥

চকার মঞ্চ যাগঞ্চ পুরা বাণো মহাবলঃ।
নন্দীচ পরশুরামশ্চ ভল্লশ্চ বলিনাং বরঃ। ৬ ॥
পুরা দদৌ ধনুরিদং শিবো নন্দীশ্বরায়চ।
যাগেন ভূত্বা সিদ্ধঃ স দদৌবাণায় ধার্ম্মিকঃ। ৭ ॥
কৃত্বা যাগং মহা সিদ্ধৈ র্দদৌ রামায় পুষ্করে।
তুভ্যং দদৌ পশু রামঃ কৃপয়াচ কৃপানিধিঃ। ৮ ॥
সহস্র হস্ত পরিমিতং দৈর্ঘ্যেঽতি কঠিনং নৃপ।
দশ হস্তং প্রশস্তেচ শঙ্করেচ্ছা বিনির্ম্মিতং। ৯ ॥
পশুপতিঃ পাশুপতং যুক্তো যানেন দুর্ব্বহং।
সর্ব্বে ভংক্তুং নশক্তাশ্চ দেবং নারায়ণং বিনা। ১০ ॥

যজ্ঞ সম্পূর্ণ হইলে সর্ব্ব সম্পত্তি দাতা ভগবান্ শঙ্কর আপনার প্রত্যক্ষীভুত হইয়া জরা মৃত্যু খণ্ডন বর প্রদান পূর্ব্বক ভবদীয় মঙ্গল বিধান করিবেন। ৫ ॥

মহারাজ! পূর্ব্বে মহাবল পরাক্রন্ত বাণ রাজা, শিবানুচর নন্দীশ্বর পরশুরামও বলবান্দিগের প্রধান ভল্ল ইহারা মঞ্চ যাগের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। ৬ ॥

পরে ভগবান শঙ্কর নন্দীশ্বরকে এই ধনু অর্পণ করেন, তৎপরে সেই ধার্ম্মিক নন্দীশ্বর উক্ত ধনুঃ সংযোগে যজ্ঞানুষ্ঠান পূর্ব্বক সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া ঐ ধনু বাণ রাজাকে প্রদান করেন। ৭ ॥

তৎপরে বাণ রাজাও পুষ্কর তীর্থে মহা সিদ্ধিগণের সহিত যাগানুষ্ঠান পূর্ব্বক এই ধনু পরশুরামকে প্রদান করেন, অতঃপর পরশুরামও কৃপা করিয়া আপনাকে ইহা প্রদান করিয়াছেন। ৮ ॥

এই ধনু দৈর্ঘ্যে সহস্র হস্ত পরিমিত ও প্রস্থে দশ হস্ত বিস্তীর্ণ, ইহা শঙ্করেচ্ছায় অতি দৃঢ় রূপে বিনির্ম্মিত হইয়াছে। ৯ ॥

পূর্ব্বে পশুপতি এই দুর্ব্বহ পাশুপত ধনু গ্রহণ পূর্ব্বক দিব্য যানারোহণে বিচরণ করিতেন। নারায়ণ দেব ভিন্ন সকলে এই ধনু ভঙ্গ করিতে সমর্থ নহে। ১০ ॥

যাগেচ ধনুষঃ পূজা শঙ্করংশেতু শঙ্করে।
কুরু শীঘ্রং শুভাহ্ঞ্চ সর্ব্বান্ কুরু নিমন্ত্রণং। ১১ ॥
অস্মিন্ যাগে ধনুর্ভঙ্গো ভবেদ্যদি নরাধিপ।
বিনাশো যজমানস্য ভবিষ্যামি ন সংশয়ঃ। ১২ ॥
ভগ্নে ধনুষি যাগশ্চ ভগ্নো ভবতি নিশ্চিতং।
ফলং দদাতি কোবাত্র চা নিষ্পন্নেচ কর্ম্মণি। ১৩ ॥
ব্রহ্মাচ ধনুষো মূলে মধ্যে নারায়ণঃ স্বয়ং।
অগ্রেচোগ্র প্রতাপশ্চ মহাদেবো মহামতে। ১৪ ॥
ধনুশ্চ নির্ব্বিকারঞ্চ সদ্রত্ন খচিতং বরং।
গ্রীষ্ম মধ্যাহ্ন মার্ত্তণ্ড প্রভা প্রচ্ছন্ন কারণং। ১৫ ॥
অশক্তশ্চ নময়িতু মনন্তশ্চ মহাবলঃ।
সূর্য্যশ্চ কার্ত্তিকেয়শ্চ কা কথান্যস্য ভূমিপ। ১৬ ॥
ত্রিপুরারিঃ পুরাণেন জঘান ত্রিপুরং মুদা।

মহারাজ! এই যাগে ধনুর পূজা ও ভগবান্ শঙ্করের পূজা করিতে হইবে। অতএব আপনি সত্বর আত্মীয় বন্ধুবর্গকে নিমন্ত্রণ পূর্ব্বক সেই সর্ব্ব মঙ্গল বিধাতা শঙ্করের শুভাহ্ যাগের আয়োজন করুন। ১১ ॥

ভোজরাজ! এই যাগে যদি ধনুর্ভঙ্গ হয়, তাহা হইলে যজমানের বিনাশ হইবে সংশয় নাই। ১২ ॥

ধনুর্ভঙ্গ হইলে নিশ্চয় যজ্ঞ ভগ্ন হইবে, যজ্ঞ ভগ্ন হইলে কে বা অনিষ্পন্ন কর্ম্মের ফল প্রদান করিবেন?। ১৩ ॥

মহামতে! এই ধনুর মূলদেশে ব্রহ্মা, মধ্যদেশে স্বয়ং নারায়ণ ও অগ্রভাগে উগ্র প্রতাপশালী দেব দেব মহাদেব অবস্থান করিতেছেন। ১৪ ॥

এই বিকৃতিভাব শূন্য ঐশ ধনু উৎকৃষ্ট রত্নে খচিত হইয়া গ্রীষ্মকালীন মাধ্যাহ্নিক মার্ত্তণ্ডের তেজকেও আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। ১৫ ॥

অন্যের কথা দূরে থাকুক, মহাবল পরাক্রান্ত অনন্তদেব, সূর্য্য ও কার্ত্তিকেয়ও এই ধনু নত করিতে সমর্থ নহেন। ১৬ ॥

নির্ভয়ং কুরু স্বচ্ছন্দং মঙ্গলার্হং মহোৎসবং। ১৭ ॥
সত্যকস্য বচঃ শ্রুত্বা চন্দ্র বংশ বিবর্দ্ধনঃ।
উবাচ কংসঃ সর্ব্বাংশে সন্তুতং তং হিতৈষিণং। ১৮ ॥

কংস উবাচ।

বসুদেব গৃহেম্বঙ্গে মদ্বধী কুল নাশনঃ।
স্বচ্ছন্দং নন্দ গেহেচ বর্দ্ধতে নন্দ নন্দনঃ। ১৯ ॥
মদ্বন্ধু বর্গান্ শূরাশ্চ মন্ত্রণাস্থু বিশারদান্।
ভগিনীং পূতনাং পূতাং জঘান বালকা বলী। ২০ ॥
গোবর্দ্ধনং দধারৈক করেণ বল বর্দ্ধনঃ।
মহেন্দ্রস্যচ শূরস্য চকার চ পরাভবং। ২১ ॥
ব্রহ্মাণং দর্শয়ামাস ব্রহ্মরূপং চরাচরং।
নিরহং বালবৎসানাং চকার কৃত্রিমং মুদা। ২২ ॥

পূর্ব্বে ত্রিপুরারি এই শরাসনে পরমানন্দে ত্রিপুরাসুরকে বিনাশ করিয়াছিলেন অতএব আপনি নির্ভয়ে স্বচ্ছন্দে এই মঙ্গলার্হ মহোৎসবে প্রবৃত্ত হউন। ১৭ ॥

চন্দ্রবংশ বিবর্দ্ধন কংস, সর্ব্বদা সর্ব্বাংশে হিতৈষী পুরোহিত সত্যকের এই বাক্য শ্রবণে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিল, মহাশয়! গোকুলে গোপরাজ নন্দের গৃহে আমার বিনাশক কুলনাশন নন্দনন্দন বর্দ্ধিত হইতেছে। ১৮। ১৯ ॥

সেই পরাক্রান্ত বালক একাকী মদীয় মন্ত্রণাকুশল বীর বন্ধুবর্গকে এবং ভগিনী পূতনাকে বিনাশ করিয়াছে। ২০ ॥

সেই বল বর্দ্ধন নন্দনন্দন এক করে গোবর্দ্ধনগিরি ধারণ করিয়া পরাক্রান্ত মহেন্দ্রকে পরাভূত করিয়াছে। ২১ ॥

সেই বালক প্রীতমনে কৃত্রিম গোপবালক ও গো বৎস সমুদায় প্রস্তুত করিয়া ব্রহ্মাকে চরাচর সম্বলিত ব্রহ্মরূপ দর্শন করাইয়া তাঁহাকে মোহিত করিয়াছে। ২২ ॥

তমেব বলিনং হন্তুং মন্ত্রণাং কুরু সত্যক।
মম শত্রু র্ব্বিনা তেন নাস্তীহ ধরণীতলে।
নহি স্বর্গেন পাতালে ত্রিষু লোকেষু নিশ্চিতং। ২৩॥
সন্তি সন্তশ্চ রাজানঃ সর্ব্বত্র মম বান্ধবাঃ। ২৪॥
মহা তপস্বী ব্রহ্মাচ তপস্বী শঙ্করঃ স্বয়ং।
বিষ্ণুঃ সর্ব্বত্র সর্ব্বাত্মা সমদর্শী সনাতনঃ। ২৫॥
নন্দ পুত্রং নিহত্যাহং ত্রিষু লোকেষু পূজিতঃ।
সার্ব্বভৌমো ভবিষ্যামি সপ্তদ্বীপাধিপো মহান্। ২৬॥
স্বর্গে নির্জ্জিত্য শক্রঞ্চ দুর্ব্বলং দৈত্য নির্জ্জিতং।
ভবিষ্যামি মহেন্দ্রশ্চ তত্র নির্জ্জিত্য ভাস্করং। ২৭॥
যক্ষ্মগ্রস্তঞ্চ চন্দ্রঞ্চ মমৈব পূর্ব্ব পুরুষং।
বায়ুং কুবেরং বরুণং যমং জেষ্যামি নিশ্চিতং। ২৮॥
গচ্ছ নন্দ ব্রজং শীঘ্রং নন্দঞ্চ নন্দ নন্দনং।

এক্ষণে আপনি সেই বলবান্ বালকের বিনাশার্থ মন্ত্রণা করুন। ধরণীতলে, স্বর্গে ও পাতালে এই ত্রিলোক মধ্যে সেই নন্দ নন্দন ভিন্ন নিশ্চয় আমার শত্রু কেহই নাই। ২৩॥

সর্ব্ব স্থানে যত রাজগণ আছেন, তাহারা সকলেই আমার বন্ধু, আর মহাতপস্বী ব্রহ্মা, স্বয়ং তাপস শঙ্কর সর্ব্বত্র সমদর্শী. সর্ব্বাত্মা সনাতন বিষ্ণু, ইহাঁরাও আমার বিপক্ষ নহেন.। ২৪। ২৫॥

কেবলী সেই নন্দ নন্দন আমার শত্রু। আমি তাহাকে বিনাশ করিয়া মহা প্রতাপবান্ সপ্ত দ্বীপাধিপতি সার্ব্বভৌম হইয়া ত্রিলোক পূজনীয় হইব। ২৬॥

আমি স্বর্গে দৈত্য নির্জ্জিত দুর্ব্বল ইন্দ্রকে জয় করিয়া স্বয়ং ইন্দ্র হইব। ভাস্কর আমা কর্ত্তৃক বিজিত হইবে। ২৭॥

আর আমি মদীয় পূর্ব্ব পুরুষ যক্ষ্মা রোগ গ্রস্ত চন্দ্রকে এবং বায়ু বরুণ কুবের ও যমকে নিশ্চয় জয় করিব। ২৮॥

তদ্ভ্রাতরঞ্চ বলিনং বলমানয় সাম্প্রতং। ২৯ ॥
কংসস্য বচনং শ্রুত্বা তমুবাচ স সত্যকঃ।
হিতং সত্যং নীতিসারং পরং সাময়িকং তথা। ৩০ ॥

সত্যক উবাচ।

অক্রূরমুদ্ধবং বাপি বসুদেব মথা পিবা।
প্রস্থাপয় মহাভাগ নন্দ ব্রজ মভীপ্সিতং। ৩১ ॥
সত্যকস্য বচঃ শ্রুত্বা বসন্তং তত্র সংসদি।
স্বর্ণ সিংহাসনস্থঞ্চ বসুদেব মুবাচ সঃ। ৩২ ॥

রাজেন্দ্র উবাচ।

তত্ত্বজ্ঞো নীতিশাস্ত্রাণাং ত্বমুপায় বিশারদঃ।
ব্রজ নন্দ ব্রজং বন্ধো বসুদেব সুতালয়ং। ৩৩ ॥
বৃকভাণঞ্চ নন্দঞ্চ বলঞ্চ নন্দ নন্দনং।
শীঘ্র মানীয় যজ্ঞেঽত্র সর্ব্বং গোকুল বাসিনং। ৩৪ ॥
গৃহীত্বা পত্রিকাং দূতা গচ্ছন্তুচ চতুর্দ্দিশং।

এক্ষণে আপনি নন্দ ব্রজে গমন করিয়া সেই নন্দনন্দন এবং তদ্ভ্রাতা বলদেবকে সত্বর আনয়ন করুন। ২৯ ॥

কংস পুরোহিত সত্যক, কংসের এই বাক্য শ্রবণে সময়োচিত হিত-জনক নীতিসার বাক্যে তাহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মহাভাগ! আপনি অক্রূর, উদ্ধব অথবা বসুদেবকে সেই ঈপ্সিত নন্দ ব্রজে প্রেরণ করুন। ৩০। ৩১ ।

কংস পুরোহিত সত্যকের এই বাক্য শ্রবণে সেই সভা মধ্যে স্বর্ণ সিংহাসনে উপবিষ্ট বসুদেবকে সম্বোধন করিয়া কহিল, বন্ধো! তুমি নীতি শাস্ত্র বিশারদ ও উপায় তত্ত্বজ্ঞ, অতএব তুমি শীঘ্র নন্দ ব্রজে বসুদেব সুতালয়ে গমন করিয়া নন্দ, বৃকভাণ, নন্দ নন্দন, বলদেব ও অন্যান্য গোকুলবাসিগণকে এই যজ্ঞে আনয়ন কর। ৩২। ৩৩। ৩৪ ॥

নৃপান্ মুনিগণান্ সর্ব্বান্ কর্ত্তুং বিজ্ঞাপনং মুদা। ৩৫॥
নৃপস্য বচনং শ্রুত্বা শুষ্ক কণ্ঠৌষ্ঠ তালুকঃ।
উবাচ সদয়ং ব্রহ্মন্ হৃদয়েন বিদূয়তা। ৩৬॥

বসুদেব উবাচ।

ন যুক্ত মত্র রাজেন্দ্র গমনং মম সাম্প্রতং।
বিজ্ঞাপিতুং নন্দ ব্রজং নন্দং বা নন্দ নন্দনং। ৩৭॥
যস্মাদ্‌যাতো নন্দ পুত্রো যাগে তেথ মহোৎসবে।
অবশ্যং তদ্বিরোধশ্চ ভবিষ্যতি ত্বয়া সহ। ৩৮॥
তমহঞ্চ সমানীয় কারয়িষ্যামি সংযুগং।
ইতি মে নহি ভদ্রঞ্চ বিঘ্নস্তস্য তবাপিচ। ৩৯॥
পিত্রানীতো মৃতঃ কৃষ্ণ ইতি সর্ব্বো বদিষ্যতি।
বসুদেব সুত দ্বারা জঘান নৃপ মেব বা। ৪০॥

এক্ষণে দূতগণ পত্রিকা লইয়া চতুর্দ্দিকে গমন পূর্ব্বক সানন্দে রাজগণ ও মুনিগণকে এই বিষয় বিজ্ঞাপন করুন। ৩৫॥

কংসের এই বাক্য শ্রবণে বসুদেবের কণ্ঠ ওষ্ঠ ও তালু শুষ্ক হইয়া গেল। তখন তিনি দুঃখিতান্তঃকরণে সদয়ভাবে তাহাঁকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মহারাজ! এক্ষণে নন্দ ব্রজে নন্দ ও নন্দনন্দনকে এই বিষয় বিজ্ঞাপনার্থ আমার গমন করা কখনই যুক্তি যুক্ত নহে। ৩৬। ৩৭॥

তোমার এই যজ্ঞ মহোৎসবে যদি সেই নন্দনন্দন আগমন করে, তাহা হইলে তোমার সহিত তাহার অবশ্য বিরোধ উপস্থিত হইবে। ৩৮॥

আমি তাহাকে এই স্থানে আনয়ন করিয়া যুদ্ধ সংঘটন করাইব, তাহাতে হয় তোমার না হয় তাহার বিঘ্ন হইবে এউভয়ই আমার পক্ষে অমঙ্গল কর। ৩৯॥

সকলেই বলিবে, কৃষ্ণ পিতা কর্ত্তৃক এই স্থানে আনীত হইয়া মৃত হইল অথবা জনসমাজে রটনা হইবে বসুদেব, পুত্রকে আনয়ন পূর্ব্বক তদ্দ্বারা রাজা কংসের বিনাশ সাধন করিল। ৪০॥

দ্বয়ো রৈকতরস্যাপি সদ্যো মৃত্যু র্ভবিষ্যতি।
পতিষ্যন্তি চ শূরাশ্চ নাস্তি যুদ্ধং নিরাময়ং। ৪১ ॥
বসুদেব বচঃ শ্রুত্বা রক্ত পঙ্কজ লোচনঃ।
খড়্গং গৃহীত্বা তং হন্তুং প্রযযৌ নৃপতীশ্বরঃ। ৪২ ॥
হাহেতি কৃত্বা পুত্রঞ্চ বারয়ামাস তৎক্ষণং।
উগ্রসেনো মহারাজ মতীব বলবান্ মুনে।
সদুঃখাদ্বসুদেবশ্চ কোপাবিষ্টো গৃহং যযৌ। ৪৩ ॥
অক্রূরং প্রেরয়ামাস গন্তুং নন্দ ব্রজং নৃপ।
দূতান্ প্রস্থাপয়ামাস শীঘ্রং প্রতিদিশং তদা। ৪৪ ॥
আযযু র্ম্মুনয়ঃ সর্ব্বে নৃপাশ্চ সপরিচ্ছদাঃ।
দিকপালাশ্চ সুরাঃ সর্ব্বে ব্রাহ্মণাশ্চ তপস্বিনঃ। ৪৫ ॥

ফলতঃ তোমাদিগের উভয়ের মধ্যে সংগ্রামে সদ্য একজনের মৃত্যু হইবে এবং অনেক বীর পুরুষ নিহত হইবে। যুদ্ধ কখন নিরাময় হইবার নহে। ৪১ ॥

বসুদেবের এই বাক্য শ্রবণে কংসের নয়ন যুগল রক্ত পঙ্কজের ন্যায় লোহিত বর্ণ হইয়া উঠিল, তখন সে খড়্গ গ্রহণ পূর্ব্বক বসুদেবকে বিনাশ করিতে সমুদ্যত হইল। ৪২ ॥

তখন অতীব বলবান্ উগ্রসেন হাহাকার করিয়া তৎক্ষণাৎ পুত্র কংসকে সেই গর্হিত কার্য্য করণে নিবারণ করিলেন। ঐ সময়ে বসুদেবও কোপাবিষ্ট হইয়া দুঃখিতান্তঃকরণে স্বীয় ভবনে গমন করিলেন। ৪৩ ॥

পরে দুরাশয় কংস রাম কৃষ্ণকে আনয়নার্থ নন্দ ব্রজে অক্রূরকে প্রেরণ করিলেন। এবং তৎকালে কংস কর্ত্তৃক নানাদিকে দূত সমুদয় প্রেরিত হইল। ৪৪ ॥

ঐ সময়ে দেবগণ, দিক্পালগণ, মুনিগণ, তাপস ব্রাহ্মণগণ এবং নানা পরিচ্ছদধারী নৃপ সমুদায় সমাগত হইতে লাগিলেন। ৪৫ ॥

সনকশ্চ সনন্দশ্চ বোঢ়ুঃ পঞ্চশিখ স্তথা।
ভরদ্বাজশ্চ ব্যাসশ্চ প্রজ্বলন্ ব্রহ্মতেজসা। ৪৬ ॥
কপিলশ্চা সুরিঃ পৈলঃ সুমন্তশ্চ সনাতনঃ।
পুলহশ্চ পুলস্ত্যশ্চ ভৃগুশ্চ ক্রতুরঙ্গিরাঃ। ৪৭ ॥
মরীচিঃ কশ্যপশ্চৈব দক্ষোঽত্রিশ্চ্যবন স্তথা।
ভারদ্বাজশ্চ ব্যাসশ্চ গৌমশ্চ পরাসরঃ। ৪৮ ॥
প্রচেতাশ্চ বশিষ্ঠশ্চ সম্বর্ত্তশ্চ বৃহস্পতিঃ।
কাত্যায়নো যাজ্ঞবল্ক্যোঽপ্যুতথ্যঃ সৌভরি স্তথা। ৪৯ ॥
পর্ব্বতো দেবলশ্চৈব জৈগীসব্যশ্চ জৈমিনিঃ।
বিশ্বামিত্রশ্চ সুতপাঃ সাকল্যঃ শাকটায়নঃ। ৫০ ॥
জাজলি র্লাঙ্গলিশ্চৈব পিশলিশ্চ শিলানিকঃ।
আস্তীকশ্চ জরৎকারু স্তথা কল্যাণ মিত্রকঃ। ৫১ ॥
দুর্ব্বাসা বামদেবশ্চ ঋষ্যশৃঙ্গো বিভাণ্ডকঃ।
করিপথঃ কণাদশ্চ কৌশিক পাণিনি স্তথা। ৫২ ॥
কৌৎসোঘমর্ষণশ্চৈব বাল্মীকী লোমশ স্তথা।
মার্কণ্ডেয়ো মৃকণ্ডুশ্চ পশুরামশ্চ সাঙ্কৃতিঃ। ৫৩ ॥
অগস্ত্যশ্চ তথাবাঞ্চ তথান্যে মুনয়ো মুনে।
সশিষ্যাশ্চ সপুত্ত্রাশ্চ ব্রাহ্মণাশ্চ তপস্বিনঃ। ৫৪ ॥

যথা ক্রমে সনক, সনন্দ, বোঁঢ়ু, পঞ্চশিখ, ভরদ্বাজ, ব্রহ্মতেজে জাজ্বল্যমান বেদব্যাস, কপিল, আসুরি, পৈল, সুমন্তু, সনাতন, পুলহ, পুলস্ত্য, ভৃগু, ক্রতু, অঙ্গিরা, মরীচি, কশ্যপ, দক্ষ, অত্রি, চ্যবন, ভারদ্বাজ, ব্যাসপুত্ত্রশুকদেব, গৌতম, পরাশর, প্রচেতা, বশিষ্ঠ, সম্বর্ত্ত, বৃহস্পতি, কাত্যায়ন, যাজ্ঞবল্ক্য, উতথ্য, সৌভরি, পর্ব্বত, দেবল, জৈগীষব্য, জৈমিনি, বিশ্বামিত্র, সুতপা, শাকল্য, শাক-টায়ণ, জাজলি, লাঙ্গলি, পিশলি, শিলানিক, আস্তীক, জরৎকারু,

জরাসন্ধো দন্তবক্রো দাম্ভিকো দ্রাবিড়াধিপঃ।
শিশুপালো ভীষ্মকশ্চ ভগ্নদন্তশ্চ যুদ্গলঃ। ৫৫ ॥
ধৃতরাষ্ট্রো ধূমকেশো ধূমকেতুশ্চ সম্বরঃ।
শল্যঃ শত্রাজিতঃ শঙ্কু র্নৃপাশ্চান্যে মহাবলাঃ। ৫৬ ॥
ভীষ্ম দ্রোণঃ কৃপাচার্য্যো হ্যশ্বত্থামা মহাবলঃ।
ভূরিশ্রবাশ্চ শাল্বশ্চ কৈকেয়ঃ কোশল স্তথা। ৫৭ ॥
সর্ব্বান্ সম্ভাষয়ামাস মহারাজো যথোচিতং।
সত্যকো যজ্ঞ দিবসং চকার চ শুভক্ষণং। ৫৮ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ সম্বাদে শ্রীকৃষ্ণ জন্মখণ্ডে কংস যজ্ঞ প্রকথনং নাম চতুঃষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

কল্যাণ, মিত্রক, দুর্ব্বাসা, বামদেব, ঋষ্যশৃঙ্গ, বিভাণ্ডক, করিপথ, কণাদ, কৌশিক, পাণিনি, কৌৎস, অঘমর্ষণ, বাল্মীকি, লোমশ, মার্কণ্ডেয়, মৃকণ্ডু, পশুরাম, সাঙ্কৃতি ও অগস্ত্য ঋষি এবং অন্যান্য সশিষ্য মুনিগণ ও সপুত্র তাপস ব্রাহ্মণগণ তথায় আগমন করিতে লগিলেন। ৪৬। ৪৭। ৪৮। ৪৯। ৫০। ৫১। ৫২। ৫৩। ৫৪ ॥

আর তথায় জরাসন্ধ, দন্তবক্র, দাম্ভিক দ্রাবিড়াধিপতি শিশুপাল, ভীষ্মক, ভগ্নদন্ত, যুদ্গাল, ধৃতরাষ্ট্র, ধূমকেশ, ধূমকেতু, সম্বর, শল্য, শত্রাজিত, শঙ্কু ও অন্যান্য ভূপালগণের সমাগম হইতে লাগিল। ৫৫। ৫৬ ॥

ক্রমে কংস সভায় ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপাচার্য্য, মহাবল অশ্বত্থামা, ভূরিশ্রবা শাল্ব এবং কেকয়রাজ ও কোশলরাজ সমাগত হইলেন। ৫৭ ॥

রাজেন্দ্র কংস সকলকে যথোচিত সম্ভাষণ করিতে লাগিল এবং তৎ পুরোহিত সত্যকও যজ্ঞের শুভক্ষণ স্থির করিলেন। ৫৮ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ সম্বাদে শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে কংস যজ্ঞ প্রকথন নাম চতুঃ ষষ্টিতম অধ্যায় সম্পূর্ণ।

পঞ্চষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ।

নারায়ণ উবাচ।

কংসস্য বচনং শ্রুত্বা সোঽক্রুরো ধর্ম্মিণাং বরঃ।
উবাচচোদ্ধবং শান্তং শান্তঃ প্রকৃষ্ট মানসঃ। ১॥

অক্রূর উবাচ।

সুপ্রভাতাদ্য রজনী বভূব মে শুভং দিনং।
তুষ্টাশ্চ গুরবো বিপ্রা দেবানামিতি নিশ্চিতং। ২॥
কোটি জন্মার্জ্জিতং পুণ্যং মম স্বয় মুপস্থিতং।
বভূব মে সমুৎপন্নং যদ্‌যৎ কর্ম্ম শুভাশুভং। ৩॥
চিচ্ছেদ বন্ধু নিগড়ং মম বন্ধস্য কর্ম্মণঃ।
কারাগারাশ্চ সম্পর্কাৎ মুক্তোযামি হরেঃ পদং। ৪॥
সুহৃদর্থী কৃতোহঞ্চ কংসেন বিদুষা রুষা।
বরেণ তুল্যো দেবস্য ক্রোধো মম বভূবহ। ৫॥

নারায়ণ ঋষি কহিলেন, দেবর্ষে! তৎকালে ধার্ম্মিকবর প্রশান্তমূর্ত্তি অক্রূর কংস বাক্য শ্রবণে প্রীতিযুক্ত হইয়া শান্তস্বভাব উদ্ধবকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে উদ্ধব! অদ্য সুপ্রভাতা রজনী, আজি আমার শুভদিন উপস্থিত, আজি নিশ্চয় জানিলাম দেব গুরু ও বিপ্রগণ আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন। ১। ২।

আজি আমার কোটি জন্মার্জ্জিত পুণ্য স্বয়ং উপস্থিত হইয়াছে, আমি যে যে শুভাশুভ কর্ম্ম করিয়াছি, ভাগ্যক্রমে অধুনা তাহার ফল সমুৎপন্ন হইল। ৩॥

আজি আমার কর্ম্ম বন্ধের দৃঢ় বন্ধন বিচ্ছিন্ন হইল, আজি আমি সংসার সম্বন্ধ রূপ কারাগার হইতে বিমুক্ত হইয়া হরির নিকট চলিলাম। ৪॥

ব্রজরাজং সদুদ্ধর্ত্তং ব্রজং যাস্যামি সাংপ্রতং।
দ্রক্ষ্যামি পরমং পূজ্যং ভক্তি মুক্তি প্রদায়িনং। ৬॥
নবীন জলদ শ্যামং নীলেন্দীবর লোচনং।
পীতবস্ত্র ধটী যুক্ত কটিদেশ বিরাজিতং। ৭॥
ধূলি ধূষরিতাঙ্গম্বা কিম্বা চন্দন চর্চ্চিতং।
অথবা নবনীতাক্ত মঙ্গং দ্রক্ষ্যামি সস্মিতং। ৮॥
কিম্বা বিনোদ মুরলীং বাদয়ন্তং মনোহরং।
কিম্বা গবাং সমূহঞ্চ চালয়ন্তং মিতস্ততঃ। ৯॥
কিম্বা বসন্তং গচ্ছন্তং শয়ানং বা সুনিশ্চিতং।
নিদ্রেশং কীদৃশঞ্চাদ্য স্বদৃষ্ট্যাচ শুভক্ষণে। ১০॥
ধ্যায়ন্তে যৎ পাদপদ্মং ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবাদয়ঃ।

আজি সুবিজ্ঞ কংস সক্রোধে আমাকে এই কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া যথার্থ বন্ধুর কার্য্য করিয়াছে, আজি আমি ধন্য হইলাম, আমার অদৃষ্টক্রমে দেবতার ক্রোধ বর তুল্য হইয়াছে। ৫॥

হে উদ্ধব! এক্ষণে আমি ব্রজরাজকে সংবর্দ্ধনা করিবার জন্য ব্রজধামে চলিলাম। আজি নবীন নীরদের ন্যায় শ্যাম কলেবর নীলেন্দীবর লোচন ভক্তি মুক্তি প্রদাতা পরম পূজ্য শ্রীকৃষ্ণ আমার প্রত্যক্ষীভূত হইবেন। দেখিব সেই শ্যামসুন্দরের কটিদেশ পীত বসন ধড়া বিরাজিত রহিয়াছে। ৬। ৭॥

অথবা সেই হরি, ধূলি ধূষরিতাঙ্গ-বা চন্দন চর্চ্চিত কিম্বা নবনীতাক্ত কলেবর হইয়া সহাস্য বদনে আমাকে দর্শন দিবেন। ৮॥

কিম্বা দেখিব, তিনি মনোহর বিনোদ মুরলী বাদন করিতেছেন অথবা ইতস্ততঃ গোচারণ পূর্ব্বক বিচরণ করিতেছেন। ৯॥

অথবা আমি তাঁহাকে উপবিষ্ট গমনশীল বা শয়ান দর্শন করিব? তিনি নিদ্রিতাবস্থায় আমার নয়ন গোচর হইবেন? আজি আমি নিশ্চয় শুভক্ষণে স্বচক্ষে সেই সনাতন কৃষ্ণকে দর্শন করিব। ১০॥

নহি জানাতি যস্যান্ত মনন্তোনন্ত বিগ্রহঃ। ১১ ॥
যৎ প্রভাবং ন জানন্তি দেবাঃ সন্তশ্চ সন্ততং।
যস্য স্তোত্রে জড়ীভূতা ভীতা দেবী সরস্বতী। ১২ ॥
দাসী নিযুক্তা যদ্দাস্যে মহালক্ষ্মীশ্চ লক্ষিতা।
গঙ্গা যস্য পদাম্ভোজান্নিসৃতা সত্ত্ব রূপিণী। ১৩ ॥
জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধি হরা ত্রিভুবনাৎ পরা।
দর্শন স্পর্শনেনৈব নৃণাং পাতক নাশিনী। ১৪ ॥
ধ্যায়তে যৎ পদাম্ভোজং দুর্গা দুর্গ বিনাশিনী।
ত্রৈলোক্য জননী দেবী মুল প্রকৃতিরীশ্বরী। ১৫ ॥
লোম্নাং কুপেষু বিশ্বানি মহা বিষ্ণোশ্চ যস্যচ।
অসংখ্যানি বিচিত্রাণি স্থূলাৎ স্থূলতরস্যচ। ১৬ ॥
সচ যৎ ষোড়শাংশশ্চ যস্য সর্ব্বেশ্বরস্যচ।
তং দৃষ্টুং যাহি হে বন্ধো মায়া মানুষ রূপিণং। ১৭ ॥

বন্ধো! ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব প্রভৃতি দেবগণ নিরন্তর যে হরির পাদপদ্ম ধ্যান করেন এবং অনন্ত বিগ্রহ অনন্তদেবও যাঁহার অন্ত পরিজ্ঞাত হইতে পারেন না, যাঁহার প্রভাব সর্ব্বদা দেবগণ ও সাধুগণের অপরিজ্ঞাত, যাঁহার স্তোত্রে সরস্বতীদেবী ভীতা ও জড়ীভূতা হন, মহালক্ষ্মী দাসী হইয়া যাঁহার দাস্য বৃত্তিতে নিযুক্তা রহিয়াছেন, গঙ্গাদেবী যাঁহার চরণ কমল হইতে বিনির্গতা হওয়াতে সত্ত্ব স্বরূপিণী ও ত্রিভুবন পাবনী হইয়া জনগণের জন্ম মৃত্যু জরা ও ব্যাধি হরণ করিতেছেন এবং দর্শন ও স্পর্শন মাত্রেই মানবগণের পাপ মোচন করিতেছেন; ত্রৈলোক্য জননী মুল প্রকৃতি দুর্গতি নাশিনী পরমেশ্বরী দুর্গাদেবী যাঁহার চরণ কমল চিন্তা করেন, যে স্থূল হইতে স্থূলতর মহাবিষ্ণুর লোমকূপে বিচিত্র নিখিল বিশ্ব স্থিতি করিতেছেন, সেই মহাবিষ্ণু যে সর্ব্বেশ্বর হরির ষোড়শাংশ স্বরূপ, আজি আমি সেই মায়া মানুষ রূপী পরমাত্মা কৃষ্ণকে দর্শন করিতে চলিলাম। ১১। ১২। ১৩। ১৪। ১৫। ১৬। ১৭ ॥

সর্ব্বে সর্ব্বান্তরাত্মানং সর্ব্বজ্ঞং প্রকৃতেঃ পরং।
ব্রহ্মজ্যোতি স্বরূপঞ্চ ভক্তানুগ্রহ বিগ্রহং। ১৮॥
নির্গুণঞ্চ নিরীহঞ্চ নিরানন্দং নিরাশ্রমং।
পরমঞ্চ পরানন্দং সানন্দং নন্দ নন্দনং। ১৯॥
স্বেচ্ছাময়ং সর্ব্বপরং সর্ব্ববীজং সনাতনং।
বদন্তি যোগিনঃ শশ্বৎ ধ্যায়ন্তেঽহর্নিশং শিশুং। ২০॥
মন্বন্তর সহস্রঞ্চ নিরাহারঃ কৃশোদরঃ।
পদ্মে পদ্মে তপস্তেপে পুরা পদ্মেতি যৎ কৃতঃ। ২১॥
পুনঃ কুরু তপস্যাঞ্চ তদা দ্রক্ষ্যামি মামিতি।
সকৃৎ শব্দঞ্চ সুশ্রাব ন দদর্শ তথাপি তং। ২২॥
তাবৎ কালং পুন স্তপ্ত্বা বরং প্রাপ দদর্শ তং।
ঈদৃশং পরমেশঞ্চ দৃক্ষ্যাম্যদ্য তমুদ্ধব। ২৩॥

সকলে তাঁহাকে সর্ব্বান্তরাত্মা সর্ব্বজ্ঞ প্রকৃতি হইতে অতীত ও ব্রহ্ম-জ্যোতিঃ স্বরূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, কেবল ভক্তজনের প্রতি অনু-গ্রহার্থ তাঁহার মূর্ত্তি প্রকাশ হইয়াছে। ১৮॥

সেই নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ নির্গুণ, নিরীহ, নিরাশ্রম, আনন্দপূর্ণ, নিরানন্দ অথচ পরমানন্দ স্বরূপ বলিয়া কথিত আছেন। ১৯॥

যোগিগণ সেই শিশুরূপী পরাৎপর কৃষ্ণকে স্বেচ্ছাময় সর্ব্বাতীত সর্ব্ববীজ ও সনাতন রূপে কীর্ত্তন পূর্ব্বক অহর্নিশি তাঁহাকে ধ্যান করিয়া থাকেন। ২০॥

পূর্ব্বে ব্রহ্মা হরির নাভিকমল হইতে সমুৎপন্ন হইয়া কমলে কমলে অবস্থান পূর্ব্বক সহস্র মন্বন্তর কাল পর্য্যন্ত নিরাহারে ও কৃশোদরে তপস্যা করেন, তৎ কালে হরির মুখকমল হইতে এইরূপ বাণী বিনির্গত হয়, ব্রহ্মন্! তুমি পুনর্ব্বার তপস্যা করিলে আমাকে দেখিতে পাইবে। ব্রহ্মা এক-বার এই শব্দ শ্রবণ করিলেন তথাপি তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন না। তখন তিনি পুনর্ব্বার তৎপরিমিত কাল তপশ্চরণপূর্ব্বক তাঁহার সাক্ষাৎ-

পুরা শম্ভু স্তপ স্তেপে যাবদ্বৈ ব্রহ্মণো বয়ঃ।
জ্যোতি র্ম্মণ্ডল মধ্যেচ গোলোকে তং দদর্শ সঃ। ২৪ ॥
সর্ব্ব সত্বং সর্ব্ব সিদ্ধ মমরত্বং বরং পরং।
সংপ্রাপ তৎ পদাম্ভোজে ভক্তিশ্চ নির্ম্মলাং পরাং। ২৫ ॥
চকারাত্ম সমন্তঞ্চ যো ভক্তং ভক্ত বৎসলঃ।
ঈদৃশং পরমেশঞ্চ দৃক্ষ্যাম্যদ্য তমুদ্ধব। ২৬ ॥
সহস্র শক্র পাতান্তং নিরাহারঃ কৃশোদরঃ।
যস্যানন্ত স্তপস্তেপে ভক্ত্যাচ পরমাত্মনঃ। ২৭ ॥
তদাচাত্ম সমং জ্ঞানং দদৌ তস্মৈ য ঈশ্বরঃ।
ঈদৃশং পরমেশঞ্চ দৃক্ষ্যাম্যদ্য তমুদ্ধব। ২৮ ॥
সহস্রেন্দ্র নিপাতান্তং ধর্ম্মস্তেপেচ যত্তপঃ।
তদা বভূব সাক্ষী স ধর্ম্মিণাং সর্ব্ব কর্ম্মণাং। ২৯ ॥

কার লাভে সমর্থ হইয়া তাঁহার নিকট বর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। হে উদ্ধব! আজি আমি ঈদৃশ পরমেশ্বর কৃষ্ণকে দর্শন করিব। ২১। ২২। ২৩॥

পূর্ব্বে দেবাদিদেব মহাদেব ব্রহ্মার আয়ুষ্কাল পর্য্যন্ত তপস্যা করিয়া গোলোকধামে জ্যোতির্ম্মণ্ডল মধ্যে সেই পরাৎপর হরিকে দর্শন পূর্ব্বক তৎপ্রসাদে তাঁহার চরণ কমলে নির্ম্মল পরমাভক্তি এবং সর্ব্ব ব্যাপিত্ব সর্ব্ব সিদ্ধিত্ব ও অমরত্ব বর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ২৪। ২৫ ॥

হে উদ্ধব! যে ভক্তবৎসল হরি ভক্তজনকে আত্ম তুল্য প্রভাব সম্পন্ন করেন, আজি আমি সেই পরমেশ হরিকে দর্শন করিব। ২৬ ॥

অনন্তদেব নিরাহার ও কৃশোদর হইয়া পরম ভক্তিযোগে সহস্র ইন্দ্র পাত পর্য্যন্ত পরমাত্মা হরির প্রীতি কামনায় তপস্যা করিলে সেই পরমেশ্বর হরি তাঁহাকে আত্মসম জ্ঞান প্রদান করিয়াছিলেন, হে উদ্ধব! আজি আমি সেই পরমেশ্বর কৃষ্ণকে দর্শন করিব। ২৭। ২৮ ॥

ধর্ম্ম সহস্র ইন্দ্রের পতনকাল পর্য্যন্ত তপস্যা করিয়া যে হরির প্রসাদে ধার্ম্মিকবৃন্দের ও সর্ব্ব কর্ম্মের সাক্ষী স্বরূপ এবং মানবগণের শাস্ত্র ও

শাস্তাচ ফলদাতাচ তৎ প্রসাদান্নৃণামিহ।
সর্ব্বেশ মীদৃশ মহো দ্রক্ষ্যাম্যদ্য তমুদ্ধব। ৩০ ॥
অহোঽষ্ট বিংশতীন্দ্রাণাং উপনেতদ্দিবানিশং।
এবং ক্রমশ্চ মাসাব্দৈঃ শতাব্দং ব্রহ্মণোবয়ঃ। ৩১ ॥
অহো যস্য নিমেষেণ ব্রহ্মণঃ পতনং ভবেৎ।
ঈদৃশং পরমাত্মানং দ্রক্ষ্যাম্যদ্য তমুদ্ধব। ৩২ ॥
নাস্তি ভূরজসাং সংখ্যা যথৈব প্রহ্মণাং তথা।
তথৈব বন্ধো বিশ্বানাং তদাধারো মহান্ বিরাট্। ৩৩ ॥
বিশ্বে বিশ্বেচ প্রত্যেকং ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবাদয়ঃ।
মুনয়ো মনবঃ সিদ্ধা মানবাদ্যাশ্চরাচরাঃ। ৩৪ ॥
যৎ ষোড়শাংশঃ স বিরাট্ সৃষ্টো নষ্টশ্চ লীলয়া।
ঈদৃশং সর্ব্ব শাস্তারং দ্রক্ষ্যাম্যদ্য তমুদ্ধব। ৩৫ ॥

কর্ম্মফল দাতা হইয়াছেন, হে উদ্ধব! আজি আমি সেই সর্ব্বেশ্বর সনাতন হরিকে দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইব। ২৯। ৩০ ॥

হে উদ্ধব! অষ্ট বিংশতি ইন্দ্রের পতনকাল পরিমাণে যে দিবানিশ, সেই দিবস ক্রমান্বয়ে গণনা করিয়া যে মাস বৎসর হয় তাহার এক শত বৎসর ব্রহ্মার আয়ুষ্কাল। যে পরমাত্মা হরির নিমেষমাত্রে সেই ব্রহ্মার পতন হয় আমি সেই পরমাত্মা কৃষ্ণকে দর্শন করিয়া অদ্য জন্ম সফল করিব। ৩১। ৩২ ॥

বন্ধো! যেমন ভুমিরজের পরিমাণ করা যায় না, তদ্রূপ সেই হরি অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে অনন্ত ব্রহ্মার সৃষ্টি করিয়াছেন তাহারও পরিমাণ করা কঠিন। তিনি মহাবিরাট্ রূপে নিখিল বিশ্বের আধারভুত হইয়া অবস্থান করিতেছেন। ৩৩ ॥

সেই হরির ইচ্ছানুসারে প্রত্যেক বিশ্বে প্রত্যেক ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শিবাদি দেবগণ এবং মুনি, মনু, সিদ্ধ, মানব ও চরাচর সমস্তই সৃষ্ট হইয়াছে। ৩৪ ॥

ইত্যেব মুক্ত্বাক্রূরশ্চ পুলকাঞ্চিত বিগ্রহঃ।
মূর্চ্ছাং প্রাপ সাশ্রু নেত্রো দধ্যৌ তচ্চরণাম্বুজং। ৩৬॥
বভূব ভক্তি পূর্ণশ্চ স্মারং স্মারং পদাম্বুজং।
কৃত্বা প্রদক্ষিণং বাপি কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ। ৩৭॥
উদ্ধবশ্চ সমাশ্লিষ্য প্রশশংস পুনঃ পুনঃ।
সচ শীঘ্রং যযৌ গেহমক্রূরোপি স্বমন্দিরং। ৩৮॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ সম্বাদে শ্রীকৃষ্ণ জন্মখণ্ডে অক্রূর হর্ষোৎ কথনং নাম পঞ্চ ষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

হে উদ্ধব! যে হরির ষোড়শাংশ স্বরূপ মহা বিরাট্ তৎ কর্ত্তৃক অবলীলাক্রমে বারংবার সৃষ্ট ও নষ্ট হইতেছেন, আজি আমি সেই সর্ব্ব শাস্তা পরাৎপর হরিকে দর্শন করিব। ৩৫॥

এই রূপ বলিতে বলিতে অক্রূরের সর্ব্ব শরীর পুলকাঞ্চিত হইল, তখন তিনি মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হইয়া সজল নয়নে সেই হরির চরণ কমল ধ্যান করিতে লাগিলেন। ৩৬॥

বারংবার শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম ধ্যান করিতে করিতে তিনি মানসে সেই পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণকে প্রদক্ষিণ করিয়া ভক্তিপূর্ণ হইলেন। ৩৭॥

তখন উদ্ধব ভক্তিপূর্ণ অক্রূরকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক বারংবার তাঁহাকে প্রশংসা করত সত্বর স্বীয় ভবনে গমন করিলে অক্রূরও নিজালয়ে গমন করিলেন। ৩৮॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ সম্বাদে শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে অক্রূর হর্ষোৎকথন নাম পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায় সংপূর্ণ।

—•—

ষট্‌ষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

নারায়ণ উবাচ।

অথ রাসেশ্বরী যুক্তো রাসে রাসেশ্বরঃ স্বয়ং।
সচ রেমে তয়া সার্দ্ধ মতীব রমণোৎসুকঃ। ১ ॥
সুখ সম্ভোগ মাত্রেণ যযৌ নিদ্রাঞ্চ রাধিকা।
দৃষ্ট্বা স্বপ্নং সমুত্থায় দীনোবাচ প্রিয়ং দিনে। ২ ॥

রাধিকোবাচ।

অয়ি স্বামিন্নিহাগচ্ছ ত্বাং করোমি স্ববক্ষসি।
পরিণামে বিধাতা মে ন জানে কিং করিষ্যতি। ৩ ॥
ইত্যুক্ত্বা সা মহাভাগা প্রিয়ং কৃত্বা স্ববক্ষসি।
দুঃস্বপ্নং কথয়ামাস হৃদয়েন বিদূয়তা। ৪ ॥

রাধিকোবাচ।

রত্ন সিংহাসনেহঞ্চ রত্ন চিত্রঞ্চ বিভ্রতী।
তদাতপত্রং জগ্রাহ রুষ্টো বিপ্রশ্চ মে প্রভো। ৫ ॥

নারায়ণ ঋষি কহিলেন, হে নারদ! অনন্তর রাসেশ্বরী সমন্বিত রাসেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ সেই রাস মণ্ডলে রাধিকার সহিত বিহার করিতে লাগিলেন। ১ ॥

তখন সুখ সম্ভোগ মাত্রে রাধিকার নিদ্রা প্রাপ্তি হইল, তৎকালে তিনি স্বপ্ন দর্শন করিয়া দুঃখিতান্তঃকরণে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক প্রাণেশ্বর কৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন অয়ি নাথ! শীঘ্র আমার নিকট আগমন কর, আমি তোমাকে বক্ষঃস্থলে ধারণ করি, পরিণামে বিধাতা আমার ভাগ্যে কি করিবেন বলিতে পারি না। ২। ৩ ॥

মহাভাগা রাধিকা এই বলিয়া প্রিয়তম কৃষ্ণকে বক্ষঃস্থলে ধারণ পূর্ব্বক দুঃখিত চিত্তে তাঁহার নিকট দুঃস্বপ্ন বৃত্তান্ত বর্ণন করিতে লাগিলেন। ৪ ॥

সাগরে কজ্জলাকারে মহাঘোরেচ দুস্তরে।
গভীরে প্রেরয়ামাস মামেব দুর্ব্বলাং সচ। ৬॥
তত্র শ্রোতসি শোকার্ত্তা ভ্রমামিচ মুহুর্ম্মুহুঃ।
মহোর্ম্মীণাঞ্চ বেগেন ব্যাকুলানক্র সঙ্কুলৈঃ। ৭॥
ত্রাহি ত্রাহীতি হে নাথ ত্বাং বদামি পুনঃ পুনঃ।
ত্বাং ন দৃষ্টা মহাভীতা করোমি প্রার্থনাং সুরং। ৮॥
কৃষ্ণ তত্র নিমজ্জন্তী পশ্যামি চন্দ্র মণ্ডলং।
নিপতন্তঞ্চ গগনাৎ শত খণ্ডঞ্চ ভূতলে। ৯॥
ক্ষণান্তরেচ পশ্যামি গগনাৎ সূর্য্য মণ্ডলং।
বভূব চ চতুঃখণ্ডং নিপত্য ধরণী তলে। ১০॥

তৎকালে তিনি কহিলেন প্রভো! আমি রত্ন সিংহাসনে উপবিষ্টা হইয়া রত্ন চির ধারণ পূর্ব্বক অবস্থান করিতেছি এমন সময়ে এক বিপ্র কষ্ট হইয়া আমার আতপত্র গ্রহণ করিলেন। ৫॥

আমি দুর্ব্বলা, সুতরাং তিনি আমাকে আকর্ষণ পূর্ব্বক কজ্জলাকার মহাঘোর দুস্তর গভীর সাগরে ক্ষেপণ করিলেন। ৬॥

আমি সেই সাগর স্রোতে পতিতা হইয়া শোক বিহ্বল চিত্তে ও ব্যাকুল হৃদয়ে বারংবার নক্র সঙ্কুল মহাতরঙ্গ বেগে ভ্রমণ করিতে লাগিলাম। ৭॥

তৎকালে আমি বারংবার তোমাকে কহিতে লাগিলাম নাথ! আমাকে রক্ষা কর রক্ষা কর, কিন্তু তখন তোমাকে দেখিতে না পাইয়া আমার মহা ভয় উপস্থিত হওয়াতে আমি দেবতার নিকট পরিত্রাণের প্রার্থনা করিলাম। ৮॥

ঐ সময়ে সেই সাগর তরঙ্গে নিমগ্না হইয়া আমি দেখিতে পাইলাম চন্দ্র মণ্ডল গগন মণ্ডল হইতে শতখণ্ড হইয়া ভূতলে পতিত হইয়াছে। ৯॥

ক্ষণান্তরে দেখিলাম, গগন হইতে সূর্য্য মণ্ডল ধরণীতলে পতিত হইয়া চতুঃখণ্ড হইয়াছে। ১০॥

এককালে চ গগনে মণ্ডলং চন্দ্র সূর্য্যয়োঃ।
অতীব কজ্জলাকারং সর্ব্ব গ্রস্তঞ্চ রাহুনা। ১১ ॥
ক্ষণান্তে চ প্রপশ্যামি ব্রাহ্মণো দীপ্তিমানিতি।
মৎ ক্রোড়স্থং সুধাকুম্ভং বভঞ্জ চ রুষেতি চ। ১২ ॥
ক্ষণান্তরে চ পশ্যামি মহারুষ্টঞ্চ ব্রাহ্মণং।
গৃহীত্বা চ ব্রজন্তঞ্চ চক্ষুষোঃ পুরুষং মম। ১৩ ॥
ক্রীড়া কমল দণ্ডঞ্চ হস্ত ধ্বস্তং মম প্রভো।
সহসা খণ্ড খণ্ডঞ্চ বভূব কেন হেতুনা।
হস্তাৎ ধ্বস্তঞ্চ সহসা সদ্রত্নসারি দর্পণং। ১৪ ॥
নির্ম্মলঃ কজ্জলাকার খণ্ড খণ্ডো বভূবহ।
হারো মে রত্ন সারাণাং ছিন্নো ভূত্বা চ বক্ষসঃ। ১৫ ॥
অতীব মলিনং পদ্মং পপাত ধরণী তলে। ১৬ ॥
সৌধ পুত্তলিকাঃ সর্ব্বা নৃত্যন্তি চ হসন্তিচ।
আস্ফোটয়ন্তি গায়ন্তি রুদন্তি চ ক্ষণং ক্ষণং। ১৭ ॥

পরক্ষণেই দৃষ্ট হইল চন্দ্র ও সূর্য্যমণ্ডল এক কালে গগন মার্গে রাহু গ্রস্ত হইয়া অতীব কজ্জলাকার ধারণ করিয়াছে। ১১।

ক্ষণ বিলম্বে দেখিলাম সেই ব্রাহ্মণ দীপ্তিমান হইয়া ক্রোধে আমার ক্রোড়স্থ সুধাকুম্ভ ভগ্ন করিলেন। ১২ ॥

ক্ষণান্তরে দৃষ্ট হইল সেই ব্রাহ্মণ মহা রুস্ট হইয়া আমার নয়ন পথবর্ত্তী এক পুরুষকে গ্রহণ পূর্ব্বক গমন করিতেছেন। ১৩ ॥

প্রভো! তৎপরে আমার করস্থিত ক্রীড়া কমল ও উৎকৃষ্ট রত্নসার বিনির্ম্মিত দর্পণ যে কি কারণে মদীয় হস্ত হইতে সহসা স্খলিত হইয়া খণ্ড খণ্ড হইল তাহা আমি বলিতে পারি না। ১৪ ॥

তৎপরে আমার রত্নসার মণ্ডিত নির্ম্মল হার বক্ষঃস্থল হইতে সহসা ছিন্ন হইয়া কজ্জলাকার ধারণ পূর্ব্বক খণ্ড খণ্ড হইয়া পড়িল এবং অতীব মলিন পদ্ম ভূতলে নিপতিত হইল। ১৫। ১৬ ॥

কৃষ্ণবর্ণং বৃহচ্চক্রং খে ভ্রমন্তং মুহুর্ম্মুহুঃ।
নিপতন্তঞ্চোৎপতন্তং পশ্যামি চ ভয়ঙ্করং। ১৮ ॥
প্রাণাধিদেবঃ পুরুষো নিঃসৃত্যাভ্যন্তরান্মম।
রাধে বিদায়ং দেহীতি মত্তোযামীত্যুবাচ সঃ। ১৯ ॥
কৃষ্ণবর্ণাচ প্রতিমা মামাশ্লিষ্যতি চুম্বতি।
কৃষ্ণবস্ত্র পরীধানা চেতি পশ্যামি সাংপ্রতং। ২০ ॥
ইতীদং বিপরীতঞ্চ দৃষ্টাচ প্রাণ বল্লভ।
নৃত্যন্তি দক্ষিণাঙ্গো মে প্রাণা আন্দোলয়ন্তিচ। ২১ ॥
রুদন্তি শোকাঃ কর্ষন্তি সমুদ্বিগ্নঞ্চ মানসং।
কিমিদং কিমিদং নাথ বদ বেদ বিদাম্বর। ২২ ॥

পরে অট্টালিকাস্থ পুত্তলিকা সমুদায় ক্ষণে ক্ষণে নৃত্য, ক্ষণে ক্ষণে হাস্য, ক্ষণে ক্ষণে আস্ফোটন, ক্ষণে ক্ষণে গান ও ক্ষণে ক্ষণে রোদন করিতে লাগিল। ১৭ ॥

পরক্ষণে দেখিলাম, কৃষ্ণবর্ণ ভয়ঙ্কর বৃহৎ চক্র বারংবার আকাশে ভ্রমণ করিতেছে, আবার তাহা ক্ষণে ক্ষণে নিপতিত ও ক্ষণে ক্ষণে উৎপতিত হইতেছে। ১৮ ॥

এই রূপ দর্শনের পর আমার প্রাণাধিদেব পুরুষ মদীয় অভ্যন্তর হইতে বিনির্গত হইয়া আমাকে কহিলেন, রাধে! তুমি আমাকে বিদায় দাও, আমি তোমার নিকট হইতে গমন করি। ১৯ ॥

আবার ইতঃ পূর্ব্বে দৃষ্ট হইল এক কৃষ্ণবস্ত্র পরীধানা কৃষ্ণবর্ণা প্রতিমা আমাকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক গাঢ় চুম্বন করিতেছেন। ২০ ॥

প্রাণবল্লভ! এই রূপ বিপরীত দুঃস্বপ্ন দর্শন করিয়া আমার দক্ষিণাঙ্গ নৃত্য করিতেছে এবং আমার প্রাণ আন্দোলিত হইয়া কাঁদিয়া উঠিতেছে, আমার মন নিতান্ত সমুদ্বিগ্ন, শোক সমুদায় আমাকে আকর্ষণ করিতেছে। নাথ! তুমি বেদবিদ্‌গণের শ্রেষ্ঠ, অতএব আমার এ কি দুর্ঘটনা উপস্থিত হইল তাহা বল। ২১। ২২ ॥

ইত্যুক্ত্বা রাধিকা দেবী শুষ্ক কণ্ঠৌষ্ঠ তালুকা।
পপাত তৎপদাম্ভোজে ভীতা সা শোক বিহ্বলা। ২৩ ॥
শ্রুত্বা স্বপ্নং জগন্নাথো দেবীং কৃত্বা স্ববক্ষসি।
আধ্যাত্মিকেন যোগেন বোধয়ামাস তৎক্ষণং। ২৪ ॥
তত্যাজ শোকং সা দেবী জ্ঞানং সংপ্রাপ্য নির্ম্মলং।
শান্তঞ্চ ভগবন্তঞ্চ কৃত্বা কান্তং স্ববক্ষসি। ২৫ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ সম্বাদে শ্রীকৃষ্ণ জন্মখণ্ডে রাধাশোকাপনোদনং নাম ষট্‌ষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

এই রূপ বলিতে বলিতে রাধিকা দেবীর কণ্ঠ ওষ্ঠ ও তালু শুষ্ক হইয়া গেল। তখন তিনি ভীতা ও শোক বিহ্বলা হইয়া সেই প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের চরণ কমলে পতিতা হইলেন। ২৩ ॥

তৎকালে জগৎপতি শ্রীকৃষ্ণ প্রাণেশ্বরী রাধিকার মুখে এই রূপ দুঃস্বপ্ন বৃত্তান্ত শ্রবণে তাঁহাকে বক্ষঃস্থলে ধারণ করিয়া আধ্যাত্মিক যোগে নানা প্রকার উপদেশ প্রদান করিলেন। ২৪ ॥

তখন রাধিকা দেবী নির্ম্মল জ্ঞান লাভ পূর্ব্বক স্বীয় কান্ত প্রশান্তমূর্ত্তি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে বক্ষঃস্থলে ধারণ করিয়া শোক পরিত্যাগ করিলেন। ২৫॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ সম্বাদে শ্রীকৃষ্ণ জন্মখণ্ডে রাধা শোকাপনোদন নাম ষট্‌ষষ্টিতম অধ্যায় সম্পূর্ণ।

—•—

সপ্তষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

নারায়ণ উবাচ।

বিরহ ব্যাকুলাং দৃষ্ট্বা কামিনীং কামমোহনঃ।
কৃত্বা বক্ষসি তাং কৃষ্ণো যযৌ ক্রীড়া সরোবরং। ১॥
রাজ রাজেশ্বরী রাধা কৃষ্ণ বক্ষসি রাজতে।
সৌদামিনীব জলদে নবীনে গগনে মুনে। ২॥
রেমে স রময়া সার্দ্ধং কৃপয়া চ কৃপানিধিঃ।
দ্বয়োর্দ্বয়োর্যথা স্বর্ণ মণৌ মারকতো মুনে। ৩॥
রত্ন নির্ম্মাণ পর্য্যঙ্কে রত্নেন্দ্রসার মন্দিরে।
রত্ন প্রদীপে জ্বলতি রত্ন ভূষণ ভূষিতঃ।
রত্ন ভূষা ভূষিতায়া রেমে রত্নেন কৌতুকাৎ। ৪॥
রস পত্নী করে রম্যে নিমগ্নো রসিকেশ্বরঃ। ৫॥

নারায়ণ ঋষি কহিলেন দেবর্ষে! অনন্তর কামমোহন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ রাধিকাকে বিরহাকুলা দেখিয়া তাঁহাকে বক্ষঃস্থলে ধারণ পূর্ব্বক ক্রীড়া সরোবরে গমন করিলেন। ১॥

তখন গগনে নবীন জলধরে যেমন সৌদামিনীর শোভা হয় তদ্রূপ রাজরাজেশ্বরী রাধিকা কৃষ্ণের বক্ষঃস্থলে বিরাজিত হইতে লাগিলেন। ২॥

তৎকালে কৃপানিধি কৃষ্ণ কৃপা করিয়া সেই রাধিকার সহিত বিহার করিতে লাগিলেন, তখন স্বর্ণমণিতে যেমন মকরত মণির শোভা হয়, তদ্রূপ রাধাকৃষ্ণের শোভা প্রকাশিত হইল। ৩॥

ঐ সময়ে সেই রত্নেন্দ্রসার মণ্ডিত বিহার মন্দিরে রত্ন প্রদীপ প্রজ্বলিত হইতে লাগিল। রাসেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ রত্ন ভূষণে বিভূষিত হইয়া তত্রত্য রত্ন নির্ম্মিত পর্য্যঙ্কোপরি সেই রত্নভূষণভূষিতা রাধিকার সহিত রত্ন সহযোগে সকৌতুকে ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। ৪॥

রাসে রাসেশ্বরী রাধা রাসেশ্বর মুবাচ হ।
সুরতৌ বিরতৌ সত্যাং বিরতে ন মনোরথে। ৬ ॥

রাধিকোবাচ।

প্রফুল্লাহং ত্বয়া শ্রীশ মৃতাম্লানাচ ত্বাং বিনা।
যথা মহৌষধী ম্লানা প্রভাতে ভাতি ভাস্করে। ৭ ॥
নক্তং দীপ শিখেবাহং ত্বয়া সার্দ্ধঞ্চ ত্বাং বিনা।
দিনে দিনে যথা ক্ষীণা কৃষ্ণপক্ষে বিধোঃ কলা। ৮ ॥
তব বক্ষসি মে দীপ্তিঃ পূর্ণচন্দ্র প্রভা সমা।
সদ্যোমৃতা ত্বয়া ত্যক্তা দর্শে চন্দ্রকলা যথা। ৯ ॥
জ্বলদগ্নি শিখে বাহং ঘৃতাহুত্যা ত্বয়া সহ।
ত্বদ্বর্জ্জিতাহো নির্ব্বাণা শিশিরে পদ্মিনী যথা। ১০ ॥

বিহারান্তে রসিকেশ্বর কৃষ্ণ সেই রাসমণ্ডলে রাসেশ্বরী রসিকা রাধিকার করে শয়ান হইলেন, তৎকালে সুরত ক্রীড়ার বিরাম হইল বটে, কিন্তু রাধিকার মনোরথ পূর্ণ না হওয়াতে তিনি রাসেশ্বর কৃষ্ণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, শ্রীপতে! আমি তোমার সহযোগে প্রফুল্লা হইয়াছিলাম, কিন্তু প্রভাত সময়ে ভগবান্ ভাস্কর কিরণ বিস্তার করিলে যেমন মহৌষধী ম্লান হইয়া যায়, তদ্রূপ আমি তোমা ব্যতীত ম্লান ও মৃতকল্প হইয়াছি। ৫। ৬। ৭ ॥

প্রাণেশ্বর! আমি তোমার সহিত সঙ্গতা হইয়া নিশাকালীন দীপশিখার ন্যায় দীপ্তিশালিনী ছিলাম, এক্ষণে দিনে দিনে যেমন চন্দ্রকলার ক্ষয় হয়, তদ্রূপ আমি ক্ষীণা হইতেছি। ৮ ॥

নাথ! তোমার বক্ষঃস্থলে অধিষ্ঠিতা হইয়া পূর্ণ চন্দ্রের প্রভার ন্যায় আমার দীপ্তি ছিল, এক্ষণে অমাবস্যায় যেমন চন্দ্রকলা বিলুপ্তা হয় তদ্রূপ তোমা কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা হইয়া আমি সদ্যোমৃতা হইয়াছি। ৯ ॥

ঘৃতাহুতি সহযোগে প্রজ্বলিত অনলশিখার যেমন দীপ্তি হয় তদ্রূপ তোমার সহযোগে আমারও সেই রূপ প্রভা ছিল, এখন শিশিরে যেমন

চিন্তাজরা জ্বরগ্রস্তা মত্ত স্ত্বয়ি গতে প্যহং।
অস্তং গতে রবৌ চন্দ্রে ধ্বান্ত গ্রস্তা ধরা যথা। ১১।
বিনা বেশস্থাং ভ্রষ্টা মে রূপ যৌবন চেতনং।
তারাবলী পরিভ্রষ্টা সুরসুতোদয়ে যথা। ১২ ॥
ত্বমেবাত্মাচ সর্ব্বেষাং মম নাথো বিশেষতঃ।
তনু র্যথাত্মনা ত্যক্তা তথাহঞ্চ ত্বয়া বিনা। ১৩ ॥
পঞ্চ প্রাণাত্মক স্ত্বং মে মৃতাহঞ্চ ত্বয়া বিনা।
যথা দৃষ্টিশ্চ গোলোকে দৃষ্টি পুত্তলিকাং বিনা ১৪ ॥
স্থলং যথা চিত্র যুক্তং ত্বয়া সার্দ্ধ মহং তথা।
অসংস্কৃতা ত্বয়া হীনা তৃণাচ্ছন্না যথা মহী। ১৫ ॥
ত্বয়া সার্দ্ধমহং কৃষ্ণ চিত্রযুক্তেব মৃণ্ময়ী।
ত্বাং বিনা জলধৌতাহং মৃণ্ময়ী তৃণ্ময়ী বচ। ১৬ ॥

নলিনী মলিনী হয়, তদ্রূপ তোমা কর্ত্তৃক বর্জ্জিতা হইয়া আমি নির্ব্বাণা হইয়াছি। ১০ ॥

নাথ! চন্দ্র সূর্য্য অস্তগত হইলে ধরাদেবী যেমন তিমিরে আচ্ছন্ন থাকে, তদ্রূপ তোমার বিচ্ছেদে আমি চিন্তা রূপ জরা জ্বর গ্রস্তা হইয়াছি। ১১ ॥

অরুণোদয়ে যেমন তারকাবলী পরিভ্রষ্টা হয়, তদ্রূপ তোমা ব্যতীত আমার বেশ ভূষা যৌবন ও চেতন সমস্ত পরিভ্রষ্ট হইয়াছে। ১২ ॥

তুমি সকলের বিশেষতঃ আমার আত্মা রূপী, সুতরাং আত্মা শূন্য দেহ যেমন স্থিতি করে, তোমা ভিন্ন আমিও সেই রূপ হইয়াছি। ১৩ ॥

দৃষ্টি পুত্তলিকা ভিন্ন গোলোকবাসিগণের দৃষ্টি যেমন সমুজ্জ্বল থাকে এবং চিত্রিত প্রদেশ যেমন শোভমান হয়, তদ্রূপ আমি তোমার সহিত মিলিতা হইয়া সেইরূপ প্রভা সম্পান্না হইয়াছিলাম কিন্তু এক্ষণে তোমা ব্যতীত তৃণাচ্ছন্না অসংস্কৃতা মহীর ন্যায় মলিনতা ধারণ করিয়াছি। ১৪। ১৫ ॥

কৃষ্ণ! তোমার সহিত সম্মিলন কালে চিত্রযুক্তা মৃণ্ময়ী প্রতিমার

গোপাঙ্গনানাং শোভাচ ত্বয়া রাসেশ্বরেণচ।
হরে স্বর্ণ বিকারেচ শ্বেতেন মণিনাসহ। ১৭ ॥
ব্রজরাজ ত্বয়া সার্দ্ধং রাজন্তে রাজ রাজয়ঃ।
যথা চন্দ্রেণ নভসি তারারাজি র্ব্বিরাজতে। ১৮ ॥
ত্বয়া শোভা যশোদায়া নন্দস্য নন্দনন্দন।
যথা শাখা ফলস্কন্ধৈ স্তরুরাজি র্ব্বিরাজতে। ১৯ ॥
ত্বয়া সার্দ্ধং গোকুলেশ শোভা গোকুল বাসিনাং।
যথা শোভা লোকরাজী রাজেন্দ্রেণ বিরাজতে।
রাসস্যাপিচ রাসেশ ত্বয়া শোভা মনোহরা। ২০ ॥
রাজতে দেবরাজেন যথা স্বর্গেঽমরাবতী।
বৃন্দাবনস্য বৃক্ষাণাং ত্বঞ্চ শোভা পতির্গতিঃ। ২১ ॥

ন্যায় আমার শোভা ছিল, এক্ষণে তোমা ব্যতীত জলধিমগ্না মৃণ্ময়ী ও তৃণ্ময়ী প্রতিমার ন্যায় আমি শ্রীভ্রষ্টা হইয়াছি। ১৬ ॥

হরে! তুমি রাসেশ্বর, স্বর্ণ বিকারে শ্বেত মণির সংযোগ হইলে যেমন শোভা হয়, তদ্রূপ তোমার সহযোগে গোপাঙ্গনাদিগের সেই রূপ শোভা হইয়া থাকে। ১৭ ॥

ব্রজরাজ! তারারাজি বিমণ্ডিত নভোমণ্ডলে চন্দ্রের উদয় হইলে যেমন তারকামণ্ডলের শোভা হয়, তদ্রূপ সমস্ত রাজগণ তোমার সহিত মিলিত হইয়া শোভা ধারণ করেন। ১৮ ॥

যেমন তরুরাজি শাখা ফল ও স্কন্ধ দ্বারা শোভমান হয়, সেই রূপ তোমাকে লাভ করিয়া নন্দ যশোদা শোভা ধারণ করিয়াছেন। ১৯ ॥

হে গোলোকনাথ! যেমন গোকুলবাসিগণ তোমাকে লাভ করিয়া শোভমান হয়, যেমন রাজেন্দ্র সমাগমে লোকরাজীর যে রূপ শোভা হয়, তদ্রূপ রাসমণ্ডলে তোমার সহযোগে রাসেরও সেই রূপ মনোহর শোভা হইয়া থাকে। ২০ ॥

নাথ! তুমি বৃন্দাবনের পতি ও গতি স্বরূপ, যেমন ইন্দ্র দ্বারা স্বর্গে

অন্যেষাঞ্চ বলানাঞ্চ বলবান্ কেশরী যথা।
তথা ত্বং বলবান্ শ্রেষ্ঠো বৃন্দাবন নিবাসিনাম্। ২২ ॥
ত্বয়া বিনা যশোদাচ নিমগ্না শোক সাগরে।
ন প্রাপ্য বৎস সুরভী রোদন্তী ব্যাকুলা যথা। ২৩ ॥
আন্দোলয়ন্তি নন্দস্য প্রাণা দগ্ধঞ্চ মানসং।
ত্বয়া বিনা তপ্ত পাত্রে যথা ধান্য সমূহকঃ। ২৪ ॥
ইত্যুক্ত্বা পরম প্রেম্না সা পপাত হরেঃ পদে।
পুন রাধ্যাত্মিকে নৈব বোধয়ামাস তাং বিভুঃ। ২৫ ॥
আধ্যাত্মিকো মহাযোগঃ শোক ছেদন কারণং।
যথা পশু শ্চ বৃক্ষাণাং তীক্ষ্ণধারশ্চ নারদ। ২৬ ॥

নারদ উবাচ।

আধ্যাত্মিকং মহাযোগং বদ বেদ বিদাম্বর।

অমরাবতীর শোভা হয় তোমার সঙ্গলাভে বৃন্দাবন তরুগণের সেই প্রকার শোভা হইয়াছে। ২১ ॥

যেমন সমস্ত পরাক্রান্ত পশুগণের মধ্যে সিংহ অধিক পরাক্রান্ত, বৃন্দাবন বাসিগণের মধ্যে তুমি সেই রূপ সমধিক বলবান্ ও প্রধান রূপে গণ্য হইয়াছ। ২২ ॥

সুরভী যেমন স্বীয় বৎস প্রাপ্ত না হইলে ব্যাকুলা হইয়া রোদন করেন, যশোদাও তদ্রূপ তোমার অদর্শনে শোকসাগরে নিমগ্না হইয়া থাকেন। ২৩ ॥

তপ্তপাত্রে পতিত ধান্য যেমন বিচলিত হয়, তদ্রূপ তোমার অদর্শনে নন্দ মহারাজেরও প্রাণ আন্দোলিত ও মন দগ্ধ হইতে থাকে। ২৪ ॥

শ্রীমতী রাধিকা এই বলিয়া পরমপ্রেমে হরির পদে নিপতিতা হইলে সেই সনাতন কৃষ্ণ পুনর্ব্বার আধ্যাত্মিক যোগে তাঁহাকে সান্ত্বনা করিলেন। ২৫ ॥

যেমন তীক্ষ্ণধার পরশু বৃক্ষ ছেদনের হেতু, তদ্রূপ আধ্যাত্মিক মহাযোগ শোক নাশের কারণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। ২৬ ॥

শোক চ্ছেদশ্চ লোকানাং শ্রোতুং কৌতূহলং মম। ২৭॥

নারায়ণ উবাচ।

আধ্যাত্মিকো মহাযোগো ন জ্ঞাতো যোগিনামপি।
সচ নানা প্রকারশ্চ সর্ব্বং বেত্তি হরিঃ স্বয়ং। ২৮॥
কিঞ্চিদাধ্যাত্মিকানাঞ্চ গোলোকে রাধিকেশ্বরঃ।
সুপ্রীতঃ কথয়ামাস ত্রিপুরারিং পুরা মুনে। ২৯॥
সহস্রেন্দ্র নিপাতান্তং তপঃ কুর্ব্বন্তমীশ্বরং।
প্রেষ্ঠং শ্রেষ্ঠং বৈষ্ণবানাং বরিষ্ঠঞ্চ তপস্বিনাং। ৩০॥
পুষ্করে পুষ্কর স্তপ্ত্বা পাদ্মে পাদ্মঞ্চ পদ্মজঃ।
দৃষ্ট্বা তং সাদরং কৃষ্ণ উবাচ কিঞ্চিদেব তং।
শতেন্দ্র পাত পর্য্যন্তং কান্তরেণ কৃশোদরং। ৩১॥

নারদ কহিলেন গুরো! আপনি বেদ বেত্তাদিগের অগ্রগণ্য, আপনার মুখে সেই শোক বিনাশকর আধ্যাত্মিক মহাযোগ শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত কৌতূহল উপস্থিত হইতেছে, অতএব আপনি কৃপা করিয়া তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন। ২৭॥

নারায়ণ ঋষি কহিলেন হে নারদ! আধ্যাত্মিক মহাযোগ যোগিগণও পরিজ্ঞাত নহেন, সেই মহাযোগ নানা প্রকার। স্বয়ং হরিই তৎসমুদায় সর্ব্বতোভাবে জ্ঞাত আছেন। ২৮॥

পূর্ব্বে তপস্বি প্রবর বৈষ্ণব প্রধান সর্ব্বদেব শ্রেষ্ঠ ভগবান্ ভবানীপতি সহস্র ইন্দ্রপাত কাল পর্য্যন্ত কঠোর তপস্যা করাতে সর্ব্ব নিয়ন্তা রাধিকেশ্বর সনাতন শ্রীকৃষ্ণ প্রীত হইয়া তাঁহাকে সেই আধ্যাত্মিক মহাযোগের কিঞ্চিৎ কহিয়াছিলেন। ২৯। ৩০॥

পূর্ব্বে পাদ্মকল্পে কমলযোনি ব্রহ্মাও শত ইন্দ্র পাত পর্য্যন্ত পুষ্কর তীর্থে কঠোর তপস্যা করিয়া সকাতর ও কৃশোদর হইলে সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কৃপা করিয়া তাঁহার নিকট সেই মহাযোগের কিঞ্চিৎ বর্ণন করিয়াছিলেন। ৩১॥

নিশ্চেষ্ট মস্থিসারঞ্চ কৃপয়াচ কৃপানিধিঃ।
সিংহ ক্ষেত্রে পুরা ধর্ম্মং মত্বা তং কর্ম্মিণাং বরং। ৩২ ॥
চতুর্দ্দশেন্দ্রাবচ্ছিন্নং তপ স্তপ্ত্বা কৃশোদরং।
পপাঠাধ্যাত্মিকং কিঞ্চিৎ কৃপয়াচ কৃপানিধিঃ। ৩৩।
কিঞ্চিৎ শতেন্দ্রাবচ্ছিন্নং মাং তপস্ত মুবাচ সঃ। ৩৪ ॥
কিঞ্চিৎ সনৎকুমারঞ্চ তপন্তং সুচিরং পরং।
সুতপস্ত মনন্তঞ্চ কিঞ্চিচ্চোবাচ নারদ। ৩৫ ॥
চিরং তপন্তং কপিলং হিম শৈলে তপস্বিনং।
পুষ্করে ভাস্করং কিঞ্চিত্তপন্তং ভাস্করং তপঃ। ৩৬ ॥
উবাচ কিঞ্চিৎ প্রহ্লাদং কিঞ্চিদ্দুর্ব্বাসসং ভৃগুঃ।
এবং নিগূঢ়ং ভক্তঞ্চ কৃপয়া ভক্ত বৎসলঃ। ৩৭ ॥
ক্রীড়া সরোবরে রম্যে যদুবাচ কৃপানিধিঃ।
শোকার্ত্তাং রাধিকাং তচ্চ কথয়ামি নিশাময়। ৩৮ ॥

পূর্ব্বে কর্ম্মি প্রধান ধর্ম্মদেব সিংহক্ষেত্রে চতুর্দ্দশ ইন্দ্রপাত পর্য্যন্ত তপস্যা করিয়া নিশ্চেষ্ট কৃশোদর ও অস্থি চর্ম্মাবশিষ্ট হইলে দয়াময় শ্রীকৃষ্ণ কৃপা করিয়া তাঁহার নিকট সেই আধ্যাত্মিক যোগের কিঞ্চিৎ পাঠ করিয়াছিলেন। ৩২। ৩৩।

আর পূর্ব্বে আমি শত ইন্দ্রপাত পর্য্যন্ত তপস্যা করিলে সেই সনাতন হরি আমাকে সেই আধ্যাত্মিক মহাযোগ কিঞ্চিৎ কহিয়াছিলেন এবং সনৎকুমার ও অনন্তদেবও দীর্ঘকাল তপস্যা করিয়া তাঁহার নিকট কিঞ্চিৎ আধ্যাত্মিক মহাযোগ প্রাপ্ত হইয়াছেন। ৩৪। ৩৫।

পূর্ব্বে কপিলদেব হিমালয়ে ও ভগবান্ ভাস্কর পুষ্করে দীর্ঘকাল কঠোর তপস্যা করিলে ভক্ত বৎসল কৃপাময় কৃষ্ণ তাঁহাদিগের নিকট কিঞ্চিৎ আধ্যাত্মিক মহাযোগ বর্ণন করিয়াছিলেন এবং পরম ভক্ত প্রহ্লাদ দুর্ব্বাসা ও ভৃগুও উগ্র তপস্যায় তাঁহার নিকট কিঞ্চিৎ আধ্যাত্মিক মহাযোগ লাভ করিয়াছেন। ৩৬। ৩৭।

বিবশাং রসিকাং দৃষ্ট্বা বাসয়িত্বাচ বক্ষসি।
উবাচাধ্যাত্মিকং কিঞ্চিদ্‌যোগিনীং যোগিনাং গুরুঃ। ৩৯॥

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ।

জাতিস্মরে স্মরাত্মানং কথং বিস্মরসি মাং প্রিয়ে।
সর্ব্বং গোলোক বৃত্তান্তং শ্রীদাম্নঃ শাপ মেবচ। ৪০॥
শাপাৎ কিঞ্চিদ্দিন হীনে ত্বদ্বিচ্ছেদো ময়া সহ।
ভবিষ্যতি মহাভাগে মিলনং পুনরাবয়োঃ। ৪১॥
পুনরেবং গমিষ্যামি গোলোকং তং নিজালয়ং।
গত্বা গোপাঙ্গনাভিশ্চ গোপৈ র্গোলোক বাসিভিঃ। ৪২॥
অধুনাধ্যাত্মিকং কিঞ্চিৎ ত্বাং বদামি নিশাময়।
শোকঘ্নং হর্ষদং সারং সুখদং মানসস্যচ। ৪৩॥

পরে রাধিকাদেবী ক্রীড়া সরোবরে শোকার্ত্তা হইলে সেই ভক্ত-বৎসল দয়াময় কৃষ্ণ তাঁহার নিকট যে কিঞ্চিৎ আধ্যাত্মিক মহাযোগ কীর্ত্তন করিয়াছিলেন তাহা তোমার নিকট বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর। ৩৮॥

তৎকালে সেই যোগিগণের গুরু ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পরম যোগিনী রসিকা রাধিকাকে বিবশা দর্শনে তাঁহাকে বক্ষঃস্থলে ধারণ করিয়া তাঁহার নিকট সেই কিঞ্চিৎ আধ্যাত্মিক মহাযোগ বর্ণন পূর্ব্বক কহিয়াছিলেন, প্রিয়ে! তুমি জাতিস্মরা হইয়া কেন আত্ম বিস্মৃতা হইতেছ? এক্ষণে আপনাকে স্মরণ কর? গোলোকধামে শ্রীদাম তোমাকে যে শাপ প্রদান করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহা তোমার স্মৃতি পথে আরূঢ় হউক। ৩৯।৪০॥

মহাভাগে! কিয়দ্দিন পরে সেই শ্রীদামের অভিশাপে আমার সহিত তোমার বিচ্ছেদ হইবে বটে, কিন্তু পুনর্ব্বার আমাদিগের উভয়ের মিলন হইবে। ৪১॥

প্রিয়তমে! পুনর্ব্বার আমি গোলোকধামে নিজালয়ে গমন করিয়া গোলোকবাসী গোপ গোপাঙ্গনাদিগের সহিত মিলিত হইব। ৪২॥

এক্ষণে আমি মনঃ প্রীতিকর শোকনাশক আনন্দজনক সর্ব্বসার

অহং সর্ব্বান্তরাত্মাচ নির্লিপ্তঃ সর্ব্ব কর্ম্মসু।
বিদ্যমানশ্চ সর্ব্বেষু সর্ব্বত্রাদৃষ্ট এবচ। ৪৪ ॥
বায়ুশ্চরতি সর্ব্বত্র যথৈব সর্ব্ব জন্তুষু।
নচ লিপ্ত স্তথৈবাহং সাক্ষীচ সর্ব্ব কর্ম্মণাং। ৪৫ ॥
জীবো মৎ প্রতিবিম্বশ্চ সর্ব্বত্র সর্ব্ব জীবিসু।
ভোক্তা শুভাশুভানাঞ্চ কর্ত্তাচ কর্ম্মণাং সদা। ৪৬ ॥
যথা জল ঘটেষ্বেব মণ্ডলং চন্দ্রসূর্য্যয়োঃ।
ভগ্নেষু তেষু সংশ্লিষ্ট স্তয়ো রেব তথা ময়ি। ৪৭ ॥
অহং দৃষ্টশ্চ সর্ব্বেষা মদৃষ্টশ্চাপি জীবিনাং।
জীব রূপেণ দৃষ্টোঽহমদৃষ্টশ্চাত্ম রূপতঃ। ৪৮ ॥
সগুণোঽহং শরীরীচ নিরাকারশ্চ নির্গুণঃ।
অধিষ্ঠিতোহং সর্ব্বত্র সর্ব্বদ্রব্যেষু সন্ততং। ৪৯ ॥

কিঞ্চিৎ আধ্যাত্মিক যোগ তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।৪৩॥

প্রিয়ে! আমি সর্ব্বান্তরাত্মা ও সর্ব্ব কর্ম্মে নির্লিপ্ত, অথচ আমি সর্ব্বত্র অদৃষ্ট হইয়া সর্ব্ব জীবে ও সর্ব্ব স্থানে বিদ্যমান রহিয়াছি?। ৪৪ ॥

বায়ু যেমন সর্ব্বত্র সর্ব্বজীবে সঞ্চরণ করিতেছে, তদ্রূপ আমি সর্ব্ব কর্ম্মের সাক্ষী স্বরূপ হইয়া নির্লিপ্ত ভাবে সর্ব্ব স্থানে অবস্থান করিতেছি। ৪৫ ॥

সর্ব্বত্র সর্ব্ব প্রাণির অন্তর্ভূত জীব আমার প্রতিবিম্ব স্বরূপ, সেই জীবই সর্ব্বদা সর্ব্ব কর্ম্মের কর্ত্তা ও শুভাশুভ কর্ম্মের ফল ভোক্তা হয়।৪৬ ॥

যেমন জলপূর্ণ ঘটে চন্দ্র সূর্য্য মণ্ডল পতিত হইয়া তাহার সহিত সংশ্লিষ্ট থাকে, কিন্তু সেই ঘট ভগ্ন হইলে আর তাহার সহিত কোন সংস্রব থাকে না, আমিও সেই ভাবে সর্ব্বত্র সর্ব্ব জীবে অধিষ্ঠিত রহিয়াছি। ৪৭॥

আমি সকলের দৃষ্ট অথচ সর্ব্বজীবের অদৃষ্ট, জীবরূপী হইলেই সকলে আমাকে দেখিতে পায়, কিন্তু আত্ম স্বরূপ থাকিলে কেহ আমাকে দেখিতে পায় না। ৪৮ ॥

অহং সর্ব্বাণি দ্রব্যাণি নশ্বরাণিচ সুন্দরি।
আবির্ভাবাধিকাঃ কুত্র কুত্রচিন্ন্যুন মেবচ। ৫০ ॥
মমাংশাঃ কোপি দেবাশ্চ কেচিদ্দেবাঃ কলাস্তথা।
কেচিৎ কলাঃ কলাংশাংশা স্তদংশাংশাশ্চ কেচন। ৫১ ॥
মদংশাঃ প্রকৃতিঃ সূক্ষ্মা সাচ মূর্ত্ত্যাচ পঞ্চধা।
সরস্বতী চ কমলা দুর্গাত্বঞ্চাপি বেদসূঃ। ৫২ ॥
সর্ব্বে দেবাঃ প্রাকৃতিকা যাবন্তো মূর্ত্তি ধারিণঃ।
অহমাত্মা নিত্যদেহী ভক্ত ধ্যানানুরোধতঃ। ৫৩ ॥
যে যে প্রাকৃতিকা রাধে তে নষ্টাঃ প্রাকৃতালয়ে।
অহমেবাসনে বাগ্রে পশ্চাদপ্যহ মেবচ। ৫৪ ॥

আমি নির্গুণ, নিরাকার, সর্ব্বত্র সর্ব্বজীবে আমার সর্ব্বদা অধিষ্ঠান আছে, কেবল শরীর পরিগ্রহ কালে আমি সগুণ হইয়া থাকি। ৪৯ ॥

আমি এক্ষণে শরীরী, সুতরাং আমার এবং সমস্ত পদার্থের বিলোপ আছে, কোন স্থানে আমার অধিক আবির্ভাব ও কোথায় বা আমার অল্প আবির্ভাব হয়। ৫০ ॥

কোন কোন দেব আমার অংশজাত, কেহ কেহ কলাজাত, কেহ কেহ কলাংশজাত কেহ কেহ কলাংশের অংশজাত ও কেহ কেহ বা তদংশজাত হইয়া থাকে। ৫১ ॥

সূক্ষ্মা প্রকৃতি আমার অংশজাতা, তিনি সরস্বতী, কমলা, দুর্গা, বেদপ্রসূ সাবিত্রী ও তুমি এই পঞ্চধা পঞ্চ মূর্ত্তিতে প্রকাশিতা হইয়া থাকেন। ৫২ ॥

যত মূর্ত্তিধারী দেবগণকে দেখিতেছ, সকলেই প্রাকৃতিক, কেবল আমিই নিত্যদেহী আত্মা, ভক্তগণই কেবল ধ্যানযোগে মদীয় স্বরূপাবলোকনে সক্ষম হয়। ৫৩ ॥

রাধে! যাঁহারা প্রকৃতিজাত, প্রাকৃতিক কল্পে তাহারা বিনষ্ট হয় কিন্তু আমি পূর্ব্বাপর সমভাবে বিদ্যমান রহিয়াছি, আমার কখন বিলোপ হয় না। ৫৪ ॥

যথাহঞ্চ তথাত্বঞ্চ যথা ধাবল্য দুগ্ধয়োঃ।
ভেদঃ কদাপি ন ভবেন্নিশ্চিতঞ্চ তথাবয়োঃ। ৫৫ ॥
অহং মহান্ বিরাট্ সৃষ্টৌ বিশ্বানি যস্য লোমসু।
অংশাত্বং তত্র মহতী স্বাংশেন তস্য কামিনী। ৫৬ ॥
অহং ক্ষুদ্র বিরাট্ সৃষ্টৌ বিশ্বং যন্নাভি মাত্রতঃ।
অহং বিষ্ণুঃ কৃত্তিবাসো সর্ব্বে মে চাংশতঃ সতি। ৫৭ ॥
তস্য শ্রী ত্বঞ্চ বৃহতী ত্বাংশেন শুভগা সদা।
তস্য বিশ্বেচ প্রত্যেকং ব্রহ্ম বিষ্ণু শিবাদয়ঃ। ৫৮ ॥
ব্রহ্ম বিষ্ণু শিবা অংশাশ্চান্যেচাপিচ মণ্ডলাঃ।
মৎকলাংশাংশ কলয়া সর্ব্বে দেবি চরাচরাঃ। ৫৯ ॥
বৈকুণ্ঠে ত্বং মহালক্ষ্মী অহঞ্চাপি চতুর্ভুজঃ।

যেমন উভয় পাত্রস্থ দুগ্ধের ধবলতা সমান, তদ্রূপ তুমি ও আমি উভয়ে সমভাবাপন্ন, কখন আমাদিগের উভয়ের নিশ্চয় ভেদ হইবার সম্ভাবনা নাই। ৫৫ ॥

দেবি! সৃষ্টিকালে আমি মহাবিরাট্ রূপে আবির্ভূত হই, নিখিল বিশ্ব আমারই লোমকূপে নিক্ষিপ্ত থাকে। তুমি তখন আমার অংশজাতা হইয়া মদীয় মহতী কামিনীরূপে আবির্ভূতা হইয়া থাক। ৫৬ ॥

সতি! সৃষ্টিকালে আমারই নাভিকমল হইতে ক্ষুদ্র বিরাট্ ব্রহ্মা প্রাদুর্ভূত হন এবং আমার অংশেই বিষ্ণু ও রুদ্র সমুৎপন্ন হইয়া থাকেন। ৫৭ ॥

আমার সৃষ্ট প্রত্যেক বিশ্বে ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শিবাদি দেবগণের উদ্ভব হয়, আমার অংশেই তুমি বৃহতী শ্রী ও সদা শুভগা রূপে প্রকাশমানা হইয়া থাক। ৫৮ ॥

দেবি! আমার অংশে ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব ও অন্য মণ্ডল সমুদায়ের উদ্ভব হয় এবং আমারই কলাংশের অংশকলায় সমস্ত চরাচর বিশ্ব সৃষ্ট হইয়া থাকে। ৫৯ ॥

সচ বিশ্বাদ্বহিশ্চোর্দ্ধং যথা গোলোক এবচ। ৬০ ॥
সরস্বতী ত্বং তত্রৈব সাবিত্রী ব্রহ্মণঃ প্রিয়া।
শিব লোকে শিবাত্বঞ্চ মুল প্রকৃতিরীশ্বরী।
বিনাশ দুর্গং দুর্গাচ সর্ব্ব দুর্গতি নাশিনী। ৬১ ॥
সাএব দক্ষ কন্যাচ সাএব শৈল কন্যকা।
কৈলাসে পার্ব্বতী তেন সৌভাগ্যা শিব গেহিনী। ৬২ ॥
স্বাংশেন ত্বং সিন্ধু কন্যা ক্ষীরোদে বিষ্ণু বক্ষসি।
অহং স্বাংশেন সৃষ্টৌচ ব্রহ্ম বিষ্ণু মহেশ্বরাঃ। ৬৩ ॥
ত্বঞ্চ লক্ষ্মীঃ শিবাধাত্রী সাবিত্রীচ পৃথক্ পৃথক্।
গোলোকেচ স্বয়ং রাধা রাসে রাসেশ্বরী সদা। ৬৪ ॥
বৃন্দা বৃন্দাবনে পুণ্যে বিরজা বিরজা তটে। ৬৫ ॥

যে বৈকুণ্ঠধাম বিশ্বের বহির্ভাগে গোলোকবৎ ঊর্দ্ধে অবস্থিত, তথায় আমি চতুর্ভুজরূপে বাস করি এবং তুমিও মহালক্ষ্মীরূপে অবস্থান কর। ৬০॥

আর তুমি তথায় সরস্বতী রূপে ও ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মপ্রিয়া সাবিত্রীরূপে অধিষ্ঠিতা রহিয়াছ। শিবলোকে তুমি মূল প্রকৃতি পরমেশ্বরী শিবা রূপে অবস্থান কর। এবং দুর্গাসুরকে বিনাশ করাতে সেই শিবারূপিণী তুমিই সর্ব্ব দুর্গতি নাশিনী দুর্গা নামে অভিহিতা হইয়া থাক। ৬১ ॥

তুমিই দক্ষ কন্যা সতীরূপে আবিভূর্তা হও এবং তুমিই হিমালয় কন্যা রূপে আবিভূর্তা হইয়া কৈলাসধামে সৌভাগ্যবতী শিবগেহিনী পার্ব্বতী রূপে অবস্থান কর। ৬২॥

তুমিই স্বীয় অংশে সিন্ধুকন্যা হইয়া ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণুর বক্ষঃস্থলে অবস্থান কর। সৃষ্টিকালে সেই ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর মদীয় অংশে সঞ্জাত হইয়া থাকেন। ৬৩ ॥

তুমি লক্ষ্মী শিবা ধাত্রী ও সাবিত্রী এই পৃথক্ পৃথক্ দেবীরূপে অবস্থান কর এবং গোলোকধামে তুমি স্বয়ং সর্ব্বদা রাসেশ্বরী রাধিকা রূপে অধি-ষ্ঠিতা রহিয়াছ। ৬৪ ॥

সাত্বং শ্রীদাম শাপেন ভারতং পুণ্যমাগতা।
পূতং কর্ত্তুং ভারতঞ্চ বৃন্দারণ্যঞ্চ সুন্দরি। ৬৬ ॥
ত্বংকলাংশাংশকলয়া বিশ্বেষু সর্ব্ব যোষিতঃ।
যা যোষিৎ সাচ ভবতী যঃ পুমান্ সোহমেবচ। ৬৭ ॥
অহঞ্চ কলয়া বহ্নি স্ত্বং স্বাহা দাহিকা প্রিয়া।
ত্বয়া সহ সমর্থোঽহং নালং দগ্ধঞ্চ ত্বাং বিনা। ৬৮ ॥
অহং দীপ্তিমতাং সূর্য্যঃ কলয়া ত্বং প্রভাত্মিকা।
সংগতাচ ত্বয়া ভামি ত্বাং বিনাহং ন দীপ্তিমান্। ৬৯ ॥
অহঞ্চ কলয়া চন্দ্র স্ত্বঞ্চ শোভাচ রোহিণী।
মনোহর স্ত্বয়াসার্দ্ধং ত্বাং বিনাচ ন সুন্দরি। ৭০ ॥

সুন্দরি! তুমি বৃন্দাবনে রাধা ও বিরজাতটে বিরজা, শ্রীদামের অভিশাপে তুমিই ভারত ও বৃন্দারণ্য পবিত্র করণার্থ এই পুণ্যক্ষেত্র ভারতে আগমন করিয়াছ। ৬৫। ৬৬ ॥

তোমার কলাংশের অংশকলায় বিশ্বের সমস্ত নারীজাতির সৃষ্টি হইয়াছে। অতএব যে নারী সেই তুমি ও যে পুরুষ সেই আমি, তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই। ৬৭ ॥

আমি অংশক্রমে বহ্নিরূপী হইলে তুমি স্বীয় অংশে মৎ প্রিয়া স্বাহা রূপে প্রকাশমানা হও, আমি তোমার সহিত সংযুক্ত হইয়া সমস্ত বস্তু দগ্ধ করিতে পারি, তোমা ব্যতীত আমি কোন প্রকারে দগ্ধ করিতে পারি না। ৬৮ ॥

সুন্দরি! আমি দীপ্তিমান্দিগের মধ্যে সূর্য্য রূপে প্রকাশমান হইলে তুমি স্বীয় অংশে প্রভা রূপিণী হও, তোমার সহযোগ ভিন্ন আমি দীপ্তিমান হইতে পারি না। ৬৯ ॥

সুন্দরি! আমি কলায় চন্দ্ররূপী হইলে তুমি শোভা স্বরূপা রোহিণী রূপে আবির্ভূতা হও, তোমার সংযোগে আমি সর্ব্বজনের মনোরম হই, তোমা ব্যতীত আমার সে ক্ষমতা সঞ্চারিত হয় না। ৭০ ॥

অহমিন্দ্রশ্চ কলয়া স্বর্গ লক্ষ্মীশ্চ ত্বং সতী।
ত্বয়া সার্দ্ধং দেবরাজো হতশ্রীশ্চ ত্বয়া বিনা। ৭১ ॥
অহং ধর্ম্মশ্চ কলয়া ত্বঞ্চ মুর্ত্তিশ্চ ধর্ম্মিণে।
নাহং সর্ব্ব ধর্ম্ম হৃতা ত্বাঞ্চ ধর্ম্মক্রিয়াং বিনা। ৭২ ॥
অহং যজ্ঞশ্চ কলয়া ত্বঞ্চ স্বাংশেন দক্ষিণা।
ত্বয়া সার্দ্ধঞ্চ ফলদোপ্য সমর্থস্ত্বয়া বিনা। ৭৩ ॥
কলয়া পিতৃ লোকোহং স্বাংশেন ত্বং স্বধা সতী।
ত্বয়ালংকার দানেচ সদানালং ত্বয়া বিনা। ৭৪ ॥
ত্বঞ্চ সম্পৎ স্বরূপাহ মীশ্বরশ্চ ত্বয়া সহ।
লক্ষ্মী যুক্ত স্ত্বয়া লক্ষ্ম্যা নিঃশ্রীকশ্চাপি ত্বাং বিনা। ৭৫ ॥
অহং পুমাং স্ত্বং প্রকৃতি র্নদৃষ্টাহং ত্বয়া বিনা।
যথা নালং কুলালশ্চ ঘটং কর্ত্তুং মৃদা বিনা। ৭৬ ॥

আমি স্বীয় কলায় স্বর্গপুরে ইন্দ্র হইলে তুমি স্বীয় অংশে পরমা সাধ্বী স্বর্গলক্ষ্মী রূপে প্রকাশমানা হও, তোমার সহিত সংযুক্ত হইয়া আমি সকলই হই, কিন্তু তোমা ব্যতীত আমি শ্রীভ্রস্ট হইয়া থাকি। ৭১ ॥

আমি স্বীয় কলায় ধর্ম্ম হইলে তুমি আপন অংশে মূর্ত্তি রূপে প্রকাশ হও, কিন্তু তোমা ব্যতীত ধর্ম্ম ক্রিয়ার সাধন হয় না, সুতরাং আমি কোন ধর্ম্মই রক্ষা করিতে পারি না। ৭২ ॥

আমি আপন কলায় যখন যজ্ঞ হই, তুমি স্বীয় অংশে তখন দক্ষিণা-রূপে প্রকাশমানা হও, তোমার সংযুক্ত হইয়া আমি ফলদাতা হই, কিন্তু তোমা ব্যতিরেকে কিছুতেই সমর্থ হই না। ৭৩ ॥

আমি স্বীয় অংশে পিতৃলোক হইলে তুমি নিজাংশে সাধ্বী স্বধা রূপিণী হও, তোমার সহিত যুক্ত হইয়া আমি অলঙ্কার দানে সক্ষম হই, কিন্তু তোমা ব্যতীত তাহাতে আমার ক্ষমতা থাকে না। ৭৪ ॥

আমি ঈশ্বর তুমি সম্পৎ স্বরূপা, সুতরাং তোমার সংযোগে আমি শ্রীযুক্ত ও তোমা ব্যতীত শ্রীভ্রষ্ট হইয়া থাকি। ৭৫ ॥

অহংশেষশ্চ কলয়া স্বাংশেন ত্বং বসুন্ধরা।
ত্বাং শস্যরত্নাধারাঞ্চ বিভর্ম্মি মূর্দ্ধ্নি সুন্দরি। ৭৭ ॥
ত্বঞ্চ শান্তিশ্চ কান্তিশ্চ মূর্ত্তি মূর্ত্তি মতী সতী।
তুষ্টিঃ পুষ্টিঃ ক্ষমা লজ্জা ক্ষুৎ তৃষ্ণাচ পরা দয়া। ৭৮ ॥
নিদ্রা শুদ্ধাচ তন্দ্রাচ মূর্চ্ছাচ সন্তুতি ক্রিয়া।
মুক্তিরূপা ভক্তিরূপা দেহিনাং দেহরূপিণী। ৭৯ ॥
মমাধারা সদাত্বঞ্চ তবাত্মাহং পরস্পরং।
যথা ত্বঞ্চ তথাহঞ্চ সমৌ প্রকৃতি পুরুষৌ।
নহি সৃষ্টি র্ভবেদ্দেবি দ্বয়োরেকতরং বিনা। ৮০ ॥
ইত্যুক্ত্বা পরমাত্মাচ রাধাং প্রণাধিকাং প্রিয়াং।
কৃত্বা বক্ষসি সুপ্রীতো বোধয়ামাস নারদ। ৮১ ॥

দেবি! আমি পুরুষ, তুমি প্রকৃতি, যেমন কুলাল মৃত্তিকা ভিন্ন ঘট নির্ম্মাণে সমর্থ নহে, তদ্রূপ তোমা ব্যতীত আমি সৃষ্টি কার্য্যে সক্ষম হইতে পারি না। ৭৬ ॥

সুন্দরি! আমি স্বীয় কলায় অনন্তরূপী হইলে তুমি স্বীয় অংশে রত্নাধারা বসুন্ধরা রূপিণী হও, তখন আমি তোমাকে স্বীয় মস্তকে ধারণ করিয়া থাকি। ৭৭ ॥

দেবি! তুমি শান্তি, কান্তি, মূর্ত্তি, মূর্ত্তিমতী সতী, তুষ্টি, পুষ্টি, ক্ষমা, লজ্জা, ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও পরমা দয়া স্বরূপা। ৭৮ ॥

তুমি নিদ্রা, শুদ্ধা, তন্দ্রা, মূর্চ্ছা, সন্তুতি, ক্রিয়া, মুক্তিরূপা ভক্তি রূপিণী ও দেহিগণের দেহরূপিণী। ৭৯ ॥

তুমি আমার আধাররূপা ও আমি তোমার আত্মাস্বরূপ, আমাদিগের উভয়ের কোন ভেদ নাই, আমরা উভয়ে পরস্পর সমভাবে প্রকৃতি পুরুষ রূপে অবস্থান করিতেছি আমাদিগের মধ্যে একের অভাব হইলে সৃষ্টি হইতে পারে না। ৮০ ॥

পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ প্রাণাধিকা প্রিয়া রাধিকাকে এইরূপ কহিয়া প্রীত মনে তাঁহাকে বক্ষঃস্থলে ধারণ পূর্ব্বক প্রবোধ প্রদান করিলেন। ৮১ ॥

সচ ক্রীড়া নিযুক্তশ্চ বভূব রত্ন মন্দিরে।
তয়াচ রাধয়া সার্দ্ধং কামুক্যা সহ কামুকঃ। ৮২॥
ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ সম্বাদে শ্রীকৃষ্ণ জন্মখণ্ডে রাধাকৃষ্ণ সম্বাদে চাধ্যাত্মিক যোগ প্রকথনং নাম সপ্তষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

তৎপরে সেই কামুক শ্রীকৃষ্ণ রত্ন মন্দিরে কামুকী রাধিকার সহিত পরম সুখে বিহার করিতে লাগিলেন। ৮২॥
ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ সম্বাদে শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে রাধাকৃষ্ণ সম্বাদে আধ্যাত্মিক যোগ প্রকথন নাম সপ্তষষ্টিতম অধ্যায় সংপূর্ণ।

অষ্টষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

নারায়ণ উবাচ।

কৃত্বা ক্রীড়াং সমুত্থায় পুষ্প তল্পাৎ পুরাতনঃ।
নিদ্রিতাং প্রাণ সদৃশীং বোধয়ামাস তৎক্ষণং। ১ ॥
বস্ত্রাঞ্চলেন সংস্কৃত্য কৃত্বাতন্নির্ম্মলং মুখং।
উবাচ মধুরং বাক্যং শান্ত্যাচ মধুসূদনঃ। ২ ॥

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ।

অয়িতিষ্ঠ ক্ষণং রাসে রাসেশ্বরি শুচিস্মিতে।
ব্রজ বৃন্দাবনং বাপি ব্রজং ব্রজ ব্রজেশ্বরি। ৩ ॥
রাসাধিষ্ঠাতৃ দেবীত্বং রাসে বাসং কুরু ক্ষণং।
গ্রামে গ্রামে যথা সন্তি সর্ব্বত্র গ্রাম দেবতাঃ। ৪ ॥
প্রিয়ালি নিরহৈঃ সার্দ্ধং ক্ষণং চন্দন কাননং।
ক্ষণং বা চন্দনবনং গচ্ছ বা তিষ্ঠ সুন্দরি।
ক্ষণংগৃহঞ্চ যাস্যামি বিশিষ্টং কার্য্য মস্তি মে। ৫ ॥

নারায়ণ ঋষি কহিলেন দেবর্ষে! অতঃপর সেই সর্ব্বাদি সর্ব্ব নিয়ন্তা শ্রীকৃষ্ণ ক্রীড়াবসানে পুষ্পশয্যা হইতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক প্রাণ সদৃশী নিদ্রিতা রাধিকাকে সান্ত্বনা করিলেন। ১ ॥

তৎকালে সেই মধুসূদন বস্ত্রাঞ্চলে প্রিয়তমা রাধিকার বিমল মুখ মার্জ্জন করিয়া মধুর বাক্যে তাঁহাকে প্রবোধ প্রদান পূর্ব্বক কহিলেন, অয়ি রাসেশ্বরি রাধে! তুমি কিয়ৎক্ষণ এই স্থানে অবস্থান করিয়া বৃন্দাবনে বা ব্রজধামে গমন কর। ২। ৩ ॥

প্রিয়ে! তুমি রাসের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, অতএব কিয়ৎক্ষণ এই রাসমণ্ডলে অবস্থান কর, যেমন সমস্ত গ্রাম্য দেবতা গ্রামে গ্রামে অবস্থান করে তদ্রূপ কিয়ৎকাল এই স্থানে বাস করা তোমার উচিত কার্য্য। ৪ ॥

বিদায়ং দেহি সংপ্রীত্যা ক্ষণং মাং প্রাণবল্লভে।
প্রাণাধিষ্ঠাতৃ দেবী ত্বং প্রাণাশ্চ ত্বয়ি সন্তিমে। ৬ ॥
প্রাণী বিহায় প্রাণাংশ্চ কুত্র স্থাতুং ক্ষম প্রিয়ে।
ত্বয়ি মে মানসং শশ্বৎ ত্বং মে সংসার বাসনা। ৭ ॥
ত্বত্তো মম প্রিয়ানাস্তি ত্বমেব শঙ্করাৎ প্রিয়া।
প্রাণা মে শঙ্করঃ সত্যং ত্বঞ্চ প্রাণাধিকা সতি। ৮ ॥
ইত্যুক্ত্বা তাং সমাশ্লিষ্য ভগবান্‌গন্তু মুদ্যতঃ। ৯ ॥
অক্রূরাগমনং জ্ঞাত্বা সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ব সাধনঃ।
আত্মা পাতাচ সর্ব্বেষাং সর্ব্বোপকার-কারকঃ। ১০ ॥
দৃষ্ট্বা তমেব গচ্ছন্ত মুৎকণ্ঠা ভিন্ন মানসং।
উবাচ রাধিকা দেবী হৃদয়েন বিদুয়তা। ১১ ॥

সুন্দরি! তুমি প্রিয় সখীগণের সহিত কিয়ৎক্ষণ চন্দন কাননে গমন করিয়া তথায় অবস্থান কর, এক্ষণে আমার বিশেষ কার্য্য আছে, সুতরাং আমি কিয়ৎক্ষণের জন্য গৃহে গমন করিব। ৫ ॥

প্রাণবল্লভে! তুমি আমার প্রাণাধিষ্ঠাত্রী দেবী. আমার প্রাণ সমুদায় নিরন্তর তোমাতে অবস্থিত রহিয়াছে, এক্ষণে তুমি আমাকে কিয়ৎক্ষণের জন্য প্রীতি পূর্ব্বক বিদায় প্রদান কর। ৬ ॥

প্রিয়ে! প্রাণী প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া কোন্ স্থানে অবস্থান করিতে সক্ষম হয়? তুমি আমার সংসার বাসনাস্বরূপ, তোমাতে আমার মন নিরন্তর সংলিপ্ত রহিয়াছে। ৭ ॥

সতি! তুমি শঙ্কর অপেক্ষাও আমার প্রিয়া, তোমা হইতে আমার প্রিয়া কেহই নাই, শঙ্কর আমার প্রাণ স্বরূপ সত্য কিন্তু তুমি আমার প্রাণাধিকা হইয়াছ। ৮ ॥

সেই সর্ব্বাত্মা সর্ব্বপাতা সর্ব্বোপকারক সর্ব্বসাধন সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, অক্রূরের আগমন পরিজ্ঞাত হইয়া এই সমস্ত বাক্য প্রয়োগের পর প্রিয়তমা রাধিকাকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক গমনোদ্যত হইলেন। ৯।১০॥

রাধিকোবাচ।

হে নাথ রমণ শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ ত্বং প্রেয়সাং মম।
হে কৃষ্ণ হে রমানাথ ব্রজেশ মাং ব্রজং ব্রজ। ১২ ॥
অধুনা সংপ্রাণনাথ পশ্যামি কাম সাগরং।
তত্র ত্বাং কামনাং কৃত্বা ত্যক্ষ্যামিচ কলেবরং। ১৩ ॥
যথা কালো যথাত্মাচ যথা চন্দ্রো যথা রবিঃ।
তথা ত্বং যাহি মৎ পার্শ্বে নিবদ্ধো বসনাঞ্চলে। ১৪ ॥
অধুনা যাসি নৈরাশ্যং কৃত্বা মে দীন বৎসল।
ন যুক্তং হি পরিত্যক্তুং দীনাং মাং শরণাগতাং। ১৫ ॥
ধ্যায়ন্তে যৎ পাদপদ্মং ব্রহ্ম বিষ্ণু শিবাদয়ঃ।
তং মায়য়া গোপবেশং কথং জানামি মন্দধী। ১৬ ॥

তখন রাধিকাদেবী উৎকণ্ঠিত চেতা প্রাণেশ্বর কৃষ্ণকে গমনোদ্যত দেখিয়া দুঃখিতান্তঃকরণে তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে ব্রজেশ্বর রমানাথ কৃষ্ণ! হে রমণ শ্রেষ্ঠ প্রাণ বল্লভ! তুমি আমাকে ব্রজধামে লইয়া চল। ১১। ১২ ॥

প্রাণেশ্বর! অধুনা আমি কাম সাগর দর্শন করিতেছি। অতএব সেই ব্রজধামে আমি তোমাকে কামনা করিয়া কলেবর পরিত্যাগ করিব। ১৩ ॥

যেমন কাল আত্মা চন্দ্র সূর্য্য স্থিতি করেন তদ্রূপ তুমি বসনাঞ্চলে নিবদ্ধ হইয়া আমার পার্শ্বে অবস্থান কর। ১৪ ॥

হে দীন বৎসল! এক্ষণে তুমি আমার আশা চ্ছেদ করিয়া গমন করিতেছ? আমি দীনা ও শরণাগতা, আমাকে পরিত্যাগ করা তোমার উচিত নহে। ১৫ ॥

ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শিবাদি দেবগণ তোমার চরণ কমল ধ্যান করিয়া থাকেন, তুমি কেবল মায়াক্রমে গোপবেশ ধারণ করিয়াছ, আমি জ্ঞান হীনা নারী, তোমাকে কিরূপে পরিজ্ঞাত হইব? । ১৬ ॥

কৃতং যং দেব দুর্নীত মপরাধ সহস্রকং।
যদুক্তং পতি ভাবেন চাভিমানেন তৎ ক্ষম। ১৭ ॥
চূর্ণীভূতশ্চ মদ্দর্পো দূরীভূতো মনোরথঃ।
বিজ্ঞাত মাত্ম সৌভাগ্যং কিমন্যৎ কথয়ামি তে। ১৮ ॥
জ্ঞাত্বা গর্গ মুখাৎ শ্রুত্বা মোহিতা তব মায়য়া।
ত্বাঞ্চ বক্তুং নশক্লোমি প্রেম্না বা ভক্তি পাশতঃ। ১৯ ॥
যাসি চেন্মাং পরিত্যজ্য সকলঙ্কো ভবিষ্যতি।
ত্বৎ পুত্র পৌত্রানশ্যন্তি ব্রহ্ম কোপানলে নচ। ২০ ॥
ক্ষণং যুগ শতং মত্বা ত্বাং বিনা প্রাণ বল্লভং।
কথং শতাব্দং ত্বাং ত্যক্ত্বা বিভর্ম্মি জীবনং প্রভো। ২১ ॥
ইত্যুক্ত্বা রাধিকা শোকাৎ পপাত ধরণী তলে।
মূর্চ্ছাং সংপ্রাপ সহসা জহার চেতনাং মুনে। ২২ ॥

প্রভো! আমি অজ্ঞানতা প্রযুক্ত ধৃষ্টতা প্রকাশ করিয়া যে সহস্র অপরাধ করিয়াছি এবং পতিভাবে অভিমানে যে সমস্ত বলিয়াছি, তৎ সমুদায় ক্ষমা কর। ১৭ ॥

ভগবন্! আমার দর্প চূর্ণীভূত ও মনোরথ দূরীভূত হইয়াছে, আর অন্য কি বলিব, এক্ষণে আমার আত্ম সৌভাগ্য অবিদিত নাই। ১৮ ॥

পূর্ব্বে মহর্ষি গর্গের মুখে তোমার কথা শ্রবণ করিয়া সমস্ত জ্ঞাত হইয়াছিলাম, তথাপি তোমার মায়ায় মোহিতা হইয়া প্রেমে হউক বা ভক্তিতেই হউক, তোমাকে কোন কথা বলিতে পারি নাই। ১৯ ॥

নাথ! যদি তুমি আমাকে পরিত্যাগ করিয়া গমন কর, তোমার কলঙ্ক হইবে, এবং ব্রহ্ম কোপানলে তোমার পুত্র পৌত্র সমুদায় বিনষ্ট হইবে। ২০ ॥

প্রভো! তুমি আমার প্রাণ বল্লভ, যখন ক্ষণমাত্র তোমাকে দর্শন না করিলে আমার যুগ শত জ্ঞান হয়, তখন শত বর্ষ তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া আমি কি রূপে জীবন ধারণ করিব? । ২১ ॥

কৃষ্ণস্তাং মুর্চ্ছিতাং দৃষ্টা কৃপয়াচ কৃপানিধিঃ।
চেতনাং কারয়িত্বাচ বাসয়ামাস বক্ষসি। ২৩ ॥
বোধয়ামাস বিবিধং যোগৈঃ শোক বিখণ্ডনৈঃ।
তথাপি শোকং ত্যক্তুঞ্চ নশশাক শুচিস্মিতা। ২৪ ॥
সামান্য বস্তু বিশ্লেষো নৃণাং শোকায় কেবলং।
দেহাত্মনোশ্চ বিচ্ছেদঃ সুখায় কস্য কল্পতে। ২৫ ॥
ন যযৌ তত্র দিবসে ব্রজরাজো ব্রজং প্রতি।
ক্রীড়া সরোবরাদ্রাসং প্রযযৌ রাধয়া সহ। ২৬ ॥
তত্র গত্বা পুনঃ ক্রীড়াঞ্চকারচ তয়া সহ।
বিজহৌ বিরহ জ্বালাং রাসে রাসেশ্বরী মুদা। ২৭ ॥

রাধিকা দেবী এই বলিয়া শোকে ধরণীতলে নিপতিতা ও মূর্চ্ছিতা
াতে তাঁহার চৈতন্য অপনীত হইল। ২২ ॥

তখন কৃপানিধি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, রাধিকাকে মূর্চ্ছিতা দর্শনে কৃপা
কারে তাঁহার চৈতন্য উৎপাদন পূর্ব্বক তাঁহাকে বক্ষঃস্থলে ধারণ
লেন। ২৩ ॥

তৎকালে তিনি বিবিধ শোক খণ্ডন যোগে তাঁহাকে প্রবোধ প্রদান
লেন, তথাপি সেই চারু হাসিনী রাধিকা শোক পরিত্যাগে সমর্থা
লেন না। ২৪ ॥

যখন সামান্য বস্তুর বিয়োগে মানবগণের কেবল শোকের কারণ হয়,
ন আত্মার সহিত দেহের বিচ্ছেদে শোক শান্তির সম্ভাবনা কি
ছ? ২৫ ॥

দেবর্ষে! সেই দিন ব্রজরাজ শ্রীকৃষ্ণ ব্রজধামে গমন না করিয়া
ধিকার সহিত ক্রীড়া সরোবরের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। ২৬ ॥

তৎপরে তিনি সেই ক্রীড়া সরোবরে উপনীত হইয়া পুনর্ব্বার রাধি-
সহিত বিহার করিতে লাগিলেন। রাস মণ্ডলে সেই বিহারে
শ্বরীর বিরহ জ্বালা নিবারিত ও প্রীতি সমুৎপন্ন হইল। ২৭ ॥

রাধা সা স্বামিনা সার্দ্ধং পুষ্প চন্দন চর্চ্চিতা।
পুষ্প চন্দন তল্পেচ তস্থৌ রহসি নারদ। ২৮॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ সম্বাদে শ্রীকৃষ্ণ জন্মখণ্ডে রাধা শোক বিমোচনং নাম অষ্টষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

তখন সেই রাধিকাদেবী পুষ্প চন্দন চর্চ্চিতা হইয়া সেই বিজনে পুষ্প চন্দন চর্চ্চিত শয্যায় পতির সহিত পরম সুখে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ২৮॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ সম্বাদে শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে রাধা শোক বিমোচন নাম অষ্ট ষষ্টিতম অধ্যায় সম্পূর্ণ।

একোন সপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

নারদ উবাচ।

অতঃপরং কিং রহস্যং রাধা কেশবয়োর্ব্বদ।
নিগূঢ় তত্ত্ব মস্পষ্টং তন্মে ব্যাখ্যাতু মর্হসি। ১॥

নারায়ণ উবাচ।

শৃণু নারদ বক্ষ্যামি রহস্যং পরমাদ্ভুতং।
গোপনীয়ঞ্চ বেদেষু পুরাণেষু পুরাবিদাং। ২॥
পুনঃ সকামো ভগবান্ পুনঃ স্বেচ্ছাময়ো বিভুঃ।
রেমে স রময়াসার্দ্ধং বিদগ্ধশ্চ বিদগ্ধয়া। ৩॥
চতুঃষষ্টি কলা সক্তা যথা কান্তা কলাবতী।
কাম শাস্ত্রেষু নিপুণা বিদগ্ধা রসিকেশ্বরী। ৪॥
শৃঙ্গার লীলা নিপুণা শশ্বৎ কামাচ কামুকী।
সুন্দরী সুন্দরীষ্বেব শশ্বৎ সুস্থির যৌবনা। ৫॥

নারদ কহিলেন, ভগবন্! অতঃপর রাধা কৃষ্ণের কি নিগূঢ় সংগোপনীয় ব্যাপার সমাহিত হইল, কৃপা করিয়া তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন আমি শ্রবন পিপাসা বিদূরিত করি। ১॥

নারায়ণ ঋষি কহিলেন, নারদ! এক্ষণে সর্ব্বপুরাণ মধ্যে পুরাবিদ্গণের গোপনীয় পরমাদ্ভুত রহস্য বিষয় তোমার নিকট বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর। ২॥

সেই স্বেচ্ছাময় ভগবান্ হরি পুনর্ব্বার সকাম হইলেন। তিনি বিদগ্ধ নায়ক, রাধিকাও বিদগ্ধ নায়িকা, সুতরাং তথায় তাঁহারা পরস্পর পুনর্ব্বার পরম সুখে বিহার করিতে লাগিলেন। ৩॥

তৎকালে চতুঃষষ্টি কলায় সংসক্তা কলাবতী কান্তার ন্যায় সেই বিদগ্ধা রসিকেশ্বরী রাধিকার কামশাস্ত্রে বিশেষ নৈপুণ্য প্রকাশ পাইতে লাগিল। ৪॥

পিতৃণাং মানসী কন্যা ধন্যা মান্যাচ মানিনী।
শম্ভোঃ শিষ্যা জ্ঞান যুতা শত কল্পান্ত জীবিনী। ৬ ॥
বেদ বেদাঙ্গ নিপুণা যোগনীতি বিশারদা।
নানা রূপ ধরা সাধ্বী প্রসিদ্ধা সিদ্ধ যোগিনী। ৭ ॥
তৎ কন্যা রাধিকা দেবী মাতৃ তুল্যাচ কামুকী।
চকার নানা ভাবং সা সুশীলা স্বামিনং প্রতি। ৮ ॥
চতুঃষষ্টিকলামানং শৃঙ্গারঞ্চ চকার সঃ।
তয়া বিশিষ্টয়া সাকং রাসে রাস রসোৎসুকঃ। ৯ ॥
তাং নখাগ্র ক্ষত শ্রোণীং নখ ক্ষত পয়োধরাং।
লুপ্ত চন্দন সিন্দূরাং কবরী শিথিলাঃ সতীং। ১০ ॥
সুখ সম্ভোগ মগ্নাঞ্চ নগ্নাঞ্চ সুখ মূর্চ্ছিতাং।

এবং তিনি সদা সুস্থির যৌবনা ও সুন্দরীর মধ্যে সুন্দরী, তাহাতে আবার নিতান্ত কামুকীহওয়াতে কামবসেই বিবিধ শৃঙ্গার লীলা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ৫ ॥

পিতৃগণের মানসী কন্যা দেবাদিদেবের শিষ্যা পরম জ্ঞানবতী ও শত কল্পান্ত জীবিনী, তিনি বেদ বেদাঙ্গ নিপুণা যোগনীতি বিশারদা নানা রূপ ধরা, ধন্যা মান্যা, সাধ্বী, সিদ্ধযোগিনী বলিয়া প্রসিদ্ধা রহিয়াছেন। ৬। ৭ ॥

কাম পরতন্ত্রা শ্রীমতী রাধিকাদেবী তাঁহার কন্যা, মাতৃ তুল্য গুণ সমুদায় তাঁহাতে অবস্থিত, সেই সুশীলা রাসেশ্বরী বিহার কালে পতির প্রতি ঐরূপ নানা ভাব প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ৮ ॥

রাস রসোৎসুক ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ রাস মণ্ডলে সেই মনোরমা বিশিষ্টা কামিনা রাধিকার সহিত চতুঃষষ্টি কলা পরিমাণে বিহার করিলেন। ৯ ॥

বিহারকালে হরির নখাগ্রের আঘাতে রাধিকার শোণী ও পয়োধর ক্ষত ও চন্দন বিন্দু সমুদায় বিলুপ্ত হইল এবং তাঁহার কবরী বন্ধন শিথিল হইয়া গেল। ১০ ॥

পুলকাঞ্চিত সর্ব্বাঙ্গীং নিদ্রাদেবী সমাষযৌ। ১১ ॥
দৃষ্ট্বা তাং নিদ্রিতাং কৃষ্ণঃ কৃপয়াচ কৃপানিধিঃ।
রুরোদ মায়য়া মায়ী মায়েশো লোক শিক্ষয়া। ১২ ॥
কৃত্বা বক্ষসি রাধাঞ্চ চুচুম্বচ পুনঃ পুনঃ।
স্নাতাঞ্চ নেত্র সলিলৈঃ প্রাণাধিষ্ঠাতৃ দেবতাং। ১৩ ॥
প্রাণাধিকা প্রিয়তমাং ধারয়ামাস বাসসী।
বহ্নি শুদ্ধেতি সূক্ষ্মেণ চামূল্যে বিশ্ব দুর্ল্লভে। ১৪ ॥
কবরীং রচয়ামাস দদৌ কুঙ্কুম চন্দনং।
তদ্গাত্রেচ গলে হার মমূল্য রত্ন নির্ম্মিতং। ১৫ ॥
সিন্দূরঞ্চ দদৌ তস্যাঃ সীমন্তাধঃস্থলোজ্জ্বলে।
দাড়ীম কুসুমাকারং যুক্তং চন্দন বিন্দুভিঃ। ১৬ ॥

তৎকালে সেই রাধিকাদেবী নগ্না সুখ সম্ভোগ নিমগ্না ও সুখ মূর্চ্ছিতা হইয়া পুলকাঞ্চিত কলেবরে অবস্থান করিতেছেন এমন সময়ে নিদ্রা তাঁহাকে আশ্রয় করিল। ১১ ॥

তখন মায়ার সৃষ্টিকর্ত্তা মায়াময় কৃপানিধি কৃষ্ণ তাঁহাকে নিদ্রিতা দর্শনে লোক শিক্ষানুরোধে কৃপাবশে রোদন করিতে লাগিলেন। ১২ ॥

পরে তিনি সেই প্রাণাধিষ্ঠাত্রী দেবী রাধিকাকে নেত্র সলিলে স্নান করাইয়া তাঁহাকে বক্ষঃস্থলে ধারণ পূর্ব্বক বারংবার তদীয় মুখ চুম্বন করিলেন। ১৩ ॥

অতঃপর তিনি সেই প্রাণাধিক প্রিয়তমা রাধিকার বিশ্ব দুর্ল্লভ বহ্নি শুদ্ধ সূক্ষ্ম অমূল্য বস্ত্র যুগল পরিধান করাইয়া দিলেন। ১৪ ॥

পরে তিনি তদীয় কবরী বন্ধন করিয়া তাঁহার গাত্রে কুঙ্কুম চন্দন বিলেপন করিলেন এবং তাঁহার গলদেশে অমূল্য রত্ন নির্ম্মিত হার পরাইয়া দিলেন। ১৫ ॥

অনন্তর সেই রাধিকার সমুজ্জ্বল সীমন্তের নিম্নভাগে চন্দনযুক্ত দাড়িম্ব কুসুমাকার সিন্দূর বিন্দু তৎ কর্ত্তৃক বিন্যস্ত হইল। ১৬ ॥

চকার পত্রকং গণ্ডে নানা চিত্র বিচিত্রকং।
দদৌ তৎ পাদপদ্মেচ রত্ন মঞ্জীর রঞ্জিতং।
পাদাঙ্গুলি নখাগ্রেচ সিন্দূরালক্তকং দদৌ। ১৭॥
নানা সুবেশ জ্বলিতাং নিদ্রা তন্দ্রালিতাং বিভুঃ।
পুনশ্চকার মোহেন গাঢ়ালিঙ্গন মীপ্সিতং। ১৮॥
পুনশ্চ চুম্বনং কৃত্বা নিবেশ্যচ স্ববক্ষসি।
সুস্বাপ জগতাং স্বামী কান্তা বিরহ কাতরঃ। ১৯॥
এতস্মিন্নেব কালেতু ব্রহ্মা লোক পিতামহঃ।
শিব শেষাদিভি র্দ্দেবৈ র্ম্মুনীন্দ্রৈঃ সার্দ্ধমা যযৌ। ২০॥
আগত্য নত্বা শিরসা তুষ্টাব সংপুটাঞ্জলিঃ।
সামবেদোক্ত স্তোত্রেণ পরিপূর্ণতমং বিভুং। ২১॥

ব্রহ্মোবাচ।

জয় জয় জগদীশ বন্দিত চরণ নিগুর্ণ নিরাকার সাকার স্বেচ্ছাময় ভক্তানুগ্রহ নিত্য বিগ্রহ গোপবেশ মায়য়া-

---

পরে তিনি তাঁহার গণ্ডস্থলে নানা চিত্র বিচিত্র পত্রক রচনা করিলেন এবং তাঁহার পাদপদ্মে রঞ্জিত রত্ন মঞ্জীর পরাইয়া তদীয় পদাঙ্গুলির নখাগ্রে সিন্দূর ও অলক্তক পরাইয়া দিলেন। ১৭॥

পরে পরমাত্মা হরি সেই নানা সুবেশ জ্বলিতা নিদ্রাভিভূতা রাধিকাকে মোহবশে পুনর্ব্বার ঈপ্সিত গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। ১৮॥

তৎপরে সেই জগৎ স্বামী কৃষ্ণ কান্তার ভাবী বিরহে কাতর হইয়া পুনর্ব্বার তাঁহাকে বক্ষঃস্থলে ধারণ ও তদীয় মুখ চুম্বন পূর্ব্বক স্বয়ং নিদ্রিত হইলেন। ১৯॥

ঐ সময়ে সর্ব্বলোক পিতামহ ব্রহ্মা, শিব ও অনন্তাদি দেবগণ ও মুনীন্দ্রগণের সহিত তথায় সমাগত হইয়া সেই পরিপূর্ণতম পরাৎপর কৃষ্ণের চরণে প্রণাম করিয় কৃতাঞ্জলিপুটে সামবেদোক্ত স্তোত্রে তাঁহার স্তুতিবাদে প্রবৃত্ত হইলেন। ২০। ২১॥

মত্রেশ সুবেশ সুশীল শান্ত সর্ব্ব কান্ত দান্ত নিতান্ত জ্ঞানানন্দ পরাৎপরতর প্রকৃতেঃ পর সর্ব্বান্তরাত্ম স্বরূপ নির্লিপ্ত সাক্ষি স্বরূপ ব্যক্তাব্যক্ত নিরঞ্জন ভারাবতারণ করুণাগমন শোক সন্তাপ জরামৃত্যুভয়াদি হরণ শরণ পঞ্জর ভক্তানুগ্রহকাতর ভক্তবৎসল ভক্ত সঞ্চিত ধনত্বং নমোস্তুতে। ২২ ॥

সর্ব্বাধিষ্ঠাতৃ দেবায়েত্যুক্ত্বা প্রণম্যচ পুনঃ পুনঃ।
উত্থায় চ সংমূর্চ্ছিতো বভূব দেবসংসদি। ২৩ ॥
ইতি ব্রহ্ম কৃতং স্তোত্রং যঃ শৃণোতি সমাহিতঃ।
তং সর্ব্বাভীষ্ট সিদ্ধিশ্চ ভবত্যেব ন সংশয়ঃ। ২৪ ॥

তৎকালে ব্রহ্মা এইরূপ স্তব করিতে লাগিলেন, হে জয় জয় জগদীশ হরে! সমস্ত বিশ্ববাসিগণ তোমার চরণ বন্দন করিয়া থাকে, তুমি নির্গুণ নিরাকার অথচ সাকার ও স্বেচ্ছাময়। তুমি নিত্য বিগ্রহ, কেবল ভক্তানুরোধে তোমার মূর্ত্তি প্রকাশ হয়, বিভো! তুমি মাযাক্রমে এই বৃন্দাবনে গোপবেশে অবস্থান করিতেছ, তুমি সুবেশ, সুশীল, শান্ত দমগুণান্বিত, শুদ্ধ জ্ঞানময়, আনন্দ স্বরূপ, পরাৎপর প্রকৃতি হইতে অতীত, সর্ব্বান্তরাত্মা নির্লিপ্ত সর্ব্বসাক্ষিস্বরূপ, পুরুষ ও প্রকৃতিভূত, তুমি নিরঞ্জন, নিত্য বস্তু, কেবল কৃপা করিয়া ভূভার হরণার্থ এই মর্ত্ত্যলোকে অবতীর্ণ হইয়াছ, তুমি শোক সন্তাপ জরা মৃত্যু ভয়াদি সমস্তই হরণ করিয়া থাক, তুমি শরণ পঞ্জর ও ভক্তবৎসল, এই জন্য তুমি ভক্তের প্রতি অনুগ্রহ বিতরণে ব্যগ্র হও, প্রভো! আর অধিক কি বলিব তুমি ভক্ত মণ্ডলীর সঞ্চিত ধন, অতএব তোমাকে নমস্কার করি। ২২ ॥

ব্রহ্মা দেবগণ মধ্যে অবস্থিত হইয়া সেই সর্ব্বাধিষ্ঠাতা দেব হরিকে এইরূপে স্তব ও বারংবার উত্থিত ও পতিত ভাবে তাঁহাকে প্রণাম পূর্ব্বক সংমূর্চ্ছিত হইলেন। ২৩ ॥

যে ব্যক্তি সমাহিত হইয়া এই বিধি কৃত স্তোত্র শ্রবণ করে তাহার সকল অভীষ্ট সিদ্ধ হয় সন্দেহমাত্র নাই। ২৪ ॥

অপুত্রো লভতে পুত্রং প্রিয়াহীনো লভেৎ প্রিয়াং।
নির্ধনো লভতে সত্যং পরিপূর্ণতমং ধনং। ২৫ ॥
ইহলোকে সুখং ভুক্ত্বা চান্তে দাস্যং লভেৎ হরেঃ।
অচলাং ভক্তি মাপ্নোতি মুক্তে রপি সুদুর্ল্লভাং। ২৬ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে ব্রহ্ম কৃত স্তোত্রং।

স্তুত্বা চ জগতাং ধাতা প্রণম্যচ পুনঃ পুনঃ।
শনৈঃ শনৈঃ সমুত্থায় ভক্ত্যা পুন রুবাচ সঃ। ২৭ ॥

ব্রহ্মোবাচ।

উত্তিষ্ঠ দেব দেবেশ পরমানন্দ কারণ।
নন্দ নন্দন সানন্দ নিত্যানন্দ নমোঽস্তুতে। ২৮ ॥
ব্রজনন্দালয়ং নাথ ত্যজ বৃন্দাবনং বনং।
স্মর শ্রীদাম শাপঞ্চ শত বর্ষ নিবন্ধনং। ২৯ ॥

এই স্তোত্র শ্রবণ করিলে অপুত্রক ব্যক্তি পুত্র লাভ, প্রিয়াহীন ব্যক্তি প্রিয়ালাভ ও ধনহীন ব্যক্তি পরিপূর্ণতম ধন নিশ্চয় লাভ করিতে পারে। ২৫ ॥

আর যে ব্যক্তি এই স্তোত্র শ্রবণ করে, সে মুক্তি অপেক্ষাও সুদুর্ল্লভা অচলা হরিভক্তি প্রাপ্ত হইয়া ইহলোকে অতুল সুখ সম্ভোগে কাল হরণ পূর্ব্বক অন্তে হরির দাস্য লাভ করিতে সক্ষম হয়। ২৬ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে ব্রহ্মকৃত স্তোত্র সম্পূর্ণ।

জগদ্বিধাতা ব্রহ্মা পরম ভক্তিযোগে পরমাত্মা কৃষ্ণকে এইরূপ স্তব ও বারংবার প্রণাম পূর্ব্বক শনৈঃ শনৈঃ গাত্রোত্থান করতঃ পুনরায় তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন প্রভো! গাত্রোত্থান কর, গাত্রোত্থান কর, তুমি দেবদেবের ঈশ্বর, পরমানন্দ কারণ, নন্দনন্দন আনন্দ স্বরূপ ও নিত্যানন্দ নামে নির্দ্দিষ্ট আছ, আমি তোমাকে প্রণাম করি। ২৭। ২৮ ॥

নাথ! এক্ষণে তুমি শতবর্ষ নিবন্ধন শ্রীদাম শাপ স্মরণ করিয়া বৃন্দাবন বিপিন পরিত্যাগ পূর্ব্বক নন্দালয়ে গমন কর। ২৯ ॥

ভক্ত শাপানুরোধেন শতবর্ষং প্রিয়াং ত্যজ।
পুনরেনাঞ্চ সংপ্রাপ্য গোলোকঞ্চ গমিষ্যসি। ৩০ ॥
গত্বা পিতৃ গৃহং দেব পশ্চাক্রূরং সমাগতং।
পিতৃব্য মতিথিং মান্যং ধন্যং বৈষ্ণব মীশ্বর। ৩১ ॥
তেন সার্দ্ধং মধুপুরীং ভগবন্ গচ্ছ সাংপ্রতং।
কুরু শম্ভোর্দ্ধনুর্ভঙ্গং ভগ্নং বৈরিগণং হরে। ৩২ ॥
হন কংসং দুরাত্মানং তাতং বোধয় মাতরং।
নির্ম্মাণং দ্বারকায়াশ্চ ভারাবতারণং ভুবঃ। ৩৩ ॥
দগ্ধ বারানশীং শম্ভোঃ শক্রস্য দমনং বিভো।
শিবস্য জৃম্ভণং যুদ্ধে বাণস্য ভুজ কৃন্তনং। ৩৪ ॥
রুক্মিণী হরণং নাথ ঘাতনং নরকস্যচ।
ষোড়শানাং সহস্রঞ্চ স্ত্রীণাং পাণিগ্রহং কুরু। ৩৫ ॥

হে ভক্ত বৎসল! অধুনা তুমি ভক্তানুরোধে শতবর্ষের জন্য প্রিয়ারাধাকে পরিত্যাগ কর, পরে ইহাঁকে প্রাপ্ত হইয়া গোলোকধামে গমন করিবে। ৩০ ॥

প্রভো! এইক্ষণে পরম বৈষ্ণব ধন্য মান্য অক্রূর ব্রজধামে সমাগত হইয়াছেন, তিনি তোমার পিতৃব্য, বিশেষতঃ অতিথি, অতএব তুমি পিতৃ গৃহে গমন করিয়া তাঁহাকে দর্শন কর। ৩১ ॥

ভগবন্! সংপ্রতি তুমি সেই অক্রূরের সহিত মধুপুরী গমন পূর্ব্বক শিব ধনু ভগ্ন করিয়া বৈরিগণকে সংহার কর। ৩২

হরে! তুমি সেই মধুপুরীতে দুরাত্মা কংসকে বিনাশ করিয়া পিতা মাতাকে সান্ত্বনা কর এবং দ্বারকাপুরী নির্ম্মাণ ও পৃথিবীর ভার হরণ কর। ৩৩ ॥

বিভো! তুমি কাশীরাজের বিনাশ, শিবের বারানশী দগ্ধ ও ইন্দ্রের দর্প চূর্ণ কর এবং বাণ যুদ্ধে শিবের জৃম্ভণ ও বাণরাজার ভুজ চ্ছেদন কর। ৩৪ ॥

ত্যজ প্রিয়াং প্রাণসমাং ব্রজরাজ ব্রজং ব্রজ।
উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ ভদ্রন্তে যাবদ্রাধা ন জাগ্রতী। ৩৬॥
ইত্যেব মুক্ত্বা ব্রহ্মাচামরেন্দ্রৈ র্দ্দেবগণৈঃ সহ।
জগাম ব্রহ্মলোকঞ্চ শেষশ্চ শঙ্কর স্তথা। ৩৭॥
পুষ্প চন্দন বৃষ্টিঞ্চ কৃষ্ণস্যোপরি দেবতাঃ।
চক্রুঃ প্রীত্যাচ ভক্ত্যাচ বাগ্বভূবা শরীরিণী। ৩৮॥
বধ কংসং বধার্হঞ্চ স্বপিত্রোর্ম্মোক্ষণং কুরু।
ক্ষয়ং কুরু ভুবোভারং নারদেত্যেব মেবচ। ৩৯॥
ইত্যেবমেব শ্রুত্বাচ ভগবান্ ভূতভাবনঃ।
রাধাং ভগবতীং ত্যাক্ত্বা সমুত্তস্থৌ শনৈঃ শনৈঃ। ৪০॥

নাথ! তুমি রুক্মিণী হরণ এবং নরকাসুর বিনাশ করিয়া তদীয় অন্তঃপুরবাসিনী ষোড়শ সহস্র রমণীর পাণি গ্রহণ কর। ৩৫॥

ভগবন্! তোমার প্রাণসমা প্রিয়া রাধিকাদেবী জাগরিতা না হইতে তুমি গাত্রোত্থান কর, গাত্রোত্থান কর, সমস্ত মঙ্গল তোমাকে আশ্রয় করুক, আর বিলম্ব না করিয়া তুমি এই প্রিয়াকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক ব্রজরাজ নন্দের ব্রজধামে গমন কর। ৩৬॥

সর্ব্বলোক পিতামহ ব্রহ্মা এই বলিয়া ইন্দ্রাদি দেবগণের সহিত ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন এবং অনন্ত ও ভগবান্ শঙ্করও নিজ নিজ স্থানে যাত্রা করিলেন। ৩৭॥

তৎপরে দেবগণ পরম ভক্তিযোগে প্রীতি পূর্ব্বক পরমাত্মা কৃষ্ণের মস্তকোপরি পুষ্পবৃষ্টি ও চন্দন বৃষ্টি করিলেন। ঐ সময়ে এইরূপ দৈববাণী হইল প্রভো! আর রোদন করিও না, এক্ষণে তুমি বধার্হ কংসকে বিনাশ করিয়া কারাগার হইতে স্বীয় পিতা মাতার মোচন ও ধরাদেবীর ভার হরণ কর। ৩৮। ৩৯॥

তখন ভূতভাবন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ দৈববাণী শ্রবণ করিয়া রাধিকাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক শনৈঃ শনৈঃ গাত্রোত্থান করিলেন। ৪০॥

যযৌ হরিঃ কিয়দ্দূরং নিরীক্ষ্যচ পুনঃ পুনঃ।
ক্ষণং তস্থৌ চন্দনানাং বনে বাস সমীপতঃ। ৪১ ॥
বিহায় নিদ্রাং সা রাধা সমুত্তস্থৌ স্বতল্পতঃ।
ন নিরীক্ষ্য হরিং শান্তং কান্তঞ্চ প্রাণ বল্লভং। ৪২ ॥
হা নাথ রমণ শ্রেষ্ঠ প্রাণেশ প্রাণবল্লভ।
প্রাণ চৌর প্রিয়তম ক গতোসীত্যুবাচহ। ৪৩ ॥
ক্ষণ মন্বেষণং কৃত্বা বভ্রাম মালতী বনং।
উবাস ক্ষণ মুত্তস্থৌ ক্ষণং সুস্বাপ ভূতলে। ৪৪ ॥
রুরোদ ক্ষণ মত্যুচ্চৈ র্ব্বিললাপ মুহুর্ম্মুহুঃ।
আগচ্ছাগচ্ছ হে নাথ চৈব মুক্ত্বা পুনঃ পুনঃ। ৪৫ ॥
মূর্চ্ছাং সংপ্রাপ সন্তাপাৎ সন্তপ্তা বিরহানলৈঃ।
ভূতলে চ তৃণাচ্ছন্নে পপাতচ মৃতা যথা। ৪৬ ॥

পরে হরি বারংবার প্রিয়তমা রাধিকাকে নিরীক্ষণ পূর্ব্বক কিয়দ্দূর গমন করিয়া আর যাইতে পারেন না, তখন তিনি সেই রাসমণ্ডলের সমীপস্থ চন্দন কাননে কিয়ৎক্ষণ অবস্থান করিলেন। ৪১ ॥

এ দিকে রাধিকাদেবীর নিদ্রাভঙ্গ হইল, তিনি শয্যা হইতে গাত্রো-ত্থান পূর্ব্বক প্রাণবল্লভ প্রশান্ত কমনীয় মূর্ত্তি কৃষ্ণকে দেখিতে না পাইয়া হা নাথ! হা রমণ শ্রেষ্ঠ! হা প্রাণেশ! হা প্রাণ বল্লভ! হা প্রাণ-চৌর প্রিয়তম! তুমি কোথায় গমন করিলে, এইরূপ বাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। ৪২। ৪৩ ॥

তৎপরে সেই রাধিকাদেবী কিয়ৎক্ষণ প্রাণকান্ত কৃষ্ণের অন্বেষণ করিয়া মালতীবনে ভ্রমণ করিলেন। পরে তিনি ক্ষণে ক্ষণে ভূতলে নিপতিতা ও ক্ষণে ক্ষণে উত্থিতা হইতে লাগিলেন। ৪৪ ॥

অতঃপর তিনি কিয়ৎক্ষণ উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া হে নাথ! শীঘ্র আগমন কর, আগমন কর, এইরূপ বলিতে বলিতে বারংবার বিলাপ করিতে লাগিলেন। ৪৫ ॥

আযযু স্তত্র গোপ্যশ্চ ব্রহ্মন্ শত সহস্র সঃ।
কাচিচ্চামর হস্তাচ গৃহীত্বা চন্দনদ্রবং। ৪৭ ॥
তাসাং মধ্যে প্রিয়ালীযা কৃত্বা রাধাং স্ববক্ষসি।
মৃতামিব প্রিয়াং দৃষ্ট্বা রুরোদ প্রেম বিহ্বলা। ৪৮ ॥
সজলং পঙ্কজদলং পঙ্কোপরি বিধায় চ।
স্থাপয়ামাস তাং রাধাং নিশ্চেষ্টাঞ্চ মৃতামিব। ৪৯ ॥
গোপীভিঃ সেবিতাং তত্র রুচিরৈঃ শ্বেত চামরৈঃ।
চন্দনদ্রব যুক্তাঞ্চ স্নিগ্ধ রম্ভান্বিতাং সতীং। ৫০ ॥
দদর্শ কৃষ্ণ স্তত্রেত্য তামেব প্রাণ বল্লভাং।
নিবারিতশ্চ গোপীভি র্ব্বলিষ্ঠাভিশ্চ নারদ।
যথা নীতঃ সাপরাধো দণ্ড্যো রাজভটাদিভিঃ। ৫১ ॥

পরে সেই বিরহানল সন্তপ্তা রাধিকা নিদারুণ সন্তাপে মূর্চ্ছিতা হইয়া তৃণাচ্ছন্ন ভূতলে মৃতার ন্যায় নিপতিতা হইলেন। ৪৬ ॥

ঐ সময়ে তথায় শত সহস্র গোপিকা সমাগতা হইলেন। তখন কেহ চামর ও কেহ চন্দনদ্রব গ্রহণ করিয়া সেই বিচেতনা রাধিকার নিকট আগমন করিলেন। ৪৭ ॥

তৎকালে তাঁহাদিগের মধ্যে এক প্রিয়সখী প্রিয়ারাধিকাকে মৃতার ন্যায় দেখিয়া তাঁহাকে বক্ষঃস্থলে ধারণ পূর্ব্বক প্রেম বিহ্বল চিত্তে রোদন করিতে লাগিলেন। ৪৮ ॥

পরে তিনি সজলপঙ্কজদল পঙ্কোপরি স্থাপন পূর্ব্বক তাহা মৃতবৎ নিশ্চেষ্টা রাধিকার কলেবরে সংস্থাপন করিলেন। ৪৯ ॥

তখন গোপিকাগণ সেই চন্দনদ্রব যুক্তা স্নিগ্ধ রম্ভা স্তম্ভের ন্যায় শয়ানা সাধ্বী রাধিকাকে শ্বেত চামর দ্বারা বীজন করিতে লাগিলেন। ৫০ ॥

ঐ সময়ে পরাৎপর পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ প্রাণ বল্লভা রাধিকার এই রূপ অবস্থা দর্শনে তথায় সমাগত হইলে অপরাধী ব্যক্তি যেমন রাজ দূতগণ কর্ত্তৃক তাড়িত হয়, তদ্রূপ তিনি বলিষ্ঠা গোপিকাগণ কর্ত্তৃক নিবারিত হইলেন। ৫১ ॥

চকার রাধাং ক্রোড়েচ সমাগত্য কৃপানিধিঃ।
চেতনাং কারয়ামাস বোধয়ামাস বোধনৈঃ। ৫২ ॥
সংপ্রাপ্য চেতনাং দেবী দদর্শ প্রাণবল্লভং।
বভূব সুস্থিরা দেবী তত্যাজ বিরহজ্বরং। ৫৩ ॥
চকার কান্তং সাকান্তা গাঢ়ালিঙ্গন মীপ্সিতং। ৫৪ ॥
নানা প্রকার শৃঙ্গারঞ্চকার মধুসূদনঃ।
উবাস রত্ন তল্পেচ রাধাং কৃত্বা স্ববক্ষসি। ৫৫ ॥
রাধা সখী রত্নমালা বিদগ্ধাচ সুপূজিতা।
উবাচ বাক্যং মধুরং নীতিসার মনুত্তমং। ৫৬ ॥

রত্নমালোবাচ।

শৃণু কৃষ্ণ প্রবক্ষ্যামি পরিণাম সুখাবহং।
হিতং তথ্যং নীতিসারং দম্পত্যোঃ প্রীতি কারণং। ৫৭ ॥
সম্মতং কাম শাস্ত্রেষু নীতৌ বেদ পরায়ণে।
লৌকিক ব্যবহারেষু প্রশংস্যং সু যশস্করং। ৫৮ ॥

পরে কৃপানিধি কৃষ্ণ প্রাণাধিকা রাধিকার নিকট উপনীত হইয়া তাঁহাকে ক্রোড়ে ধারণ ও তদীয় চৈতন্য উৎপাদন পূর্ব্বক বিবিধ প্রবোধ বাক্যে তাঁহাকে সান্ত্বনা করিলেন। ৫২ ॥

তখন সেই রাধিকাদেবী চৈতন্য লাভের পর প্রাণবল্লভ কৃষ্ণকে দর্শন পূর্ব্বক সুস্থিরা হওয়াতে তাঁহার বিচ্ছেদজ্বালা নিবারিত হইল। ৫৩ ॥

সেই সময়ে শ্রীমতী প্রাণকান্ত কৃষ্ণকে গাঢ় আলিঙ্গন করিলে মধুসূদন রত্ন শয্যায় শয়ান হইয়া তাঁহাকে বক্ষঃস্থলে ধারণ পূর্ব্বক তৎ সমভিব্যাহারে নানা প্রকার শৃঙ্গার করিলেন। ৫৪। ৫৫ ॥

তখন সুপূজিতা বিদগ্ধা সখী রত্নমালা পরাৎপর পরমাত্মা কৃষ্ণকে নীতি সঙ্গত অনুত্তম মধুর বাক্যে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে কৃষ্ণ! এক্ষণে দম্পতীর প্রীতিজনক নীতি সম্মত পরিণাম সুখাবহ হিত জনক বাক্য তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। ৫৬। ৫৭ ॥

নারীণাঞ্চ পিতা মাতা প্রিয় ভ্রাতাচ বন্ধুষু।
ততঃ প্রিয়শ্চ পুত্রশ্চ পুত্রাদেব প্রিয়ঃ পতিঃ। ৫৯ ॥
শত পুত্রাৎ পরঃ স্বামী সাধ্বীনাং সাধু সম্মতঃ।
রসিকানাং বিদগ্ধানাং নহি ভর্ত্তুঃ প্রিয়ঃ পরঃ। ৬০ ॥
যদি ভর্ত্তা বিদগ্ধশ্চ বিদগ্ধানাং সুখাবহঃ।
অন্যথা বিষ তুল্যশ্চ বিষমশ্চেৎ খলঃ খলু। ৬১ ॥
সংসারেচ ক্ষুতেচেৎসা দম্পত্যোঃ প্রীতি রেবচ।
পরস্পরঞ্চ সমতা প্রেম সৌভাগ্য মীপ্সিতং। ৬২ ॥
দম্পত্যোঃ সমতা নাস্তি যথা তত্রহি মন্দিরে।
অলক্ষ্মী স্তত্র তত্রৈব বিফলং জীবনং তয়োঃ। ৬৩ ॥

আমার বাক্য কামশাস্ত্র সম্মত, বেদ বিধান ক্রমে নীতিযুক্ত এবং লৌকিক ব্যবহারে সম্পূর্ণ যশস্কর ও প্রশংসনীয় হইবে। ৫৮ ॥

বিভো! পিতা মাতা নারীগণের প্রিয় ও বন্ধুবর্গের মধ্যে ভ্রাতা প্রিয় বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে, কিন্তু পুত্র তদপেক্ষা প্রিয় ও পুত্র অপেক্ষা পতি প্রিয় বস্তু। ৫৯ ॥

সাধ্বী নারীগণের শত পুত্র অপেক্ষা পতি প্রিয় বস্তু বলিয়া সাধুগণ কর্ত্তৃক নিরূপিত আছে, বিশেষতঃ বিদগ্ধা রসিকা-রমণীগণের পতির পর প্রিয় কেহই নাই। ৬০ ॥

যদি ভর্ত্তা বিদগ্ধ ও নারী বিদগ্ধা হয়, তাহা হইলে তাহাদিগের পরস্পরের সম্মিলনে পরম সুখ সমুৎপন্ন হইয়া থাকে, কিন্তু পতি খল ও বিষম হইলে বিষময় ফল সঞ্জাত হয়। ৬১ ॥

পরস্পর সমভাবাপন্ন দম্পতী সংসারে নিবদ্ধ হইয়া পরম প্রীতি লাভ করে, এমন পরস্পরের সমতায় ঈপ্সিত প্রেম ও সৌভাগ্য সমুৎপন্ন হয়। ৬২ ॥

যে যে গৃহে দম্পতীর সমতা না থাকে, সেই সেই গৃহে অলক্ষ্মীর আবির্ভাব হয়, সুতরাং সে অবস্থায় সেই দম্পতীর জীবন ধারণ করা নিষ্ফল মাত্র সন্দেহ নাই। ৬৩ ॥

সুস্বামিনাং বিভেদশ্চ পরং দুঃখঞ্চ যোষিতাং।
শোক সন্তাপ বীজঞ্চ জীবিতে মরণাধিকং। ৬৪॥
স্বপ্নে জাগরণে চাপি পতিঃ প্রাণাশ্চ যোষিতাং।
শোক সন্তাপ বীজঞ্চ জীবিতে মরণাধিকং। ৬৫॥
পতি রেব গতিঃ স্ত্রীণা মিহলোকে পরত্রচ।
অস্মাৎ ত্বয়ি গতে নাথে মূর্চ্ছাং সংপ্রাপ রাধিকা।
পপাত সহসা ভূমৌ তৃণাচ্ছন্নেচ ভূতলে। ৬৬॥
ময়াদত্তং মুখেস্যাপি শীতলং জল মুত্তমং।
তদা শ্বাসো বভূবাস্যা শ্চেতনাঞ্চাল্প মেবচ। ৬৭॥
ক্ষণং রোদিতি সন্তপ্তা মূর্চ্ছাং প্রাপ্নোতি তৎক্ষণং। ৬৮॥
রাধিকায়াঃ শরীরঞ্চ সন্তপ্তং বিরহানলৈঃ।
দগ্ধ লৌহ যষ্টি সম মস্পৃশ্য মনলোপমং। ৬৯॥
স্বপ্নে জাগরণে রাত্রৌ দিবাসুচ গৃহে বনে।

মনোমত পতির বিয়োগে যোষিদ্গণের শোক সন্তাপ বীজস্বরূপ এরূপ নিরতীশয় দুঃখ জন্মে যে জীবিতে মরণাধিক জ্ঞান হয়। ৬৪॥

কি স্বপ্ন কি জাগ্রদবস্থা, সকল সময়েই পতি যোষিদ্গণের প্রাণ স্বরূপ, সুতরাং সেই পতির বিয়োগে নারীর জীবিতাবস্থায় যে শোক সন্তাপ বীজ রূপ প্রাণান্তকর দুঃখ জন্মে তাহাতে আর সংশয় নাই। ৬৫॥

ইহলোকে ও পরলোকে পতিই নারী জাতির একমাত্র গতি, তুমি রাধিকার প্রাণাপেক্ষাও প্রিয় পতি, এই জন্য তোমার গমনে শ্রীমতী সহসা মূর্চ্ছিতা হইয়া তৃণাচ্ছন্ন ভূমিতলে পতিতা হইয়াছিলেন। ৬৬॥

তখন আমি ইহাঁর মুখ কমলে সুশীতল জল প্রদান করাতে ইহাঁর নিঃশ্বাস বহিতে লাগিল এবং অল্প মাত্র চৈতন্য হইল। ৬৭॥

তখন ইনি কিয়ৎক্ষণ রোদন করিয়াই আবার বিরহ সন্তাপে মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হইলেন, ঐ সময়ে ইহাঁর কলেবর দগ্ধলৌহ যষ্টির ন্যায় ও অস্পৃশ্য অনল তুল্য সন্তপ্ত হইয়া উঠিল। ৬৮। ৬৯॥

জলে স্থলে চান্তরীক্ষেপ্যুদয়ে চন্দ্র সূর্য্যয়োঃ। ৭০ ॥
নাস্তি ভেদশ্চ রাধায়া মৃততুল্যা জড়াকৃতিঃ।
শশ্বৎ পশ্যতি ধ্যানস্থা সর্ব্বং বিষ্ণুময়ং জগৎ। ৭১ ॥
স্নিগ্ধ পঙ্কে পঙ্কজানাং সজলানি দলানিচ।
নিপাত্য ত্বংকৃতং তল্পে সুস্বাপ বিরহাতুরা। ৭২ ॥
সেবিতা সা প্রিয়ালীভিঃ সততং শ্বেত চামরৈঃ।
চন্দনদ্রব সংযুক্তা স্নিগ্ধ বস্ত্র সমন্বিতাং। ৭৩ ॥
রাধাঙ্গ স্পর্শ মাত্রেণ পঙ্কং সংপ্রাপ শুষ্কতাং।
স্নিগ্ধানি পদ্মপত্রাণি বভূবুর্ভস্মসাৎ ক্ষণং। ৭৪ ॥
চন্দনং শুষ্কতাং প্রাপ বর্ণশ্চম্পাক সন্নিভঃ।
বভূব কজ্জলাকারঃ কেশঃ স্বর্ণচিতো হরে। ৭৫ ॥

তৎকালে এই বিরহাতুরা রাধিকার স্বপ্ন কি জাগরণ, রাত্রি কি দিবা গৃহ কি বন, জল স্থল কি অন্তরীক্ষ, চন্দ্রোদয় কি সূর্য্যের উদয়, কিছুই অনুভূত হইল না, কেবল ইনি জড়াকৃতি মৃত তুল্যা হইয়া নিরন্তর তোমার মোহন মূর্ত্তি ধ্যান করত সমস্ত জগৎ বিষ্ণুময় দর্শন করিতে লাগিলেন। ৭০। ৭১ ॥

আর সেই সময়ে ইহাঁর বিরহানল এত দূর উদ্দীপিত হইল যে স্নিগ্ধ পঙ্কে বিন্যস্ত সজল পঙ্কজদল তোমার রচিত শয্যার উপরিভাগে সংস্থাপিত হইলে ইনি তাহাতে শয়ন করিলেন। ৭২ ॥

তখন ইহাঁর প্রিয়সখীগণের মধ্যে কেহ কেহ ইহাঁর গাত্রে চন্দনদ্রব বিলেপন ও কেহ কেহ আর্দ্রবস্ত্র বিন্যাস এবং কেহ কেহ শ্বেত চামর বীজন পূর্ব্বক ইহাঁর সেবা করিতে লাগিলেন। ৭৩ ॥

কিন্তু রাধাঙ্গ স্পর্শমাত্র এই রাসেশ্বরীর দেহ সংলিপ্ত পঙ্কও শুষ্কতা প্রাপ্ত এবং বিরহানলের উত্তাপে স্নিগ্ধ পদ্মপত্র সকলও ভস্মীভূত হইল। ৭৪ ॥

হরে! অধিক কি বলিব ক্ষণ মধ্যে চন্দনদ্রব শুষ্ক, চম্পাক সন্নিভ বর্ণ কজ্জলাকার ও কেশ সকল স্বর্ণ বৎ পীত বর্ণ হইয়া উঠিল। ৭৫ ॥

সিন্দূর বিন্দু রুচিরং শ্যামিকাং প্রাপ তৎক্ষণং।
বেশোবিলাসো লীলাচ দূরীভূতা বভূবহ। ৭৬ ॥
বিচার্য্য মনসা কৃষ্ণ যত্তৎ সমুচিতং কুরু।
ন ভবেৎ কামিনী হত্যা যেন নীতি বিশারদা। ৭৭ ॥
রত্নমালা বচঃ শ্রুত্বা প্রহস্যোবাচ মাধবঃ।
হিতং তথ্যং নীতিসারং পরিণাম সুখাবহং। ৭৮ ॥

শ্রীভগবানুবাচ।

শোক যদ্যপি শক্তোঽহং নিষেকং খণ্ডিতুং প্রিয়ে।
তথাপি লঙ্ঘনাশ্চাত্র নিয়তে র্ন করোম্যহং। ৭৯ ॥
ব্রহ্মাণ্ডেষুচ সর্ব্বেষু মর্য্যাদা স্থাপিতা ময়া।
তয়া কর্ম্ম প্রকুর্ব্বন্তি মুনয়শ্চ সুরা নরাঃ। ৮০ ॥
শ্রীদাম শাপাদ্বিচ্ছেদঃ শতবর্ষ মনীপ্সিতং।
ভবিষ্যত্যেব দম্পত্যো রাবয়ো রেব সুন্দরি। ৮১ ॥

সেই ক্ষণে ইহার ললাটস্থ রুচির সিন্দূর বিন্দু শ্যামিকা প্রাপ্ত এবং বেশ বিলাস ও লীলা দূরীভূত হইল। ৭৬ ॥

হে কৃষ্ণ! তুমি নীতি বিশারদ, তোমাকে অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই, যাহাতে কামিনী হত্যা না হয়, তাহা মনে মনে বিচার করিয়া যথোচিত কার্য্যের অনুষ্ঠান কর। ৭৭ ॥

মাধব, রত্নমালার এই বাক্য শ্রবণে হাস্য করিয়া পরিণাম সুখাবহ নীতিসার হিত জনক তত্ত্ব পূরিত বাক্যে তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, প্রিয়ে! যদিও অবশ্যম্ভাবি শোক সন্তাপ নিবারণে আমার ক্ষমতা আছে, তথাপি কখনই আমি নিয়তির লঙ্ঘন করিব না। ৭৮।৭৯ ॥

আমি সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে যে মর্য্যদা স্থাপন করিয়াছি, মুনি মানব ও দেবগণ তদনুসারে কর্ম্ম করিয়া থাকেন। ৮০ ॥

সুন্দরি! তুমি কি তাহা সমস্ত ভুলিয়াছ, শ্রীদামের অভিশাপে আমাদিগের উভয়ের শতবর্ষ বিচ্ছেদ নিরূপিত হইয়াছে সুতরাং তাহা অভী-

ভেদো জাগরণেঽস্যাশ্চ ময়া সহ সুমধ্যমে।
সংশ্লেষঃ সন্ততং স্বপ্নে মদ্বরেণ ভবিষ্যতি। ৮২ ॥
আধ্যাত্মিকো ময়া দত্তঃ শোক চ্ছেদো ভবিষ্যতি।
রাধাং বোধয় ভদ্রন্তে যাস্যামি নন্দ মন্দিরং। ৮৩ ॥
ইত্যুক্ত্বা জগতাং নাথো যযৌ নন্দালয়ং প্রতি।
রাধিকাং বোধয়ামাস্থু বালীসংঘাশ্চ নারদ। ৮৪ ॥
গত্বা গৃহঞ্চ পিতরং ননাম মাতরং তথা।
উবাস মাতৃ ক্রোড়েচ নবনীতং চখাদ সঃ।
মাতৃ দত্তঞ্চ তাম্বূলং সচ তস্যৈ দদৌ মুদা। ৮৫ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ সম্বাদে শ্রীকৃষ্ণ জন্মখণ্ডে শ্রীকৃষ্ণাগমনং নামৈকোনসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

র্পিত না হইলেও অবশ্যই আমাদিগকে তাহা ভোগ করিতে হইবে। ৮১ ॥

সুমধ্যমে! জাগরণে আমার সহিত ইহাঁর ভেদ থাকিবে, কিন্তু নিদ্রিতাবস্থায় ইহাঁর সহিত আমার মিলন হইবে আমি এই বর প্রদান করিতেছি। ৮২ ॥

এক্ষণে যাহাতে শ্রীমতীর শোক নাশ হইবে এরূপ আধ্যাত্মিক যোগ মৎকর্ত্তৃক প্রদত্ত হইয়াছে। তুমি তদ্দ্বারা ইহাঁকে প্রবোধ প্রদান কর, তোমার মঙ্গল হইবে, এখন আমি পিতা নন্দের আলয়ে গমন করিব।৮৩॥

এই বলিয়া জগৎপতি শ্রীকৃষ্ণ নন্দালয়ের অভিমুখে গমন করিলে রাধিকার সখীগণ তাঁহাকে প্রবোধ প্রদান করিতে লাগিলেন। ৮৪ ॥

তৎপরে শ্রীকৃষ্ণ গৃহে গমন এবং পিতা নন্দ ও মাতা যশোদাকে প্রণাম করিয়া মাতৃ ক্রোড়ে উপবেশন পূর্ব্বক নবনীত ভোজন করিলেন, পরে বাল চাপল্য প্রদর্শনার্থ মাতৃদত্ত তাম্বূল মাতাকে প্রীতমনে প্রত্যর্পণ করিতে লাগিলেন। ৮৫ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ সম্বাদে শ্রীকৃষ্ণ জন্মখণ্ডে শ্রীকৃষ্ণ গমন নাম একোনসপ্ততিতম অধ্যায় সম্পূর্ণ।

সপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

নারায়ণ উবাচ।

অথাক্রূরঃ স্বভবনং গত্বা কংসেন প্রেরিতঃ।
চকার শয়নং তল্পে ভুক্ত্বা মিষ্টান্ন মুত্তমং। ১ ॥
সকর্পূরঞ্চ তাম্বূলং চখাদ বাসিতং জলং।
জগাম নিদ্রাং সুখতঃ সুখ সম্ভোগ মাত্রতঃ। ২ ॥
তদা দদর্শ সুস্বপ্নং পুরাণ শ্রুতি সম্মতং।
নিশাবশেষ সময়ে ব্যাত্যাদি পরিবর্জ্জিতঃ। ৩ ॥
অরোগী বদ্ধকেশশ্চ বস্ত্র যুগ্ম সমন্বিতঃ।
সুতল্পশায়ী সুস্নিগ্ধ শ্চিন্তা শোক বিবর্জ্জিতঃ। ৪ ॥
কিশোর বয়সং শ্যামং দ্বিভুজং মুরলীকরং।
পীতবস্ত্র পরীধানং বনমালা বিভূষিতং। ৫ ॥
চন্দোনোক্ষিত সর্ব্বাঙ্গং মালতী মাল্য শোভিতং।
ভূষণং ভূষণার্হঞ্চ সদ্রত্ন মণি ভূষণৈঃ। ৬ ॥

নারায়ণ ঋষি কহিলেন, দেবর্ষে! এদিকে অক্রূর কংস কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া উৎকৃষ্ট মিষ্টান্ন ভোজনাবসানে শয্যায় শয়ন করিলেন।১॥

পরে তিনি সুবাসিত জলপান ও কর্পূর বাসিত তাম্বূল চর্ব্বণ পূর্ব্বক সুখানুভব করিতেছেন এমন সময়ে সুখময় নিদ্রা তাঁহাকে আশ্রয় করিল। ২ ॥

সেই নিদ্রিতাবস্থায় তাঁহার আধি ব্যাধি সমস্ত বিলুপ্ত হইল, তিনি যুগ্ম বস্ত্র পরিধান ও কেশ বন্ধন পূর্ব্বক অরোগী সুস্নিগ্ধ ও চিন্তা শোক বিবর্জ্জিত হইয়া সুখময় শয্যায় নিদ্রাসুখ অনুভব করিতে লাগিলেন, ক্রমে নিশাবসান হইল, ঐ সময়ে তিনি পুরাণ শ্রুতি সম্মত সুস্বপ্ন দর্শন করিলেন। ৩। ৪।

ময়ূর পুচ্ছ চূড়ঞ্চ সস্মিতং পদ্মলোচনং।
এবম্ভূতং দ্বিজ শিশুং দদর্শ প্রথমে মুনে। ৭ ॥
ততো দদর্শ রুচিরাং পতি পুত্রবতীং সতীং।
পীতবস্ত্র পরীধানাং রত্ন ভূষণ ভূষিতাং। ৮ ॥
জ্বলৎ প্রদীপ হস্তাঞ্চ শুক্ল ধান্য করাং বরাং।
শরচ্চন্দ্র নিভাস্যাংচ সস্মিতাং বরদাং শুভাং। ৯ ॥
ততো দদর্শ বিপ্রঞ্চ প্রকুর্ব্বন্তং শুভাশিষং।
শ্বেতপদ্মং রাজহংসং তুরঙ্গঞ্চ সরোবরং। ১০ ॥
দদর্শ চিত্রিতং চারু ফলিতং পুষ্পিতং শুভং।
আম্র নীম্ব নারিকেল গুবাক কদলীতরুং। ১১ ॥
দংশন্তং শ্বেত সর্পঞ্চ স্বাত্মানং পর্ব্বত স্থিতং।
বৃক্ষস্থঞ্চ গজস্থঞ্চ তরিস্থং তুরগ স্থিতং। ১২ ॥

স্বপ্নের প্রথমে দেখিলেন কিশোর বয়স্ক মুরলীধর শ্যাম কলেবর কমললোচন এক দ্বিজ শিশু তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া মৃদু মৃদু হাস্য করিতেছেন. তাঁহার কটিতটে পীতবসন ও গলদেশে বনমালা ও মালতীমালা সুশোভিত সর্ব্বাঙ্গ চন্দনোক্ষিত ও অঙ্গ সমুদায় উৎকৃষ্ট রত্ন ও মণি ভূষণে বিভূষিত হইতেছে, এবং তাঁহার চূড়ায় ময়ূর পুচ্ছ শোভা পাইতেছে। ৫।৬। ৭ ॥

এইরূপ দর্শনের পর তিনি দেখিলেন এক পীতবস্ত্র পরীধানা রত্ন ভূষণ ভূষিতা শরচ্চন্দ্র নিভাননা পতি পুত্রবতী শুভ দায়িনী বরপ্রদা রুচিরা সাধ্বী রমণী এক হস্তে শুক্লধান্য ও এক হস্তে প্রজ্বলিত প্রদীপ গ্রহণ পূর্ব্বক সহাস্য বদনে তাঁহার সম্মুখে উপনীতা হইয়াছেন। ৮। ৯ ॥

তৎপরে তিনি স্বপ্নযোগে এক আশীর্ব্বাদকারী ব্রাহ্মণ, শ্বেতপদ্ম, রাজহংস, তুরঙ্গম ও সরোবর দর্শন করিলেন। ১০ ॥

পরে তিনি দেখিলেন আম্র নিম্ব নারিকেল গুবাক ও কদলীতরু ফল পুষ্পে সুশোভিত হইয়াছে। অতঃপর দংশন প্রবৃত্ত শ্বেত সর্প

বীণাং বাদিতবন্তঞ্চ ভুক্তবন্তঞ্চ পায়সং।
দধি ক্ষীর যুতা ন্নঞ্চ পদ্মপত্রস্থ মীপ্সিতং।
শুক্ল ধান্য পুষ্পকরং ক্ষণং চন্দন চর্চ্চিতং। ১৩ ॥
ততো দদর্শ রজতং মণি শুভ্রঞ্চ কাঞ্চনং।
মুক্তা মাণিক্য রত্নঞ্চ পূর্ণ কুম্ভং ঘনং জলং। ১৪ ॥
সুরভীঞ্চ সবৎসাঞ্চ বৃষভেন্দ্রং ময়ূরকং।
শুক্লঞ্চ সারসং শঙ্খচিল্লং খঞ্জন মেবচ। ১৫ ॥
তাম্বূলং পুষ্পমাল্যঞ্চ জ্বলদগ্নিং সুরার্চ্চনং।
পার্ব্বতী প্রতিমাং কৃষ্ণ প্রতিমাং শিবলিঙ্গকং। ১৬ ॥
বিপ্রবালাঞ্চ বালঞ্চ সুপক্ক ফলিতং কৃষিং।
দেবস্থলীঞ্চ রাজেন্দ্রং সিংহ ব্যাঘ্রং গুরুং সুরং। ১৭ ॥

তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল, আর দেখিলেন তিনি স্বয়ং কখন পর্ব্বতে কখন বৃক্ষোপরি কখন গজপৃষ্ঠে কখন অশ্ব পৃষ্ঠে ও কখন বা নৌকাযানে অবস্থান করিতেছেন। ১১। ১২॥

তৎপরে দৃষ্ট হইল তিনি কখন বীণাবাদন, কখন পায়স ভোজন ও কখন বাঞ্ছিত পদ্মপত্রস্থ দধি ক্ষীর মিশ্রিত অন্ন ভোজন করিতেছেন এবং কখন তাঁহার করে শুক্ল ধান্য কখন পুষ্প ও কখন বা চন্দন বিদ্যমান রহিয়াছে। ১৩॥

এইরূপ দর্শনের পর তিনি রজত শুভ্রমণি কাঞ্চন মুক্তা মাণিক্য রত্ন পূর্ণকুম্ভ মেঘ সলিল দর্শন করিলেন। ১৪॥

পরক্ষণে সবৎসা সুরভী, উৎকৃষ্ট বৃষ, ময়ূর, শুক্ল সারস, শঙ্খচিল্ল ও খঞ্জনপক্ষী তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল। ১৫॥

পরে তিনি তাম্বূল পুষ্পমাল্য তেজঃপুঞ্জ প্রজ্বলিত অগ্নি, পার্ব্বতী প্রতিমা কৃষ্ণ প্রতিমা ও শিবলিঙ্গ দেখিতে পাইলেন। ১৬॥

এই সমস্ত দর্শনের পর তিনি বিপ্রকন্যা, বিপ্রবালক, সুপক্কফল পূর্ণ শস্যক্ষেত্র, সিংহ, ব্যাঘ্র, দেবস্থলী, রাজেন্দ্র, গুরু ও দেবগণকে দর্শন করিলেন। ১৭॥

দৃষ্ট্বা স্বপ্নং সমুত্তস্থৌ চকারাহ্নিক মীপ্সিতং।
উদ্ধবং কথয়ামাস সর্ব্ব বৃত্তান্ত মেবচ। ১৮ ॥
উদ্ধবাজ্ঞাং সমাদায় কৃত্বা গুরু সুরার্চ্চনং।
যাত্রাং চকার শ্রীকৃষ্ণং ধ্যাত্বা মনসি নারদ। ১৯ ॥
দদর্শ বর্ত্ম্যন্যেবঞ্চ মঙ্গলার্হং শুভপ্রদং।
বাঞ্ছা ফলপ্রদং রম্যং পুরো মঙ্গল সূচকং। ২০ ॥
বামে শব শিবাং পূর্ণকুম্ভং নকুল চাসকং।
পতিপুত্রবতীং সাধ্বীং দিব্যাভরণ ভূষিতাং। ২১ ॥
শুক্ল পুষ্পঞ্চ মাল্যঞ্চ ধান্যঞ্চ খঞ্জনং শুভং।
দক্ষিণে জ্বলনঞ্চৈব বিপ্রঞ্চ বৃষভং গজং। ২২ ॥
বৎস প্রযুক্তাং ধেনুঞ্চ শ্বেতাশ্বং রাজহংসকং।
বেশ্যাঞ্চ পুষ্পমাল্যঞ্চ পতাকা দধি পায়সং। ২৩ ॥
মণিং সুবর্ণং রজতং মুক্তামাণিক্য মীপ্সিতং।
সদ্যোমাংসং চন্দনঞ্চ মাধ্বীকং ঘৃত মুত্তমং। ২৪ ॥

মহাত্মা অক্রূর এই রূপ স্বপ্ন দর্শনের পর গাত্রোত্থান করিয়া ঈপ্সিত আহ্নিকক্রিয়া সমাধান পূর্ব্বক উদ্ধব নিকটে সমস্ত স্বপ্ন বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন। ১৮ ॥

তৎপরে তিনি উদ্ধবের আজ্ঞা গ্রহণ এবং দেব ও গুরুর পূজা করিয়া মনে মনে পরাৎপর কৃষ্ণকে ধ্যান পূর্ব্বক যাত্রা করিলেন। ১৯ ॥

পথি মধ্যে বাঞ্ছাফলপ্রদ মঙ্গলার্হ সুরম্য শুভ বস্তু ও পুরোভাগে মঙ্গল সূচক পদার্থ তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল। ২০ ॥

তখন তিনি বামভাগে শব শিবা পূর্ণকুম্ভ নকুল চাতকপক্ষী পতি পুত্রবতী দিব্যাভরণ ভূষিতা সাধ্বী নারী, শুক্লপুষ্প, মাল্য, ধান্য শুভ সূচক খঞ্জন দর্শন করিতে লাগিলেন দক্ষিণভাগেও অগ্নি বিপ্র বৃষভ হস্তী বৎসপ্রযুক্তা ধেনু, শ্বেতাশ্ব, রাজহংস, বেশ্যা, পুষ্পমালা, পতাকা, দধি, পায়স, মণি, সুবর্ণ, রজত, অভীষ্ট মুক্তা ও মাণিক্য, সদ্যো মাংস,

কৃষ্ণসারং ফলং লাজাঃ সিদ্ধার্থং দর্পণং তথা।
বিচিত্রিতং বিমানঞ্চ সুদীপ্তাং প্রতিমাং শুভাং। ২৫ ॥
শুক্লোৎপলং পদ্মবনং শঙ্খচিল্লং চকোরকং।
মার্জ্জারং পর্ব্বতং মেঘং ময়ূর শুক সারসং। ২৬ ॥
শঙ্খ কোকিল বাদ্যানাং ধ্বনিং সুশ্রাব মঙ্গলং।
বিচিত্রং কৃষ্ণসঙ্গীতং হরিশব্দং জয়ধ্বনিং। ২৭ ॥
এবম্ভূতং শুভং দৃষ্ট্বা শ্রুত্বা প্রকৃষ্ট মানসঃ।
প্রবিবেশ হরিং স্মৃত্বা পুণ্যং বৃন্দাবনং বনং। ২৮ ॥
দদর্শ পুরতো রম্যং রাসমণ্ডল মীপ্সিতং।
চন্দনাগুরুকস্তূরী পুষ্প চন্দন বায়ুনা। ২৯ ॥
বাসিতং মঙ্গল ঘটে রম্ভা স্তম্ভ বিরাজিতং।
আম্র পল্লব সংযৈশ্চ পট্ট সূত্র বিচিত্রিতৈঃ। ৩০ ॥

চন্দন, মাধ্বীক, উৎকৃষ্ট ঘৃত, কৃষ্ণসারমৃগ, ফল, লাজ, শ্বেতশর্ষপ, দর্পণ, চিত্র বিচিত্রীকৃত রথ, সুদীপ্তা শুভময়ী প্রতিমা, শুক্লোৎপল, পদ্মবন, শঙ্খ চিল্ল, চকোর, মার্জ্জার, পর্ব্বত, মেঘ, ময়ূর, শুক ও সারস এই সমুদায় শুভ সূচক বস্তু তাঁহার নয়ন গোচর হইতে লাগিল। ২১।২২।২৩।২৪।২৫।২৬ ॥

আর সেই সময়ে তিনি মঙ্গলজনক শঙ্খধ্বনি কোকিলরব, বিবিধ বাদিত্র নিঃস্বন, মনোহর হরি গুণ গান এবং হরিধ্বনি ও জয়ধ্বনি শ্রবণ করিতে লাগিলেন। ২৭ ॥

মহাত্মা অক্রূর এবম্বিধ শুভ দর্শন ও শুভ ধ্বনি শ্রবণে পরিতুষ্ট হইয়া সর্ব্ব নিয়ন্তা সনাতন হরিকে স্মরণ পূর্ব্বক পবিত্র বৃন্দাবনে প্রবেশ করিলেন। ২৮ ॥

প্রবেশ কালে তিনি দেখিতে পাইলেন দ্বারদেশে রম্ভাস্তম্ভ সংরোপিত তন্নিম্নে মঙ্গলঘট সংস্থাপিত ও তাহাতে পট্টসূত্র বিচিত্রিত আম্র পল্লব সকল সুশোভিত হইতেছে। সেই রাসমণ্ডলে প্রদেশ সমীরণ সহযোগে অগুরু চন্দন কস্তূরী ও কুঙ্কুমের সৌরভে আমোদিত হইতেছে। ২৯।৩০ ॥

শোভিতৈঃ পরিতঃ শশ্বৎ পদ্মরাগ বিনিন্দিতৈঃ।
শোভিতং শোভনার্হঞ্চ ত্রিকোটি রত্ন মন্দিরৈঃ। ৩১ ॥
রম্যৈঃ কুঞ্জ কুটীরৈশ্চ রাজিতং শত কোটিভিঃ।
রাসং বৃন্দাবনং দৃষ্টা কিয়দ্দূরং যযৌ চ সঃ। ৩২ ॥
দদর্শ পুরতো রম্যং নন্দ ব্রজ মনুত্তমং।
পরং বৈকুণ্ঠ সঙ্কাশং বৈকুণ্ঠ নিলয়ং শুভং। ৩৩ ॥
রত্ন সোপান সংযুক্তং রত্ন স্তম্ভৈর্ব্বিরাজিতং।
নানা চিত্র বিচিত্রাঢ্যং সদ্রত্ন বলয়ান্বিতং।
খচিতং মণি সারেণ রচিতং বিশ্বকর্ম্মণা। ৩৪ ॥
দ্বারি দৃষ্টেন মার্গেণ রাজদ্বারং বিবেশ সঃ।
পতাকা রত্নজালাঢ্যং মুক্তা মাণিক্য ভূষিতং। ৩৫ ॥
রত্ন দর্পণ শোভাঢ্যং রত্ন চিত্র বিচিত্রিতং।
রত্ন বীথী বিরচিতং মঙ্গল্যং মঙ্গলৈ র্ঘটৈঃ। ৩৬ ॥

এইরূপ দর্শনের পর তিনি দেখিলেন সেই শোভনার্হ বৃন্দাবনের চতুর্দ্দিক পদ্মরাগ খচিত ত্রিকোটি রত্ন মন্দির শোভা পাইতেছে। ৩১ ॥

তৎপরে শত কোটি সুরম্য রত্ন কুটীর তাঁহার নয়ন গোচর হইল। তিনি এইরূপ বৃন্দাবন রাসমণ্ডল দর্শন করিয়া কিয়দ্দূর অতিক্রম করিলেন। ৩২।

পরে বৈকুণ্ঠ তুল্য পরমোৎকৃষ্ট নন্দ ব্রজে ও বৈকুণ্ঠ নিলয় তুল্য নন্দ মন্দির তাঁহার নয়ন পথে নিপতিত হইল। ৩৩ ॥

দেখিলেন বিকর্ম্মা কর্ত্তৃক বিনির্ম্মিত নন্দ মন্দির রত্ন সোপান ও রত্নস্তম্ভে বিরাজিত উৎকৃষ্ট রত্ন বলয় সমন্বিত ও বিবিধ বিচিত্র চিত্রে সুশোভিত হইতেছে। ৩৪ ॥

এই রূপ দর্শনের পর তিনি ব্রজরাজ নন্দের দ্বারদেশে উপনীত হইলে দ্বারী তাঁহাকে পথ প্রদর্শন করিল, তখন তিনি দেখিলেন সেই রাজ দ্বার পতাকা রত্নজাল মুক্তা মাণিক্য রত্নদর্পণ বিচিত্র চিত্রিত রত্ন ও

অথ নন্দোতিসাহ্লাদো বৃষভান্বাদিভি র্যুতঃ।
সহিতো রাম কৃষ্ণাভ্যাং জগামানু ব্রজায় বৈ। ৩৭॥
অক্রূরাগমনং শ্রুত্বা কৃত্বা বেশ্যাং পুরঃ সরাং।
পূর্ণকুম্ভং গজেন্দ্রঞ্চ কৃত্বাগ্রে শুক্লধান্যকং। ৩৮॥
কৃষ্ণাগাং মধুপর্কঞ্চ পাদ্যং রত্নাসনাদিকং।
গৃহীত্বা সাদরঃ শান্তঃ সস্মিতো বিনত স্তথা। ৩৯॥
আনন্দযুক্তো নন্দশ্চ সগণঃ সহ বালকঃ। ৪০॥
দৃষ্ট্বাক্রূরং মহাভাগং তূর্ণ মালিঙ্গনং দদৌ।
প্রণেমুঃ শিরসা সর্ব্বে গোপা জগৃহুরাশিষং। ৪১॥
পরস্পরঞ্চ সংযোগো বভূব গুণবান্ মুনে।
ক্রোড়ে চকারাক্রূরশ্চ কৃষ্ণং রামং ক্রমেণ চ। ৪২॥

রত্ন বীথিকায় শোভা পাইতেছে এবং তথায় মঙ্গলঘট সমুদায় সংস্থাপিত রহিয়াছে। ৩৫ । ৩৬॥

তৎপরে মহাত্মা অক্রূরের আগমন শ্রবণে ব্রজরাজ নন্দের আনন্দের পরিসীমা রহিল না, তখন তিনি বৃকভানু প্রভৃতি স্বজন বর্গে পরিবৃত হইয়া রাম কৃষ্ণের সহিত প্রত্যুদ্গমন করিলেন। ৩৭॥

প্রত্যুদ্গমন কালে বেশ্যা পূর্ণকুম্ভ গজেন্দ্র ও শুক্লধান্য তৎকর্ত্তৃক পুরোভাগে প্রেরিত হইল। ৩৮॥

তিনি সাদরে কৃষ্ণাধেনু মধুপর্ক পাদ্য ও রত্নাসনাদি লইয়া বন্ধুবর্গ ও রাম কৃষ্ণের সহিত প্রশান্ত ও বিনীতভাবে সহাস্যবদনে সানন্দে গমন করিতে লাগিলেন। ৩৯। ৪০॥

তৎপরে সেই ব্রজরাজ নন্দ, মহাভাগ অক্রূরকে দর্শন করিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন এবং গোপগণ সেই অক্রূরের চরণে প্রণত হইয়া তদীয় আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হইলেন। ৪১॥

অতঃপর পরস্পরের সম্মিলনে পরস্পরের আনন্দ বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। মহাত্মা অক্রূর পুলকাঞ্চিত কলেবর হইয়া যথাক্রমে রাম

চুচুম্ব গণ্ডযুগলে পুলকাঞ্চিত বিগ্রহঃ।
সাশ্রু নেত্রোতি সাহ্লাদাঃ কৃতার্থঃ সিদ্ধ বাঞ্ছিতঃ। ৪৩ ॥
দদর্শ কৃষ্ণং দ্বিভুজং ক্ষণং শ্যামল সুন্দরং।
পীতবস্ত্র পরীধানং মালতী মাল্য ভূষিতং। ৪৪ ॥
চন্দনোক্ষিত সর্ব্বাঙ্গং পরং বংশীধরং বরং।
স্তুতং ব্রহ্মেশ শেষাদ্যৈ র্ম্মুনীন্দ্রৈঃ সনকাদিভিঃ। ৪৫ ॥
বীক্ষিতং গোপকন্যাভিঃ পরিপূর্ণতমং বিভুং।
ক্ষণং দদর্শ ক্রোড়স্থং সস্মিতঞ্চ চতুর্ভুজং। ৪৬ ॥
লক্ষ্মী সরস্বতী যুক্তং বনমালা বিভূষিতং।
সুনন্দ নন্দ কুমুদৈঃ পার্ষদৈঃ পরিসেবিতং।
সেবিতং সিদ্ধি সংঘৈশ্চ বেদমন্ত্রৈঃ পরাৎপরং। ৪৭ ॥

কৃষ্ণকে ক্রোড়ে ধারণ এবং তাঁহাদিগের গণ্ড যুগলে চুম্বন করিলেন। তখন তাঁহার নয়ন যুগল হইতে আনন্দাশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল এবং তিনি সিদ্ধগণের বাঞ্ছিত ফল প্রাপ্ত হইয়া আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিলেন। ৪২। ৪৩॥

তৎকালে পীতবস্ত্র ধারী মালতীমালা পরিশোভিত দ্বিভুজ মুরলীধর শ্যাম সুন্দর কৃষ্ণ তাঁহার নয়ন পথ বর্ত্তী হওয়াতে তিনি কিয়ৎক্ষণ সেই মোহন মূর্ত্তি দর্শন করিতে লাগিলেন। ৪৪ ॥

তিনি কিয়ৎক্ষণ দেখিতে পাইলেন সেই পরাৎপর পরমাত্মা কৃষ্ণের সর্ব্বাঙ্গ চন্দন চর্চ্চিত ও অধরে বংশী শোভিত হইতেছে এবং ব্রহ্মা বিষ্ণু অনন্তাদি দেবগণ ও সনক সনন্দ প্রভৃতি মুণীন্দ্রগণ তাঁহার স্তব করিতেছেন। ৪৫ ॥

কিয়ৎক্ষণ দেখিলেন সেই পরিপূর্ণতম সর্ব্বপ্রভু সনাতন কৃষ্ণ গোপিকাগণ কর্ত্তৃক নিরীক্ষিত হইতেছেন আবার পরক্ষণেই নয়ন গোচর হইল সেই সর্ব্বব্যাপী হরি চতুর্ভুজ রূপে সহাস্য বদনে তাঁহার ক্রোড়ে অবস্থান করিতেছেন। ৪৬ ॥

আবার দৃষ্ট হইল সেই পরাৎপর হরি লক্ষ্মী সরস্বতী যুক্ত বনমালা

ক্ষণং দদর্শ তং দেবং পঞ্চবক্তুং ত্রিলোচনং।
শুদ্ধ স্ফটিক সঙ্কাশং নাগরাজৈ র্ব্বিরাজিতং। ৪৮॥
দিগম্বরং পরং ব্রহ্ম ভস্মাঙ্গঞ্চ জটাজুটং।
জপমালা করং ধ্যানং নিষ্ঠং শ্রেষ্ঠঞ্চ যোগিনাং। ৪৯॥
ক্ষণং চতুর্ম্মুখং ধ্যান নিষ্ঠং শ্রেষ্ঠং মণীষিণাং।
ক্ষণং ধর্ম্ম স্বরূপঞ্চ শেষ রূপং ক্ষণং ক্ষণং। ৫০॥
ক্ষণং ভাস্কর রূপঞ্চ চন্দ্র রূপং দ্বিজাত্মকং।
ক্ষণং প্রকৃতি রূপঞ্চ তেজোরূপং সনাতনং। ৫১॥
ক্ষণং পরম শোভাঢ্যং কোটি কন্দর্প নিন্দিতং।
কামিনী কমনীয়ঞ্চ কামুকং কাম সংযুতং। ৫২॥
এম্বম্ভূতং শিশুং দৃষ্টা স্থাপয়ামাস বক্ষসঃ।

বিভুষিত ও সুনন্দনন্দ কুমুদ প্রভৃতি পার্ষদগণ কর্ত্তৃক সেবিত হইতেছেন আর সিদ্ধগণ তাঁহার পূজা ও বেদোক্ত মন্ত্রে স্তব করিতেছেন। ৪৭।

পরক্ষণে তিনি দেখিতে পাইলেন যোগিগণাগ্রগণ্য নাগরাজ বিভুষিত শুদ্ধস্ফঠিক সঙ্কাশ দিগম্বর দেবাদিদেব মহাদেব তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত হইয়াছেন, তাঁহার পঞ্চ বদন ও প্রত্যেক বদনে নয়নত্রয় শোভমান আর তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে ভস্ম ও মস্তকে জটাজুট বিদ্যমান রহিয়াছে। দেবদেব এবম্বিধ রূপে করে জপমালা ধারণ করিয়া ধ্যানাবলম্বন করিয়াছেন। ৪৮। ৪৯॥

এই রূপ দর্শনের পর, মনীষিগণের অগ্রগণ্য ধ্যাননিষ্ঠ চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা কখন ধর্ম্ম ও কখন অনন্তদেব তাঁহার দৃষ্টি পথে তিপতিত হইলেন। ৫০॥

তৎপরে কখন ভাস্কর কখন চন্দ্র কখনব্রাহ্মণ কখন প্রকৃতি ও কখন সনাতন তেজোময় মূর্ত্তি তাঁহার পুরোভাগে প্রকাশমান হইল। ৫১।

কখন বা দেখিলেন কোটিকন্দর্প নিন্দিত পরম শোভাঢ্য কামিনীজন কমনীয় কাম সংযুত কামুক পুরুষ তাঁহার নিকট আবির্ভূত হইয়াছেন। ক্ষণে ক্ষণে তিনি এবম্বিধ ভিন্ন ভিন্ন রূপ দর্শন করিতে লাগিলেন। ৫২॥

রত্ন সিংহাসনে রম্যে নন্দ দত্তেচ নারদ । ৫৩ ॥
কৃত্বা প্রদক্ষিণং ভক্ত্যা পুলকাঞ্চিত বিগ্রহঃ ।
প্রণম্য শিরসা ভূমৌ তুষ্টাব পুরুষোত্তমং । ৫৪ ॥

অক্রূর উবাচ ।

নমঃ কারণ রূপায় পরমাত্ম স্বরূপিণে ।
সর্ব্বেষা মপি বিশ্বেষা মীশ্বরায় নমো নমঃ । ৫৫ ॥
পরায় প্রকৃতেরীশ পরাৎপরতরায়চ ।
নির্গুণায় নিরীহায় নীরূপায় স্বরূপিণে । ৫৬ ॥
সর্ব্ব দেব স্বরূপায় সর্ব্বদেবেশ্বরায়চ ।
সর্ব্বদেবাধি দেবায় বিশ্বাদি ভূমি রূপিণে । ৫৭ ॥
অসংখ্যেষু চ বিশ্বেষু ব্রহ্ম বিষ্ণু শিবাদয়ঃ ।
স্বরূপায়াধি বীজায় তদীশ বিশ্ব রূপিণে । ৫৮ ॥

মহাত্মা অক্রূর ক্রোড়স্থ বালক রূপী কৃষ্ণের এই অলৌকিক প্রভাব দর্শনে তাঁহাকে বক্ষঃস্থল হইতে নন্দ প্রদত্ত আসনে সংস্থাপন করিলেন । ৫৩ ॥

তৎপরে তিনি পুলকাঞ্চিত কলেবর হইয়া ভক্তিযোগে সেই পুরুষোত্তম কৃষ্ণকে প্রদক্ষিণ ও সাষ্টাঙ্গে প্রণাম পূর্ব্বক এইরূপে তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন প্রভো ! তুমি পরমাত্মা ও ব্রহ্মাণ্ডের কারণ রূপী ও সমস্ত বিশ্বের অধীশ্বর, আমি বারংবার তোমাকে প্রণাম করি । ৫৪ । ৫৫ ।

ভগবন্ ! তুমি পরাৎপরতর প্রকৃতির স্রষ্টা নিগুর্ণ নিরীহ নিরাকার পরব্রহ্ম । কেবল স্বেচ্ছাক্রমে তুমি মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছ । ৫৬ ॥

তুমি সর্ব্বদেব স্বরূপ সর্ব্বদেবের ঈশ্বর, সর্ব্বদেবের অধিপতি ও বিশ্বাদি ভূমিরূপী বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছ । ৫৭ ।

প্রভো ! তুমিই সমস্ত বিশ্বে ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শিব রূপে প্রকাশমান রহিয়াছ, এবং তুমি নিখিল বিশ্বের অধিবীজ স্বরূপ, এই জন্য তোমাকে বিশ্বরূপী বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায় । ৫৮ ॥

নমো গোপাঙ্গনেশায় গণেশেশ্বর রূপিণে।
নমঃ সুরগণেশায় রাধেশায় নমো নমঃ। ৫৯ ॥
রাধা রমণ রূপায় রাধা রূপ ধরায়চ।
রাধা রাধ্যায় রাধায়াঃ প্রাণাধিক পরায়চ। ৬০ ॥
রাধা রাধায় রাধাদি দেব প্রিয়তমায়চ।
রাধা প্রাণাধিদেবায় বিশ্ব রূপায় তে নমঃ। ৬১ ॥
বেদ স্তুতায় বেদাঙ্গ রূপিণে বেদি রূপিণে।
বেদাধিষ্ঠাতৃ দেবায় বেদ বীজায় তে নমঃ। ৬২ ॥
যস্য লোমসু বিশ্বানি চাসংখ্যানি চ নিত্যশঃ।
মহদ্বিষ্ণোরীশ্বরায় বিশ্বেশায় নমো নমঃ। ৬৩ ॥
স্বয়ং প্রকৃতি রূপায় প্রাকৃতায় নমো নমঃ।
প্রকৃতীশ্বর রূপায় প্রধান পুরুষায়চ। ৬৪ ॥

তুমি গোপাঙ্গনাগণের পতি, গণেশেশ্বররূপী, সুরগণের ঈশ্বর ও রাধিকার প্রাণকান্ত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাক। অতএব আমি তোমার চরণে বারংবার প্রণিপাত করি। ৫৯ ॥

হরে! তুমি রাধারমণ রূপী, রাধারূপ ধর রাধার আরাধ্য ধন রাধার প্রাণাধিক প্রিয়' রাধার প্রিয়তম প্রাণাধিদেব বিশ্বরূপ পরম পুরুষ, রাধিকাও তোমার আরাধ্যা অতএব তোমাকে নমস্কার। ৬০। ৬১ ॥

প্রভো! তুমি বেদ, বেদাঙ্গ, বেদাধিষ্ঠাতা দেব, বেদবেত্তা ও তৎ-সমুদায়ের বীজভূত। বেদ সমুদায়ে তোমার স্তুতি বর্ণিত রহিয়াছে। অতএব তোমার চরণে আমার নমস্কার। ৬২ ॥

হে বিভো! যে মহাবিষ্ণুর লোমকূপ সমুদায়ে নিত্য নিখিল বিশ্ব স্থিতি করিতেছে, তুমি তাঁহার ঈশ্বর, সুতরাং তুমি সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের কর্ত্তা। আমি বারংবার তোমাকে প্রণাম করি। ৬৩ ॥

ভগবন্! তুমি স্বয়ং প্রকৃতি প্রকৃতির ঈশ্বর প্রাকৃত বস্তু ও প্রধান পুরুষ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছ, আমি তোমাকে বারংবার নমস্কার করি। ৬৪ ॥

ইত্যেবং স্তবনং কৃত্বা মূর্চ্ছামাপ সভাতলে।
পপাত সহসা ভূমৌ পুনরীশং দদর্শ সঃ। ৬৫॥
বহিঃস্থং হৃদয়স্থঞ্চ পরমাত্মানমীশ্বরং।
পরিতঃ শ্যাম রূপঞ্চ বিশ্বস্থং বিশ্ব মেবচ। ৬৬॥
অক্রূরং মুর্চ্ছিতং দৃষ্ট্বা নন্দঃ সাদর পূর্ব্বকং।
রত্ন সিংহাসনে রম্যে বাসয়ামাস নারদ। ৬৭॥
পপ্রচ্ছ সর্ব্ব বৃত্তান্তং কিঞ্চিদ্দৃষ্ট মিতি ত্বয়া।
মিষ্টান্নং ভোজয়ামাস কুশলঞ্চ পুনঃ পুনঃ। ৬৮॥
অক্রূরঃ কথয়ামাস কংস বৃত্তান্ত মীপ্সিতং।
স্বপিত্রো র্ম্মোক্ষণার্থঞ্চ গমনং রাম কৃষ্ণয়োঃ। ৬৯॥
ইত্যক্রূর কৃতং স্তোত্রং যঃ পঠেৎ সুসমাহিতঃ।

পরম ভক্ত মহাত্মা অক্রূর হরির এইরূপ স্তব করিয়া সহসা ভগবৎ প্রেমে ভুতলে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। পরক্ষণে আবার সেই পরমেশ কৃষ্ণের মোহনমূর্ত্তি তাঁহার নয়নগোচর হইল। ৬৫॥

তখন তিনি দেখিলেন সেই সর্ব্বব্যাপী পরাৎপর পরমেশ্বর কৃষ্ণ এক কালে তাঁহার হৃদয়ে বহির্ভাগে ও চতুর্দ্দিকে বিরাজমান, এমন কি, সেই শ্যাম রূপে সমস্ত বিশ্ব ব্যাপিয়া রহিয়াছে। ৬৬॥

ঐ সময়ে ব্রজরাজ নন্দ, মহাত্মা অক্রূরকে মূর্চ্ছিত দেখিয়া পরম সমাদরে তাঁহাকে রত্ন সিংহাসনে উপবেশন করাইলেন। ৬৭॥

পরে তিনি সেই অক্রূরকে বলিলেন আপনিকি কিছু আশ্চর্য্য দর্শন করিয়াছেন? ইহা কহিয়া বার বার সমস্ত কুশল বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা পূর্ব্বক তাঁহাকে কিঞ্চিৎ মিষ্টান্ন ভোজন করাইলেন। ৬৮॥

তখন অক্রূর কংসের আদেশানুসারে যে রাম কৃষ্ণকে লইয়া যাইতে আসিয়াছেন এবং তাঁহারাও যে স্বীয় পিতা মাতা বসুদেব দেবকীর মুক্তির জন্য মধুপুরী গমন করিবেন তৎসমুদায় বৃত্তান্ত তাঁহার নিকট বর্ণন করিলেন। ৬৯॥

অপুত্রো লভতে পুত্র মভার্য্যো লভতে প্রিয়াং। ৭০ ॥
অধনো ধন মাপ্নোতি নিভূমি রতুলাং মহীং।
হত প্রজঃ প্রজাং লেভে প্রতিষ্ঠাঞ্চ প্রতিষ্ঠিতাঃ।
যশঃ প্রাপ্নোতি বিপুল মযশস্বীচ লীলয়া। ৭১ ॥
ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে অক্রূর স্তোত্রং।
অথ সুষ্বাপ গন্তুং সঃ পরং প্রহৃষ্ট মানসঃ।
রম্যে চম্পক তল্পেচ কৃষ্ণং কৃত্বা স্ববক্ষসি। ৭২ ॥
প্রাতরুত্থায় সহসা কৃত্বাহ্নিক মনুত্তমং।
স্বরথে স্থাপয়ামাস রাম কৃষ্ণং জগৎপতিং। ৭৩ ॥
গব্যং পঞ্চ প্রকারঞ্চ নানা দ্রব্যং সুদুর্ল্লভং।
বৃকভানঞ্চ নন্দঞ্চ সুনন্দং চন্দ্রভানকং। ৭৪ ॥
নানা প্রকার বাদ্যঞ্চ মৃদঙ্গ মুরুজাদিকং।
পটহং পণবঞ্চৈব ঢক্কাং দুন্দভি মৈনকং। ৭৫ ॥

যে ব্যক্তি সুসমাহিত হইয়া এই অক্রূর কৃত স্তোত্র পাঠ করে তাহার সমস্ত বাঞ্ছা পূর্ণ হয়, এই স্তোত্র পাঠে অপুত্রকের পুত্র ভার্য্যাহীনের প্রিয়া ভার্য্যা, নির্দ্ধনের ধন ভুমি শূন্য ব্যক্তির অতুল ভুমি প্রজাহীনের প্রজা, অপ্রতিষ্ঠিত জনের প্রতিষ্ঠা ও অয়শস্বী ব্যক্তির অবলীলাক্রমে যশোলাভ হইয়া থাকে। ৭০। ৭১ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে অক্রূর স্তোত্র সম্পূর্ণ।

হে নারদ! অতঃপর মহাত্মা অক্রূর পরম প্রীত হইয়া কৃষ্ণকে বক্ষঃস্থলে ধারণ পূর্ব্বক সুরম্য চম্পক শয্যায় শয়ন করিলেন। ৭২ ॥

পরে রজনী প্রভাত হইলে তিনি গাত্রোত্থান পূর্ব্বক আহ্নিক ক্রিয়া সমাধান করিয়া জগৎপতি রাম কৃষ্ণকে স্বীয় রথে সংস্থাপন করিলেন। পঞ্চগব্য ও নানা সুদুর্লভ বস্তু রথোপরি সংস্থাপিত হইল, আর নন্দ সুনন্দ বৃকভান ও চন্দ্রভানও রথারূঢ় হইলেন। ৭৩। ৭৪ ॥

ঐ সময়ে পরমানন্দিত ব্রজরাজ নন্দের আজ্ঞানুসারে মৃদঙ্গ মুরজ

সজ্জাং সল্লহনীং কাংশ্যং পট মর্দ্দন মণ্ডবীং।
বাদয়ামাস সানন্দং নন্দ গোপো ব্রজেশ্বরঃ। ৭৬॥
শ্রুত্বা বাদ্যঞ্চ গোপশ্চ গমনং রাম কৃষ্ণয়োঃ।
দৃষ্ট্বা কৃষ্ণং রথস্থঞ্চ আযযুঃ কোপ পীড়িতাঃ। ৭৭॥
কৃষ্ণেণ বারিতা সর্ব্বাঃ প্রেরিতা রাধয়া দ্বিজ।
বভঞ্জু রীশ্বর রথং পদাঘাতেন লীলয়া। ৭৮॥
তত্র সর্ব্বেষু গোপেষু হাহাকার কৃতেষু চ।
প্রযযু র্ব্বলবত্যশ্চ কৃষ্ণং কৃত্বা স্ববক্ষসি। ৭৯॥
কাচিৎ ক্রূরংতমক্রূরং ভর্ৎসয়ামাস কোপতঃ।
কাচিদ্বদ্ধাচ বস্ত্রেণ চাক্রূরং প্রযযু স্তুতঃ। ৮০॥
কাচিত্তং তাড়য়ামাস কঙ্কণেন করেণচ।
তদ্বস্ত্রং হারয়ামাস কৃত্বা বিবসনং মুনে। ৮১॥

পটহ পনব ঢক্কা দুন্দুভি মৈনক সজ্জা সল্লহনী কাংশ্য পটমর্দ্দন ও মণ্ডবী প্রভৃতি নানা প্রকার বাদ্য বাদিত হইতে লাগিল। ৭৫। ৭৬॥

গোপাঙ্গনাগণ সেই বাদিত্রনিঃস্বন শ্রবণে রাধিকা কর্ত্তৃক প্রেরিতা হইয়া দূর হইতে দেখিলেন শ্রীকৃষ্ণ অক্রূরের রথে অবস্থান করিতেছেন। এই ব্যাপার দর্শনে তাঁহারা কৃষ্ণ কর্ত্তৃক নিবারিতা হইয়াও ক্রোধমূচ্ছির্তা হইয়া রথ সমীপে আগমন পূর্ব্বক অবলীলাক্রমে পদাঘাতে সেই রথ ভগ্ন করিলেন। ৭৭। ৭৮॥

তৎকালে গোপগণ সকলে হাহাকার করিতে আরম্ভ করিল ইত্যবসরে বলবতী গোপিকাগণ শ্রীকৃষ্ণকে বক্ষঃস্থলে ধারণ করিয়া প্রস্থান করিলেন। ৭৯॥

ঐ সময়ে কোন গোপিকা সক্রোধে সেই অক্রূরকে অতি ক্রূর বলিয়া ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন এবং কেহ বা তাঁহাকে বস্ত্র দ্বারা বদ্ধ করিয়া গমন করিতে লাগিলেন। ৮০॥

কোন গোপিকা কঙ্কণ ও কর দ্বারা সেই অক্রূরকে তাড়ন করিতে

ক্ষত বিক্ষত সর্ব্বাঙ্গং দৃষ্ট্বা ক্রূরঞ্চ মাধবঃ।
জগাম রাধা মূলঞ্চ বোধয়ামাস তাং পুনঃ। ৮২ ॥
আধ্যাত্মিকেন নীতেন বিনয়েনচ সাদরং।
অক্রূরং মোক্ষয়ামাস বোধয়ামাস তাং বিভুঃ। ৮৩ ॥
আকাশাৎ পতিতং দিব্যমিন্দ্র প্রস্থাপিতং রথং।
বিচিত্র বস্ত্র সংযুক্তং দদর্শ পুরতো বিভুঃ। ৮৪ ॥
খচিতং মণি রাজেন রচিতং বিশ্বকর্ম্মণা।
তং দৃষ্ট্বা মাতৃ ভবন মাজগাম জগৎপতিঃ। ৮৫ ॥
ভুক্ত্বা পিত্বা সুখং সুপ্তা গমনেচ সবান্ধবঃ।
তস্থৌ মুনীন্দ্র দেবেন্দ্র ব্রহ্মেশ শেষ বন্দিতঃ। ৮৬ ॥
সুসুপু র্গোপিকাঃ সর্ব্বাঃ পরং প্রহৃষ্ট মানসাঃ।
পুষ্পতল্পোপতি রম্যেচ রাধয়া সহ নারদ। ৮৭ ॥

আরম্ভ করিলেন এবং কেহ বা তাঁহার বস্ত্র হরণ পূর্ব্বক তাঁহাকে বিবসন করিলেন। ৮১ ॥

তখন মাধব ভক্ত অক্রূরকে ক্ষত বিক্ষতাঙ্গ দেখিয়া পুনর্ব্বার রাধিকার নিকট গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে প্রবোধ প্রদান করিতে আরম্ভ করিলেন।৮২॥

পরমাত্মা হরি আধ্যাত্মিক নীতিযোগে সাদরে ও সবিনয়ে প্রাণাধিকা রাধিকাকে সান্ত্বনা করিয়া অক্রূরকে মুক্ত করিলেন। ৮৩॥

তৎকালে বিচিত্র বস্ত্র মণ্ডিত মণিরাজ খচিত বিশ্বকর্ম্মা কর্ত্তৃক বিনির্ম্মিত দিব্য রথ দেবরাজ কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া গগনমার্গ হইতে শ্রীকৃষ্ণের সমক্ষে উপনীত হইল তদ্দর্শনে জগৎপতি কৃষ্ণ সবান্ধবে মাতৃ ভবনে গমন করিয়া তথায় পান ভোজন সমাপন পূর্ব্বক মধুপুরী গমন করিবেন বলিয়া সুখে শয়ন করিলে ব্রহ্মা মহেশ্বর অনন্ত দেবেন্দ্র ও মুনীন্দ্রগণ তাঁহার চরণ বন্দন করিলেন। ৮৪। ৮৫। ৮৬॥

ঐ সময়ে গোপিকাগণ সকলে রাধিকার সহিত প্রীত মনে মনোহর পুষ্প শয্যায় শয়ন করিয়া নিদ্রাসুখ অনুভব করিতে লাগিলেন। ৮৭॥

সর্ব্বে সানন্দযুক্তাশ্চ জনা গোকুল বাসিনঃ।
কেচিদ্গোপাশ্চ ননৃতুঃ কেচিৎ সঙ্গীত তৎপরাঃ। ৮৮॥
ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ সম্বাদে শ্রীকৃষ্ণ জন্মখণ্ডে গোপী বিষয়ো নাম সপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

তখন গোকুলবাসী সমস্ত গোপগণ আনন্দ যুক্ত, তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ নৃত্য ও কেহ কেহ গান করিতে লাগিলেন। ৮৮॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ সম্বাদে শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে গোপী বিষয় নাম সপ্ততিতম অধ্যায় সংপূর্ণ।

এক সপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

নারায়ণ উবাচ।

রাধিকায়াঞ্চ সুপ্তায়াং সুপ্তাসু গোপিকাসুচ।
পুষ্প চন্দন তল্পেচ বায়ুনা সুরভী কৃতে। ১॥
তৃতীয় প্রহরেঽতীতে নিশায়াশ্চ শুভক্ষণে।
শুভ চন্দ্রর্ক্ষ যোগে চামৃতযোগ সমন্বিতে। ২॥
সৌম্য স্বামি যুতে লগ্নে সৌর গ্রহ বিলোকনে।
পাপ গ্রহ সমাসক্ত দৃষ্ট দোষ বিবর্জ্জিতে। ৩॥
যশোদাং বোধয়ামাস কারয়ামাস মঙ্গলং।
বন্ধূনাং বাসয়ামাস সমুৎথায় হরিঃ স্বয়ং। ৪॥
বাদ্যং নিষেধয়ামাস রাধিকা ভয় ভীতবৎ।
স্বতন্ত্রো বিশ্বকর্ত্তাচ পাতা ভর্ত্তা স্বতন্ত্রবৎ। ৫॥
প্রক্ষাল্য পাদ যুগলং ধৃত্বা ধৌতেচ বাসসী।
উবাস সংস্কৃতে স্থানে বিলিপ্তে চন্দনাদিনা। ৬॥

নারায়ণ ঋষি কহিলেন দেবর্ষে! এদিকে রাধিকা ও গোপিকাগণ সমীরণ সুরভী কৃত পুষ্প চন্দন চর্চ্চিত শয্যায় নিদ্রিতা রহিলেন। ক্রমে রজনী তৃতীয় প্রহর অতীত হইলে শুভ চন্দ্র ও শুভ নক্ষত্রের যোগে অমৃত যোগের সঞ্চার হওয়াতে অতি শুভ লগ্ন উপস্থিত হইল। সেই লগ্নের অধিপতি প্রশান্ত এবং তাহা সৌর গ্রহের দৃষ্টি সম্পন্ন ও পাপ গ্রহের দৃষ্ট দোষ বিবর্জ্জিত। ভগবান্ হরি স্বয়ং সেই শুভ লগ্নে গাত্রোত্থান করিয়া যশোদাকে প্রবোধ প্রদান পূর্ব্বক মঙ্গলাচরণ করাইয়া বন্ধুবর্গকে যথা স্থানে উপবেশন করাইলেন। ১। ২। ৩। ৪॥

সেই বিশ্বকর্ত্তা বিশ্বপাতা বিশ্ব পালক কৃষ্ণ নিখিল বিশ্ব হইতে পৃথগ্ভূত হইয়াও তৎকালে অস্বতন্ত্র রূপে অবস্থিত। তিনি রাধিকার ভয়ে ভীত হইয়া বাদকগণকে বাদ্য বাদন করিতে নিষেধ করিলেন। ৫॥

ফল পল্লব সংযুক্তং সংস্কৃতং চন্দনাদিভিঃ।
বামে কৃত্বা পূর্ণকুম্ভং বহ্নিং বিপ্রং স্বদক্ষিণে।
পতি পুত্রবতীং দীপং দর্পণং পুরত স্তথা। ৭॥
দূর্ব্বা কাণ্ডঞ্চ সুস্নিগ্ধং পুষ্পং ধান্যং সিতং শুভং।
গুরুদত্তং গৃহীত্বাচ প্রদদৌ মস্তকোপরি। ৮॥
ঘৃতং দদর্শ মাধ্বীকং রজতং কাঞ্চনং দধি।
চন্দনং লেপনং কৃত্বা পুষ্পমালাং গলে দদৌ। ৯॥
গুরুবর্গং ব্রাহ্মণঞ্চ বন্দয়ামাস ভক্তিতঃ।
শঙ্খধ্বনিং বেদপাঠং সঙ্গীত মঙ্গলাষ্টকং। ১০॥
বিপ্রাশীর্ব্বচনং রম্যং শুশ্রাব পরমাদরং। ১১॥
ধ্যাত্বা মঙ্গল রূপঞ্চ সর্ব্বত্র মঙ্গলপ্রদং।
চিক্ষেপ দক্ষিণ পদং সুন্দরং স্বাত্ম বিগ্রহং। ১২॥

পরে তিনি পাদ দ্বয় প্রক্ষালন ও ধৌত বস্ত্র পরিধান করিয়া চন্দনাদি বিলিপ্ত সংস্কৃত স্থানে সমাসীন হইলেন। ৬॥

তাঁহার বাম ভাগে ফল পল্লব যুক্ত চন্দনাদি সংস্কৃত পূর্ণ কুম্ভ, দক্ষিণ ভাগে অগ্নি ও বিপ্র এবং পুরোভাগে পতিপুত্রবতী নারী দীপ ও দর্পণ সংস্থাপিত হইল। ৭।

তখন তিনি গুরুপ্রদত্ত মঙ্গলজনক সুস্নিগ্ধ দূর্ব্বাকাণ্ড পুষ্প ও শুক্ল ধান্য মস্তকোপরি প্রদান করিলেন। ৮॥

তৎপরে তিনি ঘৃত মাধ্বীক রজত কাঞ্চন ও দধি দর্শন, গাত্রে চন্দন বিলেপন এবং গলদেশে পুষ্পমাল্য ধারণ করিলেন। ৯॥

পরে তিনি ভক্তিযোগে গুরুবর্গ ও ব্রাহ্মণের চরণ বন্দন করিয়া পরমাদরে শঙ্খধ্বনি বেদপাঠ সঙ্গীত মঙ্গলাষ্টক এবং বিপ্রগণের আশীর্ব্বচন শ্রবণ করিতে লাগিলেন। ১০। ১১॥

অতঃপর তিনি সর্ব্বত্র মঙ্গলপ্রদ মঙ্গল রূপ ধ্যান করিয়া সুন্দর দক্ষিণ পদ ক্ষেপণ করিলেন। ১২॥

বিধৃত্য নাসিকা বাম ভাগং মধ্যম যা বিভুঃ।
বিসৃজ্য বায়ু মিষ্টঞ্চ নাসা দক্ষিণ রন্ধ্রতঃ। ১৩ ॥
ততো যযৌ নন্দ নন্দো নন্দস্য প্রাঙ্গনং বরং।
সানন্দঃ পরমানন্দো নিত্যানন্দঃ সনাতনঃ। ১৪ ॥
নিত্যোঽনিত্যো নিত্য বীজ স্বরূপো নিত্য বিগ্রহঃ।
নিত্যাঙ্গ ভূতো নিত্যেশো নিত্য কৃত্য বিশারদঃ। ১৫ ॥
নিত্য নূতন রূপশ্চ নিত্য নূতন যৌবনঃ।
নিত্য নূতন বেশশ্চ বয়সা নিত্য নূতনঃ। ১৬ ॥
নিত্য নূতন সম্ভাষো যৎপ্রেম নিত্য নূতনঃ।
নিত্য নূতন সংপ্রাপ্তিঃ সৌভাগ্যং নিত্য নূতনং। ১৭ ॥
সুধা রস পরং মিষ্টং যদ্বাক্যং নিত্য নূতনং।
নিত্য নূতন ভক্তশ্চ যৎপদং নিত্য নূতনং। ১৮ ॥

এই রূপে যাত্রাকালে সেই ভগবান্ হরি মধ্যমাঙ্গুলি দ্বারা নাসিকার বাম ভাগ ধারণ করিয়া দক্ষিণ নাসারন্ধ্র হইতে ইষ্টবায়ু নিঃসারণ করিলেন। ১৩ ॥

তৎপরে সেই পরমানন্দ রূপী নিত্যানন্দ নন্দনন্দন সনাতন কৃষ্ণ সানন্দে নন্দের প্রাঙ্গনে উপনীত হইলেন। ১৪ ॥

সেই ভগবান হরি নিত্য অথচ অনিত্যবস্তুস্বরূপ, নিত্যবীজরূপী নিত্য বিগ্রহ, নিত্যাঙ্গভূত নিত্যেশ্বর ও নিত্য কৃত্য বিশারদ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছেন। ১৫ ॥

নিত্য তাঁহার নূতন রূপ নূতন যৌবন নূতনবেশ নূতন বয়স নূতন আলাপ নূতন প্রেম, নূতন প্রাপ্তি এবং নূতন সৌভাগ্যের আবির্ভাব হয়। ১৬। ১৭ ॥

তাঁহার বাক্য নিত্য নূতন, এমন কি সুধারস অপেক্ষাও সুমিষ্ট, তাঁহার পদ নিত্য নূতন সুতরাং তিনি নিত্যই নূতন নূতন ভক্তের সহিত মিলিত হইয়া থাকেন। ১৮ ॥

স্থায়ং স্থায়ং প্রাঙ্গনেঽস্মিন্ মায়েশো মায়য়া যুতঃ।
অতীব রম্যে সুস্নিগ্ধে বভূব গমনোন্মুখঃ। ১৯ ॥
রম্ভাস্তম্ভ সমূহৈশ্চ রসাল পল্লবান্বিতৈঃ।
পট্ট সূত্র নিবদ্ধৈশ্চ সুন্দরৈশ্চ সমন্বিতে। ২০ ॥
পদ্মরাগেণ খচিতে রচিতে বিশ্বকর্ম্মণা।
কস্তূরী কুঙ্কুমাক্তৈশ্চ চন্দনৈশ্চ সুসংস্কৃতে। ২১ ॥
তত্র তস্থৌ ক্ষণং কৃষ্ণঃ সহাক্রূরঃ সবান্ধবঃ।
যশোদয়া সমাশ্লিষ্টো বাম পার্শ্বেণ মায়য়া। ২২ ॥
নন্দ সানন্দ যুক্তেন শ্লিষ্টো দক্ষিণ পার্শ্বতঃ।
সম্ভাষিতো বান্ধবৈশ্চ পিত্রা মাত্রাচ চুম্বিতঃ। ২৩ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ সম্বাদে শ্রীকৃষ্ণ জন্মখণ্ডে যাত্রা মঙ্গলং নাম এক সপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

সেই মায়ার স্রষ্টা হরি, মায়াসমন্বিত হইয়া নন্দের অতীব রমণীয় সুস্নিগ্ধ প্রাঙ্গনে বারংবার অবস্থান করিয়া গমনোন্মুখ হইলেন। ১৯ ॥

তৎপরে তিনি বিশ্বকর্ম্মা কর্ত্তৃক বিনির্ম্মিত পট্টসূত্র নিবদ্ধ রসাল পল্লবান্বিত রম্ভাস্তম্ভ বিরাজিত অতীব সুন্দর পুরদ্বারে উপনীত হইলেন ঐ পুরদ্বার পদ্মরাগ মণি খচিত কস্তূরি কুঙ্কুমাক্ত ও চন্দনে সুসংস্কৃত হওয়াতে অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিতেছে। পরমাত্মা কৃষ্ণ অক্রূর ও বন্ধুবর্গের সহিত কিয়ৎক্ষণ তথায় অবস্থান করিলেন। তখন পরম স্নেহময়ী যশোদা তাঁহার বামপার্শ্বে অবস্থিতা হইয়া মায়াবশে তাঁহাকে ক্রোড়ে ধারণ ও মুখ চুম্বন করিলেন এবং ব্রজরাজ নন্দও দক্ষিণ পার্শ্বে অবস্থান পূর্ব্বক সানন্দে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। পরে নন্দ যশোদা পুনরায় তাঁহার বদন কমল চুম্বন করিলে তিনি তথায় বন্ধুবর্গ কর্ত্তৃক সম্ভাষিত হইলেন। ২০। ২১। ২২। ২৩ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ সম্বাদে শ্রীকৃষ্ণ জন্মখণ্ডে যাত্রা মঙ্গল নাম এক সপ্ততিতম অধ্যায় সম্পূর্ণ।

দ্বিসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

নারায়ণ উবাচ।

অথ কৃষ্ণো গুরুং নত্বা নির্গম্য শিবিকামুনে।
আরুহ্য স্বর্গ যানঞ্চ শুভাং মধুপুরীং যযৌ। ১॥
বিবেশ মথুরাং রম্যাং সহাক্রূরগণৈঃ সমং।
নির্জ্জিত্য শক্র নগরীং শোভা যুক্তাং মনোহরাং। ২॥
রত্ন শ্রেষ্ঠেন খচিতাং রচিতাং বিশ্বকর্ম্মণা।
অমূল্য রত্ন কলসৈ রাজিতৈশ্চ বিরাজিতাং। ৩॥
রাজমার্গ শতৈ র্ব্বেষ্টৈ র্ব্বেষ্টিতাং রুচিরৈর্ব্বরৈঃ।
চন্দ্রাকারৈ শ্চন্দ্রসারৈ র্ম্মণিভিঃ পরি সংস্কৃতৈঃ। ৪॥
বিচিত্রৈ র্ম্মণি সারৈশ্চ বীথী শত বিনির্ম্মিতৈঃ।
শোভিতাং বণিজাং শ্রেষ্ঠৈঃ পুণ্যবস্তু সমন্বিতৈঃ। ৫॥

নারায়ণ ঋষি কহিলেন দেবর্ষে! অতঃপর সেই শ্যামসুন্দর শিবিকা হইতে অবরূঢ় হইয়া গুরুজনগণকে প্রণাম পূর্ব্বক ইন্দ্রপ্রেরিত দিব্য বিমানারোহণে শুভ মধুপুরী যাত্রা করিলেন। ১॥

তৎপরে তিনি অক্রূর ও গোপাল বৃন্দের সহিত অমরাবতী বিনিন্দিত অতুল শোভাময় রমণীয় মথুরাপুরী উপনীত হইলেন। ২॥

তখন সেই বিশ্বকর্ম্মা কর্ত্তৃক বিরচিত অমূল্য রত্ন কলস বিরাজিত শ্রেষ্ঠ মণি রত্নে খচিত মধুপুরীর অপূর্ব্ব শোভা তাঁহার নয়নগোচর হইতে লাগিল। ৩॥

তৎকালে তিনি দেখিলেন সেই মথুরা নগরী অতি মনোহর শত শত রাজমার্গে বেষ্টিত রহিয়াছে এবং স্থানে স্থানে পরিসংস্কৃত চন্দ্রাকার চন্দ্রসার মণি ও বিচিত্র শত শত মণিসার শ্রেণী সুশোভিত হইতেছে আর স্থানে স্থানে শ্রেষ্ঠ বণিকগণ বিবিধ পণ্য দ্রব্য সজ্জিত করিয়া রাখিয়াছে। ৪। ৫॥

সরোবর সহস্রৈশ্চ পরিতঃ পরিশোভিতাং।
শুদ্ধ স্ফটিক সঙ্কাশৈঃ পদ্মরাগ বিরাজিতৈঃ। ৬ ॥
রত্নালঙ্কার ভূষাঢ্যৈঃ শোভিতাং পদ্মিনীগণৈঃ।
স্থির যৌবন সংযুক্তৈ র্নিমেষ রহিতৈঃ পরৈঃ। ৭ ॥
সাক্ষতৈ রূর্দ্ধ বদনৈঃ কৃষ্ণ দর্শন লালসৈঃ।
ভ্রূভঙ্গ লীলা লোলৈশ্চ শশ্বচ্চঞ্চল লোচনৈঃ। ৮ ॥
শশ্বৎ কাম সমা যুক্তৈঃ পীন শ্রোণি পয়োধরৈঃ।
কোমলাঙ্গৈ র্মধ্য ক্লশৈ রতি বাস বিশারদৈঃ। ৯ ॥
রত্ন নির্ম্মাণ যানানাং কোটিভিঃ পরিশোভিতাং।
ভূষণৈ র্ভূষিতাভিশ্চ চিত্রিতাভিশ্চ চিত্রকৈঃ। ১০ ॥
নানা প্রকার শ্রীযুক্তাং পুষ্পোদ্যান ত্রিকোটিভিঃ।
নানা পুষ্পৈঃ পুষ্পিতাভি র্যুক্তাভি র্মধুসূদনৈঃ। ১১ ॥
মাধুর্য্য মধু সংসক্তৈ র্মধুলুব্ধৈ র্মদান্বিতৈঃ।
মাধ্বীক মদমত্তৈশ্চ যুক্তৈ র্মধুকরীচযৈঃ। ১২ ॥

সেই নগরীর চতুর্দ্দিকে শুদ্ধ স্ফটিক সঙ্কাশ পদ্মরাগ মণিতে পরিশোভিত সহস্র সরোবর শোভা পাইতেছে। ৬ ॥

নানালঙ্কার বিভূষিতা স্থিরযৌবন সম্পন্না পরম রূপবতী পদ্মিনী রমণীগণ কৃষ্ণরূপ দর্শন লালসায় মাঙ্গলিক অক্ষত গ্রহণ করিয়া ঊর্দ্ধ বদনে নির্নিমেষ লোচনে অবস্থান করিতেছেন, তৎকালে তাঁহাদিগের ভ্রূভঙ্গলীলায় অপূর্ব্ব নয়ন চাঞ্চল্য বিকশিত হইতেছে। ৭। ৮ ॥

সেই কমলাঙ্গী ক্ষীণ মধ্যা সুরসিকা ও নিরন্তর কাম যুক্তা কামিনীগন পীন শ্রোণী ও পয়োধর ধারণ করিতেছেন। ৯ ॥

কোন স্থানে বিচিত্র চিত্র ও বিবিধ ভুষণে বিভুষিত কোটি রত্ন নির্ম্মিত যান সুশোভিত হইতেছে। ১০ ॥

সেই নগরীতে বিবিধ বিকশিত কুসুমে পরিশোভিত ত্রিকোটি পুষ্পোদ্যান বিদ্যমান আছে এবং তথায় মাধুর্য্য মধুসংসক্তমাধ্বীক মদমত্ত মধু লুব্ধ

নানা প্রকার দুর্গৈশ্চ দুর্গম্যাং বৈরিণাং বরৈঃ।
রক্ষিতং রক্ষকৈঃ শশ্বৎ রক্ষকানাং বিশারদৈঃ। ১৩॥
ত্রিকোট্যট্টালিকাভিশ্চ সংসক্তাং সুমনোহরাং।
রচিতাভিশ্চ সদ্রত্নৈর্ব্বিচিত্রৈর্ব্বিশ্বকর্ম্মণা। ১৪॥
এবম্ভূতাঞ্চ মথুরাং দৃষ্ট্বা কমল লোচনঃ।
দদর্শ পথি কুব্জাং তাং বৃদ্ধা মতি জরাতুরাং। ১৫॥
যান্তীং দণ্ড সহায়েনৈবাতি নম্রাং চলদ্বলিং।
কাংক্ষিতাং বিকৃতাকারাং বিভ্রতীং চন্দনদ্রবং। ১৬॥
কস্তূরী কুঙ্কুমাক্তঞ্চ স্বর্ণপাত্রেণ নারদ।
সুগন্ধি মকরন্দেন গন্ধাঢ্যং সুমনোহরং। ১৭॥
সা দৃষ্ট্বা সস্মিতা বৃদ্ধা শ্রীকান্তং শান্তমীশ্বরং।
শ্রীযুতং শ্রীনিবাসন্তং শ্রীবীজং শ্রীনিকেতনং। ১৮॥

মধুকর ও মধুকরীগণ মধুপান করত পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে বিচরণ করিতেছে। ১১। ১২॥

তথায় প্রবল বৈরিগণেরও দুর্গম বিবিধ দুর্গ সংস্থাপিত আছে। অসংখ্য সুদক্ষ রক্ষক নিরন্তর সেই দুর্গ রক্ষা করিতেছে। ১৩॥

আর বিশ্বকর্ম্মা কর্ত্তৃক উৎকৃষ্ট রত্নে বিরচিত অতি মনোহর ত্রিকোটি অট্টালিকা তথায় বিদ্যমান থাকাতে সেই নগরীর অপূর্ব্ব শোভা প্রকাশমান হইতেছে। ১৪॥

কমললোচন কৃষ্ণ মথুরার এই রূপ শোভা দর্শন পূর্ব্বক গমন করিতে করিতে পথিমধ্যে অতি জরাতুরা বৃদ্ধা কুব্জাকে দর্শন করিলেন। ১৫॥

দৃষ্ট হইল সেই বিকৃতাকারা কুব্জা অতি নত হইয়া দণ্ড সহায়ে গমন করাতে তাহার গাত্রের চলিত মাংস লোল হইয়া পড়িতেছে। ১৬॥

এই ভাবে সেই কুব্জা সুগন্ধি মকরন্দ গন্ধ যুক্ত কস্তূরী কুঙ্কুমান্বিত স্বর্ণ পাত্রস্থ গন্ধ দ্রব্য স্বীয় করে ধারণ পূর্ব্বক গমন করিতেছে। ১৭॥

সেই বৃদ্ধা কুব্জা গমন কালে সহসা শ্রীনিকেতন শ্রীবীজ শ্রীনিবাস

প্রণম্য সহসা মূর্দ্ধ্না ভক্তি নম্রা পুটাঞ্জলিঃ।
প্রদদৌ চন্দনন্তস্য গাত্রে শ্যামল সুন্দরে। ১৯॥
গাত্রেষু তদ্গণানাঞ্চ স্বর্ণপাত্র করাবরাঃ।
কৃত্বা প্রদক্ষিণং কৃষ্ণং প্রণনাম পুনঃ পুনঃ। ২০॥
শ্রীকৃষ্ণ দৃষ্টি মাত্রেণ শ্রীযুতা সা বভূবহ।
সহসা শ্রী সমা রম্যা রূপেণ যৌবনে নচ। ২১॥
বহ্নি শুদ্ধাংশু বসনা রত্ন ভূষণ ভূষণা।
যথা দ্বাদশ বর্ষীয়া কন্যা ধন্যা মনোহরা। ২২॥
বিম্বোষ্ঠীসস্মিতা শ্যামা তপ্ত কাঞ্চন সন্নিভা।
সুশ্রোণী সুদতী বিল্বফল তুল্য পয়োধরা। ২৩॥
অমূল্য রত্ন নির্ম্মাণ হার সার বিরাজিতা।
গজেন্দ্র রাজ গমনা রত্নমঞ্জীর রঞ্জিতা। ২৪॥

শ্রীকান্ত প্রশান্ত মূর্ত্তি পরমাত্মা কৃষ্ণের অপূর্ব্ব শ্রী দর্শনে বিস্মিতা হইয়া নত মস্তকে ভক্তি পূর্ণ হৃদয়ে ও কৃতাঞ্জলি পুটে তাঁহার চরণে প্রণাম পূর্ব্বক তদীয় শ্যামল কলেবরে সেই স্বর্ণ পাত্রস্থ চন্দন বিলেপন করিল এবং তাঁহার সঙ্গিগণের গাত্রেও সেই চন্দন লেপন পূর্ব্বক বারংবার তাঁহাকে প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করিতে লাগিল। ১৮। ১৯। ২০॥

তৎকালে সেই অতি বৃদ্ধা কদাকারা কুব্জা পরাৎপর শ্রীকৃষ্ণের দৃষ্টি মাত্র সহসা কমলার ন্যায় অপূর্ব্ব রূপ যৌবন সম্পন্না পরম রূপবতী রমণী রূপে প্রকাশমানা হইল। ২১॥

তখন সে বহ্নি শুদ্ধ বসন ও বিবিধ রত্ন ভূষণে বিভূষিতা হইয়া অতি মনোহরা দ্বাদশ বর্ষীয়া ধন্যা কন্যার ন্যায় অভিনব রূপমাধুরী ধারণ করিল। ২২॥

তাহার বর্ণ তপ্তকাঞ্চনেরন্যায়, ওষ্ঠ বিম্বের ন্যায়, ও পয়োধর বিল্ব ফলের ন্যায় শোভা ধারণ করিল এবং তাহার শ্রোণিদেশ অতি সুগঠিত ও দশন পংক্তি সুন্দর রূপে প্রকাশ পাইতে লাগিল। ২৩॥

বিভ্রতী কবরীভারং মালতী মাল্য বেষ্টিতং।
বঙ্কিতং বাম ভাগেন রুচিরং বর্ত্তুলাকৃতং। ২৫ ॥
সিন্দূর বিন্দুং দধতী দাড়ীম্ব কুসুমাকৃতং।
কস্তূরী বিন্দু মুপরি সার্দ্ধং চন্দন বিন্দুভিঃ। ২৬ ॥
রত্ন দর্পণ হস্তাচ প্রশস্তা রতি কর্ম্মসু।
শ্রীকৃষ্ণং রমরামাস লোললোচন কোণতঃ। ২৭ ॥
শ্রীকৃষ্ণ স্তাং সমাশ্বাস্য যযৌ স্থানান্তরং পরং।
কৃতার্থ রূপা সা শ্রীব যযৌ স্বভবনং সতী। ২৮ ॥
সা দদর্শ স্বভবনং যথা পদ্মালয়ালয়ং।
রত্ন শয্যা বিরচিতং সদ্রত্নসার নির্ম্মিতং। ২৯ ॥
রত্ন প্রদীপ রাজিভী রাজিতাভিশ্চ রাজিতং।

তৎকালে সেই কুব্জা অমূল্য রত্ন নির্ম্মিত উৎকৃষ্ট হারে বিরাজিতা রত্নমঞ্জীর রঞ্জিতা গজেন্দ্ররাজ গমনা রমণী হইয়া পরম শোভা বিস্তার করিতে লাগিল। ২৪ ॥

তাহার মস্তকের বাম ভাগে বর্ত্তুলাকার বঙ্কিম মালতীমালা বেষ্টিত রুচির কবরী ভার শোভা পাইতে লাগিল। ২৫ ॥

তদীয় ললাটে দাড়িম্ব কুসুমাকার সিন্দূর বিন্দু ও তদুপরি চন্দন বিন্দুর সহিত কস্তূরী বিন্দু শোভমান হইল। ২৬ ॥

সেই রতি কর্ম্মে সুনিপুণা রমণী রত্নদর্পণ হস্তে চঞ্চল নয়ন কোণে শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন পূর্ব্বক তাঁহার প্রীতি উৎপাদন করিতে লাগিল। ২৭ ॥

তখন কমললোচন কৃষ্ণ তাহাকে আশ্বাস প্রদান করিয়া তথা হইতে স্থানান্তরে গমন করিলে সেই কমলার ন্যায় পরম সুন্দরী সতী কুব্জা কৃতার্থরূপা হইয়া স্বীয় ভবনে গমন করিল। ২৮ ॥

কুব্জা স্বীয় ভবনে উপনীতা হইয়া দেখিল তাহার গৃহ কমলালয়ের ন্যায় উৎকৃষ্ট রত্নসারে বিনির্ম্মিত হইয়াছে এবং তথায় রত্নশয্যা প্রস্তুত রহিয়াছে। ২৯ ॥

রত্ন দর্পণ রাজৈশ্চ রাজিতং পরিত স্ততঃ। ৩০ ॥
সিন্দূর বস্ত্র তাম্বূল শ্বেত চামর মাল্যকং।
বিভ্রতীভিশ্চ দাসীভি র্ব্বেষ্টিতং দাস সংঘকৈঃ। ৩১ ॥
তত্র গত্বা চ ভুক্তাচ মিষ্টান্নং সুমনোহরং।
সুস্বাপ রত্ন পর্য্যঙ্কে সা দাসীভিশ্চ সেবিতা। ৩২ ॥
স কর্পূরঞ্চ তাম্বূলং কস্তূরী কুঙ্কুমান্বিতং।
চন্দনং স্থাপয়ামাস স্বতন্ত্রে হরয়ে সতী। ৩৩ ॥
মালতীমাল্য যুগলং কর্পূরাদি সুবাসিতং।
শীতলং সলিলং স্বাদু মিষ্টান্নং স সমীপতঃ। ৩৪ ॥
কর্ম্মণা মনসা বাচা চিন্তয়ন্তী হরেঃ পদং।
হরে রাগমনঞ্চাপি মুখচন্দ্রং মনোহরং। ৩৫ ॥
জগৎ কৃষ্ণময়ং শশ্বৎ পশ্যন্তী কামুকী মুনে।
কোটি কন্দর্প লীলাভং কামাসক্তাচ কামুকং। ৩৬ ॥

সেই ভবনের স্থানে স্থানে রত্ন প্রদীপশ্রেণী দীপ্যমান হইতেছে এবং তাহার চতুর্দ্দিকে উৎকৃষ্ট রত্নদর্পণ সকল বিন্যস্ত হইয়া পরম শোভা বিস্তার করিতেছে। ৩০ ॥

আর অসংখ্য দাসদাসীগণের মধ্যে কেহ সিন্দূর কেহ বস্ত্র কেহ তাম্বূল ও কেহ বা শ্বেত চামর ও মাল্য ধারণ করিয়া অবস্থান করিতেছে। ৩১ ॥

পরম রূপবতী কুব্জা ঈদৃশ পুর মধ্যে প্রবিষ্টা ও দাসীগণ কর্ত্তৃক সেবিতা হইয়া অতি মনোহর মিস্টান্ন ভোজন পূর্ব্বক রত্ন পর্য্যঙ্কে শয়ন করিলেন। ৩২ ॥

শয়ন কালে সেই সতী হরির প্রীতির জন্য আত্ম সমীপে ভিন্ন ভিন্ন পাত্রে সকর্পূর তাম্বূল কস্তূরী কুঙ্কুমান্বিত চন্দন, যুগলমালতীমালা, সুস্বাদু মিষ্টান্ন ও কর্পূরাদি সুবাসিত সুশীতল জল সংস্থাপন করিলেন।৩৩।৩৪॥

তৎকালে সেই সাধ্বী হরির আগমন হরির মনোহর মুখচন্দ্র ও হরির চরণ কায়মনোবাক্যে চিন্তা করিতে আরম্ভ করিলেন। ৩৫ ॥

তেতো দদর্শ শ্রীকৃষ্ণো মালাকারং মনোহরং।
মালা সমূহং বিভ্রন্তং গচ্ছন্তং রাজ মন্দিরং। ৩৭ ॥
সোপি দৃষ্টাচ শ্রীকান্তং প্রণম্য শিরসা ভুবি।
দদৌ মাল্য সমূহঞ্চ কৃষ্ণায় পরমাত্মনে। ৩৮ ॥
কৃষ্ণ স্তস্মৈ বরং দত্ত্বা স্বর্গান্ত মতি দুর্ল্লভং।
মাল্যং গৃহীত্বা প্রযযৌ রাজমার্গং নবং নবং। ৩৯ ॥
ততো দদর্শ রজকং বিভ্রন্তং বস্ত্র পুঞ্জকং।
অহঙ্কৃতং বলিষ্ঠঞ্চ সন্ততং যৌবনোন্নতং। ৪০ ॥
বস্ত্রং যযাচে তং কৃষ্ণো বিনয়েন মহামুনে।
স তস্মৈ ন দদৌ বস্ত্রং তমুবাচ চ নিষ্ঠুরং। ৪১ ॥

রজক উবাচ।

গো রক্ষকানাং যোগ্যঞ্চ বস্ত্র মে তৎ সুদুর্ল্লভং।

কামাসক্তা হওয়াতে কোটি কন্দর্পের ন্যায় প্রভা সম্পন্ন কামুক হরির রূপ ভিন্ন তাহার অন্য কিছুই স্মৃতি পথে আরূঢ় হইল না, এমন কি সেই কামুকী কুব্জাসুন্দরী সর্ব্বদা সমস্ত জগৎ কেবল কৃষ্ণময় দর্শন করিতে লাগিলেন। ৩৬ ॥

এদিকে পরাৎপর কৃষ্ণ রাজপথে গমন কালে দেখিতে পাইলেন এক মালাকার মনোহর মালা সমূহ গ্রহণ পূর্ব্বক রাজভবনোভিমুখে গমন করিতেছে। ৩৭ ॥

তখন সেই মালাকারও পরাৎপর পরমাত্মা কৃষ্ণকে দেখিতে পাইয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম পূর্ব্বক তাঁহাকে মাল্যসমূহ প্রদান করিল। ৩৮ ॥

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ মালাকারের ভক্তি দর্শনে প্রীত হইয়া সেই মালা সমূহ গ্রহণ এবং তোমার অন্তে স্বর্গলাভ হইবে বলিয়া বর প্রদান পূর্ব্বক নব নব শোভাসম্পন্ন রাজপথে গমন করিতে লাগিলেন। ৩৯ ॥

অতঃপর সতত যৌবনোন্মত্ত অহঙ্কৃত বস্ত্রপুঞ্জ ধারী এক বলবান রজক তাঁহার নেত্র পথে নিপতিত হইল। ৪০ ॥

ন রাজ যোগ্যং হে মূঢ় হে গোপজন বল্লভ। ৪২ ॥
গৃহীত্বা গোপ কন্যাশ্চ কন্যালোলুপ লম্পট।
যদ্বিহারং কৃতং তত্র বৃন্দারণ্যেপ্যরাজকে। ৪৩ ॥
নচ এতাদৃশং কর্ম্ম রাজ্ঞঃ কংসস্য বর্ত্মনি।
বিদ্যমানোত্র রাজেন্দ্রঃ শাস্তা দুষ্টস্য তৎক্ষণং। ৪৪ ॥
রজকস্য বচঃ শ্রুত্বা জহাস মধুসূদনঃ।
জহাস বলদেবশ্চ সোঽক্রূরো গোপবর্গকঃ। ৪৫ ॥
তং নিহত্য চপেটেন জগ্রাহ বস্ত্র পুঞ্জকং।
বস্ত্রং স ধারয়ামাস শ্রীকৃষ্ণঃ সদ্গুণ স্তথা। ৪৬ ॥
রত্ন যানেন গোলোকং পার্ষদৈ র্বেষ্টিতে নচ।
যযৌ রজক রাজশ্চ ধৃত্বা দিব্য কলেবরং। ৪৭ ॥
শশ্বদ্যৌবনযুক্তঞ্চ জরা মৃত্যু হরং বরং।

তখন শ্রীকৃষ্ণ বিনীত ভাবে সেই রজকের নিকট বস্ত্র প্রার্থনা করিলেন কিন্তু সেই পামর তাঁহাকে বস্ত্র প্রদান না করিয়া নিষ্ঠুর বাক্যে কহিল হে গোপজন বল্লভ অজ্ঞান! এই সুদুর্লভ বস্ত্র রাজার ভোগ্য, ইহা গো রক্ষকদিগের যোগ্য নহে। ৪১। ৪২ ॥

রে কন্যা লোলুপ লম্পট! বৃন্দারণ্য অরাজক স্থান, এই জন্য তুমি তথায় গোপকন্যাগণকে লইয়া বিহার করিতে সক্ষম হইয়াছ। ৪৩।

দুষ্ট! তুমি এই রাজমার্গে এতাদৃশ কর্ম্ম করিতে সমর্থ হইবে না। এস্থানে দুষ্ট দমন কর্ত্তা রাজেন্দ্র কংস বিদ্যমান আছেন। অহিতাচরণ করিলে তৎক্ষণাৎ তাহার নিকট দণ্ডিত হইবে। ৪৪।

মধুসূদন কৃষ্ণ বলদেব অক্রূর ও গোপবর্গ সকলে রজকের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া হাস্য করিতে লাগিলেন। ৪৫।

তখন সদ্গুণ গ্রাহী ভগবান্ কৃষ্ণ এক চপেটাঘাতে রজকের শিরশ্ছেদন করিয়া তদীয় বস্ত্র পুঞ্জ গ্রহণ করিলেন এবং তন্মধ্য হইতে বস্ত্রযুগ্ম স্বয়ং পরিধান করিয়া তৎসমুদায় সঙ্গিগণকে পরিধান করাইলেন। ৪৬ ॥

পীতবস্ত্র সমাযুক্তং সস্মিতং শ্যামসুন্দরং। ৪৮॥
বভূব সোপি গোলোকে পার্ষদেষুচ পার্ষদঃ।
কৃষ্ণস্য গমনং তত্র সস্মার সততং বশী। ৪৯॥
অস্তং গতো দিনকরোপ্যক্রূরঃ স্বগৃহং যযৌ।
কৃষ্ণস্যানুমতিংপ্রাপ্য কৃষ্ণোপি কস্যচিদ্গৃহং। ৫০॥
বৈষ্ণবস্যকুবিন্দস্য তস্মিন্ন্যস্তধনস্যচ।
সানন্দো নন্দ সহিতো বলদেবো বলৈর্যুতঃ। ৫১॥
সভক্তঃ পূজয়ামাস প্রণম্য শ্রীনিকেতনং।
তস্মৈ দদৌ স্বদাস্যঞ্চ বরং ব্রহ্মাদি দুর্ল্লভং। ৫২॥
পর্য্যঙ্কে সুষুপুঃ সর্ব্বে ভুক্ত্বা মিষ্টান্ন মুত্তমং।
নিদ্রাঞ্চ লেভে সা কুব্জা নিদ্রেশোভি যযৌ মুদা। ৫৩॥

তখন সেই রজকরাজ দেহান্তে স্থির যৌবন সম্পন্ন জরামৃত্যু বিবর্জ্জিত পীতবস্ত্র ধারী দিব্য শ্যাম সুন্দর মূর্ত্তি ধারণ করিয়া সহাস্য বদনে হরির পার্ষদগণে পরিবেষ্টিত রত্ন যানে আরোহণ পূর্ব্বক গোলোক ধামে গমন করিলেন। ৪৭। ৪৮॥

পরে সেই বিজিতেন্দ্রিয় ভাগ্যবান রজকরাজ গোলক ধামে হরির পার্ষদগণ মধ্যে এক জন পার্ষদ হইয়া নিরন্তর ভগবান্ কৃষ্ণের আগমন বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। ৪৯॥

এদিকে দিনমণি ক্রমে অস্তশিখরে আরোহণ করিলে মহাত্মা অক্রূর পরাৎপর কৃষ্ণের অনুজ্ঞা গ্রহণ করিয়া স্বীয় ভবনে গমন করিলেন। তৎকালে ঐ নগরীতে এক পরম বৈষ্ণব কুবিন্দ পরাৎপর কৃষ্ণে সমস্ত ঐশ্বর্য্য অর্পণ পূর্ব্বক তদ্গতান্তঃকরণে বাস করিতেছিলেন সর্ব্বান্তর্যামী পরব্রহ্ম হরি পিতানন্দ বলদেব ও গোপবৃন্দের সহিত তথায় উপনীত হইলেন। ৫০। ৫১॥

তখন সেই ভক্ত, শ্রীনিকেতন হরির চরণে প্রণত হইয়া তাঁহার পূজা করিলে তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে ব্রহ্মাদির সুদুর্লভ স্বীয় দাস্য বর প্রদান করিলেন। ৫২॥

গত্বা দদর্শ কুব্জাস্তাং রত্ন তল্পেচ নিদ্রিতাং।
দাসীগণৈঃ পরিবৃতাং সুন্দরীং কমলামিব। ৫৪ ॥
বোধয়ামাস তাং কৃষ্ণো ন দাসীশ্চাপি নিদ্রিতাঃ।
তামুবাচ জগন্নাথো জগন্নাথ প্রিয়াং শুভাং। ৫৫ ॥

ভগবানুবাচ।

ত্যজ নিদ্রাং মহাভাগে শৃঙ্গারং দেহি সুন্দরি।
পুরা সুর্পণখা ত্বংহি ভগিনী রাবণস্যচ। ৫৬॥
তপঃ প্রভাবান্মাং কান্তং ভজ শ্রীকৃষ্ণজন্মনি।
রাম জন্মনি যদ্ধেতো স্ত্বয়া কান্তে তপঃ কৃতং। ৫৭ ॥
অধুনা সুখ সম্ভোগং কৃত্বা গচ্ছ মমালয়ং।
সুদুর্ল্লভঞ্চ গোলোকং জরা মৃত্যু হরং পরং। ৫৮ ॥

এ দিকে কুব্জার পুরবাসিগণ উপাদেয় মিষ্টান্ন ভোজনান্তে পর্য্যঙ্কে শয়ন পূর্ব্বক নিদ্রিত এবং কুব্জাও নিদ্রাভিভূতা হইলে সেই নিদ্রেশ্বর হরি প্রীত মনে তাহার ভবনে গমন করিলেন। ৫৩ ॥

পরাৎপর কৃষ্ণ তথায় উপনীত হইয়া দেখিলেন কমলার ন্যায় পরম রূপবতী কুব্জা দাসীগণে পরিবৃতা হইয়া রত্ন শয্যায় নিদ্রিতা রহিয়াছে। ৫৪ ॥

তখন সেই জগৎপতি কৃষ্ণ দাসীগণের নিদ্রা ভঙ্গ না করিয়া প্রিয়তমা কুব্জাকে জাগরিতা করিলেন এবং তাহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন সুন্দরি মহাভাগে! তুমি এইক্ষণে নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া আমাকে শৃঙ্গার প্রদান কর। ৫৫।

প্রিয়ে! পূর্ব্বজন্মে তুমি রাবণ ভগিনী শূর্পণখা ছিলে। আমি যখন রামাবতারে পিতৃসত্য পালনার্থ বনবাসী হইয়া পঞ্চবটীতে বাস করিয়াছিলাম, তখন তুমি আমার সহিত সম্ভোগ কামনায় বিস্তর তপস্যা করিয়াছ। এক্ষণে আমি কৃষ্ণ রূপে অবতীর্ণ হইয়াছি; তুমি সেই তপঃ প্রভাবে আমাকে ভজনা কর। সুন্দরি! মদীয় রামাবতার কালে তুমি যে-

ইত্যুক্ত্বা শ্রীনিবাসশ্চ কৃত্বা তামেব বক্ষসি।
নগ্নাঞ্চকার শৃঙ্গারং চুম্বনঞ্চাপি কামুকীং। ৫৯ ॥
সা সস্মিতাচ শ্রীকৃষ্ণং নব সঙ্গম সঙ্গমা।
চুচুম্ব গণ্ডে গণ্ডে তং চকার কমলা যথা। ৬০ ॥
সুরতে র্বিরতি র্নাস্তি দম্পতী রতি পণ্ডিতৌ।
নানা প্রকার সুরতি র্বভূব তত্র নারদ। ৬১ ॥
স্তন শ্রোণিযুগন্তস্য বিক্ষতঞ্চ চকারহ।
ভগবান্ নখরৈ স্তিক্ষ্ণৈর্দ্দশনৈরধরং বরং। ৬২ ॥
নিশাবশান সময়ে বীর্য্যাধানঞ্চকার সঃ।
সুখ সংভোগ ভোগেন মূর্চ্ছামাপ চ সুন্দরী। ৬৩ ॥
তদাবস্থাচ সা ভদ্রা কৃষ্ণ বক্ষঃস্থল স্থিতা।

কারণে তপস্যা করিয়াছ, অধুনা তন্নিবন্ধন সুখ সম্ভোগ করিয়া জরামৃত্যু বিবর্জ্জিত অতি দুর্লভ মদীয় গোলক ধামে গমন কর। ৫৬। ৫৭। ৫৮ ॥

এই বলিয়া শ্রীনিবাস হরি সেই কামুকী কুব্জাকে নগ্না করিয়া বক্ষঃস্থলেধারণ করিলেন এবং তাহার বদনকমল চুম্বন পূর্ব্বক শৃঙ্গারে প্রবৃত্ত হইলেন। ৫৯ ॥

তখন সেই নব সঙ্গম সঙ্গতা কুব্জা কমলার ন্যায় প্রাণ কান্ত কৃষ্ণের গণ্ডে গণ্ডস্থল বিন্যাস পূর্ব্বক চুম্বন করিতে লাগিলেন। ৬০ ॥

সেই দম্পতীর রতি বিষয়ে বিশেষ দক্ষতা থাকাতে তাঁহাদিগের রতিক্রীড়ার বিরাম হইল না, তৎকালে উভয়ের নানা প্রকার শৃঙ্গার হইতে লাগিল। ৬১ ॥

ঐ সময়ে রতি পণ্ডিত ভগবান হরি তীক্ষ্ণ নখরাঘাতে তাহার শ্রোণিদেশ ও কুচযুগল ক্ষত বিক্ষত ও দশন দ্বারা অধর দংশন করিতে লাগিলেন। ৬২ ॥

পরে নিশাবসানে হরি সেই প্রেয়সী কুব্জার গর্ভে বীর্য্যাধান করিলেন, তখন সেই সুন্দরী সম্ভোগ সুখে মূর্চ্ছাপন্না হইলেন। ৬৩ ॥

বুবুধে ন দিবারাত্রং স্বর্গং মর্ত্যং স্থলং জলং। ৬৪ ॥
সুপ্রভাতাচ রজনী বভূব রজনীপতিঃ।
পত্যু র্ব্যতিক্রমেণৈব লজ্জায়েব মলীন সঃ। ৬৫ ॥
অথাজগাম গোলোকাৎ রথং রত্ন বিনির্ম্মিতং।
জগাম তেন তং লোকং ধৃত্বা দীব্য কলেবরং। ৬৬ ॥
বহ্নি শুদ্ধাংশুকাধানং রত্ন ভূষণ ভূষিতং।
প্রতপ্ত কাঞ্চনাভাসং নিত্যং জন্মাদি বর্জ্জিতং। ৬৭ ॥
সা বভূব চ তত্রৈব গোপীচন্দ্রমুখী মুনে।
গোপ্যঃ কতি বিধাস্তস্যা বভূবুঃ পরিচারিকাঃ। ৬৮ ॥
ভগবানপি তত্রৈব ক্ষণং স্থিত্বাতু মন্দিরং।
জগাম যত্র নন্দশ্চ সানন্দো নন্দ নন্দনঃ। ৬৯ ॥
অথ কংসো নিশায়াঞ্চ নিদ্রায়াং ভয় বিহ্বলঃ।

তৎকালে তিনি শ্রীকৃষ্ণের বক্ষঃস্থলে অবস্থিতা হইয়া এরূপ সুখানুভব করিতে লাগিলেন যে তাহার দিবা রাত্রি স্বর্গ মর্ত্য স্থল জল কিছুই অনুভুত হইল না। ৬৪ ॥

অতঃপর রজনী সুপ্রভাতা হইল, তখন রজনীপতি শ্রীকৃষ্ণের ব্যতিক্রম দর্শনে যেন মলিনতা প্রাপ্ত হইলেন। ৬৫ ॥

তৎপরে গোলক ধাম হইতে দিব্য রথ উপনীত হইল। তখন সেই তপ্ত কাঞ্চন বর্ণাভা পরম রূপবতী কুব্জা জন্ম জরাদি বর্জ্জিত দিব্য রূপ ধারণ পূর্ব্বক বহ্নিশুদ্ধ বসনে বিমণ্ডিতা ও রত্ন ভুষণে বিভুষিতা হইয়া সেই রথারোহণে গোলোক ধামে গমন করিলেন। ৬৬। ৬৭ ॥

পরে সেই কুব্জা গোলোক ধামে উপনীতা হইয়া চন্দ্রমুখী গোপিকা নামে প্রসিদ্ধা হইলেন আর কতিপয় গোপিকা তাহার পরিচারিকা হইয়া তদীয় শুশ্রূষায় নিযুক্তা হইল। ৬৮ ॥

এদিকে নন্দ নন্দন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কিয়ৎক্ষণ তথায় অবস্থান করিয়া যে ভবনে ব্রজরাজ নন্দ বাস করিতেছিলেন তথায় উপনীত হইলেন। ৬৯॥

• দদর্শ দুঃখী দুঃস্বপ্ন মাত্মানো মৃত্যু সূচকং। ৭০ ॥
দদর্শ সূর্য্যং ভূমিষ্ঠং চতুঃখণ্ডং নভশ্চ্যুতং।
দশ খণ্ডং চন্দ্র বিম্বং ভূমিষ্ঠং খচ্যুতং মুনে। ৭১ ॥
পুরুষান্ বিকৃতাকারান্ বজ্রহস্তান্ দদর্শহ।
বিধবাং শূদ্র পত্নীঞ্চ নগ্নাঞ্চ ছিন্ন নাসিকাং। ৭২ ॥
হসন্তীং চূর্ণ তিলকাংশ্বেত বস্ত্রঞ্চ মূর্দ্ধজাং।
খড়্গ খর্পর হস্তাঞ্চ লোল জিহ্বাং চ বিভ্রতীং। ৭৩ ॥
ভগ্ন মালা সমাযুক্তাং গর্দ্দভং মহিষং বৃষং।
শূকরং ভল্লূকং কাকং গৃধ্রং কঙ্কঞ্চ বানরং। ৭৪ ॥
বিরজং কুক্কুরং নক্রং শৃগালং ভস্ম পুঞ্জকং।
অস্থিরাশিং তালফলং কেশং কার্পাস মুলণং। ৭৫ ॥
নির্ব্বাণাঙ্গার মুল্কাঞ্চ শবং মর্ত্যং চিতাশ্রিতং।
কুলাল তৈলকারাণাং চক্রং বক্রং কপর্দ্দকং।
শ্মশান দগ্ধ কাষ্ঠঞ্চ শুষ্ককাষ্ঠং তৃণং কুশং। ৭৬ ॥

অতঃপর কংস রাত্রিযোগে নিদ্রিতাবস্থায় ভয় বিহ্বল ও বিষাদ প্রাপ্ত হইয়া আপনার মৃত্যু সূচক দুঃস্বপ্ন দর্শন করিতে লাগিল। ৭০ ॥

স্বপ্নযোগে দৃষ্ট হইল সূর্য্য নভশ্চ্যুত ও ভূতলে পতিত হইয়া চারি খণ্ড এবং চন্দ্রও আকাশচ্যুত ও ভূতল গত হইয়া দশ খণ্ডে বিভক্ত হইয়াছে। ৭১ ॥

বজ্রহস্ত বিকৃতাকার পুরুষগণ এবং ছিন্ন নাসিকা নগ্না বিধবা শূদ্রপত্নী তাহার নিকট বিচরণ করিতেছে। ৭২ ॥

আর সেই নারী লোল জিহ্বা ও খড়্গ খর্পর ধারিণী, তাহার মুখের প্রান্ত ভাগস্থ কেশ সমুদায় শুক্লবর্ণ, সে গলদেশে ভগ্ন মালা ললাটে চূর্ণক তিলক ধারণ করিয়া তৎসমীপে হাস্য করিতে আরম্ভ করিয়াছে। এইরূপ দর্শনের পর গর্দ্দভ মহিষ বৃষ শূকর ভল্লূক কাক গৃধ্র বক ও বানর তাহার দৃষ্টিগোচর হইল। ৭৩। ৭৪ ॥

গচ্ছন্তঞ্চ কবন্ধঞ্চ সদণ্ডং মৃত্যুমস্তকং।
দগ্ধং স্থানং ভস্মযুতং তড়াগং জল বর্জ্জিতং। ৭৭ ॥
দগ্ধ মৎস্যঞ্চ লৌহঞ্চ নির্ব্বাণ দগ্ধ কাননং।
গলৎকুষ্ঠঞ্চ বৃষলং নগ্নঞ্চ মুক্ত মূর্দ্ধজং। ৭৮ ॥
অতীব রুষ্টং বিপ্রঞ্চ শপন্তং গুরু মীদৃশং।
অতীব রুষ্টং ভিক্ষুঞ্চ যোগিনং বৈষ্ণবং নরং। ৭৯ ॥
এবং দৃষ্ট্বা সমুত্থায় কথয়ামাস মাতরং।
পিতরং ভ্রাতরং পত্নীং রুদন্তীং প্রেম বিহ্বলাং। ৮০ ॥
মঞ্চসংকারয়ামাস স্থাপয়ামাস হস্তিনং।
মল্লং সৈন্যঞ্চ যোদ্ধারং কারয়ামাস মঙ্গলং। ৮১ ॥

তৎপরে যথাক্রমে সে বিরক্ত কুক্কুর কুম্ভীর শৃগাল ভস্ম রাশি অস্থি রাশি তাল ফল কেশ উল্লুণ কার্পাস নির্ব্বান অঙ্গার উল্কা চিতা রোপিত-মনুষ্য শব কুলালচক্র তৈলকার চক্র বক্রকপর্দ্দক শ্মশান দগ্ধকাষ্ঠ শুষ্ক-কাষ্ঠ ও তৃণরাশি দর্শন করিতে লাগিল। ৭৫। ৭৬॥

পরে সে দেখিল কবন্ধ মৃত্যুমস্তক ও দণ্ড ধারণ করিয়া ধাবমান হইতেছে আর কোন স্থান দগ্ধ ও ভস্ম পূর্ণ এবং তড়াগ জল শূন্য হইয়াছে। ৭৭॥

অতঃপর দগ্ধমৎস্য, লৌহ, নির্ব্বাণদগ্ধকানন এবং গলৎ কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত মুক্তমূর্দ্ধজ নগ্ন শূদ্র তাহার নেত্র গোচর হইল। ৭৮॥

এই সমস্ত দর্শনের পর সে দেখিতে পাইল গুরু বিপ্র অতীব রুষ্ট হইয়া শাপ প্রদান করিতেছেন এবং ভিক্ষু যোগী বৈষ্ণব পুরুষ তাহার প্রতি অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়াছেন। ৭৯॥

কংস এই সকল দুর্নিমিত্ত দর্শন করিয়া গাত্রোত্থান পূর্ব্বক সেই স্বপ্ন বৃত্তান্ত পিতা মাতা ভগিনী পত্নীর নিকট বর্ণন করিল। তখন কংসপত্নী পতির অমঙ্গল সূচক স্বপ্ন বৃত্তান্ত শ্রবণে প্রেমবিহ্বলা হইয়া রোদন করিতে লাগিল। ৮০॥

'সভাঞ্চকারয়ামাস পুণ্যং স্বস্ত্যয়নং শিবং।
যত্নেন যোজয়ামাস যাগ যজ্ঞং পুরোহিতং। ৮২ ॥
উবাস মঞ্চকে রম্যে ধৃত্বা খড়্গং বিলক্ষণং।
রণে নিযোজয়ামাস যোদ্ধারং যুদ্ধকোবিদং। ৮৩ ॥
বাসয়ামাস রাজেন্দ্রান্ ব্রাহ্মণাংশ্চ মুনীশ্বরান্।
ব্রাহ্মণাংশ্চ সুহৃদ্বর্গান্ ধর্ম্মিষ্ঠান্ রণকোবিদান্। ৮৪ ॥
অথা জগাম গোবিন্দো রামেণ সহ নারদ।
মহেশস্য ধনুর্গেহং বভঞ্জ তত্র লীলয়া। ৮৫ ॥
শব্দেন তস্যা মথুরা বধিরাচ বভূবহ। ৮৬ ॥
বিষাদং প্রাপ কংসশ্চ মুদঞ্চ দেবকী বসুঃ।
উপস্থিতঃ সভা মধ্যে গজং মল্লং নিহত্য চ। ৮৭ ॥

তৎপরে কংস কর্ত্তৃক সভা মধ্যে মঞ্চ নিবেশিত দ্বারদেশে কুবলয়াপীড় হস্তী সংস্থাপিত এবং যুদ্ধ কুশল মল্ল সৈন্য সকল মঙ্গলাচরণে প্রবর্ত্তিত হইল। ৮১ ॥

সভাস্থাপনের পর সেই ভোজরাজ যাগ যোগ্য পুরোহিত দ্বারা মঙ্গল জনক পবিত্র স্বস্ত্যয়ন ও যজ্ঞ করাইতে প্রবৃত্ত হইল। ৮২ ॥

পরে সে স্বয়ং সুরম্য মঞ্চে সমাসীন হইয়া শাণিত খড়্গ ধারণ পূর্ব্বক যুদ্ধকোবিদ যোদ্ধাকে যুদ্ধার্থ নিযোজন করিল। ৮৩ ॥

রাজেন্দ্রগণ মুনীশ্বরগণ ব্রাহ্মণগণ ও সংগ্রাম নিপুণ সুহৃদ্বর্গ তৎ কর্ত্তৃক সভামধ্যে সন্নিবেশিত হইলেন। ৮৪ ॥

হে নারদ! অতঃপর ভূভারহারী ভগবান্ হরি বলদেবের সহিত কংসের ধনুর্গৃহে উপনীত হইয়া অবলীলাক্রমে মহেশের সেই অসাধারণ ধনুর্ভঙ্গ করিলেন। ৮৫ ॥

সেই ধনুর্ভঙ্গ শব্দে মথুরা এক কালে বধিরা হইল, কংস বিষাদ প্রাপ্ত হইল এবং বসুদেব দেবকী আনন্দিত হইলেন। তখন সেই ভগবান্ হরি দ্বারস্থ মত্ত মাতঙ্গ ও মল্লকে বিনাশ করিয়া সভামধ্যে প্রবেশ করিলেন। ৮৬। ৮৭ ॥

যোগী দদর্শ তং দেবং পরমাত্মান মীশ্বরং।
যথা হৃৎপদ্ম মধ্যস্থং তাদৃশং বহিরেবচ। ৮৮॥
রাজেন্দ্র রূপং রাজানঃ শাস্তারং দণ্ড ধারিণং।
পিতা মাতা দুগ্ধ মুখং স্তনান্ধং বালকং যথা। ৮৯॥
কামিনী কোটি কন্দর্প লীলা লাবণ্য ধারিণং।
কংসশ্চ কাল পুরুষং বৈরিণং তস্য বান্ধবাঃ। ৯০॥
নমস্কৃত্য মুনীন্ বিপ্রান্ পিতরং মাতরং গুরুং।
জগাম মঞ্চকাভ্যাসং হস্তে কৃত্বা সুদর্শনং। ৯১॥
রাজা দদর্শ বিশ্বঞ্চ সর্ব্বং কৃষ্ণময়ং পরং।
পুরতো রত্ন যানঞ্চ হীরাহার বিভূষিতং। ৯২॥
দৃষ্ট্বা ভক্তং ভক্তবন্ধুঃ কৃপয়াচ কৃপানিধিঃ।

পরাৎপর কৃষ্ণ সভামধ্যে প্রবিষ্ট হইলে যোগী পুরুষগণ হৃৎপদ্ম মধ্যে পরমাত্মা পরমদেব পরমেশকে যেমন দর্শন করিতেছিলেন বহি-র্ভাগেও তাদৃশ রূপ নয়নগোচর করিলেন। ৮৮॥

সভাস্থ রাজগণ তাঁহাকে দণ্ডধারী শাসন কর্ত্তা রাজেন্দ্র রূপী এবং পিতা মাতা বসুদেব দেবকী তাঁহাকে স্তনান্ধ দুগ্ধ মুখ বালক স্বরূপ দর্শন করিতে লাগিলেন। ৮৯॥

তৎকালে কামিনীগণের নয়ন পথে তিনি কোটিকন্দর্পের ন্যায় লীলা লাবণ্যশালী হইয়া প্রতিভাত হইতে লাগিলেন এবং কংস তাঁহাকে কাল পুরুষ স্বরূপ দেখিল ও কংসের বান্ধবগণ তাঁহাকে বৈরি রূপ দর্শন করিতে লাগিল। ৯০॥

তখন পরমাত্মা কৃষ্ণ, মুনিগণ বিপ্রগণ এবং পিতা মাতা ও গুরুকে প্রণাম করিয়া সুদর্শন হস্তে মঞ্চাভিমুখে গমন করিলেন। ৯১॥

তৎকালে কংস নিখিল বিশ্ব কৃষ্ণময় দর্শন করিতে লাগিল এবং পুরোভাগে হীরক হার ভূষিত অপূর্ব্ব রত্নযান তাহার নয়নপথে পতিত হইল। ৯২॥

আকৃষ্য মঞ্চকাৎ কংসং জঘান লীলয়া মুনে। ৯৩ ॥
যযৌ বিষ্ণুপদং স্ফীতো দিব্যরূপং বিধায়চ।
তেজো বিশেষ পরমং কৃষ্ণ পাদাম্বুজে মুনে। ৯৪ ॥
নির্ব্বর্ত্য তস্য সৎকারং ব্রাহ্মণেভ্যো ধনং দদৌ।
দদৌ রাজ্যং রাজছত্র মুগ্রসেনায় ধীমতে। ৯৫ ॥
স বভূব নৃপেন্দ্রশ্চ চন্দ্রবংশ সমুদ্ভবঃ।
বিললাপ কংস মাতা পত্নীবর্গশ্চ তৎ পিতা। ৯৬ ॥
বান্ধবো মাতৃ বর্গশ্চ ভগিনী ভ্রাতৃ কামিনী।
দর্শনং দেহি রাজেন্দ্র সমুত্তিষ্ঠ নৃপাসনে। ৯৭ ॥
রাজ্যং রক্ষ ধনং রক্ষ বান্ধবং বল মেবচ।
ক্ব যাসি বান্ধবান্ হিত্বা ত্বমনাথান্ মহাবল। ৯৮ ॥

ঐ সময়ে ভক্তবন্ধু ভগবান্ কৃষ্ণ, ভক্ত দর্শনে কৃপা করিয়া মঞ্চ হইতে কংসকে আকর্ষণ পূর্ব্বক অবলীলাক্রমে তাহাকে বিনাশ করিলেন। ৯৩ ॥

তখন কংসের তেজ কৃষ্ণের চরণ কমলে বিলীন হইল এবং সে দিব্য রূপ ধারণ পূর্ব্বক স্ফীত হইয়া বিষ্ণুলোকে গমন করিল। ৯৪ ॥

অতঃপর কংসের সৎকার ক্রিয়া সমাহিত হইলে ভগবান্ হরি ব্রাহ্মণগণকে ধন দান পূর্ব্বক ধীমান্ উগ্রসেনকে রাজ্য রাজছত্র প্রদান করিলেন। ৯৫ ॥

রাজ্য প্রদত্ত হইলে চন্দ্রবংশ জাত উগ্রসেন নৃপেন্দ্র হইলেন। তখন নিদারুণ পুত্র শোক তাঁহার হৃদয়কে আলোড়িত করিল এবং কংসের মাতা ও পত্নীবর্গ রোদন করিতে লাগিল। ৯৬।

তৎকালে কংসের মাতৃবর্গ ভগিনী ভ্রাতৃ পত্নী ও বান্ধবগণ এই রূপে বিলাপ করিতে লাগিল হে রাজেন্দ্র! তুমি এক বার আমাদিগকে দর্শন দাও, হে মহাবল! এখন তুমি অনাথ বান্ধবগণকে পরিত্যাগ করিয়া কোথায় গমন করিতেছ? অধুনা সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়া রাজ্য ঐশ্বর্য্য বন্ধুবর্গ ও সৈন্যগণকে রক্ষা কর। ৯৭। ৯৮ ॥

ব্রহ্মাদি স্তম্ব পর্য্যন্ত মসংখ্যং বিশ্ব মেবচ।
সর্ব্বং চরাচরাধারং যং সৃজত্যেব লীলয়া। ৯৯ ॥
ব্রহ্মেশ শেষ ধর্ম্মাশ্চ দিনেশশ্চ গণেশ্বরঃ।
মুনীন্দ্রবর্গো দেবেন্দ্রো ধ্যায়ন্তে য মহর্নিশং। ১০০ ॥
দেবাঃ স্তুবন্তি যং বিশ্বং স্তৌতি লীলা সরস্বতী।
স্তৌতিয়ং প্রকৃতিঃ কৃষ্ণং প্রকৃতঃ প্রকৃতেঃ পরং। ১০১ ॥
স্বেচ্ছাময়ং নিরীহঞ্চ নির্গুণঞ্চ নিরঞ্জনং।
পরাৎপরতরং ব্রহ্ম পরমাত্মানমীশ্বরং। ১০২ ॥
নিত্যং জ্যোতিঃস্বরূপঞ্চ ভক্তানুগ্রহ বিগ্রহং।
নিত্যানন্দঞ্চ নিত্যঞ্চ নিত্য বিগ্রহ মক্ষরং। ১০৩ ॥
সোঽবতীর্ণোহি ভগবান্ ভারাবতারণায়চ।
গোপাল বালবেশশ্চ মায়েশো মায়য়া বিভুঃ। ১০৪ ॥
স্বয়ং হন্তিচ সর্ব্বেশো রক্ষিতা তস্যকঃ পুমান্।

হায়! যে পরাৎপর শ্রীকৃষ্ণ অবলীলাক্রমে ব্রহ্মাদিস্তম্ব পর্য্যন্ত চরাচরাধার নিখিল বিশ্বের সৃষ্টি করিতে পারেন। ৯৯॥

ব্রহ্মা মহেশ্বর অনন্ত ধর্ম্ম সূর্য্য গণপতি দেবেন্দ্র ও মুনীন্দ্রগণ অহর্নিশি যাঁহাকে ধ্যান করেন। ১০০॥

দেবগণ লীলা সরস্বতী ও প্রকৃতি দেবী যে প্রকৃতি হইতে অতীত বিশ্ব রূপী পরাৎপর হরিকে স্তব করিয়া থাকেন। ১০১॥

যিনি স্বেচ্ছাময় নির্গুণ নিরঞ্জন পরাৎপরতর পরমাত্মা পরমেশ্বর পর ব্রহ্মরূপে নির্দ্দিষ্ট আছেন। ১০২॥

যিনি নিত্য ও জ্যোতিঃ স্বরূপ হইয়া কেবল ভক্তের প্রতি অনুগ্রহার্থ মূর্ত্তি ধারণ করেন, জ্ঞানিগণ কর্ত্তৃক যিনি নিত্যানন্দ নিত্য বিগ্রহ অক্ষর বলিয়া অভিহিত হন। ১০৩॥

সেই মায়ার ঈশ্বর সর্ব্ব প্রভু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, ভূভার হরণার্থ স্বীয় মায়া আশ্রয় করিয়া গোপাল বেশে মর্ত্ত্যলোকে অবতীর্ণ হইয়াছেন। ১০৪॥

স্বয়ং রক্ষতি সর্ব্বাত্মা তস্য হন্তা ন কোপিচ। ১০৫ ॥
ইত্যেব মুক্বা সর্ব্বশ্চ বিররাম মহামুনে।
ব্রাহ্মণান্ ভোজয়ামাস তেভ্যঃ সর্ব্ব ধনং দদৌ। ১০৬ ॥
ভগবানপি সর্ব্বাত্মা জগাম পিতুরন্তিকং।
ছিত্বাচ লৌহ নিগড়ং তয়ো র্মোক্ষঞ্চকার সঃ। ১০৭ ॥
ননাম দণ্ডবদ্ভুমৌ মাতরং পিতরং তথা।
তুষ্টাব ভক্ত্যা দেবেশো ভক্তি নম্রাত্ম কন্ধরঃ। ১০৮ ॥

শ্রীভগবানুবাচ।

পিতরং মাতরং বিদ্যা মন্ত্রদং গুরু মেবচ।
যো ন পুষ্ণাতি মূঢ়শ্চ যাবজ্জীবঞ্চ সোঽশুচিঃ। ১০৯ ॥
সর্ব্বেষা মপি পূজ্যানাং পিতা বন্দ্যো মহান্ গুরুঃ।
পিতুঃ শত গুণৈ র্মাতা গর্ভ ধারণ পোষণাৎ। ১১০ ॥

সেই সর্ব্বেশ্বর হরি যাহাকে বিনাশ করেন কেহ তাহাকে রক্ষা করিতে পারে না এবং তিনি যাহাকে রক্ষা করেন কেহ তাহাকে বিনাশ করিতে সমর্থ হয় না। ১০৫ ॥

কংসের আত্মীয় বর্গ সকলে এইরূপ কহিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন। তৎপরে তাঁহারা কংসের স্বর্গার্থ বহু ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া তাঁহাদিগকে প্রভূত ধন দান করিলেন। ১০৬ ॥

তৎকালে সর্ব্বাত্মা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পিতামাতার নিকট গমন পূর্ব্বক তাঁহাদিগের লৌহনিগড় ছেদন ও তাঁহাদিগের বন্ধন মুক্ত করিলেন। ১০৭ ॥

পরে সেই সর্ব্বদেবেশ সনাতন কৃষ্ণ ভক্তিযোগে সেই জনক বসুদেব ও জননী দেবকীর চরণে দণ্ডবৎ প্রণত হইয়া ভক্তিবিনম্র কন্ধরে তাঁহাদিগকে স্তব পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন হে পিতঃ! হে মাতঃ! যে মূঢ় ব্যক্তি পিতামাতা এবং বিদ্যাদাতা ও মন্ত্রদাতাগুরুকে পোষণ না করে, সে যাবজ্জীবন অশুচি হইয়া থাকে। ১০৮। ১০৯ ॥

সকল পূজ্যব্যক্তিগণের মধ্যে পিতা বন্দনীয় মহান্ গুরু এবং গর্ভে

মাতাচ পৃথিবী রূপা সর্ব্বেভ্যশ্চ হিতৈষিণী।
নাস্তি মাতুঃ পরো বন্ধুঃ সর্ব্বেষাং জগতীতলে। ১১১॥
বিদ্যা মন্ত্রপ্রদঃ সত্যং মাতুঃ পরতরো গুরুঃ।
নহি তস্মাৎ পরঃ কোপি বন্দ্যঃ পূজ্যশ্চ দৈবতং। ১১২॥
ইত্যেব মুক্ত্বা কৃষ্ণশ্চ বলভদ্রো ননামচ।
মাতা চকার তৌ ক্রোড়ে পিতা চ সাদরং মুনে। ১১৩॥
মিষ্টান্নং পায়সং তৌচ ভোজয়ামাস সাদরং।
নন্দঞ্চ ভোজয়ামাস গোপালান্ পরমাদরং। ১১৪॥
মঙ্গলং কারয়ামাস ভোজয়ামাস ব্রাহ্মণান্।
বসুর্ব্বসু সমূহঞ্চ ব্রাহ্মণেভ্যো দদৌ মুদা। ১১৫॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ সম্বাদে শ্রীকৃষ্ণ জন্মখণ্ডে কংস হনন বসুদেব দৈবকী মোক্ষণং নাম দ্বিসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

ধারণ ও পোষণ নিবন্ধন মাতা তদপেক্ষা শত গুণে গুরুতরা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছেন। ১১০॥

মাতা পৃথিবীরূপা ও সর্ব্বাপেক্ষা হিতৈষিণী,জগতীতলে জীব সকলের মাতার পর পরম বন্ধু আর কেহই নাই। ১১১॥

কিন্তু বিদ্যা ও মন্ত্রদাতাগুরু মাতা অপেক্ষাও গুরুতর সুতরাং তাঁহাদিগের তুল্য পূজ্য ও বন্দনীয় দেব কেহই নাই। ১১২॥

রাম কৃষ্ণ উভয়ে এই বলিয়া পিতা মাতার চরণে প্রণাম করিলে বসু-দেব দেবকী পরমাদরে সেই পুত্র দ্বয়কে ক্রোড়ে ধারণ পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে মিষ্টান্ন ও পায়স ভোজন করাইয়া ব্রজরাজ নন্দ ও গোপালগণকে ভোজন করাইলেন। ১১৩। ১১৪॥

তৎপরে বসুদেব মঙ্গলাচরণ ও ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া প্রীত মনে সেই ব্রাহ্মণগণকে বহু ধন বিতরণ করিলেন। ১১৫॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ সম্বাদে শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে কংস হনন বসুদেবদৈবকী মোক্ষণং নাম দ্বিসপ্ততিতম অধ্যায় সংপূর্ণ।

ত্রি সপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

নারায়ণ উবাচ।

অথ কৃষ্ণশ্চ সানন্দং নন্দং তং পিতরং বলঃ।
বোধয়ামাস শোকার্ত্তং দিব্যৈরাধ্যাত্মিকাদিভিঃ। ১ ॥
উচ্চৈ রুদন্তং নিশ্চেষ্টং পুত্র বিচ্ছেদ কাতরং।
গত্বা তস্মৈ মুনি শ্রেষ্ঠ ইত্যুবাচ জগৎপতিঃ। ২ ॥

শ্রীভগবানুবাচ।

নিবোধ নন্দ সানন্দং ত্যজ শোকং মুদং লভ।
জ্ঞানং গৃহাণ মদ্দত্তং যদ্দত্তং ব্রহ্মণে পুরা। ৩ ॥
যদ্দত্তঞ্চৈব শেষায় গণেশায় স্মরায়চ।
দিনেশায় মুনীশায় যোগীশায়চ পুষ্করে। ৪ ॥
কঃ কস্য পুত্রঃ ক স্তাতঃ কা মাতা কস্যচিৎ কুতঃ।
আয়ান্তি যান্তি সংসারং সর্ব্বেচ কৃত কর্ম্মণা। ৫ ॥

নারায়ণ ঋষি কহিলেন হে নারদ! অতঃপর রাম কৃষ্ণ উভয়ে নিতান্ত শোকার্ত্ত পিতা নন্দকে সানন্দে দিব্য আধ্যাত্মিক যোগে প্রবোধ প্রদান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ১ ॥

তখন ব্রজরাজ নন্দ পুত্রবিচ্ছেদ নিবন্ধন কাতর হইয়া কিয়ৎক্ষণ নিশ্চেষ্ট ভাবে অবস্থান পূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে আরম্ভ করিলে জগৎপতি শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার সমীপস্থ হইয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন ব্রজরাজ! তুমি শোক পরিত্যাগ করিয়া স্থির ভাবে আমার বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক প্রীতিলাভ কর পূর্ব্বে আমি পুষ্কর তীর্থে ব্রহ্মা অনন্ত গণেশ কামদেব সূর্য্য মুনীশ্বর ও যোগীশ্বরকে যে জ্ঞান প্রদান করিয়াছিলাম, এক্ষণে আমি তোমাকে সেই জ্ঞান প্রদান করিতেছি তুমি তাহা গ্রহণ কর। ২। ৩। ৪ ॥

কর্ম্মাণুসারাজ্জন্তুশ্চ জায়তে স্থান ভেদতঃ।
কর্ম্মণা কাপি ধাতুশ্চ কোপীন্দ্রাণাং নৃপস্ত্রিয়াং। ৬ ॥
দ্বিজপত্ন্যাং ক্ষত্রিয়ায়াঃ বৈশ্যায়াং শূদ্র যোনিষু।
তির্য্যগ্‌যোনিষু কশ্চিচ্চ কশ্চিৎ পশ্বাদি যোনিষু। ৭ ॥
মমৈব মায়য়া সর্ব্বে সানন্দ বিষয়েষু চ।
দেহোত্যাগো বিষণ্ণাশ্চ বিচ্ছেদো বান্ধবস্য চ। ৮ ॥
প্রজা ভূমি ধনাদীনাং বিচ্ছেদে মরণাধিকে।
নিত্যং ভবতি মূঢ়শ্চ নচ বিশ্বান্‌ শুচাযুতঃ। ৯ ॥
মদ্ভক্তো ভক্তি যুক্তশ্চ মদ্‌যাজী বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
মন্মন্ত্রোপাসকশ্চৈব মৎ সেবা নিরতঃ শুচিঃ। ১০ ॥

ব্রজরাজ! ইহলোকে কেহ কাহার পুত্র কেহ, কাহার পিতা বা কেহ কাহার মাতা নহে, সকলে স্ব স্ব কর্ম্ম বশে এই সংসারে আগমন ও সংসার হইতে গমন করিয়া থাকে। ৫ ॥

স্ব কর্ম্ম যোগে স্থান বিশেষে জীবের জন্ম হয়। নিজ নিজ কর্ম্মানুসারে কেহ বিধাতার পত্নীতে কেহ ইন্দ্র পত্নী শচীতে কেহ রাজপত্নীতে কেহ ক্ষত্রিয়াতে কেহ বৈশ্যাতে কেহ শূদ্রযোনিতে কেহ তির্য্যগ্‌যোনিতে ও কেহ বা পশুযোনিতে জন্ম গ্রহণ করে। ৬। ৭ ॥

এই রূপে সকলে স্ব স্ব কর্ম্ম জন্য ভিন্ন ভিন্ন রূপে জন্ম গ্রহণ করিয়া মদীয় মায়া প্রভাবে সানন্দে বিষয় সুখে আসক্ত থাকে, আর স্ব কর্ম্মাবসানে কেহ দেহ ত্যাগ করিলে তদীয় সুহৃদ্বর্গ বন্ধুবিচ্ছেদে নিতান্ত বিষণ্ণ হইয়া কাতর হইয়া পড়ে। ৮ ॥

অধিক কি মূঢ়জীব পুত্র, ভূমি ও ধনাদির বিয়োগে মরণাধিক ক্লেশ প্রাপ্ত ও শোকার্ত্ত হইয়া আমাকে ভুলিয়া যায়। ৯ ॥

পরন্তু যে ব্যক্তি জিতেন্দ্রিয়, আমার মন্ত্রোপাসক ও মৎ সেবায় আসক্ত হইয়া পবিত্র ভাবে আমাকে ভজনা করে আমি তাহাকে ভক্ত মধ্যে গণনা করিয়া থাকি। ১০ ॥

মদ্ভয়াদ্বাতি বাতোয়ং রবির্ভাতিচ নিত্যশঃ।
ভাতি চন্দ্রো মহেন্দ্রশ্চ কাল ভেদেচ বর্ষতি। ১১ ॥
বহ্নি র্দহতি মৃত্যুশ্চ চরত্যে বহি জন্তুষু।
বিভর্ত্তি বৃক্ষঃ কালেন পুষ্পাণিচ ফলানিচ। ১২ ॥
নিরাধারশ্চ বায়ুশ্চ বায়্বাধারশ্চ কচ্ছপঃ।
শেষশ্চ কচ্ছপাধারঃ শেষাধারাশ্চ পর্ব্বতাঃ। ১৩ ॥
তদাধারাশ্চ পাতালাঃ সপ্ত এবহি পণ্ডিত।
নিশ্চলঞ্চ জলং তস্মাৎ জলস্থাচ বসুন্ধরা। ১৪ ॥
সপ্ত স্বর্গাধরাধারা জ্যোতিশ্চক্রং গ্রহাশ্রয়ং।
নিরাধারশ্চ বৈকুণ্ঠো ব্রহ্মাণ্ডানাং পরোবরঃ। ১৫ ॥
তৎপরশ্চাপি গোলোকঃ পঞ্চাশৎ কোটিযোজনাৎ।
উর্দ্ধে নিরাশ্রয়শ্চাপি রত্নসার বিনির্ম্মিতঃ। ১৬ ॥
সপ্তদ্বারঃ সপ্তধারঃ পরিখা সপ্ত সংযুতঃ।

আমার ভয়ে বায়ু অহরহ প্রবাহিত হইতেছে আর মদীয় শাসনে চন্দ্র সূর্য্য নিয়মানুসারে কিরণ প্রদান, দেবরাজ নিয়মিত কালে বারি বর্ষণ অগ্নিদেব বস্তু সকল দাহ করিতেছেন এবং মৃত্যু সর্ব্ব ভূতে সঞ্চরণ ও তরুগণ যথা কালে পুষ্প ও ফল ধারণ করিতেছে। ১১। ১২ ॥

ব্রজরাজ! বায়ু নিরাধার, সেই বায়ুর আধার কূর্ম্ম, কূর্ম্মের আধার অনন্ত, অনন্তের আধার পর্ব্বত সমুদয়, পর্ব্বত সমুদয়ের আধার সপ্ত পাতাল মৎ কর্ত্তৃক নিরূপিত হইয়াছে তদুপরি নিশ্চল জলের অবস্থান, সেই জলের উপরিভাগে বসুন্ধরা স্থিতি করিতেছে। ১৩। ১৪ ॥

সপ্ত স্বর্গ সেই পৃথিবীর আধার ও জ্যোতিশ্চক্র গ্রহগণের আধার স্বরূপ কিন্তু পরম নিরাময় বৈকুণ্ঠধাম সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের অতীত, তাহার আধার কিছুই নাই। ১৫ ॥

সেই বৈকুণ্ঠ ধামের পঞ্চাশৎ কোটি যোজন ঊর্দ্ধে রত্নসার বিনির্ম্মিত নিরাধার নিত্যানন্দ গোলক ধাম বিদ্যমান রহিয়াছে। ১৬ ॥

লক্ষ প্রাকার যুক্তশ্চ নদ্যা বিরজয়া যুতঃ। ১৭ ॥
বেষ্টিতো রত্ন শৈলেন শত শৃঙ্গেন চারুণা।
যোজনাযুত মানঞ্চ যস্যৈক শৃঙ্গ মুজ্জ্বলং। ১৮ ॥
শত কোটি যোজনস্থ শৈলস্য তত্র এবচ।
দৈর্ঘ্যং তস্য শত গুণং প্রস্থেচ লক্ষ যোজনং। ১৯ ॥
যোজনাযুত বিস্তীর্ণ স্তত্রৈব রাস মণ্ডলং।
অমূল্য রত্ন নির্ম্মাণো বর্ত্তুল শ্চন্দ্র বিম্ববৎ। ২০ ॥
পারিজাত বনে নৈব পুষ্পিতেন চ বেষ্টিতঃ।
কল্পবৃক্ষ সহস্রেণ পুষ্পোদ্যান শতে নচ।
নানা বিধৈঃ পুষ্প বৃক্ষৈঃ পুষ্পিতে নচ চারুণা। ২১ ॥
ত্রিকোটি রত্ন ভবনৈ র্গোপী লক্ষৈশ্চ রক্ষিতঃ।
রত্ন প্রদীপ যুক্তশ্চ রত্ন কুম্ভ সমন্বিতঃ। ২২ ॥

উহা সপ্তদ্বার সপ্তধার সপ্ত পরিখা যুক্ত ও লক্ষ প্রাচীর সমন্বিত। বিরজা নদী ঐ লোককে বেষ্টন করিয়া প্রবাহিতা হইতেছে। ১৭ ॥

ঐ গোলোকধাম শত শৃঙ্গ নামক সুচারু রত্ন শৈলে পরিবেষ্টিত। ঐ পর্ব্বতের এক এক সমুজ্জ্বল শৃঙ্গ অযুত যোজন পরিমিত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। ১৮ ॥

সেই শতশৃঙ্গ পর্ব্বতের পরিমাণ শতকোটিযোজন। উহার দৈর্ঘ্য তদপেক্ষা শত গুণ ও প্রস্থ লক্ষ যোজন। ১৯ ॥

সেই শতশৃঙ্গ পর্ব্বতে অমূল্য রত্ন নির্ম্মিত চন্দ্র বিম্ববৎ বর্ত্তুল অযুত যোজন বিস্তীর্ণ রাসমণ্ডল শোভমান হইতেছে। ২০ ॥

সেই রাসমণ্ডল পুষ্পিত পারিজাতবন, সহস্র কল্পবৃক্ষ, বিবিধ পুষ্পিত তরু ও কুসুমিত অতি মনোহর শত পুষ্পোদ্যানে পরিবেষ্টিত। ২১ ॥

উহা ত্রিকোটি রত্ন ভবন এবং অসংখ্য রত্ন কুম্ভ ও রত্ন প্রদীপে শোভমান হইতেছে। আর লক্ষ গোপিকা ঐ রাস মণ্ডল রক্ষা করিতেছেন। ২২ ॥

নানা ভোগ সমাযুক্তো মধুবাপী শতৈর্য্যুতঃ।
পীযূষ বাপী যুক্তশ্চ কামভোগ সমন্বিতঃ। ২৩ ॥
গোলোকে গৃহ সংখ্যানি বর্ণনেব বিশারদঃ।
ন কোপি বেদো বিদ্বান্ বা বেদ বিদ্বান্ ব্রজেশ্বর। ২৪ ॥
অমূল্য রত্ন নির্ম্মাণা ভরণানি ত্রিকোটিভিঃ।
শোভিতং সুন্দরং রম্যং রাধা শিবির মুত্তমং। ২৫ ॥
অমূল্য রত্ন কলসৈ রুজ্জ্বলং রত্ন দর্পণৈঃ।
অমূল্য রত্ন স্তম্ভানাং রাজিভিশ্চ বিরাজিতং। ২৬ ॥
নানা চিত্র বিচিত্রৈশ্চ চিত্রিতং শ্বেত চামরৈঃ।
মাণিক্য মুক্তা সংসক্ত হীরা হার সমন্বিতং। ২৭ ॥
রত্ন প্রদীপ সংসক্তং রত্ন সোপান শোভিতং।
অমূল্য রত্ন পাত্রৈশ্চ তল্প রাজি বিরাজিতং। ২৮ ॥

উহা কাম ভোগ সমন্বিত ও বিবিধ ভোগ্য বস্তুতে পরিপূর্ণ, তথায় শত মধুবাপী ও বহুসুধা বাপী বিদ্যমান আছে। ২৩ ॥

ব্রজেশ্বর! সেই গোলোক ধামে এত অসংখ্য ভবন বিদ্যমান আছে যে বেদ এবং কোন বেদবেত্তা বিচক্ষণ ব্যক্তিও কোন রূপে তাহা বর্ণন করিতে পারেন না। ২৪ ॥

সেই ভবন সমুদয়ের মধ্যে অতিরমণীয় অনুত্তম সুন্দর রাধাশিবির শোভমান, তাহাতে ত্রিকোটি রত্ননির্ম্মিত আভরণ দীপ্যমান হইতেছে। ২৫ ॥

সেই শিবির অমূল্য রত্নস্তম্ভ সমূহে বিরাজিত এবং অমূল্য রত্ন কলস ও রত্ন দর্পণে বিমণ্ডিত রহিয়াছে। ২৬ ॥

তাহা নানা বিচিত্র চিত্রে রঞ্জিত। তাহার স্থানে স্থানে শ্বেত চামর মুক্তা মাণিক্য ও হীরক হার সকল সুশোভিত রহিয়াছে। ২৭ ॥

তাহার সোপান সমুদয় রত্ননির্ম্মিত। সেই শিবিরের স্থানে স্থানে অমূল্য রত্ন পাত্র ও অপূর্ব্ব শয্যা সন্নিবেশিত ও রত্ন প্রদীপ সমুদায় প্রজ্ব-লিত হইতেছে। ২৮ ॥

অমূল্য রত্ন প্রাকারৈ স্ত্রিভিশ্চিত্র বিচিত্রিতৈঃ।
তিসৃভিঃ পরিখাভিশ্চ ত্রিভি র্হারৈশ্চ নির্গমৈঃ। ২৯ ॥
যুক্তং ষোড়শ কক্ষাভিঃ প্রতিদ্বারেষু চান্তরং।
গোপী ষোড়শ লক্ষৈশ্চ সংনিযুক্তৈ র্বিতস্ততঃ। ৩০ ॥
বহ্নিশুদ্ধাংশুকাধানৈ রত্ন ভূষণ ভূষিতৈঃ। ৩১ ॥
তপ্ত কাঞ্চন বর্ণাভৈঃ শত চন্দ্র সম প্রভৈঃ।
রাধিকা কিঙ্করীবর্গৈ র্যুক্ত মভ্যন্তরং বরং। ৩২ ॥
অমূল্য রত্ন নির্ম্মাণং প্রাঙ্গনং সুমনোহরং।
অমূল্য রত্ন স্তম্ভানাং সমূহৈশ্চ সুশোভিতং। ৩৩ ॥
রত্ন মঙ্গল কুম্ভৈশ্চ ফলপল্লব সংযুতৈঃ।
সংযুতং রত্ন বেদীভি র্ম্মুক্তা যুক্তাভি রীপ্সিতং। ৩৪ ॥
অমূল্য রত্ন মুকুরৈঃ শোভিতং সুন্দরৈরহো।
অমূল্য রত্ন নির্ম্মাণাভরণানাং বরৈর্ব্বরং। ৩৫ ॥

অমূল্য রত্ন নির্ম্মিত চিত্র বিচিত্রিত প্রাচীর ত্রয়ে তাহা পরিবেষ্টিত। তাহাতে পরিখাত্রয় ও নির্গমদ্বার ত্রয় বিদ্যমান আছে। ২৯ ॥

তাহার ষোড়শ কক্ষ, প্রতি কক্ষের দ্বারে ষোড়শ লক্ষ গোপিকা দ্বার রক্ষায় নিযুক্তা হইয়া সতত ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে। ৩০ ॥

সেই শিবিকার সুরম্য অভ্যন্তর ভাগে তপ্তকাঞ্চন বর্ণাভা শত চন্দ্র সম প্রভা রাধাকিঙ্করী গোপিকাগণ বহ্নি শুদ্ধ বসন ও রত্নালঙ্কার বিভুষিতা হইয়া অবস্থিতা রহিয়াছেন। ৩১। ৩২ ॥

সেই শিবিরের প্রাঙ্গন অমূল্য রত্ন নির্ম্মিত অতি মনোহর, তাহাতে অমূল্য স্তম্ভরাজি শোভা পাইতেছে। ৩৩ ॥

স্থানে স্থানে ফল পল্লব সমন্বিত রত্নময় মঙ্গল ঘট ও মুক্তাদাম বিরাজিত বিচিত্র রত্ন বেদিকা নিবেশিত রহিয়াছে। ৩৪ ॥

তাহার কোন কোন স্থানে সুদৃশ্য অমূল্য রত্নদর্পণ ও কোন কোন স্থানে অমূল্য রত্ননির্ম্মিত উৎকৃষ্ট আভরণ সকল সুশোভিত আছে। ৩৫ ॥

রত্ন সিংহাসনস্থাচ গোপী লক্ষৈশ্চ সেবিতা।
কোটি পূর্ণেন্দু শোভাঢ্যা শ্বেত চম্পক সন্নিভা। ৩৬॥
অমূল্য রত্ন নির্ম্মাণ ভূষণৈশ্চ বিভূষিতা।
অমূল্য রত্ন বসনা বিভ্রতী রত্ন দর্পণং।
রত্ন পদ্মঞ্চ রুচিরং সব্য দক্ষিণ হস্ততঃ। ৩৭॥
দাড়িম্ব কুসুমাকারং সিন্দূরং সুমনোহরং।
সুশোভিতং মৃগমদৈ রিষ্টৈশ্চন্দন বিন্দুভিঃ। ৩৮॥
দধতী কবরীভারং মালতী মাল্য মণ্ডিতং।
বঙ্কিমং বামভাগেন মুনীন্দ্রাণাং মনোহরং। ৩৯॥
এবম্ভূতা তত্র রাধা গোপীভিঃ পরিসেবিতা।
শ্বেত চামর হস্তাভি স্তত্তুল্যাভিশ্চ সর্ব্বতঃ। ৪০॥
অমূল্য রত্ন নির্ম্মাণৈ ভূষিতাভিশ্চ ভূষণৈঃ।
প্রাণাধিষ্ঠাতৃ দেবী সা দেবীনাং প্রবরা বরা। ৪১॥

তন্মধ্যে কোটি পূর্ণ চন্দ্রের ন্যায় শোভা সম্পন্না শ্বেত চম্পক বর্ণাভা রাধিকা লক্ষ গোপি কর্ত্তৃক পরিশোভিতা হইয়া রত্ন সিংহাসনে অধিষ্ঠিতা হইয়াছেন। ৩৬॥

তিনি তথায় অমূল্য রত্ন নির্ম্মিত ভূষণে ও অমূল্য রত্ন খচিত বসনে বিমণ্ডিতা হইয়া রত্নদর্পণ হস্তে অবস্থিতা আছেন। আর তাহার যুগল করে রুচির রত্নপদ্ম শোভমান হইতেছে। ৩৭॥

তাঁহার ললাটে মৃগমদ মিশ্রিত চন্দন বিন্দুর সহিত দাড়িম্ব কুসুমাকার সুমনোহর সিন্দুর বিন্দু শোভা পাইতেছে। ৩৮॥

তাঁহার মস্তকের বাম ভাগে মুনীন্দ্রগণের মনোহর মালতীমালা বিমণ্ডিত বঙ্কিম কবরী ভার বিরাজিত রহিয়াছে। ৩৯॥

রাধিকা দেবী এইরূপে অবস্থিতা হইলে তাঁহার তুল্য রূপবতী গোপিকাগণ তাঁহার চতুর্দ্দিকে অবস্থান পূর্ব্বক শ্বেত চামর হস্তে তাঁহাকে বীজন করিতেছেন। ৪০॥

সাচ শ্রীদাম শাপেণ বৃকভাণু সুতাধুনা।
শতাব্দিকোহি বিচ্ছেদো ভবিষ্যতি ময়া সহ। ৪২ ॥
তেন ভারাবতরণং করিষ্যামি ভুবঃ পিতঃ।
তদা যাস্যামি গোলোকং ত্বয়া সার্দ্ধং ব্রজং ব্রজ। ৪৩ ॥
ত্বয়া যশোদয়া চাপি গোপৈ র্গোপীভি রেবচ।
বৃকভাণেন তৎ পত্ন্যা কলাবত্যাচ বান্ধবৈঃ। ৪৪ ॥
এবঞ্চ নন্দ সানন্দং যশোদাং কথয়িষ্যসি।
ত্যজ শোকং মহাভাগ ব্রজৈঃ সার্দ্ধং ব্রজং ব্রজ। ৪৫ ॥
অহমাত্মা চ সাক্ষী চ নির্লিপ্তঃ সর্ব্ব জীবিষু।
জীবো মৎ প্রতিবিম্বশ্চ ইত্যেব সর্ব্ব সম্মতঃ। ৪৬ ॥
প্রকৃতি র্মদ্বিকারা বা সাপ্যহং প্রকৃতি স্বয়ং।

ব্রজরাজ! সেই অমূল্য রত্ন নির্ম্মিত ভূষণে বিভূষিতা দেবীগণের প্রধানা রাধিকা আমার প্রাণাধিষ্ঠাত্রী দেবী। তিনি শ্রীদামের অভিশাপে বৃকভানুর কন্যা রূপে অবতীর্ণা হইয়াছেন, এক্ষণে সেই শ্রীদামের শাপ নিবন্ধন আমার সহিত তাঁহার শত বর্ষ বিচ্ছেদ হইবে। ৪১। ৪২ ॥

পিতঃ! আমি সেই সুযোগে পৃথিবীর ভার হরণ করিব। পরে তুমি আমার সহিত গোলক ধামে গমন করিবে, এক্ষণে নিশ্চিন্ত হইয়া ব্রজধামে গমন কর। ৪৩ ॥

আমি সেই নিত্যানন্দ গোলোক ধামে তোমার সহিত এবং মাতা যশোদা, গোপ গোপীগণ, বৃকভানু, তৎপত্নী কলাবতী ও অন্যান্য বন্ধুবর্গের সহিত মিলিত হইব। ৪৪ ॥

হে মহাভাগ! তুমি মাতা যশোদার নিকট এই সমস্ত গূঢ় বিষয় সানন্দে বর্ণন করিও। এক্ষণে তুমি শোক পরিত্যাগ করিয়া ব্রজবাসী গণের সহিত ব্রজধামে গমন কর। ৪৫ ॥

ব্রজরাজ! আমি পরমাত্মা, আমি সর্ব্ব জীবের অন্তরে সাক্ষীস্বরূপ হইয়া নির্লিপ্ত ভাবে অবস্থান করিয়া থাকি, জীব আমার প্রতিবিম্ব স্বরূপ ইহাই সর্ব্ব সম্মত ব্যবস্থা রূপে নির্দ্দিষ্ট আছে। ৪৬ ॥

যথা দুগ্ধেচ ধাবল্যং নতয়োর্ভেদ এবচ। ৪৭ ॥
যথা জলং তথা শৈত্যং যথা বহ্নৌচ দাহিকা।
যথাকাশ স্তথা শব্দো ভূমৌ গন্ধো যথা নৃপ। ৪৮ ॥
যথা শোভাচ চন্দ্রেচ যথা দিনকরে প্রভা।
যথা জীব স্তথাত্মানং তথৈব রাধয়া সহ। ৪৯ ॥
ত্যজ ত্বং গোপিকা বুদ্ধিং রাধায়াং ময়ি পুত্রতাং।
অহং সর্ব্বস্য প্রভবঃ সাচ প্রকৃতি রীশ্বরী। ৫০ ॥
শ্রূয়তাং নন্দ সানন্দং মদ্বিভূতিং সুখাবহং।
পুরা যা কথিতা তাত ব্রহ্মণে ব্যক্ত জন্মনে। ৫১ ॥
কৃষ্ণোহং দেবতানাঞ্চ গোলোকে দ্বিভুজঃ স্বয়ং।
চতুর্ভুজোহং বৈকুণ্ঠে শিবলোকে শিবঃ স্বয়ং। ৫২ ॥

প্রকৃতি মদ্বিকারা বলিয়া কথিত। আমি স্বয়ংই সেই প্রকৃতি স্বরূপ। যেমন দুগ্ধে ধবলতা বিদ্যমান আছে তদ্রূপ আমাতে ও প্রকৃতিতে কোন ভেদ নাই। ৪৭ ॥

রাজন্! যেমন জলে শৈত্য গুণ, বহ্নিতে দাহিকা শক্তি, আকাশে শব্দ, ভূমিতে গন্ধ, চন্দ্রে শোভা ও সূর্য্যে প্রভা নিহিত আছে, এবং জীব ও আত্মা যেমন পৃথগ্ভূত নহে, তদ্রূপ রাধিকার সহিত আমার কোন ভেদ নাই। ৪৮। ৪৯ ॥

ব্রজেশ্বর! তুমি আমাতে পুত্র বুদ্ধি ও রাধিকাতে গোপিকা বুদ্ধি পরিত্যাগ কর। আমি যে সর্ব্বজীবের স্রষ্টা ঈশ্বর এবং রাধিকাও যে সর্ব্বেশ্বরী মূল প্রকৃতি তাহাতে কোন সংশয় করিও না। ৫০ ॥

ব্রজরাজ! পূর্ব্বে আমি যে সুখাবহ মদ্বিভূতি বিষয়, অব্যক্তজন্ম ব্রহ্মার নিকট বর্ণন করিয়া ছিলাম, এক্ষণে আমি সানন্দে তাহা তোমার নিকট ব্যক্ত করিতেছি শ্রবণ কর। ৫১ ॥

আমি দেবগণের মধ্যে কৃষ্ণ, গোলোকধামে দ্বিভুজ মুরলীধর হরি, বৈকুণ্ঠধামে চতুর্ভুজ বিষ্ণু ও শিবলোকে স্বয়ং শিব রূপে অধিষ্ঠিত রহিয়াছি। ৫২।

ব্রহ্ম লোকেচ ব্রহ্মাহং সূর্য্যস্তেজস্বিনা মহং।
পবিত্রাণা মহং বহ্নি র্জ্জলমেবদ্রবেষুচ। ৫৩॥
ইন্দ্রিয়াণাং মনশ্চাস্মি সমীরঃ শীঘ্র গামিনাং।
যমোহং দণ্ড কর্ত্তৄণাং কালঃ কলয়তা মহং। ৫৪॥
অক্ষরাণা মকারোঽস্মি সাম্নাঞ্চ সামএবচ।
ইন্দ্রশ্চতুর্দ্দশেন্দ্রেষু কুবেরো ধনিনা মহং। ৫৫॥
ঈশানোহংদিগীশানাং ব্যাপকানাং নভ স্তথা।
সর্ব্বান্তরাত্মা জীবেষু ব্রাহ্মণশ্চাশ্রমেষু চ। ৫৬॥
ধনানাঞ্চ রত্ন মহমমূল্যং সর্ব্ব দুর্ল্লভং।
তেজসাঞ্চ সুবর্ণোহং মণীনাং কৌস্তুভঃ স্বয়ং। ৫৭॥
শালগ্রাম মথার্চ্চানাং পত্রাণাং তুলসীতিচ।
পুষ্পাণাং পারিজাতোহং তীর্থানাং পুষ্করঃ স্বয়ং। ৫৮॥

ব্রজেশ্বর! আমি ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মা, তেজস্বিগণের মধ্যে সূর্য্য; পবিত্রের মধ্যে বহ্নি ও দ্রব দ্রব্যের মধ্যে জল স্বরূপ। ৫৩॥

আমি ইন্দ্রিয়ের মধ্যে মন, শীঘ্রগামীদিগের মধ্যে বায়ু, দণ্ড বিধাতৃগণের মধ্যে যম, ও সংহারকর্দিগের মধ্যে একমাত্র কাল স্বরূপ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছি। ৫৪।

আমি অক্ষরের মধ্যে অকার, বেদের মধ্যে সামবেদ, চতুর্দ্দশ ইন্দ্রের মধ্যে ইন্দ্র ও ধনাঢ্যদিগের মধ্যে কুবের রূপে অভিহিত হইয়া থাকি। ৫৫॥

আমি দিক্‌পালগণের মধ্যে ঈশান, ব্যাপকের মধ্যে আকাশ, জীবের মধ্যে সর্ব্বান্তরাত্মা ও আশ্রমবাসীগণের মধ্যে ব্রাহ্মণ রূপে বিরাজিত রহিয়াছি। ৫৬॥

আমি স্বয়ং ধনের মধ্যে সর্ব্ব দুর্ল্লভ অমূল্য রত্ন, তৈজসের মধ্যে সুবর্ণ ও মণির মধ্যে কৌস্তুভ মণি স্বরূপ। ৫৭॥

আমি পূজ্য দেবের মধ্যে শালগ্রাম শিলা, পত্রের মধ্যে তুলসীপত্র, পুষ্পের মধ্যে পারিজাত ও তীর্থের মধ্যে স্বয়ং পুষ্কর তীর্থ রূপে নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছি। ৫৮॥

বৈষ্ণবানাং কুমারোহহং যোগীন্দ্রাণাং গণেশ্বরঃ।
সেনাপতীনাং স্কন্দোহহং লক্ষ্মণোহহং ধনুষ্মতাং। ৫৯॥
রাজেন্দ্রাণাঞ্চ রামোহহং নক্ষত্রাণা মহং শশী।
মাসানাং মার্গশীর্ষোঽহমৃতূনামস্মি মাধবঃ। ৬০॥
বারেম্বাদিত্য বারোহহং তিথিম্বেকাদশীতিচ।
সহিষ্ণূনাঞ্চ পৃথিবী মাতাহং বান্ধবেষুচ। ৬১॥
অমৃতং ভক্ষ্য বস্তূনাং গব্যেম্বাজ্যমহং তথা।
কল্পবৃক্ষশ্চ বৃক্ষাণাং সুরভী কামধেনুষু। ৬২॥
গঙ্গাহং সরিতাং মধ্যে কৃত পাপ বিনাশিনী।
বাণীতি পণ্ডিতানাঞ্চ মন্ত্রাণাং প্রণব স্তথা। ৬৩॥
বিদ্যাসু বীজ রূপোঽহং শস্যানাং ধান্য মেবচ।
অশ্বত্থঃ ফলিনামেব গুরূণাং মন্ত্রদঃ স্বয়ং। ৬৪॥
কশ্যপশ্চ প্রজেশানাং গরুড়ঃ পক্ষিণাস্তথা।
অনন্তোঽহঞ্চ সর্পাণাং নরাণাঞ্চ নরাধিপঃ। ৬৫॥

আমি বৈষ্ণবগণের মধ্যে কুমার, যোগীন্দ্রগণের মধ্যে গণেশ, সেনাপতিদিগের মধ্যে কার্ত্তিকেয় ও ধনুর্ধরগণের মধ্যে লক্ষ্মণ স্বরূপ। ৫৯।

আমি রাজেন্দ্রগণের মধ্যে শ্রীরাম, নক্ষত্রের মধ্যে চন্দ্র, মাসের মধ্যে মার্গশীর্ষ মাস ও ঋতুর মধ্যে বসন্ত ঋতু বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকি। ৬০।

আমি বারের মধ্যে রবিবার, তিথির মধ্যে একাদশী, সহিষ্ণুর মধ্যে পৃথিবী ও বান্ধবের মধ্যে মাতা। ৬১।

আমি ভক্ষ্য বস্তুর মধ্যে অমৃত, গব্যের মধ্যে ঘৃত, বৃক্ষের মধ্যে কল্প বৃক্ষ ও কামধেনুর মধ্যে সুরভী স্বরূপ। ৬২।

আমি নদী সমুদায়ের মধ্যে পাপহারিণী গঙ্গা, পণ্ডিতের মধ্যে বাণী ও মন্ত্রের মধ্যে প্রণব রূপী। ৬৩।

আমি বিদ্যার মধ্যে বীজ রূপ, শস্যের মধ্যে ধান্য, বৃক্ষের মধ্যে অশ্বত্থ বৃক্ষ ও গুরুর মধ্যে স্বয়ং মন্ত্রদাতা গুরুরূপে বিদ্যমান রহিয়াছি। ৬৪।

ব্রহ্মর্ষীণাং ভৃগুরহং দেবর্ষীণাঞ্চ নারদঃ।
রাজর্ষীণাঞ্চ জনকো মহর্ষীণাং শুকঃ স্বয়ং। ৬৬ ॥
গন্ধর্ব্বাণাং চিত্ররথঃ সিদ্ধানাং কপিলো মুনিঃ।
বৃহস্পতি র্ব্বুদ্ধিমতাং কবীনাং শুক্র এবচ। ৬৭ ॥
গ্রহাণাঞ্চ শনিরহং বিশ্বকর্ম্মা চ শিল্পিনাং।
মৃগাণাঞ্চ মৃগেন্দ্রোহং বৃষাণাং শিব বাহনং। ৬৮ ॥
ঐরাবতো গজেন্দ্রাণাং গায়ত্রীছন্দসামহং।
বেদাশ্চ সর্ব্ব শাস্ত্রাণাং বরুণোযাদসামহং। ৬৯ ॥
উর্ব্বশ্যপ্সরসা মেব সমুদ্রাণাং জলার্ণবঃ।
সুমেরুঃ পর্ব্বতানাঞ্চ রত্নবৎসুহিমালয়ঃ। ৭০ ॥
দুর্গাচ প্রকৃতীনাঞ্চ দেবীনাং কমলালয়া।
শতরূপাচ নারীণাং মৎ প্রিয়াণাঞ্চ রাধিকা। ৭১ ॥

আমি প্রজাপতিগণের মধ্যে কশ্যপ, পক্ষিগণের মধ্যে গরুড়, সর্পগণের মধ্যে অনন্ত, মানবগণের মধ্যে রাজা, ব্রহ্মর্ষিগণের মধ্যে ভৃগু, দেবর্ষিগণের মধ্যে নারদ, রাজর্ষিগণের মধ্যে জনক ও মহর্ষিগণের মধ্যে স্বয়ং শুকদেব রূপে গণ্য। ৬৫। ৬৬ ॥

আমি গন্ধর্ব্বগণের মধ্যে চিত্ররথ, সিদ্ধগণের মধ্যে কপিল মুনি, বুদ্ধিমান্‌দিগের মধ্যে বৃহস্পতি ও কবিগণের মধ্যে শুক্রাচার্য্য স্বরূপ। ৬৭ ॥

আমি গ্রহগণের মধ্যে শনৈশ্চর, শিল্পিগণের মধ্যে বিশ্বকর্ম্মা, মৃগের মধ্যে সিংহ ও বৃষের মধ্যে শিববাহন বৃষ রূপে নির্দ্দিষ্ট আছি। ৬৮ ॥

আমি গজেন্দ্রের মধ্যে ঐরাবত, ছন্দের মধ্যে গায়ত্রী, শাস্ত্রের মধ্যে বেদচতুষ্টয় ও জলচরদিগের মধ্যে বরুণ স্বরূপ। ৬৯ ॥

আমি অপ্সরোগণের মধ্যে উর্ব্বশী, সমুদ্রের মধ্যে জলার্ণব, পর্ব্বতের মধ্যে সুমেরু ও রত্নবান্‌দিগের মধ্যে হিমালয় রূপী বলিয়া কথিত আছি। ৭০ ॥

আমি প্রকৃতির মধ্যে দুর্গা, দেবীর মধ্যে কমলালয়া লক্ষ্মী, নারীর

সাধ্বীনামপি সাবিত্রী বেদমাতা চ নিশ্চিতং।
প্রহ্লাদশ্চাস্মি দৈত্যানাং বলিষ্ঠানাং বলিঃ স্বয়ং। ৭২ ॥
নারায়ণর্ষি র্ভগবান্ জ্ঞানিনাং মধ্য এবচ।
হনূমান্ বানরাণাঞ্চ পাণ্ডবানাং ধনঞ্জয়ঃ। ৭৩ ॥
মনসা নাগ কন্যানাং বসূনাং দ্রোণ এবচ।
দ্রোণো জলধরাণাঞ্চ বর্ষাণাং ভারতং তথা। ৭৪ ॥
কামিনাং কামদেবোহং রম্ভাচ কামুকীষুচ।
গোলোকশ্চাস্মি লোকানা মুত্তমঃ সর্ব্বতঃ পরঃ। ৭৫ ॥
মাতৃকা সুশান্তিবহং রতিশ্চ সুন্দরীষুচ।
ধর্ম্মোহং সাক্ষিণাং মধ্যে সন্ধ্যাচ বাসরেষুচ। ৭৬ ॥
ক্ষণেম্বহঞ্চ মাহেন্দ্রো রাক্ষসেষু বিভীষণং।
কালাগ্নি রুদ্রো রুদ্রাণাং সংহারো ভৈরবেষুচ। ৭৭ ॥

মধ্যে শতরূপা ও আমার প্রিয়ার মধ্যে রাধিকা রূপে বিরাজিত রহিয়াছি। ৭১ ॥

আমি সাধ্বীগণের মধ্যে বেদমাতা সাবিত্রী, দৈত্যগণের মধ্যে প্রহ্লাদ ও বলিষ্ঠের মধ্যে স্বয়ং দানবরাজ বলি স্বরূপ সন্দেহ নাই। ৭২ ॥

আমি জ্ঞানিগণের মধ্যে ভগবান্ নারায়ণ ঋষি, বানরগণের মধ্যে হনুমান ও পাণ্ডবগণের মধ্যে মহাবীর অর্জ্জুন রূপে গণ্য। ৭৩ ॥

আমি নাগকণ্যার মধ্যে মনসা, বসুর মধ্যে দ্রোণ, জলধরের মধ্যেও দ্রোণ নামক মেঘ এবং বর্ষের মধ্যে ভারতবর্ষ স্বরূপ। ৭৪ ॥

আমি কামিগণের মধ্যে কামদেব, কামুকীর মধ্যে রম্ভা ও সমস্ত লোকের মধ্যে সর্ব্বলোকাতীত সর্ব্বোত্তম নিত্যানন্দ গোলোকধাম রূপে বিদ্যমান রহিয়াছি। ৭৫ ॥

আমি মাতৃকাগণের মধ্যে শান্তি, সুন্দরীর মধ্যে রতি, সাক্ষীদিগের মধ্যে ধর্ম্ম ও দিবসের মধ্যে সন্ধ্যা রূপে কথিত হইয়া থাকি। ৭৬ ॥

আমি ক্ষণের মধ্যে মহেন্দ্রক্ষণ, রাক্ষসের মধ্যে বিভীষণ, রুদ্রের মধ্যে

নন্দ দৈবেম্বহং নন্দী বৃন্দারণ্যং বনেষুচ।
শঙ্খেষু পাঞ্চজন্যোহ মঙ্গেম্বপিচ মস্তকঃ। ৭৮ ॥
পরং পুরাণ শাস্ত্রেষু চাহং ভাগবতং পরং।
ভারতঞ্চেতিহাসেষু পঞ্চ রাত্রেষু কাপিলং। ৭৯ ॥
স্বায়ম্ভুবো মনূনাঞ্চ মুনীনাং ব্যাসদেবকঃ।
স্বধাহং পিতৃ পত্নীষু স্বাহা বহ্নি প্রিয়াসুচ। ৮০ ॥
যজ্ঞানাং রাজসূয়োহং যজ্ঞপত্নীষু দক্ষিণা।
শস্ত্রাস্ত্রজ্ঞেষু রামোহং জমদগ্নি সুতো মহান্। ৮১ ॥
পৌরাণিকেষু সূতোহং নীতিবিৎ স্বঙ্গিরা মুনিঃ।
বিষ্ণুব্রতং ব্রতানাঞ্চ বলানাং দৈব মেবচ। ৮২ ॥
ঔষধীনামহং দুর্ব্বা তৃণানাং কুশ মেবচ ॥
ধর্ম্ম কর্ম্মসু সত্যঞ্চ স্নেহ পাত্রেষু পুত্রকঃ। ৮৩ ॥
অহং ব্যাধিশ্চ শত্রূণাং জ্বরো ব্যাধিম্বহং তথা।

কালাগ্নি নামক রুদ্র ও ভৈরবের মধ্যে সংহার নামক ভৈরব স্বরূপ। ৭৭ ॥

ব্রজরাজ! আমি দেবানুচরের মধ্যে নন্দী, বনের মধ্যে বৃন্দাবন, শঙ্খের মধ্যে পাঞ্চজন্য ও অঙ্গের মধ্যে উত্তমাঙ্গ রূপে কথিত। ৭৮ ॥

আমি পুরাণ শাস্ত্রের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম মহাপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবত, ইতিহাসের মধ্যে ভারত ও পঞ্চরাত্রের মধ্যে কাপিল নামে কীর্ত্তিত হইয়া থাকি। ৭৯ ॥

আমি মনুর মধ্যে স্বায়ম্ভুব মনু, মুনির মধ্যে ব্যাসদেব, পিতৃপত্নীর মধ্যে স্বধা ও বহ্নি প্রিয়ার মধ্যে স্বাহা রূপে বিরাজমান হইতেছি। ৮০ ॥

আমি যজ্ঞের মধ্যে রাজসূয় যজ্ঞ, যজ্ঞপত্নীর মধ্যে দক্ষিণা ও শস্ত্রাস্ত্রবিদ্ বীরগণের মধ্যে জমদগ্নি পুত্র পরাক্রান্ত পরশুরাম। ৮১ ॥

আমি পৌরাণিকের মধ্যে পুরাণ বক্তা সূত, নীতিজ্ঞের মধ্যে অঙ্গিরা ঋষি, ব্রতের মধ্যে বিষ্ণুব্রত ও বলের মধ্যে দেববল বলিয়া কথিত হই। ৮২ ॥

আমি ওষধির মধ্যে দুর্ব্বা, তৃণের মধ্যে কুশ, ধর্ম্মের মধ্যে সত্য ও স্নেহপাত্রের মধ্যে পুত্র স্বরূপ বলিয়া বিখ্যাত। ৮৩ ॥

মদ্ভক্তিশ্চাপি মদ্দাস্যং বরেষুচ বরঃ স্মৃতঃ। ৮৪ ॥
আশ্রমাণাং গৃহস্থোহং সন্ন্যাসীচ বিবেকিনাং।
সুদর্শনঞ্চ শস্ত্রাণাং কুশলঞ্চ শুভাশীষাং। ৮৫ ॥
ঐশ্বর্য্যাণাং মহাজ্ঞানং বৈরাগ্যঞ্চ সুখেম্বহং।
মিষ্টবাক্যং প্রীতিদেষু দানেষু চাত্মদানকং। ৮৬ ॥
সঞ্চয়েষু ধর্ম্ম কর্ম্ম কর্ম্মণাঞ্চ মদর্চ্চনং।
কঠোরেষু তপস্যাহং ফলেষু মোক্ষ এবচ। ৮৭ ॥
অষ্ট সিদ্ধিসু প্রাকাস্য মহং কাশীপুরীষুচ।
নগরেষু তথা কাঞ্চী সদেশো যত্র বৈষ্ণবঃ। ৮৮ ॥
সর্ব্বাধারেষু স্থূলেষু অহমেব মহান্ বিরাট্।
পরমাণুরহং বিশ্বোমহাসূক্ষ্মেষু নিত্যশঃ। ৮৯ ॥
বৈদ্যানামশ্বিনী পুত্র শ্চৌষধীষু রসায়নঃ।
ধন্বন্তরি র্মন্ত্রবিদাং বিষাদি ক্ষয়কারিণাং। ৯০ ॥

আমি শত্রুর মধ্যে ব্যাধি, ব্যাধির মধ্যে জ্বর এবং বরের মধ্যে আমাতে ভক্তি ও আমার দাস্য রূপ প্রধান বর স্বরূপে নির্দ্দিষ্ট আছি। ৮৪ ॥

আমি আশ্রমীদিগের মধ্যে গৃহস্থ, বিবেকিগণের মধ্যে সন্ন্যাসী, শস্ত্রের মধ্যে সুদর্শন ও শুভ আশীর্ব্বাদের মধ্যে মঙ্গল স্বরূপ। ৮৫ ॥

আমি ঐশ্বর্য্যের মধ্যে মহাজ্ঞান, সুখের মধ্যে বৈরাগ্য, প্রীতিজনকের মধ্যে মধুর বাণী ও দানের মধ্যে আত্মদান রূপে কথিত আছি। ৮৬ ॥

আমি সঞ্চয়ের মধ্যে ধর্ম্ম কর্ম্ম, কর্ম্মের মধ্যে আমার সেবা, কঠোরের মধ্যে তপস্যা ও ফলের মধ্যে মোক্ষ ফল স্বরূপ। ৮৭ ॥

আমি অষ্টসিদ্ধির মধ্যে প্রকাশ্য ভাব, পুরীর মধ্যে কাশীপুরী, নগরের মধ্যে কাঞ্চীনগর ও দেশের মধ্যে বৈষ্ণবগণের অধিষ্ঠিত দেশ রূপে গণ্য। ৮৮ ॥

আমি স্থূল সর্ব্বাধারের মধ্যে মহাবিরাট এবং আমিই সূক্ষ্ম পদার্থের মধ্যে অক্ষয় পরমাণুভূত বিশ্বরূপে বর্ণিত হইয়া থাকি। ৮৯ ॥

রাগাণাং মেঘমল্লারঃ কামোদ স্তৎ প্রিয়া সুচ।
মৎ পার্ষদেষু শ্রীদামা মদ্বন্ধুষ্বহ মুদ্ধবঃ। ৯১॥
পশু জন্তুষু গৌশ্চাহং চন্দনং কাননেষুচ।
তীর্থ ভূতশ্চ পূতেষু নিঃশঙ্কেষুচ বৈষ্ণবঃ।
ন বৈষ্ণবাৎ পরঃ প্রাণী মন্মন্ত্রোপাসকশ্চ যঃ। ৯২॥
বৃক্ষেষঙ্কুরু রূপোহ মাকরঃ সর্ব্ব বস্তুষু।
অহঞ্চ সর্ব্ব ভূতেষু ময়ি সর্ব্বে সুসন্ততং। ৯৩॥
যথা বৃক্ষ ফলান্যেব ফলেষু চাঙ্কুরং তরোঃ।
সর্ব্ব কারণ রূপোহং নচ মৎ কারণং পরং। ৯৪॥
সর্ব্বেশোহং ন মে পালোহ্যহং কার্য্যঞ্চ কারণং।
সর্ব্বেশং সর্ব্ববীজং মাং প্রবদন্তি মণীষিণঃ। ৯৫॥

আমি বৈদ্যের মধ্যে অশ্বিনীকুমার, ঔষধের মধ্যে রসায়ন, মন্ত্রবিদ্গণের মধ্যে ধন্বন্তরি ও বিনাশক পদার্থের মধ্যে বিষাদিরূপে নির্দ্দিষ্ট আছি। ৯০॥

আমি রাগের মধ্যে মেঘ মল্লার, রাগিণীর মধ্যে কামোদ, আমার পার্ষদগণের মধ্যে শ্রীদাম ও বান্ধবগণের মধ্যে উদ্ধব স্বরূপ। ৯১॥

আমি পশুগণের মধ্যে গো, কানন মধ্যে চন্দন, পবিত্রের মধ্যে তীর্থ ভুত ও নিঃশঙ্কের মধ্যে বৈষ্ণব রূপী। ফলতঃ আমার মন্ত্রোপাসক বৈষ্ণবের পর উৎকৃষ্ট প্রাণী আর কেহই নাই। ৯২॥

আমি সমস্ত বৃক্ষের অঙ্কুর ও সর্ব্ব পদার্থের আকর স্বরূপ। আমি সর্ব্বভূতে অধিষ্ঠিত রহিয়াছি এবং আমাতে সর্ব্ব প্রাণী অবস্থিত রহিয়াছে। ৯৩॥

যেমন বৃক্ষ সমুদায়ে ফল ও ফলে বৃক্ষের অঙ্কুর বিদ্যমান থাকে, তদ্রূপ আমি সর্ব্বকারণ রূপে বিরাজিত রহিয়াছি, আমার কারণ কিছুই নাই। ৯৪॥

আমি কার্য্য ও কারণ স্বরূপ, সকলের ঈশ্বর ও সর্ব্বপালক, আমার

মন্মায়া মোহিত জনা মাং নজানন্তি পাপিনঃ।
পাপ গ্রস্তেন দুর্ব্বুদ্ধ্যা বিধিনা বঞ্চিতে নচ। ৯৬॥
স্বাত্মাহং সর্ব্ব জন্তূনাং স্বাত্মাহং নাদৃতঃ স্বয়ং। ৯৭॥
যত্রাহং শক্তয় স্তত্র ক্ষুৎ পিপাসাদয় স্তথা।
যত্রময়ি গতো যান্তি নর দেহে যথানুগাং। ৯৮॥
হে ব্রজেশ নন্দ তাত জ্ঞানং জ্ঞাত্বা ব্রজং ব্রজ।
কথয়িষ্যসি তাং রাধা যশোদাং জ্ঞান মেবচ। ৯৯॥
জ্ঞাত্বা জ্ঞানং ব্রজেশশ্চ জগাম স্বানুগৈঃ সহ।
গত্বা চ কথয়ামাস তে দ্বেচ যোষিতাং বরে। ১০০॥
তেচ সর্ব্বে জহুঃ শোকং মহাজ্ঞানেন নারদ।
কৃষ্ণো যদ্যপি নির্লিপ্তো মায়েশো মায়য়া রতঃ। ১০১॥
যশোদয়া প্রেরিতশ্চ পুনরাগত্য মাধবং।
তুষ্টাব পরমানন্দং নন্দশ্চ নন্দ নন্দনং। ১০২॥

পালন কর্ত্তা কেহই নাই। মনীষিগণ আমাকে সর্ব্বেশ্বর ও সর্ব্ববীজ স্বরূপ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। ৯৫॥

পাপীগণ মদীয় মায়ায় বিমোহিত হইয়া বিধি বঞ্চিত পাপগ্রস্ত দুর্ব্বুদ্ধি বশে আমাকে পরিজ্ঞাত হইতে পারে না। ৯৬॥

আমি নিজেই নিজের আত্মা ও সর্ব্বজীবের অন্তরাত্মা, সুতরাং আমি স্বয়ং সমাদৃত হইতে পারি না। যে স্থানে আমার অধিষ্ঠান, মৎশক্তি সমুদায়েরও সেই স্থানে আবির্ভাব হয়, সুতরাং যেমন আমি নরদেহে গমন করি অমনি ক্ষুৎপিপাসাদি মৎ শক্তি সমুদায়ও আমাতে মিলিত হইয়া থাকে। ৯৭। ৯৮॥

হে ব্রজেশ্বর! হে তাতঃ! তুমি এই সমস্ত জ্ঞানোপদেশ পরিজ্ঞাত হইয়া ব্রজ ধামে গমন কর এবং তথায় উপনীত হইয়া যশোদা ও রাধিকাকে এই জ্ঞানোপদেশ প্রদান কর। ৯৯॥

ব্রজেশ্বর নন্দ, পরমাত্মা কৃষ্ণের মুখে এই জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া অনু-

সামবেদোক্ত স্তোত্রেণ যদ্দত্তং ব্রহ্মণা পুরা।
পুত্রস্য পুরতঃ স্থিত্বা রুরোদচ পুনঃ পুনঃ। ১০৩॥
ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ সম্বাদে শ্রীকৃষ্ণ
জন্মখণ্ডে নন্দাদি শোক প্রমোচনং নাম
ত্রিসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

যাত্রিক গোপবৃন্দের সহিত ব্রজধামে গমন পূর্ব্বক যশোদা ও রাধিকাকে সেই জ্ঞানোপদেশ প্রদান করিলেন। আর তৎকালে সেই মহাজ্ঞান লাভে ব্রজবাসিগণেরও কৃষ্ণ বিরহ জন্য শোক সন্তাপ বিদূরিত হইল, তখন যশোদা নন্দকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন ব্রজরাজ! যদি কৃষ্ণ মায়ার ঈশ্বর নির্লিপ্ত পরব্রহ্ম, কেবল স্বীয় মায়া বলে দেহ ধারণ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে অবিলম্বে তুমি পুনরায় তাঁহার নিকট গমন কর। যশোদা এইরূপ কহিলে ব্রজরাজ সেই যশোদা কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া পুনর্ব্বার সেই পরমানন্দময় পরমাত্মা কৃষ্ণের নিকট আগমন করিলেন, এবং তাঁহার পুরোবর্ত্তী হইয়া, পূর্ব্বে ব্রহ্মা যে সাম বেদোক্ত স্তোত্রে তাঁহার স্তব করিয়া ছিলেন, সেই স্তোত্রে স্তব করিতে লাগিলেন। তৎকালে বারংবার তাঁহার নয়ন যুগল হইতে বাষ্পবারি বিগলিত হইতে লাগিল। ১০০। ১০১। ১০২। ১০৩॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ সম্বাদে শ্রীকৃষ্ণ জন্মখণ্ডে
নন্দাদি শোক প্রমোচন নাম ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায় সম্পূর্ণ।

চতুঃসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ।

নারায়ণ উবাচ।

শ্রীকৃষ্ণঃ পরমানন্দঃ পরিপূর্ণতমঃ প্রভুঃ।
পরমাত্মাচ পরমো ভক্তানুগ্রহ তৎপরঃ। ১ ॥
ভুবো ভারাবতীর্ণশ্চ নির্গুণঃ প্রকৃতেঃ পরঃ।
পরাৎপরস্তু ভগবান্ ব্রহ্মেশ শেষ বন্দিতঃ। ২ ॥
তুষ্টো নন্দ স্তবং শ্রুত্বা তমুবাচ জগৎপতিঃ।
আগচ্ছন্তং গোকুলাচ্চ বিরহ জ্বর কাতরং। ৩ ॥

ভগবানুবাচ।

গচ্ছ নন্দ ব্রজং নন্দ ত্যজ শোকং ভ্রমং ভুবি।
শৃণু সত্যং পরং জ্ঞানং শোক গ্রন্থি নিকৃন্তনং। ৪ ॥
বায়ুশ্চ ভূমিরাকাশ আপস্তেজশ্চ পঞ্চমাঃ।
উক্ত শ্রুতিগণৈ রেতৈঃ পঞ্চভূতশ্চ নিশ্চিতং। ৫ ॥

নারায়ণ ঋষি কহিলেন দেবর্ষে! সেই শ্রীকৃষ্ণ পরমানন্দ স্বরূপ পরিপূর্ণতম জগৎপ্রভু পরমাত্মা পরম পুরুষ। তিনি ভক্তের প্রতি কৃপা বিতরণে সর্ব্বদাই ব্যগ্র রহিয়াছেন। ১।

তিনি প্রকৃতি হইতে অতীত, ব্রহ্মা মহেশ্বর ও অনন্তদেব তাঁহার চরণ বন্দনা করেন, সেই পরাৎপর ভগবান হরি কেবল ভুভার হরণার্থ মর্ত্ত্য লোকে অবতীর্ণ হইয়াছেন। ২ ॥

এবম্ভূত জগৎপতি কৃষ্ণ গোকুল হইতে সমাগত বিরহ জ্বর কাতর নন্দের স্তুতি বাদে তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন হে ব্রজেশ্বর নন্দ! এক্ষণে আমি তোমার নিকট শোকগ্রন্থি বিনাশন পরম সত্য জ্ঞান কহিতেছি, তুমি তাহা শ্রবণ করিয়া ভ্রম ও শোক পরিত্যাগ পূর্ব্বক ব্রজধামে গমন কর। ৩। ৪ ॥

সর্ব্বেষাং জীবিনাং তাত দেহশ্চ পাঞ্চ ভৌতিকঃ।
মিথ্যা ভ্রমঃ কৃত্রিমশ্চ স্বপরো মায়য়ান্বিতঃ। ৬ ॥
দেহং গৃহ্নন্তি সর্ব্বেষাং পঞ্চভূতানি নিত্যশঃ।
মায়া সঙ্কেত রূপন্ত দভিধানং ভ্রমাত্মকং। ৭ ॥
কোবা কস্য সুত স্তাত কা স্ত্রী কস্য পতিস্তু বা।
কর্ম্মণাং ভ্রমণং শশ্বৎ সর্ব্বেষাং ভুবি জন্মনি। ৮ ॥
কর্ম্মণা জায়তে জন্তুঃ কর্ম্মণৈব বিলীয়তে।
সুখং দুঃখং ভয়ং শোকং কর্ম্মণৈব প্রপদ্যতে। ৯ ॥
কেষাং বা জন্ম স্বর্গেষু কেষাং বা ব্রহ্মণো গৃহে।
কেষাং বিপ্রেষু ক্ষত্রেষু কেষাং বা বৈশ্য শূদ্রয়োঃ। ১০ ॥

ব্রজরাজ! বায়ু, ক্ষিতি, জল, আকাশ ও তেজ এই পঞ্চ পদার্থ শ্রুতি-গণ কর্ত্তৃক পঞ্চ ভুত বলিয়া নিশ্চিত রূপে নির্দ্দিষ্ট আছে। ৫ ॥

তাতঃ! সমস্ত জীবের দেহ সেই পঞ্চ ভূতে সমুৎপন্ন বলিয়া পাঞ্চ-ভৌতিক নামে কথিত। কেবল জীব মায়া মোহিত হইয়া মিথ্যাময় কৃত্রিম ভ্রমে এই আমার এই পরের ইত্যাকার জ্ঞান করিয়া থাকে। ৬ ॥

সেই পৃথিব্যাদি পঞ্চ ভুত নিয়তই সর্ব্বজীবের মায়া সঙ্কেত রূপ ভ্রমা-ত্মক দেহ সংজ্ঞা গ্রহণ করিতেছে। ৭ ॥

ইহলোকে কেহ কাহার পুত্র কেহ কাহার স্ত্রী বা কেহ কাহার পতি নহে। কেবল জীব সমুদায় স্ব স্ব কর্ম্ম নিবন্ধন নিরন্তর পৃথিবীতে ভিন্ন ভিন্ন রূপে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া ভ্রমণ করিতেছে। ৮ ॥

পিতঃ! জীব স্বীয় কর্ম্মানুসারে জন্ম গ্রহণ করে ও কর্ম্মানুসারে লয় প্রাপ্ত হয় এবং সুখ দুঃখ ভয় শোক সমস্তই কর্ম্ম দ্বারা উৎপন্ন হইয়া থাকে। ৯ ॥

জীবগণের মধ্যে কেহ কেহ স্বীয় স্বীয় কর্ম্মানুসারে স্বর্গপুরে কেহ কেহ ব্রহ্মার আলয়ে, কেহ কেহ বিপ্রগৃহে, কেহ কেহ ক্ষত্রিয় গৃহে কেহ কেহ বৈশ্য নিলয়ে ও কেহ কেহ বা শূদ্র ভবনে জন্ম গ্রহণ করে। ১০ ॥

অতি নীচেষু কেষাং বা কেষাং কৃমিষু বিট্সুচ।
পশু পক্ষিষু কেষাং বা কেষাম্বা ক্ষুদ্র জন্তুষু। ১১ ॥
পুনঃ পুনঃ ভ্রমন্ত্যেব সর্ব্বে তাত স্বকর্ম্মণা।
করোতি কর্ম্ম নির্ম্মূলং মদ্ভক্তো মৎ প্রিয়ঃ সদা। ১২ ॥
সত্যং ত্রেতা দ্বাপরশ্চ কলিশ্চেতি চতুর্যুগং।
পঞ্চবিংশ সমুদ্রাণাং যুগান্তে নিধনং মনোঃ। ১৩ ॥
মনোঃ সমং মহেন্দ্রস্য পরমায়ু র্ব্বিনির্ম্মিতং।
চতুর্দ্দশেন্দ্রাবচ্ছিন্নে ব্রহ্মণো দিন মুচ্যতে। ১৪ ॥
এবং পরিমিতা রাত্রিঃ কাল বিদ্ভি র্ব্বিনির্ম্মিতা।
এবং পরিমিতো মাসো বর্ষঞ্চ পরি নিশ্চিতং। ১৫ ॥
ব্রহ্মণশ্চ বর্ষশতং পরমায়ু র্নিরূপিতং।
নিমেষ মাত্রং ভগবান্ ব্রহ্মণো নিধনে মম। ১৬ ॥

নিজ নিজ কর্ম্ম জন্য কেহ কেহ নীচ জাতিতে কেহ কেহ পশু পক্ষ্যাদি তির্য্যগ্ যোনিতে, কেহ কেহ ক্ষুদ্র জন্তুতে ও কেহ কেহ কৃমিতে বা কেহ কেহ বিষ্ঠাতে সঞ্জাত হয়। ১১ ॥

তাতঃ! আত্ম কর্ম্ম নিবন্ধন সমস্ত জীবকেই এইরূপে ভূমণ্ডলে বারং বার ভ্রমণ করিতে হয়। কেবল আমাতে সতত ভক্তিপরায়ণ মৎপ্রিয় ব্যক্তিই কর্ম্ম নির্মূলনে সক্ষম হইতে পারে। ১২ ॥

ব্রজরাজ! সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি এই যুগ চতুষ্টয় নিরূপিত আছে মনুষ্যমানে ইহার পঞ্চ বিংশ সহস্র যুগাবসানে এক মনুর পতন হয়। ১৩ ॥

সেই মনুর জীবিত কালের তুল্য মহেন্দ্রের পরমায়ু নিরূপিত আছে। এইরূপ চতুর্দ্দশ ইন্দ্রের পতনে ব্রহ্মার এক দিন হয়। ১৪ ॥

কালবিদ্ পণ্ডিতগণ এতৎপরিমিত কাল ব্রহ্মার রাত্রি নিরূপণ করিয়াছেন, এই রূপ নিয়মানুসারে ব্রহ্মার মাস ও বর্ষ নির্ণীত হইয়া থাকে। ১৫ ॥

ঈদৃশ নিয়মানুসারে শত বর্ষ ব্রহ্মার আয়ুষ্কাল নির্দ্দিষ্ট আছে, আমার নিমেষ মাত্র কালে সেই ব্রহ্মার পতন হয়। ১৬ ॥

ব্রহ্মাদি তৃণ পর্য্যন্তং সর্ব্বং মিথ্যৈব নিশ্চিতং।
সত্যোহং পরমাত্মাচ ভক্তানুগ্রহ বিগ্রহঃ। ১৭ ॥
মন্মন্ত্রোপাসকঃ সদ্য স্ত্যক্ত্বা দেহং ধরাস্থচ।
যাস্যত্যেবহি গোলোকং ছিন্ন কর্ম্ম পুরাতনং। ১৮ ॥
অসংখ্য ব্রহ্মণঃ পাতে ন ভবেত্তস্য পাতনং।
গৃহ্লাতি নিত্য দেহং স জন্ম মৃত্যু জরাপহং। ১৯ ॥
ন নন্দ মম ভক্তানা মশুভং বিদ্যতে ক্বচিৎ।
নিত্যং সুদর্শনং তাঞ্চ পরি রক্ষতি সর্ব্বতঃ। ২০ ॥
মত্তোহি বলবান্ ভক্ত শ্চিন্তিতেহং ন চিন্তিতঃ।
অহং স্বামীচ তস্যৈব ন মে স্বামী পিতা প্রসূঃ। ২১ ॥
পুত্রবুদ্ধিং পরিত্যজ্য ভজমাং ব্রহ্ম রূপিণং।
ছিত্বাচ কর্ম্ম নিগড়ং গোলোকং তদ্ব্রজ স্বয়ং। ২২ ॥

ব্রজেশ্বর! ব্রহ্মাদি তৃণ পর্য্যন্ত সমস্ত যে মিথ্যাময়, এবং আমিই যে নিত্য সত্য স্বরূপ পরমাত্মা, তাহাতে সন্দেহ মাত্র করিও না, কেবল ভক্তের প্রতি অনুগ্রহার্থ আমার মূর্ত্তি প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১৭ ॥

আমার মন্ত্রোপাসক মদ্ভক্ত ব্যক্তি স্বীয় পূর্ব্ব কর্ম্ম বন্ধন ছেদন পূর্ব্বক এই ধরাধামে কলেবর পরিত্যাগ করিয়া অবলীলাক্রমে সদ্য মদীয় গোলোক ধামে নিশ্চয়ই গমন করে। ১৮ ॥

সেই মদ্ভক্ত পুরুষ জন্ম মৃত্যু জরাপহ অক্ষয় দেহ ধারণ করিয়া গোলোক ধামে বাস করে, অসংখ্য ব্রহ্মার পতনেও তাহার পতন হয় না। ১৯ ॥

হে নন্দ! আমার ভক্তগণের কখন কোন অশুভ সংঘটন হয় না, মদীয় সুদর্শন চক্র সতত সর্ব্বতোভাবে তাহাদিগকে রক্ষা করিয়া থাকে। ২০ ॥

মদ্ভক্ত আমার অপেক্ষা বলবান্, সুতরাং ভক্ত চিন্তিত হইলে আমার চিন্তা করিবার প্রয়োজন কি? আমি সেই ভক্তের স্বামী, আমার স্বামী ও পিতা মাতা কেহই নাই। ২১ ॥

কথয়স্ব যশোদাঞ্চ গোপং গোপীগণং ব্রজ।
তৈশ্চ সর্ব্বৈর্জ্জনৈঃ সাকং ব্রজ স্বমন্দিরং ব্রজ। ২৩॥
ইত্যেব মুক্ত্বা ভগবান্ বিররাম চ সংসদি।
পপ্রচ্ছ পুন রেবন্তং নন্দঃ স্বানন্দ সংপ্লুতঃ। ২৪॥

নন্দ উবাচ।

বদ সংসারিকং জ্ঞানং যেন যাস্যামি ত্বৎ পদং।
মূঢ়োহং পরমানন্দ শ্রুতীনাং জনকো ভবান্। ২৫॥
নন্দস্য বচনং শ্রুত্বা সর্ব্বজ্ঞো ভগবান্ স্বয়ং।
আহ্নিকং কথয়ামাস শ্রুতিভিঃ সুশ্রুতঞ্চ যৎ। ২৬॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ সম্বাদে শ্রীকৃষ্ণ জন্মখণ্ডে ভগবন্নন্দ সম্বাদে চতুঃসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

ব্রজরাজ! তুমি পুত্রবুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া আমাকে ব্রহ্মজ্ঞানে ভজনা কর।) এইরূপ ভজনায় তুমি কর্ম্মবন্ধন ছেদন করিয়া স্বয়ং গোলোকধামে গমন করিতে সক্ষম হইবে। ২২॥

এক্ষণে তুমি সর্ব্বজন-সমভিব্যাহারে স্বীয় ভবনে গমন করিয়া যশোদা ও সমস্ত গোপ গোপীগণকে মৎ প্রদত্ত এই জ্ঞানোপদেশ প্রদান কর। ২৩॥

ভূতভাবন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সভা মধ্যে নন্দকে এইরূপ উপদেশ প্রদান করিয়া মৌনাবলম্বন করিলে গোপরাজ নন্দ আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া পুনর্ব্বার তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন প্রভো! তুমি নিখিল বেদের সৃষ্টিকর্ত্তা দয়াময়, আমি অজ্ঞান, অতএব যেরূপে আমি তোমার পরম পদ লাভ করিতে পারি, তুমি তদনুরূপ সাংসারিক জ্ঞান আমাকে প্রদান কর। ২৪। ২৫॥

সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্ হরি নন্দের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া স্বয়ং তাঁহার নিকট শ্রুতিসম্মত আহ্নিক তত্ত্ব বর্ণন করিতে লাগিলেন। ২৬॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ সম্বাদে শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে ভগবন্নন্দ সম্বাদে চতুঃ সপ্ততিতম অধ্যায় সংপূর্ণ।

পঞ্চ সপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

ভগবানুবাচ।

শৃণু নন্দ প্রবক্ষ্যামি জ্ঞানঞ্চ পরমাদ্ভুতং।
সুগোপনীয়ং বেদেষু পুরাণেষু চ দুর্ল্লভং। ১ ॥
ন বিশ্বাসোহি নারীষু সন্ততং কুলটা সুচ।
মোক্ষ মার্গার্গলাস্বেব ভ্রম মায়াস্বমুসুচ। ২ ॥
হরিভক্তি রসাদীনাং বিরুদ্ধং সংযুতা সুচ।
বীজ রূপাসুনাশানাং প্রমদাসু ব্রজেশ্বর। ৩ ॥
নিত্যঞ্চ প্রাতরুত্থায় রাত্রিবাসং বিহায়চ।
ন সঙ্কল্পঞ্চ কুরুতে ভক্তঃ কর্ম্ম নিকৃন্তনঃ। ৪ ॥
স্নাত্বা হরিং স্মরেৎ সন্ধ্যাং কৃত্বা যাতি গৃহং প্রতি।
প্রক্ষাল্য পাদৌ প্রবেশেদ্বিধায় ধৌত বাসসী। ৫ ॥

তখন সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গোপেন্দ্র নন্দকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন ব্রজরাজ! এক্ষণে আমি সর্ব্বপুরাণ মধ্যে অতি গোপনীয় পরম অদ্ভুত দুর্লভ জ্ঞান তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। ১ ॥

মোক্ষ মার্গের অর্গল স্বরূপ সতত ভ্রম মায়াভিভুতা কুলটা নারীগণকে বিশ্বাস করা কদাচ কর্ত্তব্য নহে। ২ ॥

তাহারা হরিভক্তি রসের বিরুদ্ধাচারিণী ও বিনাশের বীজভুতা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। ৩ ॥

মদ্ভক্ত গৃহী নিত্য প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক রাত্রি বাস পরিত্যাগ করিবে, তখন কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্তি লাভের মানসে কোন সঙ্কল্প করিবে না। ৪ ॥

পরে সে স্নান করিয়া হরিস্মরণ ও প্রাতঃসন্ধ্যা সমাধান করিবে এবং পদ দ্বয় প্রক্ষালন ও ধৌত বস্ত্র যুগ্ম পরিধান পূর্ব্বক গৃহে আগমন করিবে। ৫ ॥

পূজয়েৎ পরমাত্মানং মামেব মুক্তি কারণং।
শালগ্রামে মণৌ যন্ত্রে প্রতিমায়াং জলে পিবা।
তথা বিপ্রে পরিচরা গুরুষ্বেব বিশেষতঃ। ৬॥
ঘটেঽষ্টদল পদ্মেচ পাত্রে চন্দন নির্ম্মিতে।
আবাহনঞ্চ সর্ব্বত্র শালগ্রামে জলে নচ। ৭॥
মন্ত্রানুরূপ ধ্যানেন ধ্যাত্বা মাং পূজয়েদ্ব্রতী।
ষোড়শোপচার দ্রব্যাণি দদ্যান্মূলেন ভক্তিতঃ। ৮॥
শ্রীদামানং সুদামানং বসুদামান মেবচ। ৯॥
বীরভানুং শূরভানুং গোপালঞ্চ প্রপূজয়েৎ।
সুনন্দ নন্দ কুমুদং পার্শ্বদং মে সুদর্শনং। ১০॥
লক্ষ্মীং সরস্বতীং দুর্গাং রাধাং গঙ্গাং বসুন্ধরাং।
গুরুঞ্চ তুলসীং শম্ভুং কার্ত্তিকেয়ং বিনায়কং। ১১॥
নবগ্রহাংশ্চ দিক্‌পালান্ পরিতঃ পূজয়েৎ সুধীঃ।

তৎপরে সেই মদ্ভক্ত ব্যক্তি শালগ্রামে মণি যন্ত্রে প্রতিমাতে বা জলে আমারই পূজা করিবে। আমি মুক্তিকারণ পরমাত্মা, সতত ঐ সমুদায়ে আমি অধিষ্ঠিত রহিয়াছি। আমার পূজার সাঙ্গে ব্রাহ্মণ বিশেষতঃ গুরুর পরিচর্য্যা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। ৬॥

আমার উপাসক, ঘটে চন্দন নির্ম্মিত পাত্রে অষ্টদল পদ্মে শালগ্রামে বা জলে আমার অর্চনা করিবে অর্থাৎ আবাহন পূর্ব্বক মদীয় মন্ত্র ও ধ্যানানুরূপে ধ্যান করিয়া ভক্তিযোগে মূলমন্ত্রে ষোড়শোপচার দ্রব্যে আমার পূজা করিবে কিন্তু শালগ্রামে ও জলে আবাহন করিতে হয় না। ৭। ৮॥

পরে ব্রতী শ্রীদাম সুদাম বসুদাম বীরভানু শূরভানু গোপাল সুনন্দ নন্দকুমুদ এই সমুদায় মৎপার্শ্বদগণকে ও মদীয় সুদর্শন চক্রকে পূজা করিবে। ৯। ১০॥

পরে সে লক্ষ্মী, সরস্বতী, দুর্গা, রাধিকা, গঙ্গা, বসুন্ধরা, গুরু, তুলসি, দেবদেব মহাদেব, কার্ত্তিকেয় ও গণপতির পূজা করিবে। ১১॥

দেবষট্পঞ্চ সংপূজ্য সর্ব্বাদৌ বিঘ্ননাশকং। ১২ ॥
গণেশঞ্চ দিনেশঞ্চ বহ্নিং বিষ্ণুং শিবং শিবাং।
শ্রুতৌ বিনির্ম্মিতান্ দেবান্ মোক্ষদান্ কর্ম্ম কৃন্তনান্।১৩॥
গণেশং বিঘ্ননাশায় সূর্য্যং ব্যাধি বিনাশনে।
বহ্নি প্রাপ্তি নিমিত্তেন স্বান্তে শুদ্ধো ভবেৎ ধ্রুবং। ১৪ ॥
বিষ্ণুং মোক্ষ নিমিত্তেন জ্ঞান লাভায় শঙ্করং।
বুদ্ধি মুক্তি নিমিত্তানাং পার্ব্বতীং পুজয়েৎ সুধীঃ। ১৫ ॥
পুষ্পাঞ্জলিত্রয়ং দত্বা স্বস্তোত্রং কবচং পঠেৎ।
গুরুং প্রণম্য সংপূজ্য তৎ পশ্চাৎ প্রণমেৎ সুরং। ১৬ ॥
কৃত্বাহ্নিকঞ্চ সংপূজ্য যথা সুখ মুদীরিতং।
সমাচরেৎ স্বকর্ম্মে তৎ বেদোক্তং স্বাত্মশুদ্ধয়ে। ১৭ ॥

সুধী ব্যক্তি সর্ব্বাগ্রে বিঘ্ন বিনাশন গণেশ দিবাকর বহ্নি বিষ্ণু শিব এই ষট্ দেবতা বা গণেশাদি পঞ্চদেবতার পূজা করিয়া চতুর্দ্দিকে নবগ্রহ ও দিক্পালগণের পূজা করিবে। এই দেবগণ মোক্ষ প্রদ ও কর্ম্মচ্ছেদনের মূল। বেদে ইহাদিগের মাহাত্ম্য বিশেষরূপে বর্ণিত আছে। ১২। ১৩ ॥

মস্তক বিঘ্ন নাশের জন্য গণেশের, ব্যাধি নাশের জন্য সূর্য্যের ও ইষ্টপ্রাপ্তির জন্য বহ্নির পূজা করিবে। ইহাদিগের পূজাবসানে তাহার নিশ্চয় চিত্ত শুদ্ধি লাভ হয়। ১৪ ॥

আর সেই সুবুদ্ধি ব্যক্তি মোক্ষ লাভার্থ বিষ্ণুর, জ্ঞান লাভের জন্য শঙ্করের ও বিষয় বন্ধন হইতে বুদ্ধির মোচনার্থ পার্ব্বতী দেবীর পূজা করিবে। ১৫ ॥

তৎপরে সেই ব্যক্তি আমাকে পুষ্পাঞ্জলি ত্রয় প্রদান করিয়া নিয়মিত মদীয় স্তোত্র ও কবচ পাঠ করিবে এবং গুরুর পূজা ও গুরুকে প্রণাম করিয়া পরিশেষে দেবোদ্দেশে প্রণাম করিবে। ১৬ ॥

পরে যথাবিধি নিয়মিত আহ্নিক ক্রিয়া ও পূজা সমাপন করিয়া চিত্ত শুদ্ধির নিমিত্ত বেদবিহিত আত্ম কার্য্য সমাধান করা তাহার কর্ত্তব্য। ১৭ ॥

*বিষ্ঠা ন পশ্যেৎ প্রাজ্ঞশ্চ ব্যাধি বীজং স্বরূপিণী
মূত্রঞ্চ ব্যাধি বীজঞ্চ পরং নরক কারণং। ১৮ ॥
লিঙ্গং যোনিং পাপ দুঃখ ব্যাধি দারিদ্র দায়িনীং।
উরুং মুখং স্তনং স্ত্রীণাং কটাক্ষ্যং হাস্য মেবচ। ১৯ ॥
বিনাশ বীজং রূপঞ্চ বিপদাং কারণং সদা।
দিবা ভোগঞ্চ স্বস্ত্রীণা মালাপং পরিবর্জ্জয়েৎ। ২০ ॥
রোগাণাং কারণঞ্চৈব চক্ষুষোঃ কর্ণয়ো স্তথা।
একতারাঞ্চ গগনং ন পশ্যেত্তুরুজাং ভয়াৎ।
দৈবাদ্দৃষ্ট্বা হরিং স্মৃত্বা সপ্তধা নারদং জপেৎ। ২১ ॥
অস্তকালে রবিং চন্দ্রং ন পশ্যেৎ ব্যাধি কারণং।
মধ্যাহ্নস্থং ঘন ছত্রং কেবলং ব্যাধি কারণং। ২২ ॥

ব্যধি বীজ স্বরূপিণী বিষ্ঠা ও ঘোর নরক কারণ ব্যাধিবীজ স্বরূপ মূত্র দর্শন করা প্রাজ্ঞজনের পক্ষে অতি নিষিদ্ধ। ১৮ ॥

প্রাজ্ঞ ব্যক্তি লিঙ্গ ও যোনি দর্শন করিবেনা যোনি দর্শনে মানবের পাপ দুঃখ ব্যাধি ও দারিদ্রতা উৎপন্ন হয়। দ্বিতীয়তঃ নারী জাতির উরু মুখ স্তন কটাক্ষ ও হাস্য দর্শন করাও বিজ্ঞ জনের কর্ত্তব্য নহে। এবং নারীর রূপ লাবণ্যও বিনাশ বীজ স্বরূপ ও সর্ব্বদা নানা বিপদের কারণীভূত অতএব সুবুদ্ধি ব্যক্তি তদ্দর্শনে ও পরাঙ্মুখ হইবে, এমন কি দিবা সম্ভোগ ও স্বীয় পত্নীর সহিত আলাপ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করা প্রাজ্ঞ জনের কর্ত্তব্য কর্ম্ম। ১৯। ২০ ॥

এক তারা যুক্ত গগন দর্শন চক্ষু কর্ণের পীড়ার কারণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে অতএব প্রাজ্ঞ ব্যক্তি রোগ ভয়ে উহা দর্শন করিবে না, দৈবাৎ দৃষ্ট হইলে সেই ব্যক্তি আমাকে স্মরণ পূর্ব্বক সপ্তধা নারদ নাম জপ করিবে। ২১ ॥

অস্তকালে চন্দ্র সূর্য্য দর্শন এবং মধ্যাহ্নকালে মেঘচ্ছত্র দর্শন ব্যাধির কারণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে, বিজ্ঞ ব্যক্তি উহা দর্শন করিবে না। ২২ ॥

জলস্থঞ্চ রবিং চন্দ্রং দৃষ্ট্বা শোকং লভেন্নরঃ।
বন্ধু বিচ্ছেদ হেতুঞ্চ ন পশ্যেৎ পর মৈথুনং। ২৩॥
একত্র শয়ন স্থানং ভোজনঞ্চ গতিং তথা।
নকুর্য্যাৎ পাপিনা সার্দ্ধং সর্ব্বং নাশস্য লক্ষণং। ২৪॥
আলাপাৎ গাত্র সংস্পর্শাৎ শয়নাশ্রয় ভোজনাৎ।
সঞ্চরন্তি ধ্রুবং পাপাস্তৈল বিন্দু রিবাম্ভসা। ২৫॥
হিংস্রজন্তু সমীপঞ্চ নগচ্ছেৎ দুঃখ কারণং।
খলেন সার্দ্ধং মিলনং নকুর্য্যাচ্ছোক কারণং। ২৬॥
ব্রাহ্মণানাং গবানাঞ্চ বৈষ্ণবানাং বিশেষতঃ।
নকুর্য্যাদ্ধিংসনং হানিং সর্ব্বনাশস্য কারণং। ২৭॥
দেব দেবল বিপ্রাণাং বৈষ্ণবানান্তথৈবচ।
বৃত্তিং ধনঞ্চ নহরেৎ সর্ব্বনাশস্য কারণং। ২৮॥

জলস্থ চন্দ্র সূর্য্য দর্শন শোকের কারণ ও পর মৈথুন দর্শন বন্ধু বিচ্ছেদের কারণ অতএব উহা দর্শন করা মনুষ্যের কর্ত্তব্য নহে। ২৩॥

পাপাত্মা অসৎ ব্যক্তির সহিত একত্র শয়ন একত্র অবস্থান একত্র ভোজন ও একত্র গমন বিনাশের হেতু ভূত বলিয়া কথিত আছে, অতএব সুধীর ব্যক্তি তৎসমুদায় একেবারে পরিহার করিবে। ২৪॥

যে ব্যক্তি পাপাত্মার সহিত আলাপ, গাত্র সংস্পর্শ এবং পাপাত্মার সহিত একত্র শয়ন একত্র বাস ও একত্র ভোজন করে তাহাতে পাপ সমুদায় সলিলস্থ তৈল বিন্দুর ন্যায় নিশ্চয়ই সঞ্চরণ করিয়া থাকে। ২৫॥

হিংস্র জন্তুর নিকট গমন করিলে সমাহত ও খলের সহিত প্রণয় করিলে শোক প্রাপ্ত হইতে হয়, অতএব কদাচ তাহা করিবে না। ২৬॥

গো ব্রাহ্মণ বিশেষতঃ বৈষ্ণবের হিংসা ও হানি সর্ব্বনাশের কারণ, সুতরাং সুবুদ্ধি ব্যক্তি কদাচ তাহা করিবে না। ২৭॥

দেব দেবল বিপ্রগণের বৃত্তি ও ধন হরণ করিলে সর্ব্বনাশ হয়, অতএব তৎকার্য্য পরিহার করা অতীব কর্ত্তব্য। ২৮॥

স্বদত্তং পরদত্তম্বা ব্রহ্মবৃত্তিং হরেত্তু যঃ।
ষষ্টিবর্ষ সহস্রাণি বিষ্টায়াং জায়তে ক্রমিঃ। ২৯ ॥
গৃধ্রং কোটি সহস্রাণি শত জন্মানি শূকরঃ।
শ্বাপদঃ শত জন্মানি শত জন্মানি গণ্ডকঃ। ৩০ ॥
ঘোটকঃ শত জন্মানি কুম্ভীরঃ সপ্ত জন্মসু।
পুংশ্চলীনাং যোনিকীটঃ শত জন্মসু নিশ্চিতং। ৩১ ॥
ব্রুণ কীটশ্চ তাসাঞ্চ শত জন্মসু নারদ। ৩২ ॥
গোধিকা সপ্ত জন্মানি গর্দ্দভাঃ সপ্ত জন্মসু।
সপ্ত জন্মানি মার্জ্জারো নকুল স্ত্রিষু জন্মসু। ৩৩ ॥
ক্রুরঃ সর্পশ্চ শার্দ্দূলো মহিষ সপ্ত জন্মসু।
ভেটকঃ শত জন্মানি ছাগলঃ সপ্ত জন্মসু। ৩৪ ॥
ভল্লূকঃ শত জন্মানি শৃগালো লক্ষ জন্মসু।
ততো জলৌকা ভবতি ব্রহ্মস্ব হরণাচ্চিরং।
কুম্ভীপাকেন পচ্যন্তে পাপিনো ব্রহ্মণঃ শতং। ৩৫ ॥

যে ব্যক্তি স্ব দত্ত বা পরদত্ত ব্রহ্মবৃত্তি হরণ করে দেহান্তে ষষ্টিসহস্র বর্ষ তাহাকে বিষ্ঠার ক্রমি রূপে অবস্থান করিতে হয়। ২৯ ॥

তৎপরে সেই ব্যক্তি সহস্র কোটি জন্ম গৃধ্র, শত জন্ম শূকর, শত জন্ম হিংস্র জন্তু ও শত জন্ম গণ্ডার রূপে জন্ম গ্রহণ করে। ৩০ ॥

পরে শত জন্ম ঘোটক, সপ্ত জন্ম কুম্ভীর ও শত জন্ম পুংশ্চলীর যোনি কীট রূপে তাহার জন্ম হয় সন্দেহ নাই। ৩১ ॥

অতঃপর সেই পাপাত্মা শত জন্ম সেই পুংশ্চলীগণের ব্রণকীট হইয়া ক্লেশ ভোগ করে, পরে সপ্তজন্ম গোধিকা সপ্ত জন্ম গর্দ্দভ সপ্ত জন্ম মার্জ্জার ও জন্ম ত্রয় নকুল রূপে তাহার জন্ম হয়। ৩২। ৩৩ ॥

তৎপরে সে সপ্ত জন্ম ক্রূর সর্প, সপ্ত জন্ম ব্যাঘ্র, সপ্ত জন্ম মহিষ শত জন্ম ভেটক ও সপ্ত জন্ম ছাগল রূপে জন্ম গ্রহণ করে। ৩৪ ॥

এই জন্মের পর সেই ব্রহ্মস্ব হরণ নিবন্ধন সেই পাপাত্মাকে শত জন্ম

দক্ষিণাং বিপ্র মুদ্দিশ্য তৎকালং চেন্নদীয়তে।
একরাত্র ব্যতীতেতু তদ্দানং দ্বিগুণং ভবেৎ। ৩৬॥
মাসে শতগুণং প্রোক্তং দ্বিমাসে তু সহস্রকং। ৩৭॥
সম্বৎসর ব্যতীতে তু স দাতা নরকং ব্রজেৎ।
দাতা ন দীয়তে মুর্খো গৃহীতাচ ন যাচতে। ৩৮॥
বিপ্রাণাং হিংসনং কৃত্বা বংশহানিং লভেৎ ধ্রুবং।
ধনং লক্ষ্মীং পরিত্যজ্য ভিক্ষুকশ্চ ভবেৎ ব্রজ। ৩৯॥
দেবঞ্চ ব্রাহ্মণং দৃষ্টা ন নমেদ্যো লভেৎ শুচং।
নকুর্য্যাদ্ গুরুভক্তিং যো লভতে রৌরবং ধ্রুবং। ৪০॥

ভল্লুক, লক্ষ জন্ম শৃগাল ও দীর্ঘকাল জলৌকা রূপে সমুৎপন্ন হইতে হয়। অধিকন্তু ঈদৃশ পাপাত্মারা ব্রহ্মার আয়ুষ্কাল পর্য্যন্ত কুম্ভীপাক নরকে পতিত হইয়া বিষম যাতনা ভোগ করিয়া থাকে। ৩৫॥

যদি কোন ব্যক্তি ব্রাহ্মণ দ্বারা কর্ম্ম করাইয়া তৎকালে দক্ষিণা প্রদান না করে, তাহাহইলে এক রাত্রির অবসানে তাহাকে নিয়মিত দক্ষিণার দ্বিগুণ প্রদান করিতে হইবে। ৩৬॥

এক মাস অতীত হইলে শত গুণ ও দুই মাস গত হইলে সহস্র গুণ দক্ষিণা দানের বিধি নিরূপিত আছে কিন্তু সংবৎসর অতীত হইলেও দাতা যদি দক্ষিণা প্রদান না করে তাহাহইলে দেহান্তে নিশ্চয়ই তাহাকে নিরয় গামী হইতে হয়, অতএব দাতার দক্ষিণা প্রদান করা ও গৃহীতার প্রার্থনা করা অবশ্য কর্ত্তব্য, না করিলে ঐ উভয় ব্যক্তিই মূর্খ বলিয়া গণনীয় হইয়া থাকে। ৩৭। ৩৮॥

যে ব্যক্তি বিপ্র হিংসা করে, তাহার নিশ্চয়ই বংশ হানি হয় এবং সেই ব্যক্তি শ্রীভ্রষ্ট ও ঐশ্বর্য্য ভ্রষ্ট হইয়া ভিক্ষুক রূপে ভ্রমণ করে। ৩৯॥

যে ব্যক্তি দেব ব্রাহ্মণকে দর্শন করিয়া প্রণাম না করে সে শোক প্রাপ্ত হয় এবং যে ব্যক্তি গুরুভক্তি না করে দেহান্তে সে নিঃসন্দেহ রৌরব নামক ঘোর নরকে পতিত হইয়া বিষম যাতনা ভোগ করে। ৪০॥

যা স্ত্রী মূঢ়া দুরাচারা স্বপতিং হরি রূপিণং।
ন পশ্যেত্তর্জ্জনং কৃত্বা কুম্ভীপাকং ব্রজেৎ ধ্রুবং। ৪১ ॥
বাক্ তর্জ্জনাৎ ভবেৎ কাকো হিংসনাৎ শূকরো ভবেৎ।
সর্পো ভবতি কোপেণ দম্ভেচ গর্দ্দভো ভবেৎ। ৪২ ॥
কুক্কুরীচ কুবাক্যেনাপ্যন্ধশ্চ বিষ দর্শনাৎ।
পতিব্রতাচ বৈকুণ্ঠং পত্যাসহ ভবেৎ ধ্রুবং। ৪৩ ॥
শিবং দুর্গাং গণপতিং সূর্য্যং বিপ্রঞ্চ বৈষ্ণবং।
বিষ্ণুং নিন্দতি যো মূঢ়ো স মহা রৌরবং ব্রজেৎ। ৪৪ ॥
মাতরং পিতরং পুত্রং সতীং ভার্য্যাং গুরুং তথা।
অনাথাং ভগিনীং কন্যাং ন দত্বা নরকং ব্রজেৎ। ৪৫ ॥
বিপ্র ভক্তি বিহীনাশ্চ ক্ষত্র বিট্ শূদ্র যোনিজাঃ।
হরি ভক্তি বিহীনাশ্চ পচ্যন্তে নরকে ধ্রুবং।
পতিভক্তি বিহীনাশ্চ যুবত্যশ্চ নরাধমাঃ। ৪৬ ॥

যে দুরাচারিণী মূঢ়া নারী স্বীয় পতিকে হরি স্বরূপে দর্শন না করিয়া তাহার প্রতি তর্জ্জন করে, দেহাবসানে সে কুম্ভীপাক নরকে গমন করে সন্দেহ মাত্র নাই। ৪১ ॥

নারী পতির প্রতি বাক্ তর্জ্জনে কাক, হিংসাতে শূকর, কোপ প্রকাশে সর্প, দম্ভে গর্দ্দভ, কুবাক্য প্রয়োগে কুক্কুরী ও বিষদৃষ্টিতে অন্ধরূপে জন্মান্তরে সঞ্জাত হয়, কিন্তু পতিব্রতা নারী দেহান্তে নিশ্চয় পতির সহিত বৈকুণ্ঠধামে বাস করিতে পারে। ৪২। ৪৩॥

যে মূঢ় ব্যক্তি শিব দুর্গা গণপতি সূর্য্য বিপ্র বৈষ্ণব ও বিষ্ণুর নিন্দা করে, সে দেহাবসানে মহারৌরব নামক নরকে গমন করে। ৪৪ ॥

যে ব্যক্তি পিতা মাতা পুত্র সাধ্বীভার্য্যা গুরু অনাথা ভগিনী ও কন্যার পোষণ না করে, সে নিরয় গামী হয়। ৪৫ ॥

ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র যোনিজ ব্যক্তিগণ যদি বিপ্র ভক্তি হীন ও হরি ভক্তি বিবর্জ্জিত হয়, তাহাহইলে তাহারা নিঃসন্দেহ নরকে গমন করে

শালগ্রাম জলং বিষ্ণুপ্রসাদ যেচ ভুঞ্জতে।
তীর্থং পুনন্তি তে বিপ্রাঃ শত পুংসাং বসুন্ধরাং। ৪৭ ॥
পিতৃদেবান্ সমভ্যর্চ্চ্য খাদং মাংসং দ্বিজঃ শুচিঃ।
যো ভক্ষতি বৃথা মাংসং স মহারৌরবং ব্রজেৎ। ৪৮ ॥
মৎস্যাংশ্চ কামতো জগ্ধা চোপবাসং বসেদ্দ্বিজঃ।
প্রায়শ্চিত্তং ততঃ কুর্য্যাৎ ততশ্চান্দ্রায়ণঞ্চরেৎ। ৪৯ ॥
কামতো ব্রাহ্মণো মৎস্যং ভুংক্তে যো জ্ঞান দুর্ব্বলঃ।
সোঽশুচিঃ সততং নন্দ হন্তি পুণ্যং পুরাকৃতং। ৫০ ॥
বিষ্ণোরুচ্ছিষ্ট ভোজী যো মৎস্যং মাংসং নখাদতি।
পদে পদেঽশ্বমেধস্য লভতে নিশ্চিতং ফলং। ৫১ ॥
একাদশীং যে কুর্ব্বন্তি কৃষ্ণ জন্মাষ্টমীব্রতং।
শতজন্ম কৃতাৎ পাপাৎ মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ। ৫২ ॥

এবং পতিভক্তি হীন যুবতীগণকেও দেহান্তে ঐরূপ নরক ভোগ করিতে হয়। ৪৬ ॥

যে বিপ্রগণ শালগ্রামশিলারূপী বিষ্ণুর চরণামৃত পান ও বিষ্ণুর প্রসাদ ভোজন করেন তাঁহারা তীর্থ সকলকে, বসুন্ধরাকে এবং একশত পূর্ব্ব পুরুষকে পবিত্র করিতে সক্ষম হন। ৪৭ ॥

বিপ্র যদি পিতৃ ও দেবগণকে মাংস নিবেদন করিয়া ভোজন করেন, তাঁহার পবিত্রভাব হানি হয় না কিন্তু বৃথামাংস ভোজন করিলে ব্রাহ্মণকে মহারৌরব নামক নরকে নিপতিত হইতে হয়। ৪৮ ॥

দ্বিজ ইচ্ছানুসারে মৎস্য ভোজন করিলে উপবাসী থাকিবে, তৎপরে তাহার প্রায়শ্চিত্ত ও চান্দ্রায়ণ করা কর্ত্তব্য। ৪৯ ॥

যে জ্ঞান দুর্ব্বল ব্রাহ্মণ ইচ্ছাপূর্ব্বক মৎস্য ভোজন করে সে অশুচি হয় এবং তাহার পূর্ব্বকৃত পুণ্যবল নষ্ট হইয়া যায়। ৫০ ॥

যে ব্যক্তি মৎস্য মাংস ভোজনে বিরত হইয়া কেবল বিষ্ণুর প্রসাদ ভোজন করে, পদে পদে তাহার অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হয়। ৫১ ॥

যদ্বাল্যে যচ্চ কৌমারে বার্দ্ধক্যে যচ্চ যৌবনে।
ভস্মীভূতানি কুর্ব্বন্তি পাতকানি কৃতানিচ। ৫৩॥
একাদশী দিনে ভুংক্তে কৃষ্ণ জন্মাষ্টমীব্রতে।
ত্রৈলোক্য জনিতং পাপং সোঽপি ভুংক্তে ন সংশয়ঃ।৫৪॥
আতুরে নিয়মো নস্যাদতি বৃদ্ধেচ বালকে।
ভক্ষস্য দ্বিগুণং দত্বা ব্রাহ্মণায় শুচির্ভবেৎ। ৫৫॥
যো ভুংক্তে শিবরাত্রৌচ শ্রীরাম নবমী দিনে।
উপবাসে সমর্থশ্চ স মহা রৌরবং ব্রজেৎ। ৫৬॥
কুহূ পূর্ণেন্দু সংক্রান্ত্যাং চতুর্দ্দশ্যষ্টমী স্থুচ।
নরশ্চাণ্ডাল যোনিঃস্যাৎ স্ত্রী তৈল মাংস সেবনাৎ। ৫৭॥
মৎস্যং মাংসং মসূরঞ্চ কাংশ্য পাত্রেচ ভোজনং।
আর্দ্রকং রক্ত সাকঞ্চ রবৌচ পরিবর্জ্জয়েৎ॥
অন্যথা নরকং যাতি কুম্ভীপাকং ন সংশয়ঃ। ৫৮॥

যাহারা একাদশী ব্রত ও শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী ব্রত করে, তাহারা নিঃসন্দেহ শত জন্ম কৃত পাপ হইতে মুক্তি লাভ করে। এমন কি তাহাদিগের বাল্যকালে কৌমারে যৌবনে বা বার্দ্ধক্যে যে সমস্ত পাপ আচরিত হইয়াছে তৎ সমুদয় ভস্মীভূত হইয়া যায় সন্দেহ নাই। ৫২। ৫৩॥

যে ব্যক্তি একাদশী দিনে ও শ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমী ব্রতে ভোজন করে, সে ত্রৈলোক্য জনিত পাপে সংলিপ্ত হয় সন্দেহ নাই। ৫৪॥

পীড়িত ব্যক্তি অতি বৃদ্ধ ও বালকের পক্ষে এই নিয়ম বিহিত নহে। ভক্ষ্য বস্তুর দ্বিগুণ বিপ্রকে প্রদান করিলে তাহারা শুদ্ধিলাভ করে। ৫৫॥

যে ব্যক্তি উপবাসে সমর্থ হইয়া শিবরাত্রি দিনে ও শ্রীরাম নবমী দিনে ভোজনকরে, সে দেহান্তে মহারৌরব নামক নরকে গমন করে। ৫৬॥

মানব অমাবস্যা পূর্ণিমা সংক্রান্তি চতুর্দ্দশী ও অষ্টমীতে স্ত্রী সম্ভোগ তৈল ম্রক্ষণ ও মাংস ভোজন করিলে চণ্ডাল যোনিতে জন্ম গ্রহণ করে।৫৭॥

মনুষ্য রবিবারে কাংস্যপাত্রে ভোজন এবং মৎস্য মাংস মসূর আর্দ্রক

রজস্বলান্নং বেশ্যান্নং মদিরান্নং ব্রজেশ্বর।
যো ভুংক্তে ব্রাহ্মণো দৈবাৎ বিড়্ভোজীস ভবেৎ ধ্রুবং।৫৯॥
যদহ্না কুরুতে কর্ম্ম ন তস্য ফল ভাগ্ ভবেৎ।
সো ভবেদশুচির্নিত্যং ভস্মান্তং তস্য সন্ততং। ৬০ ॥
নারী বেশ্যাপ্যভিজ্ঞেয়া চতুঃ পুরুষ গামিনী।
পাকেচ পিতৃদেবানামধিকারো ভবেন্নহি। ৬১ ॥
যদ্গ্রাম যাজিনামন্নং শূদ্র শ্রাদ্ধান্ন ভোজনং।
ভুক্বাচ নরকং যাতি যাবচ্চন্দ্র দিবাকরৌ। ৬২ ॥
শূদ্রাণাং শ্রাদ্ধ দিবসে তদন্নং ভুঞ্জতে দ্বিজাঃ।
কুম্ভীপাকেচ পচ্যন্তে যাবদ্বৈ ব্রহ্মণঃ শতং। ৬৩ ॥
যঃ শূদ্রেণাভ্যনুজ্ঞাতো ভুংক্তে শ্রাদ্ধ দিনেন্যতঃ।
সুরাপীতি সবিজ্ঞেয়ঃ সর্ব্ব ধর্ম্ম বহিষ্কৃতঃ। ৬৪ ॥

রক্তশাক ভোজন পরিত্যাগ করিবে, অন্যথা করিলে কুম্ভীপাক নরকে গমন করিতে হয় সন্দেহ নাই। ৫৮ ॥

ব্রজেশ্বর! যে ব্রাহ্মণ দৈবাৎ রজস্বলার অন্ন বেশ্যার অন্ন বা মদিরান্ন ভোজন করে সে নিশ্চয় বিষ্ঠা ভোজী বলিয়া গণ্য হয়। ৫৯ ॥

সেই ব্যক্তি যাবৎ ভস্মাবশিষ্ট না হয় তাবৎ সর্ব্বদা অশুচি থাকে সুতরাং সে দিনে দিনে যে কোন সৎ কার্য্যের অনুষ্ঠান করে তাহার ফল ভাগী হয় না। ৬০ ॥

যে নারী চতুঃপুরুষ গামিনী সে বেশ্যা বলিয়া গণনীয়া হয়। দৈব কর্ম্ম ও পিতৃ কর্ম্মের পাকে তাহার অধিকার নাই। ৬১ ॥

যে ব্যক্তি শূদ্র যাজীদিগের অন্ন এবং শূদ্রের শ্রাদ্ধান্ন ভোজন করে, সে দেহান্তে চন্দ্র সূর্য্যের স্থিতিকাল পর্য্যন্ত নরকে বাস করিয়া থাকে।৬২॥

যে দ্বিজগণ শূদ্রের শ্রাদ্ধ দিবসে সেই শূদ্রান্ন ভোজন করে তাহাদিগকে ব্রহ্মার আয়ুষ্কাল পর্য্যন্ত কুম্ভীপাক নরকে পতিত হইয়া বিষম যাতনা ভোগ করিতে হয়। ৬৩ ॥

অসিজীবী মসিজীবী দেবলো বৃষ বাহকঃ । ৬৫ ॥
শূদ্রাণাং শবদাহীচ যোহি শূদ্রাপতির্দ্বিজঃ ।
স শূদ্রবদ্বহিঃ কার্য্যঃ সর্ব্বস্মাৎ দ্বিজ কর্ম্মণঃ। ৬৬ ॥
সন্ধ্যাহীনোঽশুচি র্নিত্য মনর্হঃ সর্ব্ব কর্ম্মসু ।
যদাহ্না কুরুতে কর্ম্ম নতস্য ফল ভাগ্ ভবেৎ ।
বিষ্ণু পূজা বিহীনশ্চ বিপ্রশ্চণ্ডাল বদ্ ভবেৎ । ৬৭ ॥
নদী গর্ত্তেচ গর্ভেচ বৃক্ষমূল জলান্তিকে ।
দেবান্তিকে শস্য ভূমৌ পুরীষং নোৎসৃজেদ্বুধঃ । ৬৮ ॥
বল্মীক মুষিকোৎখাতাং মৃদমন্তর্জ্জলান্তথা ।
শৌচাবশিষ্টং গেহাচ্চ নদদ্যাল্লেপ সম্ভবাং । ৬৯ ॥
অন্তঃ প্রাণ্যবপল্লাঞ্চ হলোৎখাতাং ব্রজেশ্বর ।

যে ব্রাহ্মণ শূদ্রের শ্রাদ্ধদিন ভিন্ন অন্য দিবসেও শূদ্র কর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া তদগৃহে ভোজন করে, সে সর্ব্ব ধর্ম্ম বহিষ্কৃত ও সুরাপায়ীর তুল্য পাপাক্রান্ত হয। ৬৪ ॥

অসি জীবী মসী জীবি, দেবল, বৃষ বাহক, শূদ্রের শবদাহী ও শূদ্রাপতি ব্রাহ্মণ, শূদ্র তুল্য, সুতরাং তাহাকে সমস্ত দ্বিজ কর্ম্ম হইতে বহিষ্কৃত করিবে। ৬৫। ৬৬ ॥

সন্ধ্যাবন্দনা বিবর্জ্জিতবিপ্র, নিত্য অশুচি ও সমস্ত কর্ম্মে অযোগ্য, সুতরাং তৎ কর্ত্তৃক দিনে দিনে যে কোন কর্ম্ম আচরিত হয় সে তাহার ফল ভাগী হয না আর যে ব্রাহ্মণ বিষ্ণু পূজা বিহীন হয় সেও চণ্ডালবৎ গণ্য হইয়া থাকে। ৬৭ ॥

জ্ঞানী ব্যক্তি নদী গর্ভে নদীর গহ্বরে বৃক্ষ মূলে জল সমীপে দেবালয় নিকটে বা শস্য ভুমিতে কদাচ বিষ্ঠা ত্যাগ করিবে না। ৬৮ ॥

পুরীষ ত্যাগের পর শৌচার্থ বল্মীক মৃত্তিকা, মূষিকোৎখাত মৃত্তিকা, অন্তর্জলস্থ মৃত্তিকা ও গৃহে লেপ সম্ভব মৃত্তিকা গ্রহণ করা বিজ্ঞ ব্যক্তির কর্ত্তব্য নহে। ৬৯ ॥

আলবালোত্থিতাঞ্চৈব শস্যক্ষেত্রোত্থিতাং তথা। ৭০ ॥
বৃক্ষমূলোত্থিতাং নন্দ নদীগর্ভোত্থিতাং তথা।
পরিত্যজেন্মৃদস্ত্বেতাঃ সকলাঃ শৌচ সাধনে। ৭১ ॥
কুষ্মাণ্ড ঘাতিকা যা স্ত্রী দীপ নির্ব্বাপণঃ পুমান্।
সপ্ত জন্ম ভবেদ্রোগী দরিদ্রো জন্ম জন্মনি। ৭২ ॥
প্রদীপং শিবলিঙ্গঞ্চ শালগ্রামং মণিন্তথা।
প্রতিমাং যজ্ঞসূত্রঞ্চ সুবর্ণং শঙ্খ মেবচ। ৭৩ ॥
হীরকঞ্চ তথা মুক্তাং গোমূত্রং গোময়ং ঘৃতং।
শালগ্রামশিলা তোয়ং ভূমৌ ত্যক্ত্বা ব্রজে দধঃ। ৭৪ ॥
দরিদ্র কৃপণঃ কুষ্ঠী বংশহীনোপ্যভার্য্যকঃ।
ভূমিহীনঃ প্রজাহীনো বন্ধুহীনশ্চ কুৎসিতঃ। ৭৫ ॥
অন্ধঃ পঙ্গুর্ব্বধিমশ্চ খঞ্জনশ্চাঙ্গহীনকঃ।
ভবেৎ ক্রমেণ পাপীশোপেতান্ ভূমৌ ত্যজেত্তু যঃ। ৭৬॥

ব্রজেশ্বর! বিজ্ঞ ব্যক্তি শৌচ সাধনার্থ প্রাণি মধ্যগত মৃত্তিকা হলোৎখাত মৃত্তিকা আলবালোত্থিত মৃত্তিকা শস্য ক্ষেত্র হইতে উত্থিত মৃত্তিকা বৃক্ষমূলোত্থিত মৃত্তিকা ও নদীগর্ভ হইতে উত্থিত মৃত্তিকা গ্রহণ করিবে না, এই সমস্ত মৃত্তিকা শৌচ সাধনে পরিত্যাজ্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে ৭০।৭১॥

যে স্ত্রী কুষ্মাণ্ড চ্ছেদন করে এবং যে পুরুষ দীপ নির্ব্বাণ করে, তাহারা সপ্ত জন্ম রোগী ও জন্মে জন্মে দরিদ্র হয়। ৭২ ॥

যে ব্যক্তি প্রদীপ, শিবলিঙ্গ, শালগ্রামশিলা, মণি, দেব প্রতিমা, যজ্ঞসূত্র, সুবর্ণ, শঙ্খ, হীরক, মুক্তা, গোমূত্র, গোময়, ঘৃত ও শালগ্রামশিলারূপী বিষ্ণুর চরণোদক ভূতলে স্থাপন করে তাহার অধঃপতন অপরিহার্য্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। ৭৩। ৭৪ ॥

আর যে ব্যক্তি ঐ সমুদয় বস্তু ভূমিতলে ক্ষেপণ করে সেই পাপী যথাক্রমে দরিদ্র, কৃপণ, কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত, বংশহীন, ভার্য্যাহীন, ভূমি হীন,

দিবসে সন্ধ্যয়োর্নিদ্রাং স্ত্রী সম্ভোগং করোতি যঃ।
সপ্ত জন্ম ভবেদ্রোগী দরিদ্রঃ সপ্ত জন্মসু। ৭৭ ॥
উদিতে জগতাং নাথে যঃ কুর্য্যাদ্দন্ত ধাবনং।
স পাপিষ্ঠঃ কথং ব্রূতে পূজয়ামি জনার্দ্দনং। ৭৮ ॥
মৃদ্ভস্ম গোধকৃৎ পিণ্ডৈ স্তথা বালুকয়া পিবা।
কৃত্বা লিঙ্গং সকৃৎ পূজ্য বসেৎ কল্প শতং দিবি। ৭৯ ॥
সহস্র পূজনাৎ সোপি লভতে বাঞ্ছিতং ফলং।
লক্ষঞ্চ পূজয়েৎ যস্তু শিবত্বং লভতে ধ্রুবং। ৮০ ॥
জীবন্মুক্তো ভবেদ্বিপ্রো লিঙ্গ মভ্যর্চ্চয়েত্তু যঃ।
শিব পূজা বিহীনশ্চ ব্রাহ্মণো নরকং ব্রজেৎ। ৮১ ॥
মৎ পূজিতং প্রিয়তরং শিবং নিন্দতি যে জনাঃ।
পচ্যন্তে নিরয়ে তাবৎ যাবদ্বৈ ব্রহ্মণঃ শতং। ৮২ ॥

প্রজাহীন, বন্ধুহীন, কদাকার, অন্ধ, পঙ্গু, বঙ্কিম, খঞ্জ ও অঙ্গহীন, হইয়া অশেষ যাতনা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ৭৫। ৭৬ ॥

যে ব্যক্তি দিবা ভাগে বা উভয় সন্ধ্যাকালে নিদ্রিত হয় কিম্বা স্ত্রী সম্ভোগ করে তাহাকে সপ্ত জন্ম রোগী ও সপ্ত জন্ম দরিদ্র হইতে হয়।৭৭॥

জগৎপতি সূর্য্য উদিত হইলে যে দন্ত ধাবন করে সেই পাপিষ্ঠ কিরূপে বলিবে যে আমি ভগবান্ জনার্দ্দনের পূজা করিয়া থাকি। ৭৮ ॥

যে ব্যক্তি মৃত্তিকা ভস্ম গোময়পিণ্ড বা বালুকা দ্বারা শিব লিঙ্গ প্রস্তুত করিয়া একবার শিব পূজা করে, তাহার শত কল্প স্বর্গ বাস হয়। ৭৯ ॥

মনুষ্য ঐরূপে সহস্র শিব লিঙ্গ পূজা করিলে বাঞ্ছিত ফল লাভ করে এবং লক্ষ শিবলিঙ্গ পূজা করিলে শিবত্ব লাভে সক্ষম হয়। ৮০ ॥

যে ব্রাহ্মণ শিব লিঙ্গ পূজা করেন,তিনি জীবন্মুক্ত হন, আর যে ব্রাহ্মণ শিবপূজা বিহীন হয় সে দেহান্তে নরকে গমন করিয়া থাকে। ৮১ ॥

যে মূঢ় জনগণ মৎ পূজিত প্রিয়তর দেবাদিদেবের নিন্দা করে তাহাদিগকে ব্রহ্মার আয়ুষ্কাল পর্য্যন্ত ঘোর নরকে বাস করিয়া দারুণ যাতনা ভোগ করিতে হয়। ৮২ ॥

পূজিতে শিবলিঙ্গঞ্চ যদিস্যাৎ কেশ বালুকা।
স মহান্ধো বালুকয়া কেশেন যবনো ভবেৎ। ৮৩ ॥
ক্ষুদ্রে দরিদ্রঃ কৃপণো ব্যাধিঃস্যাৎ কুৎসিতে তথা।
সর্ব্ব নির্ম্মাণ হীনস্যাৎ জায়তে নীচ যোনিষু। ৮৪ ॥
সর্ব্বেষু প্রিয়পাত্রেষু ব্রাহ্মণাশ্চ মম প্রিয়ঃ।
ব্রাহ্মণাচ্চ প্রিয়া লক্ষ্মীঃ সন্ততং বক্ষসি স্থিতা। ৮৫ ॥
ততোঽধিকা প্রিয়া রাধা প্রিয়া ভক্তা স্ততোধিকা।
ততোধিকঃ শঙ্করো মে নাস্তি মে শঙ্করাৎ প্রিয়ঃ। ৮৬ ॥
মহাদেব মহাদেব মহাদেবেতি বাদিনঃ।
পশ্চাদ্যামি বসংত্রস্তে নাম শ্রবণ লোভতঃ। ৮৭ ॥
মনোমে ভক্তি মূলেচ প্রাণা রাধাত্মিকা ধ্রুবং।
আত্মা মে শঙ্কর স্থানং শিবঃ প্রাণাধিকশ্চ মে। ৮৮ ॥

যদি কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক পূজিত শিব লিঙ্গে কেশ বালুকা বিদ্যমান থাকে তাহা হইলে সেই মোহান্ধ ব্যক্তি তন্নিবন্ধন জন্মান্তরে যবন হইয়া জন্ম গ্রহণ করে। ৮৩ ॥

শিবলিঙ্গ ক্ষুদ্র হইলে সাধক দরিদ্র ও কৃপণ, কুৎসিত হইলে ব্যাধি এবং সর্ব্ব নির্ম্মাণ বিহীন হইলে নীচ যোনিতে সঞ্জাত হয়। ৮৪ ॥

ব্রজেশ্বর! আমার সমস্ত প্রিয় পাত্রের মধ্যে ব্রাহ্মণ প্রিয়, ব্রাহ্মণ অপেক্ষা মদীয় বক্ষঃস্থল বাসিনী লক্ষ্মী প্রিয়া ও লক্ষ্মী অপেক্ষা রাধিকা প্রিয়া; কিন্তু ভক্ত ততোধিক প্রিয়; আবার ভক্ত অপেক্ষা শঙ্কর আমার প্রিয়; ফলতঃ শঙ্কর অপেক্ষা আমার প্রিয় কেহই নাই। ৮৫। ৮৬॥

যাঁহারা সর্ব্বদা মহাদেব মহাদেব এই নাম উচ্চারণ করেন আমি নাম শ্রবণ লোভে তাঁহাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিয়া থাকি। ৮৭ ॥

আমার মন ভক্তি মূলে প্রাণ সমুদয় রাধিকাতে ও আত্মা শঙ্কর স্থানে সতত বিদ্যমান রহিয়াছে, সুতরাং শিব আমার প্রাণাধিক বলিয়া যে গণ্য আছেন তাহার সন্দেহ মাত্র নাই। ৮৮ ॥

আদ্যা নারায়ণী শক্তিঃ সৃষ্টি স্থিত্যন্তকারিণী।
করোতিচ যয়া সৃষ্টিং যয়া ব্রহ্মাদি দেবতাঃ। ৮৯ ॥
যয়া জয়তি বিশ্বঞ্চ যয়া সৃষ্টিঃ প্রজায়তে।
যয়া বিনা জগন্নাস্তি ময়া দত্তা শিবায় সা। ৯০ ॥
দয়া নিদ্রা ক্ষুধা তৃপ্তিঃ তৃষ্ণা শ্রদ্ধা ক্ষমা ধৃতিঃ।
তুষ্টিঃ পুষ্টি স্তথা শান্তি র্লজ্জাধি দেবতাহি সা। ৯১ ॥
বৈকুণ্ঠে সা মহা সাধ্বী গোলোকে রাধিকা সতী।
মর্ত্য লক্ষ্মীশ্চ ক্ষীরোদে দক্ষকন্যা সতীচ সা। ৯২ ॥
সা দুর্গা মেনকা কন্যা দৈন্যা দুর্গতি নাশিনী।
স্বর্গলক্ষ্মীশ্চ দুর্গা সা শক্রাদীনাং গৃহে গৃহে। ৯৩ ॥
সা বাণী সাচ সাবিত্রী বিপ্রাধিষ্ঠাতৃ দেবতা।
বহ্নৌ সা দাহিকাশক্তিঃ প্রভাশক্তিশ্চ ভাস্করে। ৯৪ ॥

যে আদ্যা নারায়ণী শক্তি সৃষ্টি স্থিতি বিনাশ কারিণী, সৃষ্টি কর্ত্তা যে শক্তি দ্বারা সৃষ্টি কার্য্যে প্রবৃত্ত হন, ব্রহ্মাদি দেবগণ যে শক্তি দ্বারা সৃষ্ট হইয়াছেন, যে শক্তি দ্বারা বিশ্ব সৃস্ট ও বিজিত হয় এবং যে শক্তি ভিন্ন জগতের স্থিতি হইতে পারে না, আমি শিবকে সেই শক্তি প্রদান করিয়াছি। ৮৯। ৯০ ॥

সেই আদ্যা নারায়ণী শক্তি দয়া নিদ্রা ক্ষুধা তৃষ্ণা তৃপ্তি শ্রদ্ধা ক্ষমা ধৃতি তুষ্টি পুষ্টি শান্তি লজ্জা ও অধিদেবতা বলিয়া নির্দ্দিষ্টা আছেন।৯১॥

তিনি বৈকুণ্ঠধামে মহাসাধ্বী মহালক্ষ্মী, গোলোকধামে রাধিকা সতী ও ক্ষীরোদে মর্ত্ত্যলক্ষ্মী স্বরূপা, আবার তিনি দক্ষ কন্যা রূপে অবতীর্ণা হইয়া দাক্ষায়ণী নামে প্রসিদ্ধা হইয়াছেন। ৯২ ॥

তিনি মেনকা কন্যা দৈন্য দুর্গতিনাশিনী দুর্গা এবং তিনিই স্বর্গলক্ষ্মী রূপে ইন্দ্রাদি দেবগণের গৃহে গৃহে অধিষ্ঠিতা রহিয়াছেন। ৯৩ ॥

তিনি সাবিত্রী বাণী বিপ্রাধিষ্ঠাত্রী দেবী বহ্নি ও দাহিকা শক্তি এবং তিনিই প্রভাকরে প্রভাশক্তি স্বরূপা বলিয়া কথিতা হন। ৯৪ ॥

শোভাশক্তিঃ পূর্ণচন্দ্রে জলেশক্তিশ্চ শীতলা।
শস্য প্রসূতা শক্তিশ্চ ধারণাচ ধরাসু সা। ৯৫ ॥
ব্রহ্মণ্যশক্তির্ব্বিপ্রেষু দেবশক্তিঃ সুরেষু সা।
তপস্বিনাং তপস্যা সা গৃহিণাং গৃহদেবতা। ৯৬ ॥
মুক্তিঃ শক্তিশ্চ মুক্তানামাশাসাংসারিকস্য সা।
মদ্ভক্তানাং ভক্তিশক্তি র্ম্ময়ি ভক্তি প্রদা সদা। ৯৭ ॥
নৃপাণাং রাজলক্ষ্মীশ্চ বণিজাং লভ্য রূপিণী।
পারে সংসারসিন্ধূনাং ত্রয়ীতত্ত্বাব তারিণী। ৯৮ ॥
সৎসু সদ্বুদ্ধি রূপাসা মেধাশক্তি স্বরূপিণী।
ব্যাখ্যাশক্তিঃ শ্রুতৌ শাস্ত্রে দাতৃশক্তিশ্চ দাতৃষু। ৯৯ ॥
ক্ষত্রাদীনাং বিপ্রশক্তিঃ পতিভক্তিঃ সতীষুচ।
এবং রূপাচ যা শক্তি র্ম্ময়া দত্তা শিবায় সা। ১০০ ॥

তিনি পূর্ণচন্দ্রে শোভাশক্তি জলে শীতলাশক্তি ও ধরাতে শস্য প্রসূতা ও ধারণা শক্তি স্বরূপা। ৯৫ ॥

তিনি বিপ্রগণে ব্রহ্মণ্য শক্তি, দেবগণে দেব শক্তি তপস্বীগণের তপস্যা ও গৃহিগণের গৃহ দেবতা রূপে বিরাজ মানা আছেন। ৯৬ ॥

যাঁহাকে মুক্তমহাত্মাদিগের মুক্তি শক্তি, সাংসারিকগণের আশারূপা এবং মদ্ভক্তগণের আমাতে সদা ভক্তি দায়িনী ভজন শক্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। ৯৭ ॥

তিনি নৃপগণের রাজলক্ষ্মী বণিকগণের লভ্য রূপিণী ও সংসার সাগর পারে তত্ত্বাবতারিণী ত্রয়ী রূপা বলিয়া নির্দ্দিষ্টা আছেন। ৯৮ ॥

তিনি সাধুগণে সদ্বুদ্ধি ও মেধাশক্তি স্বরূপা, বেদশাস্ত্রে ব্যাখ্যা শক্তি ও দাতৃগণে দাতৃ শক্তি বলিয়া কথিতা হন। ৯৯ ॥

আর তিনি ক্ষত্রাদিতে বিপ্র শক্তি ও সাধ্বীগণে পতি ভক্তি স্বরূপা। এবম্বিধা যে শক্তি আমি সেই শক্তি শিবকে প্রদান করিয়াছি। ১০০ ॥

এবন্তে কথিতং সর্ব্বং কিম্ভূয়ঃ শ্রোতু মিচ্ছসি।
প্রশ্নং করোষি যদ্‌যন্মাং তৎ সর্ব্বং কথয়ামি তে। ১০১ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ সম্বাদে শ্রীকৃষ্ণ জন্মখণ্ডে ভগবন্নন্দ সম্বাদে পঞ্চসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

এই আমি তোমার নিকটে সমস্ত বর্ণন করিলাম, এক্ষণে তোমার আর যাহা যাহা শ্রবণ করিতে বাসনা থাকে বল, আমি তোমার নিকট তৎ-সমুদয় কীর্ত্তন করিতেছি। ১০১ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ সম্বাদে শ্রীকৃষ্ণ জন্মখণ্ডে ভগবন্নন্দসম্বাদে পঞ্চসপ্ততিতম অধ্যায় সম্পূর্ণ।

ষট্‌সপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

নন্দ উবাচ।

যেষাঞ্চ দর্শনে পুণ্যং পাপঞ্চ যস্য দর্শনে।
তৎ সর্ব্বং বদ সর্ব্বেশ শ্রোতুং কৌতূহলং মম। ১॥

ভগবানুবাচ।

সুব্রাহ্মণানাং তীর্থানাং বৈষ্ণবানাঞ্চ দর্শনে।
দেবতা প্রতিমানাঞ্চ তীর্থ স্নায়ী ভবেন্নরঃ। ২॥
সূর্য্যস্য দর্শনে ভক্ত্যা সতীনাং দর্শনে তথা।
সন্ন্যাসিনাং যতীনাঞ্চ তথৈব ব্রহ্মচারিণাং। ৩॥
ভক্ত্যা গবাঞ্চ বহ্নীনাং গুরূণাঞ্চ বিশেষতঃ।
গজেন্দ্রাণাঞ্চ সিংহানাং শ্বেতাশ্বানাং তথৈবচ। ৪॥
শুকানাঞ্চ পিকানাঞ্চ খঞ্জনানাং তথৈবচ।
হংসানাং ময়ূরাণাঞ্চ সাচানাং শঙ্খ পক্ষিণাং। ৫॥

নন্দ কহিলেন হে সর্ব্বেশ্বর! যে সমস্ত ব্যক্তির দর্শনে পুণ্য সঞ্চার এবং যাহাদিগের দর্শনে পাপস্পর্শ হয় তাহা শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত কৌতূহল উপস্থিত হইতেছে। অতএব তুমি তৎসমুদায় আমার নিকট কীর্ত্তন কর। ১॥

ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন ব্রজরাজ! সুব্রাহ্মণ তীর্থ বৈষ্ণব ও দেব-প্রতিমা সকল দর্শন করিলে মানব তীর্থ স্নানের ফল লাভ করে। ২॥

মানব ভক্তি যোগে সূর্য্য সাধ্বীনারী সন্ন্যাসী যতিও ব্রহ্মচারীদিগকে দর্শন করিলে নিষ্পাপ হয়। ৩॥

ভক্তি যোগে গো বহ্নি বিশেষতঃ গুরু গজেন্দ্র সিংহ ও শ্বেতাশ্ব সমুদয় দর্শন করিলে মনুষ্যের পাপ মোচন হইয়া থাকে। ৪॥

শুক কোকিল খঞ্জন হংস ময়ূর সাচ ও শঙ্খ পক্ষীদিগকে দর্শন করিলে মনুষ্যের পাপ ধ্বংস হইয়া যায়। ৫॥

বৎস প্রযুক্তা ধেনূনামশ্বত্থানাং তথৈবচ।
পতি পুত্রবতীনাঞ্চ নারীণাং তীর্থ যাযিনাং। ৬॥
প্রদীপানাং স্নুবর্ণানাং মণীনাঞ্চ বিশেষতঃ।
মুক্তানাং হীরকানাঞ্চ মাণিক্যানাং মহাশয়। ৭॥
তুলসী শুক্ল পুষ্পাণাং দর্শনং পাপ নাশনং।
ফলানি শুক্লধান্যানি দধি ঘৃত মধূনিচ। ৮॥
পূর্ণকুম্ভঞ্চ লাজাঞ্চ রাজেন্দ্রং দর্পণং জলং।
মালাঞ্চ শুক্ল পুষ্পাণাং দৃষ্টা পুণ্যং লভেন্নরঃ। ৯॥
গোরোচনাঞ্চ কর্পূরং রজতঞ্চ সরোবরং।
পুষ্পোদ্যানং পুষ্পিতঞ্চ দৃষ্টা পুণ্যং লভেন্নরঃ। ১০॥
শুক্লপক্ষস্য চন্দ্রঞ্চ পীযূষং চন্দনন্তথা।
কস্তূরী কুঙ্কুমং দৃষ্টা নন্দ পুণ্যং লভেন্নরঃ। ১১॥
পতাকামক্ষয়বটং তরুং দেবার্পিতং শুভং।
দেবালয়ং দেবখাতং দৃষ্টা পুণ্যং লভেন্নরঃ। ১২॥

যে ব্যক্তি ভক্তি পূর্ব্বক সবৎসা ধেনু অশ্বত্থ বৃক্ষ পতি পুত্রবতী নারী ও তীর্থ যাত্রীদিগকে দর্শন করে, সে পাপ শূন্য হইতে পারে। ৬॥

মহাশয়! প্রদীপ সুবর্ণ বিশেষতঃ মণি মুক্তা হীরক ও মাণিক্য সমুদায় দর্শন করিলে মানব পাপ হইতে বিমুক্ত হয়। ৭॥

তুলসী শুক্লপুষ্প, ফল, শুক্লধান্য, দধি, ঘৃত ও মধু দর্শন করিলে মনুষ্যের পাপ ক্ষয় হয়। ৮।

আর মানব পূর্ণ কুম্ভ লাজ রাজেন্দ্র দর্পণ জল ও শুক্লপুষ্পমালা দর্শন করিয়া পুণ্য লাভে সক্ষম হইয়া থাকে। ৯॥

গোরোচনা কর্পূর রজত সরোবর ও পুষ্পিতপুষ্পোদ্যান দর্শন করিলে মনুষ্যের পুণ্যের সঞ্চার হয়। ১০।

শুক্ল পক্ষের চন্দ্র, পীযূষ, চন্দন, কস্তূরী ও কুঙ্কুম দর্শন করিলে মনুষ্য পুণ্য লাভ করিতে পারে। ১১॥

দেবাশ্রিতং শুভঘটং সুগন্ধি পবনং তথা।
শঙ্খঞ্চ দুন্দুভিং দৃষ্ট্বা সদ্যঃ পুণ্যং লভেন্নরঃ। ১৩॥
শুক্তিং প্রবালং রুদ্রাক্ষং স্ফটিকং কুশ মূলকং।
গঙ্গামৃদং কুশং তাম্রং দৃষ্ট্বা পুণ্যং লভেন্নরঃ। ১৪॥
পুরাণ পুস্তকং শুদ্ধং সবীজং বিষ্ণু যন্ত্রকং।
স্নিগ্ধ দূর্ব্বাক্ষতং রত্নং দৃষ্ট্বা পুণ্যং লভেন্নরঃ। ১৫॥
তপস্বিনাং স্নিগ্ধমন্ত্রং সমুদ্রং কৃষ্ণসারকং।
যজ্ঞং মহোৎসবং দৃষ্ট্বা সপুণ্যং লভতে নরঃ। ১৬॥
গোমূত্রং গোময়ং দুগ্ধং গোধূলিং গোষ্ঠ গোষ্পদং।
পক্কশস্যান্বিতং ক্ষেত্রং দৃষ্ট্বা পুণ্যং লভেন্নরঃ। ১৭॥
রুচিরাং পদ্মিনীং শ্যামাং ন্যগ্রোধপরিমণ্ডলাং।
সুবেশকাং সুবসনাং দিব্য ভূষণ ভূষিতাং। ১৮॥

পতাকা, দেবার্পিত অক্ষয় বট বৃক্ষ, শুভ দেবালয় ও দেবখাত দর্শনে মনুষ্য পুণ্যলাভ করে। ১২॥

দেবাশ্রিত শুভঘট দর্শন, সুগন্ধি সমীরণ সেবন ও শঙ্খ দুন্দুভির বাদ্য শ্রবণ করিলে মনুষ্য সদ্য পুণ্য লাভ করিতে পারে। ১৩॥

শুক্তি প্রবাল রুদ্রাক্ষ স্ফটিক কুশমূল গঙ্গামৃত্তিকা কুশ ও তাম্র দর্শন করিলে মনুষ্যের পুণ্য লাভ হয়। ১৪॥

শুদ্ধ পুরাণপুস্তক সবীজ বিষ্ণুযন্ত্র স্নিগ্ধ দূর্ব্বা আতপতণ্ডুল ও রত্ন দর্শনে মনুষ্য পুণ্যলাভ করিতে পারে। ১৫॥

তপস্বিগণের কৃষ্ণসাধনমুদ্রাসমন্বিত স্নিগ্ধ মন্ত্র শ্রবণ এবং যজ্ঞ ও মহোৎসব দর্শন করিলে মনুষ্যের পুণ্য সঞ্চয় হয়। ১৬॥

গোমূত্র গোময় দুগ্ধ গোধূলি গোষ্ঠে গোপদ চিহ্ন ও পক্ক শস্য যুক্ত ক্ষেত্র দর্শন করিয়া মানব পুণ্য লাভে সক্ষম হইয়া থাকে। ১৭॥

দিব্যাভরণ বিভূষিতা সুবেশা সুবদনা ন্যগ্রোধপরিমণ্ডলা অর্থাৎ সুশ্রী শ্যামা পদ্মিনী নারীকে দর্শন করিলে মনুষ্য পুণ্য লাভ করে। ১৮॥

বেশ্যাং ক্ষেমঙ্করীং গন্ধং স দূর্ব্বাক্ষত তণ্ডুলং।
সিদ্ধান্নং পরমান্নঞ্চ দৃষ্ট্বা পুণ্যং লভেন্নরঃ। ১৯ ॥
কার্ত্তিক্যাং পূর্ণিমায়াঞ্চ রাধিকা প্রতিমাং শুভাং।
সংপূজ্য দৃষ্ট্বা নত্বাচ করোতি জন্ম খণ্ডনং। ২০ ॥
হিঙ্গুলায়াং তথাষ্টম্যাং মাঘেমাসি সিতে শুভে।
শ্রীদুর্গা প্রতিমাং দৃষ্ট্বা করোতি জন্ম খণ্ডনং। ২১ ॥
শিবরাত্রৌ চ কাশ্যাঞ্চ বিশ্বনাথস্য দর্শনং।
কৃত্বোপবাসং পূজাঞ্চ করোতি জন্ম খণ্ডনং। ২২ ॥
জন্মাষ্টমী দিনে ভক্তো দৃষ্ট্বা মাং বিন্ধ্যমাধবং।
প্রণম্য পূজাং কৃত্বাচ করোতি জন্ম খণ্ডনং। ২৩ ॥
পৌষেমাসি কুহূরাত্রৌ যত্র যত্র স্থলে নরঃ।
পদ্মায়াঃ প্রতিমাং দৃষ্ট্বা করোতি জন্ম খণ্ডনং।
সপ্ত জন্ম ভবেদ্ যস্য পুত্রপৌত্রো ধনেশ্বরঃ। ২৪ ॥

ক্ষেমঙ্করী বেশ্যা গন্ধ ও অক্ষত তণ্ডুলযুক্ত দূর্ব্বা সিদ্ধান্ন এবং পরমান্ন দর্শন করিলে মনুষ্যের পুণ্য লাভ হয়। ১৯ ॥

যদি মানব কার্ত্তিকী পূর্ণিমাতে শুভময়ী রাধিকাপ্রতিমা পূজা করিয়া সেই মূর্ত্তি দর্শন পূর্ব্বক প্রণাম করে তাহাহইলে সেই ব্যক্তিকে পুনর্ব্বার সংসারে জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না। ২০ ॥

যে ব্যক্তি মাঘ মাসীয় শুক্লা শুভ অষ্টমীতে হিঙ্গুলাতে শ্রীদুর্গা প্রতিমা দর্শন করে, সে সংসার হইতে মুক্তি লাভে সক্ষম হয়। ২১ ॥

কাশীধামে শিবরাত্রি দিনে উপবাস করিয়া বিশ্বেশ্বর দর্শন করিলে মানবকে আর ইহলোকে জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না। ২২ ॥

যে ভক্ত জন্মাষ্টমী দিনে বিন্ধ্যমাধব রূপী আমাকে দর্শন প্রণাম ও আমার পূজা করে, মৎ প্রসাদে সে অনায়াসে সংসার হইতে নিস্তার পাইয়া থাকে। ২৩ ॥

পৌষ মাসীয় অমাবস্যার রাত্রিতে মানব যে কোন স্থানে কমলার

উপোষ্যৈকাদশীং স্নাত্বা প্রভাতে দ্বাদশী দিনে।
দৃষ্ট্বা কাশ্যামন্নপূর্ণাং করোতি জন্ম খণ্ডনং। ২৫ ॥
চৈত্রেমাসি চতুর্দ্দশ্যাং কাম রূপেষু পুণ্যদে।
দৃষ্ট্বা নত্বা ভদ্রকালীং করোতি জন্ম খণ্ডনং। ২৬ ॥
অযোধ্যায়াঞ্চ রামং মাং শ্রীরামনবমী দিনে।
সংপূজ্য নত্বা দৃষ্ট্বাচ করোতি জন্ম খণ্ডনং। ২৭ ॥
দত্বা বিষ্ণুপদে পিণ্ডং বিষ্ণুং যশ্চ প্রপূজয়েৎ।
পিতৄংং স্বাত্মনশ্চৈব করোতি জন্ম খণ্ডনং। ২৮ ॥
প্রয়াগে মুণ্ডনং কৃত্বা দানঞ্চ কুরুতে যদি।
উপোষ্য নৈমিষারণ্যে করোতি জন্ম খণ্ডনং। ২৯ ॥
উপোষ্য পুষ্করে স্নাত্বা কিংবা বদরিকাশ্রমে।
স পূজ্য দৃষ্ট্বা মামেব করোতি জন্ম খণ্ডনং। ৩০ ॥

প্রতিমূর্ত্তি দর্শন করে, তাহাতেই সে ইহলোক হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারে এবং তাহার পুত্র পৌত্রাদি সপ্ত জন্ম ধনবান হয়। ২৪ ।

যে ব্যক্তি পৌষমাসীয় একাদশীতে উপবাসী থাকিয়া দ্বাদশী দিনে প্রভাতে স্নান পূর্ব্বক কাশীতে অন্নপূর্ণা দর্শন করে তাহাকে আর ইহ-লোকে জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না। ২৫ ॥

যে ব্যক্তি পুণ্যপ্রদ কামরূপে চৈত্র মাসীয় চতুর্দ্দশীতে ভদ্রকালীকে দর্শন ও প্রণাম করে, সেই ব্যক্তি সংসার হইতে বিমুক্ত হয়। ২৬ ॥

অযোধ্যাধামে শ্রীরাম নবমী দিনে মদীয় রাম মূর্ত্তি দর্শন ও প্রণাম করিলে মানবকে ইহলোকে জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না। ২৭ ॥

যে ব্যক্তি গয়াধামে বিষ্ণুপাদপদ্মে পিণ্ড দান ও বিষ্ণুর পূজা করে সে আপনাকে ও পিতৃগণকে সংসার হইতে উদ্ধার করিতে সক্ষম হয়। ২৮ ॥

যদি মানব প্রয়াগে মুণ্ডন ও নৈমিষারণ্যে উপোষিত হইয়া দান করে, তাহা হইলে তাহার ভব জন্ম খণ্ডন হইয়া যায়। ২৯ ॥

যে ব্যক্তি উপোষিত হইয়া পুষ্কর তীর্থে বা বদরিকাশ্রমে স্নান পূর্ব্বক

সিদ্ধং কৃত্বা তু বদরীং ভুংক্তে বদরকাননে।
দৃষ্টা মাং প্রতিমাং নন্দ করোতি জন্ম খণ্ডনং। ৩১ ॥
দোলায়মানং গোবিন্দং পুণ্যে বৃন্দাবনেচ মাং।
দৃষ্টা সংপুজ্য নত্বা চ করোতি জন্ম খণ্ডনং। ৩২ ॥
ভাদ্রে দৃষ্টাচ মঞ্চস্থং মামেব মধুসূদনং।
সংপূজ্য নত্বা ভক্তশ্চ করোতি জন্ম খণ্ডনং। ৩৩ ॥
রথস্থঞ্চ জগন্নাথং কলৌ দৃক্ষতি যো নরঃ।
সংপূজ্য নত্বা ভক্তশ্চ করোতি জন্ম খণ্ডনং। ৩৪ ॥
উত্তরায়ণ সংক্রান্ত্যাং প্রয়াগে স্নান মাচরেৎ।
সংপূজ্য নত্বা মামেব করোতি জন্ম খণ্ডনং। ৩৫ ॥
কার্ত্তিকী পূর্ণিমায়াঞ্চ দৃষ্টা মৎ প্রতিমাং শুভাং।
উপোষ্য পূজাং কৃত্বাচ করোতি জন্ম খণ্ডনং। ৩৬ ॥

আমার মূর্ত্তি দর্শন ও আমার পূজা করে সে সংসার হইতে বিমুক্ত হয়।৩০॥

ব্রজরাজ! যে মানব বদর কাননে মদীয় প্রতিমূর্ত্তি দর্শন পূর্ব্বক বদরীফল সিদ্ধ করিয়া ভোজন করে তাহার ভব বন্ধন মোচন হয়। ৩১ ॥

যে ব্যক্তি পবিত্র বৃন্দাবনে মদীয় গোবিন্দ মূর্ত্তিকে দোলায়মান দর্শন করিয়া সেই মূর্ত্তির পূজা ও তাঁহাকে প্রণাম করে তাহাকে আর সংসারে জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না। ৩২ ॥

যে ভক্ত ভাদ্র মাসে মদীয় মধুসূদন মূর্ত্তি দর্শন পূর্ব্বক সেই মূর্ত্তির পূজা করিয়া তাঁহাকে প্রণাম করে, সে সংসার জন্ম হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারে। ৩৩ ॥

যে ভক্ত কলিযুগে মদীয় রথস্থ জগন্নাথ মূর্ত্তিকে দর্শন করিয়া তাঁহার পূজা ও তাঁহাকে প্রণাম করে, সেই ব্যক্তির ভবজন্ম খণ্ডন হইয়া যায়।৩৪॥

যে ব্যক্তি উত্তরায়ণ সংক্রান্তিতে প্রয়াগে স্নান করিয়া আমার পূজা ও আমাকে প্রণাম করে, তাহাকে আর পুনর্জন্ম গ্রহণ করিতেহয় না। ৩৫ ॥

যে মানব কার্ত্তিকী পূর্ণিমাতে উপোষিত হইয়া মদীয় মঙ্গলময়ী প্রতিমা

চন্দ্রভাগা সমীপেচ সার্ঘ্যঞ্চ মাং নয়েৎ শনৈঃ।
রাধয়া সহ মাং দৃষ্টা করোতি জন্ম খণ্ডনং। ৩৭ ॥
রামেশ্বরং সেতু বন্ধে আষাঢ়ী পূর্ণিমা দিনে।
উপোষ্য দৃষ্টা সংপূজ্য করোতি জন্মনঃ ক্ষয়ং। ৩৮ ॥
স্বর্গ বিদ্যাধরী রাত্রৌ নৃত্যতীচ মুহুর্মুহুঃ।
প্রণামং কর্ত্তুমীশন্তং সমায়াতি বিভীষণঃ।
গায়ন্তি কিন্নরা রাত্রৌ গন্ধর্ব্বাশ্চ মনোহরং। ৩৯ ॥
দীননাথং দিনকরং কোণার্দ্ধে চোত্তরায়ণে।
উপোষ্য দৃষ্টা সংপূজ্য করোতি জন্মনঃ ক্ষয়ং। ৪০ ॥
কৃষি গোষ্ঠে সুবলনে কলবিংকে যুগন্ধরে।
বিস্যন্দকে রাজকোষ্ঠে নন্দকে পুষ্প ভদ্রকে। ৪১ ॥
পার্ব্বতী প্রতিমাং দৃষ্টা কার্ত্তিকেয়ং গণেশ্বরং।
নন্দিনং শঙ্করং দৃষ্টা করোতি জন্মনঃ ক্ষয়ং। ৪২ ॥

দর্শন পূর্ব্বক আমার পূজা করে সে ইহলোক হইতে নিস্তার প্রাপ্ত হয়।৩৬॥

যে ব্যক্তি রাধিকার সহিত মদীয় প্রতিমূর্ত্তি অর্ঘ্য সমন্বিত করিয়া মৃদু ভাবে চন্দ্রভাগা নদী তীরে আনয়ন পূর্ব্বক সেই যুগল রূপ দর্শন করে তাহাকে আর সংসারে জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না। ৩৭॥

যে মানব আষাঢ়ী পূর্ণিমা দিনে সেতুবন্ধে উপবাসী হইয়া রামেশ্বরকে দর্শন ও তাঁহার পূজা করে সে ভব যাতনা হইতে বিমুক্ত হয়। ৩৮॥

ব্রজরাজ! রাত্রি যোগে স্বর্গ বিদ্যাধরী তথায় আগমন পূর্ব্বক বারংবার নৃ[illegible]তঃ সেই মূর্ত্তি দর্শন করে, বিভীষণ সেই নিশাভাগে তাঁহাকে প্রণাম করিবার জন্য তথায় সমাগত হয় এবং কিন্নর ও গন্ধর্ব্বগণও সেই রজনী যোগে তথায় আগমন পূর্ব্বক মনোহর সঙ্গীত করিয়া থাকে। ৩৯॥

যে ব্যক্তি উত্তরায়ণে কোণার্দ্ধ নামক প্রদেশে উপবাসী হইয়া দীন-নাথ দিবাকরকে দর্শন ও পূজা করে, তাহার ভব জন্ম ক্ষয় হইয়া যায়।৪০॥

যে ব্যক্তি কৃষি গোষ্ঠ সুবলন কলবিঙ্ক যুগন্ধর বিস্যন্দক রাজকোষ্ঠ

উপোষ্য প্রাতঃ সংপূজ্য দৃষ্টা নত্বাস্তু মাং ততং।
পারণঞ্চ দধি প্রাপ্য করোতি জন্মনঃ ক্ষয়ং। ৪৩ ॥
ত্রিকুটে মণিভদ্রেচ পশ্চিমো দধি সন্নিধৌ।
সমুপোষ্য দধি প্রাশ্য মাং দৃষ্টা মুক্তি মাপ্নুয়াৎ। ৪৪ ॥
প্রতিমাসু মদীয়াসু পার্ব্বতী প্রতিমাসুচ।
জীবং সংন্যস্য সংপূজ্য করোতি জন্মনঃ ক্ষয়ং। ৪৫ ॥
শিব দুর্গালয়ং দত্বা মদীয়ঞ্চ বিশেষতঃ।
শিব সংস্থাপনং কৃত্বা করোতি জন্মনঃ ক্ষয়ং। ৪৬ ॥
পুষ্পোদ্যানঞ্চ সংযূপং সেতুং খাতং সরোবরং।
বিপ্র সংস্থাপনং কৃত্বা করোতি জন্মনঃ ক্ষয়ং। ৪৭ ॥
নচ বেদাঃ পুরাণানি ব্রহ্ম সংস্থাপনং ফলং।

নন্দক ও পুষ্পভদ্রক নামক দেশে পার্ব্বতী প্রতিমা এবং কার্ত্তিক গণপতি নন্দী ও শঙ্করের প্রতিমূর্ত্তি দর্শন করে তাহাকে আর ভব যাতনা ভোগ করিতে হয় না। ৪১। ৪২ ॥

যে ব্যক্তি উপোষিত হইয়া প্রাতঃকালে আমার মূর্ত্তি দর্শন ও আমাকে প্রণাম পূর্ব্বক দধি প্রাশনে পারণ করে সে ভব বন্ধন হইতে বিমুক্ত হয়। ৪৩ ॥

যে উপবাসী হইয়া চিত্রকুটে মণিভদ্রে বা পশ্চিম সমুদ্র তীরে আমার মূর্ত্তি দর্শন পূর্ব্বক দধি প্রাশন করে সে মুক্তি লাভে সক্ষম হয়। ৪৪ ॥

যে ব্যক্তি মদীয় প্রতিমাতে ও পার্ব্বতী প্রতীমাতে জীবন্যাস করিয়া পূজা করে, তাহাকে ইহলোকে জন্ম পরিগ্রহ করিতে হয় না। ৪৫ ॥

যে ব্যক্তি শিব দুর্গার আলয় বিশেষতঃ মদীয় আলয় প্রস্তুত করিয়া দেয় এবং শিব স্থাপন করে সে মুক্তি লাভ করিতে পারে। ৪৬ ॥

যে মানব সাধারণের ব্যবহারার্থ পুষ্পোদ্যান, যাগস্তম্ভ, সেতু খাত ও সরোবর প্রস্তুত করিয়া দেয় এবং বিপ্র স্থাপন করে সে সংসার হইতে সমুত্তীর্ণ হইতে সক্ষম হয়। ৪৭ ॥

জানন্তি সন্তো মুনয়ঃ সুরা ব্রহ্মাদয়ঃ পিতঃ। ৪৮ ॥
গণ্যন্তে পাংশবো ভূমৌ গণ্যন্তে বৃষ্টি বিন্দবঃ।
ন গণ্যন্তে বিধাত্রাপি বিপ্র সংস্থাপনং ফলং। ৪৯ ॥
কৃত্বোপজীব্যং বিপ্রস্য জীবন্মুক্তো ভবেন্নরঃ।
অচলাং শ্রিয়মাপ্নোতি পরে মুক্তি চতুষ্টয়ং। ৫০ ॥
মদ্দাস্য ভক্তিং সলভেদ্বৈকুণ্ঠে মোদতে চিরং।
নহি পাতো ভবেত্তস্য পথা মে পরমাত্মনঃ। ৫১।
কুমারী মষ্টবর্ষীয়াং সুবিপ্রায় দদাতি যঃ।
সংপূজ্য সর্ব্বাভরণাং দুর্গা দান ফলং লভেৎ। ৫২ ॥
সর্ব্বং স্বর্গং সমালোক্য ব্রহ্মলোকেষু পূজিতে।
লভতে মম দাস্যঞ্চ বৈকুণ্ঠে মোদতে চিরং। ৫৩ ॥

পিতঃ! ব্রহ্মস্থাপনে মানবের যেরূপ ফল লাভ হয়, সাধুগণ মুণিগণ ব্রহ্মাদিদেবগণ এবং বেদ পুরাণ প্রভৃতিরও গোচর নহে। ৪৮ ॥

বিধাতা পৃথিবীর ধূলিরাশি ও বৃষ্টির বিন্দু সকল বরং গণনা করিতে পারেন কিন্তু ব্রহ্ম স্থাপনের ফল গণনা করিতে পারেন না। ৪৯ ॥

যে মহাত্মা বিপ্রের জীবনোপায় নিরূপণ করিয়া দেন তিনি জীবন্মুক্ত হন এবং তিনি ইহলোকে অতুল সম্পদ ভোগ করিয়া অন্তে মুক্তি চতুষ্টয় লাভ করিতে পারেন। ৫০ ॥

ব্রজরাজ! সেই মহানুভাবপুরুষ মদ্ভক্তি পরায়ণ হইয়া অনন্তকাল বৈকুণ্ঠধামে পরমানন্দে বাস করে, কখন সে আমার পদবী হইতে পরিভ্রষ্ট হয় না। ৫১ ॥

যে ব্যক্তি সুব্রাহ্মণকে পূজা করিয়া সর্ব্বাভরণ ভূষিতা অষ্ট বর্ষীয়া কুমারী সম্প্রদান করে, তাহার গৌরী দানের ফল লাভ হয়। ৫২ ॥

আর সেই ব্যক্তি সেই কুমারী দানের ফলে দেহান্তে সমস্ত স্বর্গলোক দর্শন করিয়া ব্রহ্মলোক পূজিত মদীয় বৈকুণ্ঠ ধামে গমন পূর্ব্বক আমার দাস্য লাভ করতঃ পরমানন্দে চিরকাল যাপন করে। ৫৩ ॥

বিবাহ দর্শনে কোটি স্বর্ণ দান ফলং লভেৎ।
অন্তে স্বর্গং প্রযাস্ত্যেব নিহৈব নিশ্চলাং শ্রিয়ং। ৫৪ ॥
সুব্রাহ্মণ মনাথঞ্চেদ্দরিদ্রঞ্চ সুপণ্ডিতং।
দৃষ্টা দদৌ তদ্বিবাহং স মোক্ষং লভতে ধ্রুবং। ৫৫ ॥
যঃ ছত্র পাদুকা দানং শালগ্রামস্য পোষিতঃ।
করোতি ভক্ত্যা পুণ্যাহে পৃথ্বী দান ফলং লভেৎ। ৫৬ ॥
গজ দানেন তল্লোম মানবর্ষং শ্রুতৌ শ্রুতং।
চতুর্গুণং গজেন্দ্রঞ্চ মোদতে মম মন্দিরে। ৫৭ ॥
গজার্দ্ধং শ্বেত তুরগে তদর্দ্ধং চেতরে পিতঃ।
গজ তুল্যং কৃষ্ণ গবাং দানেচ তৎ ফলং লভেৎ। ৫৮ ॥
তত্তুল্যং ধেনু দানেন অর্দ্ধ সামান্য গো স্তথা।

যে ব্যক্তি এরূপ বিবাহ দর্শন করে তাহার কোটি স্বর্ণ দানের ফল লাভ হয় এবং সে তৎপুণ্যে ইহলোকে অতুল সম্পত্তি ভোগ করিয়া অন্তে স্বর্গধামে গমন করিতে সমর্থ হয়। ৫৪ ॥

যদি কোন সুপণ্ডিত সুব্রাহ্মণ অনাথ ও দরিদ্র হইলে যে ব্যক্তি তাহার অবস্থা দর্শনে দয়ার্দ্র হইয়া তাহার বিবাহ দেন তাহাহইলে তিনি নিশ্চয়ই মুক্তি লাভ করিতে পারেন। ৫৫ ॥

যে ব্যক্তি পুণ্যদিনে উপোষিত হইয়া ভক্তিযোগে শালগ্রাম শিলা-রূপী আমার প্রীতি কামনায় ছত্র ও পাদুকা প্রদান করে তাহার পৃথিবী দানের ফল লাভ হয়। ৫৬ ॥

বেদে কথিত আছে যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণকে হস্তী প্রদান করে সে সেই গজলোম পরিমিত বর্ষ এবং গজেন্দ্র দানে তাহার চতুর্গুণ বর্ষ আমার পরম ধামে পরম সুখে বাস করিতে সক্ষম হয়। ৫৭ ॥

পিতঃ! মানব শ্বেত অশ্ব দানে গজ দানের অর্দ্ধ ফল অন্য বিধ অশ্ব দানে তদর্দ্ধ ফল এবং কৃষ্ণ বর্ণ গোদানে গজদানের তুল্য ফল লাভ করিতে পারে। ৫৮ ॥

স লভেত প্রসূতানাং পৃথ্বী দান ফলং ভুবঃ। ৫৯ ॥
ভূমি দানে রেণুবর্ষং স্থানঞ্চ মৎ পদে পিতঃ।
জ্ঞান দানে মহা পুণ্যং বৈকুণ্ঠে মোদতে চিরং। ৬০ ॥
শ্রিয়ং লভেৎ স্বর্ণ দানে রাজত্বং রজতে তথা।
অন্ন দানে ফলং নাহং কথং জানামি ন শ্রুতি। ৬১ ॥
লভতে সর্ব্ব দানস্য ফলং ব্রাহ্মণ ভোজনে।
অন্ন দানাৎ পরং দানং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি। ৬২ ॥
নাত্র পাত্র পরিক্ষাস্যাৎ ন কাল নিয়মঃ ক্বচিৎ।
অন্ন দানে শুভং পুণ্যং দাতুঃ পাত্রঞ্চ পাতকী। ৬৩ ॥
অন্নদানঞ্চ ধন্যংস্যাদ্ভুমৌ বৈকুণ্ঠ গামিতা।
বস্ত্রদানে সূত্রমান বর্ষঞ্চ মোদতে চিরং। ৬৪ ॥

মনুষ্য ধেনু দানে তদর্দ্ধ ফল, সামান্য গোদানে তাহার অর্দ্ধার্দ্ধ ফল এবং তৎ প্রসূত গোবৎসাদি দানে পৃথিবী দানের ফল লাভ হয়। ৫৯ ॥

পিতঃ! ভূমি দানে মানব সেই ভূমির রেণু পরিমিত বর্ষ মদীয় ধামে বাস করে এবং জ্ঞান দানে মানব মহা পুণ্য লাভ করিয়া চিরকাল বৈকুণ্ঠ ধামে বাস করিতে সক্ষম হইয়া থাকে। ৬০ ॥

মানব স্বর্ণ দানে সম্পদ ও রজত দানে রাজত্ব লাভ করে কিন্তু অন্ন দানের যে কত ফল বেদ তাহা নিরূপণ করিতে পারেন নাই; আমি কি রূপে তাহা নির্দ্দেশ করিব। ৬১ ॥

পিতঃ! ব্রাহ্মণ ভোজনে সর্ব্ব বস্তু দানের ফল লাভ হয় অতএব অন্নদানের পর দান আর কিছুই নাই। ৬২ ॥

অন্ন দানে কখন পাত্র পরীক্ষা ও কাল নিয়ম নাই, অন্ন দানে মহৎ পুণ্যলাভ হয়,পাতকী ব্যক্তিও দাতার অন্ন দানের পাত্র হইয়া থাকে।৬৩॥

ইহলোকে অন্ন দান ধন্য, অন্ন দানের ফলে মানবের বৈকুণ্ঠ প্রাপ্তি হয় এবং বস্ত্র দান করিলে মনুষ্য সেই বস্ত্রের সূত্র পরিমিত বর্ষ বৈকুণ্ঠে বাস করিয়া থাকে। ৬৪ ॥

'সুরম্যে চন্দ্র লোকে চ বারুণেচ তথৈবচ।
কৃত্বা লৌহ প্রদীপার্হং স্বর্ণ বর্ত্তি সমন্বিতং।
দত্বা ঘৃত প্রদীপঞ্চ হরয়ে পরমাত্মনে। ৬৫ ॥
অন্ধকার ময় গৃহং যমদূতং যমং তথা।
নহি পশ্যতি দাতাচ প্রযাতি মম মন্দিরং। ৬৬ ॥
ব্রাহ্মণায়চ দত্বৈব ন যাতি যম যাতনাং।
দিব্যং বর্ষ সহস্রঞ্চ মোদতে শক্র মন্দিরে। ৬৭ ॥
আসনে লভতে স্বর্গং বস্তু পাত্রানুরূপতঃ।
উত্তমে লক্ষ বর্ষঞ্চ তদর্দ্ধং চেতরে ব্রজ। ৬৮ ॥
তাম্বূলেন লভেদ্ভোগং স্বর্গে বর্ষ শতং দ্বিজ। ৬৯ ॥
মাল্য দানে প্রিয়ং স্বর্গং বস্তু পাত্রানুরূপতঃ।
ফলদানফলং স্বর্গং লভতে নাত্র সংশয়ঃ। ৭০ ॥
সামান্য শয্যা দানেন স্বর্গং বর্ষ শতং ব্রজেৎ।

যে ব্যক্তি পরাৎপর পরমাত্মা হরিকে লৌহ প্রদীপার্হ স্বর্ণ বর্ত্তি সমন্বিত ঘৃত প্রদীপ প্রদান করে সে সুরম্য চন্দ্রলোকে বা বরুণ লোকে গমন করিতে সক্ষম হয়। ৬৫ ॥

সেই দাতাকে অন্ধকার ময় গৃহ, যমদূত ও যমকে দর্শন করিতে হয় না, সে অনায়াসে আমার পরম ধাম লাভ করিতে পারে। ৬৬ ॥

আর ব্রাহ্মণকে উহা প্রদান করিলে মানব যম যাতনা হইতে মুক্ত হইয়া দিব্য সহস্র বর্ষ ইন্দ্রলোকে বাস করিতে সমর্থ হয়। ৬৭ ॥

আসনদানে বস্তু ও পাত্রের তারতম্যানুসারে মানবের স্বর্গ ভোগ হয়, উৎকৃষ্ট আসন দানে মানব লক্ষ বর্ষ স্বর্গ ভোগ করে ও অপর আসন দানে তদর্দ্ধ কাল স্বর্গধামে বাস করিয়া থাকে। ৬৮ ॥

তাম্বূল দানে মানব শত বর্ষ স্বর্গ ভোগ করে এবং মাল্য দানে বস্তু ও পাত্রের অনুরূপ নিয়মে স্বর্গ ভোগ করিতে সক্ষম হয়। আর ফল দানেও মানবের ঐ নিয়মে স্বর্গ প্রাপ্তি হয় সন্দেহ নাই। ৬৯। ৭০ ॥

চতুর্গুণং প্রকৃষ্টায়াং গুণ লক্ষং বিলক্ষণে। ৭১ ॥
অনাথায় সুবিপ্রায় যদি গেহং প্রদীয়তে।
তত্রৈবমান বর্ষঞ্চ শুক্রলোকে মহীয়তে। ৭২ ॥
দৃষ্ট্বা বুভুক্ষিতং বিপ্র মন্নং তস্মৈ প্রদীয়তে।
অচলাং শ্রিয়মাপ্নোতি পুত্র পৌত্র বিবর্দ্ধনীং। ৭৩ ॥
ব্রজনাথ ব্রজং গত্বা ব্রজভূমৌ ব্রজাধুনা।
ব্রজ ভোজয় বিপ্রাংশ্চ ব্রজ স্বর্গং ব্রজং ব্রজ। ৭৪ ॥
গোকুলে গোকুলে বৎস বৎস বৎস নিরাকুলে।
ব্যাকুলানাং গোকুলানাং সঙ্কুলেচ ব্রজে ব্রজে। ৭৫ ॥
এতত্তে কথিতং নন্দ সানন্দং পুণ্য বর্দ্ধনং।
সুস্বপ্ন দর্শনং পুণ্যং যদি নীচং ন বক্তিচ। ৭৬ ॥

সামান্য শয্যা দানে মানবের শত বর্ষ স্বর্গ ভোগ হয় এবং প্রকৃষ্ট শয্যা দানে মনুষ্য তাহার চতুর্গুণ ও অত্যুৎকৃষ্ট শয্যা দানে তদপেক্ষা লক্ষগুণ কাল স্বর্গ ভোগ করিতে পারে। ৭১ ॥

যদি কোন ব্যক্তি অনাথ সুব্রাহ্মণকে গৃহ প্রদান করে তাহা হইলে সে তৎপরিমাণানুরূপ বর্ষ শুক্রলোকে বাস করিতে সক্ষম হয়। ৭২ ॥

যে ব্যক্তি ক্ষুধার্ত্ত ব্রাহ্মণকে অন্নদান করে, তাহার অচলা লক্ষ্মী লাভ ও পুত্র পৌত্রাদি বংশ বৃদ্ধি হয়। ৭৩ ॥

ব্রজেশ্বর! অধুনা তুমি এস্থান হইতে গমন পূর্ব্বক ব্রজধামে উপনীত হইয়া ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাও নিশ্চয় তুমি ব্রজধাম হইতে সুরধামে গমন করিতে পারিবে। ৭৪ ॥

বৎস! তুমি গোকুল সঙ্কুল গোকুলে গমন করিয়া তথায় নিরাপদে বাস কর। এক্ষণে গোকুল বাসিগণ সকলে নিতান্ত ব্যাকুল হইয়াছে অতএব ব্রজগমনে আর বিলম্ব করা কর্ত্তব্য নহে। ৭৫ ॥

ব্রজরাজ! এই আমি সুস্বপ্ন দর্শন বৃত্তান্ত ও মানবগণের পুণ্য প্রদ বিষয় তোমার নিকট বর্ণন করিলাম যদি নীচ নিকটে সুস্বপ্ন দর্শন প্রকাশ করা না হয় তাহা হইলে তাহাতে পুণ্য বর্দ্ধন হয়। ৭৬ ॥

কাশ্যপং দুর্গতং নীচং শক্রু মজ্ঞানিনং প্রিয়ং।
ত্যক্ত্বা রাত্রিঞ্চ দিবসে বক্তি বিপ্রং সুপণ্ডিতং। ৭৭ ॥
দেবালয়েচ দেবং বাপ্যশ্বত্থং তুলসী বটং।
উক্তাতদ্দ্বিগুণং পুণ্য মপ্রকাশ্যং চতুর্গুণং। ৭৮ ॥
সুস্বপ্ন দর্শনে প্রাজ্ঞো গঙ্গা স্নান ফলং লভেৎ।
অর্থঞ্চ বিপুলং পুত্রং ভার্য্যাং ভূমিং লভেৎ প্রজাং।৭৯॥
মোক্ষঞ্চ পরমৈশ্বর্য্যং লভতে সর্ব্ব বাঞ্ছিতং।
ইত্যেবং কথিতং তাত কিন্তূয়ঃ শ্রোতু মিচ্ছসি। ৮০ ॥
ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ সম্বাদে শ্রীকৃষ্ণ জন্মখণ্ডে ভগবন্নন্দ সম্বাদে ষট্‌সপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

কশ্যপ কুলোদ্ভব, দুরবস্থাপন্ন, নীচ, শত্রু, অজ্ঞানী, ও প্রিয় ব্যক্তির নিকটে এবং রাত্রিযোগে ইহা প্রকাশ না করিয়া দিবা ভাগে সুপণ্ডিত ব্রাহ্মণ নিকটে প্রকাশ করিবে। ৭৭ ॥

দেবালয়ে দেব নিকটে কিম্বা অশ্বত্থ তুলসী ও বট বৃক্ষ সমীপে ইহা প্রকাশ করিলে দ্বিগুণ পুণ্য লাভ হয় কিন্তু অপ্রকাশে চতুর্গুণ পুণ্য লাভ হইয়া থাকে। ৭৮ ॥

তাতঃ! সুস্বপ্ন দর্শনে প্রাজ্ঞ ব্যক্তি গঙ্গাস্নানের ফল, বিপুল অর্থ, পুত্র, ভার্য্যা, ভূমি ও প্রজা লাভ করে, আর তাহার সর্ব্ব বাঞ্ছা পরিপূর্ণ হয়, অধিক কি, সেই ব্যক্তি পরমৈশ্বর্য্য ও মোক্ষ পর্য্যন্ত লাভ করিতে পারে। এই আমি তোমার নিকট সমস্ত বর্ণন করিলাম, এক্ষণে অন্য যাহা শ্রবণ করিতে বাসনা থাকে ব্যক্ত কর। ৭৯। ৮০ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ সম্বাদে শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে ভগবন্নন্দ সম্বাদে ষট্ সপ্ততিতম অধ্যায় সংপূর্ণ।

সপ্ত সপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

নন্দ উবাচ।

কেন স্বপ্নেন কিং পুণ্যং কেন মুখ্যো ভবেৎ সুখং।
কোপি কোপিচ সুস্বপ্ন স্তৎ সর্ব্বং কথয় প্রভো। ১॥

ভগবানুবাচ।

বেদেষু সামবেদশ্চ প্রশস্তঃ সর্ব্ব কর্ম্মসু।
তত্রৈব কাণ্ডশাখায়াং পুণ্যকাণ্ড মনোহরে। ২॥
সব্যক্তো যশ্চ সুস্বপ্নঃ শশ্বৎ পুণ্যফলপ্রদঃ।
তৎসর্ব্বং লিখিতং তাত কথয়ামি নিশাময়। ৩।
স্বপ্নাধ্যায়ং প্রবক্ষ্যামি বহু পুণ্য ফলপ্রদং।
স্বপ্নাধ্যায়ং নরঃ শ্রুত্বা গঙ্গাস্নান ফলং লভেৎ। ৪।
স্বপ্নস্তু প্রথমে যামে সম্বৎসর ফলপ্রদঃ।
দ্বিতীয়ে চাষ্টভির্ম্মাসৈ স্ত্রিভির্ম্মাসৈ স্তৃতীয়কে। ৫॥
চতুর্থে চার্দ্ধমাসেন স্বপ্নঃ স্যাত্ম ফলপ্রদঃ।
দশাহে ফলদঃ স্বপ্নোপ্যরুণোদয় দর্শনে।

নন্দ কহিলেন প্রভো! কি রূপ স্বপ্নে কি রূপ পুণ্য ও সুখ লাভ হয়, কোন্ স্বপ্ন, কি রূপ স্বপ্ন অপেক্ষা প্রধান এবং কোন্ স্বপ্ন কেই বা সুস্বপ্ন বলে তৎ সমুদায় আমার নিকট কীর্ত্তন কর। ১॥

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন ব্রজরাজ! বেদ মধ্যে সাম বেদ সর্ব্ব কর্ম্মে প্রশস্ত। সেই সাম বেদের পুণ্য কাণ্ডে সুশোভিত কাণ্ড শাখায় সতত পুণ্য ফল প্রদ যে সকল সুস্বপ্ন বর্ণিত আছে তৎ সমুদায় তোমার নিকট বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর। ২। ৩॥

ব্রজেশ্বর! এক্ষণে যে বহু পুণ্য ফল প্রদ স্বপ্নাধ্যায় তোমার নিকট কীর্ত্তন করিব, মানব তাহা শ্রবণ করিলে গঙ্গাস্নানের ফল লাভ করে।৪॥

প্রাতঃ স্বপ্নশ্চ ফলদ স্তৎক্ষণং যদি বোধিতঃ। ৬ ॥
দিনে মনসি যৎবৃত্তং তৎ সর্ব্বঞ্চ লভেৎ ধ্রুবং।
চিন্তাব্যাধি সমাযুক্তো নরঃ স্বপ্নঞ্চ পশ্যতি। ৭ ॥
তৎ সর্ব্বং নিষ্ফলং তাত প্রযাত্যেব নসংশয়ঃ। ৮ ॥
জড়োমূত্র পুরীষেণ পীড়িতশ্চ ভয়াকুলঃ।
দিগম্বরো মুক্তকেশো ন লভেৎ স্বপ্নজং ফলং। ৯ ॥
দৃষ্টা স্বপ্নঞ্চ নিদ্রালু র্যদি নিদ্রাং প্রযাতিচ।
বিমূঢ়োবক্তিচেদ্রাত্রৌ ন লভেৎ স্বপ্নজং ফলং। ১০ ॥
উক্তা কাশ্যপ গোত্রেচ বিপত্তিং লভতে ধ্রুবং।
দুর্গতে দুর্গতিং যাতি নীচে ব্যাধিং প্রযাতিচ। ১১ ॥

মানব রজনীর প্রথম প্রহরে স্বপ্নদর্শন করিলে সংবৎসরে দ্বিতীয় যামে স্বপ্ন দর্শনে অষ্ট মাসে তৃতীয় যামে স্বপ্ন দর্শনে মাস ত্রয়ে চতুর্থ যামে স্বপ্ন দর্শনে মাসার্দ্ধে ও অরুণোদয় কালে স্বপ্নদর্শন করিলে দশাহে তাহার ফল লাভ করে, পরন্তু মানব প্রাতঃকালে স্বপ্ন দর্শনান্তে যদি জাগরিত হয়, তাহাহইলে সে তৎক্ষণাৎ ফল লাভ করিতে পারে। ৫।৬ ॥

তাত! মানব চিন্তা ব্যাধি যুক্ত সুতরাং দিবাভাগে মনে মনে যে সমস্ত বিষয় চিন্তা করে, রাত্রিযোগে তৎসমুদায়ই স্বপ্নে দর্শন করিয়া থাকে। সুতরাং সেই সমস্ত স্বপ্ন নিষ্ফল হয় সন্দেহ নাই। ৭। ৮ ॥

মূত্র পুরীষ জড়িত পীড়িত ভয়াকুল নগ্ন ও মুক্ত কেশ পুরুষ স্বপ্নজ ফল লাভ করিতে পারে না। ৯ ॥

নিদ্রিত মানব যদি স্বপ্ন দর্শন করিয়া নিদ্রিত থাকে কিম্বা মূঢ়তা নিবন্ধন রাত্রি যোগে প্রকাশ করে তাহাহইলে স্বপ্ন দর্শন জন্য ফল লাভে বঞ্চিত হয়। ১০ ॥

মনুষ্য স্বপ্ন দর্শন বিষয় কশ্যপ গোত্রজ ব্যক্তির নিকটে প্রকাশ করিলে, বিপন্ন দুর্গতি প্রাপ্ত ব্যক্তির নিকট ব্যক্ত করিলে এবং দুরবস্থাপন্ন ও নীচ ব্যক্তির নিকট বর্ণন করিলে নিশ্চয় ব্যাধি গ্রস্ত হইয়া থাকে। ১১ ॥

শত্রৌ ভয়ঞ্চ লভতে মুর্খে্চ কলহং ভবেৎ।
কামিন্যাং ধনহানিঃস্যা দ্রাত্রৌ চৌরভয়ং ভবেৎ। ১২॥
নিদ্রায়াং লভতে শোকং পণ্ডিতে বাঞ্ছিতং ফলং।
ন প্রকাশ্যশ্চ সুস্বপ্নঃ পণ্ডিতে কাশ্যপে ব্রজ। ১৩॥
গবাঞ্চ কুঞ্জরাণাঞ্চ হয়ানাঞ্চ ব্রজেশ্বর।
প্রাসাদানাঞ্চ শৈলানাং বৃক্ষাণাঞ্চ তথৈবচ। ১৪।
আরোহণঞ্চ ধনদং ভোজনং রোদনং তথা।
প্রতিগৃহ্য তথা বীণাং শস্যাঢ্যাং ভূমি মারভেৎ। ১৫॥
শস্ত্রাস্ত্রেণ যদা বিদ্ধো ব্রণেন ক্রমিণাং তথা।
বিষ্ঠায়া রুধিরে নৈব সংযুতোপ্যর্থমা লভেৎ। ১৬॥
স্বপ্নেপ্যগম্যাগমনো ভার্য্যালাভং করোতি যঃ।
মূত্রসিক্তঃপিবেৎ শুক্রং নরকঞ্চ বিসত্যপি। ১৭॥
নগরং প্রবিশেদ্রক্তং সমুদ্রং বা সুধাং পিবেৎ।

মানবের সুস্বপ্ন বৃত্তান্ত শত্রুর নিকট প্রকাশ করিলে ভয়, মূর্খ নিকটে প্রকাশ করিলে কলহ, কামিনী নিকটে প্রকাশ করিলে অর্থ হানি ও রাত্রি যোগে প্রকাশ করিলে চৌর ভয়ে শঙ্কার সংঘটন হয়। ১২॥

ব্রজরাজ! সুস্বপ্ন দর্শনেরপর মনুষ্য নিদ্রাগত হইলে শোক প্রাপ্ত হয় আর পণ্ডিত নিকটে প্রকাশ করিলে বাঞ্ছিত ফল লাভ করে কিন্তু কশ্যপ বংশীয় পণ্ডিত ব্যক্তির নিকটে উহা বর্ণন করা কত্তব্য নহে। ১৩॥

ব্রজেশ্বর! মানব গো, হস্তী, অশ্ব, অট্টালিকা শৈল ও বৃক্ষে আরোহণ ভোজন বা রোদন এরূপ স্বপ্ন দর্শন করিলে ধন লাভ এবং 'বীণা গ্রহণ করিতেছে এরূপ স্বপ্ন দেখিলে শস্য সম্পন্না ভূমি লাভ করে। ১৪। ১৫॥

মানব অস্ত্রশস্ত্রে বিদ্ধ ব্রণ পীড়িত ক্রমি দষ্ট বিষ্ঠা ও রুধিরে ক্লিন্ন দেহ হইতেছে যদি এই রূপ স্বপ্ন দর্শন করে, তবে অর্থ লাভ হয়। ১৬॥

স্বপ্নযোগে মনুষ্যের যদি অগম্যাগমন ও নীচজাতীয়া ভার্য্যালাভ হয়, তাহা হইলে সে নিরয়ে গমন ও মূত্র সিক্ত হইয়া শুক্র পান করে। ১৭॥

শুভ বার্ত্তা মবাপ্নোতি বিপুলঞ্চার্থমালভেৎ। ১৮ ॥
গজং নৃপং সুবর্ণঞ্চ বৃষভং ধেনু মেবচ।
দীপমন্নং ফলং পুষ্পং কন্যাং পুত্রং রথং ধ্বজং।
কুটুম্বং লভতে দৃষ্টা কীর্ত্তিঞ্চ বিপুলাং শ্রিয়ং। ১৯ ॥
পূর্ণং কুম্ভং দ্বিজং বহ্নিং পুষ্প তাম্বূল মন্দিরং।
শুক্লধান্যং নটং বেশ্যাং দৃষ্টা শ্রিয় মবাপ্নুয়াৎ। ২০ ॥
গো ক্ষীরঞ্চ ঘৃতং দৃষ্টা চার্থ পুণ্যং ধনং লভেৎ। ২১ ॥
পায়সং পদ্মপত্রেচ দধি দুগ্ধং ঘৃতং মধুং।
মিষ্টান্নং স্বস্তিকং ভুক্তা ধ্রুবং রাজা ভবিষ্যতি। ২২ ॥
পক্ষিণাং মানুষাণাঞ্চ ভুংক্তে মাংসং নরো যদি।
বহ্বর্থং শুভ বার্ত্তাঞ্চ লভতে বাঞ্ছিতং ফলং। ২৩ ॥
ছত্রং বা পাদুকাং বাপি লব্ধা ধ্বানঞ্চ গচ্ছতি।

যদি মানব নগর প্রবেশ করিতেছে কিম্বা রক্ত পান সমুদ্র পান বা সুধাপান করিতেছে যদি এরূপ স্বপ্ন দেখে তাহা হইলে সে শুভ সংবাদ প্রাপ্ত হয় ও বিপুল অর্থ লাভ করিয়া থাকে। ১৮ ॥

স্বপ্নে হস্তী, বৃষভ, ধেনু, রাজা, সুবর্ণ, দীপ, অন্ন, ফল, পুষ্প, কন্যা পুত্র, রথ, ও ধ্বজ দর্শন করিলে মনুষ্যের কুটুম্ব কীর্ত্তি ও বিপুল সম্পত্তি লাভ হয়। ১৯ ॥

মানব যদি স্বপ্নে পূর্ণ কুম্ভ, দ্বিজ, বহ্নি, পুষ্প, তাম্বূল, দেবমন্দির, শুক্ল ধান্য, নট, বেশ্যা দর্শন করে তাহা হইলে সে ঐশ্বর্য্য লাভে সক্ষম হয়। আর গোক্ষীর ও ঘৃত দর্শনে মানব অভীষ্ঠ লাভ পুণ্য লাভ ও ধন লাভ করে। ২০। ২১ ॥

মানব পদ্ম পত্রে পায়স দধি দুগ্ধ ঘৃত মধু মিষ্টান্ন ও স্বস্তিক ভোজন করিতেছে এরূপ স্বপ্ন দর্শন করিলে নিশ্চয়ই রাজা হয়। ২২ ॥

মানব পক্ষীমাংস বা মনুষ্য মাংস ভোজন করিতেছে এরূপ স্বপ্ন দর্শন করিলে প্রচুর অর্থ বাঞ্ছিত ফল ও সুভ সংবাদ লাভ করে। ২৩ ॥

অসিঞ্চ নির্ম্মলং তীক্ষ্ণং তত্তথৈব ভবিষ্যতি। ২৪ ॥
ভেলয়া সন্তরেদ্ যোহি স প্রধানো ভবিষ্যতি।
দৃষ্ট্বাচ ফলিনং বৃক্ষং ধনমাপ্নোতি নিশ্চিতং। ২৫ ॥
সর্পেণ ভক্ষিতো যোহি চার্থলাভশ্চ যদ্ভবেৎ।
স্বপ্নে সূর্য্যং বিধুং দৃষ্ট্বা মুচ্যতে ব্যাধি বন্ধনাৎ। ২৬ ॥
বড়বাংকুক্কুটীং ক্রৌঞ্চীং দৃষ্ট্বা ভার্য্যাং লভেৎ ধ্রুবং।
স্বপ্নে যো নিগড়ৈর্ব্বদ্ধঃ প্রতিষ্ঠাং পুত্রমালভেৎ। ২৭ ॥
দধ্যন্নং পায়সং ভুংক্তে পদ্মপত্রে নদীতটে।
বিশীর্ণ পদ্মপত্রেচ সোঽভিরাজা ভবিষ্যতি। ২৮ ॥
জলৌকসং বৃশ্চিকঞ্চ সর্পঞ্চ যদি পশ্যতি।
ধনং পুত্রঞ্চ বিজয়ং প্রতিষ্ঠাম্বা লভেদিতি। ২৯ ॥
শৃঙ্গিভি র্দংষ্ট্রিভিঃ কোলৈর্ব্বানরৈঃ পীড়িতো যদি।
নিশ্চিতঞ্চ ভবেদ্রাজা ধনঞ্চ বিপুলং লভেৎ। ৩০ ॥

মনুষ্য ছত্র ও পাদুকা লাভ এবং নির্ম্মল তীক্ষ্ণ অসি গ্রহণ করিয়াছে এরূপ স্বপ্ন দেখিলে পথ ভ্রমণ করে। ২৪ ॥

ভেলা সংযোগে সন্তরণ করিতেছে এরূপ স্বপ্ন দর্শনে মনুষ্যের প্রাধান্য লাভ এবং ফলবান্ বৃক্ষ দর্শনে নিশ্চয় ধন লাভ হয়। ২৫ ॥

মনুষ্য সর্পদষ্ট হইয়াছে এরূপ স্বপ্ন দর্শন করিলে অভীষ্ট লাভ করে এবং স্বপ্নে চন্দ্র সূর্য্য দর্শন করিলে ব্যাধি বন্ধন হইতে বিমুক্ত হয়। ২৬ ॥

স্বপ্নে বড়বা (ঘোটকী) কুক্কুটী ও ক্রৌঞ্চী দর্শন করিলে মানব নিশ্চয় ভার্য্যা লাভ করে আর যে ব্যক্তি স্বপ্নে নিগড়ে নিবদ্ধ হয় সে প্রতিষ্ঠা ও পুত্র লাভ করিয়া থাকে। ২৭ ॥

মানব নদী তটে সরস বা বিশীর্ণ পদ্ম পত্রে দধ্যন্ন বা পায়স ভোজন করিতেছে এরূপ স্বপ্ন দর্শন করিলে রাজা হয়। ২৮ ॥

মানব যদি স্বপ্নে জলৌকা বৃশ্চিক বা সর্প দর্শন করে, তাহা হইলে তাহার ধন পুত্র বিজয় ও প্রতিষ্ঠা লাভ হয়। ২৯ ॥

মৎস্যং মাংসং মৌক্তিকঞ্চ শঙ্খ চন্দন হীরকং।
যস্তু পশ্যতি স্বপ্নান্তে বিপুলং ধনমা লভেৎ। ৩১ ॥
সুরাঞ্চ রুধিরং স্বর্ণং দৃষ্টা বিষ্ঠাং ধনং লভেৎ।
প্রতিমাং শিবলিঙ্গঞ্চ লভেৎ দৃষ্টা জয়ং ধনং। ৩২ ॥
ফলিনং পুষ্পিতং বিল্বমাম্রং দৃষ্টা লভেদ্ধনং।
দৃষ্টাচ জ্বলদগ্নিঞ্চ ধনং বুদ্ধিং শ্রিয়ং লভেৎ।
আম্রাতকং ধাত্রীফলং উৎপলঞ্চ ধনাগমং। ৩৩ ॥
দেবতাশ্চ দ্বিজাগারঃ পিতরোলিঙ্গিত স্তথা।
যজ্ঞদাতিম্মিথঃ স্বপ্নে তত্তথৈব ভবিষ্যতি। ৩৪ ॥
শুক্লাম্বর ধরানার্য্যঃ শুক্লমাল্যানুলেপনাঃ।
সমাশ্লিষ্যতি যঃ স্বপ্নে তস্য শ্রীঃ সর্ব্বতঃ স্বয়ং। ৩৫ ॥
পীতাম্বর ধরাং নারীং পীতমাল্যানুলেপনাং।

মানব শৃঙ্গিগণ দংষ্ট্রিগণ বরাহগণ বা বানরগণ কর্ত্তৃক নিপীড়িত হইতেছে যদি এরূপ স্বপ্ন দর্শন করে তাহা হইলে সে রাজা হইয়া বিপুল ধন সম্পত্তি লাভে সক্ষম হয়। ৩০॥

স্বপ্নে মৎস্য মাংস মৌক্তিক শঙ্খ চন্দন ও হীরক দর্শন করিলে মনুষ্য বিপুল ধন লাভ করিতে পারে। ৩১ ॥

মনুষ্য স্বপ্নে স্বর্ণ সুরা রুধির ও বিষ্ঠা দর্শন করিলে ধন লাভ এবং দেব প্রতিমা ও শিবলিঙ্গ দর্শন করিলে ধন বিজয় লাভ করিতে সক্ষম হয়।৩২॥

স্বপ্নে পুষ্পিত ও ফলিত বিল্ব বৃক্ষ বা আম্র বৃক্ষ দর্শন করিলে মনুষ্য ধন লাভ এবং প্রজ্বলিত অগ্নি দর্শনে ধন বুদ্ধি ও শ্রী লাভ করে, আর আম্রাতক ধাত্রী ফল ও উৎপল দর্শনে মনুষ্যের ধনলাভ হইয়া থাকে।৩৩॥

যে স্বপ্ন যোগে দেবগণের সম্মিলন দ্বিজাগারে প্রবেশ বা পিতৃগণের আলিঙ্গন দর্শন করে তাহারও ঐ রূপ সম্পত্তি লাভ হয়। ৩৪ ॥

স্বপ্নে শুক্লাম্বরধারিণী শুক্লমাল্য বিভূষণা চন্দনসিক্তা কামিনীকে আলিঙ্গন করিলে কমলা স্বয়ং তাহাকে সর্ব্বতোভাবে আশ্রয় করেন।৩৫॥

উপগূহতি যঃ স্বপ্নে কল্যাণং তস্য জায়তে। ৩৬ ॥
সর্ব্বাণি শুক্লানি প্রশংসিতানি ভস্মাস্থি কার্পাস বিবর্জ্জিতানি।
দিব্যাস্ত্রী সস্মিতা বিপ্রা রত্ন ভূষণ ভূষিতা। ৩৭ ॥
যস্য মন্দির মায়াতি সশ্রিয়ং লভতে ধ্রুবং। ৩৮ ॥
স্বপ্নেচ ব্রাহ্মণো দেবো ব্রাহ্মণী দেব কন্যকা।
ফলং দদাতি যস্মৈচ তস্য পুত্রো ভবিষ্যতি। ৩৯ ॥
যঃ স্বপ্নে ব্রাহ্মণো নন্দ করোতিচ শুভাশিষং।
পদে পদে সুখং তস্য সম্মানং গৌরবং ভবেৎ। ৪০ ॥
অকস্মাদ্‌যদি স্বপ্নেতু লভতে সুরভীং সতী।
ভূমি লাভো ভবেত্তস্য ভার্য্যাচাপি পতিব্রতা। ৪১ ॥
করেণ কৃত্বা হস্তীয়ং মস্তকে স্থাপয়েদ্‌যদি।
রাজ্য লাভো ভবেত্তস্য নিশ্চতঞ্চ শ্রুতৌ শ্রুতং। ৪২ ॥

যে ব্যক্তি স্বপ্নে পীতাম্বর পরিধানা পীত মাল্য সমলঙ্কৃতা চন্দন দিগ্ধাঙ্গী কামিনীকে আলিঙ্গন করে, তাহার মঙ্গল লাভ হয়। ৩৬ ॥

ভস্ম অস্থি ও কার্পাস বিবর্জ্জিত প্রশংসিত শুক্ল বস্তু সকল গৃহে উপস্থিত হইয়াছে বা রত্ন ভূষণ ভূষিতা সহাস্য বদনা দিব্যাঙ্গনা ব্রাহ্মণপত্নী গৃহে উপস্থিত হইয়াছেন এরূপ স্বপ্ন দর্শন করিলে মনুষ্য নিশ্চয় বিপুল সম্পত্তি লাভ করিতে পারে। ৩৭। ৩৮ ॥

দেব দেব কন্যা ব্রাহ্মণ বা ব্রাহ্মণী ফল প্রদান করিতেছেন এরূপ স্বপ্ন দর্শন করিলে মনুষ্য পুত্র লাভ করে। ৩৯ ॥

ব্রজরাজ! ব্রাহ্মণ শুভ আশীর্ব্বাদ করিতেছেন এরূপ স্বপ্ন দর্শন করিলে মনুষ্যের পদে পদে সুখ সন্মান ও গৌরব লাভ হয়। ৪০ ॥

যদি কেহ অকস্মাৎ স্বপ্নে সাধ্বী সুরভীকে দর্শন করে, তাহা হইলে ভূমি লাভ ও পতিব্রতা ভার্য্যা লাভ হয়। ৪১ ॥

বেদে নির্দ্দিষ্ট আছে যদি কেহ এরূপ স্বপ্ন দর্শন করে যে হস্তী শুণ্ড দ্বারা তাহাকে ধারণ পূর্ব্বক স্বীয় মস্তকে সংস্থাপন করিতেছে, তাহা হইলে নিশ্চয় তাহার রাজ্য লাভ হয়। ৪২ ॥

স্বপ্নেতু ব্রাহ্মণ স্তুষ্টঃ সমাশ্লিষ্যতি যং ব্রজ।
তীর্থ স্নায়ী ভবেৎ সোপি নিশ্চিতঞ্চ শ্রিয়ান্বিতঃ। ৪৩॥
স্বপ্নে দদাতি পুষ্পঞ্চ যস্মৈ পুণ্যবতে দ্বিজঃ।
জয় যুক্তো ভবেৎ সোপি যশস্বীচ ধনী সুখী। ৪৪॥
স্বপ্নে দৃষ্টা চ তীর্থানি সৌধ রত্ন গৃহাণিচ।
জয় যুক্তশ্চ ধনবান্ তীর্থ স্নায়ী ভবেন্নরঃ। ৪৫॥
স্বপ্নে তু পূর্ণকলসং কশ্চিৎ কস্মৈ দদাতি বা।
পুত্র লাভো ভবেত্তস্য সম্পত্তিং বাসমালভেৎ। ৪৬॥
হস্তে কৃত্বা তু কুড়ব মাঢ়কং বাপি সুন্দরী।
যস্য মন্দির মায়াতি সলক্ষ্মীং লভতে ধ্রুবং। ৪৭॥
দিব্যা স্ত্রী যদ্গৃহং গত্বা পুরীষং বিসৃজেদ্ব্রজ।
অর্থ লাভো ভবেত্তস্য দারিদ্রঞ্চ প্রযাতিচ। ৪৮॥

ব্রজরাজ! ব্রাহ্মণ সন্তুষ্ট হইয়া আলিঙ্গন করিতেছেন এরূপ স্বপ্ন দর্শন করিলে মানব নিশ্চয় শ্রী সম্পন্ন ও তীর্থ স্নানের ফলভাগী হয়। ৪৩॥

স্বপ্নযোগে ব্রাহ্মণ পুণ্যবান্ ব্যক্তিকে পুষ্প প্রদান করিলে জয় যুক্ত যশস্বী ধনী ও সুখী হইয়া থাকে। ৪৪॥

মানব যদি স্বপ্নে তীর্থ সমুদায় অট্টালিকাপুরী ও রত্নগৃহ দর্শন করে তাহা হইলে সে তীর্থ স্নানের ফলভাগী, জয়যুক্ত ও ধনবান্ হয়। ৪৫॥

যদি কেহ স্বপ্নে কাহাকে পূর্ণ কুম্ভ দান করে, তাহা হইলে তাহার বাসস্থান লাভ, পুত্র লাভ ও সম্পত্তি লাভ হয়। ৪৬॥

যদি কেহ কোন সুন্দরী নারী স্বীয় করে কুড়ব বা আঢ়ক ধারণ করিয়া তাহার গৃহে প্রবেশ করিতেছে এরূপ স্বপ্ন দর্শন করে তাহা হইলে সেই ব্যক্তি লক্ষ্মী লাভ করে সন্দেহ মাত্র নাই। ৪৭॥

ব্রজেশ্বর! যদি কেহ এই রূপ স্বপ্ন দর্শন করে কোন দিব্যাঙ্গনা তাহার গৃহে আগমন করিয়া পুরীষ ত্যাগ করিতেছে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তির দারিদ্র দুঃখ ভঞ্জন ও অর্থাগম হয়। ৪৮॥

যস্য গেহং সমায়াতি ভার্য্যয়া সহ ব্রাহ্মণঃ।
পার্ব্বত্যা সহ শম্ভুর্ব্বা লক্ষ্মী নারায়ণোঽথবা। ৪৯ ॥
ব্রাহ্মণো ব্রাহ্মণী বাপি স্বপ্নে যস্মৈ দদাতি বা।
ধান্যং পুষ্পাঞ্জলিং বাপি তস্য শ্রীঃ সর্ব্বতঃ সুখী। ৫০ ॥
মুক্তাহারং পুষ্পমাল্যং চন্দনঞ্চ লভেৎ ব্রজ।
স্বপ্নে দদাতি বিপ্রশ্চ তস্য শ্রীঃ সর্ব্বতঃ সুখী। ৫১ ॥
গোরোচনাং পতাকাম্বা হরিদ্রা মিক্ষুদণ্ডকং।
স্নিগ্ধান্নঞ্চ লভেৎ স্বপ্নে তস্য শ্রীঃ সর্ব্বতঃ সুখী। ৫২ ॥
ব্রাহ্মণো ব্রাহ্মণী বাপি দদাতি যস্য মস্তকে।
ছত্রং বা শুক্লমাল্যং বা সচ রাজা ভবিষ্যতি। ৫৩ ॥
স্বপ্নে রথস্থঃ পুরুষঃ শুক্লমাল্যানুলেপনঃ।
তত্রত্যো যদি ভুংক্তেচ পায়সং বা নৃপো ভবেৎ। ৫৪ ॥

যে ব্যক্তি এরূপ স্বপ্ন দেখে ব্রাহ্মণ ভার্য্যার সহিত তাহার গৃহে উপনীত হইয়াছেন অথবা দেবাদিদেব পার্ব্বতীর সহিত বা নারায়ণ লক্ষ্মীর সহিত তাহার গৃহে আগমন করিতেছেন আর যাহার এরূপ স্বপ্ন দর্শন হয় যে ব্রাহ্মণ বা ব্রাহ্মণী তাহাকে ধান্য কিম্বা পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিতেছেন তাহা হইলে সেই ব্যক্তি অতুল সম্পত্তি শালী হইয়া সর্ব্বতোভাবে সুখী হইতে পারে। ৪৯। ৫০ ॥

যদি কেহ স্বপ্নে ব্রাহ্মণ প্রদত্ত মুক্তাহার পুষ্প মাল্য বা চন্দন লাভ করে তাহা হইলে সেই ব্যক্তি সম্পত্তিশালী ও সর্ব্ব বিষয়ে সুখী হয়। ৫১ ॥

যে ব্যক্তি স্বপ্নে গোরোচনা পতাকা হরিদ্রা ইক্ষু দণ্ড বা স্নিগ্ধান্ন লাভ করে সে সমৃদ্ধিশালী হইয়া অশেষ সুখ সম্ভোগে কাল যাপন করে। ৫২॥

যদি কেহ স্বপ্ন দর্শন করে ব্রাহ্মণ বা ব্রাহ্মণী তাহার মস্তকে ছত্র বা শুক্ল মাল্য প্রদান করিতেছেন তাহা হইলে সেই মানব রাজা হইবে। ৫৩॥

কোন শুক্ল মাল্য ধারী চন্দনদিগ্ধাঙ্গ পুরুষ রথারূঢ় হইয়াছেন কিম্বা তথায় অবস্থিত হইয়া পায়স ভোজন করিতেছেন, যে ব্যক্তি এই প্রকার স্বপ্ন দর্শন করে সে রাজ্যেশ্বর হয়। ৫৪ ॥

স্বপ্নে দদাতি বিপ্রশ্চ ব্রাহ্মণী বা সুধাং দধি।
প্রশস্তপাত্রং যস্মৈ বা সোপি রাজা ভবেৎ ধ্রুবং। ৫৫॥
কুমারী চাষ্টবর্ষীয়া রত্ন ভূষণ ভূষিতা।
যস্য তুষ্টা ভবেৎ স্বপ্নে তস্য তুষ্টাচ পার্ব্বতী। ৫৬॥
যশস্বী ধনবান্ ভূমি প্রজাবান্ পণ্ডিতো ভবেৎ।
কিম্বা মহাধনাঢ্যোপি কিম্বা রাজা ভবেৎ ধ্রুবং। ৫৭॥
শুক্ল পীতাম্বর ধরা রত্ন ভূষণ ভূষিতা।
যস্য তুষ্টা ভবেৎ স্বপ্নে সভবেৎ কবি পণ্ডিতঃ। ৫৮॥
দদাতি পুস্তকং স্বপ্নে যস্মৈ পুণ্যবতেচ সা।
সো ভবেদ্বিশ্ব বিখ্যাতঃ কবীন্দ্রঃ পণ্ডিতেশ্বরঃ। ৫৯॥
যং পাঠয়তি স্বপ্নে সা মাতেব চ সুতং যথা।
সরস্বতী সুতঃ সোপি তৎপরো নাস্তি পণ্ডিতঃ। ৬০॥

যাহার এরূপ স্বপ্ন দর্শন হয় ব্রাহ্মণ বা ব্রাহ্মণী তাহাকে সুধা দধি বা প্রশস্ত পাত্রপ্রদান করিতেছেন তাহা হইলে নিশ্চয় রাজ্য লাভ করে।৫৫॥ রত্ন ভুষণ ভূষিতা অষ্ট বর্ষীয়া কুমারী স্বপ্ন যোগে যাহার প্রতি তুষ্টা হয় পার্ব্বতী দেবী তাহার প্রতি প্রীতা হন এবং সেই ব্যক্তি যশস্বী ধনবান ভূস্বামী প্রজাবান্ ও পণ্ডিত হয় কিম্বা প্রচুর ধনশালী বা রাজা হইয়া থাকে সন্দেহ নাই। ৫৬। ৫৭॥

স্বপ্ন যোগে শুক্ল বা পীতাম্বর ধারিণী রত্ন ভূষণ ভূষিতা নারী যাহার প্রতি সন্তুষ্টা হন, সেই ব্যক্তি কবি ও পণ্ডিত হয়। ৫৮॥

আর স্বপ্নে ঐ রূপ রমণী যে পুণ্যবান্ ব্যক্তিকে পুস্তক প্রদান করেন সেই পণ্ডিত প্রধান, কবিশ্রেষ্ঠ ও বিশ্ব বিখ্যাত হইয়া থাকে। ৫৯॥

যদি কেহ এরূপ স্বপ্ন দর্শন করে মাতা যেমন সন্তানকে শিক্ষা দান করেন, তদ্রূপ ঐ রমণী তাহাকে অধ্যয়ন করাইতেছেন তাহা হইলে সে সরস্বতী দেবীর পুত্র স্বরূপ হয়, ইহলোকে কেহই তাহার তুল্য পণ্ডিত হইতে পারে না। ৬০॥

ব্রাহ্মণং পাঠয়েদ্ যস্তু পিতেব যত্ন পূর্ব্বকং ।
দদাতি পুস্তকং প্রীত্যা সচ তৎ সদৃশো ভবেৎ । ৬১ ॥
প্রাপ্নোতি পুস্তকং স্বপ্নে পথি বা যত্র যত্র বা ।
সপণ্ডিতো যশস্বী চ বিখ্যাতশ্চ মহীতলে । ৬২ ॥
স্বপ্নে যস্মৈ মহামন্ত্রং বিপ্রা বিপ্রো দদাতিচেৎ ।
স ভবেৎ পুরুষঃ প্রাজ্ঞো ধনবান্ গুণবান্ সুধীঃ । ৬৩ ॥
স্বপ্নে দদাতি মন্ত্রং বা প্রতিমাং বা শিলাময়ীং ।
যস্মৈ দদাতি বিপ্রশ্চ মন্ত্র সিদ্ধিশ্চ যদ্ভবেৎ । ৬৪ ॥
বিপ্রা বিপ্র সমূহঞ্চ দৃষ্টা নত্বাশিষং লভেৎ ।
রাজেন্দ্রঃ স ভবেদ্বাপি কিম্বা চ কবি পণ্ডিতঃ । ৬৫ ॥
শুক্লমালাযুতাং ভূমিং যস্মৈ বিপ্রঃ সমুং সৃজেৎ ।

যাহার এরূপ স্বপ্ন দর্শন হয় যে পিতা যেমন পুত্রকে শিক্ষা প্রদান করেন তদ্রূপ কোন ব্রাহ্মণ তাহাকে যত্ন পূর্ব্বক অধ্যয়ন করাইতেছেন ও তাহাকে পুস্তক প্রদান করিতেছেন, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি তৎসদৃশ বিদ্বান্ ও গুণবান্ হয় । ৬১ ॥

যে ব্যক্তি স্বপ্নে পথিমধ্যে বা যে কোন স্থানে পুস্তক প্রাপ্ত হয়, সেই ব্যক্তি পণ্ডিত ও যশস্বী হইয়া পৃথিবীতে অতুল খ্যাতি লাভ করে । ৬২ ॥

যদি কেহ এই প্রকার স্বপ্ন দেখে কোন বিপ্র বা বিপ্রপত্নী তাহাকে মহামন্ত্র প্রদান করিতেছেন তাহা হইলে সেই ব্যক্তি সুবুদ্ধি সম্পন্ন প্রাজ্ঞ গুণবান্ ও ধনবান্ হয় । ৬৩ ॥

যে ব্যক্তি এরূপ স্বপ্ন দর্শন করে কোন বিপ্র তাহাকে মন্ত্র, দেবপ্রতিমা বা শিলাময়া দেবমূর্ত্তি প্রদান করিতেছেন তাহা হইলে সেই ব্যক্তির মন্ত্র সিদ্ধি হইয়া থাকে । ৬৪ ॥

যদি কেহ স্বপ্নযোগে বহু বিপ্র বা বিপ্রপত্নী দর্শন করিয়া তাহাদিগকে প্রণাম পূর্ব্বক তাহাদিগের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করে তাহা হইলে সেই পুরুষ রাজেন্দ্র কবি বা সুপণ্ডিত হয় । ৬৫ ॥

স্বপ্নেচ পরিতুষ্টশ্চ স ভবেৎ পৃথিবীপতিঃ। ৬৬ ॥
স্বপ্নে বিপ্রো রথে কৃত্বা নানা স্বর্গং প্রদর্শয়েৎ।
চিরজীবী ভবেদায়ুর্দ্ধন বৃদ্ধি র্ভবেৎ ধ্রুবং। ৬৭ ॥
বিপ্রাবিপ্রশ্চ সন্তুষ্টো কস্মৈ কন্যাং দদাতি চ।
স্বপ্নে সচ ভবেন্নিত্যং ধনাঢ্যো ভূপতিঃ স্বয়ং। ৬৮ ॥
স্বপ্নে সরোবরং দৃষ্টা সমুদ্রং বা নদীং নদং।
শুক্লাহিং শুক্ল শৈলঞ্চ দৃষ্টা শ্রিয় মবাপ্নুয়াৎ। ৬৯ ॥
যঃ পশ্যতি মৃতং স্বপ্নে স ভবেচ্চির জীবিনঃ।
অরোগো রোগিণং দুঃখী সুখিনঞ্চ সুখী ভবেৎ। ৭০ ॥
দীব্যাস্ত্রীয়ং প্রবদতি মম স্বামী ভবান্ ভব।
স্বপ্নে দৃষ্টাচ জাগর্ত্তি সচ রাজা ভবেৎ ধ্রুবং। ৭১ ॥

যে ব্যক্তি এরূপ স্বপ্ন দর্শন করে কোন বিপ্র প্রীত হইয়া তাহাকে শুক্ল মালা সমন্বিত ভূমি প্রদান করিতেছেন তাহা হইলে সে পৃথিবীর আধিপত্য লাভ করে। ৬৬ ॥

যদি কেহ এরূপ স্বপ্ন দেখে কোন ব্রাহ্মণ তাহাকে রথারূঢ় করিয়া নানা স্বর্গ দর্শন করাইতেছেন তাহা হইলে নিশ্চয় সে দীর্ঘজীবী হয় এবং দিনে দিনে তাহার আয়ু ও ধনের বৃদ্ধি হইতে থাকে। ৬৭ ॥

যে ব্যক্তি এরূপ স্বপ্ন দর্শন করে কোন বিপ্র বা বিপ্রপত্নী সন্তুষ্ট হইয়া কোন পুরুষকে কন্যাদান করিতেছেন তাহা হইলে সেই ব্যক্তি ধনাঢ্য ও ভূপতি হইয়া সতত পরম সুখে কাল হরণ করে। ৬৮ ॥

যে মানব স্বপ্নযোগে সরোবর সমুদ্র নদ নদী শুক্লসর্প ও ধবল গিরি দর্শন করে, তাহার ঐশ্বর্য্য লাভ হয়। ৬৯ ॥

যে স্বপ্নে মৃত পুরুষকে দর্শন করে সে দীর্ঘজীবী, যে রোগীকে দর্শন করে সে দুঃখী এবং যে সুখীকে দর্শন করে সে সুখী হইয়া থাকে। ৭০ ॥

কোন দিব্যাঙ্গনা নিকটে আগমন করিয়া বলিতেছে, তুমি আমার

স্বপ্নেচ বালিকাং দৃষ্ট্বা লব্ধা স্ফাটিক মালিকাং।
ইন্দ্রচাপং শুক্ল ঘনং সুপ্রতিষ্ঠাং লভেৎ ধ্রুবং। ৭২॥
স্বপ্নে বিপ্রো বদতি যং মম দাসো ভবেতিচ।
হরিদাসস্থ তদ্ভক্তিং লব্ধা স বৈষ্ণবো ভবেৎ। ৭৩॥
স্বপ্নে বিপ্রো হরিঃ শম্ভু ব্রাহ্মণী কমলা শিবা।
শুক্লাস্ত্রী বেদমাতাচ জাহ্নবী বা সরস্বতী। ৭৪॥
গোপালিকা বেশ ধরা বালিকা রাধিকা সম।
বালশ্চ বাল গোপালঃ স্বপ্ন বিদ্ভিঃ প্রকাশিতঃ। ৭৫॥
এতত্তে কথিতং নন্দ সুস্বপ্নঃ পুণ্য হেতুকঃ।
শ্রোতু মিচ্ছসি কিং বা ত্বং কিংভূয়ঃ কথয়ামি তে। ৭৬॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে সুস্বপ্ন দর্শনং।

স্বামী হও, এই রূপ স্বপ্ন দর্শনের পর যে ব্যক্তি জাগরিত থাকে, সে নিশ্চয় রাজা হয়। ৭১॥

স্বপ্নযোগে বালিকা ইন্দ্রধনু ও শুক্লমেঘ দর্শন এবং স্ফটিকমালা লাভ করিলে মনুষ্য নিশ্চয় প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ৭২॥

কোন ব্রাহ্মণ বলিতেছেন তুমি আমার দাস হও, এরূপ স্বপ্ন দর্শন করিলে এবং স্বপ্নযোগে হরিদাসের নিকট হইতে হরিভক্তি লাভ করিলে মানব বিষ্ণুভক্ত হইয়া থাকে। ৭৩॥

বিপ্র, হরি, শিব, শিবা, কমলা, ব্রাহ্মণী, শ্বেতবর্ণানারী, বেদমাতা-সাবিত্রী, জাহ্নবী, সরস্বতী, গোপিকাবেশ ধারিণী রাধিকা সমা বালিকা বালক ও বালগোপালকে স্বপ্নে দর্শন করিলে মানবের যে অতুল সুকৃতি লাভ হয় স্বপ্নবিদ্ পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক তাহা প্রকাশিত হইয়াছে। ৭৪। ৭৫॥

ব্রজরাজ! এই আমি পুণ্যজনক সুস্বপ্ন বৃত্তান্ত তোমার নিকট বর্ণন করিলাম, এক্ষণে অন্য যাহা তোমার শ্রবণ করিতে বাসনা থাকে ব্যক্ত করিলে তাহা আমি কীর্ত্তন করিব। ৭৬॥

ইতি ব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে সুস্বপ্ন দর্শন বিষয় সম্পূর্ণ।

নন্দ উবাচ।

শ্রীকৃষ্ণ জগতাং নাথ সুস্বপ্নশ্চ শ্রুতো ময়া।
বেদসারো নীতিসারো লৌকিকো বৈদিক স্তথা। ৭৭ ॥
অধুনা শ্রোতু মিচ্ছামি পাপং যেষাঞ্চ দর্শনে।
যস্মিন্ কর্ম্মণি বা বৎস তন্মাৎ কথিতু মর্হসি। ৭৮ ॥
বচনং বেদশাস্ত্রোক্তং বেদানুযায়িন স্তথা।
শ্রোতু মিচ্ছন্তি সন্তপ্তা লোকাস্তন্মুখত স্তথা। ৭৯ ॥
বেদানাং জনকস্ত্বঞ্চ বৈদিকানাং সতামপি।
ব্রহ্মাদীনাং সুরাণাঞ্চ মুনীনাং জগতামপি। ৮০ ॥
শ্রুতং তৎ ত্বন্মুখাম্ভোজাৎ প্রমাণং বচনামৃতং।
তেন দেহোভিষিক্তে মে বৎস বিচ্ছেদ দাহনঃ। ৮১ ॥
স্বপ্নে যচ্চরণাম্ভোজং সর্ব্ব কাম ফলপ্রদং।
ব্রহ্মাদয়ো ন পশ্যন্তি তদস্য দৃষ্টিগোচরং। ৮২ ॥

নন্দ কহিলেন হে জগৎপতে শ্রীকৃষ্ণ! সুস্বপ্ন বৃত্তান্ত আমার শ্রুতি গোচর হইল আর নীতিসার, বেদসার এবং লৌকিক ও বৈদিক নিয়মও তৎ কর্তৃক আমার বিদিত হইয়াছে, এক্ষণে যদ্দর্শনে বা যে কার্য্যের অনুষ্ঠানে মনুষ্যের পাপ সঞ্চার হয় তাহা শ্রবণ করিতে বাসনা করিতেছি। অতএব তুমি তাহা আমার নিকট বর্ণন কর। ৭৭। ৭৮॥

বেদ মার্গানুসারী সাধুগণ সংসার তাপে সন্তপ্ত হইয়া তোমার মুখে বেদ শাস্ত্রোক্ত বাক্য শ্রবণ করিতে বাঞ্ছা করিয়া থাকেন। ৭৯॥

প্রভো! বেদ সমুদায় বেদজ্ঞসাধুগণ ব্রহ্মাদিদেবগণ মুনিগণ ও নিখিল জগৎ সমস্তই তোমা হইতে সমুদ্ভূত হইয়াছে, সুতরাং তুমি ঐ সমুদায়ের জনক বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছ। ৮০॥

ভগবন্! তোমার মুখকমল বিগলিত সপ্রমাণ বচনামৃতসিঞ্চনে আমার শ্রুতি যুগল ও দেহ অভিষিক্ত হইতেছে, তথাপি আমি তোমাকে বৎস জ্ঞানে তোমার বিচ্ছেদ দহনে দগ্ধ হইতেছি। ৮১॥

অতঃপরং ত্বৎ পদাব্জং ক্ব পশ্যামি চ পাতকী।
মলমূত্র ধরো দেহো যং নিবদ্ধঃ স্বকর্ম্মণা। ৮৩ ॥
ঈদৃশঞ্চ দিনং বৎস কদা মম ভবিষ্যতি।
ত্বয়া ব্রহ্মাদি নাথেন সম্বাদো মম পাপিনঃ। ৮৪ ॥
কৃপাং কুরু কৃপানাথ মম দোষং ক্ষমস্বচ।
বৎস বুদ্ধ্যাচ দুর্নীতং যদ্‌যৎ কৃত মিহেশ্বর। ৮৫ ॥
ব্রহ্মেশ শেষ মুনয়ো ধ্যায়ন্তে যৎ পদাম্বুজং।
সরস্বতী শ্রুতি র্যস্য স্তবনে জড়তাং ব্রজেৎ। ৮৬ ॥
ইত্যেব মুক্ত্বা নন্দশ্চ নিরানন্দঃ শুচাকুলঃ।
মূর্চ্ছামাপ রুদিত্বাচ পুত্র বিচ্ছেদ বিহ্বলঃ। ৮৭ ॥

অহো আমার কি ভাগ্য! ব্রহ্মাদি দেবগণ স্বপ্নেও যাঁহার সর্ব্ব কাম ফলপ্রদ চরণ কমল দর্শন করিতে পারেন না, সেই দুর্ল্লভ পাদপদ্ম আমার প্রত্যক্ষীভুত হইতেছে? ৷ ৮২ ॥

নাথ! অতঃপর আর কোথায় আমি তোমার চরণ কমল দেখিতে পাইব! কারণ আমি অতি পাতকী, আমার এই মল মূত্রাধার কলেবর স্বকর্ম্মপাশে নিবদ্ধ রহিয়াছে। ৮৩ ॥

বিভো! তুমি ব্রহ্মাদির সৃষ্টিকর্ত্তা পরমেশ্বর, আর আমি মহা পাতকী, আবার আমার এমন দিন কবে হইবে যে আমি এক স্থানে তোমার সহিত মিলিত হইব? ৷ ৮৪ ॥

হে প্রভো! হে কৃপানাথ! আমি পুত্র বুদ্ধিতে তোমার প্রতি যে সমস্ত অন্যায়াচরণ করিয়াছি, তুমি কৃপা করিয়া আমার সেই সমস্ত অপরাধ ক্ষমা কর। ৮৫ ॥

হায়! ব্রহ্মা, মহেশ, অনন্ত ও মুনিগণ নিরন্তর যাঁহার চরণকমল চিন্তা করেন এবং সরস্বতী দেবী ও শ্রুতিও যাঁহার স্তুতিবাদে জড়ীভুতা হন, আমি তাঁহাকে পুত্রজ্ঞান করিয়াছি, এই বলিয়া ব্রজরাজনন্দ পুত্র বিচ্ছেদে কাতর ও নিরানন্দ হইয়া বাষ্পাকুলিত লোচনে রোদন করিতে করিতে মূর্চ্ছাপন্ন হইলেন। ৮৬। ৮৭ ॥

সংত্রস্তো ভগবান্ কৃষ্ণো বোধয়ামাস যত্নতঃ।
পরমাধ্যাত্মিকং জ্ঞানং দদৌ তস্মৈ জগৎপতিঃ। ৮৮॥
ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ সম্বাদে শ্রীকৃষ্ণ
জন্মখণ্ডে ভগবন্নন্দ সম্বাদে সপ্তসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

তখন জগৎপতি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অতি ত্রস্ত হইয়া সযত্নে প্রবোধ প্রদান পূর্ব্বক তাঁহাকে পরম আধ্যাত্মিক জ্ঞান প্রদান করিলেন। ৮৮।
ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ সম্বাদে শ্রীকৃষ্ণ জন্মখণ্ডে
ভগবন্নন্দসম্বাদে সপ্তসপ্ততিতম অধ্যায় সম্পূর্ণ।

অষ্টসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

ভগবানুবাচ।

হে নন্দ জনক শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ সর্ব্ব জনেশ্বর।
চেতনাং কুরু কল্যাণ জ্ঞানঞ্চ পরমং শৃণু। ১॥
পরমাধ্যাত্মিকং জ্ঞানং জ্ঞানিনাঞ্চ সুদুর্ল্লভং।
গোপ শাস্ত্র গোপনীয়ং তুভ্য মেব দদাম্যহং।
নিবোধ শ্রূয়তাং নন্দ শোক মোহ বিবর্জ্জিতঃ। ২॥
জল বুদ্বুদবৎ সর্ব্বং সংসারং স চরাচরং।
প্রভাতে স্বপ্নবন্মিথ্যা মোহ কারণ মেবচ। ৩॥
মিথ্যা কৃত্রিম নির্ব্বাণ দেহশ্চ পাঞ্চ ভৌতিকঃ।
মায়য়া সত্য বুদ্ধ্যাচ প্রতীতিং জায়তে নরঃ। ৪॥
লোভ মোহ কাম ক্রোধৈ র্ব্বেষ্টিতঃ সর্ব্ব কর্ম্মসু।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, পিতঃ! তুমি শ্রেষ্ঠজনগণের প্রভু ও সর্ব্ব প্রধান। এক্ষণে তুমি সচেতন হইয়া কল্যাণকর পরম জ্ঞানগর্ভ বিষয় শ্রবণ কর। ১॥

ব্রজরাজ! অধুনা আমি তোমাকে গূঢ় শাস্ত্র মধ্যে ও গোপনীয় জ্ঞানিগণের সুদুর্ল্লভ পরম আধ্যাত্মিক জ্ঞান তোমাকে প্রদান করিতেছি, তুমি শোক মোহ বিবর্জ্জিত হইয়া তাহা শ্রবণ কর। ২॥

ব্রজেশ্বর! রাত্রিযোগে যে সমস্ত বিষয় স্বপ্নে দৃষ্ট হয় প্রভাতে নিদ্রাবসানে যেমন তাহার কিছুই বিদ্যমান থাকে না, তদ্রূপ জলবুদ্বুদবৎ [illegible] লভ সমস্ত সংসার মিথ্যাময়, কেবল জীব মোহবশতঃ [illegible] আচ্ছন্ন হইয়া থাকে। ৩॥

[illegible] ভৌতিক কলেবরও কৃত্রিম মিথ্যাময়, ক্ষণ মধ্যে এই দেহের ধ্বংস হইতে পারে; জীব কেবল মায়া প্রভাবে সত্য জ্ঞানে ইহার সৌন্দর্য্য সাধনে যত্নবান্ হয়। ৪॥

মায়য়া মোহিতঃ শশ্বৎ জ্ঞানহীনশ্চ দুর্ব্বলঃ। ৫ ॥
নিদ্রা তন্দ্রা ক্ষুৎ পিপাসা ক্ষমা শ্রদ্ধা দয়া দিভিঃ।
লজ্জা ধৃতিঃ শান্তি পুষ্টি তুষ্টিভিশ্চাপি বেষ্টিতঃ। ৬ ॥
মনো বুদ্ধিশ্চেতনাভিঃ প্রাণ জ্ঞানাত্মভিঃ সহ।
সংশক্তঃ সর্ব্ব দেবৈশ্চ যথা বৃক্ষেষু বায়সৈঃ। ৭ ॥
অহমাত্মাচ সর্ব্বেশঃ শম্ভুর্জ্ঞানাত্মকঃ স্মৃতঃ।
মনো ব্রহ্মাচ প্রকৃতি র্ব্বুদ্ধি রূপা সনাতনী। ৮ ॥
প্রাণ বিষ্ণুশ্চেতনা সা পদ্মাচ অধি দেবতা।
ময়ি স্থিতে স্থিতাঃ সর্ব্বে গতাস্তেপি গতেময়ি। ৯ ॥
অস্মাভিশ্চ বিনা দেহঃ সদ্যঃ পততি নিশ্চিতং।
পঞ্চভূতো বিলীনশ্চ পঞ্চভূতেষু তৎক্ষণং। ১০ ॥

জীব কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহে সমাক্রান্ত ও মায়া মোহিত হইয়া সর্ব্বদা সমস্ত কর্ম্মে লিপ্ত থাকাতে দুর্ব্বল ও জ্ঞানহীন হইয়া পড়িতেছে।৫॥

নিদ্রা, তন্দ্রা, ক্ষুধা, পিপাসা ক্ষমা, শ্রদ্ধা, দয়া, লজ্জা, ধৃতি, শান্তি, পুষ্টি ও তুষ্টি এই সমস্ত বৃত্তি সতত জীবকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে। ৬ ॥

আর এই দেহ মধ্যে মন ও বুদ্ধি, চেতনা জ্ঞান ও প্রাণের সহিত মিলিত আছে, বৃক্ষে যেমন বায়সগণ অধিরূঢ় থাকে তদ্রূপ এই দেহে দেবগণ অধিষ্ঠান করিতেছেন। ৭ ॥

ব্রজরাজ! আমি সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্ব দেহে আত্মারূপে অবস্থান করিতেছি! আর দেবাদিদেব জ্ঞান রূপে ব্রহ্মা মন রূপে এবং সনাতনী প্রকৃতিদেবী বুদ্ধি রূপে অধিষ্ঠিতা রহিয়াছেন। ৮ ॥

জীব দেহে, বিষ্ণু প্রাণ স্বরূপ ও লক্ষ্মী চৈতন্য রূপিণী অধিষ্ঠাত্রী দেবী, ফলতঃ আমি বিদ্যমানে সমস্তদেব দেহ মধ্যে স্থিতি করেন, আমি বিনির্গত হইলে কেহই তথায় অবস্থান করেন না। ৯ ॥

আমাদিগের অধিষ্ঠান ব্যতীত দেহ নিশ্চয় সদ্যঃ পতিত হয় এবং তৎক্ষণাৎ পঞ্চভুত পঞ্চভুতে বিলীন হইয়া থাকে। ১০ ॥

নাম সঙ্কেত রূপঞ্চ নিষ্ফলং মোহ কারণং।
শোক মজ্ঞানিনাং তাত জ্ঞানিনাং নাস্তি কিঞ্চন। ১১ ॥
নিদ্রাদয়ঃ শক্তয়শ্চ তাঃ সর্ব্বাঃ প্রকৃতেঃ কলাঃ।
লোভাদয়োহ্যধর্ম্মাংশাস্তথাহঙ্কার পঞ্চমঃ। ১২ ॥
তে ব্রহ্ম বিষ্ণু রুদ্রাংশ গুণাঃ সত্বাদয়স্ত্রয়ঃ।
জ্ঞানাত্মকঃ শিবোজ্যোতি রহ মাত্মাচ নিগুর্ণঃ। ১৩ ॥
যদা বিশ্রামি প্রকৃতৌ তদাহং সগুণঃ স্মৃতঃ।
সগুণা বিষয়া বিষ্ণু ব্রহ্ম রুদ্রাদয় স্মৃতাঃ। ১৪ ॥
ধর্ম্মোমদংশো বিষয়ী শেষঃ সূর্য্যঃ কলানিধিঃ। ১৫ ॥
এবং সর্ব্বে মৎকলাংশা মুনি মন্বাদয়ঃ সুরাঃ।
সর্ব্ব দেহে প্রবিষ্টোহং ন লিপ্তঃ সর্ব্ব কর্ম্মসু। ১৬ ॥

তাত! নাম সঙ্কেত রূপ ও শোক মোহ কারণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে, অজ্ঞানাচ্ছন্ন ব্যক্তিগণই ইহাতে আচ্ছন্ন হয়, জ্ঞানিগণ কখন ইহাতে অভিভূত হন না। ১১ ॥

নিদ্রা তন্দ্রাদি শক্তি প্রকৃতির অংশ এবং লোভাদি ও অহঙ্কার অধর্ম্মাংশ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। ১২ ॥

ব্রজেশ্বর! দেহ মধ্যগত সত্ব রজ ও তম এই গুণত্রয় যথাক্রমে ব্রহ্মা বিষ্ণু ও রুদ্রের অংশজাত এবং জ্ঞান শিবাংশজাত। আর আমিই নিগুর্ণ জ্যোতির্ম্ময় আত্মা রূপে দেহ মধ্যে অবস্থান করিতেছি। ১৩ ॥

যখন আমি প্রকৃতিতে বিশ্রাম করি, তখন সগুণ রূপে নির্দ্দিষ্ট হই, সেই সগুণাবস্থায় ব্রহ্মা বিষ্ণু ও রুদ্রাদি দেবগণ মদংশে সমুদ্ভূত হন, সুতরাং তাহারা মদীয় বিষয় বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন। ১৪ ॥

ধর্ম্ম অনন্ত সূর্য্য ও চন্দ্রও মদংশজাত এবং মুনি ও মন্বাদি দেবগণ আমার অংশাংশজাত। সুতরাং ঐ সমুদায়ও আমার বিষয়াত্মক কিন্তু আমি স্বয়ং সর্ব্বদেহে প্রবিষ্ট হইয়া সর্ব্ব কর্ম্মে নির্লিপ্তভাবে অবস্থান করিতেছি সন্দেহ মাত্র নাই। ১৫। ১৬ ॥

জীবন্মুক্তশ্চ মদ্ভক্তো জন্ম মৃত্যু জরাহরঃ।
সর্ব্ব সিদ্ধেশ্বরঃ শ্রীমান্ কীর্ত্তিমান্ পণ্ডিতঃ কবিঃ। ১৭ ॥
চতুস্ত্রিংশ দ্বিধঃ সিদ্ধঃ সর্ব্ব কর্ম্মোপ কারক।
তমুপৈতি স্বয়ং সিদ্ধং ভক্তস্তং নৈব বাঞ্ছতি। ১৮ ॥
দ্বাদ্বিংশতি বিধং সিদ্ধং সর্ব্ব সাধন কারণং।
মন্মুখাৎ শ্রূয়তাং নন্দ মন্ত্র সিদ্ধিং গৃহাণ চ। ১৯ ॥
অণিমালঘিমা ব্যাপ্তিং প্রাকাম্যং মহিমা তথা।
ঈশিত্বঞ্চ বশিত্বঞ্চ তথা কামাব সায়িতা। ২০ ॥
দূর শ্রবণমেবৈতি দ্বারকায় প্রবেশনং।
মনোযায়িত্বমেবেতি সর্ব্বজ্ঞত্ব মভীপ্সিতং।২১ ॥
সৃষ্টীনাং কারণঞ্চৈব প্রাণা কর্ষণ মেবচ।
প্রাণানাঞ্চ প্রদানাঞ্চ সোভাদীনাঞ্চ স্তম্ভনং।
ইন্দ্রিয়াণাং স্তম্ভনঞ্চ বুদ্ধি স্তম্ভন মেবচ। ২২ ॥

আমার ভক্ত পুরুষ জীবন্মুক্ত মদ্ভক্তকে কখন জন্ম মৃত্যু ও জরা আক্রমণ করিতে পারে না, আমার ভক্তব্যক্তি সর্ব্ব সিদ্ধেশ্বর শ্রীমান্ কীর্ত্তিমান পণ্ডিত ও কবিশক্তি সম্পন্ন হইয়া পরম সুখে কাল হরণ করে। ১৭ ॥

যে চতুস্ত্রিংশদ্বিধ সিদ্ধ পুরুষ বিদ্যমান আছেন, আমার ভক্ত সেই সিদ্ধগণের সঙ্গলাভ বাঞ্ছাকরে না, সেই সিদ্ধগণ স্বয়ংই মদ্ভক্তকে প্রত্যুত আশ্রয় করিয়া থাকে। ১৮ ॥

ব্রজরাজ! আমি সর্ব্ব সাধন কারণ দ্বাবিংশতি প্রকার সিদ্ধ বিষয় তোমার নিকট বর্ণন করিতেছি, তুমি তাহা শ্রবণ করিয়া আমার নিকট মন্ত্র সিদ্ধি গ্রহণ কর। ১৯ ॥

অণিমা অর্থাৎ সূক্ষ্মতা, লঘিমা অর্থাৎ লঘুতা, ব্যাপ্তি অর্থাৎ বিশ্বব্যাপিত্ব, প্রাকাম্য অর্থাৎ যথেচ্ছতা, মহিমা অর্থাৎ মহত্ত্ব, ঈশিত্ব অর্থাৎ ঐশ্বরিক ক্ষমতা, বশিত্ব, অর্থাৎ জিতেন্দ্রিয়তা, কামাবসায়িতা অর্থাৎ সম্পূর্ণ কামত্ব, দূরশ্রবণ দ্বারপ্রবেশ কায়প্রবেশ, মনের ন্যায় বেগশালিত্ব,

ওঁ সর্ব্বেশ্বরায় সর্ব্ব বিঘ্ন বিনাশিনে মধুসূদনায় স্বাহা।
ইত্যেব মেব মন্ত্রশ্চ সর্ব্বেষাং কল্প পাদপঃ। ২৩॥
সামবেদেচ কথিতঃ সিদ্ধানাং সর্ব্ব সিদ্ধিদঃ।
অনেন যোগিনঃ সিদ্ধা মুনীন্দ্রাশ্চ সুরা স্তথা। ২৪॥
শত লক্ষ জপে নৈব মন্ত্র সিদ্ধি র্ভবেৎ সতাং।
যদি নারায়ণ ক্ষেত্রে হবিষ্যান্নং ভুজো জপেৎ। ২৫॥
গত্বা কুরু জপং তাত কাশীং তাং মণিকর্ণিকাং। ২৬॥
শৃণু নারায়ণ ক্ষেত্রং জলাদ্ধস্ত চতুষ্টয়ং।
অত্র নারায়ণঃ স্বামী নান্যঃ স্বামী কদাচন। ২৭॥
জ্ঞানে চাত্র মৃতে লোকে সিদ্ধি র্ভবতি তস্যবৈ।
ব্রজানেনাপি মন্ত্রেণ জীবন্মুক্তো ভবেন্নরঃ। ২৮॥

সর্ব্বজ্ঞত্ব, ঈপ্সিত লাভ, সৃষ্টি সমুদায়ের কারণ, প্রাণাকর্ষণ, প্রাণ স্তম্ভন, প্রদান স্তম্ভন, মুখ স্তম্ভন, শোভাদির স্তম্ভন, ইন্দ্রিয় স্তম্ভন ও বুদ্ধি স্তম্ভন এই দ্বাবিংশতি প্রকার সিদ্ধি নির্দ্দিষ্ট আছে। ২০। ২১। ২২॥

ব্রজরাজ! (ওঁ সর্ব্বেশরায় সর্ব্ব বিঘ্ন বিনাশিনে মধুসূদনায় স্বাহা) এই মন্ত্র কল্পপাদপ স্বরূপ, সুতরাং সকলে ইহা হইতে সর্ব্ব প্রকার ফল লাভ করিতে পারে। ২৩॥

এই মন্ত্র সামবেদে কথিত আছে, ইহা সিদ্ধগণের সিদ্ধিদায়ক, এই মন্ত্র দ্বারা যোগিগণ মুনীন্দ্রগণ ও দেবগণ সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। ২৪॥

তাত! সাধুগণ যদি নারায়ণ ক্ষেত্রে হবিষ্যান্ন ভোজী হইয়া এই মন্ত্র জপ করেন তাহা হইলে শত লক্ষ জপে তাহাদিগের সিদ্ধি লাভ হয়। অতএব তুমি কাশীধামে গমন করিয়া মণিকর্ণিকায় এই মন্ত্র জপ কর। ২৫। ২৬॥

ব্রজেশ্বর! নারায়ণক্ষেত্রের পরিমাণ তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। জল হইতে হস্ত চতুষ্টয় পর্য্যন্ত নারায়ণক্ষেত্র বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে, নারায়ন এই ক্ষেত্রের স্বামী, অন্যে অধিকারী নহে। ২৭॥

ব্রজং কুরু পবিত্রঞ্চ ব্রজনাথ ব্রজং ব্রজ।
পাপং যদ্দর্শনে তাত কথয়ামি নিশাময়। ২৯ ॥
দুঃস্বপ্নং পাপ বীজঞ্চ কেবলং বিঘ্ন কারণং।
গোঘ্নঞ্চ ব্রহ্মঘ্নং বাপি কৃতঘ্নং কুটিলং তথা। ৩০ ॥
দেবঘ্নং পিতৃ মাতৃঘ্নং পাপং বিশ্বাসঘাতিনং।
মিথ্যা সাক্ষ্যং প্রদাতারং পাঞ্চতিথ্য বিবর্জ্জকং। ৩১ ॥
গ্রামযাজিনমেবেতি দেব বিপ্রস্ব হারিণং।
অশ্বত্থ ঘাতিনং দুষ্টং শিব বিষ্ণু বিনিন্দকং। ৩২ ॥
অদীক্ষিত মনাচারং সন্ধ্যাহীনং দ্বিজং তথা।
দেবলং বৃষবাহঞ্চ শূদ্রাণাং সূপকারকং। ৩৩।
শবদাহিনঞ্চ শূদ্রাণাং শূদ্র শ্রাদ্ধান্ন ভোজিনং।
অবীরাং ছিন্ন নাসাঞ্চ দেব ব্রাহ্মণ নিন্দকং। ৩৪ ॥

জ্ঞান পূর্ব্বক এই ক্ষেত্রে মৃত্যু হইলে জীবের সিদ্ধি লাভ হয় এবং জীব এই ক্ষেত্রে উক্ত মন্ত্র জপ করিলে জীবন্মুক্ত হইয়া থাকে। ২৮ ॥

ব্রজরাজ! এক্ষণে ব্রজে গমন পূর্ব্বক ব্রজধাম পবিত্র করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য, হে তাত! অতঃপর যদ্দর্শনে মনুষ্যের পাপ সঞ্চার হয়, তাহা তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। ২৯।

দুঃস্বপ্ন পাপবীজ স্বরূপ ও কেবল বিঘ্নের হেতুভুত বলিয়া কথিত আছে, গোহত্যাকারী, ব্রহ্মহত্যাকারী, কৃতঘ্ন, কুটিল, দেবঘ্ন, পিতৃঘ্ন, বিশ্বাসঘাতক, মাতৃঘ্ন, মিথ্যাসাক্ষ্য প্রদাতা পঞ্চ তিথিকৃত্যে পারাঙ্মুখ পাপাত্মাকে দর্শন করিলে মনুষ্যের বিঘ্ন উপস্থিত হয়। ৩০। ৩১ ॥

গ্রামযাজী দেবস্বাপহারী ব্রহ্মস্বাপহারী, অশ্বত্থবৃক্ষচ্ছেদক, শিব নিন্দক, বিষ্ণু নিন্দক, দুষ্টব্যক্তিকে দেখিলে মানব বিপন্ন হয়। ৩২ ॥

যে ব্যক্তি অদীক্ষিত অনাচারী সন্ধ্যা বর্জ্জিত দেবল বৃষবাহক ও শূদ্রের সূপকারক ব্রাহ্মণকে দর্শন করে তাহার বিঘ্ন ঘটে। ৩৩।

শূদ্রের শবদাহী শূদ্রের শ্রাদ্ধান্নভোজী দেব ব্রাহ্মণ নিন্দক পুরুষ ও

পতিভক্তি বিহীনাঞ্চ বিষ্ণু ভক্তি বিহীনকং।
শূদ্রাণাং বিধবানাঞ্চ চণ্ডালং ব্যভিচারিণীং। ৩৫ ॥
শশ্বৎ কোপযুতং দুষ্ট মৃণগ্রস্তঞ্চ জারজং।
চৌরং মিথ্যাবাদিনঞ্চ শরণাগত দায়িনং। ৩৬ ॥
মাংসাপহারিণঞ্চৈব ব্রাহ্মণং বৃষলীপতিং।
ব্রাহ্মণী গামিনং শূদ্রং দ্বিজং বার্দ্ধুষিকং তথা।
অগম্যাগামিনং দুষ্টং চতুর্ব্বর্ণ নরাধমং। ৩৭ ॥
মাতা সপত্নী মাতাচ শ্বশ্রূশ্চ ভগিনী সুতা।
গুরুপত্নী পুত্রপত্নী সোদরস্য প্রিয়া সতী। ৩৮ ॥
মাতৃস্বসা পিতৃস্বসা ভাগিনেয় প্রিয়া তথা।
মাতুলানী নবোঢ়াচ পিতৃব্য স্ত্রী রজস্বলা। ৩৯ ॥
পিতৃ মাতৃ প্রসূশ্চৈব চাগম্যাষ্টাদশ স্মৃতাঃ।
কীর্ত্তিতাঃ সামবেদেচ পরিপাল্যাঃ সতাং ব্রজ। ৪০ ॥

ছিন্ন নাসা অবীরা নারীকে দর্শন করিলে মনুষ্য বিপদাক্রান্ত হয়। ৩৪ ॥

পতিভক্তি বিহীনা নারী বিষ্ণুভক্তি বিহীন পুরুষ শূদ্রা বিধবা ব্যভিচারিণী ও চণ্ডাল দর্শনে মানব অমঙ্গল লাভ করে। ৩৫ ॥

সতত ক্রোধাবিষ্ট দুষ্ট ঋণগ্রস্ত জারজ চৌর মিথ্যাবাদী ও শরণাগত পরিত্যাগী পামরকে দর্শন করিলে মনুষ্যের অশুভ সংঘটন হয়। ৩৬ ॥

যে ব্যক্তি মাংসাপহারী বৃষলীপতি ও বৃদ্ধিজীবী ব্রাহ্মণকে, ব্রাহ্মণী গামী শূদ্রকে এবং চতুর্ব্বর্ণ মধ্যে নরাধম অগম্যাগামী দুষ্টকে দর্শন করে, তাহার নানা অমঙ্গল ঘটিয়া থাকে। ৩৭ ॥

মাতা, সপত্নীমাতা, শ্বশ্রূ, ভগিনী, কন্যা, গুরুপত্নী, পুত্রপত্নী, সহোদরের ভার্য্যা, সাধ্বী, মাতৃস্বসা, পিতৃস্বসা, ভাগিনেয় প্রিয়া, মাতুলানী, নবোঢ়া, পিতৃব্যপত্নী, রজস্বলা, পিতৃপ্রসূ, মাতৃপ্রসূ এই অষ্টাদশ বিধ নারী সামবেদে অগম্যা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে, এই সমস্ত রমণীকে পালন করা সজ্জনগণের কর্ত্তব্য কর্ম্ম। ৩৮। ৩৯। ৪০ ॥

এতান্ দৃষ্ট্বাচ স্পৃষ্ট্বাচ ব্রহ্মহত্যা ভবেন্নরঃ।
তস্মাদ্দৈবাদিমাঃ স্পৃষ্ট্বা সূর্য্যং দৃষ্ট্বা হরিং স্মরেৎ। ৪১ ॥
কামতো যদি পশ্যন্তি তত্তুল্যাস্তে ভবন্তিহি।
তস্মাৎ সন্তো ন পশ্যন্তি পাপভীতা ব্রজেশ্বর। ৪২ ॥
রাহুগ্রস্তং রবিং সোমং ন পশ্যন্তি বিপশ্চিতঃ।
সপ্তজন্মাষ্ট রিপ্যঙ্ক দশমস্থে নিশাকরে। ৪৩ ॥
জন্মর্ক্ষে নিধনে চাপি চতুর্থেহি কলানিধৌ।
সর্ব্বে বাপি ন দৃশ্যশ্চ কল্পিতশ্চন্দ্র ভাস্করঃ। ৪৪।
নষ্ট চন্দ্রো নদৃশ্যশ্চ ভাদ্রেমাসি সিতাসিতে।
চতুর্থ্যা মুদিতোঽশুদ্ধঃ পরিত্যক্তো মনীষিভিঃ। ৪৫ ॥
চন্দ্র স্তারাপহরণং কলঙ্ক মতি দুষ্করং।
তস্মৈ দদাতি হে নন্দ কামতো যশ্চ পশ্যতি। ৪৬ ॥

এই সমস্ত নারীকে দর্শন ও স্পর্শ করিলে মনুষ্য ব্রহ্মহত্যা পাপে লিপ্ত হয়, অতএব দৈবাৎ এই সমস্ত নারীকে স্পর্শ করিলে মানব সূর্য্য দর্শন করিয়া হরি স্মরণ করিবে। ৪১ ॥

ব্রজেশ্বর! যাহারা কাম ভাবে ঐ সমস্ত নারীর প্রতি দৃষ্টিপাত করে, তাহারা ব্রহ্মহত্যাকারীর তুল্য পাপ ভাগী হয়, এইজন্য সাধুগণ পাপাশঙ্কায় ঐ সমস্ত নারীর প্রতি নেত্রপাত করেন না। ৪২ ॥

চন্দ্র সপ্তস্থ জন্মস্থ অষ্টমস্থ নবমস্থ দ্বাদশস্থ দশমস্থ থাকিলে পণ্ডিতগণ রাহু গ্রস্ত চন্দ্র ও রাহু গ্রস্ত সূর্য্য দর্শন করিবেন না। ৪৩ ॥

চন্দ্র জন্ম নক্ষত্রে জন্ম নক্ষত্র হইতে নিধন নক্ষত্রে বা চতুর্থ নক্ষত্রে স্থিতি করিলে রাহু গ্রস্থ চন্দ্র সূর্য্য সকলের অদৃশ্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। ৪৪ ॥

ভাদ্রমাসের শুক্ল ও কৃষ্ণপক্ষীয় চতুর্থীতে উদিত চন্দ্র অশুদ্ধরূপে নির্দ্দিষ্ট আছে। উহাই নষ্ট চন্দ্র বলিয়া উক্ত। ঐ চন্দ্র কদাচ দর্শনীয় নহে, এই জন্য মনীষিগণ ঐ চন্দ্র দর্শন করেন না। ৪৫ ॥

অকামতোনরো দৃষ্ট্বা মন্ত্র পূতং জলং পিবেৎ।
তদা শুদ্ধো ভবেৎ সদ্যো নিষ্কলঙ্কী মহীতলে। ৪৭ ॥
সিংহঃ প্রসেন মবধীৎ সিংহো জাম্বুবতাহতঃ
সুকুমারক মারোদী স্তবহ্যেষ শ্যমন্তকঃ। ৪৮ ॥
ইতি মন্ত্রেণ পূতঞ্চ জলং সাধুঃ পিবেৎ ধ্রুবং।
ইত্যেবং কথিতং সর্ব্ব মপরং কথয়ামি তে। ৪৯ ॥
ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ সম্বাদে শ্রীকৃষ্ণ জন্মখণ্ডে ভগবন্নন্দ সম্বাদে চাষ্টাধিক সপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

যে ব্যক্তি ইচ্ছানুসারে ঐ নষ্টচন্দ্র দর্শন করে নিশাকর স্বীয় অতি দুষ্কর তারা হরণ কলঙ্ক তাহাকে প্রদান করেন। ৪৬ ॥

মনুষ্য অনিচ্ছায় দৈববশে ঐ নষ্ট চন্দ্র দর্শন করিলে মন্ত্রপূত জল পান করিয়া সদ্যঃ শুদ্ধ ও নিষ্কলঙ্কী হইয়া মর্ত্ত্যলোকে কাল হরণ করিতে সক্ষম হয়। ৪৭ ॥

এই শ্যমন্তক মণির জন্য পূর্ব্বে সিংহ প্রসেনকে বিনাশ করিয়াছিল, পরে জাম্বুবান্ কর্ত্তৃক সিংহ নিহত হইয়াছে। হে সুকুমারক! এই মণি এক্ষণে তোমার হইয়াছে তুমি রোদন করিও না। ৪৮ ॥

ব্রজেশ্বর! সাধুব্যক্তি নষ্ট চন্দ্র দর্শনে উক্ত মন্ত্র পূত জল অবশ্য পান করিবে, এই আমি তোমার প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিলাম। এক্ষণে অন্য যাহা জিজ্ঞাস্য থাকে ব্যক্ত করিলে তাহা বর্ণন করিব। ৪৯ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ সম্বাদে শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে ভগবন্নন্দ সম্বাদে অষ্ট সপ্ততিতম অধ্যায় সংপূর্ণ।

একোনাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

নন্দ উবাচ।

রাহুগ্রস্তঃ কথং সূর্য্যশ্চন্দ্রো বাপি জগৎ প্রভো।
নষ্টচন্দ্রঃ কথং ভাদ্রে চতুর্থ্যাঞ্চ সিতাসিতে। ১ ॥
বেদানাং জনকস্ত্বঞ্চ কং প্রচ্ছামি ত্বয়া বিনা।
বেদে পুরাণে গোপ্যঞ্চেদিদং বচন মীপ্সিতং। ২ ॥

ভগবানুবাচ।

অকথ্যং বচনঞ্চেদং নিষিদ্ধং বৈদিকৈরপি।
ক্ষমস্ব নন্দ ভদ্রং তে প্রশ্ন মন্যং কুরুস্ব মাং। ৩ ॥
বিশ্বস্তং বচনং তাত ন প্রকাশ্যং মনীষিভিঃ।
ন প্রকাশঞ্চ ভবতি সতাং ছিদ্রঞ্চ দৈবতঃ। ৪ ॥

নন্দ উবাচ।

কথয়স্ব জগন্নাথ ন ভক্তে বঞ্চনাং কুরু।

নন্দ কহিলেন জগৎ প্রভো! চন্দ্র সূর্য্য রাহুগ্রস্ত হইলেন কেন? এবং ভাদ্রমাসের শুক্ল ও কৃষ্ণপক্ষীয় চতুর্থীতে উদিত চন্দ্রই বা কেন নষ্ট চন্দ্র বলিয়া প্রসিদ্ধ হইলেন, তাহা শ্রবণ করিতে আমার বাসনা হইতেছে, তুমি বেদ প্রণেতা, তুমি ভিন্ন আর কাহার নিকট এ বিষয়ের প্রশ্ন করিব? অতএব তুমি বেদ ও পুরাণ মধ্যে গোপনীয় এই মদীপ্সিত গূঢ় বিষয় বর্ণন কর। ১। ২॥

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন হে নন্দ! এই বিষয় অকথ্য বেদবেত্তা পণ্ডিতগণও ইহা বর্ণন করিতে নিষেধ করিয়াছেন, অতএব তুমি আমাকে ক্ষমা করিয়া অন্য বিষয় জিজ্ঞাসা কর, তোমার মঙ্গল হউক। ৩॥

তাত! এই গূঢ় বাক্য মণীষিগণের প্রকাশ্য নহে। যদি দৈব বশতঃ সজ্জনগণের কোন দোষ সংঘটন হয়, তাহা হইলে তাহা প্রকাশ করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য। ৪॥

অদৃশ্যৌ চাপি দেবেশৌ রাহু গ্রস্তৌচ পুণ্যদৌ। ৫ ॥

ভগবানুবাচ।

শৃণু নন্দ প্রবক্ষ্যামি কথা মে তাং পুরাতনীং।
যাংশ্রুত্বা নিষ্কলঙ্কশ্চ তীর্থ স্নায়ী ভবেন্নরঃ। ৬ ॥
সর্ব্বং পাতকিনং দৃষ্ট্বা যং পাপং লভতে নরঃ।
আখ্যানু শ্রবণে নৈব ভস্মীভূতং ভবিষ্যতি। ৭ ॥
একদা যমদগ্নিশ্চ মহান্ কৌতূহলান্বিতঃ।
রেণুকা সহিত স্তুষ্টোজগাম নর্ম্মদা তটং। ৮ ॥
নির্জ্জনে নর্ম্মদা তীরে বিজহার তয়া সহ।
নবোঢ়য়াচ সুন্দর্য্যা নব যৌবন যুক্তয়া। ৯ ॥
সুবেশয়া সস্মিতয়া রত্ন ভূষণ যুক্তয়া।
নম্রয়া স্তন ভারেণ শ্রোণী ভারেণ জাড্যয়া। ১০ ॥

নন্দ কহিলেন জগৎপতে! আমি তোমার ভক্ত, আমাকে বঞ্চনা করা তোমার উচিত নহে, কি জন্য পূর্ব্বোক্ত চতুর্থীতে চন্দ্র দর্শন নিষিদ্ধ এবং পুণ্যপ্রদচন্দ্রসূর্য্য রাহুগ্রস্ত হইয়া কি কারণে সকলের দর্শনীয় নহেন, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন কর। ৫ ॥

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নন্দের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন ব্রজরাজ! পুরাতন কথা শ্রবণে মনুষ্য নিষ্কলঙ্ক তীর্থস্নানের ফল ভাগী হয় এক্ষণে আমি সেই বিষয় তোমার নিকট বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর। ৬ ॥

সমস্ত পাতকীকে দর্শন করিলে মনুষ্যের যে পাপসঞ্চার হয়, এই আখ্যায়িকা শ্রবণে তাহা ভস্মীভুত হইবে। ৭ ॥

একদা মহাত্মা জমদগ্নি কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া প্রীতমনে প্রিয়া রেণুকার সহিত নর্ম্মদা তীরে গমন করিয়াছিলেন। ৮ ॥

তৎকালে পরম সুন্দরী সেই রেণুকা নবোঢ়া ও নবযৌবনসপন্না। তিনি সেই নির্জ্জন নর্ম্মদা তীরে তাহার সহিত বিহারে প্রবৃত্ত হইলেন। ৯ ॥

সুন্দরীণামতুলয়া শ্বেত চম্পক বর্ণয়া।
সুপূর্ণ চন্দ্রাননয়া কটাক্ষ যুতয়া তথা। ১১॥
অতীব সূক্ষ্মনাং বরয়া কামবাণার্ত্তয়া ব্রজা।
পুলকাঞ্চিত সর্ব্বাঙ্গা সংভোগে নাপি মুর্চ্ছয়া। ১২॥
পুংস্কোকিল যুতে রম্যে শব্দিতে সুমধু ব্রতে।
সুগন্ধি বায়ু সংযুক্তে পুষ্প তল্পান্বিতে শুভে। ১৩॥
চন্দনোক্ষিত সর্ব্বাঙ্গং বস্ত্র মাল্য ধরং মুনিং।
মহারাস রসাদ্যন্ত মুবাচ ভাস্করঃ স্বয়ং। ১৪॥
বেদ কর্ত্তুঃ প্রপৌত্রস্ত্বং ব্রহ্মণশ্চ জগৎপতেঃ।
চতুর্ব্বেদ বিধেয়েষু মুনেত্বঞ্চ সদা শুচিঃ। ১৫॥

বিহার কালে সেই রত্ন ভুষণ ভুষিতা সুবেশ সম্পান্না নগ্না রেণুকা কুচভারে ও শ্রোণি ভারে জড়ীভুতা হইতে লাগিলেন। ১০॥

সেই রেণুকার বর্ণ শ্বেত চম্পকের ন্যায় এবং মুখমণ্ডল সম্পূর্ণ সুধাকরের ন্যায় শোভমান হওয়াতে তাহাকে সুন্দরীগণের মধ্যে অনুপমা জ্ঞান হইতে লাগিল। ১১॥

তখন অতীব সুক্ষ্ম বস্ত্র পরিধানা কামবাণ পীড়িতা সেই রেণুকা সম্ভোগ সুখে মূর্চ্ছিতা ও পুলকাঞ্চিত কলেবরা হইলেন। ১২॥

ঐ সময়ে তথায় পুংস্কোকিলগণ কুহু রব ও মধুকরগণ গুন্ গুন্ ধ্বনি করিতে লাগিল এবং সুগন্ধি বায়ু মন্দ মন্দ প্রবাহিত হইতে লাগিল। তখন মুনিবর জমদগ্নি তত্রত্য পুষ্পশয্যায় শয়ান হইয়া বিহার করিতে লাগিলেন। ১৩॥

তৎকালে ভগবান্ ভাস্কর স্বয়ং সেই দিব্য বসন ভুষণে বিভুষিত চন্দনোক্ষিত সর্ব্বাঙ্গ মহারাস রসে পরিপ্লুত মুনিবর জমদগ্নিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন হে ঋষে! তুমি জগৎপতি বেদ কর্ত্তা ব্রহ্মার প্রপৌত্র, চতুর্ব্বেদবিধি তোমার সম্পূর্ণ বিদিত আছে, এবং তুমি অতি পবিত্র বলিয়া কথিত আছে। ১৪। ১৫॥

বেদাঙ্গ কর্ত্তা ধর্ম্মজ্ঞঃ শ্রেষ্ঠো বেদ বিদাম্বরঃ।
মহাতপস্বী তেজস্বী ব্রহ্মচারীচ সুব্রতী। ১৬॥
যুষ্মদ্বিধোক্তং শাস্ত্রেচ পঠিত্বা ন্যশ্চ পণ্ডিতঃ।
বেদ প্রণিহিতো ধর্ম্মোহ্যধর্ম্মস্তদ্বিপর্য্যয়ঃ। ১৭॥
ধর্ম্মং ত্যজতি ধর্ম্মজ্ঞো অধর্ম্মেণ রতঃ স্বয়ং।
দিবা মৈথুন দোষঞ্চ বক্তি বেদে বিশেষতঃ।
অহঞ্চ কর্ম্মণাং সাক্ষী তেন ত্বাং কথয়ামি তে। ১৮॥
সূর্য্যস্য বচনং শ্রুত্বা তত্যাজ মৈথুনং দ্বিজঃ।
দৃষ্টা পুরো বিপ্ররূপং সূর্য্যং তেজস্বিনং সুরং। ১৯॥
উবাচ সূর্য্যং রক্তাস্যঃ কোপ লজ্জা সমন্বিতঃ।
রেণুকা লজ্জিতা তত্র বিধায় বাসসী সতী। ২০॥

যমদগ্নিরুবাচ।

কো ভবান্ পণ্ডিতং মন্যো নত্র দন্যোস্তি পণ্ডিতঃ।

মুনিবর! তুমি বেদাঙ্গ কর্ত্তা, ধর্ম্মজ্ঞ শ্রেষ্ঠ বেদবিদগণের অগ্রগণ্য মহাতপস্বী তেজস্বী ব্রহ্মচারী ও সুব্রতী বলিয়া নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছ। ১৬॥

শাস্ত্রে তোমার নিরূপিত বিধি পাঠ করিয়া লোকে পণ্ডিত হয়। বেদে যাহা নির্ণীত আছে তাহা ধর্ম্ম এবং তদ্বিপরীত অধর্ম্ম বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে। ১৭॥

তুমি স্বয়ং ধর্ম্মজ্ঞ হইয়া ধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক অধর্ম্মে রত হইতেছ বেদে দিবা মৈথুন বিশেষরূপে দোষাবহ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। আমি সমস্ত কর্ম্মের সাক্ষি, এই কারণে এই বিষয় তোমার নিকট জ্ঞাপন করিলাম। ১৮॥

মুনিবর জমদগ্নি দিবাকরের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া পুরোভাগে, পরম তেজস্বী বিপ্ররূপী সূর্য্যকে দর্শনপূর্ব্বক মৈথুন পরিত্যাগ করিলেন। ১৯॥

তৎকালে রেণুকাও লজ্জায় জড়ীভূতা হইয়া বস্ত্র যুগ্ম পরিধান

অহং ভৃগো র্ভগবতঃ শিষ্য স্ত্বং কশ্যপস্যচ। ২১ ॥
চতুর্ব্বেদাংশ্চ জানামি ধর্ম্মাধর্ম্ম নিরূপণে।
বেদ প্রণি হিতো ধর্ম্মোহ্যধর্ম্মস্তদ্বিপর্য্যয়ঃ। ২২ ॥
অজ্ঞানী পুরুষঃ শশ্ব জ্জড়িতশ্চ স্বকর্ম্মণা।
তেজীয়সাং ন দোষায় বহ্নেঃ সর্ব্ব ভুজো যথা। ২৩ ॥
অন্যে ভবাংশ্চ ধর্ম্মশ্চ সাক্ষী সর্ব্বঃ স্বকর্ম্মণাং।
ফলদাতা চ শাস্তাচ ন মে ত্বন্তু লয়ঃ সদা। ২৪ ॥
ন বৈষ্ণবানাং শাস্তারো যূয় মস্মাক মেবচ। ২৫ ॥
ন বাসুদেব ভক্তানামশুভং বিদ্যতে ক্বচিৎ।
হরেঃ সুদর্শনঞ্চক্রং শশ্ব দ্রক্ষতি বৈষ্ণবান্। ২৬ ॥

করিলেন। তখন মুনিবর জমদগ্নি লজ্জিত ও ক্রুদ্ধ হইয়া লোহিত লোচনে সূর্য্যকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন হে বিপ্র! তুমি কে? তোমাকে পণ্ডিতাভিমানী দেখিতেছি তুমি মনে করিয়াছ তোমা অপেক্ষা জ্ঞানি কেহই নাই। আমি ভগবান্ ভৃগুর শিষ্য, এক্ষণে বুঝিতে পারিলাম, তুমি কশ্যপ শিষ্য সূর্য্য, ধর্ম্মনিরূপণার্থ বেদচতুষ্টয় আমার বিদিত আছে। বেদ প্রণিহিত বিষয় ধর্ম্ম এবং বেদনিষিদ্ধ বিষয় অধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দিস্ট আছে, তাহা আমার অবিদিত নাই, অজ্ঞানী পুরুষই সর্ব্বদা স্বকর্ম্মে জড়িত হয়, বহ্নি যেমন সর্ব্বভুক, অর্থাৎ কি পবিত্র কি অপবিত্র সমস্তই বস্তু দগ্ধ করিয়াও অপবিত্র হয় না, তদ্রূপ তেজীয়ান ব্যক্তি কোন অকার্য্য করিলেও দোষাবহ হইতে পারে না। ২০। ২১। ২২। ২৩॥

কি তুমি কি ধর্ম্ম, কি অন্যান্য দেবগণ সকলেই নিজ নিজ কর্ম্মের সাক্ষী, যখন তোমার লয় রহিয়াছে, তখন তুমি কিরূপে শাসন কর্ত্তা বা ফলদাতা হইবে? আমরা বৈষ্ণব, তোমাদিগের বৈষ্ণবগণের শাসন করিবার ক্ষমতা নাই। ২৪। ২৫॥

হে সূর্য্য! হরিভক্তি পরায়ণ সাধুগণের কুত্রাপি অশুভ সংঘটনের সম্ভাবনা নাই। পরব্রহ্ম দয়াময় হরির সুদর্শন চক্র সর্ব্বদা বৈষ্ণবগণকে রক্ষা করিয়া থাকেন। ২৬॥

নারায়ণশ্চ ভগবান্ স্বয়ং ব্রহ্মাচ শঙ্করঃ।
শাস্তা যমশ্চ নাস্মাকং য়ূয়ং নাপি দিবাকর। ২৭ ॥
রাজ পুত্রো যথা স্থানে বয়ং স্বচ্ছন্দ গামিনঃ।
শক্তোহহং ভস্মসাৎ কর্ত্তুং যমং সর্ব্ব সুরাং স্তথা।
মহেন্দ্র প্রভৃতীন্ সূর্য্য ক্ষণে নৈবাবলীলয়া। ২৮ ॥
কস্ত্বাং ধর্ম্ম প্রবক্তা মে যাহি স্বস্থান মেবচ।
মম শাস্তাচ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণঃ প্রকৃতেঃ পরঃ। ২৯ ॥
অদ্য মে নির্জ্জনে স্থানে রস ভঙ্গ স্ত্বয়া কৃতঃ।
মম শাপাৎ পাপ দৃশ্যো রাহুগ্রস্তো ভবিষ্যসি। ৩০ ॥
দৃষ্টা ত্বাং যে ঘনাঃ সর্ব্বে দূরীভূতা ভবন্তি তে।
ত্বামাচ্ছন্নং করিষ্যন্তি বায়ুনা প্রেরিতা স্তথা। ৩১ ॥
স্বতেজসা ভবান্ গর্ব্বী হত তেজা ভবিষ্যসি।

দিবাকর! স্বয়ং ভগবান্ নারায়ণ, আমাদিগের শাসন করিতে পারেন না, আমরা ব্রহ্মা শঙ্কর ও যমেরও শাসনার্হ নহি, তুমি মাদৃশ জনের কিরূপে শাসন করিবে। ২৭ ॥

রাজপুত্র কেবল নির্দ্দিষ্ট স্থানে অবস্থান করিতে পারে কিন্তু আমরা স্বচ্ছন্দে যেখানে ইচ্ছা গমন করিতে সক্ষম, অধিক কি আমি অবলীলা ক্রমে যম ও ইন্দ্রাদি দেবগণকে ভস্মীভূত করিতে পরি। ২৮ ॥

হে সূর্য্য! তুমি আমাকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিতেছ, তুমি শীঘ্র স্বস্থানে গমন কর। কেবল প্রকৃতি হইতে অতীত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আমার শাসন কর্ত্তা বিদ্যমান আছেন। ২৯ ॥

অদ্য তুমি এই বিজন স্থানে আমার রস ভঙ্গ করিয়াছ, এই জন্য আমি তোমাকে এই শাপ প্রদান করিতেছি, তুমি পাপাত্মাদিগের দৃশ্য ও রাহুগ্রস্ত হইবে। ৩০ ॥

যে মেঘগণ তোমাকে দর্শন করিয়া দূরে পলায়ন করে এক্ষণে তাহারা বায়ু কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া তোমাকে আচ্ছন্ন করিবে। ৩১ ॥

মেঘাচ্ছন্নঃ স্বল্পতেজা রাহুগ্রস্তো ভবান্ ভব। ৩২॥
ব্রাহ্মণস্য বচঃ শ্রুত্বা ভগবান্ ভাস্কর স্বয়ং।
ত্রস্তঃ পুটাঞ্জলি র্ভূত্বা তুষ্টাব মুনি পুঙ্গবং। ৩৩॥

ভাস্কর উবাচ।

অবধ্যা ব্রাহ্মণাঃ সর্ব্বে ধন্যা মান্যাঃ পুরস্কৃতা।
নারায়ণশ্চ ভগবান্ শম্ভু র্ব্রহ্মা স্বয়ং প্রভুঃ। ৩৪॥
গণেশশ্চাপি শেষশ্চ ধর্ম্মশ্চাপি সনাতনঃ।
স্তুবন্তি ব্রাহ্মণং সর্ব্বে বিপ্ররূপি জনার্দ্দনং। ৩৫॥
বিপ্র দত্তশ্চ যো ব্রহ্মন্ বয় মস্মন্মুখা দ্বিজঃ।
হুতাশনশ্চ দ্বিমুখাঃ সুরাঃ সর্ব্বে দ্বিজোবরং।
ক্ষমস্ব বৈষ্ণবঃ শুদ্ধ স্বধর্ম্মঞ্চ সমাচর। ৩৬॥
বৈষ্ণবানাং কুতঃ কোপো হৃদি যেষাং জনার্দ্দনঃ।
অস্মাভিঃ পূজিতা বিপ্রা যুষ্মাভিঃ পূজিতাঃ সুরাঃ। ৩৭॥

তুমি স্বীয় তেজে গর্ব্বিত রহিয়াছ, অতএব তুমি আমার অভিশাপে হীনতেজা, মেঘাচ্ছন্ন নিবন্ধন স্বল্পপ্রভ ও রাহুগ্রস্ত হইবে। ৩২॥

ভগবান ভাস্কর মুনিবর জমদগ্নির এই বাক্য শ্রবণে ভীত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে এইরূপে স্তব করিতে লাগিলেন মহর্ষে! ব্রাহ্মণগণ অবধ্য ধন্য মান্য ও পুরস্কৃত স্বয়ং ভগবান নারায়ণ, শম্ভু, ব্রহ্মা, গণপতি, অনন্ত এবং সনাতন ধর্ম্মও সর্ব্বদা বিপ্ররূপী হরিকে স্তব করিয়া থাকেন। ৩৩। ৩৪। ৩৫॥

ব্রহ্মন্! লোকে ব্রাহ্মণকে ভোজ্য বস্তু প্রদান করিলে আমাদিগের তৃপ্তি লাভ হয়, আমরা ব্রাহ্মণ মুখেই ভোজন করিয়া থাকি। অগ্নি ও বিপ্র দেবগণের মুখস্বরূপ বলিয়া দেবগণ দ্বিমুখ নামে নির্দ্দিষ্ট আছেন কিন্তু দেবগণের উভয় মুখের মধ্যে ব্রাহ্মণই, প্রধান মুখ। প্রভো! আপনি সেই বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ বিশেষত বৈষ্ণব, অতএব আপনি আমাকে ক্ষমা করিয়া স্বধর্ম্মাচরণ করুন। ৩৬॥

পরস্পর স্নেহ পাত্রং বেদমাচরণং দ্বিজ।
অহমেব ত্বয়া শপ্তো ময়া শপ্তো ভবান্ ভব। ৩৮ ॥
অন্যথা মাং বদন্ত্যেবং সূর্য্যং নিস্তেজসং জনাঃ। ৩৯ ॥
পরাভূতঃ ক্ষত্রিয়েণ ভবিষ্যসি দ্বিজেশ্বর।
মরণং ক্ষত্রিয়াস্ত্রেণ ভবতশ্চ ভবিষ্যতি। ৪০ ॥
সূর্য্যস্য বচনং শ্রুত্বা চুকোপ ব্রাহ্মণঃ পুনঃ।
তং শশাপেতি বক্রোস্ত্বঃ শম্ভুনা চ জিতো ভবান্। ৪১ ॥
উভয়োঃ কলহং জ্ঞাত্বা কশ্যপেন মহা ব্রজ।
আজগাম স্বয়ং ব্রহ্মা বিধাতা জগতামপি। ৪২ ॥
আগত্য ব্রহ্মা সংত্রস্তং বোধয়ামাস ভাস্করং।
মুনিশ্রেষ্ঠঞ্চ ধর্ম্মজ্ঞং ধর্ম্মজ্ঞানাং গুরোর্গুরুঃ। ৪৩ ॥

হরিপরায়ণ বিপ্রগণের হৃদয়ে যখন ভগবান হরি বিরাজমান রহিয়াছেন তখন তাঁহাদিগের ক্রোধের সম্ভাবনা কি? বিপ্রগণ আমাদিগের পূজিত এবং দেবগণও বিপ্রগণের পূজিত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছেন। ৩৭ ॥

দেব ও ব্রাহ্মণ পরস্পর স্নেহ পাত্র, সুতরাং বেদ ও আচরণ সম্বন্ধে পরস্পরের সমান অধিকার বিদ্যমান আছে। এক্ষণে তুমি আমাকে যখন শাপ প্রদান করিয়াছ তখন তুমি মৎ কর্ত্তৃক অভিশপ্ত হও। ৩৮ ॥

বিপ্রবর! ইহার অন্যথাকরিলে লোকে সূর্য্যনিস্তেজবলিয়া ঘৃণা করিবে। অতএব আমি তোমাকে শাপপ্রদান করিলাম তুমি ক্ষত্রিয় কর্ত্তৃক পরাভূত হইবে এবং ক্ষত্রিয়াস্ত্রে তোমার মৃত্যু হইবে। ৩৯। ৪০ ॥

জমদগ্নি সূর্য্যদেবের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া পুনর্ব্বার রোষ কষায়িত লোচনে তাঁহাকে এই শাপপ্রদান করিলেন হে ভাস্কর! তুমি শম্ভু কর্ত্তৃক বিজিত হইবে। ৪১ ॥

তখন জগৎপতি ব্রহ্মা উভয়ের এইরূপ কলহ পরিজ্ঞাত হইয়া কশ্যপের সহিত তথায় সমাগত হইলেন। ৪২ ॥

ধর্ম্মজ্ঞগণের গুরুর গুরু ভগবান ব্রহ্মা তথায় উপনীত হইয়া ভীত ভাস্কর ও ধর্ম্মজ্ঞ মহর্ষি জমদগ্নিকে প্রবোধ প্রদান করিলেন। ৪৩ ॥

ব্রহ্মোবাচ।

ক্ষমস্ব ভাস্কর ত্বঞ্চ সাক্ষান্নারায়ণো ভবান্।
যুষ্মাকং পরিপাল্যশ্চাপ্যবধ্যো ব্রাহ্মণঃ সদা। ৪৪ ॥
অহঙ্করোমি ভবতো বিপ্র শাপানু মূলনং।
অত্রাহ মাগত স্ত্রস্তঃ প্রেরিতো ভৃগুণা ততঃ। ৪৫ ॥
স্তুতোহং প্রেরিতশ্চাপি কশ্যপেন মরীচিনা।
শান্তো ভব সুরশ্রেষ্ঠ সাক্ষী ত্বং সর্ব্ব কর্ম্মণাং। ৪৬ ॥
কুত্রচিদ্দিবসে ব্রহ্মন্ শৌচত্বং কুত্রচিৎ ক্ষণং।
ভবিষ্যসি ঘনাচ্ছন্নঃ সদ্যো মুক্তো ভবিষ্যসি। ৪৭ ॥
দ্যুতাতিরিক্তেবর্ষে বা রাহুগ্রস্তো ভবিষ্যসি।
তত্রা দৃশ্যশ্চ কেষাঞ্চিৎ পুণ্য দৃশ্যোহি কস্যচিৎ। ৪৮ ॥
অন্যথা সর্ব্ব কালেন পুণ্য দৃশ্যো ভবান্ ভুবি।
ত্বাং দৃষ্টাচ নমস্কৃত্বা সর্ব্বে নিষ্পাপিনো জনাঃ। ৪৯ ॥

পরে ব্রহ্মা সূর্য্যদেবকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন ভাস্কর! তুমি সাক্ষাৎ নারায়ণ অতএব তুমি এই ব্রাহ্মণকে ক্ষমা কর, ব্রাহ্মণ তোমাদিগের অবধ্য ও প্রতিপাল্য বলিযা কথিত আছে। ৪৪ ॥

আমি মহাত্মা কশ্যপ ও ভৃগু কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া তোমাদিগের বিবাদ ভঞ্জনার্থ এই স্থানে সমাগত হইয়াছি। আমি তোমাকে মুক্ত করিব। দিবাকর! তুমি সর্ব্ব কর্ম্মের সাক্ষী। অতএব এক্ষণে তোমার প্রশান্ত ভাব ধারণ করা আবশ্যক। কোন দিনে তুমি ক্ষণকাল মেঘাচ্ছন্ন হইয়া সদ্য সেই মেঘ হইতে মুক্ত হইবে এবং কোন দিন শুচিত্ব নিবন্ধন মেঘাচ্ছন্ন না হওয়াতে তোমার কিছুমাত্র মলিনতা লক্ষিত হইবে না। ৪৫। ৪৬। ৪৭ ॥

আর তুমি দ্যুতাতিরিক্ত অর্থাৎ অযুগ্মবর্ষে রাহু গ্রস্ত হইয়া কোন কোন ব্যক্তির সম্বন্ধে পাপদৃশ্য ও কাহারও সম্বন্ধে পুণ্যদৃশ্য হইবে। ৪৮ ॥

এতদ্ভিন্ন সর্ব্বসময়ে তুমি পুণ্য হইবে। জনগণ তোমাকে দর্শন ও প্রণাম করিয়া নিষ্পাপ হইতে পারিবে। ৪৯ ॥

জন্ম সপ্তাষ্ট রিপূক্ষ চতুর্থে দশমে বিধো।
জন্মর্ক্ষ নিধনে নৃণা মদৃশ্য স্তং ভবিষ্যসি। ৫০।
অস্তকালে ঘনাচ্ছন্নে মধ্যাহ্নস্থে জলে পিবা।
অর্দ্ধোদিতেচ কালেচ পাপ দৃশ্যো ভবিষ্যসি। ৫১॥
ভার্য্যা দুঃখ নিমিত্তেন ভার্য্যয়া হেতু ভূতয়া।
শ্বশুরেণ শ্যালকেন হততেজা ভবিষ্যসি। ৫২॥
অন্যথা তব তেজশ্চ সংজ্ঞা সহিতুমক্ষমা।
মালী সুমালী যুদ্ধেচ শম্ভুনা ত্বং পরাজিতঃ। ৫৩॥
ইত্যেব মুক্তা সূর্য্যঞ্চ বোধয়ামাস ব্রাহ্মণং।
নম্রং শাপ পরাভূতং লজ্জিতং কোপিতং ব্রজ। ৫৪॥
হে বিপ্র স্বগৃহং গচ্ছ গচ্ছ বৎস যথা সুখং।
ত্বত্তেজসা ক্ষণেনৈব ভস্মীভূতং ভবেজ্জগৎ। ৫৫॥
সূর্য্য স্তংপরিপাল্যশ্চ ভবান্ সূর্য্যস্য নিত্যশঃ।
পরস্পরশ্চ সংপূজ্যঃ সম্বন্ধঃ পোষ্য পোষকং। ৫৬॥

চন্দ্র যাহাদিগের সপ্তমস্থ, অষ্টমস্থ নবমস্থ দ্বাদস্থ কিম্বা জন্ম নক্ষত্র গত বা রিপুনক্ষত্রগত থাকিবে তুমি রাহুগ্রস্ত হইয়া তাহাদিগের দৃশ্য হইবে না। ৫০॥

অস্তকালে মেঘাচ্ছন্ন সময়ে মধ্যাহ্নস্থে বা অর্দ্ধোদয় কালে তোমাকে দর্শন করিলে মানবগণ পাপে লিপ্ত হইবে। ৫১॥

আর তোমার পত্নী ত্বদীয় তেজ সহ্য করিতে অসমর্থা হইলে তুমি স্বীয় ভার্য্যার দুঃখ নিবৃত্তির জন্য এবং শ্বশুর ও শ্যালকের প্রীতিকামনায় হীনতেজা হইবে। এরূপ না হইলে তোমার পত্নী সংজ্ঞা ত্বদীয় তেজ সহ্য করিতে পারিবে না। হে সূর্য্য! যখন মালী ও সুমালীর সহিত তোমার যুদ্ধ হইবে তখন তুমি শিবকর্তৃক পরাজিত হইবে। সর্ব্বলোক-পিতামহব্রহ্মা সূর্য্যদেবকে এইরূপ কহিয়া, পাপপরাভূত লজ্জা ক্রোধ সমন্বিত নতশিরাবিপ্র জমদগ্নিকে প্রবোধ প্রদান পূর্ব্বক কহিলেন,

হৈহয়াংশেন ক্ষত্রিয়েণ কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনে নচ।
ভবিষ্যসি নসন্দেহঃ পরাভূতো দ্বিজোমৃতং।
পুরা তে প্রাক্তনং সর্ব্বং কদাচিন্নহি খণ্ডনং।৫৭॥
নারয়ণশ্চ স্বাংশেন তব পুত্রো ভবিষ্যতি।
ত্রিঃ সপ্ত কৃত্বো জগতীং নিঃক্ষত্রাঞ্চ করিষ্যতি। ৫৮।
মৃত্যুস্তে যশসো বীজং ভবিষ্যতি মহীতলে।
ইত্যেব মুক্ত্বা ব্রহ্মাচ যযৌ গেহং ব্রজেশ্বর। ৫৯॥
প্রযযৌ যমদগ্নিশ্চ ভাস্করশ্চ স্বমন্দিরং। ৬০॥
ইত্যেবং কথিতং তাত স্বাখ্যানং পুণ্য কারণং।
রাহুগ্রস্তোভাস্করশ্চাপ্যদৃশ্যো যেন হেতুনা। ৬১॥

হে বিপ্র! তুমি প্রীতমনে গৃহে গমন কর। বৎস! আর তোমার এস্থানে অবস্থান করা উচিত নহে, তোমার তেজে ক্ষণ মধ্যে সমস্ত জগৎ ভস্মীভূত হইবে। ৫২। ৫৩। ৫৪। ৫৫॥

ঋষে! সূর্য্য তোমার নিত্য প্রতিপাল্য ও পূজ্য এবং তুমিও সূর্য্যের প্রতিপাল্য ও পূজ্য, তোমাদিগের পরস্পর পোষ্য পোষক সম্বন্ধ বিদ্যমান রহিয়াছে। ৫৬॥

হে বিপ্র! হরির অংশজাত ক্ষত্র কুলোদ্ভব কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন কর্ত্তৃক তুমি পরাভূত ও মৃত হইবে সন্দেহ নাই। বৎস! তোমার প্রাক্তন কর্ম্মফল কেহই খণ্ডন করিতে সমর্থ নহে। ৫৭॥

আর তোমার নারায়ণের অংশে এক পুত্র জন্ম গ্রহণ করিবে, সেই সন্তান একবিংশতি বার পৃথিবীকে নিক্ষত্রিয়া করিবে। ৫৮॥

ব্রহ্মন্! তোমার মৃত্যু পৃথিবীতে যশের কারণ হইবে। এই বলিয়া ব্রহ্মা স্বধামে গমন করিলেন। ৫৯॥

ব্রজেশ্বর! ব্রহ্মার গমনের পর জমদগ্নি ও সূর্য্য স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। ভাস্কর যে কারণে রাহু গ্রস্ত হইয়া কোন্ কোন্ জনের অদৃশ্য হইয়াছেন তাহা তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম। ৬০। ৬১॥

চতুর্থ্যা মুদিতশ্চন্দ্রো ভাদ্রেমাসি সিতাসিতে।
অদৃশ্যো নষ্ট রূপশ্চ শ্রূয়তাং যেন হেতুনা। ৬২ ॥
রাহুগ্রস্তো কলঙ্কী বা পুরা শপ্তো ময়া পিতঃ।
সর্ব্বাং ত্বাং কথয়িষ্যামি কথা মে তাং পুরাতনীং। ৬৩ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ সম্বাদে শ্রীকৃষ্ণ জন্মখণ্ডে ভগবন্নন্দ সম্বাদে একোনাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

তাত! ভাদ্র মাসের শুক্ল ও কৃষ্ণ পক্ষীয় চতুর্থীতে উদিত চন্দ্র যে কারণেনস্ট চন্দ্ররূপে বিখ্যাত হইয়া সকলের দর্শনাযোগ্য হইয়াছেন তাহা তোমার নিকট ব্যক্ত করিকেছি। ৬২ ॥

পিত! চন্দ্র যে কারণে মৎকর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইয়া রাহুগ্রস্ত ও কলঙ্কী হইয়াছেন সেই পুরাতণী কথা তোমার নিকট বর্ণিত হইতেছে, অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। ৬৩ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ সম্বাদে শ্রীকৃষ্ণ জন্মখণ্ডে ভগবন্নন্দসম্বাদে একোনাশীতিতম অধ্যায় সম্পূর্ণ।

অশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ।

পুরা তারা গুরোঃ পত্নী নব যৌবন সংযুতা।
রত্ন ভূষণ ভূষাঢ্যা বর সূক্ষ্মাম্বরাং সতীং। ১ ॥
সুশ্রোণী সস্মিতা রম্যা সুন্দরী সুমনোহরা।
অতীব কবরী রম্যা মালতী মাল্য ভূষিতা। ২ ॥
সিন্দূর বিন্দুনাসাকং চারু চন্দন বিন্দুভিঃ।
কস্তূরী বিন্দুনাধশ্চ ভাল মধ্যাস্থলোজ্জ্বলা। ৩ ॥
রত্নেন্দ্রসার নির্ম্মাণ কণন্মঞ্জীর রঞ্জিতা।
সুবঙ্কে লোচনা শ্যামা সুচারু কজ্জলোজ্জ্বলা। ৪ ॥
সুচারু সার মুক্তাভ দন্ত পংক্তি মনোহরা।
রত্নকুণ্ডল যুগ্মেন চারুগণ্ডস্থলোজ্জ্বলা। ৫ ॥

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন তাত! পূর্ব্বে সুরগুরু বৃহস্পতির পত্নী সাধ্বী তারা নবযৌবন সম্পন্না সূক্ষ্মাম্বর ধারিণী ও রত্ন ভূষণ ভূষিতা হইয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছিলেন। ১ ॥

তৎকালে সেই পরম রূপবতী সুমনোহরা রমণীর সুন্দর শ্রোণিদেশ অধরে মধুর হাস্য ও মস্তকে মালতী মালা বেষ্টিত সুরম্য কবরী ভাবের নিরতিশয় মাধুরী প্রকাশমান হইয়াছিল। ২ ॥

তখন তাহার ভালদেশে কস্তুরী বিন্দুর নিম্নে চন্দন বিন্দুর সহিত সিন্দূর বিন্দু বিন্যস্ত হইয়া পরম শোভা বিস্তার করিল। ৩ ॥

তাহার চরণযুগল রত্নেন্দ্রসার নির্ম্মিতশব্দায়মান মঞ্জীর ভূষণে রঞ্জিত। সেই শ্যাম কলেবরা কামিনীর সুবঙ্কিম নয়ন যুগলে সুচারু কজ্জল রেখা শোভমান হইতে লাগিল। ৪ ॥

তাহার দশন পংক্তি সুচারু সার মুক্তাশ্রেণীর ন্যায় শোভমান এবং

কামিনীষ্বতুলা বালা গজেন্দ্র মন্দ গামিনী।
সুকোমলা চন্দ্রমুখী কামাধারাচ কামুকী। ৬ ॥
স্বর্গ মন্দাকিনী তীরে স্নাতা স্নিগ্ধাম্বরাবলা।
ধ্যায়ন্তী গুরুপাদং সা স্বগৃহং গমনোন্মুখী। ৭ ॥
দৃষ্ট্বা তস্যাশ্চ সর্ব্বাঙ্গ মনঙ্গবাণ পীড়িতঃ।
ভাদ্রে চতুর্থ্যাং চন্দ্রশ্চ জহার চেতনং ব্রজ। ৮ ॥
জ্ঞানং ক্ষণেন সংপ্রাপ্য রথস্থো রসিকো বলী।
রথমারোহয়ামাস করে ধৃত্বাচ তারকাং। ৯ ॥
কামোন্মত্তঃ কামুকীং তাং সমাশ্লিষ্য চুচুম্বসঃ।
শৃঙ্গারং কর্ত্তু মুদ্যন্তং তমুবাচ গুরু প্রিয়া। ১০ ॥

তারকোবাচ।

ত্যজ মাং ত্যজ মাং চন্দ্র সুরেষু কুলপাংশুক।

তাহার মনোহর শ্রুতিযুগলে রত্নকুণ্ডল যুগল লম্বিত হইয়া তদীয় গণ্ডস্থলের অতীব উজ্জ্বলতা প্রকাশ করিতে লাগিল। ৫ ॥

সেই সুকোমলাঙ্গী কামাধারা কামুকী কামিনীর গজেন্দ্র গমনের ন্যায় গতি ও সুধাকরের ন্যায় মুখমণ্ডল লক্ষিত হইতে লাগিল। ৬ ॥

এবম্ভূতা নবযৌবনা তারা মন্দাকিনীর বিমল জলে স্নান করিয়া আর্দ্র বসনে পতি বৃহস্পতির চরণ যুগল ধ্যান করিতে করিতে স্বীয় ভবনে গমনোদ্যত হইলেন। ৭ ॥

ব্রজরাজ! ঐ সময়ে ভাদ্রমাসীয় চতুর্থী তিথির সংযোগ হইয়াছিল। চন্দ্র তৎকালে সেই তারার নিরুপম রূপমাধুরী দর্শনে অনঙ্গবাণে নিপীড়িত হইয়া এককালে বিচেতন হইয়া পড়িলেন। ৮ ॥

পরে পরাক্রান্ত রথারূঢ় সুরসিক সুধাকর ক্ষণবিলম্বে সচেতন হইয়া তারার কর ধারণ পূর্ব্বক তাহাকে স্বীয় রথে সমানীত করিলেন। ৯ ॥

তৎপরে কামোন্মত্ত চন্দ্র, গুরুপত্নীতারাকে আলিঙ্গন এবং তাহার মুখ চুম্বন পূর্ব্বক শৃঙ্গারে সমুদ্যত হইলে গুরুপ্রিয়া তারা তাহাকে

গুরুপত্নীং ব্রাহ্মণীঞ্চ পাতিব্রত্য পরায়ণাং।
গুরুপত্নী সঙ্গমনে ব্রহ্মহত্যা শতং ভবেৎ। ১১॥
গুরুপত্নী বিপ্রপত্নী যদি সাচ পতিব্রতা।
ব্রহ্মহত্যা সহস্রঞ্চ তস্যাঃ সঙ্গমনে লভেৎ। ১২॥
পুত্রস্ত্বং তব মাতাহং ধৈর্য্যং কুরু সুরেশ্বর।
ধিক্ ত্বাং শ্রুত্বা সুরগুরু র্ভস্মীভূতং করিষ্যতি। ১৩॥
পুত্রাধিকশ্চ শিষ্যশ্চ প্রিয়ো মৎ স্বামিনো ভবান্।
স্বধর্ম্মং রক্ষ পাপিষ্ঠ মামেব মাতরং ত্যজ। ১৪॥
দাস্যামি স্ত্রীবধং তুভ্যং যদি মাং সংগ্রহিষ্যসি। ১৫॥
বিলঙ্ঘ্য তারা বচনং তাঞ্চ সংভোক্তু মুদ্যতং।
শশাপ তারা কোপেন নিষ্কামা সা পতিব্রতা। ১৬॥

গুরুপত্নী এইরূপ কহিলে চন্দ্র তদীয় বাক্য লঙ্ঘন করিয়া যেমন তাহাকে সম্ভোগ করিতে সমুদ্যত হইলেন অমনি সেই পতিব্রতা সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন রে দেবকুল কুলাঙ্গার! আমি পতিব্রতা-ব্রাহ্মণী, বিশেষতঃ তোর গুরুপত্নী তুই আমাকে পরিত্যাগ কর পরিত্যাগ কর, গুরুপত্নী সঙ্গমে শত ব্রহ্ম হত্যা পাপে লিপ্ত হইতে হয় তাহাকি তোর জ্ঞান নাই। ১০। ১১॥

যে জন পতিব্রতা গুরুপত্নী বা বিপ্র পত্নীর সহিত শৃঙ্গার করে সে সহস্র ব্রহ্মহত্যা পাপে লিপ্ত হইয়া থাকে। ১২॥

নিশাকর! তোমাকে ধিক্, আমি তোমার মাতা এবং তুমি আমার পুত্র অতএব তুমি ধৈর্য্যাবলম্বন কর নতুবা তোমার গুরু এই ব্যাপার শ্রবণ করিয়া তোমাকে ভস্মীভূত করিবেন। ১৩॥

পাপিষ্ঠ! আমার পতির পুত্রাধিক প্রিয় শিষ্য, অতএব তুমি স্বধর্ম্ম পালন কর। আমি তোমার মাতা আমাকে পরিত্যাগ কর। যদি তুমি বলপূর্ব্বক আমাকে গ্রহণ কর, আমি তোমাকে ইহার প্রতিফল দিব অর্থাৎ স্ত্রীবধের পাপ প্রদান করিব। ১৪। ১৫॥

রাহুগ্রস্তোঘন গ্রস্তঃ পাপ দৃশ্যো ভবান্ ভব।
কলঙ্কী যক্ষ্মণাগ্রস্তো ভবিষ্যসি ন সংশয়ঃ। ১৭ ॥
চন্দ্রার্থস্তু তদা পূর্ণং কামদেবং শশাপ সা।
তেজস্বিনা কেন চিৎ ত্বং ভস্মীভূতো ভবিষ্যসি। ১৮ ॥
চন্দ্রস্তারাং গ্রহীত্বা চ কৃত্বাপি রমণং ব্রজ।
ক্রোড়ে নিধায় প্রযযৌ রুদন্তীং তাং শুচান্বিতাং। ১৯ ॥
নির্জ্জনে নির্জ্জনে রম্যে শৈলে শৈলে মনোরমে।
সরো নদনদীনাঞ্চ তীরে তীরে মনোহরে। ২০ ॥
মধুব্রত পিকোক্তেন পুষ্পোদ্যানে সুপুষ্পিতে।
রম্যায়াং পুষ্প শয্যায়াং স রেমে রময়া সহ। ২১ ॥

নিষ্কামা তারা তাহাকে এই অভিশাপ প্রদান করিলেন পামর তুমি রাহু গ্রস্ত মেঘাচ্ছন্ন পাপদৃশ্য কলঙ্কী ও যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হইবে সন্দেহ নাই। ১৬। ১৭।

পতিব্রতা তারা চন্দ্রকে এইরূপ শাপ প্রদান করিয়া তাহার এই অপরাধ নিবন্ধন কামদেবকেও অপরাধী জ্ঞানে এইরূপ শাপ প্রদান করিলেন, হে কন্দর্প! তুমি এই বিগর্হিত ব্যাপারের মূল, অতএব তুমি কোন তেজস্বী পুরুষ কর্ত্তৃক ভস্মীভূত হইবে। ১৮ ॥

তারা এইরূপ শাপ প্রদান করিলেও চন্দ্র তাহাকে গ্রহণ ও রমণ করিলেন। তৎকালে তারা শোক সন্তপ্তা হইয়া রোদন করিতে আরম্ভ করিলে নিশাকর তাহাকে ক্রোড়ে ধারণপূর্ব্বক তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। ১৯ ॥

তৎপরে চন্দ্র বিবিধ রমণীয় বিজন প্রদেশে মনোহর শৈলে শৈলে এবং সুরম্য সরোবর ও নদ নদীর তীরে পর্য্যায় ক্রমে তাহার সহিত বিহারে প্রবৃত্ত হইলেন। ২০ ॥

কখন তিনি মধুকরগণের গুণ গুণ স্বরে ও কোকিলগণের কুহূধ্বনিতে প্রতিধ্বনিত কুসুমিত কুসুমদ্যানে পুষ্প শয্যা প্রস্তুত করিয়া তাহার সহিত বিহার করিতে লাগিলেন। ২১ ॥

চন্দনোক্ষিত সর্ব্বাঙ্গো মধুপান রতঃ সুরঃ।
সুখ সম্ভোগ সংযুক্তো বুবুধেন দিবানিশং। ২২ ॥
মলয়ে মলয়ারণ্যে মলয়ানিল সংযুতে।
স্যন্দনে চন্দন বনে পশ্চিমোদধি সন্নিধৌ। ২৩ ॥
ত্রিকূটে বটমূলেচ তত্র চন্দ্র সরোবরে।
সুচারু শত পত্রাণাং পত্রে চন্দন চর্চ্চিতে। ২৪ ॥
সুচারু চম্পকোদ্যানে চম্পকানিল পূজিতে।
ক্ষীরোদ কাঞ্চনী ভূমৌ ক্রৌঞ্চ কাঞ্চন পর্ব্বতে। ২৫ ॥
রত্ন শৈলে মণিময়ে মণিমন্দির সুন্দরে।
মাণিক্য মুক্তা সারেণ হীরা হারেণ শোভিতে। ২৬ ॥
সুচারু বস্ত্র চিত্রাঢ্যা শ্বেত চামর দর্পণৈঃ।

নিশানাথ মধুপানে মত্ত হইয়া চন্দনাক্তদেহে তারার সহিত সম্ভোগ-সুখে সমাসক্ত হওয়াতে দিবারাত্রি উদ্বোধমাত্র রহিল না। ২২ ॥

তিনি মলয় সমীরণযুক্ত মলয় গিরির অরণ্যে কখন রথোপরি কখন চন্দন বনে ও কখন বা পশ্চিম মহোদধির তীরে সেই তারার সহিত রতিক্রীড়ায় আসক্ত হইলেন। ২৩ ॥

কখন ত্রিকূট পর্ব্বতে, কখন বটবৃক্ষমূলে ও কখন বা চন্দ্র সরোবর তীরে চন্দন চর্চ্চিত সুচারু শতদল পত্রের উপরিভাগে তাঁহার বিহার হইতে লাগিল। ২৪ ॥

তিনি কখন চম্পকানিল সেবিত সুচারু চম্পকোদ্যানে কখন ক্ষীরোদ কূলে কখন কাঞ্চনময়ী ভূমীতে এবং কখন ক্রৌঞ্চ ও কাঞ্চন পর্ব্বতে সেই তারার সহিত বিহারে আসক্ত হইলেন। ২৫ ॥

কখন রত্ন শৈলে এবং কখন মাণিক্য মুক্তাসার ও হীরকে পরি-শোভিত রমণীয় মণিময় মণি মন্দিরে তাঁহার তারার সহিত সুরত ক্রীড়া সমাহিত হইতে লাগিল। ২৬ ॥

ভূষিতে রত্ন দীপৈশ্চ দেব ক্রীড়া প্রিয়স্থলে। ২৭ ॥
বারুণীং মদিরাং পীত্বা বরুণানী সমন্বিতঃ।
বরুণো রমতে যত্র তত্র রেমে তয়া সহ।২৮ ॥
পাবনে পবনোদ্যানে পারিজাতানিলেনচ।
সুগন্ধি মোহিতে রত্নমালাতীরেচ নির্ম্মলে। ২৯ ॥
অক্ষ শৈলে কল্পবৃক্ষবনে বহ্নি প্রিয়াশ্রমে।
পপৌচ কামধেনূনাং ক্ষীরং ক্ষীরোদধে স্তটে। ৩০ ॥
বহ্নি শুদ্ধাংশুক যুগং বহ্নি স্তস্মৈ দদৌ মুদা।
বরুণো রত্নমালাঞ্চ রত্নছত্রং সমীরণঃ। ৩১ ॥
তত্রদৃষ্টাসুরগুরুং বলিগেহাৎ সমাগতং।
প্রণম্য সর্ব্ব মুক্তাচ চন্দ্রস্তং শরণং যযৌ। ৩২ ॥

তৎপরে তিনি সুচারু বিচিত্র বসনে রঞ্জিত শ্বেত চামর দর্পণ ও রত্নদীপ সমূহে বিমণ্ডিত দেবপ্রিয় ক্রীড়াস্থানে সেই মনোরমা তারার সহিত বিহারে রত হইলেন। ২৭ ॥

পরে বরুণদেব বারুণী মদিরা পান করিয়া বরুণানীর সহিত যে স্থানে রতিক্রীড়া করেন তথায় তাঁহারও রতিক্রীড়া সম্পাদিত হইল। ২৮ ॥

অতঃপর তিনি রত্নমালা নদীর বিমল তীরে পারিজাত সমীরণে সুরভীকৃত পবিত্র পবনোদ্যানে প্রবিষ্ট হইলেন। ২৯ ॥

পরে তিনি যথাক্রমে অক্ষশৈলে ও কল্পবৃক্ষবনে বিহার করিয়া ক্ষীর সমুদ্রতটে গমনপূর্ব্বক কামধেনুগণের ক্ষীর পান করিলেন। ৩০ ॥

তখন অগ্নিদেব প্রীতমনে তাহাকে বহ্নিশুদ্ধবসন যুগল বরুণ রত্নমালা ও সমীরণ রত্নছত্র প্রদান করিলেন। ৩১ ॥

ঐ সময়ে দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্য দানবরাজ বলির গৃহ হইতে বহির্গত হইতেছিলেন। তদ্দর্শনে চন্দ্র তাঁহার চরণে প্রণত হইয়া সমস্ত বৃত্তান্ত তৎসমীপে প্রকাশ পূর্ব্বক তাঁহার শরণাপন্ন হইলেন। ৩২ ॥

শুক্র স্তং বোধয়ামাস বচনং নীতি যুক্তিতঃ।
নিরুপেক্ষো মুনিশ্রেষ্ঠো বেদবেদাঙ্গ পারগঃ। ৩৩॥

শুক্র উবাচ।

শৃণুবৎস প্রবক্ষ্যামি গুরবে দেহি তারকাং।
শম্ভোশ্চ গুরু পুত্রায় পৌত্রায় ব্রহ্মণশ্চবৈ। ৩৪॥
পূজিতায় সুরাণাঞ্চ দেবাস্তস্মৈরতাঃ সুতঃ।
প্রিয়ায় তৎ প্রিয়াং দত্বা শীঘ্রং তৎ শরণং ব্রজ। ৩৫॥
গুরুপত্নীং মাতৃপরাং ত্যজ মদ্বচনাৎ বিধো।
গুরু পাপ ক্ষমোপায়ং নিবৃত্তিস্তু মহাফলা। ৩৬॥
সতীনাং গুরুপত্নীনাং গ্রহণেন বলেনচ।
ব্রহ্মহত্যা সহস্রাণাং পাতকং লভতে সচ। ৩৭॥
ব্রহ্মহত্যা সহস্রাণাং পাতকং লভতে জনঃ।
কুম্ভীপাকে পচ্যতেচ যাবদ্বৈ ব্রহ্মণঃ শতং। ৩৮॥

তৎকালে বেদ বেদাঙ্গ পারদর্শী নিরপেক্ষ মুনিবর শুক্রাচর্য্য নীতি-যুক্ত বাক্যে চন্দ্রকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন বৎস! তুমি আমার বাক্য শ্রবণ কর। সুরগুরু বৃহস্পতি ব্রহ্মার পৌত্র এবং দেবাদিদেবের গুরুপুত্র অতএব তুমি তৎপত্নী তারা তাঁহাকে প্রদান কর। ৩৩। ৩৪॥

তিনি দেবগণের পূজিত, দেবগণ তাঁহার প্রতি অনুরক্ত আছেন, অতএব তুমি সত্বর তারাকে অর্পণ পূর্ব্বক তাঁহার শরণাপন্ন হও। ৩৫॥

চন্দ্র! গুরুপত্নী মাতৃতুল্যা, তুমি আমার বাক্যে গুরুপত্নীকে পরিত্যাগ কর। এক্ষণে এই গুরুপাপক্ষয়ের একমাত্র উপায় নিবৃত্তি, নিবৃত্তি মহাফল দায়িনী বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। ৩৬॥

যে ব্যক্তি বলপূর্ব্বক সাধ্বী গুরুপত্নীগণকে হরণ করে, তাহাকে সহস্র ব্রহ্ম হত্যাপাপে লিপ্ত হইতে হয় এবং সে দেহান্তে ব্রহ্মার আয়ুষ্কাল পর্য্যন্ত কুম্ভীপাক নরকে বাস করে। ৩৭। ৩৮॥

সাম্যং নারায়ণ স্থানে তৃণ পর্ব্বতয়োঃ সুর।
কস্তং বৎস হরেঃ স্থানে কর্ম্মভোগঽস্তি ব্রহ্মণঃ।
নারায়ণাশ্রিতাঃ সর্ব্বে জীবিন স্ত্রিবিধা ভবেৎ। ৩৯॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ সম্বাদে শ্রীকৃষ্ণ জন্মখণ্ডে ভগবন্নন্দ সম্বাদে তারাহরণে চাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

বৎস! সর্ব্বনিয়ন্তা সনাতন নারায়ণের নিকট তৃণ ও পর্ব্বতের সমভাব বিদ্যমান আছে। যখন সেই হরির নিকটে ব্রহ্মাও স্বকর্ম্মের ফলভোগ অতিক্রম করিতে পারেন না, তখন তুমি কিরূপে স্বকর্ম্মের ফলভোগ হইতে পরিত্রাণ পাইবে? প্রত্যুত সর্ব্বলোকস্থ ত্রিবিধ জীব সেই সনাতন নারায়ণের শাসনাধীনে অবস্থান করিতেছে। ৩৯॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ সম্বাদে শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে ভগবন্নন্দ সম্বাদে অষ্ট সপ্ততিতম অধ্যায় সংপূর্ণ।

একাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ।

এতস্মিন্নন্তরে শুক্রঃ সুরসেনাং দদর্শ সঃ।
আকাশ মার্গাদায়ন্তীং রণ শস্ত্রাস্ত্র ধারিণীং। ১ ॥
পতাকানাং ত্রিকোটিশ্চ শতকোটি র্ম্মহারথং।
লক্ষকোটি র্গজেন্দ্রাণাং গজানাঞ্চ চতুর্গুণং। ২ ॥
অশ্বানাং তৎ শতগুণং সমূহঞ্চ সুদারুণং।
পদাতীনাং সমূহঞ্চ ক্রূর গামীঞ্চ ষড়্গুণং। ৩ ॥
দুন্দভির্ব্বাদ্য ভাণ্ডানাং পঞ্চলক্ষং তথৈবচ।
পটহানাং ত্রিলক্ষঞ্চ ডিণ্ডিভিনাংহিলক্ষকং। ৪ ॥
ঐরাবতং গজেন্দ্রঞ্চ শ্বেতাশ্ব ধর্ম্ম মেবচ।
কুবেরং বরুণং বহ্নিং রথস্থং পবনং তথা। ৫ ॥
মহিষস্থং যমঞ্চৈব স্যন্দনস্থং দিবাকরং।

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন ব্রজরাজ! শুক্রাচার্য্য চন্দ্রকে এইরূপ উপদেশ প্রদান করিতেছেন এমন সময়ে বিমানপথে সমাগত সংগ্রাম সূচক শস্ত্রাস্ত্রধারী দেবসেনা তাঁহার নয়ন গোচর হইল। ১ ॥

তখন তিনি ত্রিকোটি পতাকা, শতকোটি মহারথ, লক্ষকোটী গজেন্দ্র, তাহার চতুর্গুণ হস্তী, হস্তীর শতগুণ অশ্ব এবং অশ্বের ছয়গুণ ক্রূরগামী সুদারুণ পদাতি সমূহ নেত্র গোচর করিলেন। ২। ৩ ॥

ঐ সময়ে পঞ্চলক্ষ দুন্দুভি, ত্রিলক্ষ পটহ ও লক্ষ ডিণ্ডিম এই সমস্ত বাদ্যভাণ্ডের ধ্বনি তাঁহার শ্রুতিগোচর হইল। ৪ ॥

তিনি দেখিতে পাইলেন গজেন্দ্র ঐরাবত ও শ্বেতাশ্ব সমাগত হইতেছে এবং ধর্ম্ম, কুবের, বরুণ, বহ্নি ও পবন রথারোহণে আগমন করিতেছেন। ৫ ॥

ঈশানঞ্চ গজেন্দ্রস্থ মনন্তং নাগ বাহনং। ৬॥
আদিত্যাংশ্চ বসূন্ রুদ্রান্ সিদ্ধ গন্ধর্ব্ব কিন্নরান্।
জীবন্মুক্ত মুনীনাঞ্চ সমূহ সূর্য্যবর্চ্চসং। ৭॥
তান্ দৃষ্ট্বা নির্ভয়ঃ শুক্রঃ সমাশ্বাস্য নিশাকরং।
সুরাণাং দ্বিগুণং সৈন্য মাজুহাব ব্রজেশ্বর। ৮॥
রত্নমালা নদীতীরে হুতাশন প্রিয়াশ্রমে।
তত্র তস্থৌ দৈত্য সৈন্যং পুণ্যং ক্ষীরোদধেস্তটং। ৯॥
এতস্মিন্নন্তরে শুক্রঃ সমীপে সরসস্তটে।
পুণ্যাশ্রমেঽক্ষয়বটে সুরসৈন্যাৎ সমাগতং। ১০॥
দদর্শ বৃষভস্থঞ্চ শঙ্করং সর্ব্ব শঙ্করং।
ত্রিশূল পট্টিশধরং ব্যাঘ্রচর্ম্মাম্বর ধরং। ১১॥
তেজঃ স্বরূপং পরমং ভক্তানুগ্রহ বিগ্রহং।

তৎপরে তিনি মহিষারূঢ়যম রথস্থদিবাকর গজেন্দ্রারূঢ় ঈশান ও নাগবাহন অনন্তদেবকে যথাক্রমে আগমন করিতে দেখিলেন। ৬॥

অতঃপর আদিত্যগণ, বসুগণ, রুদ্রগণ, সিদ্ধগণ, গন্ধর্ব্বগণ, কিন্নরগণ এবং সূর্য্যের ন্যায় তেজঃপুঞ্জ জীবন্মুক্ত মুনিগণ তাঁহার দৃষ্টি গোচর হইতে লাগিল। ৭॥

ব্রজেশ্বর! শুক্রাচার্য্য এই সমস্ত দেব সেনা দর্শনে কিছুমাত্র ভীত না হইয়া নিশাকরকে আশ্বাস প্রদানপূর্ব্বক সেই সুরসেনার দ্বিগুণ সৈন্য আহ্বান করিলেন। ৮॥

তখন রত্নমালা নদীর তীরে বহ্নিপ্রিয়ার আশ্রমে এবং ক্ষীর সমুদ্রের পবিত্র তট ব্যাপিয়া দৈত্য সেনাগণ অবস্থান করিতে লাগিল। ৯॥

ঐ সময়ে ত্রিশূল পট্টিশধারী ব্যাঘ্রচর্ম্মাবৃত তনু সর্ব্ব মঙ্গল বিধাতা ভগবান শঙ্কর দেব সৈন্য হইতে বৃষভ আরোহণে সরসীতটস্থ পুণ্যাশ্রম অক্ষয় বটমূলে উপনীত হইয়া অদূরবর্ত্তী শুক্রাচার্য্যের নয়ন পথে নিপতিত হইলেন। ১০। ১১॥

সর্ব্বসম্পৎপ্রদাতারং সর্ব্বজ্ঞং সর্ব্বকারণং। ১২ ॥
সর্ব্বেশ্বরং সর্ব্বপূজ্যং সর্ব্বরূপং সনাতনং।
শরণাগতদীনার্ত্তপরিত্রাণপরায়ণং। ১৩ ॥
সস্মিতং পরমানন্দং জ্বলন্তং ব্রহ্মতেজসা।
সংত্রস্তঃ সহসোত্থায় প্রণনাম পদাম্বুজে। ১৪ ॥
আদৌ শুভাশিষং তস্মৈ সুপ্রসন্নঃ পরাৎপরঃ।
রত্নসিংহাসনে তঞ্চ বাসয়ামাস সাদরং। ১৫ ॥
তত্র তত্রান্তরে বিপ্রঃ সুবসন্তং দদর্শ সঃ।
শান্তং স্বয়ং বিধাতারং রত্নস্যন্দনসুন্দরৈঃ। ১৬ ॥
বহ্নিশুদ্ধাংশুকাধানং রত্নমালাবিভূষিতং।
প্রসন্নং সস্মিতং সিদ্ধং জগতামীশ্বরংপরং। ১৭ ॥

সেই দেবাদিদেব সর্ব্ব সম্পত্তিদাতা, সর্ব্বকারণ, সর্ব্বজ্ঞ ও পরম তেজঃস্বরূপ, কেবল ভক্তগণের প্রতি অনুগ্রহার্থ তাঁহার মূর্ত্তি প্রকাশ হইয়াছে। ১২ ॥

সেই সর্ব্বেশ্বর সর্ব্বপূজ্য সর্ব্বরূপ সনাতন শঙ্কর শরণাগত দীনহীন ও কাতর জনগণের পরিত্রাণে ব্যগ্র রহিয়াছেন। ১৩ ॥

শুক্রাচার্য্য এবম্ভূত ব্রহ্মতেজে জাজ্বল্যমান পরমানন্দময় সহাস্য-বদন ভগবান শঙ্করকে দর্শন করিয়া সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক তাঁহার চরণকমলে নিপতিত হইলেন। ১৪ ॥

তখন পরাৎপর শঙ্কর প্রথমে প্রীতমনে তাঁহাকে শুভ আশীর্ব্বাদ করিলে তিনি পরমাদরে সেই দেবাদিদেবকে রত্ন সিংহাসনে উপবেশন করাইলেন। ১৫ ॥

তৎপরে তিনি দেখিতে পাইলেন তথায় শান্তমূর্ত্তি জগদ্বিধাতা ব্রহ্মা সুন্দর রত্নময় রথে আরূঢ় রহিয়াছেন। ১৬ ॥

সেই জগৎপতি ব্রহ্মা বহ্নিশুদ্ধ বসন ও রত্নমালায় বিভূষিত। তাঁহার মুখমণ্ডলে প্রসন্নতা ও মধুর হাস্য বিকাশিত হইতেছে। ১৭ ॥

কর্ম্মণাং ফলদাতারং তপোরূপং তপস্বিনাং।
বেদানাং জনকং বেদপুস্তকাস্তং মনোহরং। ১৮॥
পুটাঞ্জলি শুদাতত্র প্রণনাম সুরেশ্বরং।
রত্ন-সিংহাসনে রম্যে বাসয়ামাস ভক্তিতঃ। ১৯॥
পূজাঞ্চকার ভক্ত্যাচ শম্ভোশ্চ চরণাম্বুজং।
নোচিতং কুশলং প্রশ্নং তয়োঃ কল্যাণমেবচ। ২০॥
বিধাতা জগতাং নন্দ শুক্রাচার্য্যং পুরস্থিতং।
মুনি স্তং কথয়ামাস যত্নতঃ শম্ভুসম্মতঃ। ২১॥

ব্রহ্মোবাচ।

শুক্র শৃণু প্রবক্ষ্যামি দুর্ণীতং শশিনঃ সুত।
হ্রাকরং ত্রিজগতাং কর্ম্ম বেদবহিষ্কৃতং। ২২॥
স্নাত্বাগৃহোন্মুখীং তারাং গুরুপত্নীং পতিব্রতাং।
গৃহীত্বা শরণাপন্ন ত্বয়ি পাপশ্চ সাম্প্রতং। ২৩॥

তিনি মনোহরমূর্ত্তি জীবগণের কর্ম্মফলদাতা, তপস্বিগণের তপোরূপ ও বেদজনক। বেদপুস্তক তাঁহার সীমা নিরূপণে সমর্থ নহে। ১৮॥

শুক্রাচার্য্য এবম্ভূত সুরেশ্বর ব্রহ্মাকে দর্শন করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার চরণে প্রণাম করিলেন এবং পরম ভক্তিযোগে তাঁহাকে রমণীয় রত্নসিংহাসনে উপবেশন করাইলেন। ১৯॥

পরে তৎকর্ত্তৃক সেই ভগবান্ ব্রহ্মা ও শঙ্করের চরণকমল পূজিত হইল, কিন্তু তাঁহাদিগের অনাময়'জিজ্ঞাসা ও কুশল প্রশ্ন অকর্ত্তব্য বিবেচনায় তিনি মৌন ভাবে অবস্থিত হইলেন। ২০॥

ব্রজরাজ! তখন জগদ্বিধাতা ব্রহ্মা দেবাদিদেবের সম্মতিক্রমে পুরঃস্থিত শুক্রাচার্য্যকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন হে দৈত্যাচার্য্য! আমি তোমার নিকট চন্দ্রের বেদবহিষ্কৃত ত্রিজগতের লজ্জাজনক দুর্নীত ব্যক্ত করিতেছি শ্রবণ কর। ২১। ২২॥

পতিব্রতা গুরুপত্নী তারা স্নানাবসানে স্বীয় ভবনে গমনোদ্যতা

প্রস্তুতং দেব সৈন্যঞ্চ পশ্য বৎস রণোদ্যতং।
অহং শম্ভু স্ত্বৎসমীপং তদর্থঞ্চ সমাগতঃ। ২৪॥

শম্ভুরুবাচ।

চন্দ্রমানয় হে বিপ্র যদ্যাত্ম শিব মিচ্ছসি।
সংহরিষ্যে শিব স্তস্য ত্রিশূলেন চ পাপিনঃ। ২৫॥
অন্যথা সংহরিষ্যামি সর্ব্বং দৈত্যং ক্ষণেন চ।
ময়ি রুষ্টে রক্ষিতা কো দৈত্যানাঞ্চ ভবেৎ দ্বিজ। ২৬॥
সদ্যঃ পাশুপতেনৈব চাব্যর্থাস্ত্রেণ সাম্প্রতং।
সুরাণাং বিপ্রবর্গঞ্চ হনিষ্যান্যবলীলয়া। ২৭॥
দুর্ব্বাসসো মদংশস্য গুরুশ্চ সোঽঙ্গিরা মুনিঃ।
পরস্পরাচ্চ সম্বন্ধাৎ গুরুপুত্রো গুরুর্ম্মম। ২৮॥
বৃহস্পতিশ্চ তেজস্বী তং ভস্মীকর্ত্তুমীশ্বরঃ।

হইয়াছিলেন এমন সময়ে পাপাত্মা চন্দ্র তাহাকে হরণ করিয়া এক্ষণে তোমার শরণাপন্ন হইয়াছে। ২৩॥

ব্রহ্মার এইরূপ বচনাবসানে ভগবান্ শঙ্কর শুক্রাচার্য্যকে কহিলেন বৎস! ঐ দেখ, দেব সৈন্য সংগ্রামার্থ প্রস্তুত, আমি দেবাদিদেব স্বয়ং তোমার নিকট সমাগত হইয়াছি। ২৪॥

বিপ্র! যদি তোমার আত্ম মঙ্গলের বাসনা থাকে, তাহা হইলে সত্বর চন্দ্রকে আনয়ন কর। আমি এই ত্রিশূলাঘাতে সেই পাপাত্মার শিরচ্ছেদন করিব। ২৫॥

হে দ্বিজ! ইহার অন্যথা করিলে আমি ক্ষণমধ্যে সমস্ত দৈত্য সংহার করিব আমি ক্রুদ্ধ হইলে কেহ দৈত্যগণকে রক্ষা করিতে সক্ষম হইবে না। ২৬॥

এক্ষণে আমি সদ্য অব্যর্থ পাশুপতাস্ত্রে অবলীলাক্রমে সেই দেবপীড়ক পাপাত্মাকে সংহার করিব। ২৭॥

মহর্ষি অঙ্গিরা আমার অংশজাত দুর্ব্বাসার গুরু, সুতরাং পরম্পরা সম্বন্ধে বৃহস্পতি আমার গুরু পুত্র বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছেন। ২৮॥

ন চকার কৃপালুস্তং প্রিয়শিষ্যেণ হেতুনা। ২৯ ॥
উতথ্য পত্নীং দৃষ্ট্বা স পুরা রেমে স্বকামতঃ।
উতথ্যশাপাত্তস্যৈব পরভোগ্যা প্রিয়া সতী। ৩০ ॥
পত্নীং মদ্গুরুপুত্রস্য দেহি তারাং মনোহরাং।
মদ্বৈরিণঞ্চ চন্দ্রঞ্চ ভ্রাতৃভার্য্যাপহারিণঃ। ৩১ ॥
শরণাগতদীনার্ত্তং নহি রক্ষেদ্‌যদীশ্বরঃ।
পচ্যতে নিরয়ে তাবৎ যাবদিন্দ্রাশ্চতুর্দ্দশ। ৩২ ॥
অত্র তদ্বিরতং নাস্তি পাপিষ্ঠে শরণাগতে।
পাপী যং শরণং যাতি সচ পাপী ন সংশয়ঃ। ৩৩ ॥
দেহি তং বিপ্রশার্দ্দূল পাপিনং মাতৃগামিনং।
বহিস্তু মানয় ত্বঞ্চ তারানাম্নীসমন্বিতং। ৩৪ ॥

সেই বৃহস্পতি পরম তেজস্বী, তিনি চন্দ্রকে ভস্মীভূত করিতে সমর্থ, কেবল প্রিয় শিষ্য বলিয়া দয়া করিয়া তাহাতে বিরত রহিয়াছেন। ২৯ ॥

আর সেই সুরগুরু পূর্ব্বে স্বীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা উতথ্যের পত্নীর রূপ লাবণ্য দর্শনে কামার্ত্ত হইয়া তাহাতে রমণ করেন, তজ্জন্য সেই উতথ্যের অভিশাপে তাঁহার সাধ্বী ভার্য্যা পরভোগ্যা হইয়াছে। তিনি চন্দ্রকে যে স্বীয় তেজে ভস্মীভূত করেন নাই তাহার এই দ্বিতীয় কারণ নির্দ্দেশ করিলাম। ৩০ ॥

বিপ্র! তুমি আমার গুরু পুত্র বৃহস্পতিকে তদীয় মনোরমা পত্নী তারা প্রদান কর এবং ভ্রাতৃভার্য্যাপহারক মদীয় বৈরি চন্দ্রকে আনয়ন কর।৩১॥

যে প্রভু শরণাগত দীন হীন আর্ত্তজনকে রক্ষা না করে তাহাকে চতুর্দ্দশ ইন্দ্রের ভোগকাল পর্য্যন্ত নিরয়ে বাস করিতে হয়। ৩২ ॥

যদি বল চন্দ্র আমার শরণাগত, তাহাকে কিরূপে পরিত্যাগ করিব, তদুত্তরে বক্তব্য এই যে, পাপিষ্ঠ ব্যক্তি শরণ গ্রহণ করিলে সে আশ্রয় দানের যোগ্য হইতে পারে না, কারণ পাপাত্মা যে ব্যক্তির শরণ গ্রহণ করে সে পাপভাগী হয় সন্দেহ নাই। ৩৩ ॥

শুক্র উবাচ।

সুরাণামসুরাণাঞ্চ সর্ব্বেষাং জগতামপি।
ত্বমেব শাস্তা ভগবান্ তব সাম্যং সুরেঽসুরে। ৩৫ ॥
কৃত্বা সুরাণাং সাহায্যং কথং দৈত্যান্ হনিষ্যসি।
সংহর্ত্তুঃ সর্ব্ব জগতাং দৈত্যঘ্নে কিঞ্চ পৌরুষং। ৩৬ ॥
ত্বং জ্যোতিঃ পরমং ব্রহ্ম সগুণো নির্গুণঃ স্বয়ং।
গুণভেদান্মূর্ত্তি ভেদো ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাত্মকঃ। ৩৭ ॥
বলিদ্বারে গদাপাণিঃ স্বয়মেব ভবান্ প্রভো।
স্বয়ং প্রদত্তা শক্রায় তস্মাৎ শ্রী রবলীলয়া। ৩৮ ॥
ক্ষমস্ব ভগবন্ শম্ভো হর ক্রোধঞ্চ সংহর।
কিং পৌরুষঞ্চ ভবতো ব্রাহ্মণস্যাপি হিংসয়া। ৩৯ ॥

দ্বিজবর! সেই মাতৃগামী পাপাত্মা চন্দ্রকে প্রদান করিতে বিলম্ব করিও না, তুমি সত্বর সাধ্বী তারার সহিত তাহাকে বহির্ভাগে আনয়ন কর। ৩৪ ॥

শুক্রাচার্য্য ভগবান্ শঙ্করের এই সমস্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন প্রভো! তুমি দেব অসুরগণের এবং সমস্ত জগতেরও শাসনকর্ত্তা, সুতরাং দেব ও অসুর সকলের প্রতি তোমার সমভাব বিদ্যমান আছে। ৩৫ ॥

ভগবন্! তুমি দেবগণের সাহায্য করিয়া অসুরগণকে বিনাশ করিবে কেন? সর্ব্বজগতের শাসন কর্ত্তা হইয়া তোমার দৈত্য বিনাশে পৌরুষ কি আছে?। ৩৬ ॥

প্রভো! তুমি স্বয়ং নির্গুণ জ্যোতির্ম্ময় পরব্রহ্ম, কেবল কার্য্যানুরোধে তুমি সগুণ হইয়া থাক, গুণ ভেদে তুমি ভিন্ন মূর্ত্তিতে ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শিব নামে শব্দিত হইতেছ। ৩৭ ॥

তুমি বামনরূপে অবলীলাক্রমে দানবরাজ বলির নিকট হইতে রাজ্য লক্ষ্মী গ্রহণ ও দেবরাজকে অর্পণপূর্ব্বক স্বয়ং গদাপাণি হইয়া বলির দ্বারে অবস্থান করিতেছ। ৩৮ ॥

অহং জীবংশরীরেণ ন দাস্যামি নিশাকরং।
শরণাগত দীনার্ত্তং লজ্জিতং পাপসংযুতং। ৪০ ॥
অহঞ্চ ত্বৎপদাম্ভোজে শরণং যামি শঙ্কর।
যথোচিতং কুরু বিভো জগৎ সর্ব্বং তথৈবচ। ৪১ ॥
শুক্রস্য বচনং শ্রুত্বা প্রসন্নো ভগবান্ শিবঃ।
ইত্যুবাচ নিশানাথং সমানয় শুভং ভবেৎ। ৪২ ॥
এতস্মিন্নন্তরে ব্রহ্মা বোধয়িত্বা কবিং বিভুঃ।
সমানীয় নিশানাথং তারকাসহিতং দ্বিজ।
শম্ভোশ্চ চরণাম্ভোজে চকার চ সমর্পণং। ৪৩ ॥
শম্ভু স্তং প্রীতি যুক্তশ্চ বাসয়ামাস বক্ষসি।
দত্ত্বা তস্মৈ পাদরেণুং নিষ্পাপঞ্চ চকার সঃ।
দত্ত্বা তন্মস্তকে হস্তং কৃপালু রভয়ং দদৌ। ৪৪ ॥

হে ভগবন্ শম্ভো! তুমি ক্ষমা কর, হে হর! তুমি ক্রোধ সংবরণ কর। ব্রাহ্মণের হিংসাতে তোমার পৌরুষ কি আছে। ৩৯ ॥

পাপকারী চন্দ্র দীনবৎ নিতান্ত কাতর ও লজ্জিত হইয়া আমার শরণাপন্ন হইয়াছে, অতএব জীবন সত্বে আমি তাহাকে প্রদান করিতে পারিব না। ৪০ ॥

শঙ্কর! আমি তোমার চরণকমলে শরণাপন্ন হইলাম। সমস্ত জগৎ তোমার অধীন, এক্ষণে তোমার যাহা ইচ্ছা হয় তাহাই কর। ৪১ ॥

ভগবান্ ভবানীপতি দৈত্যগুরুর এইরূপ স্তুতিবাদ শ্রবণে প্রীত হইয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন মুনিবর! তুমি চন্দ্রকে আমার নিকট আনয়ন কর, তাহার অমঙ্গল হইবে না। ৪২ ॥

দেবাদিদেব এইরূপ কহিতেছেন এমন সময়ে ভগবান্ ব্রহ্মা শুক্রাচার্য্যকে প্রবোধ প্রদানপূর্ব্বক তারা সহিত চন্দ্রকে আনয়ন করিয়া শম্ভুর চরণকমলে সমর্পণ করিলেন। ৪৩ ॥

তখন ভগবান্ শূলপাণি প্রীতিযুক্ত হইয়া চন্দ্রকে বক্ষঃস্থলে ধারণ ও

ক্ষীরোদে স্নাপয়িত্বাচ প্রায়শ্চিত্তেন শঙ্করঃ।
চকার চন্দ্রং নিষ্পাপং ব্রহ্মণা সহিতঃ শুচিং। ৪৫ ॥
যোগেন চন্দ্রং যোগীন্দ্রো দ্বিখণ্ডন্তং চকার সঃ।
বরমর্দ্ধং ললাটেচ সোঽপ্যর্দ্ধং ব্রহ্মণঃ পুরঃ। ৪৬ ॥
অতএব মহাদেবো বভূব চন্দ্রশেখরঃ।
শরণাগত দীনার্ত্তং ময়াচাপি সমর্পিতং। ৪৭ ॥
মৃগাঙ্কো ললিত স্তত্র কলঙ্কী দেব সংসদি।
লজ্জয়াচ স্বযোগেন দেহত্যাগং চকার সঃ। ৪৮ ॥
তৎ শরীরঞ্চ ক্ষীরোদে ব্রহ্মণাচ সকর্পিতং।
রুরোদাত্রিশ্চ কৃপয়া শুচা ক্ষীরোদধে স্তটে। ৪৯ ॥
অত্রেশ্চক্ষুর্জ্জলং তস্য পপাতচ জলে ব্রজ।
তস্মাদ্বভূব চন্দ্রশ্চ নিষ্পাপো দেব সংসদি। ৫০ ॥

পাদরেণু প্রদান পূর্ব্বক তাহাকে নিষ্পাপ করিলেন এবং স্বয়ং দয়ার্দ্র হইয়া তদীয় মস্তকে হস্ত প্রদান পূর্ব্বক তাহাকে অভয় প্রদান করিলেন। ৪৪ ॥

তৎপরে ভগবান্ শঙ্কর ব্রহ্মার সহিত সমবেত হইয়া চন্দ্রকে ক্ষীরোদে স্নান ও প্রায়শ্চিত্ত করাইলে নিশানাথ নিষ্পাপ ও পবিত্র হইলেন। ৪৫ ॥

তৎপরে সেই যোগীন্দ্র শঙ্কর যোগবলে চন্দ্রকে দ্বিখণ্ড করিয়া একখণ্ড স্বীয় ঊর্দ্ধ ললাটে ধারণ করাতে চন্দ্রশেখর নামে বিখ্যাত হইলেন। ঐ সময়ে শরণাগত দীনার্ত্ত চন্দ্র মৎকর্ত্তৃক ব্রহ্মার নিকট অর্পিত হইলে নিশাপতি অপরার্দ্ধ ভাগে তাঁহার সমীপে অবস্থিত রহিলেন। ৪৬। ৪৭ ॥

তখন কলঙ্কী মৃগাঙ্ক দেবসভামধ্যে লজ্জায় নিতান্ত চঞ্চল হইয়া স্বীয় যোগবলে দেহ ত্যাগ করিলেন। ৪৮ ॥

তৎকালে তাহার শরীর ব্রহ্মা কর্ত্তৃক ক্ষীরোদে সমর্পিত হইলে মহর্ষি অত্রি সেই ক্ষীরোদ সাগর তটে অবস্থিত হইয়া শোক সন্তপ্ত হৃদয়ে সকরুণ বিলাপ করিতে লাগিলেন। ৪৯ ॥

তখন অত্রির নয়নবারি ক্ষীরোদ সাগর নীরে নিপতিত হইলে চন্দ্র নিষ্পাপ হইয়া দেব সভামধ্যে আবির্ভূত হইলেন। ৫০ ॥

ব্রহ্মা চ ভগবান্ শম্ভু রভিষেকঞ্চকার তং।
উবাচ তং মহাদেবো নির্ভয়ং দেব সংসদি। ৫১॥

মহাদেব উবাচ।

স্বস্থানং গচ্ছ পুত্র ত্বং কুরুস্ব বিষয়ং মুদা।
পশ্চাৎ শ্বশুর শাপেন যক্ষ্মাগ্রস্তো ভবিষ্যসি। ৫২॥
ব্যর্থং পতিব্রতাশাপং কর্ত্তু মীশশ্চ কো ভুবি।
মদাশিষা যক্ষ্মনশ্চ প্রতীকারো ভবিষ্যতি। ৫৩॥
যস্মাদ্ভাদ্রে চতুর্থ্যাস্তু গুরুপত্নী কৃতা ক্ষতা।
তস্মাত্তস্মিন্ দিনে বৎস পাপদৃশ্যো যুগে যুগে। ৫৪॥
নাভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম্ম কল্পকোটিশতৈরপি।
অবশ্য মেব ভোক্তব্যং কৃতং কর্ম্ম শুভাশুভং। ৫৫॥
দেহত্যাগেন তে বৎস কর্ম্ম ভোগেনৈ পশ্যতি।
প্রায়শ্চিত্তান্নসন্দেহঃ স্তত্ত্ব মেব ভবিষ্যতি। ৫৬॥

ঐ কালে ভগবান্ ও শঙ্কর কর্তৃক চন্দ্র অভিষিক্ত হইয়া দেবসভা মধ্যে নির্ভয়ে অবস্থিত হইলে দেবাদিদেব তাহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন বৎস! তুমি এক্ষণে স্বস্থানে গমন করিয়া স্বীয় অধিকার গ্রহণ কর। পরে তুমি শ্বশুর দক্ষ প্রজাপতির অভিশাপে যক্ষ্মারোগ-গ্রস্ত হইবে। ৫১। ৫২॥

এই সংসারে পতিব্রতার অভিশাপ কেহ ব্যর্থ করিতে সমর্থ নহে। আমার আশীর্ব্বাদে তোমার সেই যক্ষ্মা রোগের প্রতীকার হইবে। ৫৩॥

বৎস! তুমি ভাদ্র মাসীয় চতুর্থীতে গুরুপত্নীকে হরণ ও সম্ভোগ করিয়াছ, এই কারণে যুগে যুগে ঐ দিনে তুমি পাপ দৃশ্য হইবে অর্থাৎ তোমাকে দর্শন করিলে লোকে পাপগ্রস্ত হইবে। ৫৪॥

চন্দ্র! তোমা কর্তৃক যে কার্য্য আচরিত হইয়াছে শতকোটি কল্পেও তাহা ক্ষয় হইবার নহে, জীব মাত্রকে অবশ্যই শুভাশুভ কর্ম্মের ফলভোগ করিতে হয়। ৫৫॥

তারাপহরণং বৎস কলঙ্কশ্চন্দ্র মণ্ডলে।
মৃগাঙ্কিত বিলগ্নশ্চ ভবিষ্যতি যুগে যুগে। ৫৭ ॥
শৃণু বক্ষ্যামি তে বৎসে তারকেচ পতিব্রতে।
সত্যং ব্রুহি কস্য গর্ভং ত্যক্ত্বা শুদ্ধা ভব প্রিয়ে। ৫৮ ॥
অকামতো বলাৎ সাধ্বী ন স্ত্রীভাবেন দুষ্যতি।
কামতো নরকং যাতি যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ। ৫৯ ॥
উবাচ তারা ব্রহ্মাণং গর্ভং চন্দ্রস্য সস্মিতং।
জহসু র্দ্দেবতাঃ সর্ব্বাঃ শম্ভুশ্চ মুনি সংঘকঃ। ৬০ ॥
দদৌ তারাঞ্চ গুরবে লজ্জিতায় ব্রজেশ্বর।

বৎস! দেহত্যাগে ও কর্ম্মফল ভোগে তোমার এই দুষ্ক্রিয়ার অবসান হইবার নহে এবং প্রায়শ্চিত্ত বিধানেও তুমি অসন্দিগ্ধ হইতে পারিবে না॥ ৫৬ ॥

বৎস! যুগে যুগে তারাহরণ কলঙ্ক চন্দ্রমণ্ডলে স্থিতি করিবে এবং তুমি যুগে যুগে মৃগচিহ্নে চিহ্নিত হইয়া থাকিবে॥ ৫৭ ॥

দেবাদিদেব মহাদেব চন্দ্রকে এইরূপ কহিয়া তারাকে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন পতিব্রতে তারে! তুমি আমার বাক্য শ্রবণ কর, এক্ষণে তুমি কাহার গর্ভ ধারণ করিতেছ সত্য বল। যদি চন্দ্রকর্ত্তৃক তোমার গর্ভ হইয়া থাকে তাহা হইলে তুমি এই গর্ভস্থ বালক চন্দ্রকে অর্পণ করিয়া পরিশুদ্ধা হও॥ ৫৮ ॥

যদি কোন পুরুষ বলপূর্ব্বক কোন সাধ্বী নারীকে গ্রহণ করে আর সেই নারীর তাহাতে রতি না জন্মে তাহা হইলে সে দূষিতা হয় না, কিন্তু কামতঃ পরপুরুষে সঙ্গতা হইলে নারী দেহান্তে চন্দ্র সূর্য্যের স্থিতি কাল পর্য্যন্ত নিরয়ে বাস করিয়া থাকে॥ ৫৯ ॥

গুরুপত্নী তারা ভগবান্ শঙ্করের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সেই দেবসভা মধ্যে ব্রহ্মার সন্নিধানে ব্যক্ত করিলেন প্রভো! এক্ষণে আমি চন্দ্র কর্ত্তৃক সসত্ত্বা হইয়াছি। তারার এই বাক্য শ্রবণে ব্রহ্মার মুখমণ্ডলে হাস্য বিকাসিত হইল এবং দেবদেব মহাদেব এবং অন্যান্য দেবগণ ও মুনিগণ হাস্য করিতে লাগিলেন॥ ৬০ ॥

বৃহস্পতি র্যযৌ গেহং গৃহীত্বাচ পতিব্রতাং। ৬১ ॥
তয়া প্রসূতং পুত্রঞ্চ সুন্দরং কনকপ্রভং।
গৃহীত্বাচ যযৌ চন্দ্রো নমস্কৃত্য বিধিং শিবং। ৬২ ॥
সযুর্দ্দেবাশ্চ মুনয়ঃ শম্ভুশ্চ কমলোদ্ভবঃ।
প্রযযৌ স্বগৃহং শুক্রো দৈত্য মুক্তো মুদান্বিতঃ। ৬৩ ॥
এতত্তে নন্দ কথিতমাখ্যানং পুণ্যদং শুভং।
এতৎ শ্রুত্বা তু নিষ্পাপো নিষ্কলঙ্কী নরো ভবেৎ। ৬৪ ॥
ধন্যং যশস্য মায়ুষ্যং সর্ব্বসম্পৎকরংপরং।
শোকাপনোদনং হর্ষকরং সর্ব্বত্র মঙ্গলং। ৬৫ ॥
ত্যজ শোকং সদানন্দং গৃহং ব্রজ ব্রজেশ্বর।
ব্রুহি সর্ব্বং যশোদাঞ্চ মৎপ্রসূং গোপিকাগণং। ৬৬ ॥

ব্রজেশ্বর! তৎপরে ব্রহ্মা লজ্জিত গুরুকে তৎপত্নী তারা প্রদান করিলে তিনি সেই পতিব্রতা ভার্য্যাকে গ্রহণ করিয়া স্বীয় ভবনে গমন করিলেন ॥ ৬১ ॥

ঐ সময়ে তারা যে এক কণকপ্রভ পরম সুন্দর কুমার প্রসব করিয়াছিলেন চন্দ্র ব্রহ্মা ও শঙ্করকে প্রণাম পূর্ব্বক সেই পুত্র গ্রহণ করিয়া স্বীয় ধামে গমন করিলেন। ৬২ ॥

তখন ভগবান্ ব্রহ্মা ও শঙ্কর এবং দেবগণ ও মুনিগণ স্ব স্ব ধামে প্রতিগমন করিলেন। শুক্রাচার্য্যও প্রীতমনে দৈত্যগণের সহিত স্বকীয় ভবনে প্রস্থান করিলেন। ৬৩ ॥

ব্রজরাজ! এই আমি তোমার নিকট পুণ্যজনক পবিত্র উপাখ্যান কীর্ত্তন করিলাম। মানব ইহা শ্রবণ করিয়া নিষ্পাপ ও নিষ্কলঙ্ক হইতে পারে। ৬৪ ॥

এই ধন্য উপাখ্যান শ্রবণ করিলে জীবের যশ ও আয়ুর্বৃদ্ধি সম্পত্তিলাভ, শোকসন্তাপ নাশ, আনন্দের উদয় ও সর্ব্ব বিষয়ে মঙ্গল প্রাপ্তি হয় তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। ৬৫ ॥

বোধয়িষ্যসি সর্ব্বাস্তাঃ স্ত্রীজাতিঃ শোকসংযুতাঃ।
মদীয়দত্তজ্ঞানেন হর্ষযুক্তঃ সদা ভব। ৬৭॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ সম্বাদে শ্রীকৃষ্ণ জন্ম খণ্ডে ভগবন্নন্দ সম্বাদে তারোপহরণং নাম একাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

ব্রজেশ্বর! এক্ষণে তুমি শোক পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় গৃহে গমন কর এবং মৎপ্রসূ যশোদা ও গোপিকাগণের নিকট এই সমস্ত বিষয় বর্ণন পূর্ব্বক তাহাদিগকে সান্ত্বনা কর। ৬৬॥

ব্রজবাসিনী নারীগণ নিতান্ত শোকসন্তপ্তা হইয়াছে, তুমি মৎপ্রদত্ত জ্ঞানদ্বারা তাহাদিগকে প্রবোধ প্রদান পূর্ব্বক সর্ব্বদা সুস্থচিত্ত হইয়া কালযাপন করিবে। ৬৭॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ সম্বাদে শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে ভগবন্নন্দ সম্বাদে একাশীতিতম অধ্যায় সংপূর্ণ।

—০—

দ্বিরশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

নন্দ উবাচ।

শ্রুতং সর্ব্বং মহাভাগ দুঃস্বপ্নং কথয় প্রভো।
উবাচ তঞ্চ ভগবান্ শ্রূয়তামিতি তদ্বচঃ। ১॥

ভগবানুবাচ।

স্বপ্নে হসতি যো হর্ষাৎ বিবাহং যদি পশ্যতি।
নর্ত্তনং গীতমিষ্টঞ্চ বিপত্তি স্তস্য নিশ্চিতং। ২॥
দন্তা যস্য বিপীড্যন্তে বিচরন্তঞ্চ পশ্যতি।
ধনহানি র্ভবেত্তস্য পীড়াচাপি শরীরজা। ৩॥
অভ্যাঙ্গিতস্তু তৈলেন যো গচ্ছেদ্দক্ষিণাং দিশং।
খরোষ্ট্রমহিষারূঢ়ো মৃত্যু স্তস্য ন সংশয়ঃ। ৪॥
স্বপ্নে চূর্ণং যবাপুষ্পং অশোকং করবীবকং।
বিপত্তি স্তস্য তৈলঞ্চ লবনং যদি পশ্যতি। ৫॥

নন্দ কহিলেন, মহাভাগ! সমস্ত শ্রবণ করিলাম। প্রভো! এক্ষণে দুঃস্বপ্নবিষয় শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে, অতএব তুমি উহা আমার নিকট কীর্ত্তন কর। ব্রজরাজ নন্দ এইরূপ কহিলে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ব্রজেশ্বর! এক্ষণে তোমার বক্তব্য বিষয় বর্ণন করিতেছি অবিহিত চিত্তে শ্রবণ কর। ১॥

যে ব্যক্তি স্বপ্নযোগে আনন্দে হাস্য করে কিম্বা বিবাহ ও ইষ্ট নৃত্য গীত দর্শন করে তাহার নিশ্চয় বিপদ্ ঘটনা হয়। ২॥

যে ব্যক্তি স্বপ্নে দন্তে দন্তে নিষ্পীড়ন করে বা কোন ব্যক্তিকে ভ্রমণ করিতে দেখে তাহার ধনহানি ও দৈহিক পীড়া উপস্থিত হয়। ৩॥

যে ব্যক্তি স্বপ্নে তৈলাভ্যাঙ্গিত হইয়া খর উষ্ট্র যানাদিতে আরোহণ পূর্ব্বক দক্ষিণদিকে গমন করে সে নিশ্চয় অচিরাৎ কালগ্রাসে পতিত হইয়া থাকে তাহার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। ৪॥

নগ্নাং কৃষ্ণাং ছিন্ননাসাং শূদ্রস্য বিধবাং তথা।
কপর্দ্দকং তালফলং দৃষ্ট্বা শোক মবাপ্নুয়াৎ। ৬ ॥
স্বপ্নে রুষ্টং ব্রাহ্মণঞ্চ ব্রাহ্মণীং কোপসংযুতাং।
বিপত্তিশ্চ ভবেত্তস্য লক্ষ্মীর্যাতি গৃহাৎ ধ্রুবং। ৭ ॥
বনপুষ্পং রক্তবর্ণং পলাশঞ্চ সুপুষ্পিতং।
কার্পাসং শুক্লবস্ত্রঞ্চ দৃষ্ট্বা দুঃখ মবাপ্নুয়াৎ। ৮ ॥
গায়ন্তীঞ্চ হসন্তীঞ্চ কৃষ্ণাম্বরধরাং স্ত্রিয়ং।
দৃষ্ট্বা কৃষ্ণাঞ্চ বিধবাং নরো মৃত্যু মবাপ্নুয়াৎ। ৯ ॥
দেবতা যত্র নৃত্যন্তি গায়ন্তি চ হসন্তি চ।
আস্ফোটয়ন্তি ধাবন্তি তস্য দেশো বিনশ্যতি। ১০ ॥
বাতং মূত্রং পুরীষঞ্চ বৈদ্যং রৌপ্যং সুবর্ণকং।

যে ব্যক্তি স্বপ্নযোগে চূর্ণ যবাপুষ্প, অশোক পুষ্প, কবরীর পুষ্প, তৈল বা লবন দর্শন করে তাহার বিপদ উপস্থিত হয় ॥ ৫ ॥

স্বপ্নে নগ্না কৃষ্ণবর্ণা ছিন্ননাসা নারী শূদ্রজাতীয়া বিধবা স্ত্রী কপর্দ্দক ও তাল ফল দর্শনে মানব মোহে পতিত হইয়া থাকে ॥ ৬ ॥

যে ব্যক্তি স্বপ্নযোগে ক্রুদ্ধ ব্রাহ্মণ ও ক্রুদ্ধা ব্রাহ্মণীকে দর্শন করে সে বিপদ্গ্রস্থ হয় এবং লক্ষ্মীদেবী নিশ্চয় তাহার গৃহ হইতে প্রস্থান করেন ॥ ৭ ॥

মনুষ্য স্বপ্নে রক্তবর্ণ বনপুষ্প সুপুষ্পিত পলাশ কার্পাস বা শুক্লবস্ত্র দর্শন করিলে দুঃখভোগ করে ॥ ৮ ॥

যদি কেহ স্বপ্নে কোন কৃষ্ণাম্বর পরীধানা নারীকে গান ও হাস্য করিতে দেখে বা কোন কৃষ্ণবর্ণা বিধবা নারীকে দর্শন করে তাহা হইলে সে মৃত্যুমুখে নিপতিত হয় ॥ ৯ ॥

যদি কেহ এ রূপ স্বপ্ন দর্শন করে দেবগণ তদধিকৃত কোন দেশে নৃত্য গান হাস্য আস্ফেটেন করিতেছেন বা ধাবমান হইতেছেন তাহা হইলে তাহার সেই দেশ উচ্ছিন্ন হইয়া যায় ॥ ১০ ॥

প্রত্যক্ষ মথবা স্বপ্নে জীবিতং দশমাসিকং। ১১ ॥
কৃষ্ণাম্বরধরাং নারীং কৃষ্ণমাল্যানুলেপনাং।
উপগূহতি যঃ স্বপ্নে তস্য মৃত্যু র্ভবিষ্যতি। ১২ ॥
মৃতবৎসঞ্চ সুপ্তঞ্চ মৃগস্য চ নরস্য চ।
যঃ প্রাপ্নোত্যস্থিমালাঞ্চ বিপত্তি স্তস্য নিশ্চিতং। ১৩ ॥
অভ্যঙ্গিতস্তু হবিষা ক্ষীরেণ মধুনা পিবা।
তক্রেণাপি গুড়েনৈব পীড়া তস্য বিনিশ্চিতং। ১৪ ॥
রথং খরোষ্ট্রসংযুক্তং একাকী যো ধিরোহতি।
তত্রস্থোপি চ জাগর্ত্তি মৃত্যুরেব ন সংশয়ঃ। ১৫ ॥
রক্তাম্বরধরাং নারীং রক্তমাল্যানুলেপনাং।
অবগূহতি যঃ স্বপ্নে ব্যাধি স্তস্য বিনিশ্চিতং। ১৬ ॥
পতিতং নখকেশঞ্চ নির্ব্বাণাঙ্গার মেবচ।
ভস্ম পূর্ণাং চিতাং দৃষ্টা লভতে মৃত্যু মেবচ। ১৭ ॥

বাত মূত্র পুরীষ বৈদ্য সুবর্ণ বা রৌপ্য স্বপ্নযোগে অথবা প্রত্যক্ষ দর্শন করিলে মনুষ্য দশ মাস মাত্র জীবিত থাকে॥ ১১ ॥

যে ব্যক্তি স্বপ্নযোগে কৃষ্ণাম্বরধারিণী কৃষ্ণমাল্যানুলেপনা নারীকে আলিঙ্গন করে তাহার নিশ্চয়ই মৃত্যু হইবে॥ ১২ ॥

যে ব্যক্তি স্বপ্নে মৃগের বা মনুষ্যের সুপ্ত কিম্বা মৃত শিশু দর্শন করে অথবা অস্থিমালা প্রাপ্ত হয় তাহার নিশ্চয় বিপদ উপস্থিত হয়॥ ১৩ ॥

যে ব্যক্তি স্বপ্নযোগে ঘৃত ক্ষীর মধু তক্র বা গুড় দ্বারা অভ্যঙ্গিত হয় সে নিশ্চয় রোগগ্রস্ত হইয়া থাকে॥ ১৪ ॥

যে ব্যক্তি স্বপ্নে একাকী গর্দ্দভ ও উষ্ট্রসংযুক্ত রথে আরূঢ় হইয়া জাগরিত হয় তাহার নিশ্চয় মৃত্যু সংঘটনা হয়॥ ১৫ ॥

যে ব্যক্তি স্বপ্নে রক্তাম্বর ধারিণী রক্তমাংল্যানুলেপনা রমণীকে আলিঙ্গন করে সে নিঃসন্দেহ রোগাক্রান্ত হইয়া ক্লেশ ভোগ করে॥ ১৬ ॥

মানব স্বপ্নে পতিত নখ কেশ নির্ব্বাণ অঙ্গার ও ভস্মপূর্ণা চিতা দর্শন

শ্মশানতৃণকাষ্ঠঞ্চ তৃণানি লৌহ মেবচ।
মসীঞ্চ কিঞ্চিত কৃষ্ণাম্বা দৃষ্ট্বা দুঃখং লভেৎ ধ্রুবং। ১৮॥
পাদুকাফলকং রক্তপুষ্পমাল্যং ভয়ানকং।
মাষং মসূরং মুদ্গাংবা দৃষ্ট্বা সদ্যো ব্রণং ভবেৎ। ১৯॥
কঙ্কঞ্চ শকুণং কাকং ভল্লূকং বানরং গরং।
পূযং গাত্রমলং স্বপ্নঃ কেবলং ব্যাধিকারণং। ২০॥
ভগ্নভাণ্ডং ক্ষতং শূদ্রং গলৎকুষ্ঠঞ্চ রোগিণং।
রক্তাম্বরঞ্চ জটিলং শূকরং মহিষং খরং। ২১॥
অন্ধকারং মহাঘোরং মৃতজীবং ভয়ঙ্করং।
দৃষ্ট্বা স্বপ্নে যোনিলিঙ্গং বিপত্তিং লভতে ধ্রুবং। ২২॥
কুবেশরূপং ম্লেচ্ছঞ্চ যমদূতং ভয়ঙ্করং।
পাশহস্তং পাশশস্ত্রং দৃষ্ট্বা মৃত্যুং লভেন্নরঃ। ২৩॥
ব্রাহ্মণো ব্রাহ্মণী বালা বালকো বা সুতঃ সুতা।
বিদায়ং কুরুতে কোপাৎ দৃষ্ট্বা দুঃখ মবাপ্নুয়াৎ। ২৪॥

করিলে নিশ্চয় কালগ্রাসে পতিত হইয়া থাকে॥ ১৭॥

যে ব্যক্তির স্বপ্নে শ্মশানস্থ তৃণ কাষ্ঠ, তৃণ রাশি, লৌহ ব কিঞ্চিৎ কৃষ্ণবর্ণ মসী দর্শন করে তাহাকে নিশ্চয় দুঃখ ভোগ করিতে হয়॥ ১৮॥

স্বপ্নে পাদুকা ফলক উজ্জ্বল রক্তপুষ্প রক্তমালা মাষ মসূর বা মুদ্গ দর্শন করিলে মানবের শরীরে ব্রণ জন্মে। ১৯॥

স্বপ্নযোগে কঙ্ক শকুণ কাক ভল্লূক বানর বিষ বা গাত্র মল দর্শন কেবল ব্যাধিকারণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। ২০॥

স্বপ্নে ভগ্নভাণ্ড গলৎকুষ্ঠরোগাক্রান্ত, রক্তাম্বরধারী জটিল বা ক্ষত শূদ্র; শূকর মহিষ, গর্দ্দভ মহাঘোর অন্ধকার, ভয়ঙ্কর মৃতজীব যোনি ও লিঙ্গ দর্শন করিলে মানব নিশ্চয় বিপদ্গ্রস্ত হয়॥ ২১। ২২॥

যে স্বপ্নে কুৎসিত বেশসম্পন্ন ম্লেচ্ছ পাশহস্ত ভয়ঙ্কর যমদূত এবং পাশ ও শস্ত্র দর্শন করে সে অচিরে কালগ্রাসে পতিত হইয়া থাকে॥২৩॥

কৃষ্ণপুষ্পঞ্চ তন্মাল্যং সৈন্যং শস্ত্রাস্ত্রধারিণং।
ম্লেচ্ছাঞ্চ বিকৃতাকারাং দৃষ্টা মৃত্যুং লভেৎ ধ্রুবং। ২৫ ॥
বাদ্যঞ্চ নর্ত্তনং গীতং গায়নং রক্তবাসসং।
মৃদঙ্গ বাদ্য মানন্দং দৃষ্টা দুঃখং লভেৎ ধ্রুবং। ২৬ ॥
প্রাণ ত্যক্তং মৃতং দৃষ্টা মৃত্যুঞ্চ লভতে ধ্রুবং।
মৎস্যাদি ধারয়েদ্‌যোহি তদ্ভ্রাতুর্ম্মরণং ধ্রুবং। ২৭ ॥
ছিন্নং বাপি কবন্ধংবা বিকৃতং মুক্ত কেশিনং।
ক্ষিপ্রনৃত্যঞ্চ কুর্ব্বন্তং দৃষ্টা মৃতুং লভেন্নরঃ। ২৮ ॥
মৃতোবাপি মৃতাবাপি কৃষ্ণো ম্লেচ্ছো ভয়ানকঃ।
অবগূহতি যঃ স্বপ্নে তস্য মৃত্যুর্ব্বিনিশ্চিতং। ২৯ ॥
যেষাং দন্তাশ্চ ভগ্নাশ্চ কেশাশ্চাপি পতন্তি চ।
ধনহানি র্ভবেত্তস্য পীড়া বা তৎশরীরজা। ৩০ ॥

ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী বালক বালিকা বা পুত্র কন্যা সক্রোধে বিদায় করিতেছে এরূপ স্বপ্ন দর্শন করিলে মনুষ্য দুঃখ ভোগ করে ॥ ২৪ ॥

যে ব্যক্তি স্বপ্নে কৃষ্ণবর্ণ পুষ্প কৃষ্ণবর্ণ পুষ্পের মালা শস্ত্রাস্ত্রধারী সৈন্য ও বিকৃতাকারা ম্লেচ্ছা নারীকে দর্শন করে সে নিশ্চয় মৃত্যুমুখে নিপতিত হয় ॥ ২৪ ॥

স্বপ্নযোগে নৃত্য গীত বাদ্য, রক্তবস্ত্রধারী গায়ক, মৃদঙ্গ বাদ্য ও আনন্দোৎসব দর্শন করিলে মনুষ্য নিশ্চয় দুঃখ ভোগ করে ॥ ২৬ ॥

স্বপ্নে প্রাণত্যাগী বা মৃত ব্যক্তিকে দর্শন করিলে মানবের নিশ্চয় মৃত্যু ঘটে এবং যে ব্যক্তি স্বপ্নে মৎস্য ধারণ করে তাহার নিশ্চয় ভ্রাতৃ বিয়োগ হয় তাহার অণুমাত্র সন্দেহ নাই ॥ ২৭ ॥

যে ব্যক্তি ছিন্ন কবন্ধ, বিকৃতাকার মুক্তকেশ শীঘ্র নর্ত্তনশীল পুরুষকে দর্শন করে তাহাকে অচিরে শমন ভবনে গমন করিতে হয় ॥ ২৮ ॥

মৃত পুরুষ মৃতা স্ত্রী কৃষ্ণবর্ণ পুরুষ ম্লেচ্ছ বা বিকৃতাকার ব্যক্তির সংসর্গ হইতেছে, এরূপ স্বপ্ন দর্শন করিলে মানব নিশ্চয় কালকবলে পতিত হইয়া থাকে ॥ ২৯ ॥

অবগূহতি যং স্বপ্নে শৃঙ্গিনো দৃষ্টিণোঽপি বা।
বাণকামা নরাশ্চৈব তস্য রাজকুলাদ্ভয়ং। ৩১ ॥
ছিন্নবৃক্ষং পতন্তঞ্চ শিলাবৃষ্টিস্তুষং ক্ষুরং।
রক্তাঙ্গারং ভস্মবৃষ্টিং দৃষ্ট্বা দুঃখ মবাপ্নুয়াৎ। ৩২ ॥
রথগেহবৃক্ষশৈলগোহস্তিতুরগাম্বরাৎ।
ভূমৌ পততি যঃ স্বপ্নে বিপত্তি স্তস্য নিশ্চিতং। ৩৩ ॥
উচ্চৈঃ পতন্তি গর্ত্তেষু ভস্মাঙ্গারচিতাসুচ।
ক্ষারকুণ্ডেষু চূর্ণেষু মৃত্যুস্তেষাং ন সংশয়ঃ। ৩৪ ॥
বলাদ্গৃহ্ণাতি দুষ্টশ্চ ছত্রঞ্চ যস্য মস্তকাৎ।
পিতু র্নাশো ভবেত্তস্য গুরোর্ব্বাপি নৃপস্যচ। ৩৫ ॥
সুরভী যস্য গেহাচ্চ যাতি ত্রস্তা ভয়ানকা।
প্রয়াতি পাপিন স্তস্য লক্ষ্মীরপি বসুন্ধরা। ৩৬ ॥

যাহারা স্বপ্নযোগে দন্ত ভগ্ন ও কেশ মস্তক হইতে পতিত হইতে দর্শন করে তাহাদিগের অর্থ হানি ও দৈহিক পীড়া উপস্থিত হয় ॥ ৩০ ॥

যে ব্যক্তি স্বপ্নে শৃঙ্গিগণ দংষ্ট্রিগণ বা বাণশিক্ষার্থী মানবগণের সংসর্গী হইয়া তাহাদিগের সহিত বাস করে, তাহার রাজকুল হইতে ভয় উপস্থিত হইয়া থাকে। ৩১ ॥

স্বপ্নে পতিত ছিন্ন বৃক্ষ শিলাবৃষ্টি বিনাশকর রক্তাঙ্গার ও ভস্মবৃষ্টি দর্শন করিলে মনুষ্য দুঃখভোগ করে ॥ ৩২ ॥

যে ব্যক্তি স্বপ্নে রথ, গৃহ, বৃক্ষ, পর্ব্বত, গো, হস্তী, অশ্ব বা আকাশ হইতে ভূমিতলে পতিত হয় তাহার নিশ্চয় বিপদ্ উপস্থিত হইয়া থাকে ॥৩৩॥

যাহারা স্বপ্নে উচ্চ স্থান হইতে পতিত এবং ভস্ম অঙ্গার চিতা ক্ষার-কুণ্ড ও চূর্ণে বিলুণ্ঠিত হয় তাহাদিগের নিশ্চয় মৃত্যু ঘটে। ৩৪ ॥

যে ব্যক্তি এরূপ স্বপ্ন দর্শন করে যে কোন দুষ্ট লোক বলপূর্ব্বক তাহার মস্তক হইতে ছত্র গ্রহণ করিতেছে তাহা হইলে তাহার পিতৃ বিয়োগ, গুরুবিয়োগ বা রাজবিয়োগ হয় ॥ ৩৫ ॥

পাশেন কৃত্বা বদ্ধঞ্চ যং গৃহীত্বা প্রযাতি চ।
যমদূতাশ্চ যে ম্লেচ্ছা স্তস্য মৃত্যু র্ব্বিনিশ্চিতং। ৩৭॥
গণকো ব্রাহ্মণো বাপি ব্রাহ্মণী বা গুরুস্তথা।
পরিরুষ্টঃ শপতি যং বিপত্তি স্তস্য নিশ্চিতং। ৩৮॥
বিরোধিনশ্চ কাকাশ্চ কুক্কুরা ভল্লুকা স্তথা।
পতন্ত্যা গত্য যদ্গাত্রে তস্য মৃত্যু র্নসংশয়ঃ। ৩৯॥
মহিষা ভল্লুকা উষ্ট্রাঃ শূকরা গর্দ্দভা স্তথা।
রুষ্টা ধাবয়ন্তি যং স্বপ্নে স রোগী নিশ্চিতং ভবেৎ। ৪০॥
রক্ত চন্দন কাষ্ঠানি ঘৃতাক্তানিচ যোহহনৎ।
গায়ত্র্যাচ সহস্রেণ তেন শান্তি র্ব্বিধীয়তে। ৪১॥

যদি কেহ এরূপ স্বপ্ন দর্শন করে যে সুরভী রুষ্টা হইয়া তাহার গৃহ হইতে ভীষণ বেশে গমন করিতেছে তাহা হইলে বসুন্ধরা লক্ষ্মীদেবীও সেই পাপাত্মার গৃহ পরিত্যাগ করেন॥ ৩৬॥

যে ব্যক্তি এই রূপ স্বপ্ন দর্শন করে ম্লেচ্ছ ও যমদূতগণ তাহাকে পাশবদ্ধ করিয়া গমন করিতেছে তাহা হইলে সেই ব্যক্তি মৃত্যুমুখে নিপতিত হয়॥ ৩৭॥

গণক ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী বা গুরু অতিশয় রুষ্ট হইয়া শাপ প্রদান করিতেছেন এরূপ স্বপ্ন দর্শন করিলে মনুষ্যের নিশ্চয় বিপদ ঘটনা হয়। ৩৮॥

যদি কেহ স্বপ্ন দেখে, বিরোধী পুরুষগণ কাকগণ কুক্কুরগণ বা ভল্লুকগণ সমাগত হইয়া তাহার গাত্রে পতিত হইতেছে তাহা হইলে সেই ব্যক্তির মৃত্যু ঘটে। ৩৯॥

যে ব্যক্তি স্বপ্ন দেখে মহিষ ভল্লুক উষ্ট্র শূকর বা গর্দ্দভগণ ক্রুদ্ধ হইয়া তাহার অভিমুখে ধাবমান হইতেছে তাহা হইলে সেই ব্যক্তি নিশ্চয় রোগগ্রস্ত হয়॥ ৪০॥

যে ব্যক্তি ঘৃতাক্ত রক্ত চন্দন কাষ্ঠ নষ্ট করে সহস্র বার গায়ত্রী জপ করিলে তাহার শুদ্ধি লাভ হয়। ৪১।

সহস্রধা জপেদ্‌যোহি ভক্তানাং মধুসূদনং।
নিষ্পাপো হি ভবেৎ সোঽপি দুঃস্বপ্নঃ সুস্বপ্নো ভবেৎ।৪২॥
অচ্যুতং কেশবং বিষ্ণুং হরিং সত্যং জনার্দ্দনং।
হংসং নারায়ণঞ্চৈব এতন্নামাষ্টকং শুভং। ৪৩॥
শুচিঃ পূর্ব্বমুখঃ প্রাজ্ঞো দশকৃত্যশ্চ যো জপেৎ।
নিষ্পাপো হি ভবেৎ সোপি দুঃস্বপ্নঃ সুস্বপ্নো ভবেৎ।৪৪॥
বিষ্ণুং নারায়ণং কৃষ্ণং মাধবং মধুসূদনং।
হরিং নরহরিং রামং গোবিন্দং দধিবামনং। ৪৫॥
শুচিঃ পূর্ব্বমুখো ভূত্বা ভক্তিশ্রদ্ধাযুতো জপেৎ।
নিষ্পাপো হি ভবেৎ সোপি দুঃস্বপ্নঃ সুস্বপ্নো ভবেৎ।৪৬॥
ভক্ত্যা চৈতানি ভদ্রাণি দশ নামানি যো জপেৎ।
শতকৃত্যো ভক্তিযুক্তো জপ্ত্বা রোগশ্চ রোগতঃ। ৪৭॥
লক্ষাধা হি জপেৎ সোহি বন্ধনান্মুচ্যতে ধ্রুবং।

আমার ভক্তগণ সহস্রধা মদীয় মধুসূদন নাম জপ করিলে নিষ্পাপ হয় এবং তাহার দৃষ্ট দুঃস্বপ্ন সুস্বপ্ন রূপে পরিণত হয়॥ ৪২॥

যে ব্যক্তি পবিত্রভাবে পূর্ব্বাস্য হইয়া মদীয় অচ্যুত, কেশব, বিষ্ণু, হরি, সত্য, জনার্দ্দন, হংস ও নারায়ণ এই পবিত্র অষ্ট নাম দশধা জপ করে সে নিষ্পাপ হয় এবং তাহার দৃষ্ট দুঃস্বপ্ন সুস্বপ্ন রূপে পরিণত হইয়া থাকে॥ ৪৩। ৪৪॥

যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাসমন্বিত হইয়া পূর্ব্বাস্যে উপবেশনপূর্ব্বক মদীয় বিষ্ণু নারায়ণ, কৃষ্ণ, মাধব, মধুসূদন, হরি, নরহরি, রাম, গোবিন্দ ও দধিবামন এই দশ নাম জপ করে, সেই ব্যক্তি নিষ্পাপ হয় এবং তাহার দুঃস্বপ্ন সুস্বপ্ন রূপে সঞ্জাত হইতে পারে॥ ৪৫। ৪৬॥

যে রোগাক্রান্ত ব্যক্তি ভক্তিপূর্ণহৃদয়ে মদীয় এই মঙ্গল জনক দশ নাম শতধা জপ করে সে রোগ হইতে মুক্তি লাভ করে॥ ৪৭॥

জপ্ত্বা চ দশ লক্ষঞ্চ মহাবন্ধ্যা প্রসূয়তে।
হবিষ্যাশী যতঃ শুদ্ধো দরিদ্রো ধনবান্ ভবেৎ। ৪৮॥
শত লক্ষঞ্চ জপ্ত্বা চ জীবন্মুক্তো ভবেন্নরঃ।
শুদ্ধো নারায়ণক্ষেত্রে সর্ব্বসিদ্ধিং লভেন্নরং। ৪৯॥
শিবং দুর্গাং গণপতিং কার্ত্তিকেয়ং গণেশ্বরং।
ধর্ম্মং গঙ্গাঞ্চ তুলসীং রাধাং লক্ষ্মীং সরস্বতীং। ৫০॥
নামান্যেতানি ভদ্রাণি জলে স্নাত্বা চ যো জপেৎ।
বাঞ্ছিতঞ্চ লভেৎ সোপি দুঃস্বপ্নঃ সুস্বপ্নো ভবেৎ। ৫১॥
ওঁ হ্রীং শ্রীং ক্রূং পূর্ব্বং দুর্গতি নাশিন্যে মহামায়ায়ৈ স্বাহা।
কল্পবৃক্ষোহি লোকানাং মন্ত্রঃ সপ্ত দশাক্ষরঃ। ৫২॥
শুচিশ্চ দশধা জপ্ত্বা দুস্বপ্নঃ সুস্বপ্নো ভবেৎ। ৫৩॥
শতলক্ষজপেনৈব মন্ত্রসিদ্ধি র্ভবেন্নৃণাং।
সিদ্ধমন্ত্রশ্চ লভতে সর্ব্বসিদ্ধিঞ্চ বাঞ্ছিতং। ৫৪॥

ঐ দশ নাম লক্ষ জপ করিলে মানব নিশ্চয় বন্ধন হইতে বিমুক্ত হয়, এবং মহাবন্ধ্যা নারী দশ লক্ষ জপ করিলে পুত্রপ্রসবিনী হয় এবং দরিদ্র ব্যক্তি শুচি ও হবিষ্যাশী হইয়া দশ লক্ষ জপ করিলে ধনবান্ হইয়া থাকে। ৪৮॥

মানব পূর্ব্বোক্ত মদীয় দশ নাম শত লক্ষ জপ করিলে জীবন্মুক্ত হয় এবং নারায়ণ ক্ষেত্রে পবিত্রভাবে উহা ঐ পরিমাণে জপ করিলে সর্ব্বসিদ্ধি লাভ করিতে পারে॥ ৪৯॥

যে ব্যক্তি স্নানাবসানে শিব দুর্গা গণপতি কার্ত্তিকেয়, গণেশ্বর, ধর্ম্ম, গঙ্গা, তুলসী, রাধা, লক্ষ্মী ও সরস্বতী এই শুভজনক নাম সমুদায় জপ করে তাহার বাঞ্ছিত ফল লাভ হয় এবং তদীয় দুঃস্বপ্ন সুস্বপ্ন রূপে পরিণত হইয়া থাকে॥ ৫০। ৫১॥

ওঁ হ্রীং শ্রীং ক্রূং দুর্গতিনাশিন্যৈ মহামায়ায়ৈ স্বাহা, এই সপ্ত দশাক্ষর মন্ত্র মানবগণের কল্পবৃক্ষ স্বরূপ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে॥ ৫২॥

ওঁ নমো মৃত্যুঞ্জয়ায়েতি স্বাহান্তং লক্ষধা জপেৎ।
দৃষ্টা চ মরণং স্বপ্নে শতায়ুশ্চ ভবেন্নরঃ। ৫৫ ॥
পূর্ব্বোত্তরমুখো ভূত্বা স্বপ্নং প্রাজ্ঞে প্রকাশয়েৎ।
কাশ্যপে দুর্গতে নীচে দেবব্রাহ্মণনিন্দকঃ।
মূর্খে চৈবানভিজ্ঞে যৎ নচ স্বপ্নং প্রকাশয়েৎ। ৫৬ ॥
অশ্বত্থে গণকে বিপ্রে পিতৃদেবাসনেষুচ।
আর্য্যেচ বৈষ্ণবে মিত্রে দিবাস্বপ্নং প্রাকাশয়েৎ। ৫৭ ॥
ইতি তে পুণ্য মাখ্যানং কথিতং পাপনাশনং।
ধন্যং যশস্য মায়ুষ্যং কিংভূয়ঃ শ্রোতু মিচ্ছসি। ৫৮ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ সম্বাদে শ্রীকৃষ্ণ জন্ম খণ্ডে ভগবন্নন্দ সম্বাদে তারোপহরণং নাম দ্ব্যশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

এই মন্ত্র পবিত্রভাবে দশধা জপ করিলে মনুষ্যের দুঃস্বপ্ন সুস্বপ্ন রূপে পরিণত হয় উক্ত মন্ত্র শত লক্ষ জপে মানবগণ মন্ত্র সিদ্ধি লাভ করে এবং মন্ত্রসিদ্ধি ব্যক্তি বাঞ্ছিত সর্ব্বসিদ্ধি লাভে অক্ষম হয় ॥ ৫৩। ৫৪ ॥

যে ব্যক্তি ওঁ নমো মৃত্যুঞ্জয়ায় স্বাহা এই মন্ত্র লক্ষধা জপ করে, সে মৃত্যু স্বপ্ন দর্শন করিয়াও শতায়ু হইয়া থাকে ॥ ৫৫ ॥

মানব পূর্ব্বাস্য বা উত্তরাস্য হইয়া প্রাজ্ঞ জন নিকটে স্বপ্ন প্রকাশ করিয়া কশ্যপগোত্রজ দুর্গত, দেবব্রাহ্মণ নিন্দক, মূর্খ ও অনভিজ্ঞ লোকের নিকট স্বপ্ন বৃত্তান্ত কদাচ প্রকাশ করিবে না ॥ ৫৬ ॥

মনুষ্য পিতৃদেবাসনে স্বপ্নে উপবিষ্ট হইয়া অশ্বত্থবৃক্ষ নিকটে এবং গণক ব্রাহ্মণ আচার্য্য বা বৈষ্ণব মিত্র সমীপে দিব্য স্বপ্ন প্রকাশ করিতে পারে। ৫৭ ॥

ব্রজরাজ! এই আমি তোমার নিকট পাপ প্রণাশন পবিত্র উপাখ্যান কীর্ত্তন করিলাম, এক্ষণে অন্য যাহা শ্রবণ করিতে বাসনা থাকে ব্যক্ত কর ॥ ৫৮ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ সম্বাদে শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে ভগবন্নন্দ সম্বাদে দ্ব্যশীতিতম অধ্যায় সংপূর্ণ।

ত্র্যশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

নন্দ উবাচ।

বেদানাং কারণং ত্বঞ্চ ব্রহ্মাদীনাঞ্চ পুত্রক।
সর্ব্বং কথয় ভদ্রন্তে কং প্রচ্ছামি ত্বয়া বিনা। ১॥
বিপ্রাণাং যোহি ধর্ম্মশ্চ ক্ষত্রবিট্‌শূদ্রকর্ম্মণাং।
সন্যাসিনাঞ্চ যো ধর্ম্মো যতীনাং ব্রহ্মচারিণাং। ২॥
বিপ্রাণাং বিধবাস্ত্রীণাং বৈষ্ণবানাং সতামপি।
পতিব্রতানাং স্ত্রীণাঞ্চ তৎ সর্ব্বং বক্তু মর্হসি। ৩॥
গৃহিনাং গৃহিনীনাঞ্চ শিষ্যাণাঞ্চ বিশেষতঃ।
পুত্ত্রাণাঞ্চাপি কন্যানাং পিতরং মাতরং প্রতি। ৪॥
স্ত্রীজাতিশ্চ কতিবিধা ভক্তঃ কতিবিধঃ প্রভোঃ।
ব্রাহ্মাণ্ডঞ্চ কতিবিধং বদ নশ্চ কিমাকৃতং।
কিন্নিত্যং কৃত্রিমং কিঞ্চৎ ব্রুহি সর্ব্বং ক্রমেণ চ। ৫॥

নন্দ কহিলেন প্রভো তুমি বেদ সমুদায় ও ব্রহ্মাদি দেবগণের কারণ স্বরূপ, কেবল মায়াক্রমে আমার পুত্রভাবে অবতীর্ণ হইয়াছ। আমি তোমা ভিন্ন আর কাহার নিকট এই সমস্ত বিষয় জিজ্ঞাসা করিব? তোমার মঙ্গল হউক, তুমি আমার জ্ঞাতব্য বিষয় সকল বর্ণন কর॥ ১॥

ভগবন্! ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম কি? ক্ষত্রিয় বৈশ্য' ও শূদ্রগণের কার্য্য কি রূপ? সন্যাসিগণের এবং যতি ও ব্রহ্মচারীদিগের ধর্ম্ম কি প্রকার? সাধু বৈষ্ণবগণ এবং বিধবা ও পতিব্রতা নারীগণেরই, বা কর্ত্তব্য কি? গৃহিগণ গৃহিনীগণ ও শিষ্য কি রূপ আচরণ করিবে, বিশেষতঃ পিতামাতার প্রতি পুত্র কন্যাদিগের কর্ত্তব্য কি? স্ত্রী জাতি কতিবিধ ভক্ত কতিবিধ ও ব্রহ্মাণ্ড· কতিবিধ? আর ব্রহ্মাণ্ডের আকারই বা কিরূপ? ব্রহ্মাণ্ড নিত্য বা কৃত্রিম এই সমুদায় শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে অতএব তুমি এই সমস্ত বিষয় আমার নিকট কীর্ত্তন কর॥ ২। ৩। ৪। ৫॥

ভগবানুবাচ।

সন্ধ্যাপূতঃ সদা বিপ্রঃ কুরুতে মম সেবনং।
নিত্যং ভুংক্তে মৎ প্রসাদ মনিবেদ্য মভক্ষকং। ৬ ॥
অন্নং বিষ্ঠা জলং মূত্রং যদ্বিষ্ণোরনিবেদিতং।
বিষ্ণুপ্রসাদভোজী চ জীবন্মুক্তশ্চ ব্রাহ্মণঃ। ৭ ॥
নিত্যং তপস্যানিরতং শুচিঃ শান্তশ্চ শাস্ত্রবিৎ।
ব্রতযাত্রাশ্রিতোধর্ম্মী নানাধ্যয় নসংযুত। ৮ ॥
বিষ্ণুমন্ত্রং গৃহীত্বাচ কৃত্বা চ গুরু সেবনং।
গৃহীত্বা তদনুজ্ঞাঞ্চ পশ্চাদ্ভবতি স গৃহী। ৯ ॥
দক্ষিণাং নিত্যপূজানাং গুরবেচ নিবেদয়েৎ।
গুরূণাং পোষণং নিত্যং কর্ত্তব্যং নাত্র সংশয়ঃ। ১০ ॥
সর্ব্বেষামপি বন্দ্যানাং পিতা এব মহাগুরুঃ।
পিতুঃ শতগুণৈর্ম্মাতা মাতুঃ শতগুণৈঃ সুরঃ। ১১ ॥

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন ব্রজরাজ ! ব্রাহ্মণ সন্ধ্যাপূত হইয়া আমার সেবা করিবে এবং নিত্য আমার প্রসাদ ভোজন করিবে যাহা আমাকে নিবেদন করা না হয় তাহা অভক্ষ্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে ॥ ৬ ॥

বিষ্ণুর অনিবেদিত অন্ন বিষ্ঠাতুল্য, জল মূত্র স্বরূপ, যে ব্রাহ্মণ বিষ্ণু প্রসাদ ভোজন করেন, তিনি জীবন্মুক্ত বলিয়া কথিত হন ॥ ৭ ॥

ব্রাহ্মণ সর্ব্বদা শুচি, ও তপস্যানিরত শাস্ত্রজ্ঞ, শান্তস্বভাব, ব্রতযাত্রাশ্রিত, স্বধর্ম্মনিষ্ঠ ও নানা শাস্ত্রের অধ্যয়নে প্রবৃত্ত থাকিবেন। ব্রাহ্মণ প্রথমে বিষ্ণুমন্ত্র গ্রহণ ও গুরুসেবা করিয়া গুরুর অনুজ্ঞা লইয়া গার্হস্থ্যাশ্রম অবলম্বন করিবে ॥ ৯ ॥

নিত্য পূজার দক্ষিণা গুরুকে নিবেদন নিত্য গুরুগণের পোষণ করা কর্ত্তব্য, সংশয় নাই ॥ ১০ ॥

সমস্ত পূজ্যগণের মধ্যে পিতাই মহাগুরু। আবার মাতা পিতার শত গুণেও দেবতা মাতার শতগুণে গুরু বলিয়া কথিত আছেন ॥ ১১ ॥

মন্ত্রদ স্তন্ত্রদশ্চৈব সুরাণাঞ্চ চতুর্গুণঃ।
নারায়ণশ্চ ভগবান্ গুরুঃ প্রত্যক্ষ এবচ। ১২ ॥
উদ্দেশে দীয়তে তস্মৈ সুরায়েতি শ্রুতৌ শ্রুতং।
প্রত্যক্ষ ভোক্তা সগুরুঃ স্বয়ং দেহী জনার্দ্দনঃ। ১৩ ॥
গুরু ব্র্ম্মা গুরু বিষ্ণু গুরুরেব স্বয়ং শিবঃ।
গুরৌ চ সর্ব্বদেবাশ্চ তিষ্ঠন্তি সততং মুদা। ১৪ ॥
গুরৌতুষ্টে হরি স্তুষ্টো যস্মিন্ তুষ্টে চ দেবতা।
গুরুঃ পুত্র সম স্নেহং শিষ্যেষুচ করিষ্যতি।
লভতে ব্রহ্ম হত্যাঞ্চ ভুংক্তে কৃত্বা চ নাশিষং॥ ১৫ ॥
স্বধর্ম্ম নিরতে বিপ্রাঃ ব্রাহ্মণশ্চ সদা শুচিঃ।
বিষ্ণু সেবী সদা বিপ্র স্তদন্যপ্য শুচিঃ সদা॥ ১৬ ॥
ব্রাহ্মণো বৃষবাহশ্চ ব্রাহ্মণঃ সূপকারকঃ।

মন্ত্রদাতা তান্ত্রিক দীক্ষাগুরু দেবগণের চতুর্গুণে শ্রেষ্ঠ, কারণ তিনি প্রত্যক্ষ ভগবান নারায়ণ স্বরূপ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হন॥ ১২॥

দেবোদ্দেশে বস্তু সকল নিবেদন করিতে হয় কিন্তু মূর্ত্তিমান নারায়ণ রূপী গুরু স্বয়ং নিবেদিত বস্তু প্রত্যক্ষ ভোজন করেন, এই জন্য বেদে মন্ত্র দাতা গুরু দেব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছেন॥ ১৩॥

মন্ত্রদাতা গুরু স্বয়ং ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শিব স্বরূপ। গুরু দেহে সমস্ত দেবগণ সর্ব্বদা সানন্দে অবস্থান করিয়া থাকেন॥ ১৪॥

গুরু তুষ্ট হইলে সমস্ত দেব ও সনাতন হরি তুষ্ট হন। গুরুর প্রতি যেমন শিষ্যগণের ভক্তি করা কর্ত্তব্য, গুরুও তদ্রূপ শিষ্যগণের প্রতি পুত্রবৎ স্নেহ করিবেন। যে গুরু শিষ্যকে আশীর্ব্বাদ না করিয়া ভোজন করেন তিনি ব্রহ্মহত্যা পাপে লিপ্ত হন॥ ১৫॥

স্বধর্ম্মপরায়ণ ও বিষ্ণু সেবানিরত ব্রাহ্মণ সদাশুচি এবং বিষ্ণু সেবাবিহীন ও স্বধর্ম্মত্যাগী ব্রাহ্মণ সদা অশুচি বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন॥ ১৬॥

ব্রাহ্মণো দেবলশ্চৈব সন্ধ্যাহীনশ্চ দুর্ব্বলঃ। ১৭ ॥
ব্রাহ্মণশ্চ দিবাশায়ী শূদ্রশ্রাদ্ধান্নভোজকঃ।
শূদ্রাণাং শবদাহী চ তে চ শূদ্রসমা দ্বিজাঃ। ১৮ ॥
শালগ্রাম মহাযন্ত্রং কৃত্বা পূজাং বিধানতঃ।
ভুংক্তে নৈবেদ্যশেষঞ্চ তৎ পাদোদকমেব চ। ১৯ ॥
হরেঃ পাদোদকং পীত্বা তীর্থস্নায়ী ভবেন্নর।
মুচ্যতে সর্ব্বপাপেভ্যো বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি। ২০ ॥
স স্নাতঃ সর্ব্বতীর্থেষু সর্ব্বয জ্ঞেষু দীক্ষিত।
শালগ্রামশিলাতোয়ৈর্যোভিষেকং সমাচরেৎ। ২১ ॥
গঙ্গাজলাদ্দশগুণং শালগ্রামজলং ব্রজ।
নিত্যং ভুংক্তে চ যোবিপ্রো জীবন্মুক্তঃ সুরৈঃ সমঃ। ২২ ॥
বিপ্রাণাং নিত্যকৃত্যঞ্চ বিষ্ণোর্নৈবেদ্যভোজনং।
যত্নেন পূজনং তস্য তৎ পাদোদকভক্ষণং। ২৩ ॥

বৃষবাহক, সূপকার অর্থাৎ পাচক, দেবল অর্থাৎ দেবদ্রব্যোপজীবী, সন্ধ্যাবন্দনাবিবর্জিত, দিবাশায়ী, শূদ্রের শ্রাদ্ধান্নভোজী ও শূদ্রের শবদাহকারক, ব্রাহ্মণ, দুর্ব্বল ও শূদ্র তুল্য বলিয়া কথিত আছে॥ ১৭। ১৮॥

ব্রাহ্মণ বিধিবিধানে শালগ্রাম মহাযন্ত্র পূজা করিয়া তদীয় নৈবেদ্য-শেষ ভোজন ও চরণোদক পান করিবে॥ ১৯॥

হরির চরণোদক পানে মানব তীর্থ স্নানের ফল লাভ করে এবং সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া অন্তে বিষ্ণুলোকে গমন করিতে সক্ষম হয়॥ ২০॥

শালগ্রাম শিলার চরণামৃতে অভিষিক্ত হইলে মানব সর্ব্বতীর্থে স্নান ও সকল যজ্ঞে দীক্ষার ফল লাভ করে॥ ২১॥

ব্রজরাজ, শালগ্রাম শিলার চরণোদক গঙ্গাজল অপেক্ষা দশগুণে শ্রেষ্ঠ, যে ব্রাহ্মণ নিত্য উহা পান করেন তিনি জীবন্মুক্ত ও দেবতুল্য হন॥২২॥

নিত্যং ত্রিসন্ধ্যং কুরুতে ভক্ত্যা চ মমপূজনং।
একাদশ্যাং ন ভুংক্তে চ মমৈব জন্মবাসরে। ২৪॥
শিবরাত্রৌ চ হে তাত শ্রীরামনবমী দিনে।
ন চ ভুংক্তে ব্রতী যোহি জীবন্মুক্তোহি স দ্বিজঃ। ২৫॥
পৃথিব্যাং যানি তীর্থানি তস্য পাদে চ তানি চ।
বিপ্রপাদোদকং পীত্বা তীর্থস্নায়ী ভবেন্নরঃ। ২৬॥
বিপ্রপাদোদকং পীত্বা যাবত্তিষ্ঠতি মেদিনী।
তাবৎ পুষ্করপাত্রেষু পিবন্তি পিতরো জলং। ২৭॥
বিষ্ণুপ্রসাদভোজী চ পবিত্রং কুরুতে মহীং।
তীর্থানি চ নরাংশ্চৈব জীবন্মুক্তো হি স দ্বিজঃ। ২৮॥
সর্ব্বতীর্থেষু স স্নাতো ব্রতানাঞ্চ ফলং লভেৎ।
পদে পদেঽশ্বমেধস্য লভতে নিশ্চিতং ফলং। ২৯॥

সময়ে বিষ্ণুপূজা, বিষ্ণুর চরণোদক পান ও বিষ্ণুর নৈবেদ্য ভোজন ব্রাহ্মণের নিত্য কৃত্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে, অতএব ব্রাহ্মণ ত্রিসন্ধ্যাপূত হইয়া ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে নিত্য সযত্নে তদীয় পূজা করিবে॥ ২৩॥

হেতাত! যে ব্রতী একাদশীতে আমার জন্ম বাসরে শিবরাত্রি দিবসে ও শ্রীরামনবমী দিনে ভোজন না করে সেই ব্রাহ্মণ, জীবন্মুক্ত হন। পৃথিবীতে যে সমস্ত তীর্থ বিদ্যমান আছে, তাহার চরণতলে সেই সমস্ত তীর্থের আবির্ভাব থাকে॥ ২৪।২৫॥

অতএব বিপ্রের পাদোদক পানে মানব তীর্থ স্নানের ফল লাভ করে, মনুষ্য বিপ্র পাদোদক পান করিয়া যাবৎ ভূমণ্ডলে স্থিতি করে, তাবৎ তাহার পিতৃগণ পুষ্কর পাত্রে জলপান করিয়া থাকে। ২৬। ২৭॥

বিষ্ণু প্রসাদ ভোজন কারি ব্যক্তি পৃথিবীকে পবিত্র করেন, তাহার

বহ্নিবায়ুসমঃ পূতস্তেজসা ভাস্করোপমঃ।
যমলোকং যমং দূতং সচ স্বপ্নো ন পশ্যতি। ৩০ ॥
বৈকুণ্ঠে মোদতে সোপি পার্ষদো হরিণা সহ।
ন ভবেত্তস্য পাতোহি বিপ্রস্য হরিসেবিনঃ। ৩১ ॥
বিষ্ণুমন্ত্রোপাসকশ্চ স এব বৈষ্ণবো দ্বিজঃ।
ব্রাহ্মণো বৈষ্ণবঃ প্রাজ্ঞো নহি তস্মাৎ পরঃ পুমান্। ৩২ ॥
বেদোক্ত বা পুরাণোক্তস্তন্ত্রোক্তো বা মন্ত্রঃ শুচিঃ।
বিচারতো গৃহীত্বা তং শৈবঃ শাক্তশ্চ বৈষ্ণবঃ। ৩৩ ॥
গুরুবক্ত্রাদ্বিষ্ণুমন্ত্রো যস্য কর্ণে বিষত্যয়ৎ।
তং বৈষ্ণবং মহাপূতং প্রবদন্তি মণীষিণঃ। ৩৪ ॥

সংস্পর্শে সমস্ত তীর্থ ও মানবগণের পবিত্রতা লাভ হয়। এবং তিনি জীবন্মুক্ত হইয়া থাকেন ॥ ২৮ ॥

তাহার সমস্ত তীর্থ স্নানের ও সমুদায় ব্রতাচরণের ফল লাভ হয়, এবং তিনি পদে পদে নিশ্চয় অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ করিতে পারেন। ২৯॥

সেই ব্যক্তি বহ্নি ও বায়ুতুল্য পবিত্র ও ভাস্কর তুল্য তেজঃপুঞ্জ হন স্বপ্নেও তাহাকে যমলোক, যম ও যমদূত দর্শন করিতে হয় না। ৩০ ॥

সেই ব্যক্তি দেহান্তে বৈকুণ্ঠ ধামে হরির পার্ষদ হইয়া তথায় পরম সুখে অবস্থান করিতে পারেন, সেই হরিভক্তিপরায়ণ বিপ্রের কথনও পতনের সম্ভাবনা নাই। ৩১ ॥

যে ব্যক্তি বিষ্ণুমন্ত্রের উপাসক, তিনিই প্রকৃত বৈষ্ণব। বৈষ্ণব ব্রাহ্মণই প্রাজ্ঞ ও পরম পুরুষ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকেন। ৩২ ॥

বেদোক্ত পুরানোক্ত বা তন্ত্রোক্ত মন্ত্র পবিত্র বলিয়া কথিত আছে, মানব যথাবিধি উহা গ্রহণ করিয়া শৈব শাক্ত বা বৈষ্ণব সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়। ৩৩ ॥

মন্ত্রগ্রহণমাত্রেণ জীবন্মুক্তো ভবেন্নরঃ।
ভিত্ত্বা ব্রহ্মাণ্ডমখিলং যাস্যত্যেব হরেঃ পদং। ৩৫॥
পূর্ব্বান্ সপ্ত পরান্ সপ্ত সপ্ত মাতামহাদিকান্।
সোদরানুদ্ধরেদ্ভক্তস্তৎপ্রসূঞ্চ প্রসূংস্তথা। ৩৬॥
মন্ত্রগ্রহণমাত্রেণ ফলমেতদ্ব্রজেশ্বর।
পুরশ্চরণসম্পর্কাৎ পুরুষাণাং শতং শতং। ৩৭॥
জপেন্নারয়ণক্ষেত্রে পুরশ্চরণপূর্ব্বকং।
পুরুষাণাং সহস্রঞ্চ লীলয়াত্মানমুদ্ধরেৎ। ৩৮॥
ঐকান্তিকো বৈষ্ণবশ্চ পুংসাং লক্ষং সমুদ্ধরেৎ।
ক্রিয়া বিষ্ণুপদে যস্য সঙ্কল্পাশ্চ বহিষ্কৃতা। ৩৯॥

গুরুমুখ হইতে যাহার কর্ণে বিষ্ণুমন্ত্র প্রবেশ করে মনীষিগণ তাহাকে সত্য বৈষ্ণব বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। ৩৪॥

বিষ্ণু মন্ত্র গ্রহণমাত্র মানব জীবন্মুক্ত হয় এবং সেই ব্যক্তি যে অখিল-ব্রহ্মাণ্ড ভেদ করিয়া হরির পরম পদ লাভ করে, তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই। ৩৫॥

সেই ভগবদ্ভক্ত পুরুষ ঊর্দ্ধতন সপ্ত পিতৃ পুরুষ মাতামহাদি সপ্ত পুরুষ সহোদরাগণ জননী ও জননীর জননীকেও উদ্ধার করিতে পারেন। ৩৬॥

ব্রজেশ্বর! বিষ্ণুমন্ত্রগ্রহণ মাত্র মনুষ্য উক্ত ফল লাভ করে, আবার উক্ত মন্ত্রের পুরশ্চরণ সম্পর্কে মানবের শত শত পিতৃলোকের নিস্তার প্রাপ্তি হয়। ৩৭॥

যে ব্যক্তি নারায়ণ ক্ষেত্রে পুরশ্চরণ পূর্ব্বক উক্ত বিষ্ণুমন্ত্র জপ করে সেই ব্যক্তি আপনার ও স্বীয় সহস্র পিতৃলোকের উদ্ধার সাধন করিতে পারে। ৩৮॥

ঐকান্তিক ভক্তিযোগে বিষ্ণুমন্ত্র জপ করিতে করিতে যাহার কামনা বিদূরিত এবং ক্রিয়া হরিপদে বিলীন হয় সেই ব্যক্তি লক্ষ পুরুষের উদ্ধার করিতে সক্ষম হন। ৩৯॥

দ্বিজাঃ সুরাঃ প্রাণতুল্যা ভক্তঃ প্রাণাৎপরঃ প্রিয়ঃ ।
বিশ্বেষু প্রিয়পাত্রেষু নমে ভক্তাৎপরঃ প্রিয়ঃ । ৪০ ॥
তেজীয়াংসং গুরুং দৃষ্ট্বা সর্ব্বত্র রক্ষিতুং ক্ষমঃ ।
করোতি মন্ত্রগ্রহণং তস্মাৎ হৃষ্টো বিচক্ষণঃ । ৪১ ॥
বয়োহীনাৎ জ্ঞানহীনাদ্বিদ্যাহীনাত্তথৈব চ ।
জাতিহীনাৎ গুরোর্মন্ত্রং ন গৃহ্নীয়াৎ কদাচন । ৪২ ॥
মুর্খাদাশ্রমহীনাচ্চ পিতুঃ সন্যাসিনস্তথা ।
ব্যাধিনোবংশহীনাচ্চ ভার্য্যাহীনাত্তথৈব চ । ৪৩ ॥
মন্ত্রক্ষিপ্তাস্তথামন্ত্রং নগৃহ্নীয়াৎ কদাচন ।
বিষ্ণুমন্ত্রং ন গৃহ্নীয়াদ্বিষ্ণুভক্তিবিহীনতঃ ।
নচ শৈবান্ন শাক্তাচ্চ গৃহ্নীয়াদ্বৈষ্ণবাৎ দ্বিজাৎ ৪৪ ॥
বয়োহীনাত্তথাল্পায়ু জ্ঞানহীনাদপণ্ডিতঃ ।

ব্রজরাজ! দ্বিজগণ ও দেবগণ আমার প্রাণস্বরূপ, কিন্তু আমার ভক্ত ব্যক্তি মদীয় প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়। অখিল ব্রহ্মাণ্ডে আমার যত প্রিয়পাত্র আছে ভক্ত তুল্য আমার প্রিয়পাত্র কেহই নাই । ৪০ ॥

বিচক্ষণ ব্যক্তি, সর্ব্বত্র রক্ষায় সমর্থ তেজীয়ান্ গুরুকে দর্শন করিয়া প্রীতমনে তাঁহার নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিবে । ৪১ ॥

বয়োহীন জ্ঞানহীন বিদ্যাহীন বা শক্তিহীন পুরুষের নিকট মন্ত্র গ্রহণ করা কদাপি কর্ত্তব্য নহে । ৪২ ॥

মূর্খ, অনাশ্রমী, পিতা, সন্যাসী, ব্যাধিগ্রস্ত, বংশহীন, ভার্য্যাহীন, বা মন্ত্রাক্ষিপ্ত ব্যক্তির নিকট মানব কখন মন্ত্র গ্রহণ করিবে না। ৪৩ ॥

বিষ্ণুমন্ত্রবিহীন শৈব বা শাক্ত গুরুর নিকট বিষ্ণুমন্ত্র গ্রহণ করা মনুষ্যের কখনই কর্ত্তব্য নহে। মানব বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ নিকটেই বিষ্ণুমন্ত্র গ্রহণ করিবে । ৪৪ ॥

বিদ্যাহীনাদ্ভবেন্মূঢ়ো জাতিহীনাৎ ক্ষয়ো ভবেৎ। ৪৫ ॥
মূর্খান্মূর্খো ভবেৎ সদ্যো দুঃখী চাশ্রমহীনতঃ।
যশোহানিঃ পিতুশ্চৈব মৃত্যুঃ সন্যাসিনস্তথা ।৪৬ ॥
ব্যাধিনো ব্যাধিযুক্তশ্চ নির্ব্বংশো বংশহীনতঃ।
ভার্য্যাহীনোপি স্ত্রীহীনাৎ মন্ত্রক্ষিপ্তাৎ গুরোঃ সমঃ ।৪৭॥
বিষ্ণুভক্তিবিহীনাচ্চ ভক্তিহীনো ভবেন্নরঃ।
শৈবাচ্ছাক্তাদ্দ্যাহীত্বাচ হরে ভক্তিন বর্দ্ধতে। ৪৮ ॥
ব্রাহ্মণোবৈষ্ণবঃ শুদ্ধঃ পক্কানং দাতুমীশ্বরঃ।
পক্কান্নং হবয়েদাতুমক্ষমশ্চেতরো জনঃ। ৪৯।
ওঁ কারোচ্চরণাদ্ধোমাৎ শালগ্রামশিলার্চ্চনাৎ।

মনুষ্য বয়োহীনের নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিলে অল্পায়ু, জ্ঞানহীনের নিকট মন্ত্রগ্রহণ করিলে পাণ্ডিত্য বর্জ্জিত; বিদ্যাহীনের নিকট মন্ত্রগ্রহণ করিলে মূঢ় ও জাতিহীনের নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিলে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। ৪৫ ॥

মানব মূর্খের নিকট মন্ত্র গ্রহণে মহান্ত মূর্খ, অনাশ্রমীর নিকট মন্ত্রগ্রহণ করিলে দুঃখী, পিতার নিকট মন্ত্রগ্রহণে যশোহীন ও সন্যাসীর নিকট মন্ত্র গ্রহণে মৃত্যুমুখে নিপতিত হইয়া থাকে। ৪৬ ॥

রোগগ্রস্ত গুরুর নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিলে মনুষ্য রোগগ্রস্ত' বংশহীনের নিকট মন্ত্রগ্রহণ করিলে নির্বংশ, ভার্য্যাহীনের নিকট মন্ত্রগ্রহণ করিলে ভার্য্যাহীন ও মন্ত্রক্ষিপ্তের নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিলে মন্ত্রক্ষিপ্তহয়। ৪৭ ॥

মনুষ্য বিষ্ণুভক্তিবিহীন ব্যক্তির নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিলে ভক্তিহীন হয় আর শৈব বা শাক্তের নিকট বিষ্ণু মন্ত্রগ্রহণ করিলে মাণবের হরি ভক্তি বর্দ্ধিত হয় না। ৪৮ ॥

পরিশুদ্ধ বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ হরিকে পক্কান্ন প্রদান করিতে সমর্থ, ইতর ব্যক্তি কখন তাহা হরিকে প্রদান করিতে পারে না। ৪৯ ॥

মহ্যং পক্কান্নংদানাচ্চ বিপ্রাদন্যো ব্রজেদধঃ। ৫০॥
উদাসীনাদ্দুরাচারাদন্নং ন গৃহ্নীয়াৎ সুধীঃ।
দৈবাৎ যদিচ গৃহ্নীয়াদ্ধনহীনো ভবেৎ ধ্রুবং ৫১।
ব্রাহ্মণানাং সদাভক্ষ্যং হবিষ্যান্নং নিরামিষং।
আমিষস্য পরিত্যাগাৎ সূর্য্যবত্তেজসা ভবেৎ। ৫২॥
নিত্য নূতন ভাণ্ডেন কর্ত্তব্যঃপাক এব চ।
অথবা পক্কপর্য্যন্তং উতস্ত্যজ্যং মনীষিভিঃ। ৫৩॥
স্থানং সুসংস্কৃতং কৃত্বা পাকং নির্ব্বত্যপূর্ব্বকঃ।
স্থানে পরিস্কৃতে বিপ্রো দত্বা মহ্যঞ্চ ভক্তিতঃ। ৫৪॥
তদা নিবেদ্যং ভুংক্তেচ দত্বা বিপ্রায়সাদরং।
অনিবেদ্যঞ্চ ভুক্তাচ সুরাপীতি ভবেৎদ্বিজঃ। ৫৫॥

ব্রজেশ্বর! ওঁকারের উচ্চারণ, হোম, শালগ্রাম শিলার পূজা ও আমাকে পক্কান্ন দানে ব্রাহ্মণেই অধিকারী বিপ্র ভিন্ন অন্যকেহ ঐ সমস্ত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে অধঃপতিত হয়। ৫০॥

সুবুদ্ধিমান ব্যক্তি উদাসীন বা দুরাচারের নিকট হইতে অন্ন গ্রহণ করিবে না। দৈবাৎ যদি গ্রহণ করে তাহা হইলে সে নিশ্চয় ধনহীন হয়। ৫১॥

ব্রাহ্মণ গণের নিত্য নিরামিষ হবিষ্যান্ন ভোজন করা কর্ত্তব্য। বিপ্র আমিষ পরিত্যাগে সূর্য্যতুল্য তেজস্বী হয়। ৫২॥

মনুষ্যগণ নিত্য নূতন ভাণ্ডে পাক করিবেন অথবা পাক সমাপনের পরেই ভাণ্ড পরিত্যাগ করিবেন। ৫৩॥

বিপ্র সুসংস্কৃত স্থানে পাক সমাপন পূর্ব্বক সুপরিস্কৃত স্থানে তাহা সংস্থাপন করিয়া ভক্তিযোগে আমাকে নিবেদন করিবে। পরে পরম সমাদরে তাহা বিপ্রকে ভোজন করাইয়া স্বয়ং ভোজন করিবে। আমার অনিবেদিত বস্তু ভোজন করিলে মনুষ্য সুরাপানের তুল্যপাপভাগী হয়। ৫৪। ৫৫॥

চন্দ্রসূর্য্যোপরাগে চ রাশৌ চ মৃতজাতয়োঃ।
স্পৃষ্টে চাশুচিনা সদ্যঃ পাকভাণ্ডং পরিত্যজেৎ ঃ ৫৬ ॥
ভ্রষ্টদ্রব্যং তথান্নঞ্চ ধৃত্বা ধৌতে চ বাসসী।
পাদপ্রক্ষালনং কৃত্বা ভুংক্তে স্থানে পরিস্কৃতে ৫৭ ॥
দ্বিভোজনং ন কর্ত্তব্যং স্থিতেসূর্য্যো দ্বিজাতিভিঃ।
নিষ্ফলং তদ্ভবেৎ কর্ম্ম ভুক্ত্বা চ নরকং ব্রজেৎ ৫৮॥
যাত্রা যুদ্ধং নদীপারং পুনর্ভোজনমৈথুনং।
বর্জ্জয়েৎ শ্রাদ্ধদিবসে হবিষ্যাশী চ সংযমে। ৫৯ ।
দ্বিজায় বিষ্ণুভক্তায় পাত্রং দদ্যাদ্বুধায়চ।
বৃষলীপতয়ে চৈব ন দদাৎ শূদ্রযাজিনে। ৬০ ॥
সন্ধ্যাহীনায়দুষ্টায় বৃষবাহায় যত্নতঃ।
শুক্রবিক্রয়িণে চৈব দেবলায় কদাচন। ৬১ ॥

চন্দ্র সূর্য্য গ্রহণে জনন মরণ শৌচে ও অশুচিস্পর্শে মানব সদ্য পাক ভাণ্ড পরিত্যাগ করিবে।৫৬ ॥

ব্রাহ্মণ পাদ প্রক্ষালন ও ধৌত বস্ত্র যুগল পরিধান করিয়া পরিস্কৃত স্থানে ভ্রষ্ট দ্রব্য বা অন্ন ভোজন করিবে। ৫৭ ॥

সূর্য্যের স্থিতি কাল মধ্যে দ্বিভোজন ব্রাহ্মণের পক্ষে নিষিদ্ধ। যে ব্রাহ্মণ এই নিয়মের অন্যথা করে তাহার সমস্ত কর্ম্ম বিফল হয় এবং সে অন্তে নিরয়ে গমন করিয়া থাকে। ৫৮ ॥

ব্রাহ্মণ পিতৃগণের শ্রাদ্ধ দিবসে ও শ্রাদ্ধের সংযম দিনে, যাত্রা, যুদ্ধ নদীপার, পুনঃভোজন মৈথুন পরিত্যাগ করিবে। ৫৯ ॥

ব্রাহ্মণ শ্রাদ্ধের পাত্রীয়ান্ন বিষ্ণুভক্ত জ্ঞানবান্ ব্রাহ্মণকে প্রদান করিবে। বৃষলীপতি ও শূদ্রযাজক ব্রাহ্মণকে প্রদান করা কর্ত্তব্য নহে। ৬০ ॥

প্রদদ্যাৎ পাত্রমেতেভ্যো ব্রাহ্মণো নরকং ব্রজেৎ ।
পাত্রং ভুক্ত্বা তদ্দিবসে মৈথুনান্নরকং ব্রজেৎ । ৬২ ॥
সর্ব্বেভ্যঃ পাতকী তাত কন্যাবিক্রয়কারকঃ।
মূল্যং গৃহীত্বা যো দদ্যাৎ স মহারৌরবং ব্রজেৎ ৬৩ ॥
কন্যালোম প্রমাণন্তদ্বর্ষঞ্চ পিতৃভিঃ সহ।
কুম্ভীপাকে চ পচ্যন্তে পুত্রশ্চাপি পুরোহিতৈঃ। ৬৪ ॥
তস্মাৎ কন্যাং সুপাত্রায় দানং কুর্য্যাদ্বিচক্ষণঃ।
শূদ্রবদ্ব্রাহ্মণেভ্যশ্চ নৈব তদ্বংশজাতয়ঃ । ৬৫ ॥
বিপ্রবৈষ্ণবয়োর্দ্ধর্ম্মঃ কথিতশ্চ ব্রজেশ্বর।
যদুক্তঞ্চ পুরাণৈশ্চ চতুর্ভিঃ শ্রুতিভিস্তথা । ৬৬ ॥
দ্বিজার্চ্চনং ক্ষত্রিয়াণাং তথা নারায়ণার্চ্চনং।
রাজ্যানাং পালনঞ্চৈব রণে নির্ভয়তাতথা। ৬৭ ॥

ব্রাহ্মণ সন্ধ্যাবন্দনা বর্জ্জিত দুষ্ট বিষবাহক শুক্রবিক্রয়ী ও দেবল ব্রাহ্মণকে যত্ন পূর্ব্বক পাত্রীযান্ন প্রদান করিলে নরক গামী হয় শ্রাদ্ধদিনে পাত্রীয়ান্ন ভোজন করিয়া মৈথুন করিলেও ব্রাহ্মণ নরকে গমন করিয়া থাকে। ৬১ ৬২ ॥

তাত! যে মহাপাতকী ব্যক্তি মূল্য গ্রহণ করিয়া কন্যা প্রদান করে, সে দেহান্তে মহারৌরব নামক নরকে গমন করিয়া থাকে। ৬৩ ॥

কন্যাবিক্রয়ী কন্যার লোমপরিমিত বর্ষ পিতৃগণ পুত্রগণ ও পুরোহিতগণের সহিত কুম্ভীপাক নরকে অবস্থান করে। ৬৪ ॥

অতএব বিচক্ষণ ব্যক্তি সুপাত্রে কন্যা দান করিবে, শূদ্রবৎ ব্রাহ্মণ বা তদ্বংশজাতি বিপ্রগণকে কন্যাদান করা কর্ত্তব্য নহে।৬৫ ॥

ব্রজেশ্বর! পুরাণ সমুদায় ও বেদ চতুষ্টয়ে বিপ্র ও বৈষ্ণবের ধর্ম্ম যে রূপ নির্দ্দিষ্ট আছে, এই আমি তোমার নিকট তাহা কীর্ত্তন করিলাম।৬৬ ॥

নারায়ণ পূজা দ্বিজ সংকার, রাজ্যপালন, রণে নির্ভরতা, নিত্য ব্রাহ্মণগণকে দান, শরণাগত রক্ষা, পুত্রতুল্য প্রজাপালন, দুঃখী জনগণের

নিত্যং দানং ব্রাহ্মণেভ্যঃ শরণাগতরক্ষণং।
পুত্রতুল্যং প্রজানাঞ্চ দুঃখিনাং পরিপালনং। ৬৮ ॥
শস্ত্রাস্ত্রাণাঞ্চনৈপুন্যং রণে সৌন্দর্য্যমেব চ।
তপশ্চ ধর্ম্মকৃত্যঞ্চ যত্নতঃ কুরুতে মুদা। ৬৯ ॥
পণ্ডিতং নীতিশাস্ত্রজ্ঞং নিত্যঞ্চ পরিপালয়েৎ।
নিয়োজয়েৎ সভামধ্যে নিত্যং সদ্ভিশ্চ পণ্ডিতঃ। ৭০ ॥
হস্ত্যশ্বরথপাদাতং সেনাঙ্গঞ্চ চতুষ্টয়ম্।
পালয়েদ্ যত্নতো নিত্যং যশস্বী চ প্রতাপবান্। ৭১ ॥
রণে নিমন্ত্রিতশ্চৈব দানেন বিমুখো ভবেৎ।
রণে যোবা ত্যজেৎ প্রাণাংস্তস্য স্বর্গে যশস্করঃ। ৭২ ॥
বৈশ্যানামপি বাণিজ্যমীশ্বরকৃষীপালনে।
বিপ্রদেবার্চ্চনং দানং তপস্যা ব্রতসেবনং। ৭৩ ॥
বিপ্রাণামর্চ্চনং নিত্যং শূদ্রধর্ম্মো বিধীয়তে।
তদ্দেষী তদ্ধনগ্রাহী শূদ্রশ্চাণ্ডালতাং ব্রজেৎ। ৭৪ ॥

পোষণ, অস্ত্র শস্ত্র বিদ্যায় নিপুণতা, তপস্যা ও ধর্ম্মানুষ্ঠান করা ক্ষত্রিয়গণের কর্ত্তব্য কর্ম্ম; অতএব উহার অনুষ্ঠান করিবে। ৬৭। ৬৮। ৬৯।

সাধু ক্ষত্রিয় নিত্য নীতিশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতকে পরিপালন করিবে, পণ্ডিত ব্যক্তিকে সর্ব্বদা সভামধ্যে সংযোজিত রাখা সাধুগণের কর্ত্তব্য কর্ম্ম। ৭০ ॥

প্রতাপশালী যশস্বী ক্ষত্রিয় হস্তী অশ্ব রথ পদাতি এই সেনাঙ্গ চতুষ্টয় নিত্য অতি যত্নে পালন করিবে। ৭১ ॥

ক্ষত্রিয় রণে নিমন্ত্রিত হইয়া দান প্রয়োগে বিমুখ হইবে। যে ক্ষত্রিয় রণক্ষেত্রে প্রাণ ত্যাগ করে, সুরপুরে তাহার যশঃ ঘোষিত হয়। ৭২ ॥

বাণিজ্য কৃষি পালন দেব ব্রাহ্মণের অর্চ্চনা দান ও তপস্যা ব্রতাচরণ বৈশ্যগণের ধর্ম্মরূপে নির্দ্দিষ্ট আছে। ৭৩ ॥

গৃধ্রকোটি সহস্রাণি শতজন্মানি শূকরঃ।
শ্বাপদঃ শতজন্মানি শূদ্রো বিপ্রধনাপহা। ৭৫ ॥
যঃ শূদ্রো ব্রাহ্মণীগামী মাতৃগামী স পাতকী।
কুম্ভীপাকে চ পচ্যন্তে যাবদ্বৈ ব্রহ্মণঃ শতং। ৭৬ ॥
কুম্ভীপাকে তপ্ততৈলে ভুক্তসর্পৈরহর্নিশং।
শব্দঞ্চ বিকৃতাকার কুরুতে যমতাড়নাঃ। ৭৭ ॥
তদা চাণ্ডালযোনিঃ স্যাৎ সপ্তজন্মসু পাতকী।
সপ্তজন্মসু সর্পশ্চ জলৌকাঃ সপ্তজন্মসু। ৭৮ ॥
জন্মকোটিসহস্রঞ্চ বিষ্ঠায়াং জায়তে কৃমিঃ।
পুংশ্চলীনাং যোঁনিকীট স ভবেৎ সপ্তজন্মসু। ৭৯ ॥
গবাং ব্রণকৃমিঃ স্যাচ্চ পাতকী সপ্তজন্মসু।
যোর্ণৌ যোর্ণৌ ভ্রমত্যেব ন পুনর্জায়তে নরঃ। ৮০ ॥

নিত্য বিপ্রগণের সেবা করাই শূদ্রজাতির ধর্ম্ম, অতএব যে শূদ্র বিপ্রগণের দ্বেষ্টা ও ধনাপহারী হয় সে চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ৭৪ ॥

পরে দেহান্তে সেই বিপ্রধনাপহারী অধম শূদ্র সহস্রকোটি জন্ম গৃধ্র শত জন্ম শূকর, শত জন্ম শ্বাপদ রূপে জন্ম গ্রহণ করে। ৭৫ ॥

যে শূদ্র ব্রাহ্মণীতে গমন করে সেই পাতকী মাতৃগামীর তুল্য বলিয়া গণ্য হয় এবং দেহান্তে ব্রহ্মার আয়ুকাল পর্য্যন্ত কুম্ভীপাক নরকে বাস করে। ৭৬ ॥

সেই পাপাত্মা উক্ত কুম্ভীপাক নরকে তপ্ততৈলে পতিত হইয়া সর্পগণ কর্ত্তৃক অহর্নিশি দষ্ট ও যমতাড়নে দণ্ডিত হইয়া বিকৃতাকার শব্দ করিতে থাকে। ৭৭ ॥

এইরূপ নরকভোগের পর সে সপ্ত জন্ম চণ্ডাল, সপ্ত জন্ম সর্প ও সপ্ত জন্ম জলৌকা হয়। ৭৮ ॥

পরে সে সহস্র কোটী জন্ম বিষ্ঠার কৃমি ও সপ্ত জন্ম পুংশ্চলীগণের যোনি কীট হইয়া থাকে। ৭৯ ॥

সন্যাশিনাঞ্চ যো ধর্ম্মো মন্মুখাচ্চ নিশাময়।
দণ্ডগ্রহণমাত্রেণ নরো নারায়ণো ভবেৎ। ৮১ ॥
পূর্ব্বকর্ম্মাণি দগ্ধা চ পরকর্ম্মাণি কৃন্তনং।
কুরুতে চিন্তয়েন্মাঞ্চ যাযাত্তু মমমন্দিরং। ৮২।
সন্যাশিনঃ পদস্পর্শাৎ সদ্যঃ পূত বসুন্ধরা।
সদ্যঃ পূতানি তীর্থাণি বৈষ্ণবস্য যথাব্রতী। ৮৩ ॥
সন্ন্যাশিনশ্চ স্পর্শেন নিষ্পাপো জায়তে নরঃ।
ভুক্তা সন্ন্যাশিনংলোকশ্চাশ্বমেধফলং লভেৎ। ৮৪ ॥
নত্বাচকামতো দৃষ্টা রাজসূয়ফলং লভেৎ।
ফলং সন্ন্যাশিনাং তুলাং যতীনাং ব্রহ্মচারিণাং। ৮৫ ॥

তৎপরে সেই পাতকী সপ্ত জন্ম গোসমুদায়ের ব্রণকীট রূপে উৎপন্ন হয়। এই রূপে বারংবার তাহাকে নানা যোণিতে ভ্রমণ করিতে হয় সে আর মানবজন্ম গ্রহণ করিতে পারে না। ৮০ ॥

ব্রজরাজ! এক্ষণে সন্ন্যাসীদিগের ধর্ম্ম তোমার নিকট বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর। মানব দণ্ড গ্রহণমাত্র নারায়ণ তুল্য হইতে পারে। সন্ন্যাসীর পূর্ব্বজন্ম ও পরজন্মের কার্য্য সমুদায় দগ্ধ হইয়া যায়, সুতরাং সন্ন্যাসী নিয়ত আমাকে ধ্যান করিয়াই মদীয় ধামে গমন করিতে সক্ষম হইয়া থাকে। ৮১।৮২ ॥

ব্রজেশ্বর! যেমন বৈষ্ণবের চরণস্পর্শে তীর্থ সমুদায় পবিত্র হয় তদ্রূপ সন্ন্যাসীর চরণ স্পর্শে বসুন্ধরা সদ্যঃ পূতা হইয়া থাকে। ৮৩ ॥

মানব সন্ন্যাসি স্পর্শে নিষ্পাপী হয়, সন্ন্যাসীকে ভোজন করাইয়া অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ করে এবং সন্ন্যাসী দর্শনে স্বেচ্ছা পূর্ব্বক নমস্কার করিলে রাজসূয় যজ্ঞের ফল লাভ করিতে সমর্থ হয়। যতি ও ব্রহ্মচারিগণের প্রতি ঐ রূপ আচরণেও মনুষ্য উক্ত ফল লাভ করিয়া থাকে। ৮৪।৮৫ ॥

সন্ন্যাশী যাতি সাযাহ্নে ক্ষুধিতো গৃহিণাং গৃহং ।
সদন্নং বা কদন্নং বা তদ্দত্তং নৈব বর্জ্জয়েৎ । ৮৬ ॥
ন যাচতে চ মিষ্টান্নং ন কুর্য্যাৎ কোপমেব চ ।
ন ধনগ্রহণং কুর্য্যাৎ একবাসা নিরীহিতঃ । ৮৭ ॥
শীতগ্রীষ্মে সমানশ্চ লোভমোহবিবর্জ্জিত ।
তত্রস্থিত্বে করাত্রঞ্চ প্রাতরন্যস্থলং ব্রজেৎ । ৮৮ ॥
যানমারোহণং কৃত্বা গৃহীত্বা গৃহিণো ধনং ।
গৃহং কৃত্বা গৃহীব স্যাৎ স্বধর্ম্মা পতিতো ভবেৎ । ৮৯ ॥
কৃত্বা চ কৃষিবাণিজ্যং কুবৃত্তিং কুরুতে চয়ঃ ।
স সন্যাশী দুরাচারঃ স্বধর্ম্মাৎ পতিতো ভবেৎ । ৯০ ॥
অশুভঞ্চ শুভম্বাপি অকর্ম্ম কুরুতে যদি ।
বহিস্কৃতঃ স্বধর্ম্মাচ্চাপ্যুপহাস্যঞ্চ তদ্ভবেৎ । ৯১ ॥

ক্ষুধিত সন্ন্যাসী সায়ং সময়ে গৃহিগণের গৃহে গমন করিবেন। তৎকালে গৃহির প্রদত্ত সদন্নই হউক বা কদন্নই হউক কখন তাহা পরিত্যাগ করিবেন না। ৮৬ ॥

গৃহস্থের নিকট মিষ্টান্ন প্রার্থনা করা বা গৃহস্থের প্রতি ক্রোধ করা সন্ন্যাসীর কর্ত্তব্য নহে। সন্ন্যাসী গৃহস্থের নিকট কখন ধন প্রার্থনা করিবেন না, সর্ব্বদা একবাসা হইয়া নিশ্চেষ্টিতভাবে অবস্থান করিবেন। ৮৭ ॥

সন্ন্যাসী শীতগ্রীষ্মে সমভাবাপন্ন লোভ মোহবিবর্জ্জিত হইবেন, গৃহস্থের ভবনে এক রাত্রি যাপন করিয়া প্রভাতে স্থানান্তরে গমন করা সন্ন্যাসীর কর্ত্তব্য কর্ম্ম। ৮৮ ॥

যে সন্ন্যাসী যানারোহণ এবং গৃহীর নিকট ধন গ্রহণ করে বা গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া গৃহীর ন্যায় কাল যাপন করে সে স্বধর্ম্ম হইতে পতিত হয়। ৮৯ ॥

যে দুরাচার সন্ন্যাসী কৃষি বাণিজ্য কুবৃত্তি আশ্রয় করে, সে স্বধর্ম্ম হইতে পতিত হয়। ৯০ ॥

অশুভ হউক বা শুভ হউক, স্বকর্ম্মের অনুষ্ঠান করা সন্ন্যাসীর কর্ত্তব্য। স্বধর্ম্মচ্যুত সন্ন্যাসী নিশ্চয় উপহাসাস্পদ হইয়া থাকে। ৯১ ॥

ব্রাহ্মণী পতিহীনায়া ভবেন্নিষ্কামিনী সদা।
এবমুক্ত্বা দিনান্তে সা হবিষ্যান্নবতা সদা। ৯২॥
ন ধাতুদ্রব্যবস্ত্রঞ্চ গন্ধদ্রব্যন্তু তৈলকং।
স্রজঞ্চ চন্দনঞ্চৈব শঙ্খসিন্দূরভূষণং।
ত্যক্ত্বা মলিনবস্ত্রাঢ্যান্নিত্যং নারায়ণং স্মরেৎ। ৯৩॥
নারায়ণস্য সেবাঞ্চ কুরুতে নিত্যমেব চ।
তন্নামোচ্চারণং শশ্বৎ কুরুতেঽনন্যভক্তিতঃ। ৯৪॥
পুত্রতুল্যঞ্চ পুরুষং সদা পশ্যতি ধর্ম্মতঃ।
মিষ্টান্নং ন চ ভুংক্তে সা ন কুর্য্যাদ্বিভবং ব্রজ। ৯৫॥
একাদশ্যাং ন ভোক্তব্যং কৃষ্ণজন্মাষ্টমীব্রতে।
শ্রীরামনবম্যাঞ্চ শিবরাত্রৌ পবিত্রয়া। ৯৬॥
অঘোরায়াঞ্চ প্রেতায়াং চন্দ্রসূর্য্যোপরাগয়োঃ।
ভ্রষ্টদ্রব্যং পরিত্যজ্যং ভুজ্যতে পরমেব চ। ৯৭॥

ব্রজরাজ! নিত্য পতিহীনা ব্রাহ্মণী সর্ব্বদা নিষ্কামিনি হইবে। দিনান্তে হবিষ্যান্ন ভোজন করা বিধবা ব্রাহ্মণীর কর্ত্তব্য বলিয়া উক্ত আছে। ৯২॥

বিধবা ব্রাহ্মণী নিয়ত ধাতুদ্রব্য, উত্তম বসন, গন্ধদ্রব্য, সুগন্ধি তৈল, মালা, চন্দন, শংখ ও সিন্দূরভূষণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক মলিনাম্বরধারিণী হইয়া সনাতন নারায়ণকে স্মরণ করিবে। ৯৩॥

পতিহীনা রমণী ভগবানের প্রতি ঐকান্তিক ভক্তিমতী হইয়া নিত্য নারায়ণ সেবা ও সতত নারায়ণ নামোচ্চারণ করিবে। ৯৪॥

ব্রজেশ্বর! বিধবা বিপ্রপত্নী সদা স্বধর্ম্ম নিরত হইয়া পুরুষমাত্রকে পুত্র ভাবে দর্শন করিবেন, মিষ্টান্ন ভোজন বা বেশভূষা সম্পাদন করা তাহার কদাপি কর্ত্তব্য নহে। ৯৫॥

একাদশীতে, কৃষ্ণজন্মাষ্টমী ব্রতে, শ্রীরামনবমী দিনে ও শিবরাত্রি দিবসে পবিত্রা বিধবা ব্রাহ্মণী কদাচ ভোজন করিবে না। ৯৬॥

তাম্বূলং বিধবাস্ত্রীণাং যতীনাং ব্রহ্মচারিণাং।
সন্যাশিনাঞ্চ গোমাংসং সুরাতুল্যং শ্রুতৌশ্রুতং। ৯৮ ॥
রক্তসাকং মসূরঞ্চ জম্বীরং পর্ণমেব চ।
অলাবুবর্ত্তুলাকারং বর্জ্জনীয়ঞ্চ তৈরপি। ৯৯ ॥
পর্য্যঙ্কশায়িনী নারী বিধবা পাতয়েৎ পতিং।
যানমারোহণং কৃত্বা বিধবা নরকং ব্রজেৎ। ১০০ ॥
ন কুর্য্যাৎ কেশসংস্কারং গাত্রসংস্কারমেব চ।
কেশাব্রণী জটারূপং তৎক্ষৌরং যাবকং বিনা। ১০১ ॥
তৈলাভ্যঙ্গ ন কুর্ব্বীত নহি পশ্যতি দর্পণং।
মুখঞ্চ পরপুংসাঞ্চ যাত্রানৃত্যং মহোৎসবং। ১০২ ॥
নর্ত্তনং গায়নঞ্চৈব সুবেশপুরুষং শুভং।
শৃণুযাচ্চ সদা ধর্ম্মং সামবেদংনিরূপিতং। ১০৩ ॥

অঘোরা চতুর্দ্দশী ব্রততিথি ও চন্দ্র সূর্য্য গ্রহণ দিনে ভ্রষ্টদ্রব্য ভোজন করা বিধবা ব্রাহ্মণীর পক্ষে নিষিদ্ধ, অতএব ঐ নারী উক্ত দিনে অবশ্য উহা পরিত্যাগ করিয়া অন্য দ্রব্য ভোজন করিবে। ৯৭ ॥

বিধবা নারী যতি ব্রহ্মচারি ও সন্ন্যাসীদিগের পক্ষে তাম্বূল গোমাংসও সুরাতুল্য বলিয়া বেদে নির্দ্দিষ্ট আছে। ৯৮ ॥

উহারা রক্তশাক, মসূর, জম্বীর, পর্ণ ও বর্ত্তুলাকার অলাবু ভোজন অবশ্য বর্জ্জন করিবে। ৯৯ ॥

বিধবা নারী পর্য্যঙ্কে শয়ন করিলে পতিকে অধঃপাতিত করে, এবং যানারোহণ করিলে স্বয়ং নিরয়ে গমন করিয়া থাকে। ১০০ ॥

কেশসংস্কার ও গাত্রসংস্কার করা বিধবার উচিত নহে। কেশজাল জটাবদ্ধ হইলে বিধবা রমণী যাবক ভিন্ন তাহা ক্ষৌর কার্য্য দ্বারা অপনীত করিবে। ১০১ ॥

শরীরে তৈলম্রক্ষণ, দর্পণে আত্মমুখ দর্শন, পরপুরুষের মুখাবলোকন, নৃত্য, মহোৎসব ও যাত্রোৎসব দর্শন করা বিধবার কর্ত্তব্য নহে। ১০২ ॥

পরমার্থং পরঞ্চৈব নিবোধকথয়ামি তে।
অধ্যাপনমধ্যয়নং শিষ্যানাং পরিপালনং।
গুরূণাং সেবনং নিত্যং দ্বিজদেবার্চ্চনং তথা। ১০৪॥
সিদ্ধান্তে শাস্ত্রনৈপুণ্যং ভাবনং আত্মতোষণং।
ব্যাখ্যানং পরিশুদ্ধঞ্চ গ্রন্থাভ্যাসঞ্চ সন্ততং। ১০৫॥
ব্যবস্থাপরিশুদ্ধ্যর্থ বিচারো দেবসম্মতঃ।
শাস্ত্রার্থাচরণঞ্চৈব কর্ত্তব্যং স্বয়মেব চ। ১০৬॥
বেদাহ্নিকেষু নৈপুণ্যং বেদাচরণমীপ্সিতং।
বেদোক্তভক্ষণঞ্চৈব পবিত্রাচরণং সদা। ১০৭॥
পতিব্রতানাং যদ্ধর্ম্মং তন্নিবোধ ব্রজেশ্বর।
নিত্যং ভর্ত্তুর্য্যৎসুকয়া তৎ পাদোদকমীপ্সিতং।
ভক্তিভাবেন সততং ভোক্তব্যং তদনুজ্ঞায়া। ১০৮॥

বিধবা রমণী নৃত্যকারক গায়ক ও সুবেশ সম্পন্ন পুরুষকে দর্শন করি বে না। সর্ব্বদা সামবেদ নিরূপিত ধর্ম্ম শ্রবণ করা বিধবার কর্ত্তব্য কর্ম্ম। ১০৩॥

ব্রজেশ্বর! এক্ষণে পবিত্র পরম তত্ত্ব তোমার নিকট বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর। অধ্যয়ন অধ্যাপন শিষ্যগণের পালন নিত্য গুরুসেবা ও দেব ব্রাহ্ম- ণের অর্চ্চনা করা পরম ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। ১০৪॥

সিদ্ধান্ত শাস্ত্রে নিপুণতা পরমার্থ চিন্তা আত্মতোষণকর বেদ ব্যাখ্যা ও সর্ব্বদা পরিশুদ্ধ গ্রন্থের অভ্যাস করা সাধুগণের অবশ্য কর্ত্তব্য। ১০৫॥

ব্যবস্থাশুদ্ধি ক্রমে বিচার দেব সম্মত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে, অতএব সাধুব্যক্তি ঐ রূপ বিচার তৎপর এবং শাস্ত্র বিহিত আচরণে স্বয়ং প্রবৃত্ত থাকিবে। ১০৬॥

সর্ব্বদা বেদাহ্নিকে নৈপুণ্য বেদবিহিত পবিত্রাচরণে প্রবৃত্ত এবং বেদনি- র্দ্দিষ্ট বস্তু ভোজনে নিরত হওয়া তত্বজ্ঞ সাধুজনের অবশ্য কর্ত্তব্য। ১০৭॥

ব্রজরাজ! এক্ষণে পতিব্রতা নারীগণের ধর্ম্ম তোমার নিকট কীর্ত্তন করি তেছি শ্রবণ কর। পতিব্রতা [illegible] পতির প্রতি নিতান্ত ভক্তিমতী হই-

ব্রতং তপস্যাং দেবার্চ্চাং পরিত্যয্য প্রযত্নতঃ।
কুর্য্যাচ্চরণসেবাঞ্চ স্তবনং পরিতোষণং। ১০৯॥
তদাজ্ঞারহিতং কর্ম্ম নকুর্য্যাদ্দৈবতঃ সতী।
নারায়ণাৎ পরং কান্তং ধ্যায়তে সততং সতী। ১১০॥
পরপুংসাং মুখঞ্চৈব সুবেশং পুরুষং পরং।
যাত্রামহোৎসবং নৃত্যং নর্ত্তনং গায়নং ব্রজ।
পরক্রীড়াঞ্চ সুরতং নহি পশ্যতি সুব্রতী। ১১১॥
যদ্ভক্ষ্যং স্বামিনাং নিত্যং তদেবমপি যোষিতাং।
নহি ত্যজেদ্ধি তৎসঙ্গ ক্ষণমেব চ সুব্রতা। ১১২॥
উত্তরেনোত্তরং দদ্যাৎ স্বামিনশ্চ পতিব্রতা।
ন কোপং কুরুতে শুদ্ধা তাড়নং চাপি কোপতঃ। ১১৩॥
ক্ষুধিতং ভোজয়েৎ কান্তং দদ্যাৎ পানঞ্চ তোষণে।

পতির অনুজ্ঞাক্রমে নিত্য সমুৎসুকচিত্তে ভক্তিযোগে পতির পাদোদক পান করিবে। ১০৮॥

পতিব্রতা রমণী ব্রত ও তপস্যা দেবার্চ্চনা সমস্ত ত্যাগ করিয়া কেবল পরম যত্নে পতির চরণ সেবা পতিকে স্তব ও পতির সন্তোষ সম্পাদন করিবে। ১০৯॥

সতী পতীর অনুজ্ঞা রহিত কার্য্য কদাচ করিবে না, পতিকে সর্ব্বদা নারায়ণ তুল্য জ্ঞান করা সাধ্বীরমণীর কর্ত্তব্য কর্ম্ম। ১১০॥

হে ব্রজরাজ! পর পুরুষের মুখাবলোকন, সুবেশ সম্পন্ন পুরুষের প্রতি দৃষ্টিপাত, এবং যাত্রোৎসব, নৃত্যগীতকারক পুরুষ, পরক্রীড়া ও সুরতপ্রসঙ্গ কদাচ দর্শন করিবে না। ১১১॥

স্বামী যাহা ভোজন করিবে যোষিদ্গণের নিত্য তাহাই ভোজন করা কর্ত্তব্য। সুব্রতা সাধ্বীনারী ক্ষণমাত্র পতিসঙ্গ পরিত্যাগ করিবে না। ১১২॥

পতিব্রতা পতির উত্তরে উত্তর প্রদান করিবে, পতির প্রতি কোপ প্রকাশ বা ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে তাড়না করা সাধ্বী রমণীর নিতান্ত অকর্ত্তব্য। ১১৩॥

ন বোধয়েত্তুং নিদ্রালুং প্রেরয়ন্ত্যেব কর্ম্মসু। ১১৪॥
পুত্রাণাঞ্চ শতগুণং স্নেহং কুর্য্যাৎ পতিং সতী।
পতির্বন্ধুর্গতির্ভর্ত্তা দৈবতং কুলযোষিতঃ। ১১৫॥
শুভদৃষ্ট্যা শুভতুল্যং কান্তং পশ্যতি সুন্দরী।
সস্মিতং বদনং কৃত্বা ভক্তিভাবেন যত্নতঃ। ১১৬॥
পুরুষাণাং সহস্রঞ্চ সতীস্ত্রী চ সমুদ্ধরেৎ।
পতিঃ পতিব্রতানাঞ্চ মুচ্যতে সর্ব্বপাতকাৎ। ১১৭॥
নাস্তি তেষাং কর্ম্মভোগঃ সতীনাং ব্রজ তেজসা।
তয়া সার্দ্ধঞ্চ নিষ্কামী মোদতে হরিমন্দিরে। ১১৮॥
পৃথিব্যাং যানি তীর্থানি সতীপাদেষু তান্যপি।
তেজশ্চ সর্ব্বদেবানাং মুনীনাঞ্চ সতীষু চ। ১১৯॥

সতী ক্ষুধিত কান্তকে ভোজন করাইবে এবং তদীয় তুষ্টির জন্য পানীয় প্রদান করিবে, পতি নিদ্রাগত হইলে তাহাকে জাগরিত করা বা তাহাকে কোন কার্য্যান্তরে প্রেরণ করা পতিব্রতার কর্ত্তব্য নহে। ১১৪॥

সতী পতির প্রতি পুত্রের শতগুণ স্নেহ করিবে। কুলনারীগণের পতিই পরম বন্ধু, পরম গতি ও পরম দেবতাস্বরূপ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। ১১৫॥

সুন্দরী সাধ্বী রমণী ভক্তিপূর্ণা হইয়া সযত্নে ও সহাস্যবদনে সর্ব্বমঙ্গল-বিধাতা পতির প্রতি শুভদৃষ্টি বিক্ষেপ করিবে। ১১৬॥

সতী স্ত্রী সহস্র পুরুষের উদ্ধারসাধনে সক্ষম হয়, পতিব্রতার পতি সমস্ত পাপ হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারে। ১১৭॥

ব্রজরাজ! সাধ্বী নারীগণের তেজস্বীতাগুণে নিজ নিজ কর্ম্মফল ভোগ করিতে হয় না। পতিব্রতার পতি নিষ্কামী হইয়া পত্নীর সহিত হরিমন্দিরে বাস করিতে পারে। ১১৮॥

পৃথিবীতে যে সমস্ত তীর্থ বিদ্যমান আছে, সতীর পদে সেই সমস্ত

তপস্বিনাং তপঃ সর্ব্বং ব্রতিনাং যৎফলং ব্রজ।
দানে ফলং যদ্দাতৃণাং তৎসর্ব্বং তাসু সন্ততং। ১২০ ॥
স্বয়ং নারায়ণঃ শম্ভু বিধাতা জগতামপি।
সুরাঃ সর্ব্বেসু মুনয়ো ভীতাস্তাস্বাঞ্চ সন্ততঃ। ১২১ ॥
সতীনাং পাদরজসা সদ্যঃ পূতা বসুন্ধরা।
পতিব্রতাং নমস্কৃত্বা মুচ্যতে পাতকান্নরঃ। ১২২ ॥
ত্রৈলোক্যং ভস্মসাৎ কর্তুং ক্ষণেনৈব পতিব্রতা।
স্বতেজসা সমর্থা সা মহাপুণ্যবতী সদা। ১২৩ ॥
সতীনাঞ্চ পতিঃ সাধ্বী পুত্রো নিঃশঙ্কএব চ।
নহি তস্য ভয়ং কিঞ্চিদ্দেবেভ্যশ্চ যমাদপি। ১২৪ ॥
শতজন্ম পুণ্যবতাং গেহে জাতা পতিব্রতা।
পতিব্রতাপ্রসূঃপূতা জীবন্মুক্তঃ পিতা তথা। ১২৫ ॥

তীর্থের আবির্ভাব। সাধ্বীগণ সমস্ত মুনি দেবগণের তেজ ধারণ করিয়া থাকেন। ১১৯ ॥

তপস্বিগণ তপোবলে, ব্রতিগণ ব্রতাচরণে ও দাতৃগণ দানে যে ফল লাভ করে, পতিব্রতা নারীগণ সর্ব্বদা সেই সমস্ত ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ১২০ ॥

স্বয়ং নারায়ণ, দেবাদিদেব মহাদেব, জগদ্বিধাতা ব্রহ্মা এবং অন্যান্য দেবগণ ও মুনিগণ সাধ্বী নারী হইতে সর্ব্বদা ভীত হইয়া থাকেন। ১২১ ॥

সতীগণের চরণরেণু স্পর্শে বসুন্ধরা সদ্যঃপূতা হন, মানব পতিব্রতাকে নমস্কার করিলে সমস্ত পাপ হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারেন। ১২২ ॥

মহাপুণ্যবতী পতিব্রতা নারী সদা স্বীয় তেজে ক্ষণমধ্যে ত্রৈলোক্য ভস্মীভূত করিতে সমর্থা হন। ১২৩ ॥

সাধ্বী নারীগণের পতিপুত্র সর্ব্বদা নিঃশঙ্কে কাল হরণ করিতে পারে, দেবতা বা যম হইতেও তাহাদিগের ভয় উপস্থিত হয় না। ১২৪ ॥

পুণ্যবান্ মহাত্মাদিগের শতজন্মের পুণ্যে পতিব্রতা গৃহে জন্ম গ্রহণ

সতীস্ত্রী প্রাতরুত্থায় ত্যক্ত্বা চ রাত্রিবাসসং।
ভর্ত্তারঞ্চ নমস্কৃত্য করোতি স্তবনং মুদা। ১২৬ ॥
গৃহকার্য্যং ততঃ কৃত্বা স্নাত্বা ধৌতে চ বাসসী।
গৃহীত্বা শুক্লপুষ্পঞ্চ ভক্তিতঃ পূজয়েৎ পতিং। ১২৭ ॥
স্নাপয়িত্বা চ পূতেন জলেন নির্ম্মলেন চ।
তস্মৈ দত্ত্বা ধৌতবস্ত্রং তৎপাদৌ ক্ষালয়েন্মুদা। ১২৮।
আসনে বাসয়িত্বা চ দত্ত্বা ভালে চ চন্দনং।
সর্ব্বাঙ্গলেপনং কৃত্বা দত্ত্বা মাল্যং গলেপি চ। ১২৯ ॥
সামবেদোক্তমন্ত্রেণ ভোগদ্রব্যৈঃ সুধোপমৈঃ।
সংপূজ্য ভক্তিতঃ কান্তং স্তুত্বা চ প্রণমেন্মুদা। ১৩০ ॥
ওঁ নমঃ কান্তায় শান্ত্রে চ সর্ব্বদেবাশ্রয়ায় স্বাহা।
ইত্যনেনৈব মন্ত্রেণ দত্ত্বা পুষ্পঞ্চ চন্দনং।

করেন, পতিব্রতার জননী পবিত্রা ও পতিব্রতার জনক জীবন্মুক্ত হইয়া থাকেন। ১২৫ ॥

সাধ্বী নারী প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক রাত্রিবাস পরিত্যাগ করিয়া ভর্ত্তাকে নমস্কার ও প্রীতমনে তাঁহাকে স্তব করিবে। ১২৬ ॥

তৎপরে সাধ্বী গৃহকার্য্য সমাপন পূর্ব্বক স্নানান্তে ধৌত বস্ত্রযুগল পরিধান ও শুক্লপুষ্প ধারণ করিয়া ভক্তিযোগে পতির পূজা করিবে।১২৭॥

পরে সতী নির্ম্মল পবিত্র জলে পতিকে স্নান করাইয়া ধৌতবস্ত্র প্রদান পূর্ব্বক প্রীতিপূর্ণ হৃদয়ে তাঁহার চরণ যুগল ক্ষালন করিবে। ১২৮ ॥

অতঃপর পতিব্রতা পতিকে আসনে উপবেসন করাইয়া তদীয় ভাল-দেশে চন্দন বিলেপন সর্ব্বাঙ্গে সুগন্ধি দ্রব্য লেপন ও গলদেশে মালা প্রদান করিবে। ১২৯ ॥

পরে সাধ্বী পতিকে সামবেদোক্ত মন্ত্রে বিবিধ ভোগদ্রব্য প্রদান পূর্ব্বক ভক্তিযোগে তাঁহার পূজা করিয়া প্রীতমনে তাঁহাকে প্রণাম ও স্তব করিবে। ১৩০ ॥

পাদ্যার্ঘ্যধূপদীপাংশ্চ বস্ত্রনৈবেদ্যমুত্তমং। ১৩১ ॥
জলং সুবাসিতং শুদ্ধং তাম্বূলঞ্চ সুসংস্কৃতং।
দত্বা স্তোত্রঞ্চ প্রপঠেৎ যৎকৃতং পূর্ব্বমেব চ। ১৩২ ॥
ওঁ নমঃ কান্তায় শান্ত্রে চ শিবচন্দ্রস্বরূপিণে।
নমঃ শান্তায় দান্তায় সর্ব্বদেবাশ্রয়ায় চ।
নমো ব্রহ্মস্বরূপায় সতীপ্রাণপরায় চ। ১৩৩ ॥
নমস্যায় চ পূজ্যায় হৃদাধারায় তে নমঃ।
পঞ্চপ্রাণাধিদেবায় চক্ষুষস্তারকায় চ।
জ্ঞানাধারায় পত্নীনাং পরমানন্দদায়িনে। ১৩৪ ॥
পতির্ব্রহ্মা পতির্ব্বিষ্ণুঃ পতিরেব মহেশ্বরঃ।
পতিশ্চ নির্গুণাধারো ব্রহ্মরূপ নমস্তুতে। ১৩৫ ॥
ক্ষমস্ব ভগবন্ দোষং জ্ঞানাজ্ঞান কৃতঞ্চ যৎ।
পত্নীবন্ধো দয়াসিন্ধো দাসীদোষং ক্ষমস্ব চ। ১৩৬ ॥

ওঁ নমঃ কান্তায় শান্ত্রে চ সর্ব্বদেবেশ্বরায় স্বাহা, এই মন্ত্রে পতিকে পুষ্প, চন্দন, পাদ্য, অর্ঘ্য, ধূপ, দীপ, উত্তম বস্ত্র, নৈবেদ্য, সুবাসিত শুদ্ধ জল ও সুসংস্কৃত তাম্বূল প্রদান করিয়া সাধ্বী পূর্ব্ববৎ স্তোত্রে পতির স্তব করিবে। ১৩১। ১৩২ ॥

হে প্রাণেশ্বর! তুমি শান্ত দান্ত সর্ব্বদেবাশ্রয়, ব্রহ্মস্বরূপ ও সাধ্বীর প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়, আমি তোমার চরণে প্রণাম করি। ১৩৩ ॥

নাথ! তুমি নমস্য, পূজ্য, আমার হৃদয়াধার, মদীয় পঞ্চ প্রাণের অধিদেব ও চক্ষুর তারকাস্বরূপ পতি পত্নীগণের জ্ঞানাধার ও পরমানন্দ-দাতা বলিয়া কথিত আছেন, অতএব আমি তোমার চরণে প্রণিপাত করি। ১৩৪ ॥

প্রভো! পতি ব্রহ্মা, পতি বিষ্ণু, পতি মহেশ্বর ও পতিই নির্গুণাধার ব্রহ্ম রূপে কথিত আছেন, অতএব তোমার চরণে আমার নমস্কার। ১৩৫ ॥

ভগবন্! আমি জ্ঞানতঃ বা অজ্ঞানতঃ যে সকল অপরাধ করিয়াছি,

ইদং স্তোত্রং মহাপুণ্যং সৃষ্ট্যাদ্যে পদ্ময়া কৃতং।
সরস্বত্যা চ ধরয়া গঙ্গয়া চ পুরা ব্রজ। ১৩৭ ॥
সাবিত্র্যা চ কৃতং পূর্ব্বং ব্রহ্মণে চাপি নিত্যশঃ।
পার্ব্বত্যা চ কৃতং ভক্ত্যা কৈলাসে শঙ্করায় চ। ১৩৮ ॥
মুনীনাঞ্চ সুরাণাঞ্চ পত্নীভিশ্চ কৃতং পুরা।
পতিব্রতানাং সর্ব্বাসাং ব্রতানাঞ্চ ব্রজেশ্বর। ১৩৯ ॥
ইদং স্তুত্বা সতী ভক্ত্যা ভুংক্তে সা তদনুজ্ঞয়া।
উক্তং পতিব্রতাধর্ম্মং গৃহিণাং শ্রূয়তাং ব্রজ। ১৪০ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ সম্বাদে শ্রীকৃষ্ণ জন্মখণ্ডে ভগবন্নন্দ সম্বাদে ত্র্যশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

ক্ষমা কর। হে পত্নীবন্ধো! তুমি দয়ার সাগর স্বরূপ, অতএব তুমি দাসীর অপরাধ ক্ষমা কর। ১৩৬ ॥

ব্রজেশ্বর! পূর্ব্বে কমলা আদি সৃষ্টি কালে সরস্বতী ধরা ও গঙ্গাদেবী এই মহাপুণ্য স্তোত্র পাঠ করিয়াছিলেন। ১৩৭ ॥

পূর্ব্বে সাবিত্রীদেবী নিত্য এই স্তোত্রে ব্রহ্মাকে স্তব করেন এবং পার্ব্বতীদেবী কৈলাসধামে এই স্তোত্রে ভগবান্ শঙ্করের স্তব করিয়াছিলেন। ১৩৮ ॥

ব্রজরাজ! মুনিপত্নীগণ ও দেবপত্নীগণ পূর্ব্বে উক্ত স্তোত্রে স্ব স্ব পতির স্তব করিয়াছেন। সমস্ত পতিব্রতা নারীগণের ইহা একমাত্র অবলম্বনীয় বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। ১৩৯ ॥

পতিব্রতা নারী এই রূপে পতির স্তব করিয়া তদীয় আজ্ঞা গ্রহণ পূর্ব্বক স্বয়ং ভোজন করে। ব্রজরাজ! এই আমি পতিব্রতাধর্ম্ম তোমার নিকট বর্ণন করিলাম। এক্ষণে গৃহস্থধর্ম্ম কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর।১৪০॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ সম্বাদে শ্রীকৃষ্ণ জন্মখণ্ডে ভগবন্নন্দ সম্বাদে ত্র্যশীতিতম অধ্যায় সম্পূর্ণ।

চতুরশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

ভগবানুবাচ।

দ্বিজদেবার্চ্চনঞ্চৈব করোতি সততং গৃহী।
স্বধর্ম্মাচরণঞ্চৈব চাতুর্ব্বর্ণ্যঞ্চ নিত্যশঃ। ১ ॥
কুর্ব্বন্তি গৃহিণামাসং সর্ব্বদেবাদয়স্তথা।
অকৃত্বাতিথি পূজাঞ্চ গৃহস্থশ্চ সদাশুচিঃ। ২ ॥
পিতরঃ সর্ব্বকালে চ তিথিকালে চ দেবতাঃ।
সর্ব্বে গৃহস্থমায়ান্তি নিপালমিব ধেনবঃ। ৩ ॥
সমাযাতি প্রযত্নেন সায়াহ্নে ক্ষুভিতোঽতিথিঃ।
পূজালব্ধাশিষং কৃত্বা প্রযাতি গৃহিণো গৃহাৎ। ৪ ॥
অকৃত্বাতিথিপূজাঞ্চ গৃহী ভবতি পাতকী।
ত্রৈলোক্যজনিতং পাপং লভতে নাত্রসংশয়ঃ। ৫ ॥

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, ব্রজেশ্বর! গৃহী সতত দ্বিজ ও দেবার্চ্চনা করিবে। ব্রাহ্মণাদি বর্ণ চতুষ্টয়ের যে যে ধর্ম্ম নিরূপিত আছে তাহা-দিগের নিত্য তত্তৎ ধর্ম্ম পালন করা কর্ত্তব্য। ১ ॥

দেবাদি সকলে গৃহিগণের পূজা কামনা করেন, যে গৃহস্থ অতিথি-সৎকার না করে, সে সদা অশুচি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়। ২ ॥

ধেনুগণ যেমন নিপানের অভিমুখে ধাবমান হয় তদ্রূপ সর্ব্বকালে পিতৃগণ ও নির্দ্দিষ্ট তিথিকালে দেবগণ গৃহস্থের ভবনে আগমন করিয়া থাকেন। ৩॥

সায়াহ্নে বাসস্থান লাভার্থ ব্যাকুলচিত্ত অতিথি গৃহস্থের ভবনে আগ-মন করিয়া যথোচিত সৎকার প্রাপ্ত হইলে সেই অতিথি আশীর্ব্বাদ পূর্ব্বক সেই গৃহস্থের ভবন হইতে গমন করে। ৪॥

যে গৃহস্থ অতিথিসৎকার না করে সে ত্রৈলোক্যজনিত পাপে আক্রান্ত হয় সন্দেহ নাই। ৫।

অতিথির্যস্য ভগ্নাসো গৃহাৎ প্রতিনিবর্ত্ততে।
পিতরস্তস্য দেবাশ্চ বহ্নয়শ্চ তথৈব চ। ৬ ॥
নিরাশাঃ প্রতিগচ্ছন্তি অতিথেব প্রতিগ্রহাৎ।
স্ত্রীঘ্নৈঃ গোঘ্নৈঃ কৃতঘ্নৈশ্চ ব্রহ্মঘ্নৈঃ গুরুতল্পগৈঃ। ৭ ॥
তুল্যদোষা ভবত্যেভির্যস্যাতিথিরনর্চ্চিতঃ।
স্বাত্মনঃ পাতকং দত্ত্বা পুণ্যমাদায় গচ্ছতি। ৮ ॥
তস্মাৎ কৃত্বা সর্ব্বসেবা দেবাদীংশ্চ শুভাশয়ঃ।
পোষ্যাণাং ভরণং কৃত্বা পশ্চাৎ ভুংক্তে স্বধর্ম্মবিৎ। ৯ ॥
যস্য মাতা গৃহে নাস্তি ভার্য্যা চ পুংশ্চলী তথা।
অরণ্যং তেন গন্তব্যং যথারণ্যং তথা গৃহং। ১০ ॥

অতিথি ভগ্নাংশ হইয়া যাহার গৃহ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হয়, দেবগণ পিতৃগণ ও ত্রিবিধ অগ্নি অতিথির অপরিগ্রহ নিবন্ধন নিরাশ হইয়া তাঁহার ভবন হইতে প্রস্থান করেন। ৬ ॥

যাহার গৃহে অতিথি পূজিত না হয়, সেই ব্যক্তি স্ত্রীহত্যাকারী গো হত্যাকারী কৃতঘ্ন ব্রহ্মঘ্ন ও গুরুপত্নীগামী নরাধমগণের তুল্য পাপভাগী হয়। ৭ ॥

অতিথি যে গৃহস্থের গৃহে পূজিত না হয় সেই অতিথি নিজ পাপ সেই গৃহস্থকে প্রদান ও তাহার পুণ্য গ্রহণ পূর্ব্বক প্রস্থান করে, অতএব ধর্ম্ম-বিদ্ শুভাকাঙ্ক্ষী গৃহস্থ দেবতা অতিথি ও অভ্যাগতদিগের সেবা এবং পোষ্যবর্গের ভরণ করিয়া সর্ব্বশেষে স্বয়ং ভোজন করিবে। ৮ ॥

যাহার গৃহে মাতা নাই এবং যাহার ভার্য্যা পুংশ্চলী, সেই গৃহস্থের অরণ্যে গমন করা কর্ত্তব্য। তাহার পক্ষে অরণ্য ও বন উভয়ই তুল্যরূপে প্রতীয়মান হয়। ৯ ॥

দুষ্টা নারী পতির দ্বেষ করে এবং পতিকে বিষতুল্য দর্শন ও পতিকে সর্ব্বদা ভৎর্সনা করে এমন কি দুশ্চরিত্রা নারী পতিকে আহার পর্য্যন্ত প্রদান করে না। ১০ ॥

পতিং দ্বেষ্টি সদা দুষ্টা বিষতুল্যঞ্চ পশ্যতি।
দদাতি তস্মৈ নাহারং ভর্ৎসনং কুরুতে সদা। ১১ ॥
পূজিতং মুনিতুল্যঞ্চ সা চ পাপীয়সী পরং।
সততং তৃণবন্মত্বা ন্যক্কারং কুরুতে সদা। ১২ ॥
দুর্ব্বাক্যবহ্নিনা দগ্ধো মৃততুল্যশ্চ জীবতি।
যাবজ্জীবনপর্য্যন্তং সংপ্রাপ্য দুষ্টবংশজা। ১৩ ॥
গৃহিণীনাং সদাচারং শ্রূয়তাং যৎ শ্রুতৌ শ্রুতং।
গৃহিণী পতিভক্তা চ দেবব্রাহ্মণপূজিতা। ১৪ ॥
সা শুদ্ধা প্রাতরুত্থায় নমস্কৃত্য পতিং সুরং।
প্রাঙ্গনে মণ্ডলং দদ্যাদ্গোময়েন জলেন চ। ১৫ ॥
গৃহকৃত্যঞ্চ কৃত্বা চ স্নাত্বা গত্বা গৃহং সতী।
সুরং বিপ্রং পতিং নত্বা পূজয়েদ্গৃহদেবতাং। ১৬ ॥
গৃহকৃত্যং সুনির্ব্বর্ত্য ভোজয়িত্বা পতিং সতী।

পতি যদি মুনি তুল্য পূজিত হয় তথাপি পাপীয়সী দুষ্টা স্ত্রী সর্ব্বদা তাহাকে তৃণতুল্য জ্ঞান করিয়া ঘৃণা করিয়া থাকে। ১১। ১২ ॥

যে ব্যক্তি দুষ্ট বংশজাতা নারীকে পরিগ্রহ করে, সেই ব্যক্তি যাবজ্জীবন তদীয় দুর্বাক্যবহ্নিতে দগ্ধ হইয়া মৃতবৎ অবস্থান করিয়া থাকে। ১৩ ॥

ব্রজরাজ! এক্ষণে গৃহিণীগণের সদাচার তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। পতিপরায়ণা গৃহিণী দেবব্রাহ্মণগণের পূজিতা হয়। ১৪ ॥

পরিশুদ্ধা গৃহস্বামিনী প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক পতি ও দেবতাকে নমস্কার করিয়া গোময় ও জলসেকে প্রাঙ্গনে মণ্ডল প্রদান করিবেন। ১৫ ॥

পরে সেই সতী গৃহকার্য্য সম্পাদনান্তে স্নান করিয়া গৃহে আগমন পূর্ব্বক দেবতা বিপ্র ও পতিকে নমস্কার ও গৃহদেবতার পূজা করিবেন। ১৬॥

অতিথিং পূজয়িত্বা চ স্বয়ং ভুংক্তে সুখং সতী। ১৭ ॥
পুত্রৈশ্চ পূজিতস্তাত শিষ্যৈশ্চ পূজিতো গুরুঃ।
আজ্ঞয়া কুরুতে কর্ম্ম পুত্রঃ শিষ্যশ্চ ভৃত্যবৎ। ১৮ ॥
ন প্রেরয়েদ্গুরুং তাতং পুত্রঃ শিষ্যশ্চ কর্ম্মসু।
পিত্রে চ গুরবে নিত্যং সর্ব্বস্বঞ্চ সমর্পয়েৎ। ১৯ ॥
ন কুর্য্যান্নরবুদ্ধিঞ্চ গুরৌ পিতরি সন্ততং।
কৃত্বা চ নরবুদ্ধিং তং ব্রহ্মহত্যাং লভেৎ ধ্রুবং। ২০ ॥
মাতরং পূজয়েদ্ভক্ত্যা পিতুশ্চাপ্যধিকাং তথা।
মাতুঃ পরগুরুঞ্চৈব পূজয়েদ্ভক্তিযোগতঃ। ২১ ॥
পিতা মাতা গুরুর্ভার্য্যা শিষ্যঃ পুত্রঃ সদাক্ষমঃ।
অনাথা ভগিনীকন্যা নিত্যং পোষ্য গুরুপ্রিয়া।
এবঞ্চ কথিতং তাত সর্ব্বেষাং ধর্ম্মমুত্তমং। ২২ ॥

তৎপরে সাধ্বী গৃহকার্য্য সুচারুরূপে সম্পাদন পূর্ব্বক পতিকে ভোজন করাইবে এবং অতিথি সৎকার করিয়া স্বয়ং সুখে ভোজন করিবে। ১৭ ॥

পিতা পুত্রগণ কর্ত্তৃক ও গুরু শিষ্যগণ কর্ত্তৃক পূজিত হইবেন। পুত্র ও শিষ্য ভৃত্যবৎ তাঁহাদিগের আজ্ঞানুসারে সকল কার্য্য সম্পাদন করিবে। ১৮ ॥

পুত্র পিতাকে এবং শিষ্য গুরুকে কোন কার্য্যে প্রেরণ করিবে না, পুত্র পিতাকে এবং শিষ্য গুরুকে সদা সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিবে। ১৯ ॥

পিতা ও গুরুকে মনুষ্য জ্ঞান করা কথনই কর্ত্তব্য নহে, যে ব্যক্তি পিতা ও গুরুকে মনুষ্য জ্ঞান করে তাহাকে নিশ্চয় ব্রহ্মহত্যা পাপে লিপ্ত হইতে হয়। ২০ ॥

মানব ভক্তিযোগে পিতা অপেক্ষাও মাতার অধিক পূজা করিবে, আবার মাতা অপেক্ষাও সমধিক ভক্তিসহকারে গুরুর পূজা করা মনুষ্যের কর্ত্তব্য কর্ম্ম। ২১ ॥

মনুষ্য পিতা, মাতা, গুরু, ভার্য্যা, শিষ্য, সদা অক্ষম পুত্র, অনাথা

স্ত্রীজাতির্ব্বাস্তবীশুদ্ধা তাশ্চ সর্ব্বাঃ পতিব্রতাঃ।
সর্ব্বাজাতিরেকবিধা আদৌ সৃষ্টা চ ব্রহ্মণা। ২৩ ॥
তাঃ সর্ব্বাঃ প্রকৃতেরংশাঃ পবিত্রাঃ পণ্ডিতাধিকাঃ।
কেদারকন্যাশাপেন সদা ধর্ম্মক্ষয়ং সমাঃ। ২৪ ॥
তদা কোপেন ধাত্রা চ কৃত্বা স্ত্রী চ বিনির্ম্মিতা।
কৃত্বা স্ত্রী ত্রিবিধাজাতি ব্রহ্মণা নির্ম্মিতা পুরা। ২৫ ॥
উত্তমা প্রথমা সা চ মধ্যমাধম চা ব্রজ।
উত্তমা পতিভক্তা সা কিঞ্চিদ্ধর্ম্মসমন্বিতা।
প্রাণান্তেপি ন কুরুতে তং জারমযশস্কর। ২৬ ॥
পূজয়েৎ সা যথা কান্তং তথা দেব হি চাতিথিং।
ব্রতানি চোপবাসাংশ্চ কুরুতে সর্ব্বপূজনং। ২৭ ॥

ভগিনী, কন্যা ও গুরুপত্নী এই সমুদায়ের নিত্য পোষণ করিবে। তাত! এই আমি তোমার নিকট সকলের উত্তম ধর্ম্ম প্রণালী কীর্ত্তন করিলাম।২২॥

পূর্ব্বে জগদ্বিধাতা ব্রহ্মা একবিধ স্ত্রীজাতির সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহাতে সমস্ত স্ত্রীজাতি বাস্তবিক পরিশুদ্ধা ও পতিব্রতা ছিল। ২৩ ॥

সমস্ত নারী প্রকৃতির অংশে জন্ম গ্রহণ করে, সুতরাং তাহারা পবিত্রা ও সমধিক জ্ঞানবতী হয়, কেবল কেদার কন্যার অভিশাপে তাহাদিগের ধর্ম্মক্ষয় হইয়াছিল। ২৪ ॥

তৎকালে বিধাতা সক্রোধে এক কৃত্যা নারীর সৃষ্টি করেন, সেই কৃত্যাস্ত্রী আবার তৎ কর্তৃক ত্রিবিধা রূপে বিনির্ম্মিতা হয়। ২৫ ॥

ব্রজেশ্বর! ব্রহ্মা যে ত্রিবিধি নারীর সৃষ্টি করিলেন তন্মধ্যে কতিপয় নারী উত্তমা অর্থাৎ প্রথমা কতিপয় নারী মধ্যমা ও কতিপয় নারী অধমা বলিয়া কথিতা হয়। উত্তমা স্ত্রী পতিভক্তি পরায়ণা ও কিঞ্চিৎ ধর্ম্মযুক্তা হইল। প্রাণান্তেও অযশস্কর উপপতি সঙ্গ করিতে তাহার প্রবৃত্তি হইল না। ২৬ ॥

তদবধি সেই উত্তমা নারী স্বামিসেবা, দেব দ্বিজ ও অতিথির ব্রত উপবাস এবং অন্নাদি দানে সর্ব্বজনের তৃপ্তিবিধান করে। ২৭ ॥

গুরুণা রক্ষিতা যত্নাজ্জারঞ্চ ন ভজেদ্ভয়াৎ ।
সা কৃত্রিমা মধ্যমা চ যথা কিঞ্চিৎ পতিং ভজেৎ । ২৮ ॥
স্থানং নাস্তি ক্ষণং নাস্তি নাস্তি প্রার্থয়িতো নরঃ ।
তেন হে নন্দ তাসাঞ্চ সতীত্বমুপজায়তে । ২৯ ॥
অধমা পরমাদুষ্টা হ্যত্যন্তাসদ্বংশজা তথা ।
অধর্ম্মশীলা দুঃশীলা দুর্ম্মুখা কলহান্বিতা । ৩০ ॥
পতিং ভর্ৎসয়তে নিত্যং জারঞ্চ সেবয়েৎ সদা ।
দুঃখং দদাতি কান্তায় বিষতুল্যঞ্চ পশ্যতি । ৩১ ॥
জারদ্বারমুপায়েন হন্তি কান্তং মনোহরং ।
ধর্ম্মিষ্ঠঞ্চ বরিষ্ঠঞ্চ গরিষ্ঠঞ্চ মহীতলে । ৩২ ॥
কামদেবসমঞ্চাপি জারং পশ্যতি কামতঃ ।
শুভদৃষ্ট্যা কটাক্ষেন শশ্বৎ পাপীয়সী মুদা । ৩৩ ॥

যে নারী গুরুজন কর্ত্তৃক সযত্নে রক্ষিতা হইয়া ভয়ে উপপতিসঙ্গ করিতে না পারিয়া কিয়ৎ পরিমাণে পতিকে ভজনা করে, সে মধ্যমা কৃত্রিমা নারী বলিয়া পরিগণিতা হয় । ২৮ ॥

হে নন্দ ! রতিকর স্থানের অভাব, ক্ষণের অভাব ও প্রার্থয়িতা মানবের অভাব থাকাতে সেই নারীগণের সতীত্ব সঞ্জাত হইয়া থাকে । ২৯ ॥

অত্যন্ত অসদ্বংশজাতা অধর্ম্মশীলা দুর্ম্মুখা কলহান্বিতা দুশ্চরিত্রা নারী অধমা বলিয়া নির্দ্দিষ্টা হইয়াছে । ৩০ ॥

অধমা নারী সতত পতিকে বিষতুল্য জ্ঞানে সর্ব্বদা ভর্ৎসনা ও ক্লেশ প্রদান করে এবং সর্ব্বদা উপপতির সেবা করিয়া থাকে । ৩১ ॥

পতি পরম সুন্দর ধার্ম্মিক ইহলোকে গৌরবান্বিত ও প্রধানরূপে গণ্য হইলেও সেই অধমা নারী জার দ্বারা উপায়ক্রমে তাহাকে সংহার করিয়া থাকে । ৩২ ॥

পাপীয়সী ভ্রষ্টা নারী উপপতিকে কামদেব তুল্য দর্শন করিয়া কামভাবে সর্ব্বদা তাহার প্রতি শুভদৃষ্টিযোগে কটাক্ষপাত করিয়া থাকে । ৩৩ ॥

সুবেশং পুরুষং দৃষ্ট্বা যুবানাং রতিশূরকং।
যোনিঃ ক্লিদ্যতি তাসাঞ্চ কামুকীনাং নিরন্তরং। ৩৪ ॥
দদাতি ভর্ত্রে নাহারং বিষোক্তিং বক্তি সন্ততং।
অধর্ম্মং চিন্তয়েৎ শশ্বৎ জারঞ্চ পরমং মুদা। ৩৫ ॥
গুরুভির্ভৎর্সিতা সা চ রক্ষিতা চ শতেন চ।
তথাপি জারং কুরুতে নাপি সাধ্যা নৃপৈরপি। ৩৬ ॥
নাস্তি তস্যাপ্রিয়ং কিঞ্চিৎ সর্ব্বং কার্য্যবশেন চ।
গাবস্তৃণমিবারণ্যে প্রার্থয়ন্তি নবং নবং। ৩৭ ॥
বিদ্যুদ্ভাসা জলে রেখা তস্যাঃ প্রীতিস্তথৈব চ)
অধর্ম্মযুক্তা সততং কপটং বক্তি নিশ্চিতং। ৩৮ ॥
ব্রতে তপসি ধর্ম্মে চ ন মনো গৃহকর্ম্মণি।

সুবেশ সম্পন্ন রতিশূর যুবাপুরুষ দর্শনে সেই কামুকীগণের যোনি সর্ব্বদা ক্লেদযুক্ত হয়। ৩৪ ॥

সেই দুষ্টা নারী ভর্ত্তাকে আহার প্রদান না করিয়া সতত তাহার প্রতি বিষতুল্য বাক্য প্রয়োগ করে, নিরন্তর পরমানন্দে জারসঙ্গরূপ অধর্ম্মচিন্তায় নিবিষ্টা থাকে। ৩৫ ॥

সে গুরুগণ কর্তৃক ভৎর্সিতা ও শত ব্যক্তিকর্ত্তৃক রক্ষিতা হইয়াও উপপতিসঙ্গ লাভ করে, নৃপগণও রাজদণ্ডে তাহা নিবারণ করিতে পারেন না। ৩৬ ॥

সেই দুশ্চারিণী রমণীর প্রিয় কিছুই নাই, কেবল কার্য্যবশেই প্রিয় অপ্রিয় সমস্ত ঘটে, গো সমুদায় যেমন অরণ্যে নব নব তৃণের স্বাদগ্রহে ইচ্ছা করে ঐ দুষ্টা নারীও সেইরূপ নূতন নূতন পুরুষের সঙ্গ করিতে বাসনা করিয়া থাকে। ৩৭ ॥

সেই দুশ্চরিত্রা নারীর প্রীতি বিদ্যুতের দীপ্তি ও জলরেখার ন্যায় অস্থায়িনী। অধর্ম্মনিরতা নারী নিশ্চয় সতত কপট বাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকে। ৩৮ ॥

ন গুরৌ ন চ দেবেষু জারে স্নিগ্ধঞ্চ চঞ্চলং। ৩৯ ॥
স্ত্রীজাতি ত্রিবিধানাঞ্চ কথা চ কথিতা ময়া ।।
ভক্তানাং ত্রিবিধানাঞ্চ লক্ষণং শ্রূয়তামিতি। ৪০।
তৃণশয্যারতো ভক্তো মন্নামগুণকীর্ত্তিষু।
মনোনিবেশয়েৎ ত্যক্ত্বা সংসারসুখকারণং। ৪১।
ধ্যায়তে মৎপদাব্জঞ্চ পূজয়েদ্ভক্তিভাবতঃ।
শ্রীহেতু কিং তস্য দেবা সঙ্কল্পরহিতস্য চ। ৪২।
সর্ব্বসিদ্ধিং ন বাঞ্ছন্তি তেঽনিমাদিকসিদ্ধিদঃ।
ব্রহ্মত্বমমরত্বং বা সুখত্বং সুখকারণং।
দাস্যং বিনা নহীচ্ছন্তি সালোক্যাদিচতুষ্টয়ং। ৪৩।
নৈব নির্ব্বাণমুক্তিঞ্চ সুধাপানমভীপ্সিতং।
বাঞ্ছন্তি নিশ্চলাং ভক্তি মদীয়ামতুলামপি। ৪৪।

ব্রত তপস্যা ধর্ম্ম ও গৃহকার্য্যে এবং দেব গুরুর প্রতি দুষ্টা রমণীর মন থাকে না। সর্ব্বদা উপপতির জন্য তাহার চিত্ত চঞ্চল থাকে এবং জার-সঙ্গ হইলেই সে তৃপ্তিলাভ করে। ৩৯ ॥

ব্রজরাজ! এই আমি ত্রিবিধা নারীজাতির বিষয় তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম। অতঃপর ত্রিবিধ ভক্তের লক্ষণ বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর। ৪০ ॥

আমার ভক্ত সংসার সুখ কারণ বস্তু সমুদায় পরিত্যাগ পূর্ব্বক তৃণ শয্যায় শয়ান হইয়া আমার নাম ও গুণ কীর্ত্তনে মনোনিবেশ করিবে।৪১॥

মদ্ভক্ত ভক্তিভাবে আমার চরণকমল ধ্যান ও পূজা করিবে। কামনা-শূন্য মদ্ভক্তের সম্পত্তি ও দেবপ্রীতিলাভের প্রয়োজন নাই। ৪২ ॥

আমার ভক্তগণ অণিমা লঘিমাদি সিদ্ধি, ব্রহ্মত্ব, অমরত্ব ও সর্ব্ব সুখত্ব ও সালোক্যাদি মুক্তি চতুষ্টয় পর্য্যন্ত লাভ করিতে ইচ্ছা করে না, কেবল তাহারা আমার দাস্য লাভ করিতে বাসনা করে। ৪৩ ॥

নির্ব্বাণ মুক্তি ও অভীপ্সিত সুধাপানও তাহাদিগের বাঞ্ছনীয় নহে,

স্ত্রী পুং বিভেদো নাস্ত্যেব সর্ব্বজীবেষু ভিন্নতা।
তেষাং সিদ্ধেশ্বরাণাঞ্চ পরবাণাং ব্রজেশ্বর। ৪৫।
ক্ষুৎপিপাসাদিকং নিদ্রাং লোভমোহাদিকং রিপুং।
ত্যক্ত্বা দিবানিশং মাঞ্চ ধ্যায়তে চ দিগম্বরঃ। ৪৬।
স মদ্ভক্তোত্তমো নন্দ শ্রূয়তাং মধ্যমাদিকং।
নাশক্তঃ কর্ম্মসু গৃহ্যা পূর্ব্বপ্রাক্তনতঃ শুচিঃ।
করোতি সততঞ্চৈব পূর্ব্বকর্ম্ম নিকৃন্তনং। ৪৭।
ন করোত্যপরং যত্নাৎ সঙ্কল্পরহিতস্য চ।
সর্ব্বং কৃষ্ণস্য যৎকিঞ্চিন্নাহং কর্ত্তা চ কর্ম্মণঃ। ৪৮॥
কর্ম্মণা মনসা বাচা সততং চিন্তয়েদিতি।
ন্যূনভক্তিশ্চ তং ন্যূনং স চ প্রাকৃতিকঃ শ্রুতৌ। ৪৯॥

তাহারা সতত আমাতে নিশ্চল অতুল ভক্তিলাভের কামনা করে। ৪৪॥

ব্রজেশ্বর! সেই সর্ব্বসিদ্ধেশ্বর শ্রেষ্ঠ ভক্তগণের স্ত্রী পুরুষ ভেদ জ্ঞান থাকে না, তাহারা সর্ব্বজীবকে অভিন্নরূপে দর্শন করিয়া থাকে। ৪৫॥

আমার শ্রেষ্ঠ ভক্ত ক্ষুৎপিপাসাদি, নিদ্রা ও লোভ মোহাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক দিগম্বর হইয়া দিবানিশি আমাকে ধ্যান করে। ৪৬॥

ব্রজরাজ! এই আমি তোমার নিকট আমার শ্রেষ্ঠ ভক্তের বিষয় কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে মধ্যম ভক্তের বিষয় বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর। মধ্যম ভক্ত জন্মান্তরীণ কর্ম্মানুসারে জন্ম পরিগ্রহ পূর্ব্বক কর্ম্মে লিপ্ত না হইয়া সতত পবিত্রচিত্তে পূর্ব্ব কর্ম্মবন্ধন ছেদনে প্রবৃত্ত থাকে। ৪৭॥

সেই সঙ্কল্পরহিত ভক্ত সযত্নে কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান না করিয়া এই জ্ঞান করে, স্বেচ্ছাময় কৃষ্ণের ইচ্ছায় সমস্ত হইতেছে, আমি কর্ত্তা নহি, তিনিই সর্ব্বদা সমস্ত কার্য্যের বিধান করিতেছেন। ৪৮॥

সেই মদ্ভক্ত এই ভাবে কায়মনোবাক্যে সতত আমাকে ধ্যান করে, যে ব্যক্তি তদপেক্ষা ন্যূন ভক্তিসম্পন্ন সে প্রাকৃতিক ভক্ত বলিয়া বেদে নির্দ্দিষ্ট আছে। ৪৯॥

যমং বা যমদূতং বা স্বপ্নে স চ ন পশ্যতি।
পুরুষাণাং সহস্রঞ্চ পূর্ব্বভক্তাঃ সমুদ্ধরেৎ। ৫০ ॥
পুংসাং শতং মধ্যমশ্চ তচ্চতুর্থঞ্চ প্রাকৃতং।
ভক্তশ্চ ত্রিবিধস্তাত কথিতশ্চ তবাজ্ঞয়া।
ব্রহ্মাণ্ড রচনাখ্যানং শ্রূয়তাং সাবধানতঃ। ৫১ ॥
ব্রহ্মাণ্ডরচনার্থঞ্চ ভক্তা জানন্তি যত্নতঃ।
মুনয়শ্চ সুরাঃ সন্তঃ কিঞ্চিজ্জানন্তি দুঃখতঃ। ৫২ ॥
জানামি বিশ্বসর্ব্বার্থং ব্রহ্মানন্তো মহেশ্বরঃ।
ধর্ম্মঃ সনৎকুমারশ্চ নরনারায়ণাবৃষী। ৫৩ ॥
কপিলশ্চ গণেশশ্চ দুর্গা লক্ষ্মীঃ সরস্বতী।
দেবাশ্চ দেবমাতা চ সর্ব্বজ্ঞা রাধিকা স্বয়ং। ৫৪ ॥
এতে জানন্তি বিশ্বার্থং নান্যো জানাতি কশ্চন।
বিশ্বস্যার্থঞ্চ সুধিয়ঃ সর্ব্বে বিজ্ঞাতুমক্ষমাঃ। ৫৫ ॥

আমার পূর্ব্ব ভক্তকে স্বপ্নেও যম বা যমদূতকে দর্শন করিতে হয় না, সে সহস্র পিতৃপুরুষের উদ্ধারসাধনে সক্ষম হয়। ৫০ ॥

আমার মধ্যম ভক্ত শত পুরুষের ও প্রাকৃত ভক্ত তাহার চতুর্গুণ ন্যূন পুরুষের উদ্ধার করিতে পারে। এই আমি তোমার অনুমতিক্রমে ত্রিবিধ ভক্তের বিষয় নির্দ্দেশ করিলাম। এক্ষণে ব্রহ্মাণ্ডের বিষয় কহিতেছি সাবধানে শ্রবণ কর। ৫১ ॥

ব্রজরাজ! মদীয় ভক্তগণ যত্ন করিলে ব্রহ্মাণ্ড রচনার বিষয় অনায়াসে পরিজ্ঞাত হইতে পারে, কিন্তু মুনিগণ দেবগণ সাধুগণ ক্লেশে কিয়ৎ-পরিমাণে জ্ঞাত হইতে সক্ষম হয়। ৫২ ॥

সমস্ত বিশ্ব রচনার বিষয় আমার বিদিত আছে এবং ব্রহ্মা, অনন্ত, মহেশ্বর, ধর্ম্ম, সনৎকুমার, নর নারায়ণ ঋষিদ্বয়, দেবগণ, কপিলদেব, গণেশ, দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, দেবমাতা অদিতি ও স্বয়ং সর্ব্বজ্ঞা রাধিকাদেবী ইঁহারা সকলে এই ব্রহ্মাণ্ড রচনার বিষয় জ্ঞাত আছেন, এতদ্ভিন্ন কেহই

নিত্যাকাশে যথাত্মা চ তথা নিত্যা দিশাং দশ।
যথা নিত্যা চ প্রকৃতিস্তথৈব বিশ্ব গোলোকঃ। ৫৬॥
গোলোকশ্চ যথা নিত্যস্তথা বৈকুণ্ঠএব চ।
একস্যাপি চ গোলোকে রাসো নিত্যং মম ব্রজ। ৫৭॥
আবির্ভূতা চ বামাঙ্গাদ্বালা ষোড়শবার্ষিকী।
শ্বেতচম্পকবর্ণাভা শরচ্চন্দ্র সম প্রভা। ৫৮॥
অতীব সুন্দরী রামা রমণীনাং পরাৎপরা।
ঈষদ্ধাস্য প্রসন্নাস্যা কোমলাঙ্গী মনোহরা। ৫৯॥
বহ্নিশুদ্ধাংশুকাধানা রত্নাভরণভূষিতা।
যথা জলদপংক্তিশ্চ বলাকাভির্বিভূষিতা। ৬০॥
সিন্দূরবিন্দুনা চারুচন্দ্র চন্দনবিন্দুভিঃ।

তাহা পরিজ্ঞাত হইতে পারে না। এমন কি, সমস্ত সুবুদ্ধিমান ব্যক্তিও ব্রহ্মাণ্ড বিষয় জ্ঞাত হইতে সক্ষম নহে। ৫৩। ৫৪। ৫৫॥

যেমন আকাশ, আত্মা, নিত্যপদার্থ, তদ্রূপ দশদিক্ নিত্য স্বরূপ। আর যেমন প্রকৃতি নিত্যা, বিশ্ব গোলোকও তদ্রূপ নিত্য এবং গোলোকধাম যেমন নিত্য তদ্রূপ বৈকুণ্ঠধামও নিত্যরূপে নির্দ্দিষ্ট আছে, সেই নিত্য গোলোকধামে আমার নিত্য রাসলীলা সম্পাদিত হইতেছে। ৫৬। ৫৭॥

পূর্ব্বে গোলোকধামে আমার বামাঙ্গ হইতে শ্বেতচম্পকবর্ণাভা শরৎকালীন চন্দ্রের ন্যায় প্রভা সম্পন্না ষোড়শবর্ষীয়া বালা আবির্ভূতা হইলেন। ৫৮॥

সেই বালা অতীব সুন্দরী ও রমণীগণের প্রধানা, তৎকালে সেই মনোহারিণী কোমলাঙ্গী রমণীর মুখমণ্ডল সুপ্রসন্ন, তাহাতে ঈষৎ হাস্য বিকাসিত হইতে লাগিল। ৫৯॥

যেমন মেঘাবলী বলাকায় বিভূষিতা হয়, তদ্রূপ তিনি বহ্নিশুদ্ধ বসনে ও বিবিধ রত্নাভরণে বিমণ্ডিতা হইলেন। ৬০॥

কস্তূরীবিন্দুভিঃ সার্দ্ধং সীমন্তাধঃস্থলোজ্জ্বলা।
রত্নকুণ্ডলযুগ্মেন গণ্ডস্থলসমুজ্জ্বলা। ৬১ ॥
কুঙ্কুমারক্তকস্তূরী চারুচন্দন পত্রকৈঃ।
বিচিত্রৈশ্চ সুচিত্রৈশ্চ সুকপোলস্থলোজ্জ্বলা। ৬২ ॥
খগেন্দ্রচঞ্চু বিজিত নাসা চার্ব্বী সুশোভিতা।
গজেন্দ্রগণ্ডনির্ম্মুক্ত মুক্তাভূষণভূষিতা। ৬৩ ॥
সুক্তাবিমুক্তমুক্তাভ দন্তপংক্তি মনোহরা।
বনিতা ললিতাতীব পক্কবিম্বাধরা বরা। ৬৪ ॥
শশ্বৎ পূর্ণেন্দুনিন্দ্যাস্যা পদ্মনিন্দিতলোচনা।
কৃষ্ণসারনিভোদ্ভিন্ন সুচারু কজ্জলোজ্জ্বলা। ৬৫ ॥
অমূল্যরত্ননির্ম্মাণ কেয়ূরকঙ্কনোজ্জ্বলা।
মণীন্দ্রসাররাজিভিঃ শঙ্খযুগ্মকরোজ্জ্বলা। ৬৬ ॥

তাঁহার সীমন্তের অধঃস্থল কস্তূরী বিন্দু ও চারুচন্দ্রবৎ চন্দনবিন্দুর সহিত সিন্দুরবিন্দুতে সমুজ্জ্বল হইল এবং তদীয় শ্রুতিযুগলে কুণ্ডলদ্বয় লম্বিত হইয়া তাহার গণ্ডস্থলের অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিতে লাগিল। ৬১ ॥

তাঁহার সুন্দর কপোলদেশ কুঙ্কুমে আরক্ত, কস্তূরী ও চারুচন্দন পত্রকে বিচিত্ররূপে চিত্রিত হইয়া উজ্জল প্রভা ধারণ করিল। ৬২ ॥

তাঁহার নাসিকা খগেন্দ্র চঞ্চু বিনিন্দিত ও মনোহর রূপে শোভমান, তাহাতে আবার গজেন্দ্রগণ্ডনির্ম্মুক্ত মুক্তাভুষণ লম্বিত হইয়া পরমশোভা বিস্তার করিতেছে। ৬৩ ॥

সেই ললিতা বনিতার দশন পংক্তি শুক্তি সম্ভূত মুক্তার ন্যায় মনোহর এবং তাঁহার অধর সুপক্ক বিম্বফলের ন্যায় লোহিতবর্ণ। ৬৪ ॥

তাঁহার মুখমণ্ডল পূর্ণচন্দ্র বিনিন্দিত এবং নয়নযুগল কমলবিনিন্দিত, সেই নয়নযুগলে আবার কস্তূরী সুরভীকৃত সুচারু কজ্জল রেখা বিন্যস্ত হইয়া দীপ্তমান হইতেছে। ৬৫ ॥

রত্নাঙ্গুরীয়কৈরেভিরমৃতাঙ্গুলিভূষিতা।
রত্নেন্দ্রসাররাজেন ক্বণন্মঞ্জীররঞ্জিতা। ৬৭ ॥
রত্নপাষকরাজিভি পাদাঙ্গুলি বিরাজিতা।
সুন্দরালক্তরাগেণ চরণাধঃস্থলোজ্বলা। ৬৮ ॥
গজেন্দ্রগামিনী বামা কামিনী বামলোচনা।
মাং দদর্শ কটাক্ষেণ রমণী রমণোৎসুকা। ৬৯ ॥
রাসে সম্ভূয় বামা সা দধার পুরতো মম।
তেন রাধা সমাখ্যাতা পুরাবিদ্ভিঃ প্রপূজিতা। ৭০ ॥
প্রকৃষ্টা প্রকৃতিশ্চাস্যাস্তেন প্রকৃতিরীশ্বরী।
শক্তাস্মাৎ সর্ব্বকার্য্যেষু তেন শক্তিঃ প্রকীর্ত্তিতা। ৭১ ॥
সর্ব্বাধারা সর্ব্বরূপা মঙ্গলার্হা চ সর্ব্বতঃ।

তিনি করযুগলে অমূল্য রত্ননির্ম্মিত কেয়ূর কঙ্কণে এবং মণীন্দ্রসারসমূহে বিরাজিত শঙ্খযুগল ধারণ করিয়া সমুজ্জ্বল প্রভা ধারণ করিতেছেন। ৬৬ ॥

তাঁহার অঙ্গুলি সমুদায়ে রত্নঅঙ্গুরীয় সকল বিভূষিত এবং চরণযুগলে রত্নেন্দ্রসারজড়িত শব্দায়মান মঞ্জীরভূষণ রঞ্জিত হইয়াছে। ৬৭ ॥

তাঁহার পাদাঙ্গুলি সমুদায় রত্নপাষকাবলীতে বিরাজিত এবং চরণতল সুন্দর অলক্তকরাগে সুশোভিত হইতেছে। ৬৮ ॥

সেই গজেন্দ্রগামিনী বামলোচনা পরম রূপবতী রমণী সেই গোলোকধামে রমণোৎসুকা হইয়া আমার প্রতি কটাক্ষবিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ৬৯ ॥

সেই রামা রাসমণ্ডলে আবির্ভূতা হইয়া আমার পুরোভাগে অবস্থান পূর্ব্বক নিখিল ব্রহ্মাণ্ড ধারণ করেন এইজন্য পুরাবিদ্ পণ্ডিতগণ কর্তৃক তিনি রাধা নামে প্রতিষ্ঠিতা হইয়াছেন। ৭০ ॥

তিনি প্রকৃষ্ট প্রকৃতিযুক্তা বলিয়া পরমা প্রকৃতি এবং সর্ব্বকার্য্যে শক্তিসম্পন্না বলিয়া শক্তিরূপে কীর্ত্তিতা হইয়াছেন। ৭১ ॥

সর্ব্বমঙ্গলদক্ষা সা তেন স্যাৎ সর্ব্বমঙ্গলা। ৭২ ॥
বৈকুণ্ঠে সা মহালক্ষ্মী মূর্ত্তিভেদে সরস্বতী।
প্রসূয় বেদান্ বিদিতা বেদমাতা চ সা সদা। ৭৩ ॥
সাবিত্রী সা চ গায়ত্রী ধাত্রী ত্রিজগতামপি।
পুরা সংহৃত্য দুর্গঞ্চ সা দুর্গা চ প্রকীর্ত্তিতা। ৭৪ ॥
তেজঃসু সর্ব্ব দেবানামাবির্ভূতা পুরা সতী।
তেনাদ্যা প্রকৃতির্জ্ঞেয়া সর্ব্বাশুভবিমর্দ্দিনী। ৭৫ ॥
সর্ব্বানন্দা চ সানন্দা দুঃখদারিদ্র্যনাশিনী।
শত্রূণাং ভয়দাত্রী চ ভক্তানাং ভয়হারিণী। ৭৬ ॥
দক্ষকন্যা সতী সা চ শৈলজা তেন পার্ব্বতী।
সর্ব্বাধারস্বরূপা সা কলয়া সা বসুন্ধরা। ৭৭ ॥

তিনি সর্ব্বাধারা, সর্ব্বরূপা, সর্ব্বতোভাবে মঙ্গলার্হা ও সর্ব্বমঙ্গল বিধানে সক্ষমা বলিয়া সর্ব্বমঙ্গলা নাম ধারণ করিয়াছেন। ৭২ ॥

তিনি বৈকুণ্ঠে মহালক্ষ্মী ও মূর্ত্তিভেদে সরস্বতী, তিনি বেদসমুদায় প্রসব করাতে সকলে সতত তাঁহাকে বেদমাতা বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। ৭৩ ॥

তিনি সাবিত্রী, গায়ত্রী ও ত্রিলোকধারিণী শক্তি। পূর্ব্বে দুর্গ নামক অসুরকে বিনাশ করিয়া তিনি দুর্গা নামে অভিহিতা হইয়াছেন। ৭৪ ॥

পূর্ব্বে সেই সতী সমস্ত দেবগণের তেজে আবির্ভূতা হইয়া সমস্ত অসুর বিনাশ করিয়াছেন এই জন্য তিনি সর্ব্বমঙ্গল বিধায়িনী আদ্যা প্রকৃতি বলিয়া প্রথিতা হইয়াছেন। ৭৫ ॥

সেই দেবী সর্ব্বানন্দ দায়িনী, স্বয়ং আনন্দময়ী, দুঃখ দারিদ্র ভঞ্জিনী, শত্রুগণের ভয়দাত্রী ও ভক্তগণের ভয়হারিণী বলিয়া কথিতা আছেন। ৭৬ ॥

পূর্ব্বে তিনি দক্ষ কন্যা সতী ছিলেন, পরে হিমালয়ে পার্ব্বতীরূপে আবির্ভূতা হন, প্রত্যুত তিনি সর্ব্বাধারস্বরূপা, বসুন্ধরা তাঁহারই অংশ-সম্ভূতা হইয়াছেন। ৭৭ ॥

কলয়া তুলসী গঙ্গা কলয়া সর্ব্বযোষিতঃ।
ং করোতি চ ময়া তয়া শক্ত্যা পুনঃ পুনঃ। ৭৮ ॥
দৃষ্ট্বা তাং রাসমধ্যস্থাং মমক্রীড়া তয়া সহ। ৭৯ ॥
বভূব সুচিরং তাত যাবদ্বৈ ব্রহ্মণঃ শতং।
অত্যদ্ভুতং কৌতুকঞ্চ মহাশৃঙ্গারমীপ্সিতং। ৮০ ॥
তয়োর্দ্বয়োর্ঘর্ম্মরাশিঃ সুশ্রাব রাসমণ্ডলে।
তস্মান্মনোহরং যজ্ঞে নীম্নাকারসরোবরং। ৮১ ॥
পপাত ঘর্ম্মধারাধো বেগেন বিশ্বগোলোকে।
বভূব জলপূর্ণঞ্চ ব্রহ্মাণ্ডানাঞ্চ গোলোকং।
জলপূর্ণং পুরা সর্ব্বং সৃষ্টি পুণ্যং ব্রজেশ্বর। ৮২ ॥
শৃঙ্গারন্তে চ তস্যাঞ্চ বীর্য্যাধানং ময়া কৃতং।
দধার গর্ভং সা রাধা যাবদ্বৈ ব্রহ্মণঃ শতং। ৮৩ ॥

ব্রজরাজ! তাঁহারই কলায় তুলসী গঙ্গা ও অন্যান্য যোষিদ্গণের উদ্ভব হইয়াছে, অধিক কি, আমি সেই শক্তিসংযোগে বারংবার ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি করিয়া থাকি। ৭৮॥

তাত! সেই রাসমণ্ডলমধ্যস্থা এবম্ভূতা রমণীকে দর্শন করিয়া আমি তাঁহার সহিত বিহারে প্রবৃত্ত হইলাম। ৭৯॥

. পরে ব্রহ্মার আয়ুষ্কাল পর্য্যন্ত সুদীর্ঘকাল তথায় আমাদিগের ঈপ্সিত অত্যদ্ভুত মহা শৃঙ্গার সকৌতুকে সমাহিত হইল। ৮০॥

তৎপরে সেই রাসমণ্ডলে আমাদিগের উভয়ের ঘর্ম্মরাশি ক্ষরিত হইয়া এক মনোহর গভীর সরোবর সঞ্জাত হইল। ৮১॥

ব্রজরাজ! তখন সেই ঘর্ম্মধারা নিম্নবেগে পতিত ও প্রবাহিত হওয়াতে সেই নিখিল বিশ্বগোলোক জলপূর্ণ হয় সুতরাং ক্রমে ক্রমে আমার সৃষ্ট সমস্ত পবিত্র বিশ্ব সলিলে পরিপ্লুত হইল। ৮২॥

অতঃপর শৃঙ্গারাবসানে আমি তাহাতে বীর্য্যাধান করিলাম, তাহাতে সেই রাধা ব্রহ্মার শতবর্ষ পর্য্যন্ত গর্ভ ধারণ করিলেন। ৮৩॥

সুসাব সারদন্তে চ ডিম্বং তৎপরমাদ্ভুতং।
চুকোপ দেবী তং দৃষ্ট্বা রুরোদ বিষসাদ সা। ৮৪ ॥
পাদেন প্রেরয়ামাস তদধো বিশ্বগোলোকে।
স পপাত জলে জাতঃ সর্ব্বাধারো মহান্ বিরাট্। ৮৫ ॥
দৃষ্ট্বাপত্যং জলস্থঞ্চ ময়া শপ্তা চ সা পুরা।
অনপত্যা চ সা রাধা মৎ শাপেন পুরা বিভো। ৮৬ ॥
তেনাপ্রসূতা ক্রমতো দুর্গা লক্ষ্মীঃ সরস্বতী।
চতস্রঃ পূর্ণরূপা সা প্রসূতাশ্চ সুনিশ্চিতং। ৮৭ ॥
দেব্যোঽন্যশ্চাপি কামিন্যো নাপ্রসূতা ব্রজেশ্বর।
কলয়া প্রভবোযাসাং কলাংশাংশেন বা ব্রজ। ৮৮।
যজ্ঞে মহা বিরাট্ তেন ডিম্বেন কলয়াশ্রয়ঃ।

তৎপরে সেই দেবী সারদন্তে অতি পরমাদ্ভুত ডিম্ব প্রসব করিলেন। তদ্দর্শনে তাঁহার ক্রোধের উদয় হইল। তখন তিনি বিষণ্ণা হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। ৮৪ ॥

অতঃপর তিনি পদাঘাতে সেই ডিম্ব বিশ্বগোলোকের অধোভাগে ক্ষেপণ করিলেন। ঐ সময়ে তাহা পতিত হইলে তাহা হইতে সর্ব্বাধার বিরাট্ সঞ্জাত হইলেন। ৮৫ ॥

তখন আমি সন্তানকে সলিলগত দেখিয়া সেই রাধিকাকে শাপ প্রদান করিয়াছিলাম, তাহাতেই তিনি মদীয় অভিশাপে অনপত্যা হইয়াছেন। ৮৬॥

এই কারণে তিনি দুর্গা লক্ষ্মী ও সরস্বতীকে প্রসব না করিয়া যথাক্রমে স্বীয় অংশে তাহাদিগের সৃষ্টি করিয়াছেন। ঐ দেবীত্রয় ও স্বয়ং রাধিকা এই মুর্ত্তিচতুষ্টয় পূর্ণরূপা ও অপ্রসূতা বলিয়া নির্দ্দিষ্টা আছেন। ৮৭ ॥

ব্রজেশ্বর! অন্যান্য দেবী ও কামিনীগণকেও তিনি প্রসব করেন নাই, তাঁহার কলায় দেবীগণের ও তাঁহার কলাংশের অংশে অন্যান্য যোষিদ্‌গণের উদ্ভব হইয়াছে। ৮৮ ॥

অমৃতাঙ্গুষ্ঠ পীযূষং ময়াদত্তং যযৌ চ সঃ। ৮৯ ॥
জলে স্থাবররূপশ্চ স শেতে নিজকর্ম্মণঃ।
উপাধানং জলং তল্পং তস্য যোগবলেন চ। ৯০ ॥
তস্য লোম্নাঞ্চ কূপানি জলপূর্ণানি সন্ততং।
প্রত্যেকং ক্রমতস্তেষু শেতে ক্ষুদ্র বিরাট্ পুনঃ। ৯১ ॥
দিব্যং ত্রিলক্ষবর্ষঞ্চ বভ্রাম কমলান্তরে।
দিব্য সপ্তবর্ষলক্ষং নিয়তং সংযতঃ শুচিঃ। ৯২ ॥
তদা মত্তো বরং লব্ধা স্রষ্টা সৃষ্টিঞ্চকার সঃ।
মায়য়া প্রতি ব্রহ্মাণ্ডে ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাত্মকঃ। ৯৩ ॥
দিক্পালা দ্বাদশাদিত্যা রুদ্রাশ্চৈকাদশাপি বা।
নবগ্রহাষ্টৌ বসবো দেবাঃ কোটিত্রয়স্তথা। ৯৪ ॥
ব্রাহ্মণক্ষত্রবিট্ শূদ্রা যক্ষগন্ধর্ব্বকিন্নরাঃ।

ব্রজরাজ! মহাবিরাট্ সেই ডিম্ব হইতে সঞ্জাত হইয়া কমলমধ্যে অবস্থিত হইলে আমি তাঁহাকে অমৃতাঙ্গুষ্ঠের পীযূষ প্রদান করিলাম।৮৯॥

তখন সেই মহাবিরাট নিজ কর্ম্মানুসারে জলে স্থাবর রূপে শয়ান রহিলেন। তদীয় যোগবলে জল উপাধান ও শয্যারূপে পরিণত হইল। ৯০ ॥

তাঁহার লোমকূপ সমুদায় সতত জলপূর্ণ হইল, আবার যথাক্রমে তদীয় প্রত্যেক লোমকূপে এক এক ক্ষুদ্র বিরাট সঞ্জাত হইয়া শয়ান হইলেন।৯১॥

এইরূপে তিনি কমলমধ্যে দিব্য ত্রিলক্ষ বর্ষ ভ্রমণ করিলেন। পরে শুচি ও সংযত হইয়া দিব্য সপ্তলক্ষবর্ষ তথায় স্থিতি করিলেন। ৯২ ॥

তখন সেই স্রষ্টা আমার নিকট বর প্রাপ্ত হইয়া সৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিলেন। মায়াবলে প্রতি ব্রহ্মাণ্ডে প্রতি ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শিবের সৃষ্টি হইল। ৯৩ ॥

তৎপরে দিক্পালগণ, দ্বাদশাদিত্য, একাদশ রুদ্র, নবগ্রহ, অষ্টবসু, ত্রিকোটি দেবতার সৃষ্টি হইল। ৯৪ ॥

ভূতাদয়ো রাক্ষসাশ্চাপ্যেবং সর্ব্বং চরাচরং।
বিশ্বে বিশ্বে বিনির্ম্মাণঃ স্বর্গাঃ সপ্ত ক্রমেণ বৈ। ৯৫ ॥
সপ্তসাগরসংযুক্তা সপ্তদ্বীপা বসুন্ধরাঃ।
কাঞ্চনী ভূমিসংযুক্তা তামযুক্তস্থলং ততঃ। ৯৬ ॥
পাতালাশ্চ তথা সপ্ত ব্রহ্মাণ্ডমখিলমেবচ।
বিশ্বে বিশ্বে চন্দ্রসূর্য্যৌ পুণ্যক্ষেত্রে চ ভারতং।
তীর্থাণ্যেতানি সর্ব্বত্র গঙ্গাদীনি ব্রজেশ্বর। ৯৭ ॥
যাবন্তি রোমকূপানি মহাবিষ্ণোঃ ক্রমেণ চ।
বিশ্বান্যেতানি তাবন্তি হ্যসংখ্যানি পিত ধ্রুবং। ৯৮ ॥
বিশ্বেষামূর্দ্ধভাগে চ বৈকুণ্ঠশ্চ নিরাশ্রয়ঃ।
মদিচ্ছায়া বিনির্ম্মাণো বেদাঃ কথিতুমক্ষমাঃ। ৯৯ ॥
কুযোগিনামদৃষ্টশ্চাপ্যভক্তানাঞ্চ নিশ্চিতং।

পরে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র, এই বর্ণচতুষ্টয় এবং যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, ভূতাদিও রাক্ষসগণ সম্বলিত সমস্ত চরাচর ক্রমে সৃষ্ট হইল। আর সেই স্রষ্টা প্রতিবিশ্বে যথাক্রমে সপ্তসর্গের সৃষ্টি করিলেন। ৯৫ ॥

তৎপরে সপ্তসাগর সমন্বিতা কাঞ্চনী ভূমিযুক্তা সপ্তদীপা বসুন্ধরার সৃষ্টি হইল। ইহার পর তিনি অন্ধকারাবৃত স্থানের সৃষ্টি করিলেন। ৯৬ ॥

ব্রজরাজ! এইরূপে সপ্তপাতাল ও অখিল ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি হইল। প্রতি বিশ্বে চন্দ্রসূর্য্য প্রাদুর্ভূত হইলেন। আর সমস্ত বিশ্বমধ্যে ভারতবর্ষ পুণ্যক্ষেত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ হইল এবং গঙ্গাদিতীর্থ সমুদায়ের যথাক্রমে উদ্ভব হইল। ৯৭ ॥

পিত! মহাবিষ্ণুর যে পরিমাণে লোমকূপ বিদ্যমান আছে বিশ্বসংখ্যাও তৎপরিমিত ইহাতে আর সংশয়মাত্র নাই। ৯৮ ॥

আমার ইচ্ছানুসারে নিখিল বিশ্বের উর্দ্ধভাগে নিরাশ্রয় বৈকুণ্ঠধাম সৃষ্ট হইল। বেদ সমুদায়ও সেই বৈকুণ্ঠধামের মাহাত্ম্য বর্ণনে সক্ষম নহে। ৯৯ ॥

তস্মাদুপরি গোলোকঃ পঞ্চাশৎ কোটি যোজনে। ১০০ ॥
বায়ুনা ধার্য্যমাণশ্চ বিচিত্র পরমাশ্রয়ঃ।
অতীব রম্যনির্ম্মাণো নিত্যরূপো মদিচ্ছয়া। ১০১ ॥
শতশৃঙ্গেন শৈলেন পুণ্যে বৃন্দাবনেন চ।
সুরাসমণ্ডলেনাপি নদ্যা বিরজয়াবৃতঃ। ১০২ ॥
কোটিযোজনবিস্তীর্ণা প্রস্তেন বিরজা ব্রজ।
দৈর্ঘ্যে তস্য দশগুণং পরিতঃ পরমা শুভা। ১০৩ ॥
অমূল্যরত্ননির্ম্মাণং তত্রাপি প্রতিমন্দিরং।
মনোহরঞ্চ প্রাকারমদৃষ্টং বিশ্বকর্ম্মণা। ১০৪ ॥
গোপীভির্গোপনিকরৈর্বেষ্টিতং কামধেনুভিঃ।
কল্পবৃক্ষৈঃ পারিজাতৈরসংখ্যৈশ্চ সরোবরৈঃ।
পুষ্পোদ্যানৈঃ কোটিভিশ্চ সংবৃতং রাসমণ্ডলং। ১০৫ ॥

সেই বৈকুণ্ঠধামের উপরিভাগে পঞ্চাসৎকোটি যোজন গোলকধাম সংস্থাপিত হইল। ঐ পবিত্র ধাম ভক্তিশূন্য কুযোগিগণের অদৃশ্য।১০০ ॥

সেই বিচিত্র পরমাশ্রয় গোলোকধাম আমার ইচ্ছানুসারে অতীব রমণীয়রূপে বিনির্ম্মিত ও নিত্যস্বরূপ হইয়া বায়ুকর্ত্তৃক ধার্য্যমান হইল। ১০১ ॥

উহা শতশৃঙ্গপর্ব্বত পবিত্র বৃন্দাবন ও সুন্দর রাসমণ্ডলে পরিশোভিত এবং বিরজানদীতে পরিবৃত। ১০২ ॥

ব্রজরাজ! যে পবিত্র বিরজা নদী গোলোকধামকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে তাহা কোটি যোজন বিস্তীর্ণ তাঁহার দৈর্ঘ্যের পরিমাণ তদপেক্ষা দশগুণ অধিক। ১০৩ ॥

সেই গোলোকধামে প্রতি মন্দির অমূল্যরত্ননির্ম্মিত এবং তাহার প্রাকার এরূপ মনোহর যে বিশ্বকর্ম্মাও কখন তাহা দর্শন করেন নাই। ১০৪ ॥

সেই গোলোকমধ্যগত রাসমণ্ডল অসংখ্য গোপ গোপী কামধেনু কল্পবৃক্ষ পারিজাত তরুরাজি নানা সরোবর ও কোটি পুষ্পোদ্যানে পরিশোভিত হইল। ১০৫ ॥

বেষ্টিতং চেষ্টিতৈর্গোপৈর্ম্মন্দিরৈঃ শতকোটিভিঃ।
রত্নপ্রদীপযুক্তৈশ্চ পুষ্পতল্পা সমন্বিতৈঃ। ১০৬ ॥
সুগন্ধি চন্দনামোদৈঃ কস্তূরী কুঙ্কুমান্বিতৈঃ।
ক্রীড়োপযুক্তৈর্ভোগৈশ্চ তাম্বূলৈর্ব্বাসিতৈর্জ্জলৈঃ। ১০৭ ॥
রক্ষকৈঃ রক্ষিতং শশ্বৎ রাধাদাসী ত্রিকোটিভিঃ।
অমূল্যরত্নাভরণৈর্ব্বহ্নিশুদ্ধাংশুকৈরপি। ১০৮ ॥
লক্ষ মত্তগজেন্দ্রাণাং বেষ্টিতৈশ্চ বলৈঃ ক্রমাৎ।
নবযৌবনসম্পন্নৈ রূপৈর্নিরূপমৈরপি। ১০৯ ॥
রম্যঞ্চ বর্ত্তুলাকারং চন্দ্রবিম্বং যথা ব্রজ।
অমূল্যরত্নখচিতং দশযোজন বিস্তৃতং। ১১০ ॥
কস্তূরী কুঙ্কুমৈ রম্যৈঃ সুগন্ধি চন্দনার্চ্চিতং।
আবৃতং মঙ্গলঘটৈঃ ফলপল্লবসংযুতৈঃ। ১১১ ॥

তন্মধ্যে শতকোটি ভবন শোভমান দৃষ্ট হইল অসংখ্য গোপ তথায় অবিরত গমনাগমন করিতেছে এবং সেই গৃহ সমুদয় রত্নপ্রদীপে দীপ্যমান ও পুষ্পশয্যায় সুশোভিত হইতেছে। ১০৬ ॥

সেই ভবন সমূদায় কস্তূরী কুঙ্কুমান্বিত সুগন্ধি চন্দনে আমোদিত তন্মধ্যে স্থানে স্থানে ক্রীড়োপযুক্ত ভোগার্হবস্তু তাম্বূল ও সুবাসিত জল সন্নিবেশিত রহিয়াছে। ১০৭ ॥

অমূল্য রত্নাভরণ বিভূষিতা ও বহ্নি শুদ্ধ বসনে পরিমণ্ডিতা রাধিকার পরিচারিকা ত্রিকোটি গোপিকা এবং গোপগণ কর্ত্তৃক সতত সেই রাসমণ্ডল রক্ষিত হইতেছে। ১০৮ ॥

সেই রুচির রাসমণ্ডল নবযৌবন সম্পন্ন নিরুপম মূর্ত্তিসমূহে এবং যথাক্রমে মণ্ডলাকারে স্থাপিত লক্ষ মত্তগজেন্দ্রের চরণে পরিশোভিত। ১০৯ ॥

ব্রজরাজ! সেই অমূল্যরত্ন খচিত দশযোজন বিস্তৃত রাসমণ্ডল বর্ত্তুলাকারে রমণীয় চন্দ্রমণ্ডলবৎ লক্ষিত হইতে লাগিল। ১১০ ॥

দধিলাজৈশ্চ পুর্ণৈশ্চ স্নিগ্ধদুর্ব্বাঙ্কুরৈঃ ফলৈঃ।
শ্রীরামকদলীস্তম্ভৈরসংখ্যৈশ্চ মনোহরৈঃ। ১১২॥
পট্টসূত্রনিবদ্ধৈশ্চ স্নিগ্ধচন্দনপল্লবৈঃ।
চন্দনাশক্তমাল্যৈশ্চ ভূষণৈশ্চ বিভূষিতং। ১১৩॥
অমূল্যরত্নরচিতং শতশৃঙ্গং মনোহরং।
কোটিযোজনমূর্দ্ধঞ্চ দৈর্ঘ্যং শতগুণোত্তরং। ১১৪॥
শৈলপ্রস্থং পরিমিতং পঞ্চাশৎ কোটিযোজনং।
অতীবকমনীয়ঞ্চ বেদে নির্ব্বচনীয়কং। ১১৫॥
প্রাকারমিব তস্যাপি গোলোকস্য মনোহরং।
পরিতো বেষ্টিতং রম্যং হীরাহারসমন্বিতং। ১১৬।
তত্র বৃন্দাবনং রম্যং যুক্তং চন্দনপাদপৈঃ।
কল্পবৃক্ষৈশ্চ রম্যৈশ্চ মন্দারৈঃ কামধেনুভিঃ। ১১৭।

উহা সুরমা কস্তুরী কুঙ্কুম ও সুগন্ধিচন্দনে চর্চ্চিত এবং ফলপল্লবযুক্ত মঙ্গলঘটসমূহে পবিত্রত রহিয়াছে। ১১১॥

দধি লাজ, স্নিগ্ধ দুর্ব্বাঙ্কুর ও ফল এই সমস্ত মাঙ্গলিক দ্রব্যে সেই স্থান পরিব্যাপ্ত, তথায় অসংখ্য মনোহর শ্রীরামকদলীস্তম্ভ সংরোপিত আছে। ১১২॥

স্থানে স্থানে পট্টসূত্রনিবদ্ধ স্নিগ্ধচন্দনপল্লব ও চন্দনাসিক্ত মাল্য লম্বিত এবং কোন কোন স্থান বিবিধ ভূষণে বিভূষিত হইতেছে। ১১৩।

তথায় কোটিযোজন সমুন্নত অমূল্য রত্নরচিত মনোহর শতশৃঙ্গ গিরি শোভমান। উহার দৈর্ঘ্য পরিমাণ তাহার শতগুণ অর্থাৎ শতকোটি যোজন এবং প্রস্থের পরিমাণ পঞ্চাশৎ কোটিযোজন। এই পর্ব্বত অতীব কমনীয়। বেদ সমুদয়ও ইহার বর্ণন করিতে সক্ষম নহে। ১১৪। ১১৫॥

এই মনোহর গিরিবর সেই গোলোকধামের প্রাকারস্বরূপ, ইহা হীরকহারবৎ তাহার চতুর্দ্দিক্ বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। ১১৬॥

তন্মধ্যে চন্দনতরু কল্পবৃক্ষ ও মন্দারপাদপসমাকীর্ণ মনোহর বৃন্দাবন শোভমান, তথায় কামধেনুসকল নিয়ত বিচরণ করিতেছে। ১১৭।

শোভিতং শোভনাঢ্যঞ্চ পুষ্পোদ্যানৈর্ম্মনোহরৈঃ।
ক্রীড়াসরোবরৈ রম্যৈঃ সুরম্যৈ রতিমন্দিরৈ। ১১৮ ॥
অতীব রম্যরহসি বাসযোগ্যস্থলান্বিতং।
রক্ষিতং রক্ষকৈ রম্যৈরসংখ্যৈর্গোপিকাগণৈঃ। ১১৯ ॥
পরিতো বর্ত্তুলাকারং দ্বিলক্ষযোজনং বনং।
ষট্‌পদধ্বনিসংযুক্তং পুংস্কোকিল রুতান্বিতং। ১২০ ॥
তত্রাক্ষয়বটো রম্যো রহস্যেব বিবিস্তৃতঃ।
সহস্র যোজনোর্দ্ধঞ্চ পরিতশ্চ চতুর্গুণঃ। ১২১ ॥
গোপীনাং কল্পবৃক্ষশ্চ সর্ব্ববাঞ্ছাফলপ্রদঃ।
ক্রীড়ান্বিতৈরাবৃতশ্চ রাধাদাসী ত্রিলক্ষকৈঃ। ১২২ ॥
বিরজাতীরনীরাণাং বায়ুনা শীতলেন চ।
পুষ্পান্বিতেনমান্দ্যেন পবিত্রশ্চ সুগন্ধিনা। ১২৩ ॥

সেই মনোহর বৃন্দাবনে বিবিধ পুষ্পোদ্যান, রমণীয় ক্রীড়া সরোবর ও সুরম্য রতিমন্দির শোভমান হইতেছে। ১১৮ ॥

সেই অতীব রমণীয় বিবিধ বাসযোগ্য স্থলে সুশোভিত বৃন্দাবন, অসংখ্য রক্ষক গোপ ও গোপিকাগণ কর্ত্তৃক সংরক্ষিত হইতেছে। ১১৯ ॥

তাহার চতুর্দ্দিকে বর্ত্তুলাকার দ্বিলক্ষ যোজন বন। তথায় মধুকরগণ নিয়ত গুণ গুণ ধ্বনি ও কোকিলগণ কুহু কুহুরব করিতেছে। ১২০।

সেই বিজন স্থানে অতীব রমণীয় সহস্রযোজন সমুন্নত সুবিস্তীর্ণ অক্ষয় বট বিরাজিত ও উহার পরিধি তদপেক্ষা চতুর্গুণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। ১২১ ॥

তথায় গোপিকাগণের সর্ব্বদা ইচ্ছাফলপ্রদ কল্পবৃক্ষসকল বিদ্যমান রহিয়াছে এবং রাধিকার ত্রিলক্ষ ক্রীড়াসক্তা কিঙ্করী তথায় অবস্থান করিতেছে। ১২২ ॥

বিরজা নদীর তীরে ও নীরে সুশীতল পুষ্পরেণু সহযোগে সুগন্ধি সমীরণ তথায় মন্দ মন্দ প্রবাহিত হইতেছে। ১২৩ ॥

দাসীগণৈরসংখ্যৈশ্চ বৃন্দাবনবিনোদিনী।
তত্র ক্রীড়তি রাধা সা মম প্রাণাধিদেবতা। ১২৪ ॥
সেয়ং শ্রীদামশাপেন বৃকভানুসুতাঽধুনা।
ব্রহ্মাদিদেবৈঃ সিদ্ধেন্দ্রৈর্মুনীন্দ্রৈঃ পূজিতা ব্রজ। ১২৫ ॥
সিদ্ধ্যৈগুণৈর্বলৈর্বুদ্ধ্যা জ্ঞানৈর্যোগৈশ্চ বিদ্যয়া।
তাত সর্ব্বপ্রকারেণ বন্দ্যা মৎ সদৃশী প্রিয়া। ১২৬ ॥
ইত্যেবং কথিতং নন্দ ব্রহ্মাণ্ডানাঞ্চ বর্ণনং।
যথোচিতং পরিমিতং কিম্ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি। ১২৭ ॥
ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ সম্বাদে শ্রীকৃষ্ণ
জন্মখণ্ডে ভগবন্নন্দ সম্বাদে চতুরশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

আমার প্রাণাধিদেবী বৃন্দাবনবিনোদিনী রাধিকা অসংখ্য দাসীগণ-পরিবেষ্টিতা হইয়া তথায় ক্রীড়া করিতেছেন। ১২৪ ॥

ব্রজরাজ! ব্রহ্মাদি দেবগণ সিদ্ধেন্দ্রগণ ও মুনীন্দ্রগণপূজিতা সেই রাধিকাদেবী শ্রীদামের অভিশাপে অধুনা বৃকভানুকন্যারূপে অবতীর্ণা হইয়াছেন। ১২৫ ॥

তাত! সেই মৎসদৃশী প্রিয়া রাধিকা সিদ্ধ, গুণ, বল, বুদ্ধি, জ্ঞান, যোগ ও বিদ্যা সর্ব্ববিষয়ে সর্ব্বতোভাবে বন্দনীয়া বলিয়া কথিতা আছেন। ১২৬ ॥

হে নন্দ! এই আমি, তোমার নিকট ব্রহ্মাণ্ড সমুদায়ের পরিমাণ যথোচিতরূপে বর্ণন করিলাম। এক্ষণে অন্য যাহা শ্রবণ করিতে বাসনা থাকে ব্যক্ত কর। ১২৭ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ সম্বাদে শ্রীকৃষ্ণ জন্মখণ্ডে ভগবন্নন্দ সম্বাদে চতুরশীতিতম অধ্যায় সম্পূর্ণ।

পঞ্চাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

নন্দ উবাচ।

বর্ণানাঞ্চ চতুর্ণাঞ্চ ভক্ষ্যাভক্ষঞ্চ সাংপ্রতং।
বিপাকং কর্ম্মণাঞ্চৈব সর্ব্বেষাং প্রাণিনামপি। ১॥
কথয়স্ব মহাভাগ কারণানাঞ্চ কারণং।
ত্বত্তুল্যঃ কঞ্চ পৃচ্ছামি নিতান্তং সন্তমীশ্বর। ২॥

ভগবানুবাচ।

ভক্ষ্যাভক্ষ্যং চতুর্ণাঞ্চ বর্ণানাঞ্চ যথোচিতং।
বেদোক্তং শ্রূয়তাং তাত সাবধানং নিশাময়। ৩॥
তাম্রপাত্রে পয়ঃপানং গব্যং স্নিগ্ধান্নমেব চ।
ভ্রষ্টাদিকং মধু গুড়ং নারিকেলোদকং তথা।
ফলমূলঞ্চ যৎকিঞ্চিদভক্ষ্যং মুনিরব্রবীৎ। ৪॥
দগ্ধান্নং তপ্ত সৌবীরমভক্ষ্যং ব্রহ্মণো মতং।

নন্দ কহিলেন, প্রভো! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই বর্ণ চতুষ্টয়ের ভক্ষ্যাভক্ষ বিষয় সমস্ত, প্রাণিগণের কর্ম্মবিপাক ও কারণের কারন পরিজ্ঞাত হইতে আমার বাসনা হইতেছে। তোমার তুল্য সর্ব্বজ্ঞ মহাপুরুষ আর নাই, অতএব তুমি কৃপা করিয়া ঐ সমুদায় আমার নিকট বর্ণন কর। ১। ২॥

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, তাত! ব্রাহ্মণাদি বর্ণ চতুষ্টয়ের ভক্ষ্যা ভক্ষ্য বিষয় যেরূপ নির্দ্দিষ্ট আছে তাহা তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি, তুমি অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর। ৩॥

তাম্রপাত্রে পয় দুগ্ধ ও নারিকেলোদক পান এবং গব্য স্নিগ্ধান্ন, ভ্রষ্ট দ্রব্যাদি মধু, গুড় ও ফলমূলাদি যে কোন বস্তু ভোজন করা নিষিদ্ধ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। ৪॥

নারিকেলোদকং কাংশ্যে তাম্রপাত্রে স্থিতং মধু।
গব্যঞ্চ তাম্রপাত্রস্থং মদ্যতুল্যং ঘৃতং বিনা। ৫ ॥
তাম্রপাত্রে পয়ঃ পানমুচ্ছিষ্টে ঘৃতভোজনং।
দুগ্ধে লবণসংযুক্তং সদ্যো গোমাংসভক্ষণং। ৬ ॥
অভক্ষ্যং মধুমিশ্রঞ্চ ঘৃতং তৈলং গুড়ং তথা।
আর্দ্রকং গুড়সংশক্তমভক্ষ্যং শ্রুতিসম্মতং। ৭ ॥
পীতশেষ জলঞ্চৈব মাঘে চ মূলকং তথা।
উপোসিকাঞ্চ শয়নে সদা প্রাজ্ঞঃ পরিত্যজেৎ। ৮ ॥
দ্বিভোজনঞ্চ দিবসে সন্ধ্যয়োর্ভোজনং তথা।
ভক্ষ্যঞ্চ রাত্রিশেষে চ ধ্রুবং প্রাজ্ঞঃ পরিত্যজেৎ। ৯ ॥
পানীয়ং পায়সং চূর্ণং ঘৃতং লবণমেব চ।
স্বস্তিকং নবনীতঞ্চ ক্ষীরং তক্রং তথা মধু। ১০ ॥

ব্রহ্মা কহিয়াছেন, দগ্ধান্ন, তপ্ত সৌবীর, অর্থাৎ কাঞ্জিরা ভোজন এবং কাংশ্যপাত্রে নারিকেলোদক ও তাম্রপাত্রে মধু পান করা কর্ত্তব্য নহে। ঘৃত ব্যতীত তাম্রপাত্রস্থ গব্যও মদ্য তুল্য বলিয়া কথিত আছে। ৫ ॥

তাম্রপাত্রে পয়ঃ পান উচ্ছিষ্টপাত্রে ঘৃত ভোজন ও লবণসংযোগে দুগ্ধ পান সদ্য গোমাংসভোজন তুল্য হয়। ৬ ॥

বেদে বর্ণিত আছে, মধুমিশ্রিত ঘৃত তৈল ও গুড় এবং গুড় মিশ্রিত আর্দ্রক অভক্ষ্য, অতএব মানব উহা কদাচ ভোজন করিবে না। ৭ ॥

পানাবশিষ্ট জল পান এবং মাঘমাসে মূলক ও হরির শয়নে উপোসিকা অর্থাৎ পূতিকা ভোজন পরিত্যাগ করা প্রাজ্ঞব্যক্তির অবশ্য কর্ত্তব্য। ৮ ॥

প্রাজ্ঞব্যক্তি দিবসে দ্বির্ভোজন, প্রাতঃকাল ও সায়ংকালে ভোজন ও রাত্রিশেষে ভোজন নিশ্চয় পরিত্যাগ করিবে। ৯ ॥

শ্রুতিতে নির্দ্দিষ্ট আছে, ভোজনকালে পানীয়, পায়স, চূর্ণ, ঘৃত,

হস্তাদ্ধস্তগৃহীতঞ্চ সদ্যো গোমাংসভক্ষণং।
কর্পূরং রৌপ্যপাত্রস্থমভক্ষ্য শ্রুতিসম্মতং। ১১।
পরিবেশনকারী চ ভোক্তারং স্পৃশতে যদি।
অভক্ষ্যঞ্চ তদন্নঞ্চ সর্ব্বেষামেব সম্মতং। ১২।
নকুলানাং গণ্ডকানাং মহিষাণাঞ্চ পক্ষিণাং।
সর্পাণাং শূকরাণাঞ্চ গর্দ্দভানাং বিশেষতঃ। ১৩।
মার্জ্জারাণাং শৃগালানাং কুক্কুরাণাং ব্রজেশ্বর।
ব্যাঘ্রাণামপি সিংহানাং ত্যাজ্যং মাংসং নৃণাং সদা।।১৪।
জলৌকসানাং নক্রাণাং গোধিকানাং তথৈব চ।
মণ্ডূকানাং কর্কটীনাং কঞ্জুকানাঞ্চ নিশ্চিতং।
গবাঞ্চ চমরীণাঞ্চ কলৌ মাংসমভক্ষ্যকং। ১৫।
হস্তিনাং ঘোটকানাঞ্চ নৃণারেব চ রাক্ষসাং।
দংশশ্চ মশকশ্চৈব মক্ষিকা চ পিপীলিকা। ১৬॥

লবণ, স্বস্তিক, নবনীত, ক্ষীর, তক্র ও মধু এই সমস্ত বস্তু যদি একের হস্ত হইতে অন্যের হস্তে গৃহীত হয়, তাহা হইলে তাহা সদ্য গোমাংস তুল্য হয় সুতরাং ঐ সমুদায় অভক্ষ্য এবং রৌপ্যপাত্রস্থ কর্পূরও অভক্ষ্য বলিয়া উক্ত আছে। ১০। ১১॥

যদি পরিবেশনকারী ভোক্তাকে স্পর্শ করে তাহা হইলে তদীয় অন্ন অভক্ষ্যরূপে সকলে নিরূপণ করিয়াছেন। ১২॥

ব্রজেশ্বর! নকুল, গণ্ডক, মহিষ, পক্ষী, বিশেষত সর্প শূকর, গর্দ্দভ, মার্জ্জার, শৃগাল, কুক্কুর ব্যাঘ্র ও সিংহগণের মাংস পরিত্যজ্য, অতএব মানবগণ ঐ সমুদায়ের মাংস কদাচ ভোজন করিবে না। ১৩। ১৪॥

জলৌক, কুম্ভীর, গোধিকা, মণ্ডূক, কর্কটী কঞ্জুক, গো ও চমরীর মাংস কলিযুগে অভক্ষ্য বলিয়া কথিত আছে। ১৫॥

ব্রজরাজ! হস্তী ঘোটক মানব রাক্ষস ও অন্যান্য নিষিদ্ধ জন্তুর মাংস ভোজন এবং দংশ মশক মক্ষিকা ও পিপীলিকা ভোজন বেদ বিরুদ্ধ ও লৌকিক নিয়মে নিষিদ্ধ আছে। ১৬॥

অন্যেষাঞ্চ নিষিদ্ধানাং লোকে বেদে ব্রজেশ্বর।
বানরাণাং ভল্লুকানাং শরভানাং তথৈব চ।
নিষিদ্ধং মৃগনাভীনাং গর্দ্দভানাঞ্চ মাংসকং। ১৭।
অভক্ষ্যং মহিষাণাঞ্চ দুগ্ধং দধি ঘৃতং তথা।
স্বস্তিকঞ্চ তথা তক্রং বিপ্রাণাং নবনীতকং। ১৮॥
মাংসমুচ্চৈঃশ্রবসকন্তস্য দুগ্ধাদিকং তথা।
বর্ণানাঞ্চ চতুর্ণাঞ্চাপ্যভক্ষ্যঞ্চ শ্রুতৌ শ্রুতং। ১৯॥
অভক্ষ্যমাদ্রর্কঞ্চৈব সর্ব্বেষাঞ্চ রবের্দ্দিনে।
পর্য্যুসিত জলঞ্চান্নং বিপ্রাণাং দুগ্ধমেব চ। ২০॥
বর্ণানাঞ্চ চতুর্ণাঞ্চাপ্যবীরান্নস্য ভক্ষণং।
তদন্নঞ্চ সুরাতুল্যং গোমাংসাধিকমেব চ। ২১॥
অবীরান্নঞ্চ যো ভুংক্তে ব্রাহ্মণো জ্ঞানদুর্ব্বলঃ।
পিতৃদেবার্চ্চনন্তস্য নিষ্ফলং মনুরব্রুবীৎ। ২২॥

বানর, ভল্লুক, শরভ, চমরীর কস্তূরী মৃগ ও গর্দ্দভের মাংস ভোজন করা কর্ত্তব্য নহে। ১৭॥

মহিষের দুগ্ধ দধি ঘৃত স্বস্তিক তক্র ও নবনীত ব্রাহ্মণের পক্ষে অভক্ষ্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। অতএব ব্রাহ্মণগণ ঐ সমস্ত ভোজন পরিত্যাগ করিবে। ১৮॥

অশ্বমাংস ও অশ্বদুগ্ধাদি বর্ণ চতুষ্টয়ের অভক্ষ্য বলিয়া বেদে নির্দ্দিষ্ট আছে, সুতরাং তাহারা কদাচ উহা উপযোগ করিবে না। ১৯॥

রবিবারে আদ্রর্ক ও পর্য্যুষিত অন্ন ভোজন করা এবং পর্য্যষিত দুগ্ধ ও জল পান করা বিপ্রগণের কদাচ কর্ত্তব্য নহে। ২০॥

ব্রাহ্মণাদি বর্ণ চতুষ্টয় অবীরার অন্ন ভোজন করিবে না। কারণ অবীরান্ন সুরাতুল্য ও গোমাংস অপেক্ষাও দোষাবহ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। ২১॥

ব্রাহ্মণানাং বৈষ্ণবানামভক্ষ্যং মৎস্যমেব চ।
ইতরেষামভক্ষ্যঞ্চ পঞ্চপর্ব্বসু নিশ্চিতং। ২৩ ॥
পিতৃদেবাবশেষে চ ভক্ষ্যং মাংসেন দূষণং।
পঞ্চপর্ব্বসু ত্যজ্যঞ্চ সর্ব্বেষাং মনুরব্রবীৎ। ২৪ ॥
অসংস্কৃতঞ্চ লবণং তৈলঞ্চাভক্ষ্যমেব চ।
ভক্ষ্যং পবিত্রং সর্ব্বেষাং ব্যঞ্জনে বহ্নিসংস্কৃতং। ২৫ ॥
এক হস্তে ধৃতং তোয়মভক্ষ্যং সর্ব্বসম্মতং।
আবিলং কৃমিযুক্তঞ্চ পরিশুদ্ধঞ্চ নির্ম্মলং। ২৬ ॥
অভক্ষ্যং ব্রাহ্মণানাঞ্চ বৈষ্ণবানাং বিশেষতঃ।
অনিবেদ্যং হরেরেব যতীনাং ব্রহ্মচারিণাং। ২৭ ॥
পিপীলিকা মিশ্রিতঞ্চ মধু গব্যং গুড়ং তথা।
যৎকিঞ্চিদ্বস্তু বা তাত ন ভক্ষ্যঞ্চ শ্রুতৌ শ্রুতং। ২৮ ॥

মনু কহিয়াছেন যে জ্ঞানদুর্ব্বল ব্রাহ্মণ অবীরার অন্ন ভোজন করে তাহার পিতৃগণের ও দেবগণের অর্চ্চনা নিষ্ফল হয়। ২২ ॥

ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবগণ কদাচ মৎস্য ভোজন করিবে না, অন্যান্য ব্যক্তি-দিগেরও পঞ্চপর্ব্বে মৎস্য ভোজন নিষিদ্ধ আছে সন্দেহ নাই। ২৩॥

মনু কহিয়াছেন, পিতৃগণের ও দেবগণের উদ্দেশে, নিবেদিত মাংস দোষাবহ নহে, সুতরাং মানব উহা ভোজন করিতে পারে, কিন্তু পঞ্চ-পর্ব্বে উহা সকলেরই সর্ব্বতোভাবে পরিত্যজ্য। ২৪ ॥

অসংস্কৃত লবণ ও তৈল অভক্ষ্য কিন্তু ব্যঞ্জনে বহ্নিসংস্কৃত হইলে উহার অপবিত্রতা থাকে না, সুতরাং মানব তাহা ভোজন করিতে পারে। ২৫ ॥

মানব একহস্তে ধৃত পরিশুদ্ধ নির্ম্মল জল এবং কৃমিযুক্ত আবিল জল কদাচ পান করিবে না ইহা সর্ব্বসম্মত ব্যবস্থা। ২৬ ॥

যতী, ব্রহ্মচারী, ব্রাহ্মণ বিশেষতঃ বৈষ্ণবগণের পক্ষে হরির অনিবেদিত বস্তু অভক্ষ্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। ২৭ ॥

বেদে বর্ণিত আছে, মধু, গব্য, গুড়, প্রভৃতি যে কোন বস্তু পিপীলিকা মিশ্রিত হইলে মানব তাহা ভোজন করিবে না। ২৮ ॥

পক্ষিভক্ষ্যং কীটভক্ষ্যং শুদ্ধং পক্কফলন্তথা।
কাকভক্ষ্যমভক্ষ্যঞ্চ সর্ব্বেষাং দ্রব্যমেব চ। ২৯ ॥
ঘৃতপক্কং তৈলপক্কং মিষ্টান্নং শূদ্রসংস্কৃতং।
অভক্ষ্যং ব্রাহ্মণানাঞ্চ শূদ্রভ্রষ্টং চিপীটকং। ৩০ ॥
সর্ব্বেষামশুচীনাঞ্চ জলমন্নং পরিত্যজেৎ।
অশৌচান্তাৎ পরদিনে শুদ্ধমেব ন সংশয়ঃ। ৩১ ॥
বিপাকং কর্ম্মণামেব দুষ্করং শ্রুতিসম্মতং।
ভক্ষ্যাভক্ষঞ্চ কথিতং যথা জ্ঞানং ব্রজেশ্বর। ৩২ ॥

ভগবানুবাচ।

ক্রিয়াশ্চতুঃস্বু বেদেষু চোক্তং মতচতুষ্টয়ং।
সর্ব্বেষাং সারভূতঞ্চ কথয়ামি পিতঃ শৃণু। ৩৩ ॥
মা ভুংক্তং ক্ষীয়তে কর্ম্ম কল্পকোটিশতৈরপি।
অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃতং কর্ম্ম শুভাশুভং। ৩৪ ॥

পরিশুদ্ধ পক্কফল বা অন্য দ্রব্য পক্ষিভক্ষ্য কীটভক্ষ্য বা কাকভক্ষ্য হইলে সকলের পক্ষেই তাহা অভক্ষ্য বলিয়া কথিত আছে। ২৯ ॥

শূদ্র সংস্কৃত ঘৃতপক্ক তৈলপক্ক মিষ্টান্ন এবং শূদ্রভ্রষ্ট চিপীটক ব্রাহ্মণগণ কদাচ ভোজন করিবে না। ৩০ ॥

অশুচি ব্যক্তি মাত্রেরই অন্ন জল পরিত্যজ্য, অশৌচান্তের পরদিনে তাহা পবিত্র হয় সন্দেহ নাই। ৩১ ॥

ব্রজেশ্বর! এই আমি তোমার নিকট শ্রুতিসম্মত দুষ্কর কর্ম্মবিপাক ও ভক্ষ্যাভক্ষ্য বিষয় যথাবিধি বর্ণন করিলাম। ৩২ ॥

পিত! এক্ষণে সর্ব্বসারভূত চতুর্ব্বেদোক্ত নিয়ম চতুষ্টয় যথাক্রমে তোমার নিকট বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর। ৩৩ ॥

মানবগণ যে কর্ম্মের আচরণ করে, ভোগ ব্যতীত শতকোটি কল্পেও তাহা ক্ষয় প্রাপ্ত হয় না। আচরিত শুভাশুভ কর্ম্ম অবশ্যই সকলকে ভোগ করিতে হয়। ৩৪ ॥

তীর্থাণাঞ্চ সুরাণাঞ্চ সহায়েন নৃণামপি।
কিঞ্চিদ্ভবতি সাহায্যং কায়ব্যূহেন যত্নতঃ। ৩৫ ॥
প্রায়শ্চিত্তানি চীর্ণানি নিশ্চিতং মৎ পরাংমুখং।
ন নিপুনতি হে তাত সুরাকুম্ভমিবাপগা। ৩৬ ॥
প্রায়শ্চিত্তেন পুণ্যেন নহি শুদ্ধ্যন্তি মানবাঃ।
সর্ব্বারম্ভেন বৈশ্যেন্দ্র দানেন যোগতোপি বা। ৩৭ ॥
শুভাশুভঞ্চ যৎ কর্ম্ম বিনা ভোগান্ন চ ক্ষয়ং।
ভোগেন শুদ্ধিমাপ্নোতি ততো মুক্তির্ভবেন্নৃণাং। ৩৮ ॥
ন নষ্টং দুষ্কৃতং কর্ম্ম সুকৃতে নচ কর্ম্মণা।
ন নষ্টং সুকৃতং কর্ম্ম কৃতেন দুষ্কৃতেন চ। ৩৯ ॥
যজ্ঞেন তপসা বাপি ব্রতেনানশনেন চ।
তীর্থস্নানেন দানেন জপেন নিয়মেন চ। ৪০ ॥
ভুবঃ প্রদক্ষিণঞ্চৈব পুরাণশ্রবণেন চ।

শারীরিক ক্লেশ স্বীকার করিয়া যত্ন সহকারে নান তীর্থ পর্য্যটন ও দেবগণের সেবা করিলে মানবগণের পাপক্ষয় বিষয়ে কিয়ৎ পরিমাণে সাহায্য হইতে পারে। ৩৫ ॥

হে তাত! নদী যেমন সুরাকুম্ভকে পবিত্র করে, তদ্রূপ আমার প্রতি ভক্তিবিহীন ব্যক্তির অনুষ্ঠিত বিবিধ প্রায়শ্চিত্ত তাহাকে পবিত্র করিতে সক্ষম হয় না। ৩৬ ॥

মদ্ভক্তিবিহীন মানবগণ প্রায়শ্চিত্ত দান ও অন্যান্য পুণ্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াও শুদ্ধি লাভ করিতে পারে না। ৩৭ ॥

ভোগ ব্যতীত শুভাশুভ কর্ম্ম কদাচ ক্ষয় হয় না, সুতরাং মানবগণ ভোগান্তে শুদ্ধিলাভ করিয়া কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিয়া থাকে। ৩৮ ॥

সুকৃত কর্ম্ম দ্বারা দুষ্কৃত কর্ম্ম ও দুষ্কৃত কর্ম্ম দ্বারা সুকৃত কর্ম্ম কদাচ ক্ষীণ হয় না। ৩৯ ॥

যজ্ঞ, তপস্যা, অনশন, ব্রত, তীর্থস্নান, দান, জপ, নিয়ম, পৃথিবী

উপদেশেন পুণ্যেন পূজয়া গুরুদেবয়োঃ। ৪১ ॥
স্বধর্ম্মাচরণেনৈবাতিথীনাং পূজনেন চ। ৪২ ॥
কর্ম্মণা নহি মোক্ষঞ্চ তদেব মমসেবয়া।
স্বর্গঞ্চ সুকৃতেনৈব নরকং দুষ্কৃতেন চ।
ব্যাধির্জ্জন্ম চ যোনৌ চ কুৎসিতে চ ততঃ শুচিঃ। ৪৩ ॥
গোঘ্নো যো ব্রাহ্মণানাঞ্চ কামতশ্চোপপাতকী।
দন্দশূকঞ্চ প্রাপ্নোতি গোলোমসমবর্ষকং। ৪৪ ॥
সর্পেণ ভক্ষিতস্তেন জ্বালয়া গরলস্য চ।
তৃষিতো ব্যাধিতশ্চৈব নিরাহারঃ কৃশোদরঃ। ৪৫ ॥
ততঃ কুণ্ডাৎ সমুত্থায় গৌর্ভবেল্লোমবর্ষকং।
ততঃ কুষ্ঠী চ চাণ্ডালো বর্ষ লক্ষং ততো নরঃ। ৪৬ ॥

প্রদক্ষিণ, পুরাণ শ্রবন, পবিত্র উপদেশ গ্রহণ, গুরু ও দেবগণের পূজা, স্বধর্ম্মাচরণ ও অতিথি সৎকার, এই সমুদায় কার্য্য দ্বারা মদ্ভক্তিবিহীন মানবগণের পূর্ব্ব সুকৃত বা দুষ্কৃত কর্ম্ম কখন ক্ষীণ হইবার নহে। ৪০।৪১।৪২ ॥

মানব যাগ যজ্ঞাদি কর্ম্মদ্বারা জ্ঞান লাভ করিতে পারে না, কেবল আমার সেবা দ্বারাই মুক্তি লাভে সক্ষম হয়, সুকৃত কর্ম্মদ্বারা মনুষ্য স্বর্গ ও দুষ্কৃত কর্ম্মদ্বারা নরক ভোগ করে, দুষ্কৃতী ব্যক্তি ব্যাধিগ্রস্ত ও কুৎসিতযোনিতে সঞ্জাত হয় পরে তাহার শুদ্ধি লাভ হইয়া থাকে। ৪৩ ॥

ব্রাহ্মণের মধ্যে যে ব্যক্তি স্বেচ্ছাক্রমে গোহত্যা করে, সেই পাতকী ব্যক্তি দেহান্তে গাভির লোম পরিমিতবর্ষ দন্দশূক নামক নরকে গমন করে। ৪৪ ॥

তথায় সেই পাতকী সর্পদষ্ট বিষজ্বালায় জ্বলিত, তৃষ্ণার্ত্ত, ব্যাধিত ও কৃশোদর হইয়া নিরাহারে বিষম যাতনা প্রাপ্ত হয়। ৪৫ ॥

তৎপরে সে সেই নরককুণ্ড হইতে গাত্রোত্থান করিয়া ধেনুর লোম পরিমিতবর্ষ গোজাতি হইয়া জন্মগ্রহণ করে, পরে লক্ষবর্ষ কুষ্ঠরোগাক্রান্ত চণ্ডালরূপে তাহার জন্ম হয়। ৪৬ ॥

তদা ভবেদ্ব্রাহ্মণশ্চ কুষ্ঠযুক্তোহি কর্ম্মণা।
ভোজয়িত্বা বিপ্র লক্ষং নির্ব্যাধিশ্চ ভবেচ্ছুচিঃ। ৪৭ ॥
অকামতস্তদর্দ্ধঞ্চ ক্ষত্রিয়স্যাপি কামতঃ।
অকামতস্তদর্দ্ধঞ্চ তদর্দ্ধঞ্চ বিষস্তথা। ৪৮ ॥
তদর্দ্ধং শূদ্রগোঘ্নশ্চ ভুংক্তে পাপং ন সংশয়ঃ।
প্রায়শ্চিত্তেন শুদ্ধশ্চ ভুংক্তে শেষঞ্চ কিঞ্চন।
অনুকল্পে চতুর্থঞ্চ পাপ ভুংক্তে ন সংশয়ঃ। ৪৯ ॥
চতুর্গুণঞ্চ গোঘ্নানাং ব্রাহ্মণানাঞ্চ পাতকী।
ভুংক্তে পাপঞ্চ ব্রহ্মঘ্নো ব্রাহ্মণশ্চেতরেপি বা। ৫০ ॥
ক্রমেণানেন বোধ্যঞ্চ কামতোঽকামতোঽপি বা।
প্রায়শ্চিত্তং জন্মকর্ম্ম ব্যাধিরেব ন সংশয়ঃ। ৫১ ॥

পরে সে স্বকর্ম্মযোগে কুষ্ঠরোগাক্রান্ত ব্রাহ্মণ হয়। তৎকালে লক্ষ ব্রাহ্মণ ভোজন করাইলে সে নির্ব্যাধি হইয়া শুদ্ধিলাভ করিতে পারে। ৪৭॥

ব্রাহ্মণ অনিচ্ছা পূর্ব্বক গোহত্যা করিলে উক্ত নিয়মের অর্দ্ধ পাপে লিপ্ত হয় আর ক্ষত্রিয় স্বেচ্ছাক্রমে গোহত্যা করিলে ঐরূপ পাপভাগী, অনিচ্ছা পূর্ব্বক গোবধে ক্ষত্রিয় তদর্দ্ধ পাপভাগী হয় এবং উক্ত নিয়মানুসারে গোঘ্ন বৈশ্য ও ক্ষত্রিয়েরা অর্দ্ধ পাপ ভোগ করিয়া থাকে। ৪৮॥

গোঘাতক শূদ্র গোহত্যাকারী বৈশ্যের অর্দ্ধ পাপ ভোগ করে, পরে প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা তাহার নিশ্চয় শুদ্ধিলাভ হয়। প্রায়শ্চিত্তাবসানে তাহার শেষ ভোজনের বিধি আছে। পরন্তু যে শূদ্র ইহার অনুকল্প করে তাহাকে উক্ত নিয়মাপেক্ষা চতুর্গুণ পাপভোগ করিতে হয়। ৪৯॥

ব্রাহ্মণ কিম্বা অন্য কোন ব্যক্তি ব্রহ্মহত্যা করিলে গোহত্যাকারী ব্রাহ্মণের চতুর্গুণ পাপ ভোগ করে। ৫০॥

ইচ্ছা পূর্ব্বক হউক বা অনিচ্ছা সত্ত্বেই হউক, যে ব্যক্তি ব্রহ্মহত্যাকারী হয়, ক্রমানুসারে জন্ম কর্ম্ম ও ব্যাধিই তাহার প্রায়শ্চিত্ত রূপে পরিকল্পিত হয় সন্দেহ নাই। ৫১॥

গোঘ্নো ভবতি গোশ্চাপি যাবদ্বর্ষঞ্চ নিশ্চিতং।
চতুর্গুণঞ্চ তেষাঞ্চ ব্রহ্মঘ্নো বিট্ ক্রিমির্ভবেৎ। ৫২ ॥
ততো ভবতি ম্লেচ্ছশ্চ তাবদ্বর্ষ চতুর্গুণং।
ততশ্চান্ধো ভবেদ্বিপ্রঃ পূর্ব্বেষাঞ্চ চতুর্গুণং। ৫৩ ॥
ব্রাহ্মণানাং চতুর্লক্ষং ভোজয়িত্বা শুচির্ভবেৎ।
চক্ষুষ্মাংশ্চ যশস্বী চ ভবেৎ সোপ্যতিপাতকাৎ। ৫৪ ॥
স্ত্রীঘ্নশ্চতুর্ণাং বর্ণানাং বেদে সোপ্যতিপাতকী।
কালসূত্রঞ্চ প্রাপ্নোতি স্ত্রীলোমসমবর্ষকং। ৫৫ ॥
ভক্ষিতঃ ক্রিমিনা তত্র নিরাহারো ব্যথাযুতঃ।
ততো ভবতি লোকশ্চ তাবদ্বর্ষঞ্চ পাতকী। ৫৬ ॥
ততঃ পাপী ভবেৎ শূদ্রো যক্ষ্মাগ্রস্তঃ স্বকর্ম্মণঃ।
বর্ষাণাং শতকঞ্চৈব বিপ্রলক্ষঞ্চ ভোজয়েৎ। ৫৭ ॥

গোঘ্ন ব্যক্তি যত বর্ষ গো পুরীষের কীটরূপে অবস্থান করে, গোহত্যাকারী তাহার চতুর্গুণ বর্ষ নিশ্চয় বিষ্ঠার ক্রিমি হইয়া থাকে। ৫২ ॥

তৎপরে তাহার চতুর্গুণ বর্ষ সে ম্লেচ্ছযোনিতে জন্ম গ্রহণ করে, পরে সে তদপেক্ষা চতুর্গুণ বর্ষ অন্ধ বিপ্ররূপে সমুৎপন্ন হয়। ৫৩ ॥

অতঃপর চতুর্লক্ষ ব্রাহ্মণ ভোজন করাইলে তাহার শুদ্ধিলাভ হয় তখন সে স্বকৃত অতিপাতক হইতে মুক্ত হইয়া চক্ষুষ্মান্ ও যশস্বী হইতে পারে। ৫৪ ॥

ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয়ের মধ্যে যে ব্যক্তি স্ত্রীহত্যা করে বেদে সে অতিপাতকী বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। স্ত্রীহত্যাকারী নরাধম নারীর লোম পরিমিত বর্ষ কালসূত্র নামক নরকে বাস করিয়া থাকে। ৫৫ ॥

সেই নরকে সে উক্ত নিয়মিত ক্রিমি কর্ত্তৃক দষ্ট ও ব্যথাযুক্ত হইয়া নিরাহারে বিষম যাতনা ভোগ করে। পরে নরক বাস পরিমিত কাল তাহাকে পাতকী মনুষ্যরূপে জন্মগ্রহণ করিতে হয়। ৫৬ ॥

তৎপরে সে স্বকর্ম্ম দোষে শতবর্ষ যক্ষ্মা রোগগ্রস্ত পাপাত্মা শূদ্র হইয়া

ততঃ শুদ্ধো ব্রাহ্মণশ্চ বিদ্বাংস্তপসি সংযতঃ।
কিঞ্চিদ্ভুংক্তে কালশেষং স্বর্ণদানাৎ শুচির্ভবেৎ। ৫৮ ॥
গর্ভঘ্নশ্চ মহাপাপী সংপ্রাপ্নোতি শুচীমুখং।
বর্ষাণাং শতকঞ্চৈব সূক্ষ্মশস্ত্রেণ পীড়িতঃ। ৫৯ ॥
বর্ষাণাং শতকঞ্চৈব ঘোটকশ্চ ভবেৎ ধ্রুবং।
ততঃ পাপো ভবেদ্বৈশ্যো দদ্রুযুক্তো হি কর্ম্মণা। ৬০ ॥
পঞ্চাশদ্বর্ষপর্য্যন্তং স্বর্ণদানাদ্ভবেৎ শুচিঃ।
ততঃ সংকুলজাতোপি নির্ব্ব্যাধির্ব্রাহ্মণঃ শুচিঃ। ৬১ ॥
ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ঘ্নশ্চ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যঘাতকঃ।
তপ্ত শূলঞ্চ প্রাপ্নোতি বর্ষাণাঞ্চ সহস্রকং। ৬২ ॥
তাড়িতো তপ্তলৌহেন চার্ত্তনাদং করোতি চ।
ততো ভবেন্মত্তগজো বর্ষাণাং শতকং তথা। ৬৩ ॥

জন্ম গ্রহণ করে। এইকালে তাহার পাপ শান্তির জন্য লক্ষ ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবার বিধি উক্ত আছে। ৫৭ ॥

উক্ত জন্মের পর সে তপস্যানিরত শুদ্ধাচারী জ্ঞানবান্ ব্রাহ্মণ হইয়া কিয়ৎকাল অবস্থান করে, পরে স্বর্ণদানে তাহার সম্যক্ পবিত্রতা লাভ হইয়া থাকে। ৫৮ ॥

গর্ভঘাতক মহাপাপী ব্যক্তি শতবর্ষ সূক্ষ্ম শস্ত্রে নিপীড়িত হইয়া শুচী-মুখ নামক ঘোর নরকে বাস করে। ৫৯ ॥

তৎপরে সে নিশ্চয় শতবর্ষ ঘোটকরূপে সমুৎপন্ন হয়, পরে সে স্বীয় দুষ্কৃত নিবন্ধন দদ্রুযুক্ত পাতকী বৈশ্য হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকে। ৬০ ॥

এই কালে পঞ্চাশৎ বর্ষ সুবর্ণ দান করিলে তাহার শুদ্ধিলাভ হয়, পরে সে সৎকুলসম্ভূত নির্ব্ব্যাধি পবিত্র ব্রাহ্মণ হইয়া জন্ম গ্রহণ করে। ৬১ ॥

ক্ষত্রিয় হন্তা ব্রাহ্মণ বা বৈশ্য হন্তা ক্ষত্রিয়ও সহস্রবর্ষ তপ্তশূল নামক নরকে গমন করিয়া থাকে। ৬২ ॥

উক্ত পাপাত্মা সেই নরকে তপ্ত লৌহ দণ্ডে তাড়িত হইয়া ভয়ঙ্কর

ততো রক্তবিকারী চ শূদ্রো বর্ষশতং তথা।
গজদানেন মুক্তশ্চ ব্যাধিতশ্চ ততো দ্বিজঃ। ৬৪॥
বৈশ্যঘ্নশ্চাপি বৈশ্যশ্চ শূদ্রঘ্নো বৈশ্য এব চ।
বৈশ্যঘ্নশ্চাপি শূদ্রশ্চ সমপাপং লভেৎ ধ্রুবং। ৬৫॥
কৃমিকুণ্ডঞ্চ প্রাপ্নোতি বর্ষাণাং শতকং তথা।
কৃমিভির্ভবিতা দুঃখী কিরাতশ্চ ভবেত্ততঃ।
বর্ষাণাং শতকঞ্চৈব কৃমিব্যাধিসমন্বিতঃ। ৬৬॥
শূদ্রঘ্নো ব্রাহ্মণশ্চৈব কামতোঽকামতোপি বা।
সাবিত্রীলক্ষজাপ্যেন তদর্দ্ধেন শুচির্ভবেৎ। ৬৭॥
চাতুর্ব্বর্ণঃ কুক্কুরঘ্নো হ্যভিশপ্তশ্চ শম্ভুনা।
বর্ষাণাং শতকঞ্চৈব প্রাপ্নোতি রৌরবং নরঃ। ৬৮॥

চীৎকার করে, পরে তাহাকে শতবর্ষ মত্ত মাতঙ্গরূপে জন্ম গ্রহণ করিতে হয়। ৬৩॥

এই জন্মের পরে সেই পাতকী শতবর্ষ রক্তবিকার রোগগ্রস্ত শূদ্র হইয়া জন্ম গ্রহণ করে। এই জন্মে হস্তীদান করিলে সে ঐ জন্ম হইতে মুক্ত হইয়া ব্যাধিত ব্রাহ্মণরূপে সমুৎপন্ন হয়। ৬৪॥

এইরূপে বৈশ্যঘ্ন বৈশ্য, শূদ্রঘ্ন বৈশ্য, বা বৈশ্যঘ্ন শূদ্র ইহারা সকলে পরস্পরের তুল্য পাপ ভোগ করিয়া থাকে। ৬৫॥

উক্ত পাপাত্মা শতবর্ষ কৃমিকুণ্ড নামক নরকে কৃমিগণ কর্ত্তৃক দষ্ট হইয়া বিষম যাতনা ভোগ করে, পরে তাহাকে দরিদ্র ব্যাধরূপে জন্ম গ্রহণ করিতে হয় এই জন্মের পর সে শতবর্ষ কৃমিরোগগ্রস্ত ব্রাহ্মণ রূপে সমুৎপন্ন হয়। ৬৬॥

স্বেচ্ছা পূর্ব্বক হউক বা অনিচ্ছা পূর্ব্বক হউক ব্রাহ্মণ শূদ্র হত্যা করিলে লক্ষ বা তদর্দ্ধ সাবিত্রী জপে শুদ্ধিলাভ করিতে পারে। ৬৭॥

বর্ণ চতুষ্টয়ের মধ্যে যে ব্যক্তি কুক্কুর হত্যা করে, তাহাকে মহাদেব কর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইয়া শতবর্ষ রৌরব নামক নরকে বাস করিতে হয়। ৬৮॥

ততো ভবেৎ কুক্কুরশ্চ বর্ষাণামপি ষোড়শ।
ততঃ শুদ্ধো ভবেদ্বিপ্রো ভক্ষিতঃ কুক্কুরেণ চ।
গঙ্গাস্নানেন দানেন স্বর্ণস্যাপি ভবেচ্ছুচি। ৬৯ ॥
মার্জ্জারঘ্নশ্চতুর্ব্বর্ণো গঙ্গাস্নানাৎ ভবেচ্ছুচিঃ।
বিপ্রায় লবণং দত্ত্বা ষট্পলঞ্চ প্রমুচ্যতে। ৭০ ॥
হত্বা সর্পং চতুর্ব্বর্ণো মমপাদেন চিহ্নিতং।
ব্রহ্মহত্যা চতুর্থঞ্চ পাতকঞ্চ লভেৎ ধ্রুবং। ৭১ ॥
অসিপত্রঞ্চ নরকং বর্ষাণাং শতকং তথা।
প্রাপ্নোতি যাতনাযুক্তো বিচ্ছিন্নস্তীক্ষ্ণধারতঃ। ৭২ ॥
ততো ভবতি সর্পশ্চ ডুণ্ডুভো বর্ষপঞ্চকং।
নরেণ তাড়িতো দুঃখী মৃতো ভবতি পীড়িতঃ। ৭৩ ॥
ততো ভবেন্নরঃ পাপাৎ জ্বরযুক্তো হি দুর্ব্বলঃ।
বর্ষাণাং পঞ্চকেনৈব মৃতো ভবতি কর্ম্মণা। ৭৪ ॥

পরে সে ষোড়শবর্ষ কুক্কুর রূপে জন্মগ্রহণ করে, ইহার পর সে বিপ্র-কুলে সমুৎপন্ন হইয়া কুক্কুর কর্ত্তৃক দষ্ট হয় এই জন্মে গঙ্গাস্নান ও স্বর্ণদানে তাহার শুদ্ধিলাভ হইয়া থাকে। ৬৯ ॥

বর্ণ চতুষ্টয়ের মধ্যে যে ব্যক্তি মার্জ্জার বিনাশ করে, গঙ্গা স্নানে তাহার শুদ্ধিলাভ হয় আর বিপ্রকে ষট্পল পরিমিত লবণ দান করিলে সেই ব্যক্তি তজ্জন্য পাপ হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারে। ৭০ ॥

চারি বর্ণের মধ্যে যে ব্যক্তি মৎপদচিহ্নিত সর্পকে বিনাশ করে, সে নিশ্চয় ব্রহ্মহত্যার চতুর্গুণ পাপে সংলিপ্ত হয়। ৭১ ॥

সেই পাতকী দেহান্তে অসিপত্র নামক নরকে গমন পূর্ব্বক শতবর্ষ তথায় তীক্ষ্ণধারে বিচ্ছিন্ন হইয়া অশেষ যাতনা ভোগ করিয়া থাকে। ৭২ ॥

তৎপরে সেই ব্যক্তি পঞ্চবর্ষ ডুণ্ডুভ সর্পরূপে জন্মগ্রহণ করে, পরে মনুষ্য কর্ত্তৃক তাড়িত ও পীড়িত হইয়া তাহাকে দেহত্যাগ করিতে হয়।৭৩॥

অশ্বঘ্নশ্চ গজঘ্নশ্চ চতুর্ব্বর্ণশ্চ পাতকী।
বর্ষাণাং দশকং পাপী মূত্রকুণ্ডপ্রযাতি চ। ৭৫ ॥
ততো ভবতি হস্তী বা ঘোটকো বা ব্রজেশ্বর।
যাবদ্বিংশতিবর্ষঞ্চ ততঃ শূদ্রো ভবেৎ ধ্রুবং। ৭৬ ॥
অহঙ্কৃতো ব্যাধিযুক্তো রৌপ্যদানেন মুচ্যতে।
ব্রাহ্মণানাঞ্চ শতকং ভোজয়িত্বা শুচির্ভবেৎ। ৭৭ ॥
ক্ষুদ্রজন্তুবধেনৈব ক্ষুদ্রজন্তু ভবেন্নরঃ।
বর্ষাণাং শতকঞ্চৈব ক্ষুদ্রব্যালী ভবেত্ততঃ। ৭৮ ॥
কৃপা কার্য্যা সতাং শশ্বদহিংস্রেষু চ জন্তুষু।
হিংসায়াং নহি দোষশ্চ হিংস্রাণাঞ্চ ব্রজেশ্বর। ৭৯ ॥
অশ্বত্থঘ্নশ্চতুর্ব্বর্ণো ব্রহ্মহত্যা চতুর্থকং।
পাপঞ্চ লভতে তাত চাসিপত্রং ভবেৎ ধ্রুবং। ৮০ ॥

অতঃপর সে জ্বরযুক্ত দুর্ব্বল মনুষ্য রূপে জন্ম গ্রহণ পূর্ব্বক স্বকর্ম্ম বশতঃ পঞ্চবর্ষ মধ্যে দেহ পরিত্যাগ করে। ৭৪ ॥

বর্ণ চতুষ্টয়ের মধ্যে যে ব্যক্তি অশ্ব বা হস্তীকে বিনাশ করে সেই পাতকী শতবর্ষ মূত্রকুণ্ড নামক নরকে গমন করিয়া থাকে। ৭৫ ॥

ব্রজেশ্বর! তৎপরে সেই পাতকী বিংশতি বর্ষ হস্তী বা ঘোটক রূপে জন্ম গ্রহণ করিয়া অবস্থান করে। অতঃপর শূদ্রযোনিতে তাহার জন্ম হয় সন্দেহ নাই। ৭৬ ॥

এই জন্মে সে অহঙ্কারী ও ব্যাধিযুক্ত হয়, কিন্তু এই জন্মে ব্রাহ্মণকে রৌপ্যদান ও শত সংখ্যক ব্রাহ্মন ভোজন করাইলে তাহার শুদ্ধিলাভ হইতে পারে। ৭৭ ॥

• মানব ক্ষুদ্র জন্তু বধ করিলে দেহান্তে ক্ষুদ্র জন্তুরূপে জন্মগ্রহণ করে, পরে শতবর্ষ ক্ষুদ্রব্যালরূপী হইয়া তাহাকে অবস্থান করিতে হয়। ৭৮ ॥

ব্রজরাজ! সর্ব্বদা অহিংস্র জন্তুগণের প্রতি দয়া করা, সাধুগণের কর্ত্তব্য কর্ম্ম, হিংস্র জন্তুর প্রতি হিংসা করা দোষাবহ নহে। ৭৯ ॥

স তীক্ষ্ণেনাপি শস্ত্রেণ বিচ্ছিন্নশ্চ দিবানিশং।
বর্ষাণাং শতকঞ্চৈব ভুংক্তে পরমযাতনা। ৮১॥
ততো ভবতি বৃক্ষশ্চ শাল্মলি বর্ষলক্ষকং।
ততো ভবতি শূদ্রশ্চ ছিন্নাঙ্গো ব্যাধিসংযুতঃ। ৮২॥
যাবজ্জীবনপর্য্যন্তং ততো বিপ্রো ভবেৎ ধ্রুবং।
ব্রণব্যাধি সমাযুক্তো মুচ্যতে স্বর্ণদানতঃ। ৮৩॥
নররক্তঞ্চ যো ভুংক্তে খণ্ডজ্ঞানী চ পুক্কসঃ।
জলৌকাশ্চ ভবেৎ সোপি জলেন সপ্তজন্মসু। ৮৪॥
ততো ভবেৎ পুক্কসশ্চ বর্ষাণাং শতকং ব্রজ।
ততো ব্যাধির্ভবেদ্বিপ্রো মুচ্যতে স্বর্ণদানতঃ। ৮৫॥

তাত! চারি বর্ণের মধ্যে যে ব্যক্তি অশ্বত্থ বৃক্ষ ছেদন করে, সে ব্রহ্মহত্যার চতুর্থগুণ পাপে লিপ্ত হইয়া দেহান্তে অসিপত্র নামক নরকে গমন করে, সন্দেহ নাই। ৮০॥

সেই নরকে সে শতবর্ষ দিবা নিশি সুতীক্ষ্ণ শস্ত্রে বিচ্ছিন্ন হইয়া নিদারুণ যাতনা ভোগ করিয়া থাকে। ৮১॥

তৎপরে লক্ষবর্ষ তাহাকে শাল্মলিবৃক্ষরূপে সমুৎপন্ন হইতে হয়। পরে সে বিক্ষতাঙ্গ ব্যাধিযুক্ত শূদ্ররূপে জন্ম গ্রহণ করে। ৮২॥

এই জন্মে সে যাবজ্জীবন এইরূপ ক্লেশ ভোগ করিয়া পর জন্মে সে নিশ্চয় ব্রণব্যাধিযুক্ত ব্রাহ্মণরূপে সমুৎপন্ন হয়। এই জন্মে স্বর্ণ দান করিলে সে পাপ হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারে। ৮৩॥

যে খণ্ডজ্ঞানী পুক্কসজাতীয় ব্যক্তি নরশোণিত পান করে, সপ্ত জন্ম জল মধ্যে তাহাকে জলৌকারূপে সমুৎপন্ন হইতে হয়। ৮৪॥

ব্রজেশ্বর! পরে সেই পাতকী শতবর্ষ পুক্কস জাতি হইয়া জন্ম গ্রহণ করে। এই জন্মের পর ব্যাধিযুক্ত ব্রাহ্মণরূপে তাহার জন্ম হয়, তখন সে স্বর্ণদান করিলে মুক্তি লাভ করিতে পারে। ৮৫॥

মিথ্যাসাক্ষ্যপ্রদাতা চ কৃতঘ্নোতিকৃতঘ্নকঃ।
বিশ্বাসঘাতী মিত্রঘ্নো বিপ্রাণাং ধনহারকঃ। ৮৬ ॥
শূদ্রশ্রাদ্ধান্নভোজী চ শূদ্রাণাং শবদাহকঃ।
শূদ্রাণাং সূপকারশ্চ বৃষবাহন পাতকী। ৮৭ ॥
ধাবলো দেবলশ্চাপি চৈতেতিপাপিনস্তথা।
কুম্ভীপাকং প্রযাত্যেব বর্ষাণাঞ্চ সহস্রকং। ৮৮ ॥
তত্রৈব তপ্ততৈলেন সন্তপ্তশ্চ দিবানিশং।
ভক্ষিতো ব্যাধিতশ্চৈব সর্পাকারেণ জন্তুনা। ৮৯ ॥
গৃধ্রঃ কোটি সহস্রাণি শতজন্মানি শূকরঃ।
শ্বাপদো শতজন্মানি শূদ্রো রোগী ভবেত্ততঃ। ৯০ ॥
মন্দাগ্নিজ্বরসংযুক্তঃ পঞ্চাশদ্বর্ষকং তথা।
সুবর্ণানাং শতপলং দত্ত্বা শুদ্ধির্ভবেৎ ধ্রুবং। ৯১ ॥

ব্রজরাজ! মিথ্যাসাক্ষ্যদাতা, কৃতঘ্ন, অতিকৃতঘ্ন, বিশ্বাসঘাতক, মিত্রঘ্ন, ব্রহ্মস্বাপহারী, শূদ্রের শ্রাদ্ধান্নভোজী, শূদ্রের শবদাহকারী, শূদ্রের সূপকার, বৃষবাহক, দৌত্য কার্য্যকারক ও দেবল ইহারাও অতি-পাতকী বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। দেহান্তে ইহাদিগকে সহস্রবর্ষ কুম্ভীপাক নামক নরকে বাস করিতে হয়। ৮৬। ৮৭। ৮৮ ॥

এই সমস্ত পাতকীর অন্যতম ব্যক্তি সেই ঘোর নরকে দিবানিশি তপ্ত-তৈলে সন্তপ্ত ব্যাধিত ও সর্পাকার জন্তুগণ কর্ত্তৃক দষ্ট হইয়া দুর্ব্বিষহ যাতনা ভোগ করে। ৮৯ ॥

এই নরক ভোগাবসানে সে কোটিজন্ম গৃধ্র, শতজন্ম শূকর, শতজন্ম শ্বাপদরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া রোগগ্রস্ত শূদ্ররূপে সমুৎপন্ন হয়। ৯০ ॥

এই জন্মে সে অগ্নিমান্দ্যযুক্ত ও জ্বররোগাক্রান্ত হইয়া পঞ্চাশৎবর্ষ অবস্থান করে, এই কালে শতপল সুবর্ণ দান করিলে সে নিশ্চয় শুদ্ধি লাভ করিতে পারে। ৯১ ॥

চতুর্ব্বর্ণো বস্ত্রহারী গব্যহারী চ মানবঃ।
রৌপ্যমুক্তাপহারী চ শূদ্রদ্রব্যাপহারকঃ। ৯২ ॥
বর্ষাণাঞ্চ সহস্রঞ্চ বকজাতির্ভবেৎ ধ্রুবং।
মূত্রকুণ্ডঞ্চ সংভুক্ত্বা বর্ষাণাং শতকং তথা। ৯৩ ॥
ততো ভবেৎ শূদ্রজাতির্ব্বর্ষাণাং শতকং ব্রজ।
কুষ্ঠব্যাধিসমাযুক্তো গলিতশ্চৈব পাতকী। ৯৪ ॥
ততো ভবেৎ ব্রাহ্মণশ্চাপ্যধিকাঃ গোপিজন্মনি।
পুনর্জ্জন্ম দ্বিজো ভূত্বা মুচ্যতে বিপ্রভোজনাৎ। ৯৫ ॥
গন্ধদ্রব্যাপহারী চ পশুযোনির্ভবেৎ ধ্রুবং।
যস্যাণ্ডকোষো গন্ধাক্তঃ কস্তূরী যস্য নাম চ।
সপ্তজন্ম মৃগো ভূত্বা ততো ভবতি গন্ধকঃ। ৯৬ ॥
জন্মৈকঞ্চ ততঃ শূদ্রো গলৎকুষ্ঠী চ জন্মনি।
ততো রোগাবশেষেণ সংযুতো ব্রাহ্মণঃ কৃশঃ।
স্বর্ণঃ ষট্পলদানেন মুচ্যতে নাত্রসংশয়ঃ। ৯৭ ॥

বর্ণ চতুষ্টয়ের মধ্যে যে ব্যক্তি বস্ত্র, গব্য, রৌপ্য, মুক্তা বা শূদ্রদ্রব্য অপহরণ করে, সহস্রবর্ষ বকজাতির মধ্যে নিশ্চয় তাহাকে জন্ম গ্রহণ করিতে হয়, আর সেই পাতকী শতবর্ষ মূত্রকুণ্ড নামক নরকে বাস করিয়া থাকে। ৯২। ৯৩ ॥

ব্রজরাজ! তৎপরে সেই পাতকী শতবর্ষ গলিত কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত শূদ্রজাতি রূপে সঞ্জাত হইয়া যাতনা ভোগ করে, পরে সে অধিকাঙ্গ ব্রাহ্মণ রূপে সমুৎপন্ন হয়, পরজন্মে আবার সে বিপ্রকুলে জন্ম গ্রহণ পূর্ব্বক ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া শুদ্ধিলাভ করিতে পারে। ৯৪। ৯৫ ॥

যে ব্যক্তি গন্ধদ্রব্য হরণ করে, তাহার পশুযোনিতে নিশ্চয় জন্ম হয়। যে সকল মৃগের অণ্ডকোষ গন্ধাক্ত, তাহাকে কস্তূরী মৃগ কহে, সেই গন্ধাপহারী পাতকী সপ্ত জন্ম সেই কস্তূরী মৃগরূপে জন্ম গ্রহণ করিয়া গন্ধক নামক পশুরূপে সমুৎপন্ন হয়। ৯৬ ॥

ধান্যাপহারী দুঃখী চ কৃপণঃ সপ্তজন্মসু।
বিট্‌কুণ্ডঞ্চ বর্ষশতং সংপ্রাপ্য মুচ্যতে ভিয়া। ৯৮॥
স্বর্ণাপহারী কুষ্ঠী চ মানবঃ পতিতো ভবেৎ।
স্বর্ণদানপ্রতিগ্রাহী বিট্‌কুণ্ডঞ্চ প্রযাতি চ। ৯৯॥
ততো বর্ষ শতং ভুক্ত্বা পুরীষঞ্চ দিবানিশং।
ততো ব্যাধী ভবেৎ শূদ্রো রক্তদোষেণ সংযুতঃ। ১০০॥
তজ্জন্ম পাতকং ভুক্ত্বা ব্রাহ্মণশ্চ পুনর্ভবেৎ।
ব্যাধিশেষাবভুক্তশ্চ মুচ্যতে স্বর্ণদানতঃ। ১০১॥
অগম্যানাঞ্চ গামী চ পূর্ব্বোক্ত রৌরবং ব্রজেৎ।
কুম্ভীপাকং মহাঘোরং বর্ষাণাঞ্চাপ্যসংখ্যকং। ১০২॥
ততো ভবেৎ পুংশ্চলীনাং যোনিনাঞ্চ ক্রিমিস্তথা।
বর্ষাণাঞ্চ সহস্রঞ্চ বিট্‌ ক্রিমির্লক্ষবর্ষকং। ১০৩॥

তৎপরে সে এক জন্ম শূদ্র, একজন্ম, গলৎকুষ্ঠি হয়, পরে রোগাবশেষে কৃশ ব্রাহ্মণ রূপে জন্মগ্রহণ করে। এই জন্মে ষট্‌পল স্বর্ণদানে তাহার পাপ মোচন হইয়া থাকে। ৯৭॥

যে ব্যক্তি ধান্য হরণ করে, সপ্ত জন্ম দুঃখী ও কৃপণ হইয়া সে সমুৎপন্ন হয়, এই পাতকী শতবর্ষ বিট্‌কুণ্ড নামক নরক ভোগ করিয়া শঙ্কট হইতে বিমুক্ত হয়। ৯৮॥

স্বর্ণাপহারী মানব পতিত কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত হয় এবং স্বর্ণদানপ্রতিগ্রাহী ব্যক্তি বিট্‌কুণ্ড নামক নরকে গমন করে। ৯৯॥

তৎকালে সেই পাতকী শতবর্ষ সেই নরকে দিবা রাত্রি পুরীষ ভোজন করিয়া রক্তদোষযুক্ত ব্যাধিত শূদ্ররূপে সমুৎপন্ন হয়। ১০০॥

পরে সে সেই জন্মের পাপভোগ করিয়া পুনরায় ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক ব্যাধি শেষ ভোগাবসানে স্বর্ণদানে মুক্তি লাভ করে। ১০১॥

অগম্যাগামী নরাধম লক্ষবর্ষ পূর্ব্বোক্ত রৌরব নামক নরকে বাস করিয়া অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করে। ১০২॥

পশুযোনির্ভবেত্তস্মাত্তস্মাচ্চ ক্ষুদ্রজন্তবঃ।
ততো ভবেম্লেচ্ছজাতিস্ততঃ শূদ্রোঽধমস্তথা। ১০৪ ॥
ততো ভবতি বিপ্রশ্চ ব্যাধিযুক্তো নপুংসকঃ।
পুনশ্চ ব্রাহ্মণো ভূত্বা তীর্থপর্য্যটনেন চ। ১০৫ ॥
ক্রমেণ শুদ্ধো ভবতি বংশহীনশ্চ পাতকাৎ।
ভোজয়িত্বা বিপ্রলক্ষং পুত্রঞ্চ লভতে শুচিঃ। ১০৬ ॥
মানবঃ ক্রোধযুক্তশ্চ গর্দ্দভঃ সপ্তজন্মসু।
মানবঃ কলহাবিষ্টঃ সপ্তজন্মসু বায়সঃ। ১০৭ ॥
শালগ্রামপ্রতিগ্রাহী কালসূত্রং ভবেৎ ধ্রুবং।
বর্ষাণাং শতকঞ্চৈব খঞ্জ কীটো ভবেত্ততঃ। ১০৮ ॥
লৌহচৌরশ্চ নির্ব্বংশো মসিচৌরশ্চ কোকিলঃ।
শুকোপাঞ্জনচৌরশ্চ মিষ্টচৌরঃ কৃমির্ভবেৎ।

অতঃপর সহস্র বর্ষ তাহাকে পুংশ্চলীগণের যোনিকীট ও লক্ষ বর্ষ বিষ্ঠার কৃমিরূপে জন্ম গ্রহণ করিতে হয়। ১০৩ ॥

তৎপরে সে পশু জাতি ও পশুজাতি হইতে ক্ষুদ্র জন্তু রূপে জন্ম গ্রহণ করে, পরে ম্লেচ্ছজাতি ও ম্লেচ্ছজাতি হইতে অধম শূদ্রজাতিরূপে তাহার জন্ম হয়। ১০৪ ॥

এই জন্মের পর ব্যাধিযুক্ত নপুংসক ব্রাহ্মণরূপে সে জন্ম গ্রহণ করে, পরে বিপ্র কুলে সমুৎপন্ন হইয়া স্বীয় পাপে বংশহীন হয়। এই জন্মে তীর্থ পর্য্যটনাদি দ্বারা ক্রমে সে শুদ্ধি লাভ করে এবং লক্ষ ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া পবিত্রতা লাভ পূর্ব্বক পুত্র লাভে সক্ষম হইয়া থাকে। ১০৫। ১০৬ ॥

ক্রোধযুক্ত মানব সপ্ত জন্ম গর্দ্দভ ও কলহাবিষ্ট মনুষ্য সপ্ত জন্ম কাক-জন্ম গ্রহণ করে। ১০৭ ॥

শালগ্রামশীলা প্রতিগ্রাহী ব্যক্তি শত বর্ষ কালসূত্র নামক নরকে বাস করে, তৎপরে সে খঞ্জকীট রূপে সমুৎপন্ন হয়। ১০৮ ॥

বিপ্রদ্বেষী গুরুদ্বেষী শিরসাঞ্চ কৃমির্ভবেৎ। ১০৯ ॥
পুংশ্চলী কামিনী তাত ভুক্তা চ রৌরবং চিরং।
ততো বৃথা কৃমিশ্চৈব বর্ষাণাং শতকং তথা। ১১০ ॥
ততোপি বিধবা চৈব বন্ধ্যা চ সপ্তজন্মসু।
অস্পৃশ্য জাতিহীনা চ ছিন্ননাসা ভবেৎ ক্রমাৎ। ১১১ ॥
রক্তদ্রব্যাপহারী চ রক্তদোষান্বিতো ভবেৎ।
আচারহীনো যবনঃ খঞ্জো হীনশ্চ হিংসক। ১১২ ॥
অদীক্ষিতো বঙ্কুরশ্চ দুষ্টদর্শী চ কানকঃ।
অহঙ্কারী বর্ণহীনো বধিরো দেবনিন্দকঃ। ১১৩ ॥
বাক্যহর্ত্তা চ মূকশ্চ হিংসকঃ কেশহীনকঃ।
মিথ্যাবাদী শ্মশ্রুহীনো দুর্বাক্ চ দন্তহীনকঃ। ১১৪ ॥
জিহ্বাহীনঃ সত্যহারী দুষ্টোপ্যঙ্গুলহীনকঃ।

লৌহ চোর ব্যক্তি নির্ব্বংশ, মসি চোর ব্যক্তি কোকিল, কজ্জল চোর ব্যক্তি মূক ও মিষ্টান্ন চোর ব্যক্তি কৃমি হইয়া জন্ম গ্রহণ করে এবং বিপ্রদ্বেষী ও গুরুদ্বেষী ব্যক্তিকে মস্তকের কীটরূপে জন্ম গ্রহণ করিতে হয়। ১০৯ ॥

পুংশ্চলী নারী দেহান্তে দীর্ঘকাল রৌরব নরক ভোগ করিয়া শত বর্ষ বৃথা কৃমি রূপে জন্ম গ্রহণ করে। ১১০ ॥

তৎপরে সে যথাক্রমে সপ্তজন্ম বিধবা বন্ধ্যা, অস্পৃশ্য হীনজাতীয়া স্ত্রী ও ছিন্ননাসা হইয়া থাকে। ১১১ ॥

রক্তদ্রব্যাপহারী ব্যক্তি, রক্তদোষ সমন্বিত আচারহীন ব্যক্তি যবন ও হিংসক ব্যক্তি হীনজাতীয় ও খঞ্জরূপে সমুৎপন্ন হয়। ১১২ ॥

অদীক্ষিত ব্যক্তি বঙ্কুর, দুষ্টদর্শক ব্যক্তি কাণ, অহঙ্কারী অন্ত্যজ ও দেব নিন্দক বধির হইয়া থাকে। ১১৩ ॥

বাক্যহর্ত্তা মূক, হিংসক কেশহীন, মিথ্যাবাদী শ্মশ্রুহীন ও দুর্ম্মুখ ব্যক্তি দন্তহীন হইয়া জন্ম গ্রহণ করে। ১১৪ ॥

গ্রন্থাপহারী মূর্খশ্চ ব্যাধিযুক্তো ভবেৎ ধ্রুবং। ১১৫ ॥
অশ্বগ্রাহী চ তচ্চৌরো লালাস্যূরং ব্রজেদিতি।
বর্ষাণাঞ্চ শতং স্থিত্বা ঘোটকশ্চ ভবেৎ ধ্রুবং। ১১৬ ॥
গজচৌরো গজগ্রাহী বিট্‌কুণ্ডে চ সহস্রকং।
স্থিত্বা বর্ষং ভবেদ্ধস্তী তৎ পশ্চাৎ বৃষলী ভবেৎ। ১১৭ ॥
অযজ্ঞে ছাগ হন্তা চ ছাগচৌরঃ প্রতিগ্রহী।
পূযকুণ্ডে বর্ষ শতং স্থিত্বা ছাগলতাং ব্রজেৎ। ১১৮ ॥
ছাগশ্চ বর্ষপর্য্যন্তং তদা ভবতি মানবঃ।
শত্রুগ্রস্তেন ছিন্নশ্চ তদা মুক্তো ভবেৎ দ্বিজঃ। ১১৯ ॥
দত্তাপহারী বাগ্দানং কৃত্বাপহরতে পুনঃ।
স ভবেম্লেচ্ছযোনৌ চ ভুক্ত্বা চ নরকং চিরং। ১২০ ॥

সত্যভঙ্গকারী ব্যক্তি জন্মান্তরে জিহ্বাহীন, ধূর্ত ব্যক্তি অঙ্গুলিহীন, এবং গ্রন্থাপহারী ব্যক্তি মূর্খ ও ব্যাধিযুক্ত হয় সন্দেহ নাই। ১১৫ ॥

যে ব্যক্তি বলপূর্ব্বক অশ্ব গ্রহণ বা অশ্ব চুরি করে, সে শতবর্ষ লালাস্যূর নামক নরক ভোগ করিয়া নিশ্চয় ঘোটক রূপে জন্ম গ্রহণ করে। ১১৬॥

যে ব্যক্তি বলপূর্ব্বক হস্তী গ্রহণ বা হস্তী চুরি করে, সে সহস্রবর্ষ বিট্‌কুণ্ড নামক নরকে বাস করিয়া হস্তীরূপে উৎপন্ন হয়, পরে সে শূদ্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। ১১৭ ॥

যে ব্যক্তি যজ্ঞ ব্যতীত ছাগবধ করে কিম্বা ছাগপশু চুরি করে, তাহাকে শতবর্ষ পূযকুণ্ড নামক নরকবাসের পর ছাগল রূপে সঞ্জাত হইতে হয়। ১১৮ ॥

তৎপরে সে একবর্ষ ছাগ রূপে স্থিতি করিয়া মানবদেহ লাভ করে, পরে সে শত্রু কর্ত্তৃক ছিন্ন হইয়া দ্বিজদেহ প্রাপ্ত হয়। ১১৯ ॥

যে ব্যক্তি বাগ্দান করিয়া পুনর্ব্বার তাহা হরণ করে বা যে ব্যক্তি দত্তবস্তু পুনরায় আত্মসাৎ করে, সে দীর্ঘকাল নরক ভোগ করিয়া ম্লেচ্ছযোনিতে জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকে। ১২০ ॥

একাকী মিষ্টমশ্নাতি কালসূত্রং ব্রজেৎ ধ্রুবং ।
তত্র বর্ষশতং স্থিত্বা প্রেতো বর্ষসহস্রকং । ১২১ ॥
তদা ভবতি জন্মৈকং মক্ষিকা চ পিপীলিকা ।
জন্মৈকং ভ্রমরশ্চৈব জন্মৈকং মধুমক্ষিকা । ১২২ ॥
জন্মৈকং মৎকুণশ্চৈব জন্মৈকং দংশএব চ ।
জন্মৈকং মশকশ্চৈব জন্মৈকং পুত্তিকং স্মৃতং । ১২৩ ॥
জন্মৈকং তল্পকীটশ্চ তদা শূদ্রো ভবেৎ ধ্রুবং ।
অসদ্বুদ্ধির্ব্যাধিযুক্তস্তদা মুক্তো ভবেৎ দ্বিজ । ১২৪ ॥
তৈলচৌরস্তৈলকীটো মূর্দ্ধ্নি কীটস্ত্রিজন্মকং ।
তদা ভবেৎ স্বর্ণকারো জন্মৈকং দুষ্টমানসঃ । ১২৫ ॥
বিপ্রৈকলিপিকর্ত্তা চ ভক্ষ্যাদাতুর্দ্ধনং হরেৎ ।
তমঃ কুণ্ডে বর্ষ শতং স্থিত্বা স্বর্ণবণিক্ ভবেৎ ।
জন্মৈকঞ্চ দুরাচারো জন্মৈকং করুণো ভবেৎ । ১২৬ ॥

যে ব্যক্তি একাকী মিষ্ট দ্রব্য ভোজন করে, সে নিশ্চয় শতবর্ষ কালসূত্র নামক নরকে যাতনা ভোগ করিয়া সহস্রবর্ষ যাতনাময় প্রেতদেহ প্রাপ্ত হইয়া ক্লেশ ভোগ করে । ১২১ ॥

তৎপরে তাহাকে একজন্ম মক্ষিকা, এক জন্ম পিপীলিকা, এক জন্ম ভ্রমর ও একজন্ম মধুমক্ষিকা রূপে উৎপন্ন হইতে হয় । ১২২ ॥

পরে সে এক জন্ম মৎকুণ, একজন্ম দংশ, একজন্ম মশক ও পুত্তিক কীট রূপে অবস্থান করে । ১২৩ ।

ইহার পর সেই পাতকী একজন্ম শয্যার কীট হইয়া অসদ্বুদ্ধি ব্যাধিযুক্ত শূদ্ররূপে সমুৎপন্ন হয় । পরে পাপমুক্ত হইয়া বিপ্রকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকে । ১২৪ ॥

তৈলচোর ব্যক্তি দেহান্তে জন্মত্রয় তৈলকীট ও জন্মত্রয় মস্তকের কীটরূপে জন্ম গ্রহণ করে, তৎপরে একজন্ম দুষ্টচিত্ত স্বর্ণকার রূপে তাহার উদ্ভব হয় । ১২৫ ॥

কায়স্থেনোদরস্থেন মাতুর্মাংসং ন খাদিতং।
তত্র নাস্তি কৃপা তস্য দন্তাভাবেন কেবলং। ১২৭ ॥
স্বর্ণকারঃ স্বর্ণবণিক কায়স্থশ্চ ব্রজেশ্বর।
নরেষু মধ্যে তে ধূর্ত্তা কৃপাহীনা মহীতলে। ১২৮ ॥
হৃদয়ং ক্ষুরধারাভং তেষাঞ্চ নাস্তি সাদরং।
শতেষু সজ্জনঃ সোপি কায়স্থো নেতরৌ চ তৌ। ১২৯ ॥
সুবুদ্ধিঃ শিবযুক্তশ্চ শাস্ত্রজ্ঞো ধর্ম্মমানসঃ।
ন বিশ্বাসস্তেষু কুতঃ স্বাত্মকল্যাণহেতবে। ১৩০ ॥
সীমাপহারী দুষ্টশ্চ ভূমিচৌরশ্চ হিংসকঃ।
ভূমিদানাপহারী চ কালসূত্রং ব্রজেৎ ধ্রুবং। ১৩১ ॥

বিপ্রজাতির মধ্যে যে ব্যক্তি কেবল লিপিকার্য্য দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে এবং যে ব্যক্তি অন্নদাতার ধন হরণ করে, সে শত বর্ষ তমঃকুণ্ড নামক নরকে বাস করিয়া সুবর্ণবণিক রূপে জন্ম গ্রহণ করে, তৎপরে সেই ব্যক্তি একজন্ম দুরাচার মনুষ্য, ও একজন্ম করুণ কায়স্থরূপে সমুৎপন্ন হয়। ১২৬ ॥

কায়স্থ জাতি অতি নির্দ্দয়, গর্ব্ভবাস কালে কেবল দন্ত না থাকাতে ঐ জাতি জননীর মাংস ভোজন করে না। ১২৭ ॥

ব্রজেশ্বর! মনুষ্যের মধ্যে স্বর্ণকার স্বর্ণবণিক ও কায়স্থ জাতির তুল্য ধূর্ত্ত ও দয়াহীন পৃথিবীতে আর নাই। ১২৮ ॥

তাহাদিগের হৃদয় ক্ষুরধার সদৃশ। তাহারা সমাদরের যোগ্য হইতে পারে না, কায়স্থ জাতির শত ব্যক্তির মধ্যে একজন সাধু হইতে পারে, কিন্তু উক্ত অপর দুই জাতির মধ্যে কেহই সজ্জন হইতে পারে না। ১২৯ ॥

যে সকল মানব সুবুদ্ধি শাস্ত্রজ্ঞ ও সর্ব্বজনহিতৈষী তাহারাই বিশ্বাস পায়। সুতরাং আত্মমঙ্গলকারণে তাহাদিগকেই বিশ্বাস করা কর্ত্তব্য।১৩০॥

সীমাপহারী দুষ্ট ভূমিচোর হিংসক ও ভূমিদানাপহারী নরাধম দেহান্তে কালসূত্র নামক নরকে গমন করে সন্দেহ নাই। ১৩১ ॥

ষষ্ঠিং বর্ষসহস্রাণি ক্ষুৎপিপাসার্দ্দিতঃ স্থিতঃ।
ততোপি তানি বর্ষাণি বিষ্ঠায়াং জায়তে কৃমিঃ। ১৩২ ॥
ততো ভবেদসৎ শূদ্রো জন্মৈকঞ্চ ততঃ শুচিঃ।
তস্মাৎ জ্ঞানৈঃ সাবধানো ভবেৎ প্রাজ্ঞশ্চ যত্নতঃ। ১৩৩ ॥
রক্তবস্ত্রাপহারী চ জন্মৈকং রক্তকীটকঃ।
পীতবস্ত্রাপহারী চ জন্মৈকং পীতকীটকঃ।
ততঃ শূদ্রশ্চ জন্মৈকং ততো বিপ্রো ভবেচ্ছুচিঃ। ১৩৪ ॥
ত্রিসন্ধ্যাহীনো বিপ্রশ্চ প্রাতঃস্নায়ী ন যো নরঃ।
সন্ধ্যাশায়ী দিবাশায়ী যজ্ঞসূত্রাপহারকঃ। ১৩৫ ॥
অশুদ্ধসন্ধ্যাকারী চ বেদবেদাঙ্গনিন্দকঃ।
তন্নিরুদ্ধঃ স্বর্গমার্গে ত্রিজন্মপতিতো দ্বিজঃ। ১৩৬ ॥
যঃ শূদ্রো ব্রাহ্মণীগামী কুম্ভীপাকং ব্রজেৎ ধ্রুবং।
বর্ষাণাঞ্চ ত্রিলক্ষঞ্চ মুচ্যতে তত্র পীড়িতঃ। ১৩৭ ॥

তথায় সেই পাতকী ষষ্টি সহস্র বর্ষ ক্ষুৎপিপাসায় পীড়িত হইয়া যাতনা ভোগ করে, পরে তৎপরিমিত বর্ষ তাহাদিগকে বিষ্ঠার কৃমিরূপে জন্ম গ্রহণ করিতে হয়। ১৩২ ॥

তৎপরে সেই ব্যক্তি একজন্ম অসৎশূদ্র হইয়া পশ্চাৎ শুদ্ধি লাভ করে। অতএব প্রাজ্ঞ ব্যক্তি যত্ন সহকারে দান করিয়া সতত তদ্বিষয়ে সাবধান হইবেন। ১৩৩ ॥

রক্তবস্ত্রাপহারী ব্যক্তিকে এক জন্ম রক্তকীট ও পীতবস্ত্রাপহারী ব্যক্তিকে একজন্ম পীতবর্ণ কীটরূপে সমুৎপন্ন হইতে হয়। পরে সে এক জন্ম শূদ্র হইয়া শুদ্ধি লাভ পূর্ব্বক বিপ্রকুলে জন্ম গ্রহণ করে। ১৩৪ ॥

যে বিপ্র ত্রিসন্ধ্যা বর্জ্জিত প্রাতঃস্নানে পরাংমুখ, সন্ধ্যাশায়ী, দিবাশায়ী, যজ্ঞসূত্রাপহারক অশুদ্ধসন্ধ্যাকারী বা বেদবেদাঙ্গ নিন্দক হয়, তাহার স্বর্গপথ রুদ্ধ থাকে, সুতরাং জন্মত্রয় সে পতিত দ্বিজ রূপে ইহলোকে অবস্থান করে। ১৩৫। ১৩৬।

দিবানিশং প্রদগ্ধশ্চ তপ্ততৈলে চ দারুণে।
ততো ভবেদ্‌যোনিকীটঃ পুংশ্চলীনাঞ্চ পাতকী।
ষষ্টিবর্ষসহস্রাণি চাহারং তস্য তন্মলং। ১৩৮ ॥
ততো ভবতি চাণ্ডালো জন্মলক্ষং ক্রমেণ চ।
ততঃ শূদ্রো গলৎকুষ্ঠী জন্মৈকঞ্চ ততঃ শুচিঃ।
সোপি বিপ্রো ব্যাধিশেষাত্তীর্থপর্য্যটনাচ্ছুচিঃ। ১৩৯ ॥
অসৎশূদ্রশ্চ ভবতি সো স্থানে সুরপূজিতে।
দত্ত্বা দেবায় নৈবেদ্যমপবিত্রঞ্চ মানবঃ। ১৪০ ॥
সকেশং পার্থিবং লিঙ্গং সংপূজ্য যবনো ভবেৎ।
সাকারেণ ভবেদ্দগ্ধঃ কুৎসিতেন চ কুৎসিতং। ১৪১ ॥
অঙ্গহীনো দরিদ্রশ্চ ব্যাধিযুক্তশ্চ মানবঃ।
অশ্রদ্ধয়া চ নির্ম্মাণৈর্নির্ম্মাণসদৃশং ফলং। ১৩২ ॥

যে শূদ্র ব্রাহ্মণীতে গমন করে, তাহাকে ত্রিলক্ষবর্ষ কুম্ভীপাক নরকে পতিত হইয়া নিদারুণ যাতনা ভোগ করিতে হয় সন্দেহ নাই। ১৩৭ ॥

তথায় সে দিবানিশি দারুণ তপ্ততৈলে প্রদগ্ধ হয়, পরে সেই পাতকী ষষ্টিসহস্রবর্ষ পুংশ্চলীগণের যোনিকীট রূপে জন্ম গ্রহণ করিয়া যোনিমল মাত্র ভোজন করিয়া থাকে। ১৩৮ ॥

পরে সে পর্য্যায়ক্রমে লক্ষজন্ম চণ্ডাল হইয়া এক জন্ম গলৎকুষ্ঠী শূদ্র-রূপে সমুৎপন্ন হয়, পরে সে বিপ্রকুলে জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক ব্যাধিশেষ নিবন্ধন তীর্থ পর্য্যটনে শুদ্ধিলাভ করে। ১৩৯ ॥

যে মানব দেবোদ্দেশে অপবিত্র নৈবেদ্য প্রদান করে, সে সুরপূজিত স্থানে অসৎ শূদ্ররূপে সমুৎপন্ন হয়। ১৪০ ॥

কেশযুক্ত পার্থিব শিবলিঙ্গ পূজা করিলে মানব যবনকুলে জন্মগ্রহণ করে আকারযুক্ত শিবলিঙ্গ পূজনে মনুষ্য দগ্ধ ও কুৎসিত শিবলিঙ্গ পূজনে মনুষ্য কুৎসিত হইয়া থাকে। ১৪১ ॥

মৃদ্ভস্ম গো সকৃৎ পিণ্ডৈস্তথা বালুকয়াপি বা।
কৃত্বা লিঙ্গং সকৃৎ পূজ্য বসেৎ কল্পাযুতং ভুবি।
ততো ভবতি বিপ্রশ্চ মহাপ্রাজ্ঞশ্চ ভূমিবান্। ১৪৩॥
রাজা ভবেদ্ভারতে চ লিঙ্গানাং শতপূজনাৎ।
সহস্রপূজনাৎ সোঽপি লভতে নিশ্চিতং ফলং। ১৪৪॥
স্থিত্বা চ সুচিরং স্বর্গে রাজেন্দ্রো ভারতে ভবেৎ। ১৪৫॥
অযুতে চ তদীশশ্চ লক্ষে চ পৃথিবীশ্বরঃ।
পূজনে চাতিভক্ত্যা চাপ্যতিরিক্তং ফলং লভেৎ। ১৪৬॥
তীর্থস্নানেন দানেন বিপ্রাণাং ভোজনেন চ।
নারায়ণার্চ্চয়া চৈব বিপ্রজাতিশ্চ কর্ম্মণা। ১৪৭॥
অতিরিক্তেন তপসা পণ্ডিতো ব্রাহ্মণো ভবেৎ।
পণ্ডিতো ব্রাহ্মণশ্চৈব বৈষ্ণবশ্চ জিতেন্দ্রিয়ঃ।

অশ্রদ্ধা সহকারে শিবলিঙ্গ নির্ম্মাণ করিয়া পূজা করিলে মনুষ্য অঙ্গহীন দরিদ্র ও ব্যাধিযুক্ত হইয়া তদনুরূপ ফল ভোগ করে। ১৪২॥

যে মানব মৃত্তিকা ভস্ম গোময় পিণ্ড ও বালুকা দ্বারা শিবলিঙ্গ নির্ম্মাণ করিয়া পূজা করে সে অযুত কল্প ইহলোকে অবাধে বাস করে, পরে ভূসম্পত্তিশালী মহা প্রাজ্ঞ বিপ্ররূপে তাহার জন্ম হয়। ১৪৩॥

শত শিবলিঙ্গ পূজা করিলে মানব রাজা হয়, এবং সহস্র শিবলিঙ্গ পূজনে মনুষ্য নিশ্চয় তৎসম সমধিক ফল লাভ করে। ১৪৪॥

সহস্র শিবলিঙ্গ পূজনে মনুষ্য সুদীর্ঘকাল স্বর্গভোগ করিয়া ভারতে রাজ্যেশ্বর হয়, অযুত শিবলিঙ্গ পূজনে মনুষ্য সেই রাজ্যেশ্বরের প্রভুত্ব লাভ করে এবং লক্ষ শিবলিঙ্গ পূজনে মানব পৃথিবীর অধীশ্বর হয়। এইরূপ নিয়মানুসারে নিরতিশয় ভক্তিযোগে শিবলিঙ্গ পূজা করিলে মনুষ্যের অতিরিক্ত ফল লাভ হইয়া থাকে। ১৪৫। ১৪৬॥

তীর্থস্নান দান ব্রাহ্মণ ভোজন ও নারায়ণের অর্চ্চনা এই শুভ কর্ম্ম দ্বারা মনুষ্য বিপ্রকুলে জন্ম গ্রহণ করে। ১৪৭॥

অনেকজন্মপুণ্যেন জায়তে ভারতে ভুবি। ১৪৮ ॥

তস্যাঙ্ঘ্রি স্পর্শনেনৈব সদ্যঃ পূতা বসুন্ধরা।

তীর্থী কুর্ব্বন্তি তীর্থানি জীবন্মুক্তাশ্চ বৈষ্ণবাঃ।

স্বপুংসাঞ্চ সহস্রঞ্চ পুনাতীতি শ্রুতৌ শ্রুতং। ১৪৯ ॥

পাপেন বৈদ্যজন্মৈকং দুশ্চিকিৎসোপি ব্রাহ্মণঃ।

দুশ্চিকিৎস তথা বৈদ্যো ব্যালগ্রাহী ত্রিজন্মসু। ১৫০ ॥

অতি ক্রূরো দুরাচারো দ্বেষ্টাবসুরবিপ্রয়োঃ।

স ভবেৎ কুটিল ব্যালো বর্ষাণাঞ্চ সহস্রকং। ১৫১ ॥

পুংশ্চলী লম্পটানাঞ্চ দূতী যা কামুকী ব্রজ।

কালসূত্রে বর্ষশতং স্থিত্বা চ গোধিকা ভবেৎ। ১৫২ ॥

জন্মৈকং গোধিকা ভূত্বা হরিণাঞ্চ ত্রিজন্মসু।

জন্মৈকং মহিষশ্চৈব জন্মৈকং ভল্লুকো ভবেৎ।

জন্মৈকং গণ্ডকশ্চৈব শৃগালাঞ্চ ত্রিজন্মসু। ১৫৩।

তদতিরিক্ত তপস্যায় মনুষ্য পণ্ডিত ব্রাহ্মণরূপে সমুৎপন্ন হয়, আবার অনেক জন্মের তপস্যায় সেই জ্ঞানবান্ ব্রাহ্মণ হইতে ভারতে জিতেন্দ্রিয় বৈষ্ণবরূপে মানবের জন্ম হইয়া থাকে। ১৪৮ ॥

বৈষ্ণবগণ জীবন্মুক্ত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছেন, তাহাদিগের চরণ-স্পর্শে বসুন্ধরা সদ্যঃ পূতা হন এবং তীর্থ সমুদায়েরও পবিত্রতা লাভ হয় এবং তাঁহার সহস্র পুরুষ পবিত্র হইয়া থাকে। ১৪৯ ॥

ব্রাহ্মণ পাপাচরণনিরত হইলে একজন্ম দুশ্চিকিৎস্য বৈদ্যরূপে জন্ম গ্রহণ করে এবং সেই দুশ্চিকিৎস্য বৈদ্যও পাপাচার নিবন্ধন জন্মত্রয় ব্যাল রূপে সমুৎপন্ন হয়। ১৫০ ॥

অতিক্রূর দেবব্রাহ্মণ দ্বেষ্টা দুরাচার ব্যক্তি সহস্র বর্ষ কুটিল ব্যালরূপে জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকে। ১৫১ ॥

ব্রজেশ্বর! যে কামুকী নারী পুংশ্চলী ও লম্পটগণের দূতী হয় সে গোধিকা রূপে জন্ম গ্রহণ করে। ১৫২ ॥

পরকীয়তড়াগঞ্চ লুপ্ত্বা শস্যং দদাতি চ।
স ভবেন্নক্রজাতিশ্চ কচ্ছপশ্চ ত্রিজন্মসু। ১৫৪॥
মীনমাংসং চ যো ভুংক্তে মৎস্যলুব্ধশ্চ ব্রাহ্মণঃ।
ভুংক্তে মাংসমদত্তঞ্চ স মীনশ্চ মৃগো ভবেৎ। ১৫৫।
বর্ষাণাঞ্চ সহস্রঞ্চ তাত ভুক্ত্বা চ কিল্বিষং।
কর্ম্মভোগাৎ শুচির্ভূত্বা স পুনর্ব্রাহ্মণো ভবেৎ। ১৫৬।
একাদশীবিহীনশ্চ ব্রাহ্মণঃ পতিতো ভবেৎ।
ভক্ষ্যস্য দ্বিগুণং দত্ত্বা তেন পাপেন মুচ্যতে। ১৫৭॥
মম জন্মদিনে চৈব যো ভুংক্তে মানবোঽধমঃ।
ত্রৈলোক্যজনিতং পাপং স ভুংক্তে চ ন সংশয়ঃ।
ভুক্ত্বা চ নরকং সর্ব্বং পশ্চাচ্চাণ্ডালতাং ব্রজেৎ। ১৫৮॥
এবঞ্চ শিবরাত্রৌ চ শ্রীরামনবমীদিনে। ১৫৯॥

তৎপরে সে একজন্ম গোধিকা, ত্রিজন্ম হাবণ, এক জন্ম মহিষ, এক জন্ম ভল্লুক, এক জন্ম গণ্ডক ও তিন জন্ম শৃগালরূপে সমুৎপন্ন হয়। ১৫৩॥

যে ব্যক্তি পরকীয় তড়াগ লোপ করিয়া তাহাতে শস্য বপন করে সে তিন জন্ম কুম্ভীর ও তিন জন্ম কচ্ছপ হইয়া জন্ম গ্রহণ করে। ১৫৪॥

যে মৎস্যলুব্ধ ব্রাহ্মণ অনিবেদিত মৎস্য বা মাংস ভোজন করে জন্মান্তরে তাহাকে মীন ও মৃগ রূপে জন্মগ্রহণ করিতে হয়। ১৫৫॥

তাত! সেই ব্যক্তি সহস্র বর্ষ এইরূপ পাপ ভোগ করিয়া কর্ম্মফল ভোগাবসানে পবিত্রতা লাভ পূর্ব্বক পুনর্ব্বার ব্রাহ্মণ রূপে জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকে। ১৫৬॥

একাদশী ব্রতবিহীন ব্রাহ্মণ পতিত হয় কিন্তু নিজ ভক্ষ্যের দ্বিগুণ, বিপ্রকে দান করিলে পাপ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে। ১৫৭॥

যে নরাধম আমার জন্মবাসরে ভোজন করে সে ত্রৈলোক্য জনিত পাপে লিপ্ত হয়, সেই ব্যক্তি সমস্ত নরক ভোগ করিয়া পশ্চাৎ চণ্ডালত্ব লাভ করে। ১৫৮॥

উপবাসাসমর্থশ্চ হবিষ্যান্নং সমাচরেৎ।
ততোঽশক্তো দুর্ব্বলশ্চ ভোজয়েৎ ব্রাহ্মণান্ পিতঃ। ১৬০॥
কৃত্বা মহোৎসবং পুণ্যং মদীয়ং পাতকাৎ শুচিঃ।
তস্মাদ্ যত্নেন কর্ত্তব্যং নামসংকীর্ত্তনং মম। ১৬১॥
গৃধ্রঃ কোটিসহস্রাণি শতজন্মানি শূকরঃ।
শ্বাপদং সপ্তজন্মানি কুহ্বাঞ্চ নিশিভোজয়েৎ। ১৬২॥
অদীক্ষিতো দ্বিজশ্চৈব শঙ্খচিল্লঃ শুকো ভবেৎ।
অনুদ্বাহো দ্বিজশ্চৈব রাজহংসো ভবেৎ ধ্রুবং। ১৬৩॥
চিত্রবস্ত্রাপহারী চ ময়ূরশ্চ ত্রিজন্মসু।
দরিদ্রো ব্যাধিযুক্তশ্চ বধিরশ্চাপি কুব্জকঃ। ১৬৪॥
স্ত্রীতৈলমৎস্যমাংসাংশ্চ বর্জ্জয়েৎ পঞ্চপর্ব্বসু।
সেবতে যো মহামূঢ়ো বজ্রদংষ্ট্রং ব্রজেৎ ধ্রুবং। ১৬৫॥

যে ব্যক্তি শিবরাত্রিদিনে ও শ্রীরাম নবমী দিনে উপবাসে অসমর্থ তাহার হবিষ্যান্ন ভোজনের বিধি নিরূপিত আছে। ১৫৯॥

পিত! যে ব্যক্তি দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত তাহাতেও অসমর্থ হয় সে মদীয় পুণ্য মহোৎসব সম্পাদন পূর্ব্বক ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া পাপ হইতে মুক্তিলাভ করে। ঐ পুণ্য দিনে যত্নসহকারে মদীয় নাম সংকীর্ত্তন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। ১৬০। ১৬১॥

যে ব্রাহ্মণ অমাবস্যা রাত্রিতে ভোজন করে, সে সহস্র কোটি জন্ম গৃধ্র, শত জন্ম শূকর ও সপ্ত জন্ম শ্বাপদ রূপে সমুৎপন্ন হয়। ১৬২॥

অদীক্ষিত দ্বিজ জন্মান্তরে শঙ্খচিল ও শুক এবং বিবাহ-সংস্কার বর্জ্জিত দ্বিজ, জন্মান্তরে নিশ্চয় রাজহংস হইয়া থাকে। ১৬৩॥

চিত্রবস্ত্রাপহারী ব্যক্তি জন্মত্রয় ময়ূর হয়, পরে যথাক্রমে দরিদ্র ব্যাধি-যুক্ত বধির ও কুব্জ মনুষ্য হইয়া জন্ম গ্রহণ করে। ১৬৪॥

পঞ্চপর্ব্ব দিনে তৈলমক্ষণ মৎস্য মাংস ভোজন ও স্ত্রীসম্ভোগ পরি-

পাতকী দুঃখীতস্তত্র বর্ষাণাঞ্চ সহস্রকং।
ততো ভবতি ম্লেচ্ছশ্চ চাণ্ডালঃ সপ্তজন্মসু। ১৬৬॥
ব্যাধিযুক্তস্ততঃশূদ্রো ব্রাহ্মণশ্চ ততঃ শুচিঃ।
তস্মাদ্ যত্নান্ন ভোক্তব্যং ভারতে ধর্ম্মভীরুণা। ১৬৭॥
ব্রাহ্মণঞ্চ সুরং দৃষ্ট্বা ন নমেদ্ যো নরাধমঃ।
যাবজ্জীবনপর্য্যন্তমশুচির্যবনো ভবেৎ। ১৬৮॥
অভ্যুত্থানং ন কুরুতে দৃষ্ট্বাগতঞ্চ ব্রাহ্মণং।
স ভবেদৃক্ষজাতিশ্চ সপ্তজন্মসু নিশ্চিতং। ১৬৯॥
অবজ্ঞাতা ধনাঢ্যশ্চ চাতকঃ সপ্তজন্মসু।
শিবদ্বেষী কুক্কুরশ্চ দেবলঃ সপ্তজন্মসু। ১৭০॥
পিতৃদেবার্চ্চনং হন্তি বেদোক্তং জ্ঞানদুর্ব্বলঃ।
স যাতি নরকং পাপী বর্ষাণাঞ্চ সহস্রকং। ১৭১॥

ত্যাগ করা কর্ত্তব্য। যে মহামূঢ় ব্যক্তি ঐ সময়ে কার্য্য করে তাহাকে নিশ্চয় বজ্রদংষ্ট্র নামক নরকে গমন করিতে হয়। ১৬৫॥

সেই পাতকী সেই নরকে সহস্র বর্ষ দুঃখ ভোগ করিয়া সপ্তজন্ম ম্লেচ্ছ ও সপ্ত জন্মচণ্ডাল রূপে জন্মগ্রহণ করে। ১৬৬।

তৎপরে যথাক্রমে ব্যাধিযুক্ত মানব ও শূদ্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়া শুদ্ধি-লাভ পূর্ব্বক বিপ্রকুলে সমুৎপন্ন হয়। অতএব ভারতে ধর্ম্মভীরু ব্যক্তি উক্ত দিনে নিষিদ্ধ বস্তু কদাচ ভোজন করিবে না। ১৬৭॥

যে নরাধম ব্রাহ্মণ ও দেবতা দর্শন করিয়া প্রণাম না করে সে যাব-জ্জীবন অশুচি থাকে এবং জন্মান্তরে যবন হয়। ১৬৮॥

যে ব্যক্তি সমাগত ব্রাহ্মণকে দর্শন করিয়া গাত্রোত্থান না করে সে সপ্তজন্ম নিশ্চয় ঋক্ষজাতি হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকে। ১৬৯॥

যাচকের প্রতি অবজ্ঞাকারী ধনাঢ্য ব্যক্তি সপ্ত জন্ম চাতক এবং শিব-দ্বেষ্টা ব্যক্তি সপ্তজন্ম কুক্কুর ও সপ্তজন্ম দেবল ব্রাহ্মণ রূপে জন্ম গ্রহণ করে। ১৭০॥

ব্রজশ্চ রৌরবং ভুংক্ত্বা তীর্থকাকস্ত্রিজন্মসু।
ত্রিজন্মসু শৃগালঃ স তীর্থে ভুংক্তে শবং ব্রজ। ১৭২॥
ত্রিজন্মসু ভবেৎ সোঽপি তীর্থেষু শববৃক্ষকঃ।
শবানাং করমাধত্তে কর্ম্মণা কৃতপাতকী। ১৭৩॥
নিত্যং সুরার্চ্চনং কৃত্বা দাম্ভিকো জ্ঞানদুর্ব্বলঃ।
গুরুঞ্চ নার্চ্চয়েদ্ভক্ত্যা তস্মৈনান্নং দদাতি যঃ। ১৭৪॥
স ভবেদ্দেবলো দুঃখী দেবশাপেন পাতকী।
পূজাফলং ন লভতে দেবদ্রোহী সুদারুণঃ। ১৭৫॥
দীপনির্ব্বাণকর্ত্তা চ খদ্যোতঃ সপ্তজন্মসু।
কুষ্মাণ্ডচ্ছেদিকা নারী শঙ্খচিল্লস্ত্রিজন্মসু। ১৭৬॥
রোগী দরিদ্রঃ কৃপণঃ সপ্তজন্মসু নিশ্চিতং।
ত্রিজন্মনি ভবেদন্ধঃ কেশশ্মশ্রুবিহীনকঃ। ১৭৭॥

যে জ্ঞান দুর্ব্বল ব্যক্তি বেদবিহিত পিতৃপূজা ও দেবার্চ্চনার ব্যাঘাত করে সেই পাপীর সহস্র বর্ষ নরকে বাস হয়। ১৭১॥

ব্রজরাজ! তৎপরে সে রৌরব নরক ভোগ করিয়া তিন জন্ম তীর্থ কাক হয় এবং জন্মত্রয় শৃগাল হইয়া তীর্থে শব ভোজন করে। ১৭২॥

পরে সেই পাতকী স্বকর্ম্মদোষে তীর্থে শব বৃক্ষ হইয়া শবের আকর্ষণ পূর্ব্বক শব ভোজন করিতে প্রবৃত্ত হয়। ১৭৩॥

যে জ্ঞান দুর্ব্বল দাম্ভিক ব্যক্তি নিত্য দেবতার পূজা করিয়া ভক্তি যোগে গুরুর অর্চ্চনা বা গুরুকে অন্ন দান না করে সেই পাতকীকে দেব শাপে দুঃখী দেবল ব্রাহ্মণ রূপে জন্ম গ্রহণ করিতে হয়। সেই সুদারুণ দেবদ্রোহী ব্যক্তি পূজার ফল প্রাপ্ত হইতে পারে না। ১৭৪। ১৭৫॥

দীপনির্ব্বাণকারক পুরুষ সপ্ত জন্ম খদ্যোত ও কুষ্মাণ্ডচ্ছেদিকা নারী সপ্ত জন্ম শঙ্খচিল্ল হইয়া জন্ম গ্রহণ করে। ১৭৬॥

তৎপরে নিশ্চয় তাহাকে সপ্ত জন্ম রোগী ও সপ্ত জন্ম দরিদ্ররূপে জন্ম

উক্তং কৌথুমশাখায়াং সামবেদে সুনিশ্চিতং।
দীপনির্ব্বাপণে দোষঃ কুষ্মাণ্ডছেদনে তথা। ১৭৮ ॥
কুষ্মাণ্ডছেদিকা নারী দীপনির্ব্বাপকঃ পুমান্।
সপ্তজন্ম ভবেদ্রোগী দরিদ্রঃ সপ্তজন্মসু। ১৭৯ ॥
অতীব মৎস্যলুব্ধশ্চাপ্যনিবেদ্যঞ্চ খাদতি।
স ভবেৎ মৎস্যরঙ্গশ্চ মার্জ্জারঃ সপ্ত জন্মসু। ১৮০ ॥
গোণীহর্ত্তা কপোতশ্চ মালাহর্ত্তা বিহঙ্গমঃ।
পটকো ধান্যচৌরশ্চ মাংসচৌরশ্চ কুঞ্জরঃ। ১৮১ ॥
কবিত্বহর্ত্তা বিদুষাং মণ্ডূকঃ সপ্তজন্মসু। ১৮২ ॥
অসৎকবিগ্রামবিপ্রো নকুলঃ সপ্তজন্মসু।
জ্যৈষ্ঠী ভবেচ্চ জন্মৈকং কৃকলাসস্ত্রিজন্মসু। ১৮৩ ॥

গ্রহণ করিতে হয়, পরে সে জন্মদ্বয় অন্ধ ও কেশ শ্মশ্রু বিহীন হইয়া জন্ম লাভ করে। ১৭৭ ॥

পুরুষের দীপ নির্ব্বাণ ও নারীর কুষ্মাণ্ডচ্ছেদন যে দোষাবাবহ সামবেদের কৌথুমশাখায় তাহা নিশ্চিত রূপে নির্দ্দিষ্ট আছে। ১৭৮ ॥

কুষ্মাণ্ডচ্ছেদিকা নারী ও দীপ নির্ব্বাণ কারক পুরুষ সপ্ত জন্ম রোগী ও সপ্ত জন্ম দারিদ্র হইয়া জন্ম গ্রহণ করে। ১৭৯ ॥

যে অতীব মৎসলুব্ধ ব্যক্তি অনিবেদিত মৎস্য ভোজন করে তাহাকে সপ্ত জন্ম মৎস্যরঙ্গপক্ষী ও সপ্ত জন্ম মার্জ্জার রূপে জন্ম গ্রহণ করিতে হয়। ১৮০ ॥

গোনীহর্ত্তা ব্যক্তি সপ্তজন্ম কপোত, মালাপহারক ব্যক্তি সপ্তজন্ম বিহঙ্গম, ধান্যচোর ব্যক্তি সপ্ত জন্ম পটক, মাংস চোর ব্যক্তি সপ্তজন্ম হস্তী ও পণ্ডিতগণের কবিত্ব হর্ত্তা ব্যক্তি সপ্ত জন্ম মণ্ডূক হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকে। ১৮১। ১৮২ ॥

অসৎ কবি ব্যক্তি সপ্ত জন্ম গ্রাম বিপ্র ও সপ্ত জন্ম নকুল হয়, পরে সে এক জন্ম জ্যৈষ্ঠী ও তিন জন্ম কৃকলাস রূপে জন্ম গ্রহণ করে। ১৮৩ ॥

দুর্ব্বাক্ পুমান্ বৃশ্চিকশ্চ করটঃ সপ্তজন্মসু। ১৮৪ ॥
জন্মৈকং ববলশ্চৈব ততো বৃদ্ধো পিপীলিকা।
ততঃ শূদ্রশ্চ বৈশ্যশ্চ ক্ষত্রিয়ো ব্রাহ্মণ স্তথা। ১৮৫ ॥
কন্যাবিক্রয়কারী চ চতুর্ব্বর্ণো হি মানবঃ।
সদ্যঃ প্রযাতি তামিশ্রং যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ। ১৮৬ ॥
ততো ভবতি ব্যাধশ্চ মাংসবিক্রয়কারকঃ।
ততো ব্যাধী ভবেৎ পশ্চাৎ যো যথা পূর্ব্বজন্মসু। ১৮৭ ॥
মহাচক্রী চ কুটিলো ধর্ম্মহীনশ্চ মানবঃ।
জন্মৈকং তৈলকারশ্চ কুম্ভকারস্তথৈব চ। ১৮৮ ॥
মিথ্যাকলঙ্কবক্তা চ দেবব্রাহ্মণনিন্দকঃ।
স ভবেৎ চূর্ণকারশ্চ রজকঃ সপ্তজন্মসু। ১৮৯ ॥

দুর্ম্মুখ ব্যক্তি সপ্ত জন্ম বৃশ্চিক ও সপ্ত জন্ম করট রূপে জন্ম গ্রহণ করে। তৎপরে সে এক জন্ম ববল অর্থাৎ বোলতা ও সপ্ত জন্ম বৃদ্ধ পিপীলিকা রূপে সমুৎপন্ন হয়। ইহার পর সে পর্য্যায়ক্রমে শূদ্র বৈশ্য ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণ রূপে জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকে। ১৮৪। ১৮৫ ॥

ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয় মধ্যে যে ব্যক্তি কন্যা বিক্রয় করে তাহাকে সদ্য তামিশ্র নরকে গমন করিয়া চন্দ্র সূর্য্যের স্থিতি কাল পর্য্যন্ত ঘোর যাতনা ভোগ করিতে হয়। ১৮৬ ॥

তৎপরে সেই ব্যক্তি মাংস বিক্রয় কারক ব্যাধ হইয়া জন্ম গ্রহণ করে, আর ঈদৃশ পাপাত্মা পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে যেরূপ রোগগ্রস্ত থাকে জন্মান্তরে সেই রূপ ব্যাধিত হইয়া উৎপন্ন হইয়া থাকে। ১৮৭ ॥

মহা চক্রান্তকারী, কুটিল ও ধর্ম্মহীন ব্যক্তি এক জন্ম তৈলকার ও এক জন্ম কুম্ভকার রূপে জন্ম গ্রহণ করে। ১৮৮ ॥

মিথ্যা কলঙ্ক বক্তা ও দেব ব্রাহ্মণ নিন্দক মনুষ্যকে সপ্ত জন্ম চূর্ণক ও সপ্ত জন্ম রজক হইয়া জন্ম গ্রহণ করিতে হয়। ১৮৯ ॥

ব্রাহ্মণক্ষত্রবিট্‌ শূদ্রাঃ কুৎসিতাঃ শৌচবর্জ্জিতাঃ।
জন্ম তেষাং ম্লেচ্ছযোনৌ বর্ষাণাঞ্চ সহস্রকং। ১৯০ ॥
অতীব কামিনীলুব্ধঃ কামুকঃ স্ত্রীরতঃ সদা।
যক্ষ্মাগ্রস্তো ভবেৎ সদাঃ পরত্রাপি নপুংসকঃ। ১৯১ ॥
কামতো যোষিতাং শ্রোণীং স্তনাস্যং যশ্চ পশ্যতি।
স ভবেদ্দৃষ্টিহীনশ্চ পরত্রাপি নপুংসকং। ১৯২ ॥
বিপ্রোঽভিচারকর্ত্তা চ হিংসকো জ্ঞানদুর্ব্বলঃ।
যাত্যেবমন্ধতামিস্রং বর্ষাণামযুতং ব্রজ। ১৯৩ ॥
তদা ভবতি দৈবজ্ঞোঽপ্যগ্রদানী চ দুর্ম্মতিঃ।
ততঃ শূদ্রো ভবেদ্বিপ্র ভোগেন কর্ম্মণস্তথা। ১৯৪ ॥
শাস্ত্রজ্ঞাতা চ দৈবজ্ঞো মিথ্যাবদতি লোভতঃ।
স ভবেচ্চ চিরং জ্যৈষ্ঠী বানরঃ সপ্তজন্মসু। ১৯৫ ॥

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র জাতির মধ্যে যাহারা কুৎসিতাচার ও শৌচ বর্জ্জিত হয় তাহারা সহস্র বর্ষ ম্লেচ্ছযোনিতে জন্ম গ্রহণ করে। ১৯০ ॥

অতি কামিনী লুব্ধ সতত স্ত্রীসঙ্গনিরত কামুক ব্যক্তি সদ্য যক্ষ্মা-রোগগ্রস্ত হয় এবং পরলোকে নপুংসক হইয়া জন্মগ্রহণ করে। ১৯১ ॥

যে ব্যক্তি কামভাবে নারীগণের শ্রোণীদেশ স্তনযুগল ও মুখমণ্ডল দর্শন করে, সে দৃষ্টিহীন হয় এবং পরলোকে নপুংসক হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। ১৯২ ॥

ব্রজরাজ! অভিচারকর্ত্তা হিংসক ও জ্ঞানদুর্ব্বল ব্যক্তি অযুত বর্ষ অন্ধতামিস্র নামক নরকে বাস করে। ১৯৩ ॥

তৎপরে সেই দুর্ম্মতি দৈবজ্ঞ অগ্রদানী ব্রাহ্মণ হইয়া সমুৎপন্ন হয়, তৎপরে সে শূদ্র রূপে সঞ্জাত হইবা কর্ম্মফল ভোগাবসানে ব্রাহ্মণ কুলে জন্ম গ্রহণ করে। ১৯৪ ॥

দৈবজ্ঞ শাস্ত্রজ্ঞ হইয়া যদি লোভ প্রযুক্ত মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করে

অনেকজন্মতপসা ভারতে ব্রাহ্মণো ভবেৎ।
সুবুদ্ধিরতিধর্ম্মিষ্ঠো ধর্ম্মহীনশ্চ পাতকী। ১৯৬ ॥
স্বধর্ম্মনিরতো বিপ্রঃ পবনাচ্চ হুতাশনাৎ।
পবিত্রশ্চাপি তেজস্বী তস্মাদ্ভীত সুরঃ সদা। ১৯৭ ॥
নদীষু চ যথা গঙ্গা তীর্থেষু পুষ্করো যথা।
পুরীষু চ যথা কাশী যথা জ্ঞানেষু শঙ্করঃ। ১৯৮ ॥
শাস্ত্রেষু চ যথা বেদা যথাশ্বত্থশ্চ পাদপে।
মম্পূজা তপস্যাসু ব্রতেম্বনশনং তথা। ১৯৯ ॥
তথা জাতিষু সর্ব্বাসু ব্রাহ্মণঃ শ্রেষ্ঠ এব চ।
বিপ্রপাদেষু তীর্থানি পুণ্যানি চ ব্রতানি চ। ২০০ ॥
বিপ্রপাদরজঃ শুদ্ধং পাপ ব্যাধিবিমর্দ্দনং।
শুভাশীর্ব্বচনং তেষাং সর্ব্বকল্যাণকারণং। ২০১ ॥

তাহা হইলে সে দীর্ঘকাল জৌষ্ঠী রূপে জন্ম গ্রহণ করিয়া সপ্ত জন্ম বানর রূপে সঞ্জাত হয়। ১৯৫ ॥

ধর্ম্মহীন পাতকী ব্যক্তি অনেক জন্মের তপস্যায় ভারতে সুবুদ্ধি অতি-ধর্ম্মিষ্ঠ ব্রাহ্মণ হইয়া জন্ম গ্রহণ করিতে সক্ষম হয়। ১৯৬।

স্বধর্ম্মনিষ্ঠ বিপ্র পবন অপেক্ষা পবিত্র ও হুতাশন অপেক্ষাও অতি-তেজস্বী বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। তাঁহা হইতে দেবতারও সর্ব্বদা ভয় উপস্থিত হয়। ১৯৭ ॥

যেমন নদীর মধ্যে গঙ্গা, তীর্থের মধ্যে পুষ্কর তীর্থ, পুরীর মধ্যে কাশী, জ্ঞানীর মধ্যে শঙ্কর, শাস্ত্রের মধ্যে বেদ, পাদপের মধ্যে অশ্বত্থ, তপস্যার মধ্যে আমার পূজা, ও ব্রতের মধ্যে অনশন ব্রত প্রধান রূপে পরিগণিত আছে, তদ্রূপ সমস্ত জাতির মধ্যে ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ বলিয়া কথিত। বিপ্রপদে নিখিল তীর্থ ও ব্রতের আবির্ভাব রহিয়াছে। ১৯৮। ১৯৯। ২০০ ॥

বিপ্রের চরণরেণু পরিশুদ্ধ ও সর্ব্বব্যাধিবিনাশন। ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদে অশেষ কল্যাণ লাভ হইয়া থাকে। ২০১ ॥

এতত্তে কথিতং তাত বিপাকঃ কর্ম্মণামহো।
যথা শ্রুতং তথা জ্ঞানং তদাশেষং নিশাময়। ২০২॥
শ্রুত্বা কর্ম্ম বিপাকঞ্চ বাচকায় সুবর্ণকং।
দদ্যাত্তস্মৈ চ রৌপ্যঞ্চ বস্ত্রং তাম্বূলমেব চ। ২০৩॥
সুবর্ণশতকং দদ্যাৎ সদ্যো দেহী চ গোলকং।
রৌপ্যং বস্ত্রঞ্চ তাম্বূলং মৎপ্রীত্যা ব্রাহ্মণায় চ। ২০৪॥
ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ সম্বাদে শ্রীকৃষ্ণ
জন্মখণ্ডে ভগবন্নন্দ সম্বাদে পঞ্চাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

তাত! মনুষ্যের কর্ম্মবিপাক আমার যেরূপ বিদিত আছে আমি যথাবিধি তাহা তোমার নিকট বর্ণন করিলাম। কর্ম্মবিপাক শ্রবণের পর মনুষ্যের যাহা কর্ত্তব্য কহিতেছি শ্রবণ কর। ২০২।

মানব কর্ম্মবিপাক শ্রবণ করিয়া বাচককে সুবর্ণ রৌপ্য বস্ত্র ও তাম্বূল প্রদান করিবে। ২০৩॥

যে ব্যক্তি কর্ম্মবিপাক শ্রবণ করিয়া আমার প্রীতি কামনায় বাচক বিপ্রকে শত সুবর্ণ রজত বস্ত্র ও তাম্বূল প্রদান করে, সে সদ্যঃ গোলোক-ধামে গমন করিতে সক্ষম হয়। ২০৪॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ সম্বাদে শ্রীকৃষ্ণ জন্মখণ্ডে
ভগবন্নন্দ সম্বাদে পঞ্চাশীতিতম অধ্যায় সম্পূর্ণ।

ষষ্ঠাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

নারদ উবাচ।

কেদারকন্যাপ্রস্তাবাৎ কথিতং কর্ম্মকীর্ত্তনং।
কৃত্বা স্ত্রীণাং প্রসঙ্গেন তদ্ব্যাসেন বদ প্রভো। ১॥
কেদারকন্যা সা কা বা কো বা কেদারভূপতিঃ।
কস্য বংশেন তজ্জন্ম তন্মে ব্যাখ্যাতুমর্হসি। ২॥

ভগবানুবাচ।

পুরাদৌ ব্রহ্মণঃ পুত্রো মনুঃ স্বায়ংভুবস্তথা।
তস্য স্ত্রী শতরূপা চ ধন্যা মান্যা চ যোষিতাং। ৩॥
প্রিয়ব্রতোত্তানপাদৌ তয়োঃ পুত্রৌ বভূবতুঃ।
উত্তানপাদপুত্রশ্চ ধ্রুবএব মহাশয়ঃ। ৪॥
তস্য পুত্রো বৎসরার্থিঃ কেদারশ্চ তদাত্মজঃ।
সপ্তদ্বীপপতিঃ শ্রীমান্ কেদারো বৈষ্ণবঃ স্বয়ং। ৫॥

দেবঋষি নারদ কহিলেন, ভগবন্! কেদারকন্যার প্রস্তাব উপস্থাপিত হওয়ায় আপনি প্রসঙ্গক্রমে স্ত্রীজনের ধর্ম্মকর্ম্ম কীর্ত্তন করিলেন; এক্ষণে কে বা কেদারকন্যা, কেইবা কেদার ভূপতি এবং তিনি কোন্ রাজবংশই বা অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন, আমার নিকট তৎ সমুদায় বিস্তারিত রূপে বর্ণন করুন। ১। ২॥

ভগবান্ নারায়ণ কহিলেন, দেবঋষি! পূর্ব্বে সৃষ্টির প্রারম্ভে ব্রহ্মার পুত্র স্বায়ম্ভুব মনু নামে এক মনু আবির্ভূত হন। তাঁহার পত্নীর নাম শতরূপা, শতরূপা যোষাকুল মধ্যে ধন্যা ও মান্যা। ৩॥

শতরূপার গর্ভে ঐ মনুর প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ নামে দুই পুত্র উৎপন্ন হয়। মহাশয় ধ্রুব ঐ উত্তানপাদের তনয়। ৪॥

তস্য রক্ষানিমিত্তেন তৎ সভায়াং সুদর্শনঃ।
গবাং লক্ষ নবং শুদ্ধং স্বর্ণশৃঙ্গবিভূষিতং। ৬ ॥
বহ্নিশুদ্ধানি বস্ত্রাণি দত্তানি বরুণেন চ।
সুবর্ণানাং তথা লক্ষমুর্ব্বরাঞ্চ বসুন্ধরা। ৭ ॥
মণিং রত্নঞ্চ মুক্তাঞ্চ হীরকং পরমং তথা।
মাণিক্যমশ্বরত্নানাং লক্ষ লক্ষঞ্চ হস্তিনাং। ৮ ॥
রৌপ্যং প্রবালং মিষ্টান্নং শতধান্যা চ লক্ষকং।
নিত্যং নিত্যং ব্রাহ্মণেভ্যঃ প্রদদৌ রত্নভূষণং। ৯ ॥
শতলক্ষং ব্রাহ্মণানাং ভোজয়ামাস নিত্যশঃ।
জলভাজনপাত্রাণি সুবর্ণানাং দদৌ নৃপঃ। ১০ ॥
সুবর্ণানাং যজ্ঞসূত্রমঙ্গুরীয়কমুত্তমং।
আসনং স্বর্ণরত্নানাং ব্রাহ্মণেভ্যো দদৌ মুদা। ১১ ॥

ধ্রুবের পুত্র বৎসরার্থ। সপ্তদ্বীপপতি শ্রীমান্ কেদার ঐ বৎসরার্থের তনয়। কেদার স্বয়ং বিষ্ণুস্বরূপ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ৫ ॥

এমন কি বিষ্ণুভক্ত কেদারের রক্ষার জন্য সুদর্শনচক্র নিয়ত তাঁহার সভায় বিরাজমান থাকিত। বরুণদেব তাঁহাকে সুলক্ষণাক্রান্ত, স্বর্ণশৃঙ্গে বিভূষিত নব লক্ষ গোধন, অগ্নির ন্যায় সমুজ্বল উৎকৃষ্ট বস্ত্র, লক্ষ সুবর্ণখণ্ড, উর্ব্বরা বসুন্ধরা, উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট মণি, রত্ন, মুক্তা, হীরক, মাণিক্য, এবং লক্ষ লক্ষ অশ্বরত্ন, ও গজরত্ন প্রদান করিলেন। ৬। ৭। ৮ ॥

অনন্তর কেদাররাজ প্রতিদিন ব্রাহ্মণদিগকে রৌপ্য, প্রবাল, শত শত প্রকার মিষ্টান্ন এবং লক্ষ লক্ষ অন্যান্য বস্তু ও রত্নভূষণ প্রদান করিতে লাগিলেন। ৯ ॥

এমন কি তিনি প্রতিদিন শতলক্ষ ব্রাহ্মণ ভোজন করাইতে লাগিলেন। বিপ্রগণ স্বর্ণনির্ম্মিত জলপাত্র সকল প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। ১০ ॥

উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট স্বর্ণযজ্ঞোপবীত অত্যুত্তম অঙ্গুরীয় এবং স্বর্ণ ও রত্নময় আসন সকল সাদরে পরিগৃহীত হইতে লাগিল। ১১ ॥

ব্রাহ্মণানাঞ্চ লক্ষঞ্চ সুপকারং নৃপস্য চ।
ব্রাহ্মণানাং দ্বিলক্ষঞ্চ পরিবেশনকারকং। ১২॥
ঘৃতকুল্যা মধুকুল্যা দধিকুল্যা মনোহরা
গুড়কুল্যা দুগ্ধকুল্যা নিত্যং প্রার্থনমীপ্সিতং। ১৩॥
প্রাতরারভ্য সন্ধ্যান্তং বিপ্রাণাং ভোজনং তথা।
দুঃখিনাং ভিক্ষুকানাঞ্চ ধনদানং যথোচিতং। ১৪॥
ফলমূলাশনো রাজা বৈষ্ণবশ্চ জিতেন্দ্রিয়ঃ।
সর্ব্বং মদর্পণং কৃত্বা জপেন্মাঞ্চ দিবানিশং। ১৫॥
একদা সুপকারশ্চ তমুবাচ নৃপেশ্বরং।
বিপ্রাণাং ভোজনায়ৈব গবাং লক্ষমুপস্থিতং। ১৬॥
ভুঞ্জতে ব্রাহ্মণশ্চাদ্য রুক্ষমন্নং বদ প্রভো।
কুর্ব্বন্তু ভক্ষণন্তে বৈ শূপশাকাদিনা নৃপ। ১৭॥

কেদার রাজের লক্ষ পাচক এবং দুই লক্ষ পরিবেষ্টা ব্রাহ্মণ ছিল। স্থানে স্থানে ঘৃতনদী, মধুনদী, দুগ্ধনদী, দধিনদী ও গুড়নদী সকল কল্পিত হইয়াছিল। যাচকের বাঞ্ছা পূর্ণ হইবার কোন অভাব ছিল না। ১২। ১৩॥

প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণ ভোজন হইত। দিন হীন ভিক্ষুকেরা যথোচিত ধনলাভ করিত। ১৪॥

মদ্ভক্ত জিতেন্দ্রিয় কেদাররাজ ফলমূল মাত্র ভোজন করিয়া সমস্ত আমায় সমর্পণ পুর্ব্বক দিবারাত্র আমার নাম জপ করিত। ১৫॥

এইরূপে কেদার রাজের দিনপাত হয়, ইতি মধ্যে একদা এক পাচক ব্রাহ্মণ সেই রাজচক্রবর্ত্তী কেদারের নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন, রাজন্! ব্রাহ্মণগণের ভোজন সুখের জন্য যে নবলক্ষ গোধন উপস্থিত ছিল, তৎসমস্তই ত ব্যয়িত হইয়াছে। এক্ষণে ব্রাহ্মণগণ রুক্ষ অন্ন ভোজন করিতেছেন। আপনার কি অনুমতি হয়? তবে তাঁহারা কেবল শূপ শাকাদি দ্বারাই ভোজন সমাপন করুন। ১৬। ১৭॥

চতুর্যোজনপর্য্যন্তমধিকারং নৃপস্য চ।
যো রাজা তং শতগুণঃ সএব মণ্ডলেশ্বরঃ। ১৮ ॥
দত্ত্বা দশগুণো রাজা রাজেন্দ্রঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
রাজেন্দ্রাণাং পঞ্চলক্ষং নিত্যং কেদারসংসদি। ১৯ ॥
অমূল্যরত্নং মাণিক্যং মুক্তাং হীরাং মণীশ্বরং।
গজরত্নমশ্বরত্নং কেদারায় করং দদৌ। ২০ ॥
কমলা কলয়া জাতা যজ্ঞকুণ্ডসমুদ্ভবা।
বহ্নিশুদ্ধাংশুকাধানা রত্নভূষণভূষিতা। ২১ ॥
কামুকী কামিনীশ্রেষ্ঠা কন্যা কমললোচনা।
কন্যাস্মি তে মহারাজেত্যুবাচ নৃপতিং সভাং। ২২ ॥
রাজা সংপূজ্য তাং ভক্ত্যা তস্মৈ পত্নীং সমর্প্য চ।
সা বিজ্ঞায় প্রসূং তাতং কৃত্বা চ বিনয়ং মুদা।
যযৌ পুণ্যবনং রম্যং তপসে যমুনান্তিকং। ২৩ ॥

দেবর্ষে! যিনি চারিযোজন বিস্তৃত ভূমির অধিপতি, তিনি রাজা বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন, আর যিনি তদপেক্ষা শতগুণ অধিকার করেন, তিনিই মণ্ডলেশ্বর, আবার যিনি তদপেক্ষা দশগুণ অধিকার করেন, তিনি রাজেন্দ্র বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। এরূপ পাঁচ লক্ষ রাজেন্দ্র নিয়ত কেদাররাজের সভায় সমুপস্থিত থাকিতেন। ১৮। ১৯ ॥

উঁহারা সকলেই অমূল্যরত্ন, মাণিক্য, হীরক, মণি এবং অন্যান্য উৎকৃষ্ট রত্ন, গজরত্ন ও অশ্বরত্ন তাঁহাকে কর প্রদান করিতেন। ২০ ॥

স্বয়ং লক্ষ্মী ঐ কেদাররাজের যজ্ঞকুণ্ড হইতে অংশে সমুৎপন্ন হইয়াছিলেন। তিনি যখন উদ্ভূত হইলেন, তখন তাঁহার পরিধান অগ্নির ন্যায় সমুজ্জ্বল উৎকৃষ্ট বস্ত্র এবং অঙ্গে বিবিধ রত্নভূষণ। ২১ ॥

যেই কামিনিকুলরত্ন, পদ্মপলাশনেত্রা কামুকী কন্যা যজ্ঞসম্ভূত হইয়া সভা মধ্যে নরপতিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, রাজন্! আমি আপনার কন্যা। ২২ ॥

তত্তপস্যাবনং যস্মাত্তস্মাদ্বৃন্দাবনং স্মৃতং। ২৪ ॥
তপসা বরয়ামাস মাং বরঞ্চ বরং বরং।
ব্রহ্মা দদৌ বরং তস্যৈ পশ্চাৎ কৃষ্ণং লভিষ্যতি। ২৫ ॥
সা একদা নদীতীরে বসন্তে সস্মিতা সতী।
শয়ানা পুষ্পশয্যায়াং রত্নাভরণভূষিতা। ২৬ ॥
ব্রহ্মা পরীক্ষিতুং তাঞ্চ স্যধ্বীঞ্চ সুমনোহরাং।
ধর্ম্মং প্রস্থাপয়ামাস সুবেশং সুমনোহরং। ২৭ ॥
দদর্শ কন্যা রহসি যুবানং পুরুষং পরং।
চন্দনোক্ষিত সর্ব্বাঙ্গং রত্নাভরণভূষিতং। ২৮ ॥
সস্মিতং কামুকং রম্যং রমণীনাঞ্চ বাঞ্ছিতং।
যথা ষোড়শবর্ষীয়ং কুমারং কণকপ্রভং। ২৯ ॥

তখন রাজা ভক্তিভাবে তাঁহাকে পূজা করিয়া পত্নীর হস্তে সমর্পণ করিলেন। ঐ সময় সেই কন্যা রাজা ও রাজমহিষীকে অনুনয় বিনয় করিয়া তপশ্চরণার্থ যমুনার সমীপে অতি রমণীয় পবিত্র বনে প্রস্থান করিলেন। ২৩ ॥

ঐ কেদার কন্যার নাম বৃন্দা, সুতরাং সেই রমণীয় বন বৃন্দার তপস্যার বন বলিয়া উহা বৃন্দাবন নামে অভিহিত হইয়াছে। ২৪ ॥

বৃন্দা আমাকে পতিলাভ করিবার নিমিত্ত বরেণ্য ব্রহ্মার নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিল, কমলযোনি ব্রহ্মা পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, বৃন্দে! তুমি অতি অল্পকাল মধ্যেই কৃষ্ণকে পতিলাভ করিবে। ২৫ ॥

অনন্তর একদা বৃন্দা বসন্তসময়ে বিবিধ রত্নভূষণে বিভূষিত হইয়া সহাস্যবদনে পুষ্পশয্যায় শয়ানা রহিয়াছেন, ইত্যবসরে ব্রহ্মা তাঁহার চিত্তের একাগ্রতা পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত ধর্ম্মকে মনোহর বেশে তথায় প্রেরণ করিলেন। ২৬। ২৭ ॥

কন্যা সেই অবস্থায় সেই নির্জ্জন কাননে এক মনোহর মূর্ত্তি যুবা পুরুষকে অবলোকন করিলেন তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে চন্দন বিলেপন এবং যথা স্থানে বিবিধ রত্নাভরণ ভূষিত। ২৮ ॥

কোটিকন্দর্পলীলাভং পীতাম্বরধরং বরং।
শরৎপার্ব্বণচন্দ্রাস্যং শরৎপদ্ম সুলোচনং। ৩০ ॥
দৃষ্ট্বা তঞ্চ সমুত্থায় বাসয়ামাস সন্নিধৌ।
পূজাঞ্চকার ভক্ত্যা চ ফলমূলং দদৌ মুদা।
সুবাসিতং জলং দত্ত্বা প্রণনাম মুদান্বিতা। ৩১ ॥
পূজাং গৃহীত্বা মুদিতঃ সাদরং তামুবাচ হ।
বিপ্ররূপী চ ভগবান্‌ প্রজ্বলন্‌ ব্রহ্মতেজসা।
কামুকীনাঞ্চ কাম্যঞ্চ সতীনাং দুষ্করং ব্রজঃ। ৩২ ॥

ধর্ম্ম উবাচ।

ভবতী কস্য কন্যা বা কিং নাম তে মনোহরে।
কিং করোসি রহস্যেব তম্মাং কথিতুমর্হসি। ৩৩ ॥

বদনে ঈষৎহাস্য, মূর্ত্তি অতি মনোহর, দেখিলে বোধ হয় যেন কামুকের একশেষ, তপ্তকাঞ্চনমূর্ত্তি ষোড়শবর্ষীয় কুমার। জগতে এমন রমণীই নাই যে, তাঁহাকে দেখিয়া মন আকৃষ্ট না হয়। ২৯।

তাঁহার রূপ দর্শনে কোটি কোটি কন্দর্প লজ্জায় অধোবদন হন। পরিধান পীতাম্বর, মুখমণ্ডল যেন শরৎকালীন শশধরের ন্যায় বিভাসিত হইতেছে। নয়নদ্বয় পদ্মপত্রের ন্যায় আয়ত। ৩০ ॥

কেদারকন্যা তাঁহাকে দেখিবামাত্র গাত্রোত্থান করিয়া সাদর সম্ভাষণে স্বীয় সন্নিধানে বসিতে স্থান দান করিলেন এবং ভক্তিভাবে পাদ্য অর্ঘ্য প্রদান পূর্ব্বক ফল মূল ও সুবাসিত জল প্রদান করিয়া পরমানন্দে প্রণাম করিলেন। ৩১ ॥

তখন সেই বিপ্রবেশধারী ব্রহ্মতেজে দ্যোতমান, কামুকীগণের কমনীয়, সতীসমাজেরও চিত্তবিভ্রমকারী ধর্ম্ম, বৃন্দাদত্ত পূজা গ্রহণ করিয়া আনন্দিত মনে সাদরসম্ভাষণে কহিলেন। ৩২ ॥

অয়ি মনোহরে! তুমি কাহার কন্যা, তোমার কি নাম? বল দেখি, নির্জ্জনে এরূপভাবে অবস্থান করিয়াই বা কি করিতেছ। ৩৩ ॥

কস্য হেতোস্তপস্যা তে কিংবা বাঞ্ছসি সুন্দরি।
বরং বৃণুস্ব ভদ্রন্তে যত্তে মনসি বাঞ্ছিতং। ৩৪ ॥

বৃন্দোবাচ।

বিপ্র কেদারকন্যাহং বৃন্দা বৃন্দাবনস্থিতা।
তপঃ করোমি রহসি চিন্তয়ামি হরিং পতিং। ৩৫ ॥
যদি দাতুং সমর্থোসি দেহি মে বাঞ্ছিতং বরং।
অসমর্থোসি গচ্ছ ত্বং কিন্তে প্রশ্নেন ব্রাহ্মণ। ৩৬ ॥

ধর্ম্ম উবাচ।

নিরীহমবিতর্কঞ্চ পরমাত্মানমীশ্বরং।
নির্গুণঞ্চ নিরাকারং ভক্তানুগ্রহ বিগ্রহং। ৩৭ ॥
কাংক্ষেয়া তং পতিং কর্ত্তুং বিনা লক্ষ্মীং সরস্বতীং।
চতুর্ভুজস্য দেবভার্য্যে হরের্ব্বৈকুণ্ঠশায়িনঃ। ৩৮ ॥

সুন্দরি! তোমার তপস্যার কারণ কি? তোমার মনের অভিলাষ কি? যাহা তোমার বাঞ্ছা থাকে প্রার্থনা কর। ৩৪ ॥

বৃন্দা কহিলেন, বিপ্রবর! আমি কেদাররাজের কন্যা, আমার নাম বৃন্দা। আমি নির্জ্জনে এই বৃন্দাবনে অবস্থান করিয়া এই অভিলাষে তপস্যা করিতেছি যে হরি আমার পতি হউন। ৩৫ ॥

যদি তুমি অভিলষিত বরদান করিয়া আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতে পার, কর; আর যদি অসমর্থ হও জিজ্ঞাসার প্রয়োজন কি চলিয়া যাও। ৩৬ ॥

ধর্ম্ম কহিলেন, সুন্দরি! যিনি নিশ্চেষ্ট, যিনি তর্কের অগম্য, যিনি পরমাত্মা, যিনি সর্ব্বেশ্বর, যিনি নির্গুণ, যিনি নিরাকার, যিনি ভক্তজনের বাঞ্ছা পূর্ণ করিবার নিমিত্ত বিগ্রহ ধারণ করেন, তুমি তাঁহাকে পতি করিতে বাসনা করিতেছ? তুমি কি লক্ষ্মী? না সরস্বতী? সেই ভগবান শ্রীহরি যখন চতুর্ভুজ রূপে বৈকুণ্ঠে অবস্থান করেন, তখন লক্ষ্মী ও সরস্বতী এই দুই ভার্য্যা তাঁহার নিকটে অবস্থিতি করেন। ৩৭। ৩৮ ॥

গোলোকে দ্বিভুজস্যাপি শ্রীবংশীবদনস্য চ।
কিশোর গোপবেশস্য পরিপূর্ণতমস্য চ। ৩৯ ॥
তস্য ভার্য্যা স্বয়ং রাধা মহালক্ষ্মীঃ পরাৎপরা।
ব্রহ্মস্বরূপা পরমা পরমাত্মানমীশ্বরং। ৪০ ॥
যন্নিমেষো ভবেদ্বৃন্দে ব্রহ্মণঃ পতনেন চ।
পঞ্চবিংশং সহস্রেণ যুগেনেন্দ্রস্য পাতনং। ৪১ ॥
চতুর্দ্দশেন্দ্রাবচ্ছিন্ন কালেন ব্রহ্মণো দিনং।
তাবতীতি নিশা তস্য বিধাতুর্জ্জগতামপি। ৪২ ॥
এবং ত্রিংশদ্দিনে মাসং দ্বিষট্কে মাসি বার্ষিকং।
এবং শতায়ুস্তস্যৈব নিবোধ বোধতৎপরং। ৪৩ ॥
যাবজ্জীবনপর্য্যন্তং সেবন্তে সনকাদয়ঃ।
কল্পানাং কোটি কোটিঞ্চ তন্নসাধ্যশ্চ যো বিভুঃ। ৪৪ ॥

তিনি যখন দ্বিভুজ রূপে গোলোকধামে বাস করেন, তখন পরাৎপর ব্রহ্মস্বরূপা মহালক্ষ্মী রাধা স্বয়ং সেই কিশোর গোপবেশধারী পূর্ণতম পরমাত্মা স্বরূপ বংশীবদনের সমীপে অবস্থান করিয়া থাকেন। ৩৯। ৪০ ॥

এমন কি যে পরমেশ্বরের নিমেষ পাতে ব্রহ্মাণ্ড পতন হইয়া থাকে, পঞ্চবিংশতি সহস্রযুগে ইন্দ্রের পতন হয়। এরূপ চতুর্দ্দশ ইন্দ্রের পতনে তাঁহার একদিন এবং ঐরূপ পরিমাণ সময়ে তাঁহার এক রাত্রি হয়। ৪১। ৪২ ॥

সুতরাং ঐরূপ দিনমান ও রাত্রিমাণে যে এক দিন হয়, সেই রূপ দিনের ত্রিংশং দিবসে তাঁহার মাস এবং ঐরূপ দ্বাদশ মাসে তাঁহার বৎসর হয়। ঐরূপ বৎসরের শত বৎসর তাঁহার আয়ুঃ সীমা। ৪৩ ॥

সনকাদি মহাত্মারা যাবজ্জীবন পর্য্যন্ত তাঁহার সাধনা করিতেছেন। কতকোটি কোটি কল্প গত হইল; তথাপি তাঁহার সাধনায় সিদ্ধ হইতে পারেন নাই। ৪৪ ॥

সহস্রবক্ত্রশ্চেষশ্চ সেবতে চ জপেৎ সদা।
দিবানিশঞ্চ যং ভক্ত্যা কল্পকোটিশতং শতং।
তন্নসাধ্যো হিতকরো দুরারাধ্যঃ পরাৎপরঃ। ৪৫ ॥
ব্রহ্মা ব্রহ্মস্বরূপং তং ভজেজ্জন্মনি জন্মনি।
বক্ত্রৈশ্চতুর্ভিঃ সততং স্তৌতি নিত্যং সনাতনং।
বেদা নির্ব্বচনীয়শ্চ বেদানাং জনকো বিধিঃ। ৪৬ ॥
বিধাতা ফলদাতা চ দাতা চ সর্ব্বসম্পদাং।
তন্নসাধ্যো হি ভগবান্ দুরারাধ্যঃ পরাৎপরঃ। ৪৭ ॥
শিবদাতা শিবাধারঃ পরমানন্দবিগ্রহঃ।
জ্ঞানানন্দস্বরূপশ্চ যোগিনাঞ্চ গুরোর্গুরুঃ। ৪৮ ॥
মৃত্যুঞ্জয়শ্চ ভগবান্ কালকালোঽন্তকান্তকঃ।
সংহারকর্ত্তা জগতাং কলয়া রুদ্ররূপতঃ। ৪৯ ॥

সহস্র বদন শেষ একান্ত ভক্তিভাবে নিরন্তর তাঁহার সেবা ও নিয়ত তাঁহার জপে নিবিষ্ট রহিয়াছেন, শত শত কল্পকোটি বিগত হইল; তথাপি সেই দুরারাধ্য পরাৎপর হিতকর জগৎপ্রভুর অন্ত অবধারণ করিতে সমর্থ হন নাই। ৪৫।

ব্রহ্মা স্বয়ং ব্রহ্মস্বরূপ সেই বিভুকে জন্ম জন্ম ভজনা করিতেছেন, চতুর্ব্বদনে নিয়ত সেই সনাতন প্রভুকে স্তব করিতেছেন। বিধাতা যে বেদচতুষ্টয়ের জন্মদাতা, সেই চারি বেদও তাঁহার তত্ত্ব কথনে অসমর্থ। যে ব্রহ্মা সকলের বিধাতা, যিনি সকল লোকের ফলদাতা এবং সকল লোকের সর্ব্বপ্রকার সম্পত্তিদাতা, তিনিও সেই দুরারাধ্য পরাৎপর ভগবানের সাধনায় সিদ্ধ হইতে পারেন নাই। ৪৬। ৪৭ ॥

যিনি সকলের মঙ্গলদাতা, যিনি স্বয়ং মঙ্গলাধার, যাঁহার শরীর আনন্দময়, যিনি জ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ, যিনি যোগিগণের গুরুর গুরু— অর্থাৎ পরমযোগী। যিনি মৃত্যুঞ্জয়, যিনি কালেরও কাল, অন্তকেরও অন্ত, যিনি সমস্ত জগতের সংহারকর্ত্তা, যিনি অংশে রুদ্ররূপে অবতীর্ণ

স স্তৌতি পঞ্চবক্ত্রেণ কোন্যোন্যস্যাপি কা কথা।
তৎপরশ্চ প্রিয়ো নাস্তি বৃন্দে ভগবতঃ শৃণু। ৫০ ॥
সর্ব্বশক্তিস্বরূপা সা দুর্গা দুর্গতিনাশিনী।
ব্রহ্মস্বরূপা পরমা মূলপ্রকৃতিরীশ্বরী। ৫১ ॥
নারায়ণী বিষ্ণুমায়া বৈষ্ণবী সা সনাতনী।
যন্মায়য়া জগদ্ভ্রান্তমনিত্যং ভ্রমতে সদা।
সা স্তৌতি ভক্ত্যায়ং দেবং বৃন্দেপ্যন্দে দিবানিশং। ৫২ ॥
স্তৌতি ভক্ত্যা স্বশক্ত্যা চ গজবক্ত্রঃ ষড়াননঃ।
ধ্যায়তে যং গণেশশ্চ সর্ব্বাদৌ যস্য পূজনং। ৫৩ ॥
ভগবান্ সর্ব্বদেবেশো জ্ঞানিনাঞ্চ গুরোর্গুরুঃ।
সিদ্ধেন্দ্রেষু চ দেবেন্দ্রো বাগেন্দ্রে জ্ঞানিনাং গুরৌ।
ন গণেশাৎ পরো বিদ্বান্ গণেশশ্চ সুরাধিপঃ। ৫৪ ॥

হইয়াছেন, অন্যের কথা দূরে থাক; তিনি স্বয়ং পঞ্চমুখে সতত তাঁহার স্তব করিতেছেন। অয়ি বৃন্দে! অধিক কি বলিব, মৃত্যুঞ্জয় অপেক্ষা প্রভু সর্ব্বেশ্বরের প্রিয়তর আর কেহই নাই। ৪৮। ৪৯। ৫০ ॥

যে দুর্গা, সর্ব্বশক্তিস্বরূপা, যিনি সকলের দুর্গতি দূর করেন, যিনি ব্রহ্মস্বরূপা, যিনি শ্রেষ্ঠতমা মূলপ্রকৃতি, যিনি ঈশ্বরী, যিনি বিষ্ণুমায়া, যিনি বৈষ্ণবী, যিনি সনাতনী, যাঁহার মায়ায় অনিত্য এই জগৎ বিমোহিত হইয়া নিয়ত ভ্রমণ করিতেছে, সেই দেবী দুর্গা স্বয়ং অহর্নিশ ভক্তিভাবে সেই সনাতন দেবকে স্তব করিতেছেন। ৫১। ৫২ ॥

যিনি গজবক্ত্র, ষড়ানন গণেশ; সমস্ত দেবগণের আদিতে যাঁহার পূজা হয়, যিনি ষড়্‌গুণ ঐশ্বর্য্যশালী, যিনি সমস্ত দেবতার শ্রেষ্ঠ, যিনি জ্ঞানিগণ মধ্যে শ্রেষ্ঠতম জ্ঞানী, সিদ্ধগণ মধ্যে যিনি শ্রেষ্ঠতম দেবেন্দ্র, যিনি বক্তৃগণ মধ্যে শ্রেষ্ঠ বক্তা; যিনি জ্ঞানিগণের গুরু, যাঁহা অপেক্ষা বিদ্বান ব্রহ্মাণ্ডে নাই; এমন কি সে বিষয়ে সুরগণের অধিপতি বলিলে লও

সরস্বতী চ যং স্তোতুমশক্তা পরমেশ্বরী।
দিবানিশং পাদপদ্মং ভক্ত্যা পদ্মানি সেবতে। ৫৫ ॥
যৎ কটাক্ষাৎ জগৎ সর্ব্বং পরিপূর্ণতমং শিবং।
যদ্ভয়াদ্বাতিবাতোঽয়ং সূর্য্যস্তপতি যদ্ভয়াৎ। ৫৬ ॥
বর্ষতীন্দ্রো দহত্যগ্নি মৃত্যুশ্চরতি জন্তুষু।
পৃথিবী সেবয়া যস্য সর্ব্বাধারা বসুন্ধরা। ৫৭ ॥
সমুদ্রা নিশ্চলাঃ শৈলা যস্য ভীতাশ্চ সুন্দরী।
তীর্থসারা চ সা গঙ্গা পবিত্রা মুক্তিদায়িনী।
জগতাং পাবনী দেবী যস্য পাদাব্জসেবয়া। ৫৮ ॥
পবিত্রা তুলসী দেবী স্মরণাদ্ যস্য সেবনাৎ।
নবগ্রহাশ্চ দিক্পালা ভীতা যস্য প্রতাপতঃ। ৫৯ ॥

অত্যুক্তি হয় না, সেই গণপতি ভক্তিভাবে স্বীয় শক্ত্যনুসারে তাঁহাকে ধ্যান ও স্তব করিয়া থাকেন। ৫৩। ৫৪ ॥

যিনি পরমেশ্বরী সরস্বতী তিনিও তাঁহার স্তুতিবাদে অসমর্থ হইয়া দিবারাত্র ভক্তিভাবে তাঁহার স্তব করিতেছেন। ৫৫ ॥

যাঁহার কটাক্ষবিক্ষেপে জগৎ মঙ্গলময় মূর্ত্তি ধারণ করে, যাঁহার ভয়ে বায়ু প্রবাহিত হইতেছে, যাঁহার ভয়ে সূর্য্য উত্তাপ প্রদান করিতেছেন, ইন্দ্র বারি বর্ষণ ও অগ্নি সমস্ত ভস্মসাৎ করিতেছেন, যাঁহার ভয়ে মৃত্যু জীবগণের মধ্যে বিচরণ করিতেছেন, বসুন্ধরা পৃথিবী যাঁহার সেবা জন্য সমস্ত ভার বক্ষে বহন করিতেছেন। ৫৬। ৫৭ ॥

যাঁহার ভয়ে অগাধ সমুদ্র ও অত্যুন্নত পর্ব্বত সকল প্রশান্তভাবে অবস্থান করিতেছে, যিনি তীর্থমধ্যে শ্রেষ্ঠতীর্থ, যিনি সকলের মুক্তিদাত্রী, সমস্ত জগৎ যাঁহা হইতে পূত হয় সেই পবিত্রময়ী দেবী গঙ্গা যাঁহার পাদপদ্ম সেবা করিতেছেন। ৫৮ ॥

দেবী তুলসী যে এত পবিত্র, সে কেবল তাঁহারই ধ্যানে ও তাঁহারই সেবায়। কি দিকপালগণ, কি নব গ্রহ সকলেই তাঁহার ভয়ে ভটস্থ। ৫৯ ॥

ব্রহ্মাণ্ডেষু চ সর্ব্বেষু ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাত্মকাঃ।
অন্যে যে যে সুরেশাশ্চ শেষাদ্যা মুনয়স্তথা। ৬০॥
কেচিৎ কলানুরূপাশ্চাপ্যংশরূপাশ্চ কেচন।
কেচিৎ কলাংশঃ কৃষ্ণস্য কেচিচ্চ পরমাত্মনঃ। ৬১॥
পতি মিচ্ছসি কল্যাণি প্রকৃতেঃ পরমীশ্বরং।
গোলোকে রাধিকা সাধ্ব্যা নান্যেষাঞ্চ কদাচন। ৬২॥
মাং ভজস্ব মহাভাগে নৃপাণামীশ্বরং পতিং।
বলবন্তঞ্চ দেবেভ্যো দৈত্যেভ্যশ্চ বরাননে। ৬৩॥
সুখানি যানি কল্যাণি ত্রিষু লোকেষু সন্তি বৈ।
ভুংক্ষ্য তান্যেব সর্ব্বাণি মৎপ্রসাদান্নসংশয়ঃ। ৬৪॥
সপ্তসাগরপারে চ কাঞ্চনী রুচিরারবে।
দেবানাং ক্রীড়নার্থায় বিধাতা নির্ম্মিতা পুরা।
তত্রৈব গচ্ছ ভদ্রন্তে রমরামে ময়া সহ। ৬৫॥

বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে কি ব্রহ্মা কি বিষ্ণু, কি শিব, কি শেষ প্রভৃতি সুরগণ, কি মুনিগন সকলেই—কেহ তাঁহার কলানুরূপ, কেহ তাঁহার অংশানুরূপ, কেহ বা তাঁহার কলার অংশানুরূপ। ৬০। ৬১॥

অয়ি সুন্দরি! যিনি প্রকৃতির অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, সাধ্বী সুন্দরী রাধা ভিন্ন গোলোকে আর কেহ যাহার অঙ্কারোহণে অধিকারিণী হইতে পারে না, তুমি সেই পরমাত্মারূপী শ্রীকৃষ্ণের অঙ্কলক্ষ্মী হইতে বাসনা করিতেছ। ৬২॥

অয়ি মহাভাগে! অয়ি বরাননে! নৃপতি সমাজে আমি সকলের শ্রেষ্ঠ, দেবতা ও দৈত্যগণ মধ্যে আমা অপেক্ষা বলবান আর দ্বিতীয় নাই, অতএব আমাকেই পতিত্বে বরণ কর। ৬৩॥

অয়ি কল্যাণি! ত্রিলোক মধ্যে যে কিছু সুখকর পদার্থ আছে, আমায় পরিতৃপ্ত করিলে, তুমি সে সমস্তই উপভোগ করিতে পারিবে।৬৪॥

অয়ি মধুরভাষিণী! সপ্ত সাগরের পরপারে দেবগণের ক্রীড়া নিমিত্ত

মহেন্দ্রস্য প্রিয়বনং পুষ্পোদ্যানসমন্বিতং।
গচ্ছ স্বর্ণময়ীং লঙ্কা নানারত্নবিভূষিতাং।
তত্রৈব গচ্ছ ভদ্রন্তে রমরামে ময়া সহ। ৬৬॥
সুমেরু গহ্বরং বাপি ক্ষীরোদং বা মনোহরং।
তত্রৈব গচ্ছ ভদ্রন্তে রমরামে ময়া সহ। ৬৭।
সত্যলোকং ব্রহ্মলোকং রম্যং শশ্বদ্রহঃ স্থলং।
তত্রৈব গচ্ছ ভদ্রন্তে রমরামে ময়া সহ। ৬৮॥
মলয়ে নিলয়ং রম্যং রত্নেন্দ্রসারনির্ম্মিতং।
সুগন্ধিযুক্তং সততং শুদ্ধচন্দনবায়ুনা। ৬৯॥
মালতী যূথিকা রম্যা কেতকী মালতী তথা।
চারুচম্পকপুষ্পাণাং গন্ধেন সুমনোহরং। ৭০॥
পিকানাং ভ্রমরাণাঞ্চ মধুরধ্বনিসংযুতং।
তত্রৈব গচ্ছ ভদ্রন্তে রমরামে ময়া সহ। ৭১॥

বিধাতা রমণীয় এক কাঞ্চনময় পুরী নির্ম্মাণ করিয়াছেন, চল সেই স্থানে উভয়ে পরম সুখে কাল যাপন করিব। ৬৫॥

ইচ্ছা হয়, চল দেবেন্দ্রের পুষ্পোদ্যান শোভিত অমরাবতীতে না হয় নানাবিধ রত্নবিভূষিত স্বর্ণময়পুরী লঙ্কায়, না হয় সুমেরুগহ্বরে, না হয় অতি মনোহর ক্ষীরোদ সমুদ্রে, না হয় নিরন্তর নির্জ্জন অতীব রমণীয় সত্যলোকে, অথবা ব্রহ্মলোকে, সুখে বিহার করিব। ৬৬। ৬৭। ৬৮॥

অথবা মলয়পর্ব্বতে অতীব উৎকৃষ্ট রত্ননির্ম্মিত রমণীয় স্থান বিদ্যমান রহিয়াছে যথায় অনিল নিরন্তর চন্দনগন্ধ বিস্তার করিতেছে, যথায় মালতী যূথিকা, কেতকী ও চারুচম্পকের গন্ধে চতুর্দ্দিক আমোদিত হইতেছে; যথায় কোকিলগণের কুহুরব ও ভ্রমরগণের গুণ গুণ ধ্বনি অনবরতই সমুখিত হইতেছে; চল সেই রমণীয় মলয়াচলে গিয়া সুখে বিহার করি। ৬৯। ৭০। ৭১॥

ইন্দ্রস্য বরুণস্যৈব বায়োরিব যমস্য চ।
ধনেশ্বরস্য বহ্নেশ্চ ধর্ম্মস্য শশিনস্তথা। ৭২ ॥
সুরম্যাং লোকমেতেষাং মধ্যে দেবি যথেচ্ছসি।
তত্রৈব গচ্ছ ভদ্রন্তে রমরামে ময়া সহ। ৭৩ ॥
রত্নদ্বীপং মণিদ্বীপং রম্যং চন্দ্রসরোবরং।
তত্রৈব গচ্ছ ভদ্রন্তে রমরামে ময়া সহ। ৭৪ ॥
ইত্যেবমুক্ত্বা সংভোক্তুং গচ্ছন্তং তং ছলেন চ।
ন বাস্তবং পরীক্ষার্থং সতীত্বং বোধিতং ব্রজ। ৭৫।
উবাচ সা নৃপসুতা কোপরক্তাস্য লোচনা।
হিতং সত্যং বেদযুক্তং ধর্ম্মার্থঞ্চ যশস্করং। ৭৬।

বৃন্দোবাচ।

ধৈর্য্যং কুরু মহাভাগ শ্রেষ্ঠো জাতিষু ব্রাহ্মণঃ।
ব্রাহ্মণানাং তপো মূলং সত্যং বেদো ব্রতং ধৃতিঃ। ৭৭।

অয়ি সুন্দরি! ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ, কুবের, হুতাশন, যম ও ধর্ম্ম ইহাদিগের মধ্যে যাঁহার পুরীতে গিয়া তোমার বিহার করিবার ইচ্ছা হয়, বল, সেই স্থানে গিয়া উভয়ে পরমসুখে কালযাপন করি। এতদ্ভিন্ন কি রত্নদ্বীপ, কি মণিদ্বীপ, কি মনোহর চন্দ্রসরোবর, যে স্থলে যাইতে তোমার অভিরুচি হয়, চল সেই স্থানে গিয়া পরস্পর পরম সুখে বিহারে প্রবৃত্ত হই। ৭২। ৭৩। ৭৪ ॥

এইরূপ বলিয়া সেই যুবা উপভোগার্থ সেই কেদার কন্যার নিকটে অগ্রসর হইল, বাস্তবিক উহা ছলনা মাত্র, নতুবা যথার্থ উপভোগ কিছু উদ্দেশ্য নহে; সতীত্ব পরীক্ষাই উহার প্রকৃত উদ্দেশ্য। ৭৫ ॥

তদ্দর্শনে সেই নৃপকন্যার মুখমণ্ডল ও নয়নদ্বয় রোষে রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল, তখন তিনি বেদ প্রতিপাদ্য শুভদায়ক ধর্ম্মার্থ যশস্কর বাক্য কহিতে লাগিলেন। ৭৬ ॥

পরস্ত্রীসহ সম্ভোগঃ স্বভাবাশ্চাপ্যধর্ম্মিণাং।
অধর্ম্মো নৈব তে বিপ্র দুষ্টোঽভদ্রাণি পশ্যতি।
ততঃ সপত্নান্ জয়তি সমূলস্তো বিনশ্যতি। ৭৮।
পতিব্রতানাং গমনে বর্ণাকারেণ নিশ্চিতং।।
মাতৃগামী ভবেৎ সদ্যো ব্রহ্মহত্যাং শতং লভেৎ। ৭৯॥
কুম্ভীপাকে পচ্যতে চ যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ।
প্রদগ্ধস্তপ্ততৈলেষু ন মৃতঃ সূক্ষ্মদেহতঃ। ৮০॥
তাড়িতো যমদূতৈশ্চ লৌহদণ্ডেন মূর্দ্ধনি।
ক্ষণং সুখং চিরং দুঃখং সর্ব্বনাশস্য কারণং। ৮১॥

মহাভাগ! ধৈর্য্যাবলম্বন করুন, আপনি জাতিতে বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ। তপস্যা, সত্যনিষ্ঠা, বেদাধ্যয়ন, ব্রতাচরণ ও ধৈর্য্যরক্ষা ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম। পরস্ত্রী সম্ভোগ করা কিছু বিপ্রের ধর্ম্ম নহে। উহা অতি নীচস্বভাব অধার্ম্মিকের কার্য্য। অতএব দ্বিজবর! আমার ইচ্ছা যে, আপনার শরীরে অধর্ম্ম স্পর্শ না হয়। ব্রাহ্মণ ধার্ম্মিক হইলে, তাঁহার সমস্ত শত্রুই পরাজিত হয়। অধার্ম্মিক ব্যক্তিরা অরিষ্টের আধার। এমন কি তাহারা সমূলে বিনাশিত হয়। ৭৭। ৭৮।

পতিব্রতা গমনে আপাতত বর্ণনাশ, আকার নাশ হয়। মাতৃগমন-জনিত মহাপাতক, ও শত ব্রহ্মহত্যা পাতক তৎক্ষণাৎ আক্রমণ করে, এবং পরিণামে যাবৎ চন্দ্র সূর্য্য বিদ্যমান থাকিবে, তাবৎ কুম্ভীপাক নরকে নিপতিত থাকিতে হয়। তথায় উত্তপ্ত তৈলকটাহে দগ্ধ হইতে হয়, যদি বল মৃত ব্যক্তির আবার যাতনানুভব কোথায়? শরীরীর স্থূলদেহ বিনষ্ট হয় মাত্র, সূক্ষ্মদেহের ধ্বংস নাই, সুতরাং সেই সূক্ষ্ম দেহই যন্ত্রণা ভোগ করে। ৭৯। ৮০॥

তথায় যমদূতগণ লৌহদণ্ড দ্বারা মস্তকে তাড়না করে। পরস্ত্রী সংসর্গ ক্ষণকালের নিমিত্ত সুখকর বটে, কিন্তু চিরকাল কষ্টদায়ক, এমন কি সর্ব্ব-নাশের মূল ভিত্তি। ৮১॥

অগম্যাগমনং দুঃখং ধর্ম্মিষ্ঠো নৈব বাঞ্ছতি।
ক্ষমস্ব গচ্ছ ভদ্রন্তে ব্রাহ্মণ জ্ঞানদুর্ব্বল। ৮২ ॥
যথা দীপশিখাং দৃষ্ট্বা কীটঃ পততি নিশ্চিতং।
মিষ্টং দৃষ্ট্বা বড়িশাগ্রে লুব্ধো মীনো মৃতো যথা। ৮৩ ॥
যথা বিষাক্তং ভক্ষাঞ্চ ভুংক্তে ক্ষোভাৎ বুভুক্ষিতঃ।
গৃহ্নাতি দৃষ্ট্বা দুষ্টশ্চ বিষকুম্ভপয়োমুখং। ৮৪ ॥
তথা দৃষ্ট্বা পরস্ত্রীণাং মুখপদ্মং মনোহরং।
বিনাশবীজমোহেন ভ্রান্তো ভবতি লম্পটঃ। ৮৫ ॥
মুখঞ্চ রুচিরং স্ত্রীণাং শ্রোণীযুগ্মং স্তনন্তথা।
কামাধারং নাশ বীজমধর্ম্মস্থলমেব চ। ৮৬ ॥
ভগং নরককুণ্ডঞ্চ লালামূত্র সমন্বিতং।
দুর্গন্ধিযুক্তং পাপঞ্চ যমদণ্ডস্য কারণং। ৮৭ ॥

ধার্ম্মিক ব্যক্তিরা কখন অগম্যাগমনজনিত দুঃখভোগের অভিলাষ করেন না। অহে দ্বিজ! তুমি নিতান্ত জ্ঞানদুর্ব্বল। যাহা হউক, আমায় ক্ষমা কর এবং অভিমত স্থানে প্রস্থান কর, তোমার মঙ্গল হউক। ৮২ ॥

যেমন কীট দীপশিখা দর্শন করিবামাত্র তাহাতে আত্মাকে পাতিত করে, যেমন মীন বড়িশের অগ্রভাগে সুমিষ্ট খাদ্য দর্শন করিয়া লোভপ্রযুক্ত স্ব মৃত্যুকে আহ্বান করে, যেমন বুভুক্ষিত ব্যক্তি ক্ষুধার্ত্ত হইয়া বিষাক্ত ভোজ্য ভোজন পূর্ব্বক শমন সদনের অতিথি হয়, যেমন দুষ্ট ব্যক্তি পয়োমুখ বিষকুম্ভ দর্শনে আকৃষ্ট হইয়া তাহা গ্রহণ পূর্ব্বক আত্মবিনাশের কারণ হয়, তদ্রূপ লম্পট ব্যক্তির পর স্ত্রীগণের মনোহর মুখপদ্ম দর্শনে, বিনাশের বীজস্বরূপ মোহে নিতান্ত উদ্ভ্রান্ত হইয়া থাকে। ৮৩। ৮৪। ৮৫ ॥

ফলতঃ রমণীগণের রমণীয় মুখ, বিপুল নিতম্বদ্বয়, উন্নত স্তনযুগ্ম, কামের আধারস্বরূপ যোনীদেশ, যাহা মুগ্ধ মানবের বিনাশবীজস্বরূপ, যাহা অপেক্ষা অপবিত্রস্থান আর দ্বিতীয় নাই, যাহাকে নরককুণ্ড বলিয়া

যথা লিঙ্গং বিশত্যেব পাপযোনৌ চ যোষিতাং।
তথা পুমান্ বিশত্যেব রৌরবে চ যুগে যুগে। ৮৮॥
রহস্যং চাপদং দৃষ্ট্বা মাং ত্বং ধর্ষিতুমিচ্ছসি।
অত্রৈব সর্ব্বদেবস্য লোকপালস্য ব্রাহ্মণ। ৮৯॥
জাজ্বল্যমানো ধর্ম্মশ্চ সাক্ষী শাস্তা চ কর্ম্মণাং।
যমস্য দণ্ডকর্ত্তা চ স্থাপিতো হরিনা স্বয়ং।
স্বয়ং কৃষ্ণশ্চ সর্ব্বাত্মা জ্ঞানরূপো মহেশ্বরঃ। ৯০॥
দুর্গা বুদ্ধির্ম্মনো ব্রহ্মা চেন্দ্রিয়ানি সুরাস্তথা।
সর্ব্বপ্রাণেষু তিষ্ঠন্তি সাক্ষিণঃ কর্ম্মণাং দ্বিজ। ৯১॥
ক্ব গুপ্তং ক্ব রহস্যং বা ব্রাহ্মণঃ জ্ঞানদুর্ব্বল।
ক্ষমস্ব গচ্ছ ভদ্রন্তে অবধ্যাশ্চ দ্বিজাতয়ঃ। ৯২॥

নির্দ্দেশ করিয়া থাকে, যে স্থান সতত লালা মূত্র ও দুর্গন্ধে পরিপূর্ণ, সেই সমস্ত স্থানই কৃতান্তের করাল দণ্ডের অদ্বিতীয় নিদান। ৮৬। ৮৭॥

মোহান্ধ ব্যক্তিরা যেমন যোষিদ্গণের পাপযোনিতে লিঙ্গ প্রবেশিত করে, অমনি কত যুগ যুগান্তরের জন্য আত্মাকেও রৌরব নামক নরকে নিপাতিত করে। ৮৮॥

দ্বিজকুমার! তুমি নির্জ্জন স্থান ও নিরাশ্রয় বিবেচনা করিয়া আমাকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইয়াছ; কিন্তু তাহা মনে করিও না। এস্থলেও লোকপালগণের আবির্ভাব রহিয়াছে। যিনি সকলের সাক্ষী, যিনি সমস্ত কর্ম্মের নিয়ন্তা, যিনি যমেরও দণ্ডকর্ত্তা ভগবান শ্রীহরি স্বয়ং সেই জাজ্জ্বল্যমান ধর্ম্মকে আমার নিকট স্থাপিত করিয়াছেন। যে শ্রীকৃষ্ণ সকলের আত্মাস্বরূপ যিনি সকলের জ্ঞানস্বরূপ, সেই পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং এস্থলে অবস্থান করিতেছেন। ৮৯। ৯০॥

ভগবতী দুর্গা যাঁহার বুদ্ধিরূপিণী ব্রহ্মা যাঁহার মন, দেবগণ যাঁহার ইন্দ্রিয়, যিনি সকল জীবে সমভাবে অবস্থান করিতেছেন যিনি সমস্ত কর্ম্মের সাক্ষী; হে জ্ঞানদুর্ব্বল বিপ্র! তাঁহার নিকট গুপ্তস্থান ব

শক্তাহং ভস্মসাং কর্ত্তুং গচ্ছ বৎস যথা সুখং।
তপস্যাসু মম গতমষ্টোত্তরশতং যুগং। ৯৩।
নাস্তি গোত্রং মং পিতুশ্চ ন মাতা ন পিতা মম।
সর্ব্বান্তরাত্মা ভগবান্ কৃষ্ণো রক্ষতি মাং দ্বিজ। ৯৪॥
কৃষ্ণেন স্থাপিতো ধর্ম্মো মাঞ্চ রক্ষতি নিত্যশঃ।
আদিত্যাশ্চ তথা চন্দ্রঃ পবনশ্চ হুতাশনঃ।
ব্রহ্মা শম্ভুর্ভগবতী দুর্গা রক্ষতি মাং সদা। ৯৫॥
যেন শুক্লীকৃতা হংসাঃ শুকাশ্চ হরিতীকৃতাঃ।
ময়ূরাশ্চিত্রিতা যেন স মে রক্ষাং করিষ্যতি। ৯৬॥
অনাথবালবৃদ্ধানাং রক্ষিতাঃ সর্ব্বদেবতাঃ।
নারীবুদ্ধ্যা ন মাং ধর্ষ সর্ব্বত্র সর্ব্বদেবতাঃ। ৯৭॥

নির্জ্জন স্থান কুত্রাপি নাই। বিপ্রতনয়! আমায় ক্ষমা কর, তোমার মঙ্গল হউক, তুমি অভিমত স্থানে গমন কর, ব্রাহ্মণ সকলেরই নিকট অবধ্য হইয়া থাকে। ৯১। ৯২॥

নতুবা আমি তোমাকে ভস্মসাৎ করিতে পারিতাম, যাহা হউক, বৎস। তুমি স্বচ্ছন্দে স্থানান্তরে গমন কর, তপশ্চরণে আমার অষ্টোত্তর শত যুগ বিগত হইয়াছে। আমার পিতা নাই, মাতা নাই এবং পিতৃবংশও নাই। কেবল এক অন্তর্যামী ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আমায় রক্ষা করিতেছেন। ৯৩। ৯৪॥

তিনিই ধর্ম্ম স্থাপন করিয়াছেন এবং ধর্ম্মই আমাকে রক্ষা করিতেছেন। আদিত্য, চন্দ্র, অনিল, অনল, ব্রহ্মা, শম্ভু ও ভগবতী দুর্গা নিয়ত আমার রক্ষণে নিযুক্ত আছেন। ৯৫॥

যাঁহা হইতে হংসসকল শুক্ল বর্ণে, শুকগণ হরিতবর্ণে এবং ময়ূরগণ সকল বর্ণে চিত্রিত হইয়াছে, তিনিই আমাকে রক্ষা করিবেন। ৯৬॥

অধিক কি অনাথ, বালক ও বৃদ্ধদিগের রক্ষার্থ সকল দেবতাই সর্ব্বদা সহায়ভূত রহিয়াছেন, তুমি আমাকে অশরণা অবলা মনে করিয়া অন-

মাং মাতরং পরিত্যজ্য গচ্ছ বৎস যথা সুখং।
ইত্যেবমুক্ত্বা সা দেবী তস্থৌ তত্র যথা ধরা। ৯৮ ॥
আগচ্ছন্তঞ্চ সংভোক্তুং ন যান্তং বোধনেন চ।
শশাপেতি চ সা কোপাদ্ব্রহ্ম বন্ধো ক্ষয়ো ভব। ৯৯ ॥
ক্ষয়ো ভব দুরাচার হে পাপিষ্ঠ ক্ষয়ো ভব।
পুনঃ শপ্তুং স্বয়ং সূর্য্যো বারয়ামাস যত্নতঃ। ১০০ ॥
এতস্মিন্নন্তরে তাত তত্রৈব জগদীশ্বরাঃ।
আজগ্মুরতি সংত্রস্তা ব্রহ্মাবিষ্ণু শিবাদয়ঃ। ১০১ ॥
ধর্ম্মং দৃষ্ট্বা কলারূপং রুরুদুস্ত্রিদশেশ্বরাঃ।
কৃত্বা ক্রোড়েঽতীবভৃশং ক্রুদ্ধা ভীতং যথা বিধুঃ।
নিশ্চেষ্টং মলিনং দগ্ধং সতীকোপাগ্নিনা ব্রজ। ১০২ ॥

মাননা করিও না। তুমি নিশ্চয় জানিও সর্ব্বদা সকল দেবতারাই সর্ব্বত্র বিরাজমান রহিয়াছেন। ৯৭ ॥

বৎস! আমি তোমার মাতৃস্থানীয়, তুমি আমায় পরিত্যাগ করিয়া স্বচ্ছন্দে স্থানান্তরে গমন কর। বৎস নারদ! সেই কেদারকন্যা বৃন্দা এই কথা বলিয়া ধরার ন্যায় অচলভাবে তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। ৯৮ ॥

বিপ্ররূপী ধর্ম্ম এতাদৃশ প্রবোধেও প্রবুদ্ধ হইলেন না। বরং তিনি সম্ভোগার্থ অগ্রসর হইলেন। তখন বৃন্দা কোপাবিষ্ট হইয়া শাপ প্রদান পূর্ব্বক কহিলেন, ব্রহ্মবন্ধো! তুমি "উচ্ছন্ন যাও" দুরাচার! তুমি "উচ্ছন্ন যাও" পাপিষ্ঠ! তুমি "উচ্ছন্ন যাও" বৃন্দা এই রূপ শাপ প্রদানের পর যখন পুনরায় অভিশাপ করিতে উদ্যত হইলেন, তখন ভগবান্ সূর্য্য যত্নপূর্ব্বক তাঁহাকে নিবারণ করিলেন। ৯৯। ১০০ ॥

বৎস নারদ! ইত্যবসরে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর প্রভৃতি জগৎ প্রভুগণ একান্ত ভীত হইয়া তথায় সমুপস্থিত হইলেন। ১০১ ॥

এবং ধর্ম্মকে সতীকোপানলে চন্দ্রের ন্যায় কলামাত্র অবস্থিত, ভীত,

ভগবানুবাচ।

ক্ষমস্ব বৃন্দে মদ্ভক্তে জন্মমৃত্যুজরাহরে।
ধর্ম্মং জীবয় মদ্ভক্তং রক্ষ ধর্ম্মং পতিব্রতে। ১০৩॥

ব্রহ্মোবাচ।

ধ্বান্তপূর্ণং জগৎ সর্ব্বং বিনা ধর্ম্মাদ্ধ্রুবহ।
কম্পিতৌ চন্দ্রসূর্য্যৌ চ শেষশ্চাপি বসুন্ধরা। ১০৪॥

মহাদেব উবাচ।

প্রণষ্টঞ্চ জগৎ সর্ব্বং বিনা ধর্ম্মেণ সুন্দরি।
ধর্ম্মং জীবয় ভদ্রন্তে স্বস্তিতেঽস্তু বরাননে। ১০৫॥

শ্রীসূর্য্য উবাচ।

বরং বৃণুস্ব ভদ্রন্তে যত্তে মনসি বাঞ্ছিতং।
ধর্ম্মং জীবয় ভদ্রন্তে রক্ষ সৃষ্টিং পতিব্রতে। ১০৬॥

নিশ্চেষ্ট, ম্লান ও দগ্ধ দর্শনে ক্রোড়ে লইয়া অতিশয় রোদন করিতে লাগিলেন। ১০২॥

তখন ভগবান বিষ্ণু প্রথমে বৃন্দাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, অয়ি মদ্ভক্তে! অয়ি জন্ম মৃত্যু জরা বর্জ্জিতে বৃন্দে! ক্ষান্ত হও. অয়ি পতিব্রতে! ধর্ম্ম আমার একজন পরম ভক্ত, ধর্ম্মকে জীবন দান কর, ধর্ম্মকে রক্ষা কর। ১০৩।

ব্রহ্মা কহিলেন, বৃন্দে! ধর্ম্ম ভিন্ন সমুদায় জগৎ অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইল; চন্দ্র, সূর্য্য, বাসুকি ও বসুন্ধরা ভয়ে কম্পিত হইতেছে। অতএব ধর্ম্মকে রক্ষা কর। ১০৪॥

মহাদেব কহিলেন, সুন্দরি! ধর্ম্ম ব্যতীত সমস্ত জগৎ একেবারে সমূলে উন্মূলিত হয়, অতএব ধর্ম্মকে জীবন দান কর। বরাননে! তোমার মঙ্গল হউক। ১০৫॥

সূর্য্য কহিলেন, পতিব্রতে! তোমার যাহা অভিরুচি হয় প্রার্থনা কর, তাহাই দিতেছি, মনে। ধর্ম্মকে জীবন দান দিয়া সৃষ্টি রক্ষা কর।১০৬॥

অনন্ত উবাচ।

ধর্ম্মং করোসি তপসা কথং ধর্ম্মং বিহিংসি চ।
ধর্ম্মং জীবয় ধর্ম্মাংস্তু সর্ব্বধর্ম্মো ভবেত্তব। ১০৭ ॥

চন্দ্র উবাচ।

দ্বিজরূপধরো ধর্ম্মস্ত্বাং পরীক্ষিতুমাগতঃ।
ব্রহ্মণা প্রেরিতশ্চৈব নির্দ্দোষশ্চ বিহিংসিতঃ। ১০৮ ॥

মহেন্দ্র উবাচ।

তপসোপার্জ্জিতো ধর্ম্ম ধর্ম্মেণ চ ফলং নৃণাং।
কথং ফলঞ্চ তপসাং যদি ধর্ম্মঃ ক্ষয়োগতঃ। ১০৯ ॥

বরুণ উবাচ।

ধর্ম্মং জীবয় ধর্ম্মিষ্ঠে ধর্ম্মং রক্ষ সনাতনং।
নিষ্ফলং কর্ম্মিণাং কর্ম্ম বিনা ধর্ম্মেণ ধার্ম্মিকে। ১১০ ॥

অনন্তদেব কহিলেন, অয়ি বৃন্দে! তুমি কঠোর তপশ্চরণ করিয়া ধর্ম্ম উপার্জ্জনে প্রবৃত্ত হইয়াছ; তবে কিরূপে ধর্ম্ম ধ্বংসে সমুদ্যত হইয়াছ? অতএব ধর্ম্মকে উজ্জীবিত কর, তাহা হইলেই তোমার সমস্ত ধর্ম্ম লাভ হইবে। ১০৭ ॥

চন্দ্র কহিলেন, সুন্দরি! ধর্ম্ম দুরভিসন্ধিতে তোমার নিকট সমাগত হন নাই। সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা তোমার পরীক্ষার্থ দ্বিজবেশে উহাঁকে প্রেরণ করিয়াছিলেন, অতএব উনি নিরপরাধি; কেন বৃথা উহার হিংসায় প্রবৃত্ত হইয়াছ?। ১০৮ ॥

মহেন্দ্র কহিলেন, বৃন্দে! তপস্যায় ধর্ম্ম উপার্জ্জিত হয়। সুতরাং মানবগণ সেই অর্জ্জিত ধর্ম্মবলে অভিমত ফল লাভ করিয়া থাকে। অতএব যদি সেই ধর্ম্মই নষ্ট হইল, তাহা হইলে কি প্রকারে তপস্যাফল সংলব্ধ হইবে?। ১০৯ ॥

বরুণদেব কহিলেন, হে ধর্ম্মিষ্ঠে! ধর্ম্ম না থাকিলে মানবগণের কর্ম্মফল

পবন উবাচ।

জগৎ পূতং কুরু শুভে ধর্ম্মং জীবয় সাংপ্রতং।
ধর্ম্মে প্রণষ্টে তপসাং তব ধর্ম্মো বিনশ্যতি। ১১১ ॥

বহ্নিরুবাচ।

স্বধর্ম্মোপার্জ্জনং কর্ত্তুমাগতাসি চ ভারতং।
বিহিংস্য ধর্ম্মমজ্ঞাত্বা পুনর্জ্জীবয় সুন্দরি। ১১২ ॥

যম উবাচ।

কর্ম্মিণাং বেদকর্ম্মাণি চাহং বিশ্বে বরাননে।
ধর্ম্মানুসারাৎ ফলদো ধর্ম্মং জীবয় সত্বরং। ১১৩ ॥
দেবানাং বচনং শ্রুত্বা সমুত্থায় পতিব্রতা।
নমস্কৃত্য সুরেশাংশ্চ তামুবাচ তপস্বিনী। ১১৪ ॥

বৃন্দোবাচ।

অহং দেবান্ন জানামি সর্ব্বং ব্রাহ্মণরূপিণং।

সমস্ত পণ্ড হইয়া থাকে। অতএব ধার্ম্মিকে! জীবন দান করিয়া সনাতন ধর্ম্মকে রক্ষা কর। ১১০ ॥

পবনদেব কহিলেন, শুভে! সংপ্রতি জীবন দান করিয়া ধর্ম্ম রক্ষা এবং জগৎ পবিত্র কর। ধর্ম্ম বিনষ্ট হইলে, তোমারও তপঃ ফল বিনষ্ট হইবে সন্দেহ নাই। ১১১ ॥

অগ্নি কহিলেন, সুন্দরি! তুমি স্বীয় ধর্ম্মোপার্জ্জন নিমিত্ত ভারতে সমাগত হইয়াছ এবং না জানিয়াই ধর্ম্মকে বিনাশ করিয়াছ। অতএব এক্ষণে ধর্ম্মকে পুনরুজ্জীবিত কর। ১১২ ॥

যম কহিলেন, বরাননে! এই ভারতে আমি কর্ম্মিগণের কর্ম্মফল বিষয় অবগত আছি এবং যে যেরূপ ধর্ম্মাচরণ করে, তাহাকে তদনুরূপ ফলদান করিয়া থাকি। অতএব তুমি সত্বর ধর্ম্মকে জীবন দান কর।১১৩॥

পতিব্রতা তপশ্চারিণী বৃন্দা দেবগণের বচন শ্রবণে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া কহিলেন। ১১৪ ॥

কৃতঃ ক্ষয়ো ময়া কোপাৎ মাং পরীক্ষিতুমাগতঃ। ১১৫ ॥
জীবয়ামি ধ্রুবং ধর্ম্মং যুষ্মাকঞ্চ প্রসাদতঃ।
ইত্যেবমুক্ত্বা সা বৃন্দা চেত্যুবাচ ব্রজেশ্বর। ১১৬ ॥
তপঃ সত্যং যদি মম সত্যঞ্চ বিষ্ণুপূজনং।
তেন পুণ্যেন সত্যেনাদ্য দ্বিজো ভবতু বিজ্বরঃ। ১১৭ ॥
যদি মেঽনশনং সত্যং ব্রতং সত্যং তপঃ শুচিঃ।
তেন পুণ্যেন সত্যেন দ্বিজো ভবতু বিজ্বরঃ। ১১৮ ॥
যদি নারায়ণঃ সত্যঃ সর্ব্বাত্মা নিত্য বিগ্রহঃ।
জ্ঞানাত্মকঃ শিবঃ সত্যো দ্বিজো ভবতু বিজ্বরঃ। ১১৯ ॥
ব্রহ্মা সত্যশ্চ তে দেবাঃ প্রকৃতিঃ পরমা যদি।
যজ্ঞঃ সত্যস্তপঃ সত্যং দ্বিজো ভবতু বিজ্বরঃ। ১২০ ॥

দেবগণ! ধর্ম্ম যে ব্রাহ্মণবেশ ধারণ করিয়া আমাকে পরীক্ষা করিতে আসিয়াছিলেন, তাহা আমি জানি না। আমায় অবমানিত করিতে উদ্যত হওয়ায় আমি রোষবশত উঁহাকে ক্ষয় করিয়াছি। ১১৫ ॥

যাহা হউক যদি আমার প্রতি আপনাদিগের অনুগ্রহ থাকে তাহা হইলে আমি এই দণ্ডে ধর্ম্মকে পুনরুজ্জীবিত করিতেছি, ব্রজপতে! সেই বৃন্দা এইরূপ কথনের পর পুনরায় কহিতে লাগিলেন। ১১৬ ॥

যদি আমার তপশ্চরণ সত্য হয়,যদি আমি যথার্থই ভক্তিপূর্ব্বক বিষ্ণুপূজা করিয়া থাকি, তাহা হইলে সেই পুণ্যবলে এই বিপ্রবর এই মুহূর্ত্তে বিগতজ্বর হউন। ১১৭ ॥

যদি আমি অকপটে উপবাস ক্লেশ ও ব্রতকঠোরতা সহ্য করিয়া থাকি, যদি যথার্থই আমার তপোনিষ্ঠা সত্য হয়, তাহা হইলে সেই পুণ্যবলে দ্বিজবর এই দণ্ডে বিগতজ্বর হউন। ১১৮ ॥

যদি সকলের আত্মস্বরূপ, অনিত্য শরীরধারী নারায়ণ সত্য হন, যদি জ্ঞানময় মহাদেব সত্য হন, তাহা হইলে এই ব্রাহ্মণ এই দণ্ডে বিগতজ্বর হউন। ১১৯ ॥

ইত্যেবমুক্ত্বা সা বৃন্দা ধর্ম্মং ক্রোড়ে চকার সা।
তং দৃষ্ট্বা চ কলারূপং রুরোদ কৃপয়া সতী। ১২১ ॥
এতস্মিন্নন্তরে মূর্ত্তির্দ্ধর্ম্মভার্য্যা শুচাকুলা।
নিপত্য বিষ্ণুপাদে চ শিরসা চেত্যুবাচ সা। ১২২ ॥

মূর্ত্তিরুবাচ।

হে নাথ করুণাসিন্ধো দীনবন্ধো কৃপাঙ্কুরু।
তূর্ণং জীবয় কান্তং মে জগন্নাথ কৃপাময়। ১২৩ ॥
পতিহীনা চ যা নারী পাপিনী সা ভবার্ণবে।
যথাস্যং চক্ষুর্ব্বিরতং প্রাণহীনো যথা তনুঃ। ১২৪।
মিতং দদাতি হি পিতা মিতং ভ্রাতা মিতং সুতঃ।

যদি ব্রহ্মা সত্য হন, যদি দেবগণ সত্য হন, যদি মূলপ্রকৃতি রাধা সত্য হন, যদি যজ্ঞ সত্য হয়, যদি তপস্যা সত্য হয়, তাহা হইলে এই ব্রাহ্মণ বিগতক্লেশ হউন। ১২০ ॥

সেই পতিব্রতা বৃন্দা এই রূপ বচন বিন্যাসের পর ধর্ম্মকে ক্রোড়ে লইয়া তাঁহার সেই ক্ষীণমূর্ত্তি দর্শনে করুণস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। ১২১।

এদিকে ধর্ম্মের পত্নী মূর্ত্তি একান্ত ব্যাকুলা হইয়া বেগে তথায় আগমন পূর্ব্বক অবনতমস্তকে বিষ্ণুপাদপদ্মে নিপতিত হইয়া বলিতে লাগিলেন। ১২২ ॥

হে অনাথ নাথ! হে করুণাসিন্ধো! হে দীনবন্ধো! আমার প্রতি সদয় হও। হে জগন্নাথ! হে কৃপাময়! তুমি আমার প্রাণেশ্বর ধর্ম্মকে প্রাণদান কর। ১২৩ ॥

এই ভবসাগরে যে কামিনী পতিহীনা, নিশ্চয়ই তাহার তুল্য পাপিয়সী আর দ্বিতীয়া নাই। যেমন লোচন বিহীন মুখমণ্ডল অনর্থক, যেমন জীবন বিহীন দেহ নিষ্প্রয়োজন, তদ্রূপ পতিবিহীনা অবলাজনের দেহভার বিড়ম্বনা মাত্র। ১২৪ ॥

মিতং বন্ধুর্ম্মিতং মাতা সর্ব্বং দাতা পতিঃ স্বয়ং। ১২৫।
ইত্যেবমুক্ত্বা সা দেবী তত্র তস্থৌ রুরোদহ।
উবাচ বৃন্দাং ভগবান্ সর্ব্বাত্মা প্রকৃতেঃ পরঃ। ১২৬।

ভগবানুবাচ।

ত্বয়ায়ুস্তপসালব্ধং যাবদায়ুশ্চ ব্রহ্মণঃ।
তদেব দেহি ধর্ম্মায় গোলোকং গচ্ছ সুন্দরি। ১২৭।
ত্বয়াঽনয়া চ তপসা পশ্চান্মাঞ্চ লভিষ্যসি।
পশ্চাদ্গোলোকমাগত্য বারাহে চ বরাননে। ১২৮॥
বৃষভানুসুতা ত্বঞ্চ রাধাচ্ছায়াং লভিষ্যসি।
মৎকলাংশশ্চরায়াণস্ত্বাং বিবাহাদ্গ্রহিষ্যতি।
ত্বাং লভিষ্যসি রাসে চ গোপীভী রাধয়া সহ। ১২৯॥
রাধা শ্রীদামশাপেন বৃকভানসুতা যদি।
সাএব বাস্তবী রাধা ত্বঞ্চ ছায়াস্বরূপিণী। ১৩০॥

কি পিতা, কি ভ্রাতা, কি পুত্র, কি বন্ধু, কি মাতা, ইঁহারা পরিমিত সুখ প্রদান করেন, অর্থাৎ সর্ব্বাংশে সকল আশা চরিতার্থ হয় না, কিন্তু এক পতির নিকট সমস্ত আশাই চরিতার্থ হইয়া থাকে। ১২৫॥

সেই পতিব্রতা বৃন্দা এই কথা বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। তখন সর্ব্বাত্মরূপী প্রকৃতির অতীত ভগবান নারায়ণ বৃন্দাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, অয়ি সুন্দরি! তুমি তপশ্চরণ করিয়া যে আয়ু লাভ করিয়াছ, এবং ব্রহ্মার যেরূপ আয়ুঃ তাহাই ধর্ম্মকে প্রদান পূর্ব্বক এক্ষণে গোলোকে গমন কর। ১২৬। ১২৭॥

বরাননে! পরে বরাহ অবতারে এই তপোবলে আমাকে পতিলাভ করিবে, তৎকালে গোলোক হইতে অবতীর্ণ হইয়া [illegible] নন্দিনীরূপে রাধার ছায়া লাভ করিবে, তখন আমার অংশে সমুৎপন্ন রায়াণ তোমার পাণিগ্রহণ করিবে। রাসক্রীড়া সময়ে গোপীগণের সহিত আমি তোমাকে লাভ করিব। ১২৮। ১২৯॥

বিবাহকালে রায়াণস্ত্বাঞ্চ ছায়াং গৃহিষ্যতি।
ত্বাং দত্বা বাস্তবীরাধা সান্তর্দ্ধ্যানা ভবিষ্যতি। ১৩১॥
রাধাং কৃত্বা চ তাং মূঢ়া বিজ্ঞাষ্যন্তি চ গোকুলে। ১৩২॥
স্বপ্নে রাধাপদাম্ভোজং নহি পশ্যন্তি বল্লবাঃ।
স্বয়ং রাধা মমক্রোড়ে ছায়া রায়াণকামিনী। ১৩৩॥
বিষ্ণোশ্চ বচনং শ্রুত্বা দদাবায়ুশ্চ সুন্দরী।
উত্তস্থৌ পূর্ণধর্ম্মশ্চ তপ্তকাঞ্চনসন্নিভঃ। ১৩৪॥
পূর্ব্বস্মাৎ সুন্দরঃ শ্রীমান্ প্রণনাম হরিং হরং।
ব্রহ্মাণং জগতাং নাথং প্রকৃতিঞ্চ পরাৎপরাং। ১৩৫॥

বৃন্দোবাচ।

দেবাঃ শৃণুত মদ্বাক্যং দুর্ল্লভ্যং সাবধানতঃ।

শ্রীদাম শাপে যিনি বৃকভানুনন্দিনী রূপে পরিণত হইবেন, তিনিই বাস্তবিক রাধা। তুমি তাঁহার ছায়াস্বরূপিণী হইবে। অর্থাৎ রায়াণ যখন তোমার পাণিগ্রহণ করিবে, তখন তুমি আর বাস্তবিক রাধা থাকিবে না, তখন যিনি প্রকৃত রাধা তিনি তোমাকে ছায়া রূপে প্রদান করিয়া স্বয়ং অন্তর্হিতা হইবেন। ১৩০। ১৩১॥

কিন্তু মুগ্ধ গোপগণ গোকুলে ঐ ছায়াকেই রাধা বোধ করিবে এবং স্বপ্নেও কখন রাধা পাদপদ্ম ধ্যান করিবে না। ফলতঃ তখন তুমি প্রকৃত রাধা রূপে আমার নিকট এবং ছায়া রূপে রায়াণের নিকট অবস্থান করিবে। ১৩২। ১৩৩॥

তখন সেই রূপবতী কেদার কন্যা বৃন্দা, ভগবান বিষ্ণুর বচন শ্রবণে ধর্ম্মকে আয়ু প্রদান করিলেন। ধর্ম্মও তখন তপ্তকাঞ্চনমূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক পুনরায় পূর্ণকলেবরে গাত্রোত্থান করিলেন। ১৩৪॥

পূর্ব্বাপেক্ষা তাঁহার রূপ লাবণ্য পরিবর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। তখন তিনি জগৎপ্রভু হরি, হর, ব্রহ্মা ও পরাৎপরা প্রকৃতি দেবীর চরণে প্রণিপাত করিলেন। ১৩৫।

নহি মিথ্যা ভবেদ্বাক্যং মদীয়ঞ্চ নিশাময়। ১৩৬ ॥
ক্ষয়ো ভবতু বাক্যঞ্চ ময়োক্তং কোপভীতয়া।
বারত্রয়ং পুনর্ব্বক্তুং বারয়ামাস ভাস্করঃ। ১৩৭ ॥
সত্যে চ পরিপূর্ণোঽয়ং যথা পূর্ব্বো যথাঽধুনা।
ত্রিপাদশ্চাপি ত্রেতায়াং দ্বিপাদো দ্বাপরে তথা। ১৩৮ ॥
একপাদশ্চ ধর্ম্মোঽয়ং কলেশ্চ প্রথমে হরে।
শেষে কলাষোড়শাংশঃ পুনঃ সত্যে যথা পুরা। ১৩৯ ॥
ত্রিনির্গতং মমমুখাৎ ক্ষয়স্তেন ততঃ ক্রমাৎ।
পুনরুক্তে চ মনসি বারয়ামাস ভাস্করঃ। ১৪০ ॥
তেনৈব হেতুং নাশঞ্চ কলিশেষে কলাময়ঃ।
তথা শপ্তঃ স্থিতো দুর্গে কলিশেষে তথা ধ্রুবং। ৬৪১ ॥

ঐ সময় ব্রহ্মা দেবগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, সুরগণ! অবহি[illegible] হইয়া শ্রবণ করুন। আমি যাহা বলিয়াছি তাহা মিথ্যা হইবার নহে[illegible]রিমিত্ত আমি ভয়প্রযুক্ত রোষভরে "ক্ষয় হউক, ক্ষয় হউক, ক্ষয় হউক" [illegible] কিন্তু এই যে বারত্রয় বলিয়াছি এবং পুনর্ব্বার বলিবার উপক্রমে, ভা[illegible] আমাকে নিবারণ করিয়াছেন, কিন্তু আমার সে বাক্য মিথ্যা হই[illegible] করিতে নহে। ১৩৬। ১৩৭ ॥ [illegible]বৃন্দাবে

অর্থাৎ এখন যেরূপ পরিপূর্ণ কলেবর ধারণ করিয়াছেন, সত্যযুগে[illegible] যে এইরূপ পূর্ণভাবে থাকিবেন। ত্রেতাযুগে ত্রিপাদ, দ্বাপরযুগে দ্বিপা[illegible] প্রদান এবং কলির প্রথমে একপাদ হইবেন। কিন্তু অবসান সময়ে এক[illegible] ষোড়শাংশ মাত্র থাকিবেন। পুনরায় সত্যযুগ উপস্থিত হইলে [illegible] পাতিলাভ পরিপূর্ণ সেই রূপই থাকিবেন। ১৩৮। ১৩৯ ॥ দনীরূপে

আমার মুখ হইতে যখন তিনবার ক্ষয়ের কথা বিনির্গত হইয়া[illegible] তামার তখন ক্রমশঃ তিনবার করিয়া ধর্ম্মের ক্ষয় হইবে, তাহার সন্দেহ নাই[illegible] মারে কিন্তু চতুর্থবার বলিবার উপক্রমে যখন দিবাকর নিবারক হইয়াছেন, ত[illegible] তদনুসারে কলির শেষে কলামাত্রে অবস্থিতি করিবেন, ধর্ম্ম [illegible]

এতস্মিন্নন্তরে নন্দ দদৃশুর্দ্দেবতা রথং।
গোলোকাদাগতং বেগাদতীবসুন্দরং শুভং। ১৪২।
অমূল্যরত্ননির্ম্মাণং হীরাহার পরিস্কৃতং।
মণিমাণিক্যমুক্তাভির্ব্বস্ত্রৈশ্চ শ্বেতচামরৈঃ।
বিভূষিতং ভূষণৈশ্চ রুচিরৈঃ রত্নদর্পণৈঃ। ১৪৩।
নত্বা হরিং হরং বৃন্দা ব্রহ্মাণং সর্ব্বদেবতাঃ। ১৪৪।
সমারুহ্য রথং দৃষ্ট্বা গোলোকঞ্চ জগাম সা।
দেবা জগ্মুশ্চ স্বস্থানং কিংভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি। ১৪৫।

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ সম্বাদে শ্রীকৃষ্ণ জন্মখণ্ডে ভগবন্নন্দ সম্বাদে ষষ্ঠাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

অভিশপ্ত হইয়া অতি কঠোর কলির অবসানে ঐ রূপে অবস্থান করেন। ১৪০। ১৪১।

নন্দরাজ! ইত্যবসরে দেবগণ দেখিলেন, গোলোক হইতে অতীব মনোহর দিব্য বিমান বেগে সমাগত হইতেছে। উহা অতি উৎকৃষ্ট, বিবিধ অমূল্যরত্নে নির্ম্মিত হইয়াছে। উহার দীপ্তি হীরকহারের ন্যায় সমুজ্জ্বল ঐ রথ যে কত প্রকার মণি, মাণিক্য, মুক্তা, বস্ত্র, শ্বেতচামর, অলঙ্কার ও মনোহর দর্পণে বিভূষিত তাহার আর ইয়ত্তা নাই। ১৪২।১৪৩॥

তখন কেদার কন্যা বৃন্দা ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর ও দেবগণের চরণে প্রণিপাত করিয়া সেই দিব্য বিমানে আধিরোহণ পূর্ব্বক গোলোকে গমন করিলেন, এদিকে দেবগণও সকলে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন, নন্দরাজ! এক্ষণে আর কি শ্রবণ করিতে ইচ্ছা হয়, প্রকাশ কর। ১৪৪। ১৪৫ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ সম্বাদে শ্রীকৃষ্ণ জন্মখণ্ডে ভগবন্নন্দ সম্বাদে ষষ্ঠাশীতিতম অধ্যায় সম্পূর্ণ।

সপ্তাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

নন্দ উবাচ।

ত্বাং জ্ঞাতুং নহি শক্তাশ্চ বেদা বেদবিদঃ প্রভো।
সুরা ব্রহ্মেশ শেষাদ্যা মুনি সিদ্ধাদয়স্তথা। ১।
কো ভবানিতি বিজ্ঞাতুং পরং কৌতুহলং মম।
তৎ সর্ব্বং স্বাত্ম্য যাথার্থ্যং নির্জ্জনে কথয় প্রভো। ২।

নারায়ণ উবাচ।

এতস্মিন্নন্তরে তত্র কৃষ্ণং দৃষ্টুং মুনীশ্বরাঃ।
আজগ্মুঃ সহসা বৎস জ্বলন্ত ব্রহ্মতেজসা। ৩॥
পুলহশ্চ পুলস্ত্যশ্চ ক্রতুশ্চ ভৃগুরঙ্গিরাঃ।
প্রচেতাশ্চ বশিষ্ঠশ্চ দুর্ব্বাসাঃ কণ্ব এব চ। ৪॥
কাত্যায়নঃ পানিনিশ্চ কনাদৌ গোতমস্তথা।
সনকশ্চ সনন্দশ্চ তৃতীয়শ্চ সনাতনঃ। ৫॥
কপিলশ্চ সুরিশ্চৈব বোঢুঃ পঞ্চশিখস্তথা।
বিশ্বামিত্রো বাল্মীকিশ্চ কশ্যপশ্চ পরাশরঃ। ৬॥

নন্দ কহিলেন, প্রভো! কি বেদ, কি বেদ পারদর্শী ব্যক্তিগণ, কি দেবগন, কি ব্রাহ্মণগন, কি শেষ, কি মুনিগন, কি সিদ্ধগণ কেহই তোমার তত্ত্ব পরিজ্ঞানে সমর্থ নহে। সুতরাং তুমি কে, ইহা জানিবার নিমিত্ত আমার পরম কৌতুহল উপস্থিত হইয়াছে, অতএব প্রভো! এই বেলা নির্জ্জনে তোমার স্বরূপ ব্যাখ্যান কর। ১। ২॥

নারায়ণ কহিলেন, বৎস! ঐ সময় ব্রহ্মতেজে দ্যোতমান মুনীশ্বরগণ কৃষ্ণের সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত তথায় সমুপস্থিত হইলেন। ৩॥

পুলহ, পুলস্ত্য, ক্রতু, ভৃগু, আঙ্গিরা, প্রচেতা, বশিষ্ঠ, দুর্ব্বাসা, কণ্ব, কাত্যায়ণ, পানিন, কনাদ, গোতম, সনক, সনন্দ, সনাতন, কপিল,

বিভাণ্ডকো মরীচিশ্চ শুক্রোঽত্রিশ্চ বৃহস্পতিঃ।
গার্গশ্চাপি তথা বাৎসো ব্যাসশ্চ জৈমিনি স্তথা। ৭ ॥
মিতবা ঋষ্যশৃঙ্গশ্চ যাজ্ঞবল্কঃ শুকস্তথা।
সৌভরিঃ শুদ্ধজটিলো ভরদ্বাজঃ সুভদ্রকঃ। ৮ ॥
মার্কণ্ডেয়ো লোমসশ্চ নকাখ্যশ্চ বিকঙ্কনঃ।
অষ্টাবক্রঃ শতানন্দো বামদেবশ্চ ভার্গবঃ। ৯ ॥
সম্বর্ত্তশ্চাপ্যুতথ্যশ্চ নরোঽহঞ্চাপি নারদঃ।
জাবালিঃ পরশুরামশ্চাপ্যগস্ত্যং পৌলএব চ। ১০ ॥
সুধামন্যুর্গৌরমুখোপ্যুপমন্যুঃ শ্রুতশ্রবাঃ।
মৈত্রেয়শ্চ্যবনশ্চৈব করথঃ কর এব চ। ১১ ॥
তান্ দৃষ্ট্বা সহসোত্থায় নমস্কৃত্য পুটাঞ্জলিঃ।
সিংহাসনেষু রম্যেষু বাসয়ামাস সাদরং। ১২ ॥
পূজয়ামাস বিধিবৎ কুশলপ্রশ্নপূর্ব্বকং।
পরস্পরশ্চ সম্ভাষ্য মধ্যে কৃষ্ণ উবাস সঃ। ১৩ ॥

আসুরি, বোঢ়ু, পঞ্চশিখ, বিশ্বামিত্র, বাল্মীকি, কশ্যপ, পরাশর, বিভাণ্ডক, মরীচ, শুক্র, অত্রি, বৃহস্পতি, গার্গ্য, বাৎস্য, ব্যাস, জৈমিনী, ঋষ্যশৃঙ্গ, যাজ্ঞবল্ক্য, শুক, সৌভরি, শুদ্ধ জটিল, ভরদ্বাজ, সুভদ্রক। ৪। ৫। ৬। ৭।৮।

মার্কণ্ডেয়, লোমস, নক, বিকঙ্কন, অষ্টাবক্র, সতানন্দ, বামদেব, ভার্গব, সম্বর্ত্ত, উতঙ্ক, নর, আমি, নারদ, জাবালি, পরশুরাম, অগস্ত্য, পৌল, সুধামন্যু, গৌরমুখ, উপামন্যু, শ্রুতশ্রবা, মৈত্রেয়, চ্যবন, করথ ও কর প্রভৃতি মুনিগণকে সমাগত দেখিবামাত্র সহসা গাত্রোত্থান পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাদিগকে নমস্কার করিয়া সাদরসম্ভাষণে রমণীয় সিংহাসনে উপবেশন করাইলেন। ৯। ১০। ১১। ১২॥

অনন্তর কুশল প্রশ্নান্তে যথাবিধি অভ্যর্থনা ও পরস্পর বাক্যালাপের পর কৃষ্ণ যেমন সমাগত মুনিগণের মধ্যভাগে উপবেশন করিলেন,

এতস্মিন্নন্তরে কৃষ্ণস্তেজোরাশিং দদর্শ সঃ।
দদৃশুস্তে চ মুনয়োঽপ্যাকাশে চ সমুল্বনং। ১৪॥
তেজসোভ্যন্তরে বৎস কুমারং কনকপ্রভং।
যথৈব পঞ্চবর্ষীয়ং নগ্নং বালকমীপ্সিতং। ১৫॥
আবির্ব্বভূব সহসা তং দৃষ্ট্বা মুনিপুঙ্গবাঃ।
প্রণেমুর্ম্মুনয়ঃ সর্ব্বে শৌরিশ্চ প্রণনাম তং। ১৬॥
স সর্ব্বমাশিষং কৃত্বা সমুবাচ স সংসদি।
উবাচ তাংশ্চ সৌরিঞ্চ ভগবন্তং সনাতনং।
সস্মিতং স্নিগ্ধনেত্রঞ্চ কৃপাযুক্তশ্চ সাদরং। ১৭॥

সনৎকুমার উবাচ।

ভদ্রং বো মুনয়ঃ শশ্বৎ তপসাং ফলমীপ্সিতং।
কৃষ্ণস্য কুশল প্রশ্নং শিববীজস্য নিষ্ফলং। ১৮॥
সাংপ্রতং কুশলং বশ্চ দর্শনং পরমাত্মনঃ।
ভক্তানুবোধাদ্দেহস্য পরস্য প্রকৃতেরপি। ১৯॥

অমনি সহসা আকাশমণ্ডলে এক অদ্ভুত তেজোরাশি তাঁহাদিগের নয়নপথে আবির্ভূত হইল। ১৩। ১৪॥

ঐ তেজোমণ্ডলের মধ্যভাগে কনককান্তি এক কুমার সমাসীন, বোধ হইল যেন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর পঞ্চমবর্ষীয় এক বালক। ১৫॥

ঐ প্রভাজাল বিভাসিত বালক আমাদিগের সেই সভামধ্যে সমুপস্থিত হইলে আমরা সকলে এবং ভগবান্ কৃষ্ণ তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। তিনি আমাদিগের সকলকে আশীর্ব্বাদ করিয়া স্বয়ং সেই সভামধ্যে সমাসীন হইলেন। তৎপরে আমাদিগকে এবং হাস্যানন স্নিগ্ধনেত্র কৃপাময় সনাতন ভগবান্ কৃষ্ণকে সাদরে কহিতে লাগিলেন। ১৬। ১৭॥

মুনিগণ! আপনাদিগের কুশল? বাঞ্ছিত তপঃ ফল নির্ব্বিঘ্নে অনুষ্ঠিত হইতেছে? কৃষ্ণের আর কি কুশল জিজ্ঞাসা করিব, যিনি স্বয়ং মঙ্গলকর, তাঁহার আবার কুশল প্রশ্ন কি জিজ্ঞাসা করিব?। ১৮॥

নির্গুণস্য নিরীহস্য সর্ব্ববীজস্য তেজসঃ।
ভারাবতারণায়ৈব চাবির্ভূতস্য সাংপ্রতং। ২০ ॥

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ।

শরীরধারিণশ্চাপি কুশলপ্রশ্নমীপ্সিতং।
তৎ কথং কুশলপ্রশ্নং ময়ি বিপ্র ন বিদ্যতে। ২১ ॥

সনৎকুমার উবাচ।

শরীরে প্রাকৃতে নাথ সন্ততঞ্চ শুভাশুভং।
নিত্যদেহে ক্ষেমবীজে শিবপ্রশ্নমনর্থকং। ২২ ॥

ভগবানুবাচ।

যো যো বিগ্রহধারী চ স চ প্রাকৃতিকঃ স্মৃতঃ।
দেবো ন বিদ্যতে বিপ্র তাং নিত্যাং প্রকৃতিং বিনা। ২৩॥
রক্তবিন্দুভবা দেহাস্তে চ প্রাকৃতিকাঃ স্মৃতাঃ। ২৪ ॥

সংপ্রতি যিনি আপনাদিগের এবং ভক্তের বাঞ্ছা পূর্ণ করিতে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন, যিনি প্রকৃতির অতীত, যিনি নির্গুণ, নিশ্চেষ্ট ও সমস্ত বিশ্বের বীজস্বরূপ, যিনি তেজোময় এবং যিনি ভূভার হরণের নিমিত্ত সংপ্রতি অবতীর্ণ হইয়াছেন; সেই পরমাত্মরূপী কৃষ্ণের দর্শন মাত্রেই কৃতার্থ হইলাম। ১৯। ২০ ॥

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, বিপ্রবর! শরীরধারী মাত্রেরই কুশল প্রশ্ন সুসঙ্গত, অতএব আমি যখন বিগ্রহবান্, তখন কি নিমিত্ত কুশল প্রশ্নের পাত্রী না হইব? । ২১ ॥

সনৎকুমার কহিলেন, প্রভো! শুভাশুভ প্রাকৃত শরীরের ফল। কিন্তু যে দেহ নিত্য, যে দেহ মঙ্গলের কারণ, সে শরীরের কুশল জিজ্ঞাসা করায় কোন ফলোদয় নাই। ২২ ॥

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, যিনি বিগ্রহধারী, তিনিই প্রাকৃতিক অর্থাৎ অনিত্য। কেবল এক প্রকৃতি ভিন্ন নিত্য পদার্থ আর কিছুই নাই। যে শরীর রক্তবিন্দু হইতে সমুৎপন্ন, তাহাই প্রাকৃতিক। ২৩। ২৪ ॥

সনৎকুমার উবাচ।

কথং প্রকৃতি নাথস্থ বীজস্য প্রাকৃতং বপুঃ।
সর্ব্ববীজস্য সর্ব্বাদির্ভবাংশ্চ ভগবান্ স্বয়ং। ২৫ ॥
সর্ব্বেষামবতারাণাং প্রধানং বীজমব্যয়ং।
কৃত্বা বদন্তি দেবাশ্চ নিত্যং নিত্যং সনাতনং। ২৬ ॥
জ্যোতিঃস্বরূপং পরমং পরমাত্মানমীশ্বরং।
মায়য়া সগুণঞ্চৈব মায়েশং নির্গুণং পরং।
প্রবদন্তি চ বেদাঙ্গাস্তথা বেদ যথা প্রভো। ২৭ ॥

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ।

সাংপ্রতং বাসুদেবোঽহং রক্তবীর্য্যাশ্রিতং বপুঃ।
কথং ন প্রাকৃতো বিপ্র শিবপ্রশ্নমভীপ্সিতং। ২৮ ॥

সনৎকুমার উবাচ।

বাসঃ সর্ব্বানি বাসশ্চ বিশ্বানি যস্য লোমসু।
তস্য দেবঃ পরং ব্রহ্ম বাসুদেব ইতীরিতঃ। ২৯ ॥

সনৎকুমার কহিলেন, ভগবন্! তুমি প্রকৃতিনাথ, তুমি সকলের বীজস্বরূপ। অতএব তোমার দেহ কিরূপে প্রাকৃতিক দেহ হইবে? চারি বেদ তোমাকে সকল অবতারের অক্ষয় অনন্ত নিত্যবীজস্বরূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করে, তুমি পরম জ্যোতিস্বরূপ, তুমি পরমাত্মা, তুমি ঈশ্বর, তুমি মায়াবলে সগুণ, আবার তুমি যখন মায়ার অধিপতি, তখন মায়া ত্যাগ করিলেই নির্গুণ; সুতরাং চারিবেদে তোমাকে যে রূপে নির্দ্দেশ করে, বেদাঙ্গ সকলও সেই রূপে নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। ২৫। ২৬। ২৭ ॥

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, বিপ্রবর! সংপ্রতি আমি বসুদেব তনয় বাসুদেব; শুক্র শোণিত সংযোগে আমার শরীর বিনির্ম্মিত হইয়াছে। তবে আমি কি নিমিত্ত প্রাকৃত ব্যক্তি না হইব এবং কি নিমিত্তই বা আমাকে কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা না করিবে?। ২৮ ॥

বাসুদেবেতি তন্নাম বেদেষু চ চতুঃষু চ।
পুরাণেষ্বিতিহাসেষু বাত্রাদিষু চ দৃশ্যতে। ৩০ ॥
রক্তবীর্য্যাশ্রিতো দেহঃ ক্ব তে বেদে নিরূপিতঃ।
সাক্ষিণো মুনয়শ্চাত্র ধর্ম্মঃ সর্ব্বত্রএব চ।
সাক্ষিণো মম বেদাশ্চ রবিচন্দ্রৌ চ সাংপ্রতং। ৩১ ॥

ভৃগুরুবাচ।

সত্যং বদসি বিপ্রেন্দ্র ত্বমেব বৈষ্ণবাগ্রণী।
স্বাগতং কুশলং স্বঞ্চ কিন্নিমিত্তমিহাগতঃ। ৩২ ॥

সনৎকুমার উবাচ।

শ্রূয়তাং মুনয়ঃ সর্ব্বে শ্রূয়তাং কৃষ্ণ সাংপ্রতং।
অহো যেন নিমিত্তেন চাতিশীঘ্রমিহাগতঃ। ৩৩ ॥

সনৎকুমার কহিলেন, ভগবন্! "বাস" অর্থাৎ যাঁহার লোমকূপে সমস্ত বিশ্বের বাস, অর্থাৎ অবস্থিতি; তুমি সেই বাসের দেব পরব্রহ্ম বলিয়া চারি বেদ সমস্ত পুরাণ, সমস্ত ইতিহাস ও সকল বাত্রায় তোমাকে বাসুদেব বলিয়া নির্দ্দেশ করে। ২৯। ৩০ ॥

কৈ তোমার শুক্র শোণিত সহযোগী বেদের কোন স্থানেই ত নিরূপিত হয় নাই, এই ত মুনিগণ সাক্ষী রহিয়াছেন। অর্থাৎ উঁহারাই বলুন দেখি, ইহা যথার্থ কি না? ধর্ম্মও ত সাক্ষিরূপে সর্ব্বত্র বিরাজমান. তদ্ভিন্ন চারিবেদ এবং চন্দ্র সূর্য্যাই আমার সাক্ষী। ৩১ ॥

তখন ভৃগু কহিলেন, বিপ্রবর! তুমি সত্যই বলিতেছ। না হইবে কেন? তুমি একজন বৈষ্ণব চূড়ামণী। সংপ্রতি জিজ্ঞাসা করি; তোমার স্বাগত? তোমার সমস্ত কুশল? এক্ষণে এ স্থানে উপস্থিতির কারণ কি। ৩২ ॥

সনৎকুমার কহিলেন, হে মুনিগণ! হে কৃষ্ণ! সংপ্রতি যে কারণে আমি এস্থলে উপস্থিত হইয়াছি, তাহা নির্দ্দেশ করিতেছি, শ্রবণ কর। ৩৩ ॥

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ।

ভগবন্ সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ কিন্নিমিত্তমিহাগতঃ।
সর্ব্বং জানামি সর্ব্বজ্ঞস্ত্বমেব বিদুষাং বরঃ। ৩৪ ॥

সনৎকুমার উবাচ।

ধন্যোসি ভগবান্ ত্বঞ্চ মান্যোসি জগতামপি।
সর্ব্বেশ্বরেশ্বরোসি ত্বং ত্বৎপরো নাস্তি বিশ্বতঃ। ৩৫ ॥

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ।

যজ্ঞানাঞ্চ ব্রতানাঞ্চ তপস্যানাং দ্বিজেশ্বর।
সততং ফলদাতাহং দক্ষিণাভিঃ সহেতি চ। ৩৬ ॥
ইতি শ্রুত্বা কুমারশ্চ যবেন প্রযযৌ চ তে।
মত্বাশ্চর্য্যঞ্চ বচনং ধারয়ামাসুরীপ্সিতং। ৩৭ ॥

ঋষয় উচুঃ।

ত্বং সিদ্ধেন্দ্র মহাভাগ কুমার করুণাময়।
কা শঙ্কিতকথা প্রোক্তো ভগবান্ কৃষ্ণসন্নিধৌ। ৩৮ ॥

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, হে সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ, এবং জ্ঞানিগণের অগ্রগণ্য, তুমি যে নিমিত্ত এখানে উপস্থিত হইয়াছ, তাহা আমি অবগত আছি। ৩৪ ॥

সনৎকুমার কহিলেন, কৃষ্ণ! জগতে তুমিই ধন্য, তুমিই মান্য, এবং তুমিই সমস্ত ঈশ্বরেরও ঈশ্বর, বিশ্ব মধ্যে তোমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর আর কেহই নাই। ৩৫ ॥

কৃষ্ণ কহিলেন, দ্বিজবর! আমি সদক্ষিণক সমস্ত যজ্ঞের, সদক্ষিণক সমস্ত ব্রতের এবং সর্ব্বপ্রকার তপস্যার ফল দান করিয়া থাকি। এই কথা শ্রবণ মাত্র সনৎকুমার বেগে প্রস্থান করিতে উদ্যত হইলেন, তখন মুনিগণ সেই বচনে চমৎকৃত হইয়া তাহার তাৎপর্য্য জানিবার নিমিত্ত তাঁহাকে ধারণ করিলেন। ৩৬। ৩৭ ॥

ঋষিগণ কহিলেন, হে সিদ্ধেশ্বর! হে মহাভাগ করুণাময় সনৎকুমার!

কিং কুত্র দৃষ্টমাশ্চর্য্যং শ্রুতং কিংবাপি কুত্রচিৎ।
অতীব কৃত্বা বিস্তীর্ণমস্মাকং বক্তুমর্হসি। ৩৯ ॥
এতস্মিন্নন্তরে ব্রহ্মা পার্ব্বত্যাসহ শঙ্করঃ।
অনন্তশ্চাপি ধর্ম্মশ্চ শ্রীসূর্য্যশ্চ নিশাকরঃ।
আদিত্যা বসবোরুদ্রা দিক্‌পালাদ্যাশ্চ দেবতাঃ। ৪০ ॥
শ্রীকৃষ্ণঃ সহসোত্থায় সম্ভাষ্য চ পৃথক্ পৃথক্।
মধুপর্কাদিকং দত্ত্বা পূজয়ামাস ভক্তিতঃ। ৪১ ॥
প্রণেমু ঋষয়ঃ সর্ব্বে শেষং শম্ভুং বিধিং শিবাং।
পরস্পরঞ্চ সম্ভাষা বভূব দ্বিজদেবয়োঃ। ৪২ ॥

সনৎকুমার উবাচ।

ময়া গতশ্চ গোলোকে ন দৃষ্টো রাধিকাপতিঃ।
ততো গতশ্চ বৈকুণ্ঠং তত্র নাস্তি চতুর্ভুজঃ। ৪৩ ॥

তুমি কৃষ্ণের নিকট কি সংশয় কথা কহিলে? তুমি কোন্ স্থানে কি আশ্চর্য্য ঘটনা দেখিয়াছ, বা কোন্ স্থানে কি আশ্চর্য্য কথা শুনিয়াছ, তাহা বিস্তারিতরূপে কীর্ত্তন করিয়া আমাদিগের সংশয় দূর কর। ৩৮-৩৯॥

ঋষিগণ সনৎকুমারকে এইরূপ কহিতেছেন, ইত্যবসরে লোককর্ত্তা ব্রহ্মা, পার্ব্বতী সহ শঙ্কর, অনন্তদেব, ধর্ম্ম, সূর্য্য, চন্দ্র, আদিত্যগণ, বসুগণ, রুদ্রগণ ও দিকপালগণ তথায় সমুপস্থিত হইলেন। ৪০॥

তদ্দর্শনে শ্রীকৃষ্ণ সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান করিয়া তাঁহাদিগের প্রত্যেকের সহিত পৃথক্ পৃথক্ সম্ভাষণ পূর্ব্বক মধুপর্কাদি দ্বারা ভক্তিভাবে পূজা করিলেন। ৪১॥

ঋষিগণও ক্রমান্বয়ে শেষ, শম্ভু, বিধি ও শিবাকে প্রণাম করিবার পর সেই দেব ও দ্বিজমণ্ডলীর মধ্যে পরস্পর কথোপকথন আরম্ভ হইল। ৪২॥

সনৎকুমার বলিলেন, আমি গোলোকে গমন করিলাম, তথায় রাধা-পতিকে দেখিতে পাইলাম না, তৎপরে বৈকুণ্ঠে গমন করিলাম, তথায়ও

ততো গতশ্চ ক্ষীরোদং তত্র নাস্তি হরিঃ স্বয়ং।
পরিশ্রান্তো বিষন্নশ্চ স্নাতঃ ক্ষীরোদধেস্তটে। ৪৪ ॥
বিস্তীর্ণং বালুকামধ্যে কচ্ছপঃ শতযোজনঃ।
ভীতশ্চ কম্পিতস্তত্র দৃষ্টো দুঃখী চ শুষ্কিতঃ। ৪৫ ॥
নিঃসারিতো বায়বেন মীনেন চ মহাত্মনা।
ধন্যোসীতি ময়োক্তশ্চ নাহং ধন্য উবাচ স। ৪৬ ॥
ক্ষীরোদ সাগরো ধন্যো জন্তবো যত্র মদ্বিধাঃ।
মত্তো মহত্তবাশ্চাপি হ্যসংখ্যশ্চ মহামুনে। ৪৭ ॥
ভবান্ ধন্যোসি ক্ষীরোদ তেনোক্তং নাহমেব চ।
ধন্যা বসুন্ধরা দেবী যত্রৈব সপ্তসাগরাঃ। ৪৮ ॥
ধন্যাসি বসুধেত্যুক্তা নাহমেবেত্যুবাচ সা।
ধন্যোঽনন্তো মমাধারঃ কৃষ্ণাংশো নাগরাট্ বিভুঃ। ৪৯ ॥

বৈকুণ্ঠনাথ চতুর্ভুজের দর্শন পাইলাম না। তৎপরে ক্ষীরোদে গমন করিলাম, তথায়ও শ্রীহরির দর্শন লাভ হইল না। সুতরাং একান্ত বিষন্ন ও নিতান্ত শ্রান্ত হইয়া সেই ক্ষীরোদসাগরে স্নান করিলাম। ৪৩। ৪৪ ॥

এবং দেখিলাম বিস্তীর্ণ বালুকারাশি মধ্যে শতযোজন শরীর এক কচ্ছপ শয়ান রহিয়াছে। কূর্ম্ম ভীত, কম্পিত, দুঃখিত ও শুষ্ক শরীর। মহাকায় বায়বীয় এক মীন তাহাকে উৎসারিত করিতেছে। দেখিয়া বলিলাম, কচ্ছপ! তুমিই ধন্য। কচ্ছপ কহিল আমি ধন্য নহি। ৪৫।৪৬।

এই ক্ষীরোদ সাগরই ধন্য। কারণ এই ক্ষীরোদ সমুদ্রে আমার ন্যায় মহাকায় অনেক জন্তু বিদ্যমান আছে। ৪৭ ॥

তখন আমি ক্ষীরোদকে কহিলাম ক্ষীরোদ! তুমিই ধন্য। ক্ষীরোদ কহিল, আমি ধন্য নহি, দেবী বসুন্ধরাই ধন্য। কারণ বসুধাদেবী এই সপ্ত সমুদ্রকে ধারণ করিতেছেন। ৪৮ ॥

তখন আমি বসুন্ধরাকে সম্বোধন করিয়া কহিলাম, বসুন্ধরে! তুমিই

সহস্রমূর্দ্ধ্নাং মধ্যেঽহং মূর্দ্ধ্নি স্থূর্পে চ শর্ষপং। ৫০ ॥
ধন্যোসি শেষ ইত্যুক্তো ধন্যো নাহমুবাচ সঃ।
ধন্যোসি দেবপবন যঃ সদা ধরতে চ মাং। ৫১ ॥
ধন্যোসীত্যুক্তঃ পবনো ধন্যো নাহমুবাচ সঃ।
ধন্যশ্চ ভগবান্ ব্রহ্মা বিধাতা জগতামপি। ৫২ ॥
ধন্যোসি তত্র ধাতা চ ধন্যো নাহমুবাচ সঃ।
ধন্যো মহেশ্বরো দেবো যোগীন্দ্রাণাং গুরোর্গুরুঃ। ৫৩ ॥
সর্ব্বারাধ্যঃ সর্ব্বপূজ্যো ধর্ম্মরূপঃ সনাতনঃ।
কালঃ কালশ্চ সংহর্ত্তা স্বয়ং মৃত্যুঞ্জয়ঃ প্রভুঃ। ৫৪ ॥
ধন্যোসীত্যুক্তঃ শম্ভুশ্চ ধন্যো নাহমুবাচ সঃ।
সর্ব্বাদৌ পূজনং যস্য জ্ঞানিনাঞ্চ গুরোর্গুরুঃ। ৫৫ ॥

ধন্য। তিনি কহিলেন, আমি ধন্য নহি। অনন্তদেবই ধন্য। কারণ কৃষ্ণের অংশসমুৎপন্ন নাগরাজ অনন্তদেব আমার আধার। আমি তাঁহার সহস্র ফণামণ্ডলের একমাত্র ফণায় স্থূর্পস্থিত শর্ষপের ন্যায় অবস্থিতি করিতেছি। ৪৯। ৫০॥

তাহা শ্রবণে আমি অনন্তদেবের নিকট গিয়া কহিলাম; অনন্তদেব! তুমিই ধন্য। তিনি প্রত্যুত্তর করিলেন, আমি ধন্য নহি, পবনদেবই ধন্য, কারণ তিনি সতত আমাকে ধারণ করিতেছেন। ৫১ ॥

তখন আমি পবনদেবের নিকটে গিয়া কহিলাম, দেব পবন! তুমিই ধন্য, তিনি কহিলেন, আমি ধন্য নহি। ভগবান্ ব্রহ্মাই ধন্য, কারণ তিনি সমস্ত জগতের বিধাতা। ৫২ ॥

তখন আমি ব্রহ্মার নিকট গিয়া কহিলাম, ব্রহ্মন্! তুমিই ধন্য। তিনি কহিলেন, আমি ধন্য নহি। দেবাদিদেব মহেশ্বরই ধন্য; কারণ তিনি যোগীন্দ্রদিগের গুরুর গুরু, সকলের আরাধ্য, সকলের পূজ্য, স্বয়ং ধর্ম্মস্বরূপ, স্বয়ং সনাতন, কালেরও কাল, সকলের সংহর্ত্তা, কিন্তু স্বয়ং মৃত্যুঞ্জয়। ৫৩। ৫৪ ॥

ধন্যো গণেশ্বরো দেবো দেবানাং প্রবরো বরঃ।
সিদ্ধেন্দ্রেষু মুনীন্দ্রেষু সুরেন্দ্রেষু শ্রুতৌ শ্রুতং। ৫৬ ॥
যোগেন্দ্রেষু চ প্রাজ্ঞেষু ন গণেশাৎ পরঃ পুমান্।
নিম্নগাসু যথা গঙ্গা তীর্থেষু পুষ্করো যথা।
পুরীষু চ যথা কাশী তথা দেবে গণেশ্বরঃ। ৫৭ ॥
দেবেষু ধন্যো মান্যোসীত্যুক্তো গণপতির্ম্ময়া।
নাহং ধন্যো মুনিশ্রেষ্ঠ সস্মিতশ্চেত্যুবাচ হ। ৫৮ ॥
ধন্যা বেদাশ্চ চত্বারঃ কস্মৈব যদ্ব্যবস্থয়া।
বেদ প্রণিহিতা ধর্ম্মা হ্যধর্ম্মাস্তু দ্বিপর্য্যয়াঃ। ৫৯ ॥
বেদো নারায়ণঃ সাক্ষাৎ বয়ং পূজ্যা ব্যবস্থয়া।
তস্মাৎ সর্ব্বাণি শাস্ত্রাণি পুরাণানি চ সন্তি বৈ। ৬০ ॥

তখন আমি মহেশ্বরের নিকট গিয়া কহিলাম, মহেশ্বর! তুমিই ধন্য। কিন্তু তিনি কহিলেন, আমি ধন্য নহি; গণপতিই ধন্য, কারণ, সকল দেবের অগ্রে তাঁহার পূজা হয়, তিনি জ্ঞানিগণের গুরুরও গুরু। তিনি সমস্ত দেবের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। কি সিদ্ধেন্দ্রগণ, কি মুনীন্দ্রগণ, কি সুরেন্দ্রগণ, কি যোগেন্দ্রগণ, কি প্রাজ্ঞগণ কোন সংপ্রদায় মধ্যেই গণেশ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম পুরুষ আর কেহই নাই। যেমন নদী মধ্যে গঙ্গা, যেমন তীর্থ মধ্যে পুষ্কর, যেমন পুরী মধ্যে কাশী, সেইরূপ দেবতা মধ্যে গণেশের শ্রেষ্ঠ। ৫৫। ৫৬। ৫৭॥

তখন আমি গণপতির নিকট গিয়া কহিলাম; গণেশ্বর! তুমিই দেবগণ মধ্যে ধন্য এবং মান্য। তৎ শ্রবণে গণপতি হাস্য বদনে কহিলেন, মুনিবর! আমি ধন্য নহি। ৫৮॥

বেদ চতুষ্টয়ই ধন্য। কারণ বেদের ব্যবস্থানুসারে কর্ম্মকাণ্ড সকল ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। যাহা বেদ বিহিত তাহাই ধর্ম্ম। আর যাহা বেদ বহির্ভূত তাহাই অধর্ম্ম। বেদ সাক্ষাৎ নারায়ণস্বরূপ। সেই বেদের ব্যবস্থানুসারে আমরা পূজনীয় হইয়াছি, সেই বেদ হইতেই স্মৃতি ও পুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্র সকল সমুদ্ভূত হইয়াছে। ৫৯। ৬০॥

যস্মাদ্ধন্যাশ্চ তে বেদা গচ্ছ তত্র মুনীশ্বর।
যূয়ং ধন্যাশ্চ মান্যাশ্চেত্যুক্তা বেদা ময়া ততঃ। ৬১ ॥
উচুস্তে ন বয়ং ধন্যা যজ্ঞসংহশ্চ সাংপ্রতং।
বয়ং ব্যবস্থা কর্ত্তারো যজ্ঞৌঘঃ ফলদঃ স্বয়ং। ৬২ ॥
তস্মাদ্ধন্যঃ স এবাপি গচ্ছ গচ্ছ মহামুনে।
ধন্যোসি যজ্ঞসংঘোসীত্যুক্তস্তত্র ময়া বিভো। ৬৩ ॥
উচুস্তে ন বয়ং ধন্যা ধন্যং কর্ম্ম শুভং মুনে। ৬৪ ॥
শুভ কর্ম্মাসি ধন্যং ত্বং নাহং ধন্যমুবাচ তৎ।
কর্ম্মণাং ফলদো ধাতা কর্ম্মহেতুশ্চ সাংপ্রতং। ৬৫ ॥
ধাতুর্ব্বিধাতা ভগবান্‌ সর্ব্বাদিঃ সর্ব্বকারকঃ।
শ্রীকৃষ্ণঃ পরমাত্মা চ ধন্যো মান্যশ্চ নিশ্চিতং। ৬৬ ॥

অতএব বেদই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। মুনিবর! এক্ষণে তুমি বেদ চতুষ্টয়ের নিকট গমন কর। তাহা শ্রবণ করিয়া আমি বেদ চতুষ্টয়ের নিকট গমন করিয়া কহিলাম, বেদগণ! তোমরাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ৬১ ॥

বেদগণ কহিলেন, মুনীশ্বর! আমরা ধন্য নহি। যজ্ঞ সমূহই ধন্য। কারণ আমরা ব্যবস্থাপক মাত্র। আমরা ফলদানে সমর্থ নাহ। যজ্ঞসকল স্বয়ং স্বয়ং ফল দান করিয়া থাকেন। ৬২ ॥

অতএব হে মহামুনে! যজ্ঞই ধন্য, এক্ষণে তুমি যজ্ঞের নিকট গমন কর। সুতরাং আমি যজ্ঞসমূহের নিকট গমন করিয়া কহিলাম, হে যজ্ঞ-সংঘ! তোমরাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ৬৩ ॥

তাঁহারা কহিলেন, মুনিবর! আমরা ধন্য নহি। শুভকর্ম্মই ধন্য, সুতরাং আমি শুভকর্ম্মের নিকট গমন করিয়া কহিলাম, সুকৃতে! তুমিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। সুকৃতি কহিল, আমি ধন্য নহি। বিধাতা কর্ম্মের ফল প্রদান করেন, এবং তিনি কর্ম্মফলের কারণ, আবার ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ সকলের কর্ত্তা এবং যিনি পরমাত্মস্বরূপ, তিনি সেই বিধাতারও বিধাতা। অতএব শ্রীকৃষ্ণই ধন্য এবং শ্রীকৃষ্ণই মান্য। ৬৪। ৬৫। ৬৬ ॥

ধর্ম্মালয়ং ততো গত্বা ন দৃষ্টা জগদীশ্বরং।
মথুরামাগতো দৃষ্টুং পরিপূর্ণতমং প্রভুং। ৬৭ ॥
যজ্ঞানাং তপসাঞ্চৈব ব্রতানাং শুভকর্ম্মণাং।
ঈশ্বরং ফলদাতারং পরমাত্মানমেব চ। ৬৮ ॥
কারণং কারণানাঞ্চ ব্রহ্মাদীনাং পুরঃসরং।
ধন্যোসীতি ময়োক্তশ্চ দক্ষিণাভিঃ সহেতি চ। ৬৯ ॥
উক্তো ভগবতাপ্যত্র কথিতং সর্ব্বকারণং।
দক্ষিণাভিশ্চ ফলদো হতযজ্ঞমদক্ষিণং। ৭০ ॥
দক্ষিণা বিপ্রমুদ্দিশ্য তৎকালন্তু ন দীয়তে।
একরাত্রে ব্যতীতেতু তদ্দানং দ্বিগুণং ভবেৎ। ৭১ ॥
মাসে শতগুণং প্রোক্তং দ্বিমাসেতু সহস্রকং।
সম্বৎসর ব্যতীতেতু স দাতা নরকং ব্রজেৎ। ৭২ ॥
বর্ষাণাঞ্চ সহস্রঞ্চ মূত্রকুণ্ডে নিপত্য চ।
ততশ্চাণ্ডালতাং যাতি ব্যাধিযুক্তশ্চ পাতকী। ৭৩ ॥

অনন্তর আমি ধর্ম্মালয়ে গমন করিলাম, দেখিলাম, তথায় জগৎপ্রভু উপস্থিত নাই, সুতরাং এই পরিপূর্ণতম প্রভুর সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত মথুরায় আগমন করিয়াছি, এস্থলে সমস্ত যজ্ঞের, সর্ব্ব প্রকার তপস্যার, বিবিধ ব্রতের এবং অনন্ত শুভকর্ম্মের ফলদাতা, সর্ব্ব প্রকার কারণেরও কারণ, ব্রহ্মাদি দেবগণেরও অগ্রগণ্য, পরাত্মভূত মথুরানাথকে দর্শন করিয়া কহিলাম তুমিই ধন্য। তাহাতে উনি উত্তর করিলেন দক্ষিণা ভিন্ন আমি ধন্য হইতে পারি না। দক্ষিণা সহকারে আমি যজ্ঞের ফল দান করিতে পারি, কিন্তু যজ্ঞ দক্ষিণা বর্জ্জিত হইলে নিষ্ফল হয়। অর্থাৎ আমি তাহার ফল দানে সমর্থ নহি। ৬৭। ৬৮। ৬৯। ৭০ ॥

অবশ্য দেয় দক্ষিণা যদি যজ্ঞকালে বিপ্রকে না দেওয়া হয়, তাহা হইলে তৎপর দিনে তাহার দ্বিগুণ প্রদান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। একমাস গত হইলে শত গুণ এবং মাসদ্বয় গত হইলে সহস্রগুণ দান করা আব-

দাতা ন দীয়তে দানং গৃহীতা চেন্ন যাচতে।
তাবুভৌ নরকং প্রাপ্তৌ বর্ষাণাঞ্চ সহস্রকং। ৭৪ ॥
যজমানশ্চ চাণ্ডালো ব্রাহ্মণস্তৎ পুরোহিতঃ।
ব্যাধিযুক্তৌ চ তাবুভৌ পাপিনৌ কর্ম্মণঃ ফলাৎ। ৭৫ ॥
সর্ব্বে দেবাশ্চ মুনয়ো জহসুর্ব্বিস্ময়ং যযুঃ।
বিস্ময়ঞ্চ যযৌ নন্দস্তত্যাজ পুত্রভাবকং। ৭৬ ॥
রুরোদ চ সভামধ্যে লজ্জাহীনঃ শুচাকুলঃ।
ত্যজ মোহমিতীত্যুক্ত্বা বোধয়ামাস পার্ব্বতী। ৭৭ ॥

নন্দ উবাচ।

অমূল্যরত্নং মাণিক্যং যথাগোরাজিনাং গৃহে।
স্থিতং তেন চ দেবেশ তথাহং বঞ্চিতঃ প্রভো। ৭৮ ॥

শোক। বৎসর অতীত করিয়া দক্ষিণা প্রদান করিলে দাতাকে নিরয়গামী হইতে হয়। তথায় সহস্রবর্ষ পর্য্যন্ত মূত্রকুণ্ডে নিপতিত থাকিয়া পরিশেষে সেই পাতকীরে চণ্ডালযোনিতে জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক ব্যাধিগ্রস্ত হইতে হয়। ৭১। ৭২। ৭৩॥

দাতা যদি গৃহীতাকে দান প্রদান এবং গৃহীতা যদি দাতার নিকট প্রাপ্য দান প্রার্থনা না করেন, তাহা হইলে উভয়েই সহস্রবর্ষ পর্য্যন্ত নরকে বাস করেন। ফলতঃ কি যজমান, কি পুরোহিত উভয়েই স্ব স্ব কর্ম্মফলে চণ্ডালতা লাভ করিয়া দুঃসহ ব্যাধি যন্ত্রণা ভোগ করিতে থাকেন। ৭৪। ৭৫।

তখন দেবগণ ও মুনিগণ তৎ শ্রবণে যুগপৎ হর্ষ বিস্ময়ে সমাক্রান্ত হইলেন। গোপবর নন্দ একেবারে বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হইলেন, কৃষ্ণের প্রতি পুত্রভাব পরিত্যাগ করিলেন। তখন তিনি লজ্জাহীন ও শোকাকুল হইয়া সভামধ্যে রোদন করিতে লাগিলেন। পার্ব্বতী তদ্দর্শনে নন্দকে প্রবোধদান করিয়া কহিলেন, গোপবর! কেন বৃথা মায়ায় মুগ্ধ হও, অতএব মোহ পরিত্যাগ কর। ৭৬। ৭৭॥

মমাপরাধং ভগবান্ ক্ষমস্ব প্রকৃতেঃ পর।
পুনর্ন যাস্যামি গৃহং গোকুলং যমুনাতটং। ৭৯ ॥
বৃন্দাবনং তথা বাসং ক্রীড়াসারং গদাগ্রজঃ।
তৎ সঙ্গঞ্চ যশোদায়া গোপীকান্তিকমেব চ। ৮০ ॥
কিং ব্রবীমি যশোদাঞ্চ শ্রেয়সীং রাধিকামপি।
প্রেমপাত্রঞ্চ বালৌঘং বদ ভোঃ কথয়ামি কিং। ৮১ ॥
ইত্যুক্ত্বা চ সভামধ্যে মূর্চ্ছাং সংপ্রাপ নারদ।
ক্রোড়ে কৃত্বা জগন্নাথো বোধয়ামাস তৎক্ষণং। ৮২ ॥
ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ সম্বাদে শ্রীকৃষ্ণ জন্মখণ্ডে ভগবন্নন্দ সম্বাদে সপ্তাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

নন্দ কহিলেন, দেবেশ! যেমন গোগৃহ ও অশ্বশালায় অমূল্যরত্ন মাণিক অজ্ঞাতভাবে অবস্থান করে, তদ্রূপ তুমি অজ্ঞাতসারে আমার ভবনে অবস্থান করিয়াছ। প্রভো! আমি একান্ত বঞ্চিত হইয়াছি। ভগবন্! তুমি যখন প্রকৃতির অতীত তখন আমি তোমাকে কি প্রকারে জানিতে পারিব, যাহা হউক আমার অপরাধ ক্ষমা কর, আমি আর গৃহে যাইতেছি না। আর আমার গোকুলে, যমুনা তটে, বৃন্দাবনে বা বাসে প্রয়োজন নাই, সে সমস্ত ক্রীড়া মাত্রে পর্য্যবসিত হইল, আমি তোমার সংসর্গ বর্জ্জিত হইলাম। আর আমার যশোদার নিকট বা গোপীগণের নিকট যাইবার প্রয়োজন নাই। ৭৮। ৭৯। ৮০॥

আর গিয়াই বা যশোদা ও কমলিনী রাধাকে কি বলিব? তোমার ক্রীড়া সহচর বালকবৃন্দ জিজ্ঞাসিলে কি উত্তর দিব? এই কথা বলিয়াই নন্দ, সেই সভামধ্যে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তখন জগতের একমাত্র নাথ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে ক্রোড়ে লইয়া উদ্বোধিত করিতে লাগিলেন। ৮১। ৮২ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ সম্বাদে শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে ভগবন্নন্দসম্বাদে সপ্তাশীতিতম অধ্যায় সম্পূর্ণ।

অষ্টাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ।

চেতনং কুরু হে তাত হে তাত চেতনং কুরু।
জলবুদ্বুদবৎ সর্ব্বং সংসারং সচরাচরং। ১ ॥
ত্যজ মোহং মহাভাগ মায়াং স্তৌহি পরাৎপরাং।
ব্রহ্মস্বরূপাং পরমাং সর্ব্বমোহনিকৃন্তনীং।
মুক্তিপ্রদাং মহাভাগাং বিষ্ণুমায়াং সনাতনীং। ২ ॥
ত্রিপুরস্য বধে ঘোরে মহাযুদ্ধে ভয়াকুলে।
যেন স্তোত্রেণ শম্ভুশ্চ তয়া দত্তং জঘান সঃ। ৩ ॥
স্তোত্ররাজং প্রদাস্যামি সর্ব্বমোহনিকৃন্তনং।
সর্ব্ববাঞ্ছাপ্রদং নন্দ শ্রূয়তামত্র সংসদি। ৪ ॥

নন্দ উবাচ।

সর্ব্ববিঘ্নবিনাশায় দুঃখপ্রশমনায় চ।
বিভূতয়ে চ যশসে নৃণাং বাঞ্ছিতসিদ্ধয়ে। ৫ ॥

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ কহিতে লাগিলেন, হে তাত! চেতনা স্থাপন করুন। এই চরাচর বিশ্ব জলবিম্বের ন্যায় নিতান্ত অস্থির; হে মহাভাগ! মোহ পরিত্যাগ করুন। মায়াদেবীকে স্তব করুন। তিনি ব্রহ্মস্বরূপা, তিনি সর্ব্ব প্রকার মোহের মূলোচ্ছেদ করেন, তিনি মুক্তিদায়িনী, তিনি মহাভাগা, তিনি শাশ্বতী বিষ্ণুমায়া। ১। ২ ॥

ঘোরতর ত্রিপুরাসুর সংগ্রাম সমুপস্থিত হইলে ভয়ের পরিসীমা ছিল না। কিন্তু মায়াদেবী যে যে স্তোত্র প্রদান করেন, সেই সেই স্তবের প্রভাবে শূলপাণি তাহাকে নিহত করেন। ৩ ॥

আমি এই সভা মধ্যে আপনাকে সেই মোহবিনাশক বাঞ্ছাকল্পতরু স্তবরাজ প্রদান করিতেছি, শ্রবণ করুন। ৪ ॥

স্তোত্রমেকং মহাদেব্যা জগন্মাতুর্জ্জগৎপ্রভো।
পরং দুর্গতিনাশিন্যা গোপনীয়ং সুদুর্ল্লভং। ৬ ॥
দেহি মহ্যং বিনীতায় ভক্তায় ভক্তবৎসল।
বেদানাং জনকস্ত্বঞ্চ নির্গুণশ্চ পরাৎপরঃ। ৭ ॥

ভগবানুবাচ।

শৃণু বক্ষ্যামি বৈশ্যেন্দ্র স্তোত্রং যৎপরমাদ্ভুতং।
সর্ব্ববিঘ্নবিনাশার্থং মোহপাশনিকৃন্তনং। ৮ ॥
রণে শস্ত্রপরিত্যজ্য শঙ্করেণ পুরা কৃতং। ৯ ॥
নারায়ণোপদেশেন প্রেরিতেন চ ব্রহ্মণা।
শত্রুগ্রস্তং শিবং দৃষ্ট্বা স ব্রহ্মাণমুবাচহ।
উবাচ শঙ্করং ব্রহ্মা রথস্থং পতিতং রণে। ১০ ॥
স্মর শঙ্কর শান্ত্যর্থং দুর্গাং দুর্গতিনাশিনীং।
মূলপ্রকৃতি মাদ্যান্তাং স্তৌহি ব্রহ্মস্বরূপিণীং। ১১ ॥

গোপবর নন্দ কহিলেন, প্রভো! হে ভক্তবৎসল! আমি একান্ত ভক্তিসহকারে ও নিতান্ত বিনীতভাবে প্রার্থনা করিতেছি যে, যাহাতে সর্ব্ব প্রকার বিঘ্নের বিনাশ হয, যদ্দ্বারা দুঃখ সকল দূরে পলায়ন করে, যাহার প্রভাবে মানবের ঐশ্বর্য্য, যশ ও অভীষ্ট লাভ হয়, তুমি দুর্গতিনাশিনী মহাদেবী জগন্মাতার সেই গোপনীয় অতি দুর্ল্লভ স্তোত্র আমাকে প্রদান কর। প্রভো! তুমি বেদ চতুষ্টয়ের জনক, তুমি গুণাতীত ও তুমি পরাৎপর। ৫। ৬। ৭ ॥

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, হে বৈশ্যেন্দ্র! যে স্তবে সমুদায় বিঘ্ন বিনষ্ট হয, যাহার প্রভাবে মোহপাশ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায়, সেই অত্যদ্ভুত স্তোত্র বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। ৮ ॥

পূর্ব্বে ত্রিপুরাসুরসংগ্রাম সময়ে নারায়ণ, ব্রহ্মার দ্বারা ঐ স্তব প্রেরণ করিলে দেব শঙ্কর রণস্থলে অস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক ঐ স্তোত্র পাঠ করেন।৯॥

ফলতঃ নারায়ণ শঙ্করকে শত্রুগ্রস্ত সন্দর্শন করিয়া ব্রহ্মাকে প্রেরণ

হরিণা প্রেরিতোঽহঞ্চ ত্বাং বদামি সুরেশ্বর।
বিনা শক্তিসহায়েন কা বা বাঞ্চুত্বমীশ্বরঃ। ১২ ॥
ব্রহ্মণশ্চ বচঃ শ্রুত্বা দুর্গাং সংস্মার শঙ্করঃ।
প্রাঞ্জলি প্রণতো ভূত্বা ভক্তিনম্রাত্মকন্ধরঃ। ১৩ ॥
স্নাতঃ পাদৌ চ প্রক্ষাল্য ধৃত্বা ধৌতে চ বাসসী।
আচন্তঃ কুশহস্তশ্চ শুচির্বিষ্ণুঞ্চ সংস্মরন্। ১৪ ॥

মহাদেব উবাচ।

রক্ষ রক্ষ মহাদেবি দুর্গে দুর্গতিনাশিনি।
মাং ভক্তমনুরক্তঞ্চ শত্রুগ্রস্তং কৃপাময়ি। ১৫ ॥
বিষ্ণুমায়ে মহাভাগে নারায়ণি সনাতনি।
ব্রহ্মস্বরূপে পরমে নিত্যানন্দস্বরূপিণি। ১৬ ॥

করিলে ভগবান্ চতুর্ম্মুখ সমরে শঙ্কটাপন্ন রথস্থ শঙ্করের নিকট সমুপস্থিত হইয়া কহিলেন, শঙ্কর! যিনি মূলপ্রকৃতি, যিনি আদ্যাশক্তি, যিনি ব্রহ্মস্বরূপিণী, তুমি স্বীয় শান্তির জন্য সেই দুর্গতিনাশিনী দেবী দুর্গাকে স্মরণ কর, তাঁহার স্তব কর। ১০। ১১।

হে দেবাদিদেব শঙ্কর! হরি আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন, এবং যাহা বলিয়া দিয়াছেন, বলিতেছি শ্রবণ কর। তিনি কহিয়াছেন যে, শক্তির সহায়তা ভিন্ন তুমিই কে, আমিই কে এবং তিনিই বা কে?। ১২ ॥

তখন ভগবান্ ভূতভাবন ব্রহ্মার বচন শ্রবণে কৃতাঞ্জলিপুটে ভক্তি-ভাবে মস্তক অবনত করিয়া আদ্যাশক্তি দুর্গাকে স্মরণ করিলেন। ১৩ ॥

অনন্তর অবগাহন সমাপনের পর পাদ প্রক্ষালন ও ধৌত বস্ত্র পরি-ধান করিলেন, তৎপরে কুশ হস্তে আচমন পূর্ব্বক পূতমনে বিষ্ণু স্মরণ করিয়া বলিতে লাগিলেন, হে মহাদেবি! হে দুর্গতিনাশিনি! কৃপাময়ি দুর্গে! আমি তোমার একান্ত ভক্ত ও তোমার প্রতি একান্ত অনুরক্ত, আমি শত্রু গ্রস্ত হইয়াছি আমাকে রক্ষা কর। ১৪। ১৫ ॥

হে বিষ্ণুমায়ে! হে মহাভাগে! হে নারায়ণি! হে সনাতনি! হে

ত্বঞ্চ ব্রহ্মাদি দেবানামম্বিকে জগদম্বিকে।
ত্বং সাকারে চ গুণতো নিরাকারে চ নির্গুণাৎ। ১৭ ॥
মায়য়া পুরুষস্ত্বঞ্চ মায়য়া প্রকৃতিঃ স্বয়ং।
তয়োঃ পরং ব্রহ্মরূপং ত্বং বিভর্ষি সনাতনি। ১৮ ॥
বেদানাং জননী ত্বঞ্চ সাবিত্রী চ পরাৎপরা। ১৯ ॥
বৈকুণ্ঠে চ মহালক্ষ্মীঃ সর্ব্ব সম্পৎস্বরূপিণী।
মর্ত্যলক্ষ্মীশ্চ ক্ষীরোদে কামিনী শেষশায়িনঃ। ২০ ॥
স্বর্গে চ স্বর্গলক্ষ্মীস্ত্বং রাজলক্ষ্মীশ্চ ভূতলে।
নাগাদিলক্ষ্মীঃ পাতালে গৃহেষু গৃহদেবতা। ২১ ॥
সর্ব্বস্বস্য স্বরূপা ত্বং সর্ব্বৈশ্বর্য্যবিধায়িনী।
বাগধিষ্ঠাতৃ দেবী ত্বং ব্রহ্মণশ্চ সরস্বতী। ২২ ॥
প্রাণানামধিদেবী ত্বং কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ।
গোলোকে চ স্বয়ং রাধা শ্রীকৃষ্ণস্যৈব বক্ষসি। ২৩ ॥

ব্রহ্মস্বরূপে! হে পরমে! হে নিত্যানন্দস্বরূপিণি! তুমি ব্রহ্মাদি দেবগণে অম্বিকা, তুমি জগতের অম্বিকা। তুমি যখন সগুণ, তখন সাকার আর যখন নির্গুণ তখন নিরাকার। ১৬। ১৭ ॥

তুমি মায়াবলে কখনও পুরুষ, কখনও বা প্রকৃতি। সনাতনি! আবার তুমি সেই প্রকৃতি ও পুরুষের অতীত পরম ব্রহ্মরূপ ধারণ কর। তুমিই বেদমাতা সাবিত্রী। তোমা হইতে শ্রেষ্ঠতর আর কেহই নাই। ১৮। ১৯ ॥

তুমি বৈকুণ্ঠে মহালক্ষ্মী ও সর্ব্ব সম্পত্তিস্বরূপিণী, আবার যখন মর্ত্ত্যলোকে অবস্থান কর, তখন সকলের নিকট লক্ষ্মী, আর যখন ক্ষীরোদসাগরে অবস্থান কর, তখন অনন্তশয্যাশায়ী ভগবান নারায়ণের কামিনী, তুমি স্বর্গের স্বর্গলক্ষ্মী ও ভূতলের রাজলক্ষ্মী, পাতালে নাগলক্ষ্মী ও প্রত্যেক গৃহীর গৃহলক্ষ্মী। ২০। ২১ ॥

তুমি সকলের সর্ব্বস্বরূপা এবং সকলের সর্ব্বস্ব বিধাত্রী। তুমি ব্রহ্মার

গোলোকাধিষ্ঠাতৃদেবীং বৃন্দা বৃন্দাবনে বনে।
শ্রীরাসমণ্ডলে রম্যা বৃন্দাবনবিনোদিনী। ২৪ ॥
শতশৃঙ্গাদিদেবী ত্বং নাম্না চিত্রাবলীতি চ।
দক্ষকন্যা কুত্র কল্পে কুত্র কল্পে চ শৈলজা। ২৫ ॥
দেবমাতাদিতিস্ত্বঞ্চ সর্ব্বাধারা বসুন্ধরা।
ত্বমেব গঙ্গা তুলসী ত্বঞ্চ স্বাহা স্বধা সতী। ২৬ ॥
ত্বমেবাংশাংশকলয়া সর্ব্বদেবাদিযোষিতঃ।
স্ত্রীরূপঞ্চাতিপুরুষং দেবি ত্বঞ্চ নপুংসকং। ২৭ ॥
বৃক্ষাণাং বীজরূপা ত্বং সৃষ্টেশ্চাঙ্কুররূপিণী।
বহ্নৌ চ দাহিকাশক্তির্জ্জলে শৈত্যস্বরূপিণী। ২৮ ॥
সূর্য্যে তেজঃস্বরূপা চ প্রভারূপা চ সন্ততং।
শোভাস্বরূপা চন্দ্রে চ পদ্মসংঘে চ নিশ্চিতং। ২৯ ॥
সৃষ্টৌ সৃষ্টিস্বরূপা চ পালনে পরিপালিকা।

বাগধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতী। তুমি পরমাত্মভূত কৃষ্ণের প্রাণের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। তুমি স্বয়ং গোকুলে রাধা রূপে শ্রীকৃষ্ণের বক্ষস্থলে বিহার কর, তুমি গোলোকনাথের গোলোকেশ্বরী, এবং তুমিই বৃন্দাবনের বৃন্দা, তুমিই রাসমণ্ডলে অবস্থান করিয়া সমস্ত বৃন্দাবন বিনোদন কর। ২২। ২৩। ২৪ ॥

তুমি শতশৃঙ্গাদির দেবীস্বরূপা, তোমার নাম চিত্রাবলী, তুমি কোন কল্পে দক্ষকন্যা, আবার কোন কল্পে হিমালয় দুহিতা, তুমি সুরমাতা অদিতি, তুমি সকলের আধারভূতা বসুন্ধরা, তুমি গঙ্গা, তুমি তুলসী, তুমি স্বাহা, ও তুমি স্বধা, তুমি অংশরূপে সমস্ত দেবের অঙ্কলক্ষ্মী, তুমি স্ত্রীরূপিণী কিন্তু পুরুষকে অতিক্রম করিয়াছ। দেবি! তুমি নপুংসক-স্বরূপ। ২৫। ২৬। ২৭ ॥

দেবি! তুমি বৃক্ষের বীজস্বরূপা, তুমি সৃষ্টির অঙ্কুর; তুমি অগ্নির দাহিকাশক্তি, তুমি জলের শৈত্যগুণ, তুমি সূর্য্যের তেজঃস্বরূপিণী প্রভা,

মহামারী চ সংহারে জলে চ জলরূপিণী। ৩০ ॥
সর্ব্বশক্তি স্বরূপাত্বং সর্ব্বসম্পৎ প্রদায়িনী।
বেদেঽনির্ব্বচনীয়াত্বংহি ন ত্বাং জানাতি কশ্চন। ৩১ ॥
সহস্রবক্ত্র স্ত্বাং স্তোতুং ন চ শক্তঃ সুরেশ্বরি।
বেদানশক্তাঃ কোবিদ্বান্ ন চ শক্তা সরস্বতী।
স্বয়ং বিধাতা শক্তশ্চ ন চ বিষ্ণুঃ সনাতনঃ। ৩২ ॥
কিং স্তৌমি পঞ্চবক্ত্রেণ রণত্রস্তো মহেশ্বরি।
কৃপাং কুরু মহামায়ে মম শত্রুক্ষয়ং কুরু। ৩৩ ॥
ইত্যুক্ত্বা চ সকরুণং রথস্থে পতিতে রণে।
আবির্ব্বভূব সা দুর্গা সূর্য্যকোটিসমপ্রভা। ৩৪ ॥
নারায়ণেন কৃপয়া প্রেরিতা পরমাত্মনা।
শিবস্য পুরতঃ শীঘ্রং শিবায় চ জয়ায় চ। ৩৫ ॥

তুমি চন্দ্রের শোভা, তুমি পদ্মের সৌন্দর্য্য, তুমি সৃষ্টির সৃষ্টি, তুমি পালনের পালিকা এবং সংহারকালের মহাপ্রলয়, তুমি জলে জলরূপা, তুমি সকলের শক্তিস্বরূপা এবং সকলের সম্পত্তিদায়িনী। চারিবেদ যখন তোমার তত্ত্ব নিরূপণ করিতে অসমর্থ তখন তোমার স্বরূপ কেহই অবগত নহে। ২৮। ২৯। ৩০। ৩১॥

অনন্তদেব সহস্র মুখে তোমার স্তব করিতে সমর্থ নহে। বেদই যখন তোমার স্তবে অসমর্থ, তখন অন্য কোন্ বিদ্বান্ তোমার স্তবে সমর্থ হইবে? স্বয়ং সরস্বতীও তোমার স্তুতিবাদে সমর্থ নহেন। যখন বিধাতা ও সনাতন বিষ্ণু স্বয়ং চেষ্টা করিয়াও তোমার স্তুতিবাদে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই তখন আমি পঞ্চবদনে, বিশেষতঃ রণে ভীত, আমি কি রূপে তোমার স্তুতিবাদে সমর্থ হইব? অতএব হে মহেশ্বরি! হে মহামায়ে! আমার প্রতি কৃপাকটাক্ষ বিক্ষেপ কর, আমার শত্রু ক্ষয় কর। ৩২। ৩৩॥

ভগবান্ ভূতভাবন এই রূপে করুণভাবে স্তব করিয়া সেই রণস্থলে রথোপরি দণ্ডবৎ নিপতিত হইলে, কোটিসূর্য্য তুল্য প্রভাবতী ভগবতী

ইত্যুক্তা চ মহাদেবী মায়া শক্ত্যাঽসুরং বধ।
বরংবৃণুষ্ব ভদ্রন্তে যত্তে মনসি বাঞ্ছিতং।
ভবান্ বরঃ সুরাণাঞ্চ জয়ং পথ্যং দদাম্যহং। ৩৬ ॥

মহাদেব উবাচ।

জয়ো ভবতু দৈত্যেন্দ্র ইতি মে বরমীশ্বরি।
দেহীতি বাঞ্ছিতং দুর্গে পরমাদ্যে সনাতনি। ৩৭ ॥

ভগবানুবাচ।

হরিং স্মর মহাভাগ জয় দৈত্যং জগদগুরুং।
স্বয়ং বিধাতা ভগবান্ সএব জ্যোতিরীশ্বরঃ। ৩৮ ॥
এতস্মিন্নন্তরে বিষ্ণুর্বৃষরূপো বভূব সঃ।
দধার কলয়া মূর্দ্ধা শূলপাণে রথং বিভুঃ। ৩৯ ॥

দুর্গা পরমাত্মরূপী নারায়ণ কর্তৃক প্রেরিত হইয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন। ৩৪। ৩৫ ॥

এবং সেই মহাদেবী মায়া, "তুমি বল পূর্ব্বক অসুরকে বধ কর" এই কথা বলিয়া কহিলেন, মহেশ্বর! তোমার মনোগত অন্য যাহা কিছু প্রার্থয়িতব্য থাকে, প্রার্থনা কর, তুমি দেবগণ মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং বিজয়ী হও। তোমার মঙ্গল হউক। ৩৬ ॥

তখন মহাদেব মহেশ্বরীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে পরমাদ্যে সনাতনি দুর্গে! আমার বাঞ্ছা এই যে, দৈত্যেন্দ্র নিপাতিত হউক। অতএব আমাকে এই বাঞ্ছিত বর প্রদান কর। ৩৭ ॥

ঐ সময় ভগবান্ নারায়ণ মহেশ্বরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে মহাভাগ! তুমি জগদগুরু শ্রীহরিকে স্মরণ করিয়া পুর দৈত্যকে নিপতিত কর। তিনি স্বয়ং ভগবান্ বিধাতা, তিনিই পরম জ্যোতি এবং তিনিই ঈশ্বর। ৩৮ ॥

ভগবান্ বিষ্ণু ইত্যবসরে বৃষরূপ অবলম্বন পূর্ব্বক মস্তকে করিয়া

ঊর্দ্ধ চক্রমধোঽগ্রঞ্চ প্রকৃতঞ্চ চকার সঃ।
শস্ত্রং দদৌ মন্ত্রপূত মুদ্দধার ততো রথং। ৪০॥
শিবঃ শস্ত্রং গৃহীত্বা চ ধ্যাত্বা বিষ্ণুং সুরেশ্বরীং।
জঘান ত্রিপুরং শীঘ্রং স পপাত মহীতলে। ৪১॥
তুষ্টবুঃ শঙ্করং দেবাশ্চক্রুশ্চ পুষ্প বর্ষণং।
দুর্গা তস্মৈ দদৌশূলং পিনাকং বিষ্ণুরেব চ। ৪২॥
ব্রহ্মা শুভাশিষশ্চৈব মুনয়শ্চাপি হর্ষিতাঃ।
ননৃতুর্দ্দেবতাঃ সর্ব্বা জগুর্গন্ধর্ব্বকিন্নরাঃ। ৪৩॥
এতস্মিন্নন্তরে তাত স্তবরাজ মনুত্তমং।
বিঘ্ননিঘ্নকরং শীঘ্রং শত্রুসংহারকারণং। ৪৪॥
পরমৈশ্বর্য্যজনকং সুখদং শুভদং পরং।
নির্ব্বাণমোক্ষদঞ্চৈব হরিভক্তিপ্রদং ধ্রুবং। ৪৫॥

শূলপাণির রথ ধারণ করিলেন। রথ বিপর্য্যস্ত হইয়া চক্র ঊর্দ্ধমুখে এবং শৃঙ্গ অধোমুখে অবস্থিত ছিল, তাহা যথোপযুক্ত রূপে স্থাপন করিলেন, অস্ত্র মন্ত্রপূত করিয়া প্রদত্ত হইল। ৩৯ ৪০।

তখন দেবাদিদেব শঙ্কর অস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক ভগবানবিষ্ণু ও সুরেশ্বরী দেবী ভগবতীকে স্মরণ করিয়া ত্রিপুর কলেবরে সত্বর সেই অস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। দৈত্যবর সেই অস্ত্রাঘাতেই গতাসু হইয়া ভূতলে নিপতিত হইলেন। ৪১।

দেবগণ শঙ্করের স্তুতিবাদে ও পুষ্পবৃষ্টি বর্ষণে প্রবৃত্ত হইলেন। দুর্গতি নাশিনীদুর্গা তাঁহাকে শূলাস্ত্র এবং বিষ্ণু পিনাক প্রদান করিলেন, ব্রহ্মা ও মুনিগণ পরমানন্দে শঙ্করকে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন, দেবগণ হর্ষে নৃত্য আরম্ভ করিলেন, গন্ধর্ব্ব ও কিন্নরগণ সঙ্গীতে প্রবৃত্ত হইলেন, ঐ সময় পুনর্ব্বার সেই অত্যুৎকৃষ্ট দুর্গা স্তব পঠিত হইতে আরম্ভ হইল। ঐ স্তবে বিঘ্ন সকল বিদূরিত হয়, শত্রু সংহারে কোন সন্দেহই থাকে না। প্রত্যুত: অতুল ঐশ্বর্য্য লাভ হয়, সুখের সীমা থাকে না, সকল কার্য্যই মঙ্গলে

গোলোকবাসদঞ্চৈব হরিদাস্যপ্রদং তথা।
লোভমোহকামক্রোধকর্ম্মমূলনিকৃন্তনং। ৪৬ ॥
বলবুদ্ধিকরঞ্চৈব জন্মমৃত্যুবিনাশনং।
ধনপুত্রপ্রিয়াভূমিসর্ব্বসম্পৎপ্রদং নৃণাং। ৪৭ ॥
শোক দুঃখ হরেঞ্চৈব সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদং বরং।
স্তোত্ররাজপ্রপঠনাৎ মহাবন্ধ্যা প্রসূয়তে। ৪৮ ॥
বন্ধনান্মুচ্যতে দুঃখী ভয়ান্মুচ্যেত নিশ্চিতং।
রোগাদ্বিমুচ্যতে রোগী দরিদ্রশ্চ ধনী ভবেৎ। ৪৯ ॥
দাবাগ্নিমধ্যে ন মৃতোমগ্নঃপোতে মহার্ণবে।
দস্যুগ্রস্তে রিপুগ্রস্তে হিংস্রজন্তুসমন্বিতে। ৫০ ॥

পরিপূর্ণ হয়, পরিণামে নিশ্চয় হরিভক্তি সমুপাস্থত হইয়া নির্ব্বাণ মোক্ষ প্রদান করে। ৪২। ৪৩। ৪৪। ৪৫।

তখন গোলোকে অবস্থান পূর্ব্বক অনায়াসে হরিদাস্যে প্রবৃত্ত হইতে পারে। লোভ, মোহ, কাম, ক্রোধ প্রভৃতি কর্ম্মমূল সকল সমূলে উন্মূলিত হইয়া যায়। বল ও বুদ্ধির বৃদ্ধি করে। আর জন্ম মৃত্যুর আশঙ্কা থাকে না। ধন পুত্রে লক্ষ্মী লাভ হয়, প্রিয়তমা ভার্য্যা ও পর্য্যাপ্ত ভূমির অধিপতী হয়। শোক দুঃখের প্রসঙ্গমাত্র থাকে না। অধিক কি, ঐ স্তবের মহিমায় কোন্ প্রকার সিদ্ধিই অঙ্গগত হইবার অপেক্ষা থাকে না। ৪৬। ৪৭ ॥

এই স্তোত্র পাঠে মহাবন্ধ্যাও পুত্রবতী হইয়া থাকে, বন্ধন গত ব্যক্তি বন্ধন হইতে উন্মুক্ত হইয়া নিরাপদে অবস্থান করে, রোগাক্রান্ত ব্যক্তি নীরোগ এবং দরিদ্র ধনী হয়। হে বৈশ্যবর! এমন কি, যদি কোন ব্যক্তি ঘোরতর দবদাহ মধ্যে নিপতিত হয়, যদি কেহ পোতভঙ্গে মহার্ণব মধ্যে নিমগ্ন, যদি কেহ দস্যু হস্তে নিপতিত, যদি কেহ শত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত বা শার্দ্দূলাদি হিংস্র জন্তুর হস্তে নিপতিত হয়, তাহা হইলেও এই স্তব প্রভাবে অনায়াসে তাহা হইতে মুক্ত হইয়া কল্যাণ লাভ করিতে পারে। ৪৮। ৪৯। ৫০ ॥

স্তোত্রেণানেন বৈশ্যেন্দ্র কল্যাণং লভতে নরঃ।
তৈজসানাং যথা রত্ন মাশ্রমানাং দ্বিজো যথা। ৫১ ॥
নদীনাঞ্চ যথা গঙ্গা মন্ত্রানাং প্রণবো যথা।
তুলসী সর্ব্ব পত্রাণাং ধরাণাঞ্চ বসুন্ধরা। ৫২ ॥
পুষ্পাণাং পারিজাতঞ্চ কাষ্ঠানাং চন্দনং যথা।
বিষ্ণুপূজা চ তপসাং ব্রতেষ্বেকাদশী যথা। ৫৩ ॥
জ্ঞানিনাঞ্চ যথা শম্ভুর্য্যোধানাঞ্চ গণেশ্বরঃ।
দেবানাঞ্চ যথা বিষ্ণুর্ব্বেদাঃ শাস্ত্রেষু তন্ত্রতঃ। ৫৪ ॥
দেবীনাঞ্চ যথা দুর্গা শান্তানাং কমলা যথা।
সরস্বতী চ বিদুষাং রাধিকা সুন্দরীষু চ। ৫৫ ॥
তথাস্তোত্রেষ্বিদং স্তোত্রং স্তোত্রং নাতঃ পরং ব্রজ।
পুরাদত্তং ব্রহ্মণে চ পুষ্করে সূর্য্যপর্ব্বণি। ৫৬ ॥
দৈত্যগ্রস্তায় ভীতায় সর্ব্বদুর্গহরং পরং।
শিবায় শত্রুগ্রস্তায় দদৌ ব্রহ্মা মদাজ্ঞয়া। ৫৭ ॥

তাত! যেমন তৈজস পদার্থ মধ্যে রত্ন, আশ্রমীর মধ্যে ব্রাহ্মণ, নদীর মধ্যে গঙ্গা, মন্ত্র মধ্যে প্রণব, পত্র মধ্যে তুলসী, ধর মধ্যে ধরণী, পুষ্প মধ্যে পারিজাত, কাষ্ঠ মধ্যে চন্দন, তপস্যার মধ্যে বিষ্ণু পূজা, ব্রত মধ্যে একাদশী, জ্ঞানি মধ্যে শম্ভু, যোদ্ধৃ মধ্যে গণপতি, দেব মধ্যে বিষ্ণু, তন্ত্রাদি শাস্ত্র মধ্যে বেদ, দেবী মধ্যে দুর্গা শান্ত স্বভাব মধ্যে কমল, বিদ্বৎসমাজে সরস্বতী ও সুন্দরীকুলে রাধিকা সর্ব্ব প্রধান, সেই রূপ সমুদায় স্তোত্র মধ্যে এই স্তোত্রই শ্রেষ্ঠতম, ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম আর কিছুই নাই। ৫১। ৫২। ৫৩। ৫৪। ৫৫ ॥

পূর্ব্বে পুষ্কর তীর্থে সূর্য্যগ্রহণ সময়ে ব্রহ্মা যখন দৈত্যগ্রস্ত হইয়া একান্ত ভয়াকুল হইয়াছিলেন, তখন আমি সর্ব্ব বিপদ্বিনাশন এই স্তোত্র ব্রহ্মাকে প্রদান করিয়াছিলাম। আবার মহেশ্বর যখন শত্রুগ্রস্ত হন, তখন

শিবশ্চ সনকাদিভ্যঃ পুরা দুর্ব্বাসসে দদৌ।
সনৎকুমারো ভগবান্ কৃপয়া গৌতমায় চ। ৫৮ ॥
পুলহায় পুলস্ত্যায় দদৌ চাঙ্গিরসে মুদা।
তথা চন্দ্রায় সূর্য্যায় সূর্য্যশ্চাপি যমায় চ।
যমশ্চ চিত্রগুপ্তাভ্যাং কৃপয়াচ পুরা দদৌ। ৫৯ ॥
নিত্যং পঠিষ্যসি স্তোত্রং গোলোকগমনায়বৈ। ৬০ ॥
সাক্ষাৎ স্তুতিং কুরু বিভো তামেব পার্ব্বতী মিহ।
যস্মৈ কস্মৈ ন দাতব্যং পাপিনে গোপনং কুরু। ৬১ ॥
নারায়ণস্য ভক্তায় শান্তায় বিদুষে তথা।
সর্ব্বজ্ঞায় চ বিপ্রায় প্রদাতব্যং প্রযত্নতঃ। ৬২ ॥
বিপ্রায় বৃষবাহায় বৃষলীপতয়ে তথা।
শূদ্রাণাং শূপকারায় শূদ্র শ্রাদ্ধান্ন ভোজিনে।
কন্যা বিক্রয়িনে চৈব ব্রাহ্মণায় বিশেষতঃ। ৬৩ ॥

আমার আদেশক্রমে ইহা তাঁহাকে প্রদত্ত হইয়াছিল। শিব আবার ইহা সনকাদি ঋষিগণকে ও দুর্ব্বাসাকে প্রদান করিয়াছিলেন, আবার সনৎকুমার কৃপা করিয়া গৌতমকে প্রদান করিয়াছিলেন। তৎপরে গৌতম পুলহকে, পুলহ পুলস্ত্যকে, পুলস্ত্য অঙ্গিরাকে, অঙ্গিরা চন্দ্রকে, চন্দ্র সূর্য্যকে, সূর্য্য যমকে এবং যম চিত্রগুপ্তকে প্রদান করিয়াছিলেন। ৫৬। ৫৭।৫৮।৫৯।

এক্ষণে আমি ইহা আপনাকে প্রদান করিতেছি। আপনি নিত্য এই স্তোত্র পাঠ করিবেন। আপনি এই স্তব মহিমায় গোলোকে গমন করিবেন। বিভো! আপনি একবার আমার সাক্ষাতেই এই স্তোত্র পাঠ করিয়া পার্ব্বতীকে স্তব করুন। ইহা ইচ্ছামত সকলকে প্রদান করিবেন না। বিশেষতঃ পাপাত্মার নিকট ইহা গোপন করিবেন। যে বিপ্র নারায়ণ ভক্ত, শান্তস্বভাব ও জ্ঞানবান্ এমন কি, সর্ব্বজ্ঞ হইবেন, তাঁহাকে যত্ন পূর্ব্বক ইহা প্রদান করিতে পারিবেন। কিন্তু বৃষ বাহক,

সর্ব্বসিদ্ধিঞ্চ লভতে সিদ্ধস্তোত্রো ভবেদ্ যদি।
শতলক্ষজপেনৈব সিদ্ধস্তোত্রো ভবেন্নরঃ। ৬৪ ॥
অগ্নিস্তম্ভং জলস্তম্ভং ভূস্তম্ভং মনস স্তথা।
অশ্বমেধ সহস্রঞ্চ পৃথিব্যাশ্চ প্রদক্ষিণাৎ।
স্নানার্চ্চ সর্ব্বতীর্থানাং স্তোত্রমেতচ্চ পুণ্যদং। ৬৫ ॥
দত্তং তুভ্যং ময়া তাত মম প্রাণসমং ব্রজ।
স্তবনং কুরু পার্ব্বত্যাশ্চেদানীং মম সংসদি। ৬৬ ॥
শ্রীকৃষ্ণস্য বচঃ শ্রুত্বা নন্দ স্তুষ্টাব পার্ব্বতীং।
স্তোত্রেণানেন বিপ্রেন্দ্র সর্ব্ব সম্পৎ প্রদায়িণীং। ৬৭ ॥
বরং দত্ত্বা যযৌ দুর্গা সংভাষ্য শম্ভুনা সহ।
জগ্মুর্দ্দেবাশ্চ মুনয়ঃ স্তুত্বা চ নন্দ নন্দনং। ৬৮ ॥

বৃষলীপতি, শূদ্রের পাচক, শূদ্রের শ্রাদ্ধান্নভোজী, ও কন্যা বিক্রয়ী ব্রাহ্মণকে কদাচ প্রদান করিবেন না। ৬০। ৬১। ৬২। ৬৩॥

যদি কোন ব্যক্তি এই স্তবে সিদ্ধ স্তোত্র হন, তাহা হইলে তিনি সর্ব্ব প্রকার সিদ্ধি লাভ করিতে পারেন। ইহা শতলক্ষ বার জপ করিতে পারিলেই লোক সিদ্ধ স্তোত্র হইয়া থাকে। ৬৪ ॥

সিদ্ধ স্তোত্র ব্যক্তি অনায়াসে অগ্নি স্তম্ভ, জল স্তম্ভ, ভূস্তম্ভ, ও মন স্তম্ভ সাধন করিতে পারেন। ইহা দ্বারা অশ্বমেধ সহস্র সসাগরা পৃথিবী প্রদক্ষিণ, এবং সমস্ত তীর্থে স্নান ও সর্ব্ব দেবতা পূজা অপেক্ষা অধিক পুণ্য লাভ হয়। ৬৫ ॥

হে তাত! আমি আপনাকে প্রাণপ্রতিম এই স্তোত্র প্রদান করিলাম, এক্ষণে আপনি এই সভাতেই একবার পার্ব্বতী স্তোত্র পাঠ করুন। ৬৬ ॥

হে দ্বিজবর! তখন গোপবর নন্দ শ্রীকৃষ্ণের বচন শ্রবণ করিয়া সেই সভাস্থলেই সর্ব্বসম্পত্তিদায়িনী পার্ব্বতীর স্তব পাঠ করিতে লাগিলেন, পরে ভগবতী দুর্গা নন্দকে বর প্রদান ও যথোচিত সম্ভাষণ করিয়া

উবাচ নন্দং শ্রীকৃষ্ণ ব্রজ নন্দ ব্রজান্বিতঃ।
প্রহৃষ্টং ত্যক্ত মোহশ্চ বোধেন দুর্ল্লভে ন চ। ৬৯॥
ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ সম্বাদে শ্রীকৃষ্ণ
জন্মখণ্ডে ভগবন্নন্দ সম্বাদে অষ্টাশীতিতমোহধ্যায়ঃ।

ভগবান ভূতভাবনের সহিত যথাস্থানে প্রস্থান করিলেন, দেবগণ ও মুনিগণও নন্দ নন্দন শ্রীকৃষ্ণকে স্তব করিয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। ৬৮॥

এ দিকে শ্রীকৃষ্ণ নন্দকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, তাত! দুর্ল্লভ প্রবোধনে, প্রকৃষ্টরূপে আপনার মোহ বিগত হইল, এক্ষণে আপনি গোপগণে পরিবেষ্টিত হইয়া ব্রজে গমন করুন। ৬৯॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ সম্বাদে শ্রীকৃষ্ণ জন্মখণ্ডে
ভগবন্নন্দসম্বাদে অষ্টাশীতিতম অধ্যায় সম্পূর্ণ।

নবাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ।

গচ্ছ গচ্ছ গৃহং নন্দ ব্রজরাজ ব্রজং ব্রজ।
সর্ব্বতত্ত্বং ত্বয়া জ্ঞাতং দৃষ্টাশ্চ মুনয়ঃ সুরাঃ। ১॥
শ্রুতঞ্চ ধর্ম্মোপাখ্যান মাখ্যাতঞ্চ সুদুর্ল্লভং।
দুর্গায়াঃ স্তোত্ররাজঞ্চ জন্মপাশনিকৃন্তনং। ২॥
স্থিতং যন্মে নিবাসে চ হর্ষেণ চ সুখেন চ।
যৎকৃতং বাল্যভাবেন চাপরাধঞ্চ তৎক্ষম। ৩॥
যৎ সুখং ন কৃতং তাত পিত্রোশ্চ নৃপমন্দিরে।
কৃতং সুখং পরঞ্চৈব স্বর্গাদপি সুদুর্ল্লভং। ৪॥
মদীয়ং প্রিয়বাক্যঞ্চ প্রকৃতং বিনয়ং নয়ং।
পরিহারং বহুতরং যশোদাং গোপিকাগণং।
বালকানাং সমূহঞ্চ রাধিকাঞ্চ বিশেষতঃ। ৫॥
একত্র চ স্থিতং তেষু বন্ধুবর্গেষু কর্ম্মণা।
ইহৈবাপি সুখং ভুক্ত্বা গচ্ছ গোলোক মন্ততঃ। ৬॥

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, হে তাত নন্দ! হে ব্রজরাজ! আপনার কোন তত্ত্বই অজ্ঞাত রহিল না। মুনিগণ ও দেবগণের সহিত সাক্ষাৎকার লাভ হইল। ধর্ম্মোপাখ্যান সকল শ্রবণ করিলেন, যে স্তবে ভব বন্ধন বিচ্ছিন্ন হয়, সেই অতি দুর্ল্লভ দুর্গাস্তব কীর্ত্তন করিলাম; আমি আপনার আলয়ে অতি সুখে ও পরমানন্দে অবস্থান করিয়াছিলাম, অবস্থান কালে বালভাবে যে সকল অপরাধ করিয়াছি, ক্ষমা করিবেন। ১। ২। ৩॥

রাজভবনে জনক জননীর নিকট অবস্থান করিয়া যে সুখলাভ না হয়, আপনার ভবনে ততোধিক সুখলাভ করিয়াছি। এমন কি স্বর্গভবনেও তাদৃশ সুখ অতি দুর্ল্লভ। ৪॥

সার্দ্ধং যশোদয়া তাত রোহিণ্যা গোপিকাগণৈঃ।
গোপানাং বালকৈঃ সার্দ্ধং বৃষভানেন গোপকৈঃ। ৭ ॥
রাধা মাতা কলাবত্যা রাধায়াসহ যাস্যসি।
রথানাং শতলক্ষঞ্চ গোলোকাদাগতং পিতঃ। ৮ ॥
অমূল্য রত্ননির্ম্মণং হীরাহার পরিষ্কৃতং।
মণিমাণিক্য মুক্তানাং মালাজালবিভূষিতং। ৯ ॥
বহ্নিশুদ্ধাংশুকৈ রম্যৈরাচ্ছন্নং পীতবর্ণকৈঃ।
পার্ষদ প্রবরৈ রম্যৈর্ব্বেষ্টিতং শ্বেতচামরৈঃ। ১০ ॥
সদ্রত্ন দর্পণৈ রম্যৈর্গোপিকাভিশ্চ গোপকৈঃ।
বেষ্টিতঞ্চ তদারুহ্য কৌতুকাদ্ যাস্যসি ধ্রুবং।
ত্যক্ত্বা চ পার্থিবং দেহং দিব্যং দেহং বিধায় চ। ১১ ॥

আমার যথোচিত সানুনয় সম্ভাষণ ও বহুবিধ পরিহার, মাতা যশোদার নিকট, গোপীগণের নিকট, গোপবালকগণের নিকট, যে সকল বন্ধুগণে পরিবেষ্টিত হইয়া সতত অবস্থান করিতাম, তাহাদিগের নিকট বিশেষতঃ রাধিকার নিকট বিজ্ঞাপন করিবেন। ৫। ৬ ॥

ব্রজরাজ! আপনি ঐহিক সুখসম্ভোগের পর চরমে মাতা যশোদা ও রোহিণী এবং অন্যান্য গোপিকা, গোপগণ, গোপবালকগণ, বৃষভানু, রাধ্যজননী কলাবতী ও রাধার সহিত গোলোকে বাস করিবেন। ৭। ৮ ॥

গমনকালে গোলোক হইতে অতি উৎকৃষ্ট রত্নজালনির্ম্মিত হীরকময় হারের ন্যায় সমুজ্জ্বল শতলক্ষ রথ সমাগত হইবে। রথের চতুর্দ্দিক মণি, মুক্তা ও মাণিকের মালায় বিভূষিত এবং অগ্নির ন্যায় সমুজ্জ্বল পীতবর্ণ বস্ত্র সমাচ্ছন্ন, অনুচরগণ দিব্য শ্বেতচামর ধারণ পূর্ব্বক দণ্ডায়মান, উহার স্থানে স্থানে উৎকৃষ্ট রত্ননির্ম্মিত অতি রমণীয় দর্পণজাল, আপনি গোপ ও গোপীগণের সহিত উক্ত প্রকার রথে আরোহণ পূর্ব্বক নিশ্চয়ই পরমানন্দে গোলোকে গমন করিবেন। তখন আপনার এ পার্থিব দেহের অবসান হইয়া দিব্য দেহের আবির্ভাব হইবে। ৯। ১০। ১১ ॥

অযোনিসম্ভবা মেনা রাধামাতা কলাবতী।
যাস্যত্যেবহিতেনৈব নিত্যদেহেন নিশ্চিতং। ১২ ॥
পিতৃণাং মানসীকন্যা ধন্যা মেনা কলাবতী।
ধন্যা চ সীতা মাতা চ দুর্গামাতা চ মেনকা। ১৩ ॥
অযোনিসম্ভবা দুর্গা তারা সীতা চ সুন্দরী।
অযোনিসম্ভবাস্তাশ্চ ধন্যা মেনা কলাবতী। ১৪ ॥
ইত্যেবং কথিতং তাত গোপনীয়ং সুদুর্ল্লভং।
বরং প্রদত্তং তুভ্যঞ্চ ম চ দুর্গয়া তথা। ১৫ ॥
শ্রীকৃষ্ণস্য বচঃ শ্রুত্বা প্রত্যুবাচ ব্রজেশ্বরঃ।
পুনরেব জগন্নাথং তদ্ভক্তোভক্তবৎসলং। ১৬ ॥

নন্দ উবাচ।

যুগানাঞ্চ চতুর্ণাঞ্চ যং যং ধর্ম্মং সনাতনং।
ক্রমেণ কৃষ্ণ বিস্তীর্ণং কৃত্বা মাং কথয় প্রভো। ১৭ ॥

অযোনি সম্ভবা রাধা মাতা কলাবতী মেনকা নিশ্চয়ই নিত্যদেহে সেই রথে গোলোকে গমন করিবেন। ১২ ॥

কলাবতী মেনকা পিতৃগনের মানসী কন্যা, তিনি কেবল রাধা মাত নহেন, তিনি সীতা মাতা ও দুর্গা মাতা। ১৩ ॥

কি দুর্গা, কি তারা, কি সুন্দরী সীতা, ইহাঁরা সকলেই অযোনিসম্ভবা সুতরাং কলাবতী মেনকা যখন ইহাঁদিগের মাতৃভূতা, তখন তিনি যে অগণ্য ধন্যবাদ পাত্রী, তাহার আর সন্দেহ নাই। ১৪ ॥

তাত! অতি দুর্ল্লভ গোপনীয় তত্ত্ব সকল বিজ্ঞাপিত হইল। আদ্যা শক্তি দুর্গা ও আমি আমরা উভয়ে আপনাকে বর প্রদান করিলাম। ১৫ ॥

কৃষ্ণপরায়ণ ব্রজরাজ নন্দ, শ্রীকৃষ্ণের বচন শ্রবণ করিয়া পুনরায় সেই ভক্তবৎসল জগন্নাথকে কহিতে লাগিলেন, প্রভো! সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চারি যুগের যে যে সনাতন ধর্ম্ম, তাহা ক্রমান্বয়ে বিস্তারিত রূপে আমার নিকট কীর্ত্তন কর। ১৬। ১৭ ॥

কলিশেষে ভবেদ্ যদ্ যদ্গুণদোষং কলেস্তথা।
কা গতির্ব্বা পৃথিব্যাশ্চ ধর্ম্মস্য প্রাণিনাং তথা। ১৮ ॥
নন্দস্য বচনং শ্রুত্বা কৃষ্ণঃ কমললোচনঃ।
কথাং কথিতু মারেভে বিচিত্রাং মধুরান্বিতাং। ১৯ ॥
ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ সম্বাদে শ্রীকৃষ্ণ
জন্ম খণ্ডে ভগবন্নন্দ সম্বাদে নবাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

আর কলির শেষেই বা কিরূপ গুণ দোষ সমুপস্থিত হইবে, পৃথিবী-রই বা কি গতি হইবে, মানবগণের ধর্ম্মতত্ত্বেরই বা কি উপায় সমস্ত বিস্তারিত কীর্ত্তন করুন। ১৮ ॥

ব্রজরাজ নন্দের বচন শ্রবণে কমললোচন শ্রীকৃষ্ণ অতি মধুর বাক্যে কহিতে লাগিলেন। ১৯ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ সম্বাদে শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে
ভগবন্নন্দসম্বাদে নবাশীতিতম অধ্যায় সম্পূর্ণ।

নবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

ভগবানুবাচ।

শৃণু নন্দ প্রবক্ষ্যামি সানন্দং মানসং তথা।
কথাং সুরম্যাং মধুরাং পুরাণেষু পরিষ্কৃতাং। ১ ॥
পরিপূর্ণ তমো ধর্ম্মো ধার্ম্মিকাশ্চ কৃতে যুগে।
পরিপূর্ণতমং সত্যং পরিপূর্ণতমাদয়া। ২ ॥
তথৈব প্রচরদ্রূপা বেদাশ্চত্বার এবচ।
বেদাঙ্গাশ্চাপি বিবিধাশ্চেতিহাসশ্চ সংহিতাঃ। ৩ ॥
পুরাণানি সুরম্যানি পঞ্চরাত্রাণি পঞ্চ চ।
রুচিরাণি সুভদ্রাণি ধর্ম্ম তত্ত্বানি যানি চ। ৪ ॥
বিপ্রা বেদবিদঃ সর্ব্বে পুণ্যবন্তস্তপস্বিনঃ।
নারায়ণং তে ধ্যায়ন্তে তন্মন্ত্রঞ্চ জপন্তি চ। ৫ ॥

অনন্তর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নন্দকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ব্রজরাজ! পুরাণে অতি পরিষ্কৃত ভাবে যে সুমধুর কথা বর্ণিত হইয়াছে, আমি পরমানন্দে সেই কথা কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ করুন। ১ ॥

সত্যযুগে ধর্ম্ম পরিপূর্ণ, অর্থাৎ চতুষ্পাদ। লোক সকলও সর্ব্বদা ধর্ম্ম কার্য্যে একান্ত অনুরক্ত। ফলতঃ দয়া ধর্ম্ম ও সত্য পরিপূর্ণ ভাবে প্রচলিত থাকে। ২ ॥

কি চারিবেদ, কি বেদাঙ্গ, কি বিবিধ ইতিহাস, কি সংহিতা সকল, কি রমণীয় পুরাণ সকল, কি নারদ পঞ্চরাত্রি, কি রাস পঞ্চাধ্যায়, কি রুচির ধর্ম্মতত্ত্ব কথা সমস্তই অতি প্রচরদ্রূপে সর্ব্বত্র সমভাবে বিদ্যমান থাকে। ৩। ৪ ॥

সত্যযুগে ব্রাহ্মণ মাত্রেই বেদজ্ঞ, পুণ্যবান, তপস্বী। তাঁহারা সতত নারায়ণকে ধ্যান এবং নারায়ণমন্ত্র জপ করিয়া থাকেন। ৫ ॥

ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাশ্চতুর্ব্বর্ণাশ্চ বৈষ্ণবাঃ ।
শূদ্রা ব্রাহ্মণ ভৃত্যাশ্চ সত্য ধর্ম্ম পরয়ণাঃ । ৬ ॥
রাজানো ধার্ম্মিকাশ্চৈব প্রজাপালন তৎপরাঃ ।
গৃহ্ন্ত্যেব প্রজানাঞ্চ ষোড়শাংশং কলাং নৃপঃ । ৭ ॥
কর শূন্যাশ্চ বিপ্রাশ্চ পূজ্যাঃ স্বচ্ছন্দ গামিনঃ ।
সন্তুতং সর্ব্ব শস্যাঢ্যা রত্নাধারা বসুন্ধরা । ৮ ॥
গুরুভক্তাশ্চ শিষ্যাশ্চ পিতৃরক্তাঃ সুতা স্তথা ।
যোষিতঃ পতিভক্তাশ্চ পতিব্রত পরায়ণাঃ । ৯ ॥
ঋতৌ সম্ভোগিনঃ সর্ব্বে ন স্ত্রীলুব্ধা ন লম্পটাঃ ।
ন ভয়ং দস্যু চৌর্য্যাণাং ন তত্র পরদারিকাঃ । ১০ ॥
তরবঃ পূর্ণফলিনঃ পূর্ণক্ষীরাশ্চ ধেনবঃ ।
বলবন্তো জনাঃ সর্ব্বে দীর্ঘাঃ সৌন্দর্য্যসংযুতাঃ । ১১ ॥

কি ব্রাহ্মণ, কি ক্ষত্রিয়, কি বৈশ্য, কি শূদ্র সকলবর্ণই বিষ্ণুপরায়ণ হয়, বিশেষতঃ শূদ্রগণ ব্রাহ্মণের ভৃত্যভাবে অবস্থান করিয়া সতত ধর্ম্ম পরায়ণ থাকে। ক্ষত্রিয়গণ স্বধর্ম্ম পালনে একান্ত অনুরক্ত হইয়া সর্ব্বদা প্রজা-পালন কার্য্যে তৎপর থাকেন এবং প্রজাদিগের নিকট হইতে ষোড়শাংশ কর গ্রহণ করেন। ৬। ৭ ॥

ব্রাহ্মণদিগকে করদান করিতে হয় না, প্রত্যুত তাঁহারা স্বচ্ছন্দে সর্ব্বত্র গমনাগমন করিতে পারেন। পৃথিবী নানাবিধ শস্যে এবং বিবিধ রত্নে পরিপূর্ণ হয়। ৮ ॥

শিষ্যগণ গুরুভক্ত, পুত্রগণ পিতৃভক্ত, এবং যোষিতগণ পতিভক্ত ও পতিপরায়ণ হইয়া থাকে। ৯ ॥

সকল ব্যক্তিই কেবল পুত্রার্থ ঋতুস্নাতা ভার্য্যার অভিগমন করে। কেহই স্ত্রীলুব্ধ বা লম্পট থাকে না। দস্যুভয় বা চৌর্য্যভয়ের প্রসঙ্গমাত্র থাকে না। পারদারিকতা দূরে পলায়ন করে। ১০ ॥

লক্ষবর্ষায়ুষঃ কেচিৎ পুণ্যবন্তোহ্যরোগিণঃ।
যথা বিপ্রা বিষ্ণুভক্তা স্ত্রিবর্ণা বিপ্রসেবিনঃ। ১২॥
জলপূর্ণা নদানদ্যঃ সন্ততং কন্দরাস্তথা।
তীর্থপূতাশ্চতুর্বর্ণা স্তপঃ পূতা দ্বিজাতয়ঃ। ১৩॥
মনঃ পূতাহি নিখিলা স্থলহীনং জগত্তথা।
সংকীর্ত্তি পরিপূর্ণে চ যশস্যং মঙ্গলান্বিতং। ১৪॥
পিতরঃ পর্ব্বকালেষু তীর্থকালেষু দেবতাঃ।
সর্ব্বকালেম্বতিথযঃ পূজিতাশ্চ গৃহে গৃহে। ১৫॥
ত্রিবর্ণা বিপ্রভক্তাশ্চ বিপ্র ভোজন তৎপরাঃ।
ব্রাহ্মণস্য মুখং ক্ষেত্র মনূষরম কন্টকং।
নারায়ণোৎ কীর্ত্তনে চ হর্ষযুক্তস্তদুৎসবে। ১৬॥

তরু সকল ফলভরে অবনত হয়। ধেনুগণের দুগ্ধের সীমা থাকে না। লোক সকল দীর্ঘকায়, সুশ্রী ও বলবান্ হইয়া থাকে। ১১॥

এমন কি, কোন কোন পুণ্যবান ব্যক্তি লক্ষ বৎসর পরমায়ু লাভ করেন, রোগের নামমাত্র থাকে না। ব্রাহ্মণ মাত্রেই বিষ্ণু পরায়ণ এবং অন্যান্য বর্ণ সকল ব্রাহ্মণ ভক্ত ও বিপ্র সেবী হইয়া থাকে। ১২॥

নদ নদী ও কন্দর সকল জলপূর্ণ থাকে। সচরাচর সকলেই তীর্থস্নানে পরিপূত হয় এবং বিপ্রগন তপঃপূত হইয়া থাকেন। ১৩॥

সকলেরই মন পবিত্র থাকে খলতা ও বঞ্চকতার লেশমাত্র থাকে না, জগতের সর্ব্বত্র কীর্ত্তি, যশ, ও শান্তি বিরাজ করিতে থাকে। ১৪॥

প্রতি পর্ব্বে পিতৃগণ, প্রতি তীর্থে দেবগণ এবং প্রতিগৃহে অতিথিগণ পরিপূজিত হইয়া থাকেন, ক্ষত্রিয়াদি বর্ণ সকল বিষ্ণুভক্ত ও বিপ্রের ভোজন বিষয়ে তৎপর হইয়া থাকেন। ১৫॥

ব্রাহ্মণের মুখই ক্ষেত্র স্বরূপ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ মুখ হইতেই সমস্ত ফল সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। এই কালে সমস্ত লোক হরি নাম সংকীর্ত্তন এবং হরি মহোৎসবে একান্ত অনুরক্ত হয়। ১৬॥

ন বেদানাং দ্বিজানাঞ্চ বিদুষাং চিত্রনিন্দকাঃ। ১৭ ॥
নাত্মপ্রশংসকাঃ কেচিৎ সর্ব্বে পরগুণোৎসুকাঃ।
ন শত্রবোজনানাঞ্চ সর্ব্বে সর্ব্বহিতৈষিণঃ। ১৮ ॥
পুরুষা যোষিতশ্চাপি নহি মূর্খাশ্চ পণ্ডিতাঃ।
ন দুঃখিতাজনাঃ সন্ত্যে সর্ব্বেষাং রত্নমন্দিরং। ১৯ ॥
মণিমাণিক্যমুক্তৌঘ রত্নস্বর্ণসমন্বিতং।
ন ভিক্ষুকা ন রোগার্ত্তাঃ শোকহীনাশ্চ হর্ষিতাঃ। ২০ ॥
নাস্তি ভূষণহীনাশ্চ ন বা নার্য্যশ্চ কাশ্চন।
ন কোপিতা ন ধূর্ত্তাশ্চ ন ক্ষুধার্ত্তা ন কুৎসিতাঃ। ২১ ॥
জরাহীনাঃ প্রাণিনশ্চ শশ্বদ্যৌবনসংযুতাঃ।
আধিব্যাধিবিহীনাশ্চ নির্ব্বিকারাশ্চ দেহিনঃ। ২২ ॥

কি বেদ, কি জ্ঞানবান্ বিপ্র কাহারও নিন্দাবাদ শ্রুতিকুহরে প্রবিষ্ট হয় না, আত্মশ্লাঘা একেবারে দূরে পলায়ন করে, প্রত্যুত সকল লোকই পরগুণ সংকীর্ত্তনে যত্নবান হইয়া থাকে, কাহারও সহিত কাহারও বিরুদ্ধাচার থাকে না, প্রত্যুত সকলেই সকলের হিত সাধনে তৎপর হয়। ১৭। ১৮ ॥

কি স্ত্রী কি পুরুষ কেহই মূর্খ থাকে না। প্রত্যুতঃ সকলই পণ্ডিত হইয়া থাকে। লোক মাত্রেরই দুঃখের লেশ থাকে না, সকলেরি ভবন বিচিত্র রত্নে বিনির্ম্মিত হইয়া থাকে। ১৯ ॥

সকল গৃহই মণি মাণিক্য মুক্তা, হীরক ও স্বর্ণে পরিপূর্ণ থাকে। কাহাকেও ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন ও রোগ ভোগ করিতে হয় না, শোক কাহারও গাত্রস্পর্শ করিতে পারে না, হর্ষস্রোত অপ্রতিহত বেগে প্রবাহিত হইতে থাকে। ২০ ॥

কি স্ত্রী, কি পুরুষ কাহারও ভূষণের অপ্রতুল নাই। ধূর্ত্ততা, রাগ, ক্ষুধা ও শ্রীহীনতার নাম মাত্র থাকে না। ২১ ॥

জীব মাত্রেই জরা বিহীন হইয়া স্থির যৌবনে অবস্থান করে।

যদুক্তঞ্চ সত্যযুগে ধর্ম্মঃ সত্যং দয়াধিকং।
পাদহীনঞ্চ ত্রেতায়াং সত্যার্দ্ধং দ্বাপরেঽপি চ। ২৩॥
ধর্ম্মেরূপাশ্চ প্রথমে কলেশ্চাতি কৃষোবলঃ।
দুষ্টানাং দস্যুচৌর্য্যাণামঙ্কুরঃ প্রভবেদ্ব্রজ। ২৪॥
অধর্ম্ম নিরতাঃ কেচিদ্ভীতাঃ সংকোপিনস্তথা।
ভীতাগুপ্তাশ্চ পুংশ্চল্যো ভীতাশ্চঃ পারদারিকাঃ। ২৫॥
ধর্ম্মিষ্ঠানাং ভয়ে শশ্বদ ধর্ম্মিষ্ঠাশ্চ কম্পিতাঃ।
স্বল্পা ধর্ম্মরতাভূপাঃ স্বল্পা বেদরতা দ্বিজাঃ।
ব্রত ধর্ম্মরতাঃ কেচিৎ সর্ব্বে স্বচ্ছন্দগামিনঃ। ২৬॥
যাবত্তিষ্ঠন্তি তীর্থানি যাবত্তিষ্ঠন্তি সাধবঃ।
যাবত্তিষ্ঠতি গ্রামাণাং দেবশস্ত্রাদিপূজনং।

কাহারও কোন পীড়া বা মনঃপীড়া থাকে না। সকল লোকই বিকার-বর্জ্জিত হইয়া থাকে। ২২॥

ব্রজরাজ! সত্যযুগের বৃত্তান্ত দয়া ধর্ম্ম ও সত্যাদি বিষয়ে যাহা কীর্ত্তিত হইল; ত্রেতাযুগে ইহার একপাদ, দ্বাপরে ইহার দ্বিপাদ হীন হইয়া থাকে। ২৩॥

কলির প্রথমে ধর্ম্ম একপাদ মাত্র অবশিষ্ট থাকিয়া অতি ক্ষীণভাবে সঞ্চারিত হইতে থাকে, দুষ্টদল, দস্যুদল ও তস্করদলের অঙ্কুর উদ্গত হইতে আরম্ভ হয়। ২৪॥

কেহ কেহ স্পষ্টাক্ষরে কেহ কেহ বা সঙ্কুচিতভাবে অধর্ম্ম কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, কেহ কেহ রোষাবিষ্ট হইয়া উঠে। পরদারপরায়ণ ব্যক্তিগণও পুংশ্চলীরা ভয়ে ভয়ে ও গোপনে স্বকার্য্য সাধনে প্রবৃত্ত হয়। ২৫॥

অধার্ম্মিকগণের ভয়ে ধার্ম্মিকেরা নিরন্তর কম্পিত হইতে থাকে। নরপতিগণের স্বধর্ম্মানুরাগ এবং ব্রাহ্মণগণের বেদজ্ঞান নামমাত্র হইয়া উঠে। কেহ কেহ ব্রতানুষ্ঠানে তৎপর হয় বটে, কিন্তু প্রায় সকলেই স্বেচ্ছাচারী হইয়া উঠে। ২৬॥

তাবৎ কিঞ্চিত্তপঃ সত্যং স্বর্গধর্ম্মাংশ এব চ। ২৭॥
কলের্দ্দোষনিধেস্তাত গুণ একো মহানপি।
মানসং সংভবেৎ পুণ্যং সুকৃতং নহি দুষ্কৃতং। ২৮
তীর্থাদিকে গতে তাত নষ্টো ধর্ম্মাংশ এবচ।
কলারূপশ্চ ধর্ম্মশ্চ যথা কুহ্বাং নিশাকরঃ। ২৯॥

নন্দ উবাচ।

তীর্থান্যেতানি সর্ব্বাণি তিষ্ঠন্ত্যেব কিয়দ্দিনং।
সাধবোগ্রাম্যদেবাশ্চ শাস্ত্রাণ্যেতানি বৎসক। ৩০॥

ভগবানুবাচ।

কলের্দ্দশ সহস্রাণি হরিস্তিষ্ঠতি মেদিনীং।
দেবানাং প্রতিমা পূজা শাস্ত্রাণি চ পুরাণকং। ৩১॥
তদর্দ্ধমপি তীর্থাণি গঙ্গাদীনি সুনিশ্চিতং।

যেকাল পর্য্যন্ত তীর্থ সকল, সাধুগণ, গ্রাম্যদেবতাপূজা ও শাস্ত্রের সমাদর থাকিবে, তৎকাল পর্য্যন্ত কিয়ৎ পরিমাণে তপস্যা, কিয়ৎ পরিমাণে সত্য এবং কিয়ৎ পরিমাণে ধর্ম্ম বিদ্যমান থাকিবে। ২৭॥

হে তাত! এই রূপে কলি সমুদায় দোষের আকর স্বরূপ হইলেও উহার এই এক মহাগুণ যে, মনঃকল্পনাতেই পুণ্য সঞ্চার হয় এবং সুকৃতি কখন দুষ্কৃতিতে পরিণত হয় না। ২৮॥

কিন্তু যখন গঙ্গাদি-তীর্থমাহাত্ম্য বিগত হইবে, তখন সেই অবশিষ্ট একপাদ স্বর্গও বিগতপ্রায় হইয়া উঠিবে। অধিক কি, অমাকলায় চন্দ্রমা যেরূপ ভাবে অবস্থান করেন ধর্ম্মও তদনুরূপ হইয়া উঠিবে। ২৯॥

নন্দ কহিলেন, বৎস! তীর্থ মাহাত্ম্য, সাধু সমাগম গ্রাম্য দেবার্চ্চনা ও শাস্ত্র সমাদর কতকাল পর্য্যন্ত অবস্থান করিবে? । ৩০॥

ভগবান্ কৃষ্ণ কহিলেন, পিত! কলির আরম্ভ সময় হইতে দশ সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত পৃথিবীতে শ্রীহরি অবস্থান করিবেন এবং তাবৎকাল দেবার্চ্চনা, প্রতিমা পূজা শাস্ত্র সমাদর ও পুরাণ শ্রবণে শ্রদ্ধা থাকিবে। ৩১॥

তদর্দ্ধং গ্রামদেবাশ্চ বেদাশ্চ বিদুষামপি। ৩২ ॥
অধর্ম্মঃ পরিপূর্ণশ্চ তদন্তে চ কলৌপিতঃ।
একবর্ণা ভবিষ্যন্তি বর্ণাশ্চত্বার এবচ। ৩৩ ॥
ন মন্ত্রপূতোদ্বাহশ্চ নহি সত্যং নচ ক্ষমা।
স্বস্ত্রীবন্নিরতো নিত্যং গ্রাম্যধর্ম্ম প্রধানতঃ। ৩৪ ॥
ন যজ্ঞসূত্রং তিলকং ব্রাহ্মণানাঞ্চ নিত্যশঃ।
সন্ধ্যাশাস্ত্রবিহীনাশ্চ বিপ্রবংশা শ্রুতাদপি। ৩৫ ॥
সর্ব্বৈঃ সার্দ্ধঞ্চ সর্ব্বেষাং ভক্ষণং নিয়মচ্যুতং।
অভক্ষ ভক্ষ্যলোলাশ্চ চাতুর্বর্ণাশ্চ লম্পটাঃ। ৩৬ ॥
নারীষু ন সতীকাপি পুংশ্চলী চ গৃহে গৃহে।
করোতি তর্জ্জনং কান্তং ভৃত্য তুল্যঞ্চ কম্পিতং। ৩৭ ॥

গঙ্গাদি তীর্থ সকল উহার অর্দ্ধ পরিমিত এবং গ্রাম্য দেবতা চারিবেদ ও সাধু সমাগম হইয়া তাহার অর্দ্ধ পরিমিত কাল পর্য্যন্ত অবস্থিতি করে। ৩২॥

হে তাত! এই নির্দ্দিষ্ট সময়ের পর অধর্ম্ম পরিপূর্ণ হইয়া উঠিবে, ব্রাহ্মণাদি বর্ণ চতুষ্টয় একাকার হইয়া উঠিবে। ৩৩ ॥

আর বিবাহে মন্ত্র পাঠের প্রয়োজন হইবে না। সত্য পলায়ন করিবে, ক্ষমা বিলুপ্ত হইবে, লোক সকল স্বস্ত্রীর ন্যায় পর পত্নীতে অনুরক্ত হইবে। ৩৪ ॥

ব্রাহ্মণেরা আর উপবীত বা তিলক ধারণ করিবে না, সন্ধ্যার উপাসনা, শাস্ত্রের আলোচনা কিম্বা বেদাধ্যয়ন হইতে একেবারে বর্জ্জিত হইবে। ৩৫ ॥

সকল বর্ণেরই সকল বর্ণের সহিত একত্র ভোজন বিষয়ে কিছুমাত্র নিয়ম নির্দ্ধারিত থাকিবে না, সকলেই অভক্ষ্য ভক্ষণে ব্যগ্র ও নিতান্ত লম্পট হইয়া উঠিবে। ৩৬ ॥

রমণীকুলে আর কেহ সতী থাকিবে না, প্রতি গৃহই পুংশ্চলী দ্বারা অলঙ্কৃত হইয়া উঠিবে। তাহারা স্বীয় পতিকে ভৃত্যের ন্যায় ভর্ৎসনা

জারায় দত্ত্বা মিষ্টান্নং তাম্বূলং বস্ত্র চন্দনং।
ন দদাত্যেব স্বাহান্নং স্বামিনে দুঃখিনে পিতঃ। ৩৮॥
পুত্রেণ ভৎসিতস্তাতঃ শিষ্যেণ ভৎসিতো গুরুঃ।
প্রজাভিস্তাড়িতো ভূপো ভূপেন তাড়িতাঃ প্রজাঃ। ৩৯॥
দস্যুচৌরৈশ্চ দুষ্টৈশ্চ শিষ্টাশ্চ পরিপীড়িতাঃ।
বনং যাস্যন্তি খেদেন জনাশ্চ কর পীড়িতাঃ। ৪০॥
সশ্যহীনা চ বসুধা ক্ষীর হীনাশ্চ ধেনবঃ।
স্বল্পক্ষীরে ঘৃতং নাস্তি নবনীতঞ্চ নিত্যশঃ। ৪১॥
সত্যহীনাজনাঃ সর্ব্বে নিত্যং মিথ্যা বদন্তি চ।
সন্ধ্যাশৌচশাস্ত্রহীনা ব্রাহ্মণা বৃষবাহকাঃ। ৪২॥
শূপকারাশ্চ শূদ্রাণাং শূদ্রাণাং শবদাহকাঃ।
শূদ্রস্ত্রীনিরতাঃ শশ্বৎ শূদ্রা বিপ্রবধূরতাঃ। ৪৩॥

করিতে আরম্ভ করিবে, পতিগণ পত্নীর নিকট কম্পান্বিত কলেবর হইবেন। ৩৭॥

গৃহলক্ষ্মীরা স্বামী ক্ষুধার্ত্ত ও ক্লান্ত হইলেও তাহাকে উৎকৃষ্ট আহার দান দূরে থাক্; বরং উপপতিকে উৎকৃষ্ট মিষ্টান্ন, উৎকৃষ্ট তাম্বূল, উৎকৃষ্ট বস্ত্র ও উৎকৃষ্ট চন্দন প্রদান করিবে। ৩৮॥

পিতা পুত্র কর্ত্তৃক এবং গুরু শিষ্য কর্ত্তৃক ভৎসিত হইবেন, রাজা ও প্রজা উভয়ে বিবাদে প্রবৃত্ত হইবে। ৩৯॥

দস্যু, তস্কর ও দুষ্টাত্মা হইতে শিষ্টগণের কষ্টের একশেষ হইয়া উঠিবে। লোকসকল কর ভারে নিপীড়িত হইয়া অরণ্যবাস আশ্রয় করিবে। ৪০॥

পৃথিবীর আর শস্যোৎপাদিকা শক্তি থাকিবে না, ধেনু সকল দুগ্ধ বিহীন হইবে, সুতরাং ঘৃত ও নবনীতাদি নিতান্ত দুর্ল্লভ হইয়া উঠিবে। ৪১॥

মিথ্যার প্রাদুর্ভাবে, সত্য সকলকে পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিবে। ব্রাহ্মণগণ সন্ধ্যা বর্জ্জিত শৌচ বর্জ্জিত ও শাস্ত্র বর্জ্জিত হইয়া বৃষবাহক

খাদন্তি যস্য বিপ্রস্য ভক্ষ্যং যৎ পরিচারকাঃ।
মাতুঃ পরং তস্যপত্নীং শূদ্রা গৃহ্নন্তি লম্পটাঃ। ৪৪ ॥
ভৃত্যশ্চ হত্বা রাজানং স্বয়ং রাজা ভবিষ্যতি।
নারী হত্বা পতিং কামাৎ ভজে জ্জারঞ্চ কৌতুকাৎ। ৪৫॥
পুত্রশ্চ পিতরং হত্বা স্বয়ং ভূপো ভবিষ্যতি।
রাজ্ঞা নশ্চাপি ম্লেচ্ছাশ্চ যবনাধর্ম্ম নিন্দিতাঃ। ৪৬ ॥
সৎ কীর্ত্তি মপি সাধূনাং কুর্ব্বন্ত্যান্মূলনং মুদা।
সর্ব্বে স্বচ্ছন্দ নিরতাঃ লিঙ্গোদর পরায়ণাঃ।
বস্ত্রাহ্না ব্যাধিযুক্তাশ্চ কুৎসিতাশ্চ কুচেলকাঃ। ৪৭ ॥
বিষ্ণুন্নমন্ত্রলিপ্তাশ্চ মিথ্যা মন্ত্র প্রচারকাঃ।
জাতিহীনাশ্চ গুরবো বয়োহীনাশ্চ নিন্দকাঃ।

হইবে। শূদ্রের পাচকতা কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে এবং শূদ্রের শব দাহক হইয়া উঠিবে। ইহাঁরা শূদ্রপত্নী এবং শূদ্রগণ ইঁহাদিগের পত্নীতে একান্ত অনুরক্ত হইবে। ৪২। ৪৩ ॥

পরিচারকগণ যে ব্রাহ্মণের অন্নে প্রতিপালিত হইবে, তাঁহার পত্নী, জননী অপেক্ষা গুরুতর হইলেও দুষ্টাত্মা লম্পট শূদ্র পরিচারকগণ সেই মাতৃ সদৃশা ব্রাহ্মণপত্নী হরণে প্রবৃত্ত হইবে। ৪৪ ॥

রাজ ভৃত্য রাজাকে ঘাতিত করিয়া স্বয়ং রাজ্যেশ্বর হইবে, পত্নীগণ কামপরতন্ত্র হইয়া উপপতির সহিত ক্রীড়া কৌতুকে কাল যাপন করিবার নিমিত্ত স্বীয় পতির হত্যাসাধনে কুণ্ঠিত হইবে না। পুত্র অনায়াসে পিতার বধ সাধন করিয়া স্বয়ং সিংহাসনে অধিরূঢ় হইবে। নরপতিগণও স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক ম্লেচ্ছ ও যবনাচার সম্পন্ন হইয়া সাধুগণের সংকীর্ত্তি সকল বিলুপ্ত করিবেন। ৪৫। ৪৬ ॥

সকলে স্বেচ্ছাচারী হইয়া কেবল লিঙ্গ পরায়ণ ও উদর পরায়ণ হইয়া উঠিবে। আর সে শরীর সৌন্দর্য্য আর সে বেশভূষা থাকিবে না, প্রত্যুতঃ সকলেই ব্যাধি নিপীড়িত হইয়া বক্র ও হতশ্রী হইয়া উঠিবে। ৪৭ ॥

দেবানাঞ্চ দ্বিজাতীনামতিথীনাঞ্চ নিত্যশঃ। ৪৮ ॥
পূজানাস্তি গুরুণাঞ্চ পিত্রোশ্চ পূজনং স্ত্রিয়ঃ।
স্ত্রী বন্ধূনাং গৌরবঞ্চ স্ত্রীণাঞ্চ সততং পিতঃ। ৪৯ ॥
চৌরঃ সংকুলজাতশ্চ ব্রহ্ম দেবস্ব হারকঃ।
মানবং হন্তি লোভেন যুগধর্ম্মেণ কৌতুকাৎ। ৫০ ॥
দেবায়তনহীনঞ্চ জগৎ সর্ব্বং ভয়াকুলং।
অরাজকঞ্চ দুর্ণীতং সততং কলি দোষতঃ। ৫১ ॥
বুভুক্ষিতাঃ কুচেলাশ্চ দরিদ্রাব্যাধিতা নরাঃ।
কপর্দ্দকবটাধ্যক্ষো রাজেন্দ্রোহি ঘটেশ্বরঃ। ৫২ ॥
বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ সমালোকাঃ বৃক্ষাঃ শাকসমাস্তথা। ৫৩ ॥
তালানাং নারিকেলানাং পনসানাং তথৈব চ।

মন্ত্র সকল পাদ ভঙ্গ হইবে এবং লোকে মিথ্যা মন্ত্র প্রচারে যত্নবান্ হইবে। গুরুগণ জাতি ভ্রষ্ট ক্ষীণায়ু ও বিদূষক হইয়া উঠিবেন। কি দেবতা, কি ব্রাহ্মণ, কি অতিথি, কি গুরু, কি পিতা মাতা, ইহাঁরা সমাদর লাভে বঞ্চিত হইবেন, কিন্তু সহধর্ম্মিনী সর্ব্বাগ্রে পরম সমাদরে অর্চ্চিত হইতে থাকিবেন। স্ত্রীবান্ধবগণের সমাদরের সীমা থাকিবে না। ৪৮। ৪৯ ॥

যুগধর্ম্মে সদ্বংশজাত ব্যক্তিরা তস্করবৃত্তি অবলম্বন করিয়া ব্রহ্মস্ব ও দেবস্বের অপহারক হইবে। এমন কি লোভ পরবশ হইয়া অনায়াসে নরহত্যা সাধনে বিমুখ হইবে না, প্রত্যুত মহান আনন্দ বোধ করিবে।৫০॥

জগতে আর দেবমন্দির থাকিবে না। চতুর্দ্দিক ভয়াকুল হইয়া উঠিবে, অরাজকতার অবধি থাকিবে না। ফলতঃ কলির প্রভাবে নীতিমার্গ একেবারে বিলুপ্ত হইবে। ৫১ ॥

• লোক সকল ক্ষুধার্ত্ত, কুৎসিত বেশধারী, দরিদ্র ও ব্যাধি নিপীড়িত হইয়া উঠিবে। রাজেন্দ্রগণ কপর্দ্দক ও বটাধ্যক্ষ মাত্র হইবেন, ঘট মাত্র তাঁহাদিগের ঐশ্বর্য্য হইবে। ৫২ ॥

মানবদেহ বৃদ্ধাঙ্গুষ্ট পরিমিত এবং বৃক্ষ সকল শাক প্রমাণ হইবে।৫৩।

ফলানি শর্ষপান্যেব তৎ ক্ষুদ্রঞ্চ ততঃপরং। ৫৪ ॥
জলভোজনপাত্রেণ সশ্যেন বাসসা তথা।
বিহীনং মন্দিরং সর্ব্বং গৃহিণামপরিষ্কৃতং।
গন্ধকেন পরিবৃতং দীপহীনং তমোযুতং। ৫৫ ॥
হিংস্রজন্তুভয়াদ্ভীতা জনাঃ সর্ব্বে চ পাপিনঃ।
সর্ব্বে চ কলহাবিষ্টাঃ পুংশ্চল্যঃ কলহ প্রিয়াঃ। ৫৬ ॥
রূপবত্যো ন কামিন্যো ন নরাশ্চাপি রূপিণঃ। ৫৭ ॥
নদ্যোনদাঃ কন্দরাশ্চ তড়াগাশ্চ সরোবরাঃ।
জলপদ্ম বিহীনাশ্চ জলহীনা ঘটাস্তথা। ৫৮ ॥
অপত্য হীনানার্য্যশ্চ কামুক্যোজারসংযুতাঃ। ৫৯ ॥

তাল নারিকেল ও পনস বৃক্ষের ফল সকল শর্ষপাকার হইবে তাহার কিছুকাল পরে আবার তদপেক্ষা ক্ষুদ্র হইবে। ৫৪ ॥

সমস্ত গৃহই পানপাত্র, ভোজন পাত্র, পরিধেয় বস্ত্র ও সশ্য বিহীন হইবে, অপরিষ্কৃতের অবধি থাকিবে না। দুর্গন্ধে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিবে। দীপশিখার নাম মাত্র থাকিবে না; সুতরাং সমস্তই তমসাচ্ছন্ন হইয়া উঠিবে। ৫৫ ॥

পাপাত্মা জনসমূহ হিংস্রজন্তুর ভয়ে নিরন্তর ব্যাকুল হইয়া উঠিবে। কি ব্যভিচারিণী স্ত্রী, কি কামাসক্ত পুরুষ সকলেই কলহে উন্মত্ত হইবে। ৫৬॥

কি রমণীমণ্ডল, কি পুরুষ সমাজ কুত্রাপি রূপলাবণ্য পরিলক্ষিত হইবে না। ৫৭।

কি নদী, কি নদ, কি কন্দর, কি তড়াগ, কি সরোবর সমস্তই সলিল ও সরোজ বিহীন হইবে। এমন কি কুম্ভ পর্য্যন্ত বারি বিহীন হইয়া উঠিবে। ৫৮ ॥

সন্তান সন্ততি আর রমণীগর্ব্বে স্থান প্রাপ্ত হইবে না। কামিনীরা কেবল কামের বশীভুত হইয়া অহোরাত্র জার সংযোগে উন্মত্তা থাকিবে। ৫৯।

অশ্বত্থচ্ছেদিনঃ সর্ব্বে বৃক্ষহীনা বসুন্ধরা।
ফলহীনাশ্চ তরবঃ শাখাস্কন্ধবিহীনকাঃ। ৬০ ॥
ফলানিস্বাদুহীনানি চান্নানি চ জলানি চ।
মানবাঃ কটুবক্তারো নির্দ্দয়া ধর্ম্মবর্জ্জিতাঃ। ৬১ ॥
তদন্তে দ্বাদশাদিত্যাঃ সংহরিষ্যন্তি মানবান্।
সর্ব্বান্ জন্তূংশ্চ তাপেন বহুবৃষ্ট্যা ব্রজেশ্বর। ৬২ ॥
অবশিষ্টা চ পৃথিবী কথামাত্রাবশেষিতা।
কলৌগতে চ পৃথিবী ক্ষত্রং বর্ষে গতে তথা।
পুনঃ সত্যং প্রবিষ্টশ্চ ভবিষ্যতি ক্রমেণ বৈ। ৬৩ ॥
ইত্যেবং কথিতং সর্ব্বং গচ্ছ তাত ব্রজং সুখং।
অহং দুগ্ধমুখোবালঃ পুত্রস্তে কথয়ামি কিং। ৬৪ ॥
নবনীতং ঘৃতং দুগ্ধং দধিতক্রং পরিষ্কৃতং।

লোক মাত্রেই অশ্বত্থ বৃক্ষ ছেদন করিবে, ধরা বৃক্ষহীনা হইবে, তরুগণ ফলভরে অবনত হইবে কি, একেবারে শাখা শূন্য ও স্কন্দ শূন্য হইয়া উঠিবে। ৬০ ॥

কি ফল, কি অন্ন, কি জল কিছুরই আর স্বাদুগুণ থাকিবে না। মানবগণের রসনা কার্কশ্যে পরিণত হইবে, দয়া বা ধর্ম্মের লেশমাত্র থাকিবে না। ৬১ ॥

হে ব্রজেশ্বর! এই সকল দুর্ঘটনার অব্যবহিত পরেই দ্বাদশ দিবাকর সমুদিত হইয়া সমুদায় মানব কেন, সমুদায় জীবকে প্রখর কর ও অতি বর্ষণে সংহার করিবেন। ৬২ ॥

পৃথিবী কথামাত্রে পর্য্যবসিত হইবে। এইরূপে কলির অবসান হইলে পুনরায় ক্রমে ক্রমে সত্যের সঞ্চার হইতে আরম্ভ হইবে। ৬৩ ॥

হে তাত! আপনি বৃদ্ধ; আমি আপনার দুগ্ধপোষ্য বালক। যথাসাধ্য চারিযুগ বৃত্তান্ত বর্ণন করিলাম, আর কি বলিব, অতএব ব্রজরাজ! এক্ষণে আপনি পরম সুখে ব্রজে গমন করুন। ৬৪ ॥

স্বস্তিকং শুভকর্ম্মার্হং মিষ্টান্নঞ্চ সুধোপমং। ৬৫ ॥
মিষ্টদ্রব্যঞ্চ যৎকিঞ্চিৎ পিতৃদেব নিমিত্তকং।
ভুক্তং বলাচ্চ তৎসর্ব্বং বালানাং রোদনং বলং। ৬৬ ॥
তৎক্ষমস্বাপরাধং মে বাল দোষঃ পদে পদে।
ত্বং পিতা তব পুত্রোঽহং যশোদা জননী মম।
মদীয়ং পরিহারঞ্চ যশোদাং রোহিণীং বদ। ৬৭ ॥
কুমারাস্যাৎ শ্রুতং সর্ব্বং সোহ মিত্যেব মীপ্সিতং।
কীর্ত্তয়িষ্যসি তৎ সর্ব্বং সর্ব্বগোকুলবাসিনঃ। ৬৮ ॥
কালঃ করোতি সংসর্গং বন্ধূনাং বন্ধুভিঃ সমং।
কালঃ করোতি বিচ্ছেদং বিরোধং প্রীতি মেব চ। ৬৯ ॥
কালঃ সৃষ্টিঞ্চ কুরুতে কালশ্চ পরিপালনং।
কালঃ ক্ষয়তি সানন্দং কালঃ সংহরতে প্রজাঃ। ৭০ ॥

নবনীত, ঘৃত, দুগ্ধ, দধি, পরিষ্কৃত তক্র, স্বস্তিক, সুধা সদৃশ মিষ্টান্ন ও মিষ্ট দ্রব্য, দেবোদ্দেশে ও পিতৃলোকের উদ্দেশে যাহা কিছু প্রস্তুত হইত আমি বল পূর্ব্বক তৎ সমুদায় ভক্ষণ করিয়াছি। কারণ, রোদনই বালকদিগের পরম বল। অর্থাৎ রোদন করিলে বালকদিগের কিছুই দুর্ল্লভ থাকে না। ৬৫। ৬৬ ॥

যাহা হউক, এক্ষণে আপনি আমার সে সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করুন। কারণ, প্রতিপদক্ষেপেই বালকের দোষস্পর্শ হইয়া থাকে, আপনি পিতা, আমি আপনার পুত্র। জননী যশোদা ও রোহিণীকে আমার অপরাধ সকল ক্ষমা করিতে বলিবেন। ৬৭ ॥

আপনি বালক মুখ হইতে যে সকল অভীষ্ট বিষয় শ্রবণ করিলেন, গোকুলবাসীদিগের নিকট তৎসমুদায় কীর্ত্তন করিবেন। ৬৮ ॥

কাল বন্ধুসমাগম ও বন্ধুবিচ্ছেদ এবং পরস্পর বিরোধ উৎপাদন করিতেছে। কাল বলে সৃষ্টি, কাল বলে পরিপালন, কাল বলে ক্ষয় এবং কলবলে সমস্ত সংহার হইতেছে। ৬৯। ৭০ ॥

সুখং দুঃখং ভয়ং শোকং জরামৃত্যুঞ্চ জন্ম চ।
সর্ব্বং কর্ম্মানুরোধেন কালএব করোতি চ।
সর্ব্বং কালকৃতং তাত বিস্ময়ং ন ব্রজং ব্রজ। ৭১।
কুতস্ত্বং গোকুলে বৈশ্যোনন্দোবৈশ্যাধিপো নৃপঃ।
বসুদেবসুতোঽহঞ্চ মথুরায়া মহোকুতঃ। ৭২ ॥
পিত্রা মে কংসভীতেন ত্বদ্গৃহে চ সমর্পিতঃ।
পিতুঃ পর পিতা ত্বঞ্চ মাতা মাতুঃ পরাপি সা। ৭৩ ॥
ময়া দত্তেন জ্ঞানেন পার্ব্বত্যা চ ব্রজেশ্বর।
ত্যজমোহং মহাভাগ গচ্ছ তাত সুখং গৃহং। ৭৪ ॥

নন্দ উবাচ।

স্মর বৃন্দাবনং তাত রম্যং পুণ্য মহোৎসবং।
গোকুলং গোকুলং রম্যং সুন্দরং যমুনাতটং। ৭৫ ॥

সুখ দুঃখ, ভয় শোক, জরা মৃত্যু ও জন্ম এ সমস্তই কর্ম্মানুরোধে কাল হইতে বিঘটিত হইতেছে। পিতঃ! এ সমস্তই কালের লীলা, অতএব আপনি বিস্ময়াবিষ্ট হইবেন না, এক্ষণে ব্রজে গমন করুন। ৭১ ॥

দেখুন কালের কি অপূর্ব্ব মহিমা, কোথায় আপনি গোকুল নিবাসী বৈশ্যাধিপতি গোপেশ্বর নন্দ, আর কোথায় আমি মথুরাবাসী বসুদেব তনয় কৃষ্ণ। ৭২ ॥

পিতা আমার কংসভয়ে একান্ত উদ্বিগ্ন হইয়া আমাকে আপনার গৃহে রক্ষিত করিয়াছেন। নতুবা আপনিও আমার পিতা নন; আর যশোদাও আমার জননী নহেন। ৭৩ ॥

অতএব হে ব্রজেশ্বর! আমি আপনাকে যে জ্ঞান প্রদান করিলাম এবং পার্ব্বতী কর্ত্তৃক যে জ্ঞান প্রদত্ত হইয়াছে, আপনি সেই জ্ঞানবলে মোহ পরিত্যাগ করুন, হে মহাভাগ! এক্ষণে আপনি স্বচ্ছন্দে ব্রজে গমন করুন। ৭৪ ॥

রমণীনাং সুরম্যঞ্চ ত্বৎপ্রিয়ং রাসমণ্ডলং।
গোপালিকা গোপবালান্ যশোদাং রোহিণীং প্রসূং।৭৬॥
প্রাণাধিকাং রাধিকাঞ্চ কথং স্মরসি পুত্রক।
বারমেকং স্বল্পমিমং গোকুলং গচ্ছ বৎসক। ৭৭ ॥
ইত্যেব মুক্ত্বা নন্দশ্চ ক্রোড়ে কৃষ্ণং চকার সঃ।
নেত্রাশ্রুণা চ পূর্ণেন তং সিষে চ শুচান্বিতঃ। ৭৮ ॥
চুচুম্ব তদ্গণ্ডযুগ্মং কৃত্বা বক্ষসি মোহতঃ।
সানন্দঃ পরমানন্দো ভগবাংস্তমুবাচ হ। ৭৯ ॥
ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ সম্বাদে শ্রীকৃষ্ণ জন্মখণ্ডে নবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

নন্দ কহিলেন, বৎস! আমি যাইতেছি; কিন্তু তুমি যথায় অতি পবিত্র মহোৎসব সকল সুসপন্ন করিয়াছ, একবার সেই রমণীয় বৃন্দাবনের, গোকুলের গোকুলের ও অতি রমণীয় সুশোভন যমুনাতটের কথা স্মরণ কর, রমণীগণের অতি মনোহর রাসলীলা যাহা তোমার অতীব আনন্দদায়ক ছিল, তাহা কি স্মরণ হইতেছে না? বৎস! সেই গোপ-বালিকা, সেই গোপবালক, সেই যশোদা, সেই রোহিণী, এবং সেই প্রাণাধিকা রাধিকার কথা স্মরণ হইতেছে কি? বৎস! একবার অতি অল্প সময়ের জন্য গোকুলে চল। ৭৫। ৭৬। ৭৭॥

ব্রজরাজ নন্দ এইরূপ বলিয়া কৃষ্ণকে ক্রোড়ে লইলেন। শোকাশ্রু-পাতে কৃষ্ণের সর্ব্ব শরীর অভিষিক্ত হইল, তাঁহাকে বক্ষে ধারণ করিয়া মোহভরে গণ্ডযুগল চুম্বন করিতে লাগিলেন। তখন ভগবান কৃষ্ণ পরমানন্দে পুলকিত গাত্রে তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন। ৭৮। ৭৯॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ সম্বাদে শ্রীকৃষ্ণ জন্মখণ্ডে নবতিতম অধ্যায় সম্পূর্ণ।

একনবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

ভগবানুবাচ।

নিষেকেন পরিস্বঙ্গো প্রভেদ স্তেনবা ভবেৎ।
ক্ষণেন দর্শনং তেন নিষেকঃ কেন বার্য্যতে। ১ ॥
গমনাগমনার্থস্থাপ্যুদ্ধবঃ কথয়িষ্যতি।
প্রস্থাপয়ামি তং শীঘ্রং বিজ্ঞাস্যসি ততঃ পিতঃ। ২ ॥
যশোদাং রোহিণীঞ্চৈব গোপিকা গোপ বালকান্।
প্রাণাধিকাং রাধিকাং তাং গত্বা সংবোধয়িষ্যতি। ৩ ॥
এতস্মিন্নন্তরে তত্র বসুদেবশ্চ দৈবকী।
বলদেবশ্চোদ্ধবশ্চ তথাক্রূরশ্চ সত্বরং। ৪ ॥

বসুদেব উবাচ।

নন্দ ত্বং বালকাং জ্ঞানী সদ্বন্ধুশ্চ সখা মম।
ত্যজ মোহং গৃহং গচ্ছ বৎসস্তেঽয়ং যথা মম। ৫ ॥

ভগবান্ কৃষ্ণ কহিলেন, পিতঃ! কখন পুত্রের সহিত একত্রাবস্থান, কখন বা দূরাবস্থান অসম্ভব নহে, যদিও দূরে অবস্থিতি হয়, ক্ষণকাল মধ্যে পরস্পর সঙ্গতি হওয়াও সম্ভব। কিন্তু তা বলিয়া জনকের নিকট পুত্রের পুত্রত্ব বিলোপ, কখনই হইতে পারে না। ১ ॥

আমার বৃন্দাবনে যাওয়া, আর না যাওয়া, সে বিষয়ে আমি উদ্ধবকে সত্বর পাঠাইতেছি, তাঁহার নিকট হইতে আনুপূর্ব্বিক সমস্ত জ্ঞাত হইতে পারিবেন। ২ ॥

মাতা যশোদা, রোহিণী, গোপিকাগণ গোপবালকগণ ও প্রাণাধিকা রাধিকার কথা যাহা কহিলেন, তাহাও তিনিই গিয়া তাঁহাদিগকে প্রবোধ প্রদান করিবেন। ৩ ॥

এইরূপ বলিতে বলিতে, তথায় বসুদেব, দেবকী, বলদেব, উদ্ধব ও অক্রূর গিয়া সহসা উপস্থিত হইলেন। ৪ ॥

দূরীভূতা গোকুলাচ্চ মথুরা নাস্তি বান্ধবঃ।
মহোৎসবে সদানন্দে নন্দ দ্রক্ষ্যসি পুত্রকং। ৬॥

দেব্যুবাচ।

যথায়মাবয়োঃ পুত্রস্তথৈব তবতো ধ্রুবং।
অলসঃ কেন হে নন্দ শুচা দেহোহি লক্ষতে। ৭॥
একাদশাব্দং সবলঃ স্থিতা স্তে মন্দিরং সুখং।
কথং স্বল্পদিনেনৈব শোকগ্রস্তো ভবিষ্যসি। ৮॥
তিষ্ঠ পুত্রেণ সার্দ্ধঞ্চ মথুরায়াং কিয়দ্দিনং।
পূর্ণচন্দ্রাননং পশ্য জন্মনঃ ফলদং কুরু। ৯॥

ভগবানুবাচ।

গচ্ছোদ্ধব সুখং ভদ্রং ভবিষ্যতি তব প্রিয়ং।

বসুদেব কহিলেন, সখে নন্দ! আমার বালক হইতেই তুমি জ্ঞানলাভ করিলে এবং আমার পরম বন্ধু ও পরম সখা হইলে। তোমার ভ্রান্তি দূর হউক। এটী যেমন আমার পুত্র, তদ্রূপ তুমিও পুত্র নির্ব্বিশেষে ইহার প্রতি কটাক্ষ রাখিবে। ৫॥

মথুরা গোকুল হইতে দূরতর দেশ, তোমা হইতে বন্ধুও আর দ্বিতীয় নাই। অতএব আনন্দময় মহোৎসব উপলক্ষে আমার পুত্রটীকে দেখিও। ৬॥

দেবী দৈবকী কহিলেন, ব্রজরাজ! বৎস কৃষ্ণ যেমন আমাদের পুত্র, তদ্রূপ তোমার ও যশোদার তাহার আর সন্দেহ নাই। ভয়ে ও শোকে কেন তোমার অঙ্গ অবশ দেখিতেছি। ৭॥

বৎস আমার বলভদ্রের সহিত ক্রমাগত একাদশ বৎসর তোমার ভবনে অবস্থান করিয়াছে। সামান্য দিন এস্থলে আসিয়াছে, তবে কেন তুমি শোকভরে এত নিপীড়িত হইতেছ?। ৮॥

মথুরায় না হয় কিয়দ্দিন অবস্থান কয়িয়া আমার বৎসের পূর্ণচন্দ্রানন দর্শনে জন্ম সফল কর। ৯॥

প্রহর্ষং গোকুলং গত্বা যশোদাং রোহিণীং প্রসূং । ১০ ॥
গোপবালসমূহঞ্চ রাধিকাং গোপিকাগণং ।
প্রবোধয়াধ্যাত্মিকেন মদ্গতেন শুচছিদা । ১১ ॥
নন্দস্তিষ্ঠতি সানন্দং যস্মাত্তবাজ্ঞয়াধুনা ।
নন্দস্থিতং মদ্বিলয়ং যশোদং কথয়িষ্যসি । ১২ ॥
ইত্যেব মুক্ত্বা শ্রীকৃষ্ণঃ পিত্রামাত্রা বলেন চ ।
অক্রূরেণ সমং তূর্ণং যযৌ স্বাভ্যন্তরং গৃহং । ১৩ ॥
উদ্ধবো রজনীং স্থিত্বা মথুরায়াঞ্চ নারদ ।
প্রভাতে প্রযযৌ শীঘ্রং রম্যং বৃন্দাবনং বনং । ১৪ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ সম্বাদে শ্রীকৃষ্ণ জন্মখণ্ডে চৈকনবতিতমোঽধ্যায়ঃ ।

ঐ সময় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, উদ্ধব ! তুমি অবিলম্বে গোকুলে গমন কর। তোমার মঙ্গল হউক, তুমি পরমানন্দে গোকুলে গমন করিয়া মাতা যশোদা, রোহিণী, গোপবালকগণ গোপিকাগণ এবং রাধিকাকে মদুপদিষ্ট শোকবিনাশন অধ্যাত্মভাবে প্রবোধ প্রদান করিবে এবং বলিবে আপাতত ব্রজরাজ নন্দ আমাদিগের গৃহে পরমানন্দে অবস্থান করিতেছেন। ১০। ১১। ১২ ॥

ভগবান্ কৃষ্ণ এই কথা বলিয়া পিতা, মাতা, বলদেব ও অক্রূরের সহিত তৎক্ষণাৎ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। ১৩ ॥

এদিকে উদ্ধবও মথুরায় সেই যামিনীযাপন করিয়া প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করত সত্বরে রমণীয় বৃন্দাবন বনে প্রস্থান করিলেন। ১৪ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ন নারদ সম্বাদে শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে এক নবতিতম অধ্যায় সম্পূর্ণ।

দ্বিনবতিতমোহধ্যায়ঃ।

নারায়ণ উবাচ।

শ্রীকৃষ্ণ প্রেরিতো দূতঃ প্রণম্য চ গণেশ্বরং।
স্মরন্নারায়ণং শম্ভুং দুর্গাং লক্ষ্মীং সরস্বতীং। ১॥
গঙ্গাঞ্চ মনসা ধ্যাত্বা দিগীশন্তং মহেশ্বরং।
প্রজগামোদ্ধবশ্চৈব দৃষ্ট্বা মঙ্গল সূচকং। ২॥
শুশ্রুবুর্দ্দুন্দুভিং ঘণ্টানাদং শঙ্খধ্বনিং তথা।
হরিশব্দঞ্চ সঙ্গীতং ব্রাহ্মণানাং শুভাশিষং। ৩॥
পতিপুত্রবতীং সাধ্বীং প্রদীপমাল্যদর্পণং।
পরিপূর্ণতমং কুম্ভং দধিলাজফলানি চ। ৪॥
দুর্ব্বাঙ্কুরং শুক্লধান্যং রজতং কাঞ্চনং মধু।
ব্রাহ্মণানাং সমূহঞ্চ কৃষ্ণসারং বৃষং ঘৃতং। ৫॥
সদ্যোমাংসং গজেন্দ্রঞ্চ নৃপেন্দ্রং শ্বেতঘোটকং।
পতাকাং নকুলং চাসং শুক্লপুষ্পঞ্চ চন্দনং। ৬॥

নরায়ণ কহিলেন, দেবঋষে! অনন্তর উদ্ধব দূতরূপে কৃষ্ণ কর্তৃক প্রেরিত হইয়া প্রথমতঃ গণপতিকে প্রণাম করিলেন, তৎপরে নারায়ণ, শম্ভু, দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, গঙ্গা ও দিক্‌পতি মহেশ্বরকে স্মারণ করিয়া বৃন্দাবনে প্রস্থান করিলেন। চতুর্দ্দিকে মাঙ্গল্য কর্ম্ম আরম্ভ হইল। ১।২॥

কোন স্থানে দুন্দুভিধ্বনি, কোন স্থানে ঘণ্টানাদ, কোন স্থানে শঙ্খনিস্বন, কোন স্থানে হরিনাম সংকীর্ত্তন, কোন স্থানে ব্রাহ্মণগণের শুভাশীর্ব্বাদ উচ্চারণ, কোন স্থানে পতিপুত্রবতী সাধ্বী রমণী, কোন স্থানে প্রদীপ মালা ও দর্পণ, কোন স্থানে জলপরিপূর্ণ কুম্ভ, কোন স্থানে দধি, লাজ ও ফল সমূহ, কোন স্থানে দূর্ব্বাঙ্কুর, শুক্লধান্য, রজত, কাঞ্চন, ও মধু, কোন স্থানে ব্রাহ্মণ সংপ্রদায়, কোন স্থানে কৃষ্ণসার, কোন স্থানে বৃষ, কোন

দৃষ্ট্বৈবং পথি কল্যাণং প্রাপ বৃন্দাবনং বনং।
দদর্শ পুরতো বৃক্ষং ভাণ্ডীরে বটমক্ষয়ং। ৭ ॥
স্নিগ্ধপর্ণং রক্তবর্ণং পুণ্যদং তীর্থমীপ্সিতং। ৮ ॥
সুবেশান্ বালকাংশ্চৈব রত্নভূষণভূষিতান্।
বদতো বলকৃষ্ণেতি রুদতশ্চ শুচান্বিতান্। ৯ ॥
তানাশ্বাস্য যযৌ দূরং প্রবিশ্য নগরং মুদা।
দদর্শ নন্দশিবিরং রচিতং বিশ্বকর্ম্মণা। ১০ ॥
মণিরত্ন বিনির্ম্মাণং মুক্তামাণিক্যহীরকৈঃ।
পরিচ্ছিন্নং মনোরম্যং সদ্রত্ন কলসান্বিতং। ১১ ॥

স্থানে ঘৃত, কোন স্থানে সদ্য কর্ত্তিত মাংস, কোন স্থানে গজেন্দ্র, কোন স্থানে নৃপেন্দ্র, কোন স্থানে শ্বেত ঘোটক, কোন স্থানে পতাকামালা, কোন স্থানে বকুল, কোন স্থানে চাস, কোন স্থানে শুক্লপুষ্প এবং কোন স্থানে মঙ্গলসূচক ফল সকল দর্শন করিতে লাগিলেন। ৩। ৪। ৫। ৬ ॥

উদ্ধব এইরূপে পথি মধ্যে নানাবিধ শুভ লক্ষণ সকল দর্শন করিতে করিতে বৃন্দাবন বনে উপস্থিত হইলেন। উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, ভাণ্ডীরবনে এক অক্ষয় বটবৃক্ষ বিরাজমান রহিয়াছে। ৭ ॥

উহার পত্র সকল স্নিগ্ধ ও রক্তবর্ণ। উহা অতি পুণ্যপ্রদ ও অভীষ্টফল জনক তীর্থস্থান। ৮ ॥

অতি মনোহর বেশধারী রত্নভূষণভূষিত বালকগণ শোকার্ত্ত হইয়া হা কৃষ্ণ! হা বলদেব! এই বলিয়া রোদন করিতেছে। ৯ ॥

উদ্ধব সান্ত্বনা বাক্যে তাহাদিগকে আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক হর্ষভরে নগরের কিয়দ্দূর গমন করিয়া দেখিলেন, বিশ্বকর্ম্ম-বিনির্ম্মিত অপূর্ব্ব নন্দ শিবির সম্মুখে বিরাজমান। ১০ ॥

উৎকৃষ্ট রত্ন দ্বারা উহা বিনির্ম্মিত হইয়াছে। উহার চতুর্দ্দিক মুক্তা, মাণিক্য ও হীরক দ্বারা বিভূষিত। মধ্যে মধ্যে রত্নময় কলস সকল শোভমান। ১১ ॥

দ্বারং চিত্রবিচিত্রাঢ্যং দৃষ্ট্বা চ প্রবিবেশ সঃ।
অবরুহ্য রথাত্তূর্ণং তস্থৌ তৎপ্রাঙ্গনে মুদা। ১২ ॥
যশোদা রোহিণী শীঘ্রং পপ্রচ্ছ কুশলং পরং।
আসনঞ্চ জলং গাঞ্চ মধুপর্কং দদৌ মুদা। ১৩ ॥
ক্ব নন্দঃ ক্ব বলঃ কৃষ্ণঃ সত্যং তৎ কথয়োদ্ধব।
উদ্ধবঃ কথয়ামাস সর্ব্বং ভদ্রং ক্রমেণ চ। ১৪ ॥
সার্দ্ধঞ্চ বলকৃষ্ণাভ্যাং নন্দঃ সানন্দ পূর্ব্বকং।
আয়াস্যতি বিলম্বেন কৃষ্ণপ্রণয়নাবধি। ১৫ ॥
যুষ্মাকং সাকলং তত্ত্বং বিজ্ঞায় বিধিপূর্ব্বকং।
অহং যাস্যামি মথুরাং যশোদে শৃণু সাংপ্রতং। ১৬ ॥
শ্রুত্বা মঙ্গলবার্ত্তাঞ্চ যশোদা রোহিণী মুদা।
ব্রাহ্মণায় দদৌ রত্নং সুবর্ণং বস্ত্রমীপ্সিতং।
উদ্ধবং ভোজয়ামাস কারয়ামাস মঙ্গলং। ১৭ ॥

উদ্ধব অতি চিত্র বিচিত্র রমণীয় শিবিরতোরণ সন্দর্শন করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং কিয়দ্দূর গমনের পর রথ হইতে শিবির প্রাঙ্গনে অবতীর্ণ হইলেন। ১২ ॥

তখন যশোদা ও রোহিণী উভয়ে শশব্যস্ত হইয়া মহানন্দে উদ্ধবকে পাদ প্রক্ষালনার্থ জল, উপবেশনার্থ আসন ও গোসাধন মধুপর্ক প্রদান করিলেন। ১৩ ॥

অনন্তর উদ্ধবকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, উদ্ধব! সত্য করিয়া বল দেখি, এখন ব্রজরাজ নন্দ, বৎস কৃষ্ণ, বৎস বলভদ্র কোথায়? তখন উদ্ধব ক্রমে তাঁহাদিগের সকলের কুশল বিজ্ঞাপন করিয়া কহিলেন, যশোদে! গোপরাজ নন্দ, কৃষ্ণ ও বলদেবকে সমভিব্যাহারে লইয়া কিছু বিলম্বে এস্থানে আগমন করিবেন, সংপ্রতি আমি আপনাদিগের সর্ব্বাঙ্গীন সংবাদ লইয়া অবিলম্বে মথুরায় যাইব। ১৪। ১৫। ১৬ ॥

বেদাংশ্চ পাঠয়ামাস মিষ্টান্নঞ্চ সুধোপমং।
মণিশ্রেষ্ঠঞ্চ রত্নঞ্চ দদৌ তস্মৈ চ হীরকং। ১৮ ॥
বাদ্যঞ্চ বাদয়ামাস ভদ্রং নানাবিধং তথা।
ব্রাহ্মণান্ ভোজয়ামাস কারয়ামাস মঙ্গলং। ১৯ ॥
বেদাংশ্চ পাঠয়ামাস পরং সানন্দ পূর্ব্বকং।
শঙ্করং পূজয়ামাস বিপ্রদ্বারা পরং বিভুং। ২০ ॥
নানোপহারৈর্নৈবেদ্যৈঃ পুষ্পধূপপ্রদীপকৈঃ।
চন্দনৈর্ব্বস্ত্রতাম্বূলৈর্ম্মধুগব্যঘৃতাদিভিঃ। ২১ ॥
ভবানীং পূজয়ামাস শ্রীবৃন্দারণ্যদেবতাং।
ষোড়শোপচার দ্রব্যৈর্ব্বলিভির্ব্বিবিধৈর্ম্মুনে। ২২ ॥
মহিষাণাং শতং শুদ্ধং ছাগলানাং সহস্রকং।
মেষাণামযুতং যুক্তং শুদ্ধ মায়াতি পঞ্চকং। ২৩ ॥

তখন যশোদা ও রোহিণী কৃষ্ণ ও বলদেবের কুশলবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া মহানন্দে ব্রাহ্মণকে আশানুরূপ ধনরত্ন বস্ত্র এবং উদ্ধবকে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে ভোজন সামগ্রী প্রদান করিলেন। নানাবিধ মঙ্গলকার্য্য সমারব্ধ হইল। ১৭ ॥

ঋগাদি বেদ চতুষ্টয় পঠিত হইতে লাগিল, সুধা সদৃশ মিষ্টান্ন, উৎকৃষ্ট মণি, উৎকৃষ্টরত্ন ও হীরক প্রদত্ত হইল। ১৮ ॥

নানাবিধ বাদ্য বাদিত এবং নানা বিধ মঙ্গল কার্য্য অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল। ব্রাহ্মণভোজনের পরিসীমা রহিল না। শুভকার্য্য স্রোত অবাধেপ্রবাহিত হইতে লাগিল। ১৯ ॥

কোথায়ও পরমানন্দে বেদপাঠ, কোথায়ও নৈবেদ্য, পুষ্প, ধূপ, প্রদীপ, চন্দন, বস্ত্র, তাম্বূল, মধু, গব্য ও ঘৃতাদি বিবিধ উপচারে ভগবান ভূতভাবনের বিপ্রকৃত অর্চ্চনা, কোথায়ও বা ষোড়শোপচারে বৃন্দাবন দেবতা দেবী ভবানীর অর্চ্চনা সমারব্ধ হইল, শত

ব্রাহ্মণেভ্যঃ শতং স্বর্ণং ধেনূনাঞ্চ শতন্তথা।
প্রদদৌ দক্ষিণাং তূর্ণং কৃষ্ণকল্যাণহেতবে। ২৪ ॥
উদ্ধবং পূজয়ামাস সাদরঞ্চ পুনঃপুনঃ।
সমাশ্বাস্য যশোদাঞ্চ রোহিণীং গোপবালকান্।
বৃদ্ধা গোপালিকাঃ সর্ব্বাঃ প্রযযৌ রাসমণ্ডলং। ২৫ ॥
দদর্শ রাসং রুচিরং চন্দ্রমণ্ডলবর্ত্তুলং।
শ্রীরামকদলীস্তম্ভৈঃ শতকৈ রূপশোভিতং। ২৬ ॥
যুক্তৈঃ স্নিগ্ধরসালানাং চন্দনানাঞ্চ পল্লবৈঃ।
পট্টসূত্রনিবদ্ধৈশ্চ শ্রীযুক্তমাল্যজালকৈঃ। ২৭ ॥
দধিলাজফলৈঃ পট্টৈঃ পুষ্পৈর্দ্দূর্ব্বাঙ্কুরৈরপি।
চন্দনাগুরুকস্তুরীকুঙ্কুমৈঃ পরিসংস্কৃতং। ২৮ ॥

সংখ্যক বিশুদ্ধ মহিষ, সহস্র ছাগ, অযুত মেষ, ও অন্যান্য নানা প্রকার বলি প্রদত্ত হইতে লাগিল। ২০। ২১। ২২। ২৩ ॥

শ্রীকৃষ্ণের মঙ্গল জন্য দক্ষিণা স্বরূপ ব্রাহ্মণদিগকে শত স্বর্ণ, ও শত গোধন প্রদত্ত হইল। অধিক কি উদ্ধব বারম্বার পরম সমাদরে পূজিত হইতে লাগিলেন। ২৪ ॥

অনন্তর উদ্ধব যশোদা, রোহিণী গোপবালক ও বৃদ্ধ গোপালিকাগণকে আশ্বাস প্রদান করিয়া রাসমণ্ডলে গমন করিলেন। ২৫ ॥

তথায় দেখিলেন, চন্দ্রমণ্ডলের ন্যায় গোলাকার অতি মনোহর রাসমঞ্চ বিরাজমান। উহার চতুর্দ্দিকে রামকদলীর বৃক্ষ সকল স্তম্ভের ন্যায় শোভা পাইতেছে, উহাতে অতি স্নিগ্ধ রসাল ও চন্দন পত্র সকল সংযোজিত হইয়াছে। পট্টসূত্র বিরচিত অতি মনোহর মাল্যজাল চতুর্দ্দিকে লম্বমান। ২৬। ২৭ ॥

উহার স্থানে স্থানে দধি, লাজ, নানা বিধ ফল, পুষ্প, পট্ট, দূর্ব্বাঙ্কুর, অগুরুচন্দন, কস্তুরী ও কুঙ্কুম সকল বিন্যস্ত হইয়াছে। ২৮ ॥

বেষ্টিতং রক্ষিতং যত্নাদ্গোপিকানাং ত্রিকোটিভিঃ।
ত্রিলক্ষৈঃ সুন্দরৈ রম্যৈঃ সংসক্তং রতিমন্দিরৈঃ। ২৯॥
লক্ষগোপৈঃ পরিবৃতং কৃষ্ণাগমনসঙ্কিতৈঃ। ৩০॥
যমুনাং দক্ষিণং কৃত্বা প্রযযৌ মালতীবনং।
চন্দনানাং চম্পকানাং যূথিকানাং তথৈব চ। ৩১॥
কেতকী মাধবীনাঞ্চ বনং কৃত্বা প্রদক্ষিনং।
বকুলানাং রঙ্গলানামশোকানাঞ্চ কাননং। ৩২॥
মল্লিকানাং পলাশানাং শিরীষাণাং তথৈব চ।
ধাত্রীণাঞ্চ কাঞ্চনানাং কর্ণিকানাং বনং তথা। ৩৩॥
নাগেশ্বরাণাং বিপিনং লবঙ্গানাং তথৈব চ।
বনঞ্চ শালতালানাং হিন্তালানাং বনং তথা। ৩৪॥
পনসানাং রসালানাং নাঙ্গলীনাং মনোহরং।
মন্দারকাননং রম্যং বামং কৃত্বা চ কাননং। ৩৫॥
দৃষ্ট্বা কুন্দবনং রম্যং সংপ্রাপ মধুকাননং।
পুংস্কোকিলানাং শব্দেন মধুরেণ সমন্বিতং। ৩৬॥

তিন কোটি গোপিকা উহার চতুর্দ্দিক পরিবেষ্টন করিয়া রক্ষা করিতেছে। চারিদিকে অতি মনোহর দর্শন প্রিয় তিন লক্ষ ক্রীড়া মন্দির। লক্ষ লক্ষ গোপ কৃষ্ণের আগমন প্রত্যাশায় ইতস্ততঃ দণ্ডায়মান। ২৯।৩০॥

উদ্ধব যমুনা প্রদক্ষিণ করিয়া মালতীবনে গমন করিতে লাগিলেন, দেখিলেন যমুনা তটে চন্দন, চম্পক, যূথিকা, কেতকী, মাধবী, বকুল, রঙ্গল, অশোক, কাঞ্চন, মল্লিকা, পলাশ, শিরীষ, ধাত্রী, কাঞ্চন, কর্ণিকার, নাগেশ্বর, লবঙ্গ, শাল, তাল ও হিন্তাল বন বিরাজমান রহিয়াছে। ৩১। ৩২। ৩৩। ৩৪॥

অতিরমণীয় পনস, রসাল নাঙ্গলী, মন্দার ও কুন্দবন দর্শন করিতে করিতে মধুকাননে উপস্থিত হইলেন। ঐ বন পুংস্কোকিলগণের অন-

মধুব্রতসমূহানাং মধুরধ্বনি কুজিতং।
বন্যবৃক্ষৈঃ পরিবৃতং মাধ্বীকাধারমীপ্সিতং। ৩৭॥
পুষ্পানাঞ্চৈব বাতেন পরিতঃ সুরভী কৃতং।
তং দৃষ্টা রাজমার্গেণ যথোক্তেন চ সাংপ্রতং। ৩৮॥
যযৌ শীঘ্রং নিরুদ্বিগ্নং রহস্যং বদরীবনং।
শ্রীফলানাঞ্চ বিল্বানাং নারেঙ্গানাং বনং তথা।
পদ্মানাং করবীরাণাং তুলসীনাঞ্চ কাননং। ৩৯॥
দৃষ্টা রক্তিমবর্ণঞ্চ সুপক্কফল মীপ্সিতং।
তদেব বামতঃ কৃত্বা বিবেশ কদলীবনং। ৪০॥
অতীব নির্জ্জনে রম্যে দদর্শ রাধিকাশ্রমং।
মণীন্দ্রাণাঞ্চ প্রাকারপরিখাদুর্গবেষ্টিতং। ৪১॥
অত্যগম্যং রিপূণাঞ্চ মিত্রাণাং সুগমং সুখং।
গোপঃ শঙ্কেতমার্গঞ্চ রক্ষকৈঃ পরিরক্ষিতং। ৪২॥

বরত কুহু ধ্বনি এবং মধুকরগণের সুমনোহর গুন গুণ ধ্বনিতে পরিপূর্ণ, এইরূপে ঐ বন নানাবিধ অভিমত বনবৃক্ষে পরিবৃত। ৩৫। ৩৬। ৩৭॥

পুষ্পরেণুযুক্ত বায়ু হিল্লোলে চতুর্দ্দিক আমোদিত হইয়াছে। এই রূপে ঐ মনোহর বন দর্শন করিতে করিতে যথানির্দ্দিষ্ট রাজমার্গ দিয়া নিরুদ্বেগে বদরী, শ্রীফল, বিল্ব, নারেঙ্গা, পদ্ম, করবীর ও তুলসী কাননে গমন করিলেন। ৩৮। ৩৯॥

অনন্তর সুপরিপক্ক রক্তিম বর্ণ মনোহর ফল সকল দর্শন ও তৎ সমুদায় বামপার্শ্বে করিয়া ক্রমশঃ কদলীবনে প্রবেশ করিলেন। ৪০॥

তৎপরে তথা হইতে অতি রমণীয় নির্জ্জন রাধিকাশ্রম দর্শন করিলেন। ঐ আশ্রমের চতুর্দ্দিক উৎকৃষ্ট মণিময় প্রাচীর পরিখা ও দুর্গ দ্বার পরিবেষ্টিত। ৪১॥

উহা অরাতিগণের পক্ষে নিতান্ত দুর্গম কিন্তু মিত্রগণ অনায়াসে তথায়

নানাচিত্রবিচিত্রাঢ্যং নির্ম্মিতং বিশ্বকর্ম্মণা।
মণীন্দ্রমুক্তামাণিক্য হীরাহারোজ্জ্বলং পরং। ৪৩ ॥
রত্নেন্দ্রসার রচিতং রত্নস্তম্ভৈঃ সুশোভনং।
রত্নসোপান সংসক্তমন্দিরৌঘমনোহরং। ৪৪ ॥
অমূল্য রত্নরচিতং কলশৈঃ পরিশোভিতং।
বহ্নিশুদ্ধাংশুকাভিশ্চ পতাকাভিঃ পরিষ্কৃতং। ৪৫ ॥
সদ্রত্নদর্পণোৎকৃষ্টং চর্চ্চিতং শ্বেতচামরৈঃ।
দদর্শ সিংহদ্বারঞ্চ যুক্তং রত্নকপাটকং। ৪৬ ॥
দ্বারোপরি বিচিত্রঞ্চ রম্যং বৃন্দাবনং বনং।
কদম্বকাননং রম্যং তদ্বস্ত্র হরণাদিকং। ৪৭ ॥
বিশ্বকর্ম্মবিরচিতং সুরম্যং রাসমণ্ডলং।
নানাকুঞ্জ কুটীরঞ্চ গোপগোপী সমন্বিতং। ৪৮ ॥

প্রবেশ করিতে পারেন। প্রহরী গোপগণ সতত উহার সঙ্কেত মার্গ সকল রক্ষা করিতেছে। ৪২ ॥

তাহার আপাদ মস্তক বিশ্বকর্ম্মার বিনির্ম্মিত এবং নানাবিধ চিত্র বিচিত্রে পরিব্যাপ্ত; বিশেষতঃ মণিমাণিক্য, মুক্তা, ও হীরক প্রভৃতি উৎকৃষ্ট রত্নমালায় খচিত হওয়াতে তাহার শোভার পরিসীমা ছিল না। ৪৩ ॥

উহার কি স্তম্ভ, কি সোপান, কি গৃহ, কি চূড়াকলস সমস্তই অত্যুৎকৃষ্ট বহুমূল্য রত্নে বিরচিত। উহার উপরিভাগে অগ্নির ন্যায় উজ্জ্বল বর্ণ পতাকা সকল বিরাজমান। ৪৪। ৪৫ ॥

তৎপরে উহার সিংহদ্বার উদ্ধবের নয়ন পথে নিপতিত হইল। ঐ দ্বারে রত্নময় দর্পণ শ্বেত চামর ও রত্নময় কবাট বিলম্বিত ছিল। ৪৬ ॥

দ্বারে প্রবেশ করিয়াই অতি বিচিত্র রমণীয় বৃন্দাবন কদম্বকানন তদুপরি বস্ত্রহরণাদি ব্যাপার ঘটিত বিশ্বকর্ম্মার বিরচিত মনোহর রাসমণ্ডল, বিরাজিত রহিয়াছে। উহার মধ্যভাগে শত শত কুঞ্জ, শত শত কুটীর ও শত শত গোপী বিরাজ করিতেছে। ৪৭। ৪৮ ॥

রক্ষিতং গোপিকালক্ষৈর্বেত্রহস্তৈর্ম্মনোহরৈঃ।
চন্দনাচরণৈঃ শশ্বদভীতৈর্ব্বলিভির্ম্মুদা। ৪৯ ॥
তদ্দ্বারং পুরতো দৃষ্ট্বা বিলঙ্ঘ্য চ জগাম সঃ।
দ্বিতীয়দ্বারমুল্লঙ্ঘ্য তস্মাদুত্তমমীপ্সিতং। ৫০ ॥
দ্বারং চতুর্থং সম্প্রাপ্য সর্ব্বস্মাচ্চ বিলক্ষণং।
তৎ পশ্চাৎ পঞ্চমং গত্বা দদর্শ চিত্রমুত্তমং।
দ্বারষট্ পঞ্চ প্রযযৌ সর্ব্বতো রুচিরং পরং। ৫১ ॥
রামরাবণয়োর্যুদ্ধং ভিত্তিচিত্রং মনোহরং।
দশাবতারং বিষ্ণোশ্চ কৃত্রিমং রাসমণ্ডলং। ৫২ ॥
যমুনা জলকেলিঞ্চ রচিতং বিশ্বকর্ম্মণা।
গোপিকানাং সহস্রেণ ষষ্ঠদ্বারঞ্চ রক্ষিতং। ৫৩ ॥
রত্নেন্দ্রসারনির্ম্মাণভূষণৈর্ভূষিতেন চ।
সদ্রত্ন দণ্ডহস্তেন হীরকৈ ভূষিতেন চ। ৫৪ ॥

মনোহর বেশধারী লক্ষ লক্ষ গোপী চন্দন লিপ্ত কলেবরে, নির্ভীক চিত্ত পরমানন্দে বেত্র হস্তে করিয়া দ্বারদেশ রক্ষা করিতেছে। ৪৯ ॥

উদ্ধব আমূলত সেই দ্বার শোভা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তৎপরে তাহা অতিক্রম পূর্ব্বক অতি মনোহর দ্বিতীয় ও তৃতীয় দ্বার অতিক্রম করিলেন। চতুর্থ দ্বার পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর মনোহর। তৎপরে পঞ্চম দ্বারে প্রবেশ করিয়া তাহার বিচিত্র শোভা দর্শন করিতে করিতে ষষ্ঠ দ্বারে প্রবেশ করিলেন, ঐ দ্বার অতি মনোহর। ৫০। ৫১ ॥

উহার ভিত্তিতে রাম রাবণের বিচিত্র যুদ্ধ চিত্র, নারায়ণের মৎস্যাদি দশ অবতার, রাসলীলা ও যমুনাকেলি সকল অঙ্কিত রহিয়াছে এবং সহস্র গোপিকাগণে ঐ দ্বার রক্ষিত হইতেছে। ৫২। ৫৩ ॥

গোপিকাগণের হস্তে উৎকৃষ্ট রত্নময় দণ্ড এবং উৎকৃষ্ট রত্নময়, হীরক ময়, মণিময়, মুক্তাময় ও মাণিক্যময় আভরণ বিরাজমান। ৫৪ ॥

মণীন্দ্রমুক্তামাণিক্যসারহারান্বিতেন চ।
মাধবী তৎপ্রধানা সা পপ্রচ্ছ সাংপ্রতং শিবং। ৫৫ ॥
দদৌ প্রত্যুত্তরং সর্ব্বং ক্রমেণ চ স উদ্ধবঃ। ৫৬ ॥
গত্বা বিজ্ঞাপয়ামাস রাধাপ্রিয়সখীগণং।
সা মাধবী মহাহৃষ্টা তত্র সংস্থাপ্য তং মুদা। ৫৭ ॥
শ্রুত্বা মঙ্গলবার্ত্তাঞ্চ রাধা প্রিয়সখীগণঃ।
কৃত্বা শঙ্খধ্বনিং ঘন্টাং মৃদঙ্গপণবস্বনং।
কৃত্বা নির্ম্মঞ্ছনং শীঘ্র মুদ্ধবং প্রিয়মীপ্সিতং।
হৃষ্টঃ প্রবেশয়ামাস রাধাভ্যন্তর মুত্তমং। ৫৮ ॥
অমুল্য রত্ন নির্ম্মাণং গত্বা মন্দিরমুত্তমং।
দদর্শ পুরতো রাধাং কুহ্বাং চন্দ্রকলোপমাং। ৫৯ ॥
সপঙ্কপদ্মপত্রে চ শয়ানাং শোক মূর্চ্ছিতাং।
রুদন্তীং রক্তবদনাং কৃষাঞ্চ ত্যক্ত ভূষণাং। ৬০ ॥

অনন্তর সেই গোপিকাগণের সর্ব্বপ্রধানা রক্ষিকা মাধবী মথুরার মঙ্গলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলে উদ্ধব ক্রমশঃ তাহার প্রত্যুত্তর প্রদান করিতে লাগিলেন। ৫৫। ৫৬ ॥

তখন মাধবী মহা আহ্লাদিত হইয়া উদ্ধবকে দ্বারে সংস্থাপন পূর্ব্বক রাধার প্রিয়সখীগণকে মঙ্গল বার্ত্তা বিজ্ঞাপন করিতে গমন করিল। ৫৭ ॥

তখন সখীগণ সেই মঙ্গল বার্ত্তা শ্রবণে মহা আনন্দিত হইয়া শঙ্খ, ঘণ্টা, মৃদঙ্গ, ও পণব বাদন করিতে করিতে সত্বর গিয়া উদ্ধবের যথোচিত আরতি করিল, এবং মহা আনন্দে তাঁহাকে রাধা পুরীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করাইলেন। ৫৮ ॥

অনন্তর উদ্ধব উৎকৃষ্ট রত্নবিনির্ম্মিত রাধান্তপুরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, পূর্ণ শশীর ন্যায় রাধাশশী বিরাজ করিতেছে। ৫৯ ॥

পদ্মপত্রে পঙ্ক বিলেপন, তদুপরি মূর্চ্ছিতভাবে রাধাশশী শয়ান।

নিশ্চেষ্টাঞ্চ নিরাহারাং স্বুবর্ণবর্ণ কুণ্ডলাং।
শুষ্কিতাধরকণ্ঠাঞ্চ কিঞ্চিন্নিশ্বাসসংযুতাং। ৬১।
প্রণনাম চ তাং দৃষ্টা ভক্তিনম্রাত্মকন্ধরঃ।
পুলকাঞ্চিতসর্ব্বাঙ্গো ভক্ত্যা ভক্তঃ স উদ্ধবঃ। ৬২॥

উদ্ধব উবাচ।

বন্দে রাধাপদাম্ভোজং ব্রহ্মাদিসুরবন্দিতং।
যৎকীর্ত্তি কীর্ত্তনেনৈব পুনাতি ভুবনত্রয়ং। ৬৩॥
নমো গোলোকবাসিন্যৈ রাধিকায়ৈ নমোনমঃ।
শতশৃঙ্গনিবাসিন্যৈ চন্দ্রাবল্যৈ নমোনমঃ। ৬৪॥
রাসমণ্ডল বাসিন্যৈ রাসেশ্বর্য্যৈ নমোনমঃ।
বিরজাতীরবাসিন্যৈ বৃন্দায়ৈ চ নমোনমঃ। ৬৫॥

নিরন্তর রোদনে বদন কমল আরক্তবর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। অঙ্গ যষ্টি শীর্ণ এবং আভরণ সকল উন্মুক্ত। ৬০॥

অঙ্গ স্পন্দহীন, আহারের নামমাত্র নাই। কেশপাশ স্বুবর্ণবর্ণ ওষ্ঠাধর ও কণ্ঠ শুষ্ক, অল্প অল্প শ্বাসমাত্র বহিতেছে। ৬১॥

উদ্ধব রাধিকাকে তদবস্থ দর্শন করিয়া ভক্তিভাবে অবনত মস্তকে তাঁহাকে প্রণাম করিলেন, প্রণাম সময়ে তাঁহার সর্ব্ব শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। ৬২॥

রাধা কৃষ্ণ ভক্ত উদ্ধব বলিতে লাগিলেন, ব্রহ্মাদি দেবগণ যাঁহাকে বন্দনা করেন, যাঁহার গুণ কীর্ত্তন করিলে ত্রিভুবন পবিত্র হয়, সেই রাধার চরণপদ্ম বন্দনা করি। ৬৩॥

হে গোলোকবাসিনি! হে রাধিকে! তোমাকে নমস্কার। হে শতশৃঙ্গবাসিনি! হে চন্দ্রাবলি! তোমাকে নমস্কার। হে রাসমণ্ডলবাসিনি! হে রাসেশ্বরি! তোমাকে নমস্কার। হে বিরজাতীরবাসিনি বৃন্দে! তোমাকে নমস্কার। ৬৪। ৬৫॥

বৃন্দাবনবিলাসিন্যৈ কৃষ্ণায়ৈ চ নমোনমঃ।
নমঃ কৃষ্ণাপ্রিয়ায়ৈ চ শান্তায়ৈ চ নমোনমঃ। ৬৬ ॥
কৃষ্ণবক্ষঃস্থিতায়ৈ চ তৎ প্রিয়ায়ৈ নমোনমঃ।
নমো বৈকুণ্ঠবাসিন্যৈ মহালক্ষ্মৈ নমোনমঃ। ৬৭ ॥
বিদ্যাধিষ্ঠাতৃ দেব্যৈ চ সরস্বত্যৈ নমোনমঃ।
সর্ব্বৈশ্বর্য্যাধিদেব্যৈ চ কমলায়ৈ নমোনমঃ। ৬৮ ॥
পদ্মলাভ প্রিয়ায়ৈ চ পদ্মায়ৈ চ নমোনমঃ।
মহদ্বিষ্ণোশ্চ মাত্রে চ পরাদ্যায়ৈ নমোনমঃ। ৬৯ ॥
নমঃ সিন্ধুসুতায়ৈ চ মর্ত্ত্যলক্ষ্মৈ নমোনমঃ।
নারায়ণ প্রিয়ায়ৈ চ নারায়ণৈ নমোনমঃ। ৭০ ॥
নমোঽস্তু বিষ্ণুমায়ায়ৈ বৈষ্ণব্যৈ চ নমোনমঃ।
মহামায়াস্বরূপায়ৈ সম্পদায়ৈ নমোনমঃ। ৭১ ॥
নমঃ কল্যাণ রূপায়ৈ শুভদায়ৈ নমোনমঃ।
মাত্রে চতুর্ণাং বেদানাং সাবিত্র্যৈ চ নমোনমঃ। ৭২ ॥

হে বৃন্দাবন বিলাসিনি কৃষ্ণে! তোমাকে নমস্কার। তুমি কৃষ্ণপ্রিয়া শান্তা, তোমাকে নমস্কার। তুমি কৃষ্ণের বক্ষঃস্থলে অবস্থান কর, তুমি তাঁহার প্রিয়তমা তোমাকে নমস্কার, তুমি বৈকুণ্ঠবাসিনি মহালক্ষ্মী, তোমাকে নমস্কার। ৬৬। ৬৭ ॥

তুমি বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতী, তোমাকে নমস্কার, তুমি সকলের ঐশ্বর্য্যাধিষ্ঠাত্রী দেবী কমলা, তোমাকে নমস্কার। ৬৮ ॥

তুমি পদ্মনাভপ্রিয়া পদ্মা, তোমাকে নমস্কার। মাতঃ! তুমি মহৎ বিষ্ণুর মাতা, শ্রেষ্ঠতমা আদ্যাশক্তি, তোমাকে নমস্কার। তুমি সিন্ধু-কন্যা, তুমি মর্ত্যলোকের লক্ষ্মী, তোমাকে নমস্কার। তুমি নারায়ণ প্রিয়া নারায়ণী, তোমাকে নমস্কার। ৬৯। ৭০ ॥

তুমি বিষ্ণুমায়া বৈষ্ণবী, তোমাকে নমস্কার, তুমি মহামায়াস্বরূপিণী সম্পদা, তোমাকে নমস্কার। ৭১ ॥

নমোঽস্তু বুদ্ধিরূপায়ৈ জ্ঞানদায়ৈ নমোনমঃ।
তেজঃশ্চ সর্ব্ব দেবানাং পুরাকৃতযুগে মুদা।
অধিষ্ঠান কৃতায়ৈ চপ্রকৃত্যৈ চ নমোনমঃ। ৭৩ ॥
নমো দুর্গনিবাসিন্যৈ দুর্গাদেব্যৈ নমোনমঃ।
নমস্ত্রিপুরহারিন্যৈ ত্রিপুরায়ৈ নমোনমঃ। ৭৪ ॥
সুন্দরীষু চ রম্যায়ৈ সুন্দর্য্যৈ চ নমোনমঃ।
শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপায়ৈ সগুণায়ৈ নমোনমঃ। ৭৫ ॥
নমো ব্রহ্মস্বরূপায়ৈ নির্গুণায়ৈ নমোনমঃ।
নমো দক্ষসুতায়ৈ চ নমঃ সত্যৈ নমোনমঃ। ৭৬ ॥
নমঃ শৈলসুতায়ৈ চ পার্ব্বত্যৈ চ নমোনমঃ।
নমোনমস্তপস্বিন্যৈ উমায়ৈ চ নমোনমঃ। ৭৭ ॥
নিরাহারস্বরূপিন্যৈ সুপর্ণায়ৈ নমোনমঃ।
গৌরীলোক নিবাসিন্যৈ নমো গৌর্য্যৈ নমোনমঃ। ৭৮ ॥

তুমি কল্যাণরূপিণী দেবী শুভদা, তোমার চরণে প্রণাম করি। তুমি চারিবেদের মাতা সাবিত্রী, তোমাকে প্রণাম করি। ৭২ ॥

মাতঃ! তুমি বুদ্ধিরূপিণী; তুমিজীবগণকে জ্ঞান প্রদান কর। তুমি পূর্ব্বকালে সত্যযুগে সমস্ত দেবতার তেজঃস্বরূপিণী। তুমি জগতের অধিষ্ঠানভূতা প্রকৃতি। তোমাকে নমস্কার। ৭৩ ॥

তুমি দুর্গনিবাসিনী দেবী দুর্গা তোমাকে নমস্কার। তুমি ত্রিপুরাসুর নাশিনী দেবী ত্রিপুরা, তোমাকে নমস্কার। ৭৪ ॥

তুমি সুন্দরীকুল মধ্যে সর্ব্ব প্রধানা সুন্দরী, তোমাকে নমস্কার। তুমি শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপা, তুমি সগুণ, তোমাকে নমস্কার। তুমি ব্রহ্মস্বরূপিণী, তুমি নির্গুণ, তোমার চরণে প্রণাম করি। তুমি দক্ষরাজ কন্যা দাক্ষায়ণী, তুমি পর্ব্বতরাজকন্যা পার্ব্বতী, তোমার চরণে প্রণাম, তুমি তপস্বিনী উমা, তোমাকে নমস্কার। ৭৫। ৭৬। ৭৭ ॥

নমঃ কৈলাসবাসিন্যৈ মাহেশ্বর্য্যৈ নমোনমঃ।
নিদ্রায়ৈ চ দয়ায়ৈ চ শুদ্ধায়ৈ চ নমোনমঃ। ৭৯ ॥
তৃষ্ণায়ৈ ক্ষুৎ স্বরূপায়ৈ ভ্রান্ত্যৈ কান্ত্যৈ নমোনমঃ।
নমঃ সৃষ্টিস্বরূপায়ৈ স্থিতিকর্ত্র্যৈ নমোনমঃ। ৮০ ॥
ভদ্রায়ৈচাশুভায়ৈ চ মুক্তিদায়ৈ নমোনমঃ।
নমঃ স্বধায়ৈ স্বাহায়ৈ শান্ত্যৈ কাল্যৈ নমোনমঃ। ৮১ ॥
নমস্তুষ্ট্যৈ চ পুষ্ট্যৈ চ দয়ায়ৈ চ নমোনমঃ।
নমো নিদ্রাস্বরূপায়ৈ শ্রদ্ধায়ৈ চ নমোনমঃ। ৮২ ॥
ক্ষুৎ পিপাসাস্বরূপায়ৈ লজ্জায়ৈ চ নমোনমঃ।
নমো ধৃত্যৈ ক্ষমায়ৈ চ চেতনায়ৈ নমোনমঃ। ৮৩ ॥
সর্ব্বশক্তিস্বরূপিণ্যৈ সর্ব্বমাত্রে নমোনমঃ।
বহ্নৌ দাহস্বরূপিণ্যৈ ভদ্রায়ৈ চ নমোনমঃ।
শোভায়ৈ পূর্ণচন্দ্রস্য শরৎপক্ষে নমোনমঃ। ৮৪ ॥

তুমি নিরাহার স্বরূপিণী, সুপর্ণা তোমাকে নমস্কার। তুমি গৌরীলোক নিবাসিনী গৌরী তোমার চরণে প্রণাম করি। ৩৮ ॥

তুমি কৈলাসবাসিনী মহেশ্বরী তোমাকে নমস্কার। তুমি নিদ্রা তুমি দয়া, তুমি শুদ্ধা, তুমি তৃষ্ণা, তুমি ক্ষুধা. তুমি ভ্রান্তি, তুমি কান্তি, তোমার চরণকমলে প্রণাম করি, তুমি সৃষ্টিস্বরূপা, তুমি পালনকর্ত্রী; তোমাকে নমস্কার। ৭৯। ৮০ ॥

তুমি ভদ্রা, তুমি অশুভা, তুমি মুক্তিদা, তোমাকে নমস্কার। তুমি স্বধা, তুমি স্বাহা, তুমি শান্তি, তুমি কালী. তোমাকে নমস্কার। তুমি তুষ্টি, তুমি পুষ্টি, তুমি দয়া, তোমাকে নমস্কার। তুমি নিদ্রা 'স্বরূপা', তুমি শ্রদ্ধা রূপিণী, তোমাকে নমস্কার। ৮১। ৮২ ॥

তুমি ক্ষুৎ পিপাসা স্বরূপা, তুমি লজ্জা, তোমাকে নমস্কার। তুমি ধৃতি, তুমি ক্ষান্তি, তুমি চেতনা, তোমাকে নমস্কার। তুমি সকলের শক্তি

নাস্তি ভেদো যথা দেবি দুগ্ধধাবল্যয়োঃ সদা।
যথৈব গন্ধভূম্যোশ্চ যথৈবং জলশৈত্যয়োঃ। ৮৫ ॥
যথৈব শব্দ নভসো র্জ্জোতিঃ সূর্য্যমসো র্যথা।
লোকে বেদে পুরাণে চ রাধামাধবয়ো স্তথা। ৮৬ ॥
চেতনং কুরু কল্যানি দেহিমামুত্তরং সতি।
ইত্যুক্তাচোদ্ধবস্তত্র প্রণনাম পুনঃ পুনঃ। ৮৭ ॥
ইত্যুদ্ধবকৃতং স্তোত্রং যঃ পঠেদ্ভক্তিপূর্ব্বকং।
ইহলোকে সুখং ভুক্ত্বাযাত্যন্তে হরিমন্দিরং। ৮৮ ॥
ন ভবেদ্বন্ধুবিচ্ছেদোরোগং শোকং সুদারুণং।
প্রোষিতস্ত্রীলভেৎ কান্তং ভার্য্যাভেদী লভেৎ প্রিয়াং। ৮৯॥
অপুত্রো লভতে পুত্রং নির্দ্ধনো লভতে ধনং।
নির্ভূমি র্লভতে ভূমিং প্রজাহীনো লভেৎ প্রজাং। ৯০ ॥

স্বরূপিণী, তুমি সকলের জননী, তুমি বহ্নির দাহিকাশক্তি, তুমি ভদ্রা, তোমাকে নমস্কার। তুমি শরৎকালীন পূর্ণ শশধরের শোভা, তোমাকে নমস্কার। ৮৩। ৮৪ ॥

হে দেবি! যেমন দুগ্ধে ও দুগ্ধের ধবলতায়, যেমন ভূমি ও ভূমির গন্ধে, যেমন জল ও শৈত্য গুণে, যেমন আকাশ ও শব্দে যেমন জ্যোতি ও সূর্য্যে, যেমন বেদ ও পুরাণে কিছুমাত্র বিভিন্নতা নাই, তদ্রূপ রাধা ও মাধবে কিছুমাত্র প্রভেদ নাই। ৮৫। ৮৬ ॥

হে দেবি কল্যাণি! সচেতন হও, আমাকে উত্তর প্রদান কর? এই কথা বলিয়া উদ্ধব বারম্বার প্রণাম করিতে লাগিলেন। ৮৭ ॥

দেব ঋষে! যে ব্যক্তি ভক্তি পূর্ব্বক এই উদ্ধব কৃত রাধাস্তোত্র পাঠ করেন, তিনি ইহলোকে ইচ্ছামত সুখ সম্ভোগ করিয়া চরমে হরিমন্দিরে গমন করেন। ৮৮ ॥

তাঁহার কখন বন্ধুবিচ্ছেদ, রোগ, শোক, প্রভৃতি যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না, প্রোষিতভর্ত্তৃকা পতি এবং ভার্য্যাবিচ্ছেদী ভার্য্যা লাভ

রোগাদ্বিমুচ্যতে রোগী বদ্ধো মুচ্যেত বন্ধনাৎ।
ভয়ান্মুচ্যেত ভীতস্তু মুচ্যেতাপন্ন আপদঃ।
অস্পষ্টকীর্ত্তিঃ সুযশামূর্খোভবতি পণ্ডিতঃ। ৯১॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ সম্বাদে শ্রীকৃষ্ণ জন্মখণ্ডে রাধা স্তোত্রং দ্বিনবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

করেন। অপুত্রব্যক্তি পুত্র, নির্ধন বক্তি ধন, ভুমিহীন ব্যক্তি ভুমি এবং প্রজাহীন ব্যক্তি প্রজা লাভ করিয়া থাকেন। ৮৯। ৯০॥

রোগী রোগ হইতে, বন্ধনগত বন্ধন হইতে, ভীত ভয় হইতে এবং বিপন্ন বিপদ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। অখ্যাতনামা বিখ্যাত ও মূর্খ পণ্ডিত হইয়া উঠে। ৯১॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ সম্বাদে শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে রাধা স্তোত্র দ্বিনবতিতম অধ্যায় সম্পূর্ণ।

ত্রিনবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

নারায়ণ উবাচ।

উদ্ধবস্তবনং শ্রুত্বা চেতনং প্রাপ্য রাধিকা।
বিলোক্য কৃষ্ণাকারঞ্চ তমুবাচ শুচান্বিতা। ১॥

রাধিকোবাচ।

কিং নাম ভবতো বৎস কেন বা প্রেরিতো ভবান্।
আগতো বা কুত ইতি ব্রূহিমাং কেন হেতুনা। ২॥
কৃষ্ণাকৃতি স্তং সর্ব্বাঙ্গে মান্য ত্বাং কৃষ্ণ পার্ষদং।
কৃষ্ণস্য কুশলং ব্রূহি বলদেবস্য সাংপ্রতং। ৩॥
নন্দ স্তিষ্ঠতি তত্রৈব হেতুনা কেন তদ্বদ।
সমাযাস্যতি গোবিন্দো রম্যং বৃন্দাবনং বনং। ৪॥
পুনর্দ্রক্ষ্যামি তস্যৈব পূর্ণচন্দ্রনিভং মুখং।
পুনঃ ক্রীড়াং করিষ্যামি তেনাহং রাসমণ্ডলে। ৫॥

নারায়ণ কহিলেন, দেবঋষে! রাধিকা উদ্ধবের স্তোত্র শ্রবণে সংজ্ঞা লাভ করিলেন এবং তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে কৃষ্ণনামাঙ্কিত দর্শন করিয়া শোক গদগদস্বরে কহিলেন। ১।

বৎস! তোমার নাম কি? কে তোমাকে এখানে প্রেরণ করিয়াছে? তোমার আগমনের কারণ কি? তোমার সর্ব্বাঙ্গে কৃষ্ণনাম অঙ্কিত দেখিতেছি। বোধ হয়, তুমি তাঁহার কোন পার্শ্বচর হইবে, বল দেখি এখন কৃষ্ণ বলদেব কেমন আছেন? এত দিন ব্রজরাজ নন্দের সেস্থানে অবস্থিতির কারণ কি? গোবিন্দ আর কি এ রমণীয় বৃন্দাবন বনে পদার্পণ করিবেন?। ২। ৩। ৪।

আর কি তাঁহার পূর্ণচন্দ্রানন দর্শনে সমর্থ হইব? আর কি, তাঁহার

জলে চ বিহরিষ্যামি পুনর্ব্বা সখিভিঃ সহ
শ্রীনন্দনন্দনাঙ্গে চ পুনর্দ্দাস্যামি চন্দনং

উদ্ধব উবাচ।

উদ্ধবেত্যভিধানং মে ক্ষত্রিয়োহহং বরাননে।
প্রেষিতঃ শুভবার্ত্তার্থং কৃষ্ণেণ পরমাত্মনা। ৭ ॥
তবান্তিকং সমায়াতঃ পার্ষদোহহং হরেরপি।
কৃষ্ণস্য বলদেবস্য শিব নন্দস্য সাংপ্রতং। ৮ ॥

রাধিকোবাচ।

অস্তি তদ্‌যমুনাকূলং সুগন্ধি পবনোহস্তি সঃ।
তস্য কেলিকদম্বানাং মূলমস্ত্যেব সাংপ্রতং। ৯ ॥
পুণ্যং বৃন্দাবনং রম্যং তদ্বিদ্যমানমীপ্সিতং।
পুংস্কোকিলানাং বিহরং মধুপানঞ্চ সুন্দরং। ১০।
দুরন্তশ্চাপ্যতোহস্তিচ পাপিষ্ঠো মন্মথস্তথা।
তেচ রত্নপ্রদীপাশ্চ জ্বলন্তি রাসমণ্ডলে। ১১।

সহিত রাসমঞ্চে রাসকেলি করিতে পাইব? আর কি সখীগণের সহিত সমবেত হইয়া তাঁহার সহিত জলকেলি হইবে? আর কি নন্দনন্দনের গাত্রে চন্দন বিলেপন করিতে পাইব?। ৫। ৬।

তখন উদ্ধব রাধাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে বরাননে! আমার নাম উদ্ধব, আমি ক্ষত্রিয়। পরমাত্মা কৃষ্ণ শুভ সংবাদ দিবার নিমিত্ত আমায় এই স্থানে প্রেরণ করিয়াছেন। ৭ ॥

আমি পাপহারী শ্রীকৃষ্ণ ও বলদেবের পার্শ্বচর। সংপ্রতি আমি তাঁহাদিগের ও ব্রজরাজ নন্দের সুসংবাদ দিবার নিমিত্ত তোমার নিকট উপস্থিত হইয়াছি। ৮ ॥

রাধিকা কহিলেন বৎস! সেই যমুনাকূল, সেই সুগন্ধ গন্ধবহ, সেই ক্রীড়াকদম্বের পাদদেশ, সেই রমণীয় প্রিয়তর পবিত্র বৃন্দাবন, সেই

মণীন্দ্রসার নির্ম্মাণমস্ত্যেবং রতিমন্দিরং।
গোপাঙ্গনাগণোঽস্ত্যেবং পূর্ণচন্দ্রোঽস্তি শোভিতঃ। ১২।
সুগন্ধি পুষ্পরচিতং তল্পং চন্দন চর্চ্চিতং।
তাম্বূলং রতিভোগার্হং কর্পূরাদিসুসংস্কৃতং। ১৩॥
সুগন্ধি মালতীমাল্যং শ্বেতচামর দর্পণং।
মুক্তামাণিক্য সংশক্ত হীরাহার মনোহরং। ১৪।
কস্তূরীকুঙ্কুমাক্তঞ্চ পাত্রপূর্ণঞ্চ চন্দনং।
নানোপকরণং রম্যং রম্যং ক্রীড়াসরোবরং। ১৫।
সুগন্ধি পুষ্পোদ্যানং তৎ পদ্মশ্রেণীমনোহরং।
অস্ত্যেবং সর্ব্ববিভবঃ প্রাণনাথঃ কুতো মম। ১৬।
হা কৃষ্ণ হা রমানাথ কাসি মে প্রাণবল্লভ।
কাপরাধোঽস্তি দাস্যাশ্চ দাসীদোষঃ পদে পদে। ১৭।
ইত্যেব মুক্তা সা দেবী পুনর্ম্মূর্চ্ছামবাপ সা।
চেতনাংকারয়ামাস পুনরেব স উদ্ধবঃ। ১৮।

পুংস্কোকিলগণের ইতস্তত বিহার ও মধুপান, সেই দুর্দ্দান্ত পাপিষ্ঠ মন্মথ, সেই প্রজ্বলিত রত্ন প্রদীপ, রাসমণ্ডলে জাজ্বল্যমান রহিয়াছে। ৯।১০।১১॥

সেই উৎকৃষ্ট মণিরত্ন নির্ম্মিত রতিমন্দির, সেই গোপিকাগণ, সেই সুশোভন পূর্ণচন্দ্র, সেই চন্দনচর্চ্চিত পুষ্পশয্যা, সেই কর্পূরবাসিত সম্ভোগার্হ তাম্বূল, সেই সুগন্ধি মালা, সেই শ্বেতচামর সেই মণি মাণিক্য, হীরকাবলিখচিত মনোহর দর্পণ, সেই পাত্রপূর্ণ কস্তূরী কুঙ্কুম ও চন্দন, সেই সকল মনোহর উপকরণ, সেই রমণীয় ক্রীড়া সরোবর এবং সেই পদ্মশ্রেণী বিরাজিত গন্ধ পূর্ণ পুষ্পোদ্যান বিরাজমান রহিয়াছে; কিছুরই অভাব নাই; কিন্তু আমার সেই জীবিতেশ্বর কোথায় রহিলেন। ১২। ১৩। ১৪। ১৫। ১৬।

হা কৃষ্ণ! হা রমানাথ! হা প্রাণবল্লভ! কোথায় অবস্থান করিতেছ? কোন বিষয়ে দাসীর কি কোন অপরাধ হইয়াছে? অথবা পদে

তাং দৃষ্ট্বা পরমাশ্চর্য্যং মেনে ক্ষত্রিয়পুঙ্গবঃ।
সখীভিঃ সপ্তভিঃ শশ্বৎ সেবিতাং শ্বেতচামরৈঃ। ১৯।
গোপীনাঞ্চ ত্রিলক্ষৈশ্চ সুপ্রিয়ৈঃ পরিসেবিতাং।
দিবানিশং বেষ্টিতাঞ্চ গোপীনাং শতকোটিভিঃ। ২০।
কাচিৎ কজ্জলহস্তাচ কাচিন্মাল্যধরা পরা।
কাচিৎ সিন্দূরহস্তা চ কাচিৎ গোরোচনাকরা। ২১।
কাচিচ্চন্দনপাত্রঞ্চ হস্তে কৃত্বা চ তিষ্ঠতি।
কাচিদ্দর্পণহস্তা চ কাচিৎ কুঙ্কুমবাহিকা। ২২।
কস্তূরীপাত্র মিষ্টঞ্চ কাচিদ্বহতি তত্রবৈ।
কাচিচ্চম্পকপাত্রঞ্চ করে ধৃত্বা চ তিষ্ঠতি। ২৩।
মধুভির্মধুরৈঃ পূর্ণং পাত্রং ধৃত্বা শুচান্বিতা।
কাচিৎ সুগন্ধি তৈলৈশ্চ গৃহীত্বা পরিতিষ্ঠতি। ২৪।
কাচিচ্চ কেশবেশার্থং করোতি মাল্যমীপ্সিতং।
কাচিৎ কঙ্কলিকাং ধৃত্বা পুরতঃ পরিতিষ্ঠতি। ২৫।

পদেই দাসীর দোষ! এই বলিতে বলিতেই মূর্চ্ছা পুনর্ব্বার তাঁহার চেতনা বিলোপ করিল; তখন উদ্ধব পুনরায় যত্নসহকারে তাঁহার চৈতন্য সম্পাদন করিতে লাগিলেন। ১৭। ১৮॥

কিন্তু সেই ক্ষত্রিয়পুঙ্গব তাঁহার ভাব ভঙ্গি দর্শনে অতীব চমৎকৃত হইলেন। সাতটী সখী শ্বেতচামর হস্তে করিয়া নিরন্তর তাঁহাকে ব্যাজন করিতেছে। তিনলক্ষ গোপী তাঁহার সেবাকার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছে; শতকোটি গোপী অনবরত তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। ১৯। ২০॥

তন্মধ্যে কেহ কজ্জল, কেহ মাল্য, কেহ সিন্দুর, কেহ গোরোচনা, কেহ চন্দন, কেহ দর্পণ, কেহ কুঙ্কুম, কেহ কস্তূরী, কেহ চম্পক, কেহ সুগন্ধমান মধুপূর্ণ মধুপাত্র, কেহ বা সুগন্ধ তৈলপাত্র হস্তে করিয়া অবস্থান করিতেছে। ২১। ২২। ২৩। ২৪॥

কাচিৎ যাবকহস্তা চ কাচিদ্ধাত্রীরসংযুতা।
দূরতোঽপি চ ইত্যেবং ভীতা চ পরিতিষ্ঠতি। ২৬ ॥
কাচিদ্ভীতাভিয়াস্তৌতি কাচিদ্রোদিতি শোকতঃ।
কাচিত্তাং বোধয়ত্যেবং বিদগ্ধা বিরহাতুরাং। ২৭ ॥
কাচিদুত্তপ্ত স্বর্ণাভা স্নিগ্ধতল্পে মনোহরে।
স্থাপয়েদ্দাহদূরার্থং স্নিগ্ধপদ্মদলে মুনে। ২৮ ॥
এবন্তু তাঞ্চ তাং দৃষ্টা চোবাচ পুনরুদ্ধবঃ।
সুপ্রিয়ং কর্ণমধুরং নিনায় নচ ভীত বৎ। ২৯ ॥

উদ্ধব উবাচ।

জানে ত্বাং দেবদেবীনাং সুস্নিগ্ধাং সিদ্ধযোগিনাং।
সর্ব্বশক্তিস্বরূপাঞ্চ মূলপ্রকৃতিমীশ্বরীং। ৩০ ॥
শ্রীদামশাপাদ্ধরণীং প্রাপ্তাং গোলোককামিনীং।
কৃষ্ণপ্রাণাধিদেবীঞ্চ তদ্বক্ষঃস্থলবাসিনীং। ৩১ ॥

কেহ কেশ বেশ সম্পাদন জন্য মনোহর মালা প্রস্তুত করিতেছে। কেহ কজ্জলিকা ধারণ পূর্ব্বক সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। কেহ অলক্তক হস্তে করিয়া ধাত্রীর ন্যায় ভীতচিত্তে দূরে অবস্থান করিতেছে। কেহ ভয়ে স্তব করিতেছে, কেহ বা রোদন করিতেছে, কোন চতুরা বা সেই বিরহবিধুরাকে প্রবোধিত করিতেছে। ২৫। ২৬। ২৭ ॥

উত্তপ্ত কনকবর্ণা কোন গোপিকা অতি মনোহর স্নিগ্ধ শয্যা প্রস্তুত করিয়া দাহ দূরীভূত করিবার নিমিত্ত তদুপরি পদ্মপত্র স্থাপন করিতেছে। ২৮ ॥

উদ্ধব রাধিকাকে এইরূপ বিরহবিধুরা দেখিয়া পুনরায় ভীতচিত্তে অতি মধুর বচনে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, দেবি! তুমি যে, কি দেব, কি দেবী, কি সিদ্ধ, কি যোগী, সকলের শক্তিস্বরূপা এবং মূলপ্রকৃতি ঈশ্বরী, তাহা আমার অবিদিত নাই। আমি জানি তুমি শ্রীদাম শাপে ধরাতলে

শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি শুভবার্ত্তামভীপ্সিতাং
সুস্থিরং সখীভিঃ সার্দ্ধং হৃদয়স্নিগ্ধকারিণীং। ৩২ ॥
দুঃখদাবাগ্নিদগ্ধায়াঃ সুধাবর্ষণরূপিণীং।
বিরহব্যাধিযুক্তায়া রসায়নসমাং শুভাং। ৩৩ ॥
তত্র তিষ্ঠতি নন্দোঽয়মানন্দো মুদিতঃ সদা।
নিমন্ত্রিতশ্চ বসুনা কৃষ্ণোপনয়নাবধি। ৩৪ ॥
গৃহীত্বা স বলং কৃষ্ণং সাঙ্গে মঙ্গলকর্ম্মণি।
স নন্দঃ পরমানন্দো মুদায়াস্যতি গোকুলং। ৩৫ ॥
আগত্য কৃষ্ণো মুদিতঃ প্রণম্য মাতরং পুনঃ।
নক্তমায়াস্যতি মুদা পুণ্যং বৃন্দাবনং বনং। ৩৬ ॥
অচিরাদ্রক্ষ্যসি সতি শ্রীকৃষ্ণমুখপঙ্কজং।
সর্ব্বং বিরহদুঃখঞ্চ সংত্যক্ষ্যসি চ সাংপ্রতং। ৩৭ ॥

আগন করিয়াছ, নতুবা তুমি গোলোক বিহারিণী, তুমি কৃষ্ণের প্রাণেশ্বরী এবং নিয়ত কৃষ্ণের বক্ষঃস্থলে বাস করিয়া থাক। ২৯। ৩০। ৩১।

সম্প্রতি হে দেবি! যাহা শ্রবণ করিলে তোমার তাপিত হৃদয় সুশীতল হইবে, যে বচন তোমার দুঃখদাবানলের অমৃতধারাস্বরূপ, যাহা তোমার বিরহব্যাধির পক্ষে রসায়ন স্বরূপ, আমি সেই মনোহর বাক্য বিন্যাস করিতেছি, সুস্থির হইয়া সখীগণের সহিত শ্রবণ কর। ৩২। ৩৩ ॥

নন্দ কৃষ্ণের উপনয়ন উপলক্ষে বসুদেব কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া যে পর্য্যন্ত মথুরায় গমন করিয়াছেন, তদবধি তথায় সানন্দমনে পরমসুখে অবস্থান করিতেছেন। ৩৪।

মঙ্গলকর্ম্ম পরিসমাপ্ত হইলে তিনি কৃষ্ণ ও বলদেবকে সমভিব্যাহারে পরমানন্দে পুনরায় গোকুলে আগমন করিবেন। ৩৫।

আগমন করিয়া অগ্রে মাতা যশোদাকে প্রণাম করিয়া তৎপরে রজনীযোগে সানন্দ মনে বৃন্দাবনে আগমন করিবেন। ৩৬ ॥

সুস্থিরা ভব মাতস্ত্বং ত্যজ শোকং সুদারুণং।
বহ্নিশুদ্ধাংশুকং রম্যং পরিধায় প্রহর্ষিতা।
অমূল্যরত্ননির্ম্মাণভূষণগ্রহণং কুরু। ৩৮॥
গৃহাণ চন্দনং স্নিগ্ধং কস্তূরীকুঙ্কুমান্বিতং।
কুরুষ কেশসংস্কারং মালতীমাল্যভূষিতং। ৩৯॥
সুবেশং কুরু কল্যাণি গণ্ডে চ চিত্রপত্রকং। ৪০॥
সিন্দূরবিন্দুং সীমন্তে কস্তূরীচন্দনান্বিতং।
অলকাক্তঞ্চ চরণং যুক্তং যাবকভূষণৈঃ। ৪১॥
কুরুষোত্তিষ্ঠ উত্তিষ্ঠ রত্নসিংহাসনে বরে।
সপঙ্কপঙ্কজং তল্পং ত্যজ সার্দ্ধং শুচা সতি। ৪২॥
ভুংক্ষ্ব কৃষ্ণেন মনসা বিশুদ্ধং মধুরং মধু।
সংস্কৃতং বাসিতং তোয়ং তাম্বূলঞ্চ সুবাসিতং। ৪৩॥

দেবি! কৃষ্ণের মুখপঙ্কজ দর্শন করিবার আর বিলম্ব নাই। সত্বরই তোমার বিরহ দুঃখের অবসান হইবে। মাতঃ! তুমি সুস্থির হও, নিদারুণ শোক পরিত্যাগ কর। হৃষ্টান্তঃকরণে অগ্নির ন্যায় উজ্জ্বল বর্ণ উৎকৃষ্ট বসন এবং অমূল্য রত্ননির্ম্মিত উৎকৃষ্ট ভূষণ পরিধান কর। ৩৭। ৩৮॥

অঙ্গে সুশীতল চন্দন, কস্তূরী ও কুঙ্কুম বিলেপন কর, কেশসংস্কারে প্রবৃত্ত হও, মালতীমাল্যে কবরী বিভূষিত কর। ৩৯॥

দেবি! বেশ বিন্যাসে যত্নবতী হও। গণ্ডদেশে অলকাবলি অঙ্কিত কর। সীমন্তে সিন্দুর, কস্তূরী ও চন্দন প্রদত্ত হউক। ৪০॥

চরণদ্বয় অলক্তকে রঞ্জিত কর। আর বিরহশয্যায় প্রয়োজন নাই, গাত্রোত্থান করিয়া রত্নসিংহাসনে শয়ন কর, শোকের সঙ্গে সঙ্গেই সপঙ্ক পঙ্কজশয্যা পরিত্যক্ত হউক। ৪১। ৪২॥

কৃষ্ণের সহিত মানসে অতি মধুর বিশুদ্ধ মধু, সংস্কৃত সুবাসিত জল ও সুবাসিত তাম্বূল ভোগ কর। ৪৩॥

রত্নেন্দ্রসারনির্ম্মাণপর্য্যঙ্কে সুমনোহরে।
বহ্নিশুদ্ধাংশুকাক্তে চ মালতীমাল্য ভূষিতে। ৪৪ ॥
সুগন্ধিযুক্তে কস্তুরীজাতিচম্পক চন্দনৈঃ।
পরিতো মালতীমাল্যহীরাহারবিভূষিতে। ৪৫ ॥
মণীন্দ্রমুক্তামাণিক্যসুন্দরৈশ্চপরিষ্কৃতে।
সুপুষ্পমাল্যোপাধানে মঙ্গলার্হে মুদান্বিতা। ৪৬ ॥
শয়নং কুরু দেবেশি গোপীভিঃ সেবিতা সদা।
করোতু সেবনং শশ্বৎ প্রিয়ালী শ্বেতচামরৈঃ। ৪৭ ॥
পদারবিন্দসেবাঞ্চ গোপী ভক্ত্যা মনোহরা।
সদ্রত্নসারনির্ম্মাণদর্পণং পশ্য নির্ম্মলং। ৪৮ ॥
ইত্যেব মুক্ত্বা স মুনে পুরস্তুষ্ঠীং বভূব হ।
প্রণম্য পাদপদ্মং তং ব্রহ্মাদিসুরবন্দিতং। ৪৯ ॥

দেবি! যে পর্য্যঙ্ক উৎকৃষ্ট রত্নে বিনির্ম্মিত হইয়াছে, যাহা দেখিতে অতি মনোহর, যাহাতে অগ্নির ন্যায় উজ্জ্বলবর্ণ আস্তরণ আস্তৃত রহিয়াছে মালতীমাল্যদামে যাহা বিভূষিত রহিয়াছে, যাহাতে সুগন্ধ গন্ধদ্রব্য, কস্তুরী,জাতি, চম্পকপুষ্প ও চন্দন বিন্যস্ত রহিয়াছে, যাহার চতুর্দ্দিক মালতীমাল্য ও হীরাহারে বিভূষিত রহিয়াছে, উৎকৃষ্ট মণি, মাণিক্য ও মুক্তা দ্বারা যাহার উজ্জ্বলতা বিবর্দ্ধিত হইয়াছে, যাহাতে পুষ্পমাল্যযুক্ত উপাধান বিন্যস্ত রহিয়াছে, এক্ষণে তুমি পরমানন্দে সেই মঙ্গলময় পর্য্যঙ্কে শয়ন কর, গোপিকাগণ তোমার সেবাকার্য্যে নিযুক্ত হউক। তাঁহারা শ্বেতচামর বীজন ও অন্যান্য প্রকারে তোমার প্রিয়সাধন করুক। ৪৪। ৪৫। ৪৬। ৪৭ ॥

তোমার একান্ত প্রিয় গোপিকা, পাদপদ্ম সেবায় নিযুক্ত হউক, তুমি উৎকৃষ্ট রত্ননির্ম্মিত স্বচ্ছদর্পণে স্বীয় চন্দ্রানন দর্শন কর। ৪৮ ॥

দেবর্ষে! ক্ষত্রিয়পুঙ্গব উদ্ধব এই রূপ বলিবার পর সেই ব্রহ্মাদি

উদ্ধবস্য বচঃ শ্রুত্বা সস্মিতা রাধিকা সতী
যৌতুকঞ্চ দদৌ তস্মৈ রত্নসারাঙ্গুরীয়কং। ৫০॥
অমূল্যং সুন্দরং রম্যং বিশ্বকর্ম্মবিনির্ম্মিতং।
সুখদৃশ্যং পীতবর্ণং সুদীপ্তং সুপ্রদীপবৎ।
কৃষ্ণায় বহ্নিনা দত্তমপূর্ব্বং রাসমণ্ডলে। ৫১॥
মণিকুণ্ডলযুগ্মঞ্চৈবামূল্যরত্ননির্ম্মিতং।
অমূল্যরত্ন নির্ম্মাণং সর্ব্বং ভূষণমীপ্সিতং। ৫২॥
বহ্নিশুদ্ধাংশুকযুগং রত্ননির্ম্মাণ যানকং।
হীরাসারবিনির্ম্মাণ হারঞ্চ সুমনোহরং।
যৎ প্রদত্তং কুবেরেণ কৃষ্ণায় পরমাত্মনে। ৫৩॥
রত্নেন্দ্রসারনির্ম্মাণং ক্রীড়াপদ্মং মনোহরং।
পুরা দত্তঞ্চ যৎ প্রীত্যা কৃষ্ণায় বরুণেন চ। ৫৪॥
শ্রীসূর্য্যেণ চ যদ্দত্তং শ্রীকৃষ্ণায় স্যমন্তকং।
প্রদত্তং কৌস্তুভং তস্মৈ যদ্দত্তং হরিণা পুরা। ৫৫॥

দেবগণ বন্দিত রাধিকার চরণে প্রণিপাত করিয়া পুনরায় মৌনাবলম্বন করিলেন। ৪৯॥

তখন রাধিকা উদ্ধবের বচন শ্রবণ করিয়া হাস্য বদনে তাঁহাকে যৌতুকস্বরূপ এক উৎকৃষ্ট রত্ননির্ম্মিত অঙ্গুরী প্রদান করিলেন। ৫০॥

ঐ অঙ্গুরী বিশ্বকর্ম্মার বিনির্ম্মিত রমণীয়, সুখ দৃশ্য ও অমূল্যধন, উহার বর্ণ পীত, এবং দীপ্তিনিবাত দীপশিখার ন্যায় সমুজ্জ্বল, পূর্ব্বে অনলদেব রাসমণ্ডলে কৃষ্ণকে ঐ অঙ্গুরী, প্রদান করিয়াছিলেন। ৫১॥

তৎপরে ধনেশ্বর কুবের পরমাত্মরূপী কৃষ্ণকে যে মণিময় কুণ্ডল যুগল, রত্নসার নির্ম্মিত অন্যান্য অভিমত ভূষণ, অগ্নির ন্যায় উজ্জ্বলবর্ণ বস্ত্রযুগল উৎকৃষ্ট রত্নবিনির্ম্মিত যান, এবং হীরকময় মনোহর হার প্রদান করিয়াছিলেন, সেই সমস্ত উৎকৃষ্ট সামগ্রী তাঁহাকে প্রদান করিলেন। ৫২।৫৩॥

তৎপরে বরুণদেব প্রীত হইয়া উৎকৃষ্ট রত্ননির্ম্মিত যে মনোহর

যদ্দত্তঞ্চ মহেন্দ্রেণ রত্নসিংহাসনং বরং।
তৎ প্রদত্তং মুদা দেব্যা তস্মৈ প্রীত্যা চ রাধয়া। ৫৬॥
মণীন্দ্রসারনির্ম্মাণং ছত্রং রত্ন মনোহরং।
মুক্তামাণিক্যসারেণ হীরাহারেণ সংযুতং।
বিচিত্ররত্নপদ্মেন বিচিত্রং চারুণা সদা। ৫৭॥
শোভিতং পরিতশ্চান্যৈ রত্নুনির্ম্মাণ দর্পণৈঃ।
যদ্দত্তং ব্রহ্মণা প্রীত্যা হরয়ে রাসমণ্ডলে। ৫৮॥
সুপ্রীত্যা রাধয়া তত্র প্রদত্তমুদ্ধবায় চ।
জপমাল্যং সংস্কৃতঞ্চ যদ্দত্তং শম্ভুনা পুরা। ৫৯॥
তদেবদত্তং তস্মৈচাপ্যমূল্যং পুণ্যদং শুভং।
জন্মমৃত্যুজরাব্যাধি হরঞ্চাতিমনোহরং। ৬০॥
চন্দ্রকান্তমণিং রম্যং চন্দ্রদত্তং পরিষ্কৃতং।
চন্দ্রাবলী দদৌ তস্মৈ সুদীপ্তং পূর্ণচন্দ্রবৎ। ৬১॥

ক্রীড়াপদ্ম প্রদান করিয়াছিলেন, সেই ক্রীড়াপদ্ম; সূর্য্যদেব যে স্যমন্তকমণি প্রদান করিয়াছিলেন, সেই স্যমন্তকমণি; শ্রীহরি যে কৌস্তুভ প্রদান করিয়াছিলেন, সেই কৌস্তুভ এবং দেবরাজ ইন্দ্র যে রত্নসিংহাসন প্রদান করিয়াছিলেন সেই সিংহাসন, তাঁহাকে প্রদান করিলেন। ৫৪।৫৫।৫৬॥

তৎপরে মণিময় মনোহর ছত্ররত্ন, যাহাতে মণি, মুক্তা, মাণিক্য ও হীরাহার সংযোজিত ছিল, যাহার মধ্যভাগ বিচিত্র মনোহর রত্নপদ্মে চিত্রিত, যাহার চতুর্দ্দিকে রত্ননির্ম্মিত দর্পণ সকল শোভমান এবং যে ছত্ররত্ন ব্রহ্মা প্রীত হইয়া রাসমণ্ডলে কৃষ্ণকে প্রদান করিয়াছিলেন, সেই ছত্ররত্ন তাঁহাকে প্রদান করিলেন। ৫৭। ৫৮॥

তৎপরে ভগবান্ ভূতভাবন শম্ভু পূর্ব্বে যে সুসংস্কৃত পুণ্যপ্রদ মনোহর জপমাল্য প্রদান করিয়াছিলেন, সেই জন্ম, মৃত্যু, জরা ও ব্যাধিবিনাশন অমূল্য জপমাল্য তাঁহাকে প্রদান করিলেন। ৫৯। ৬০॥

অনন্তর চন্দ্রাবলী, ইতিপূর্ব্বে নিশানাথ কৃষ্ণকে যে পরিষ্কৃত চন্দ্রকান্ত

বিশুদ্ধ মধুপূর্ণঞ্চ মধুপাত্রং যদক্ষয়ং।
ধর্ম্মেণ যৎ প্রদত্তঞ্চ তদ্দত্তং প্রিয়য়া হরে। ৬২ ॥
জলভোজনপাত্রঞ্চ শুদ্ধস্বর্ণ বিনির্ম্মিতং।
মিষ্টান্নং পরমান্নঞ্চ দদৌ সুস্বাদু পিষ্টকং। ৬৩ ॥
ভোজনং কারয়িত্বা চ কর্পূরাদি সুবাসিতং।
তাম্বূলঞ্চ দদৌ শীঘ্রং মাল্যং সুস্নিগ্ধচন্দনং। ৬৪ ॥
শুভাশিষঞ্চ প্রদদৌ বাঞ্ছিতং প্রবরং বরং।
জ্ঞানং কৃষ্ণেন দত্তঞ্চ গোলোকে রাসমণ্ডলে। ৬৫ ॥
পুরুষাণাং শতং যাবৎ নিশ্চলাং কমলাং দদৌ।
বিদ্যাং যশস্করীং শুদ্ধাং যশঃ কীর্ত্তিং সুনির্ম্মলাং। ৬৬ ॥
সর্ব্বসিদ্ধিং হরের্দ্দাস্যং হরিভক্তিঞ্চ নিশ্চলাং।
পার্ষদপ্রবরত্বঞ্চ পার্ষদেতি হরেরিতি। ৬৭ ॥

মণি প্রদান করিয়াছিলেন, সেই মনোহর পূর্ণচন্দ্র সমুজ্জ্বল চন্দ্রকান্তমণি উদ্ধবকে পারিতোষিক প্রদান করিলেন। ৬১ ॥

ইতি পূর্ব্বে ধর্ম্ম, বিশুদ্ধ মধুপূর্ণ যে অক্ষয় মধুপাত্র কৃষ্ণকে প্রদান করিয়াছিলেন, হরিপ্রিয়া তাহাই উদ্ধবকে যৌতুক দান করিলেন। ৬২ ॥

তৎপরে তাঁহাকে বিশুদ্ধ সুবর্ণ বিনির্ম্মিত পানপাত্র ও ভোজনপাত্রে করিয়া মিষ্টান্ন, পরমান্ন ও সুস্বাদু পিষ্টক প্রদান পূর্ব্বক কর্পূর সুবাসিত জল ও তাম্বূল প্রদান করিলেন, তৎপরে সুগন্ধ মালা ও চন্দন প্রদত্ত হইল। ৬৩। ৬৪ ॥

তিনি মহানন্দে শুভাশীর্ব্বাদ, অভিলষিত বর এবং ইতি পূর্ব্বে রাসমণ্ডলে কৃষ্ণ যে জ্ঞান প্রদান করিয়াছিলেন, সেই কৃষ্ণ দত্ত জ্ঞানলাভ করিলেন। ৬৫ ॥

অনন্তর শত কিঙ্কর, অচলা লক্ষ্মী, যশস্করী বিদ্যা সুনির্ম্মল বিশুদ্ধ কীর্ত্তি, সর্ব্বপ্রকার সিদ্ধি হরিদাস্য, হরিভক্তি এবং হরির শ্রেষ্ঠতম পারিষদপদ প্রাপ্ত হইলেন। ৬৬। ৬৭ ॥

বরং প্রসাদং দত্ত্বা চ সমুত্থায় মুদান্বিতা।
বহ্নিশুদ্ধাংশুকে ধৃত্বা চামূল্যরত্নভূষণং। ৬৮॥
হীরাহারং রত্নমালাং পরিধায় মনোহরাং।
সিন্দূরং কজ্জলং পুষ্পমাল্যং সুস্নিগ্ধচন্দনং। ৬৯॥
রত্নসিংহাসনে রম্যে সমুবাস চ সস্মিতা।
সেবিতা পরিতো হৃষ্টা সখীভিঃ শ্বেতচামরৈঃ। ৭০॥
নানাপ্রকারাভরণং রত্নং নানাবিধং মুনে।
গোপ্যশ্চ প্রদদুস্তস্মৈ শ্রুত্বা বাক্যং সুমঙ্গলং। ৭১॥
উবাচ মধুরং রম্যং রত্নসিংহাসনস্থিতা।
রত্নসিংহাসনস্থং তং পূজিতাপূজিতং মুদা। ৭২॥
বেষ্টিতা হর্ষনিরতা গোপীনাং শত কোটিভিঃ।
তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভা শতচন্দ্রসমপ্রভা। ৭৩॥

রাধিকোবাচ।

সত্যমায়াস্যতি হরিঃ সত্যং নিষ্কপটং বদ।

রাধা এইরূপে বর ও পারিতোষিক প্রদানের পর গাত্রোত্থান করিয়া মহানন্দে অগ্নির ন্যায় উজ্জলবর্ণ বস্ত্রযুগল অমূল্য হীরাহার, মনোহর রত্নমালা, সিন্দুর, কজ্জল, পুষ্পমালা ও সুশীতল চন্দন, ধারণ পূর্ব্বক হাস্যবদনে রত্নময় সিংহাসনে উপবেশন করিলেন। সখীগণ হৃষ্টান্তঃকরণে তাঁহার চতুর্দ্দিকে দণ্ডায়মান হইয়া চামর বীজন করিতে লাগিল। ৬৮। ৬৯। ৭০॥

অন্যান্য গোপীগণও এই শুভবার্ত্তা শ্রবণে হৃষ্টচিত্ত হইয়া উদ্ধবকে নানাবিধ অলঙ্কার অন্যান্য প্রকার রত্ন প্রদান করিলেন। ৭১॥

ঐ সময় রাধা যেমন স্বয়ং রত্নময় সিংহাসনে আসীন হইলেন, উদ্ধবকেও তদ্রূপ আসনে সমাসীন করিলেন। তপ্তকাঞ্চনবর্ণ, শত চন্দ্র সদৃশ প্রভাবতী শতকোটি গোপিকা হর্ষভরে তাঁহার চতুর্দ্দিক পরিবেষ্টন করিয়া দণ্ডায়মান হইল। ৭২। ৭৩॥

বদ তৎ স্বভয়ন্ত্যক্ত্বা সত্যং ব্রূহি সুসংসদি। ৭৪ ॥
বরং কূপশতাদ্বাপী বরং বাপী শতাৎ ক্রতুঃ।
বরং ক্রতুশতাৎ পুত্রঃ সত্যং পুত্রশতাৎ কিল। ৭৫ ॥
নহি সত্যাৎপরো ধর্ম্মো নানৃতাৎ পাতকং পরং।
নহি মাতুঃ পরোবন্ধু র্নগুরুর্ম্মন্ত্রদাৎ পরঃ। ৭৬ ॥

উদ্ধব উবাচ।

সত্যমায়াস্যতি হরিঃ সত্যং দ্রক্ষ্যসি সুন্দরি।
ধ্রুবং ত্যক্ষসি সন্তাপং দৃষ্ট্বা চন্দ্রমুখং হরেঃ। ৭৭ ॥
মদ্দর্শনান্মহাভাগে গতস্তে বিরহজ্বরঃ।
নানাভোগ সুখং ভুক্ত্বা ত্যজ চিন্তাং দুরত্যয়াং। ৭৮ ॥
অহং প্রস্থাপয়িষ্যামি গত্বা মধুপুরীং হরিং।
বিধায় তৎপ্রবোধঞ্চ কার্য্যমন্যৎ করিষ্যতি। ৭৯ ॥

তখন রাধিকা উদ্ধবকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎস! তুমি অকপটে বল দেখি, হরি কি পুনর্ব্বার আসিবেন? এ সভায় তোমার ভয়ের কারণ নাই, তুমি নির্ভয়ে সত্য করিয়া বল। যেমন শতকূপ হইতে বাপী, যেমন শত বাপী হইতে যজ্ঞ, যেমন শতযজ্ঞ হইতে এক পুত্র শ্রেষ্ঠ, তেমনি শত পুত্র অপেক্ষা সত্য শ্রেষ্ঠ পদার্থ। যেমন সত্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠধর্ম্ম আর কিছুই নাই, তেমনি মিথ্যা অপেক্ষা গুরুতর পাতকও আর কিছুই নাই। এ দিকে আবার মাতা অপেক্ষা পরম বন্ধু, এবং মন্ত্রদাতা গুরু অপেক্ষা পরম গুরু আর কেহই নাই। ৭৪। ৭৫। ৭৬ ॥

উদ্ধব কহিলেন, সুন্দরি! আমি সত্য বলিতেছি, হরি নিশ্চয় আগমন করিবেন, নিশ্চয়ই তুমি তাঁহার পূর্ণচন্দ্রানন সন্দর্শন করিয়া সমস্ত সন্তাপ বিদূরিত করিতে পারিবে। ৭৭ ॥

হে মহাভাগে! আমার দর্শনেই তোমার বিরহজ্বরের শান্তি হইয়াছে। আর নিরতিশয় চিন্তার প্রয়োজন নাই। এক্ষণে নানাবিধ সুখ সম্ভোগে প্রবৃত্ত হও। আমি মধুপুরী গমন করিয়াই তাঁহাকে প্রেরণ

বিদায়ং কুরু মে মাত র্যাস্যামি হরিমন্দিরং।
সর্ব্বং তং কথয়িষ্যামি ত্বদ্বৃত্তান্তং যথোচিতং। ৮০॥

শ্রীরাধিকোবাচ।

গমিষ্যসি যদা বৎস মথুরাং সুমনোহরাং।
মাং বিস্মৃতো ন ভবসি বিরহজ্বরকাতরাং। ৮১॥
শৃণু দুঃখকথাং কাঞ্চিত্তিষ্ঠ বৎস স্থিরোভব।
কথয়িষ্যসি মৎকান্তং ধ্রুবং প্রস্থাপয়িষ্যসি। ৮২॥
নারীণাং মনসোবার্ত্তাং কোবা জানাতি পণ্ডিতঃ।
কিঞ্চিৎ শাস্ত্রানুসারেণ প্রকরোতি নিরূপণং। ৮৩॥
বেদাবক্তুং ন শক্তাশ্চ শাস্ত্রাণি কিং বদন্তি হি।
কথয়িষ্যামি ত্বাং সর্ব্বং পুত্রক্ষ যদি বক্ষ্যসি। ৮৪॥

করিতেছি। তিনি তোমার প্রবোধন না করিয়া অন্য কার্য্য করিবেন না। ৭৮। ৭৯॥

মাতঃ! আমি হরি মন্দিরে গমন করিব, শীঘ্র আমাকে বিদায় দাও। আমি তথায় গমন করিয়া আদ্যোপান্ত তোমার বৃত্তান্ত বর্ণন করিব। ৮০॥

রাধিকা কহিলেন, বৎস! যদি একান্তই মনোহর মথুরায় গমন করিবে, তাহা হইলে যেন আমার কথা বিস্মৃত হইও না। আমি বিরহ-জ্বরে একান্ত বিধুরা হইয়াছি। যাহা হউক আমার কিছু বক্তব্য আছে, বলিতেছি, সুস্থির চিত্তে শ্রবণ কর, তুমি তথায় গিয়া আমার এই হৃদয়-বিদারক কথা গুলি তাঁহাকে বলিবে এবং সত্বর তাঁহাকে পাঠাইয়া দিবে। ৮১। ৮২॥

তাঁহাকে বলিবে যে, কোন পণ্ডিত ব্যক্তিই রমণীগণের মনোগত বৃত্তান্ত ভেদ করিতে পারেন না। শাস্ত্রানুসারে যৎকিঞ্চিৎ নিরূপণ করেন মাত্র। ৮৩।

চারি বেদই যখন যোষাকুলের মনোবেদনার মর্ম্ম ভেদ করিতে পারে না, তখন তৎপ্রভব অন্যান্য শাস্ত্রে তাহার কি বলিবে? যাহা হউক,

গেহে বনে ন ভেদো মে পশ্বাদিষু তথা নৃষু।
কিম্বা জলং স্থলং কিম্বা স্বপ্নজ্ঞানং দিবানিশং। ৮৫ ॥
আত্মানঞ্চ ন জানামি চোদয়ং চন্দ্র সূর্য্যয়োঃ।
ক্ষণং প্রাপ্য হরের্ব্বার্ত্তাং চেতনা মে বভূব হ। ৮৬ ॥
কৃষ্ণাকৃতিঞ্চ পশ্যামি শৃণোতি মুরলিধ্বনিং।
কুললজ্জাভয়ং ত্যক্ত্বা চিন্তয়ামি হরেঃ পদং। ৮৭ ॥
ন জ্ঞাতং মায়য়া তস্য জ্ঞাতোগোপপতির্ম্মম।
ধ্যায়ন্তে যৎপদাম্ভোজং বেদা ব্রহ্মাদয়ঃ সুরাঃ। ৮৮ ॥
স ভৎসিতো ময়া কোপাৎ হৃদিসম্যগিদং মম।
তৎপদাম্ভোজমেবাভিগুণপ্রস্তাবতোহপিবা। ৮৯ ॥

সংপ্রতি যদি তুমি গিয়া কিছু নিবেদন কর তাহা হইলে তোমার নিকট যৎকিঞ্চিৎ বলিয়া দিই। ৮৪ ॥

বৎস! আমার পক্ষে কি গৃহ, কি বন, কি পশু, কি মনুষ্য, কি জল, কি স্থল সবই সমান বোধ হইয়াছে। আমি অহর্নিশি কেবল স্বপ্ন দর্শন করিতেছি। আমার আত্মজ্ঞান অন্তর্হিত হইয়াছে। চন্দ্র সূর্য্য কখন যে উদিত হইতেছেন, আর কখন যে অস্ত যাইতেছেন, কিছুই জানি না। কেবল কৃষ্ণের বার্ত্তা পাইয়া ক্ষণমাত্র আমার দেহে চেতনা সঞ্চার হইয়াছে মাত্র। ৮৫। ৮৬॥

নতুবা আমি অনবরতই কৃষ্ণাকৃতি দর্শন এবং কৃষ্ণের মুরলীধ্বনি শ্রবণ করিতেছি। আমি লজ্জা ও কুলে জলাঞ্জলি দিয়া অহোরাত্র কেবল শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম ধ্যান করিতেছি। ৮৭॥

তাঁহার মায়ায়, আমি কোন বিষয়ে কিছুমাত্র জানি না; কেবল এই মাত্র জানি, যে, তিনি আমার গোপভর্ত্তা। ৮৮ ॥

এখন সর্ব্বদাই আমার মনে হইতেছে, আমি কি করিলাম! চারিবেদ ব্রহ্মাদি দেবগণ, যাঁহার পাদপদ্ম ধ্যান করেন, আমি সেই সুরসেবিত কৃষ্ণকে রোষবশে ভৎসনা করিলাম। ৮৯ ॥

তদ্ভক্ত্যা যঃ ক্ষণোনীতো ধ্যানেন পূজয়াথবা।
তত্রাপি মঙ্গলং সর্ব্বং হর্ষমায়ুর্ব্ব্যবস্থিতং। ৯০ ॥
বিঘ্নঞ্চ হৃদি সন্তাপস্তদ্বিচ্ছেদ মদোদ্ধব।
ক্রীড়াপ্রীতি র্নভবিতা তাদৃশী বা পুনর্ম্মম। ৯১ ॥
তাদৃশ্যা প্রেম সৌভাগ্যং নির্জ্জনে নব সঙ্গমঃ।
বৃন্দাবনং ন যাস্যামি তৎ সঙ্গে পুনরুদ্ধব। ৯২।
চন্দনং বা ন দাস্যামি নন্দনন্দন বক্ষসি।
মালাং তস্মৈ ন দাস্যামি ন দ্রক্ষ্যামি মুখাম্বুজং। ৯৩।
মালতীনাং কেতকীনাং চম্পকানাঞ্চ কাননং।
পুনরেব ন যাস্যামি সুন্দরং রাসমণ্ডলং। ৯৪ ॥
হরিসঙ্গে ন যাস্যামি রম্যং চন্দনকাননং।
মাধবীনাং বনং রম্যং রহস্যং মধুকাননং। ৯৫ ॥

যে ব্যক্তি তাঁহার পাদপদ্ম ধ্যান করেন, যে ব্যক্তি, তাঁহার প্রতি ভক্তি, পূজা ও তাঁহার গুণ কীর্ত্তনে ক্ষণকাল যাপন করেন, তাঁহার তথায় সর্ব্বপ্রকার মঙ্গল হর্ষ ও দীর্ঘায়ু বিরাজমান থাকে। আর যেস্থানে তাঁহার নামমাত্র উল্লিখিত না হয়, সেই স্থানেই সর্ব্ব প্রকার বিঘ্ন এবং সর্ব্ব প্রকার মনস্তাপ উপস্থিত হয়। ৯০। ৯১।

আর আমার সেরূপ ক্রীড়াপ্রীতি হইবে না, আর সে প্রেম, আর সে সৌভাগ্য আর সে নির্জ্জনে নব নব ভোগ সম্ভোগ করিতে পাইব না। ৯২॥

উদ্ধব আর আমার তাঁহার সঙ্গে বৃন্দাবনে যাওয়া হইবে না, আর আমি নন্দনন্দনের বক্ষস্থলে চন্দন বিলেপন করিতে পাইব না, আর আমি তাঁহার গলদেশে মাল্য প্রদান করিতে পারিব না; আর আমার নয়-নদ্বয় তাঁহার বদন পঙ্কজ দর্শনে চরিতার্থ হইবে না। ৯৩॥

আর আমার মালতী, কেতকী ও চম্পকবনে, বা রমণীয় রাসমণ্ডলে যাওয়া ঘটিবে না। ৯৪॥

পুন র্ন বিহরিষ্যামি নির্জ্জনে যমুনা জলে।
কৃষ্ণেন সার্দ্ধং সখীভিরথ ক্রীড়াসরোবরে। ৯৬ ॥
পুনরেব ন যাস্যামি মলয়ং রত্নমন্দিরং।
শ্রীখণ্ডকাননং রম্যং স্বচ্ছং চন্দ্রসরোবরং। ৯৭ ॥
বিস্যন্দনং সুবদনং নন্দকং পুষ্পভদ্রকং।
ভদ্রকং হরিণা সার্দ্ধং ন যাস্যামি পুনঃ পুনঃ। ৯৮ ॥
গতাহো মাধবী রাত্রি ক্ক মধুঃ ক্কাপি মাধবঃ।
ইত্যেবমুক্ত্বা সা রাধা ধ্যাত্বা কৃষ্ণ পদাম্বুজং।
পুনর্ম্মূর্চ্ছাঞ্চ সংপ্রাপ রুদিত্বা চ শুচান্বিতা। ৯৯ ॥
ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ সম্বাদে শ্রীকৃষ্ণ জন্মখণ্ডে রাধোদ্ধব সম্বাদে ত্রিনবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

বোধ হয়, এই পর্য্যন্তই তাঁহার সঙ্গে চন্দন কানন, রমণীয় মাধবীবন ও নির্জ্জন মধুকাননে পরিভ্রমণ শেষ হইল ৯৫।

আর আমি তাঁহার সহিত নির্জ্জন যমুনাজলে এবং সখীগণের সহিত ক্রীড়া সরোবরে বিহার করিতে পাইব না। ৯৬।

তাঁহার সহিত মলয় পর্ব্বত, রত্নমন্দির, রমণীয় শ্রীখণ্ডকানন, স্বচ্ছ চন্দ্র সরোবর, বিসান্দন, সুবদন, নন্দক, পুষ্পভদ্রক ও ভদ্রকে গমন বোধ হয়, এই পর্য্যন্তই সমাপ্ত হইল। ৯৭। ৯৮।

আর কোথায় বা সে মধুমাসের রাত্রি! আর কোথায় বা সে মধুমাস! আর কোথায় বা সে মাধব! এই কথা বলিয়াই সেই রাধা শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম চিন্তা করিতে করিতে রোদন করিয়া উঠিলেন এবং শোকবিহ্বলা হইয়া পুনরায় সংজ্ঞা শূন্য হইয়া পড়িলেন। ৯৯।

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ সম্বাদে শ্রীকৃষ্ণ জন্মখণ্ডে রাধা উদ্ধব সম্বাদে ত্রিনবতিতম অধ্যায় সম্পূর্ণ।

চতুর্নবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

নারায়ণ উবাচ।

উদ্ধবো বিস্ময়ং প্রাপ্য ভয়ঞ্চ বিপুলং মুনে।
চেতনং কারয়ামাস তামুবাচ মৃতামিব। ১॥
তদ্ভক্তিং সমভিজ্ঞায় স্বাত্মানং ভক্তসংখ্যকং।
তুচ্ছং মেনে জগৎ সর্ব্বং দৃষ্ট্বা ভাগ্যবতীং সতীং। ২॥

উদ্ধব উবাচ।

চেতনাং কুরু কল্যাণি জগন্মাত র্নমোঽস্তুতে।
ত্বমেব প্রাক্তনং সর্ব্বং কৃষ্ণং দ্রক্ষ্যসি সাংপ্রতং। ৩॥
ত্বত্তো বিশ্বং পবিত্রঞ্চ ত্বৎপাদরজসা মহী।
সুপবিত্রা সদুদারা পুণ্যবত্যশ্চ গোপিকাঃ। ৪॥
লোকাস্ত্বামেবগাস্যন্তি সঙ্গীতৈর্মঙ্গলান্বিতৈঃ।

নারায়ণ কহিলেন, দেবঋষে! উদ্ধব তদ্দর্শনে ভীত ও বিস্মিত হইয়া মৃতবৎ নিপতিতা সেই রাধিকার চেতনা সম্পাদন পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন। ১॥

কিন্তু স্বয়ং একজন যেরূপ ভক্ত সাধ্বী ভাগ্যবতী রাধিকাকে ততোধিক কৃষ্ণভক্ত জানিতে পারিয়া জগৎ তৃণতুল্য বোধ করিলেন। ২॥

তখন উদ্ধব রাধিকাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, জগন্মাতঃ! কল্যাণি! তোমার চরণে নমস্কার, সংপ্রতি তুমি সংজ্ঞা লাভ কর। জগৎ স্বকর্ম্ম ফল সম্ভোগ করিয়া থাকে। তুমি এক্ষণে কৃষ্ণের সন্দর্শনলাভে সমর্থ হইবে। ৩॥

তোমা হইতে বিশ্ব সংসার পূত হইয়াছে, তোমার চরণধূলিতেই পৃথিবী পবিত্রা এবং তোমা হইতেই গোপিকাগণ উদার প্রকৃতি ও পুণ্যবতী হইয়াছে। ৪॥

ত্বৎসুকীর্ত্তিঞ্চ বেদাশ্চ সনকশ্চাপি সন্ততং। ৫ ॥
কৃতপাপহরাং রম্যাং তীর্থপূতাঞ্চ নির্ম্মলাং।
হরিভক্তিপ্রদাং ভদ্রাং সর্ব্ববিঘ্নবিনাশিনীং। ৬ ॥
ত্বমেব রাধা ত্বং কৃষ্ণ ত্বং কৃতা প্রকৃতেঃ পরা।
রাধামাধবয়োর্ভেদো ন পুরাণে শ্রুতৌ তথা। ৭ ॥
রাধিকাং মুর্চ্ছিতাং দৃষ্ট্বা পশ্চাৎ কৃত্বা তমুদ্ধবং।
উবাচ মাধবী গোপী রাধায়াঃ পুরতঃ স্থিতা। ৮ ॥

মাধব্যুবাচ।

কিংবা স্মরসি কৃষ্ণস্য রূপং বা বেশমুত্তমং।
কিং সুখং কিং ভবং কিম্বা গৌরবম্বাপ্যনুত্তমং। ৯ ॥
কিম্বা তৎ বীর্য্যমৈশ্বর্য্যং শৌর্য্যম্বা দুরতিক্রমং।
কিম্বা সিদ্ধং প্রসিদ্ধম্বা কিম্বা তস্য গুণোত্তমং। ১০ ॥
কুতো বা কুত আয়াতঃ পুনরেব কুতো গতঃ।
বালকো গোপবেশশ্চ নহি রাজাত্মজঃ পুমান্। ১১ ॥

সমস্ত লোক একবাক্য হইয়া মঙ্গলময় সঙ্গীত দ্বারা তোমার গুণ গাথা গান করিবে। তোমার যে কীর্ত্তি গান করিলে, সমস্ত পাপ বিদূরিত হয়, যাহা দ্বারা তীর্থস্নান হইতেও পবিত্রতা সাধন করে, যাহা দ্বারা হরিভক্তির আবির্ভাব হয়, যাহা দ্বারা সমুদায় বিঘ্ন বিনাশিত হইয়া থাকে, সেই সুনির্ম্মল তোমার শুভকরী কীর্ত্তি চারিবেদ ও মহর্ষি সনক সতত গান করিবেন। ৫। ৬ ॥

তুমি রাধা, তুমিই কৃষ্ণ এবং তুমি প্রকৃতি হইতে পরাৎপরা। কি পুরাণ, কি বেদ, কিছুতেই রাধা মাধবের বিভিন্নতা নাই। ৭ ॥

এদিকে মাধবী নাম্নী গোপিকা রাধিকাকে মূর্চ্ছিত দেখিয়া উদ্ধবকে পশ্চাৎ করতঃ তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া কহিলেন, সখি! আর কৃষ্ণের সেই রূপ, সেই মনোহর বেশ, সেই সুখ, সেই প্রস্তাব, সেই

ত্বং কিং স্মরসি কল্যাণি গোপালং নন্দনন্দনং।
আত্মানং রক্ষ যত্নেন কঃ প্রিয়ঃ স্বাত্মনঃ পরঃ। ১২ ॥

মালত্যুবাচ।

ধিক্ ত্বাং রাধেতি নির্লজ্জাং তবৈব জীবনং বৃথা।
জগতো যুবতীনাঞ্চ করোষি স্বযশঃ ক্ষয়ং। ১৩ ॥
যত্নেন চক্ষুষোর্লোহং সখি সম্বরণং কুরু।
অন্তরে পতিভাবঞ্চ সংগোপ্য ভাবনং কুরু। ১৪ ॥
নহি জাতিশ্চ শত্রুণাং মিত্রাণাঞ্চ সুরেশ্বরি।
শত্রুঃ কার্য্যবশেনৈব মিত্রঞ্চ কর্ম্মণা ভবেৎ।
স্বকার্য্যমুদ্ধরেৎ প্রাজ্ঞঃ কার্য্য ধ্বংসেন মূর্খতা। ১৫ ॥

গৌরব, সেই বীর্য্য, সেই ঐশ্বর্য্য, সেই অনতিক্রমণীয় শৌর্য, সেই প্রসিদ্ধ বা অপ্রসিদ্ধ গুণগ্রাম স্মরণের প্রয়োজন কি? নাই! ভাবিয়া দেখ দেখি, তিনি কোন্ স্থান হইতে কোন্ স্থানে আসিয়াছিলেন, আবার কোন্ স্থানে গমন করিলেন? তিনি ত রাজপুত্র নহেন, তিনি একজন গোপবেশধারী বালক, তবে তুমি কেন বৃথা সেই নন্দনন্দন সামান্য একজন গোপালকের নিমিত্ত ব্যাকুল হইতেছ? অতীব যত্ন সহকারে আত্মরক্ষা কর। আত্মার অপেক্ষা প্রিয়পদার্থ আর কি আছে? ।৮।৯।১০।১১।১২ ॥

মালতী কহিলেন, রাধে! তুমি অতি নির্লজ্জ নির্লজ্জের জীবন বিড়ম্বনা মাত্র। তোমা হইতেই যুবতীকুলে কলঙ্ক আরোপিত হইল। অতএব তোমায় ধিক। ১৩ ॥

তুমি এক্ষণে যত্ন পূর্ব্বক নয়নজল সম্বরণ কর। আর হৃদয়ে পতিভাবের ভাবনার প্রয়োজন নাই। ১৪ ॥

শত্রু বা মিত্রগণের নিকট জাতি বিচার থাকে না। শত্রুতা এবং মিত্রতা কার্য্য বশেই সমুদ্ভূত হইয়া থাকে। তবে জগতে যাহারা বুদ্ধিমান তাহারা প্রকারান্তরে স্বকার্য্যসাধন করিয়া থাকে, কারণ কার্য্য নাশ হইলেই মূর্খতা। ১৫ ॥

কঃ কস্য বল্লভো রাধে কঃ কস্যাপ্রিয় এব বা।
কার্য্যঞ্চ সময়ং জ্ঞাত্বা সন্তঃ কুর্ব্বন্তি সন্ততং। ১৬॥
শত্রুর্দ্ধনাপহা নৃণাং প্রাণহর্ত্তা ততঃ পরঃ।
কটুবক্তা দুঃখদাতা শত্রূণাং লক্ষণং শৃণু। ১৭॥
স্বকুলাত্ত্বাং বহিষ্কৃত্য বিসৃজ্যশোকসাগরে।
গৃহীত্বা চেতনাং প্রাণান্ নিষ্ঠুরো দারুণোগতঃ। ১৮॥
ত্বং কিং স্মরসি হে মূঢ়ে ত্যজ শোকং সুদারুণং।
আত্মানং রক্ষ যত্নেন কঃ প্রিয়ঃ স্বাত্মনঃ পরঃ। ১৯॥

পদ্মাবত্যুবাচ।

ভবত্যা কথিতং সর্ব্বং যমুনাজলসন্নিধৌ।
অরসস্যরতীভূতং নারীণাং ন সুখং প্রিয়ে। ২০॥
বিদ্যুচ্ছটা জলে রেখা খলানাং প্রীতিরেব চ।

এ জগতে কেহ কাহার প্রিয় বা কেহ কাহার অপ্রিয় নাই। সাধু ব্যক্তিরা কেবল নিয়ম সংস্থাপন দ্বারা নিয়ত কার্য্যসাধন করিয়া থাকে। ১৬॥

শত্রুগণ লোকের ধন, প্রাণ সমস্ত হরণ করে। কটুবাক্য প্রয়োগে বা দুঃখ সাগরে বিক্ষেপ করিতে কাতর হয় না। ইহাই শত্রুতার প্রধান লক্ষণ। ১৭॥

সখি! দেখ দেখি, সেই নির্দ্দয় তোমায় কুলকলঙ্কিনী করিয়া বহিষ্কৃত করিল, তৎপরে তোমাকে শোকসাগরে নিক্ষেপ পূর্ব্বক একেবারে চেতনা ও প্রাণ হরণ করিয়া পলায়ন করিল?। ১৮॥

আবার তুমি তাহারই চিন্তায় নিমগ্ন? অয়ি মূঢ়ে! শোক পরিত্যাগ কর। যত্ন সহকারে আত্মরক্ষা কর। আত্মা অপেক্ষা প্রিয়পদার্থ আর কি আছে?। ১৯॥

পদ্মাবতী কহিলেন, কেন সখি! তুমি ত সে দিন যমুনা কূলে গিয়া স্বয়ং বলিলে যে, অরসিকের নিকট নারীগণের কিছুমাত্র সুখ নাই। ২০॥

ন নীতি নীতিশাস্ত্রেষু স্ববিশ্বাসঃ খলেষু চ। ২১ ॥
যদা ত্বং যমুনাকূলে মুখং বীক্ষ্য হরেরহো।
সস্মিতং সকটাক্ষঞ্চ পুনঃ কৃত্বাস্যগোপনং।। ২২ ॥
পুনঃ পুনস্ত্বং সংবীক্ষ্য ত্বয়া ত্যক্তঞ্চ চেতনং।
গৃহকার্য্যং গুরুভয়ং সখীনাং বচনং শুভং। ২৩ ॥
সন্ততং ধ্যায়সে কৃষ্ণং নাহারং জীবনং তথা।
ক কৃষ্ণো মথুরায়াঞ্চ কাপি ত্বং কদলীবনে। ২৪ ॥
সদ্যো যদি ত্যজেৎ প্রাণান্ নাবির্ভবতি সোঽধুনা।
কালে দ্রক্ষ্যসি স্বাত্মানং যদি রক্ষসি সুন্দরি। ২৫ ॥

চন্দ্রমুখ্যুবাচ।

প্রাক্তনেন শুভং সর্ব্বং সুখঞ্চ বিভবশ্চিরং।
দুঃখং শোকং প্রাক্তনেন বিপৎ সম্পচ্চ সাংপ্রতং। ২৬ ॥

ক্ষণপ্রভার প্রভা, জলের রেখা, আর খলের প্রীতি, কতক্ষণ থাকে? খলের প্রতি বিশ্বাস, নীতিশাস্ত্রের নিয়ম নহে। ২১ ॥

যখন তুমি যমুনাকূলে শ্রীহরির সেই সস্মিত, সেই সকটাক্ষ মুখপদ্ম একবার বিলোকন, আবার স্বীয় মুখ গোপন কর; বারম্বার যাঁহার মুখাবলোকন, করিয়া একেবারে অচৈতন্য হও, গৃহকার্য্যে গুরুগঞ্জনায়, সখীগণের উপদেশ বাক্যে জলাঞ্জলি দিয়া, আহার নিদ্রা বর্জ্জিত হইয়া, জীবনের আশা পরিত্যাগ করিয়া অনুক্ষণ যাঁহার চিন্তায় নিমগ্ন থাক, এখন বল দেখি, তোমার সেই কৃষ্ণ কোথায় এবং তুমিই বা কোথায়? । ২২ । ২৩ । ২৪ ॥

তুমি যদি এই মুহূর্ত্তে তাঁহার জন্য প্রাণত্যাগ কর, তথাপি তিনি এখন এস্থলে আগমন করিবেন না, তবে যদি তুমি আত্মরক্ষা কর, তাহা হইলে এক সময় তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পাইবে। ২৫ ॥

চন্দ্রমুখী কহিলেন, সুখ দুঃখ শুভাশুভ সম্পদ্ বিপদ্, সমস্তই প্রাক্-

ভারতে পুণ্যভুম্যৌচ সর্ব্বেষামীপ্সিতে বরে।
লেভে পতিং হরিপরং তপসা প্রকৃতেঃ পরং। ২৭ ॥
তথাপি প্রদহেদ্গাত্রং কামবাণেন সাংপ্রতং।
অস্যাঃ শত্রুঃ কথং চন্দ্রো মধুর্ব্বামধুমাধবৌ। ২৮।
শঙ্করেণ প্রদগ্ধোহভূৎ পুনরেব স মন্মথঃ।
চন্দ্রং গ্রসতি রাহুশ্চ পুনশ্চোদ্বমনং তথা। ২৯ ॥
মধুশ্চ মিত্রশোকেন প্রাণাং স্ত্যক্ত্বা যযৌ যমং।
সুধাসিন্ধুশ্চ ইন্দুর্যোবিষসিন্ধুশ্চ মাং প্রতি। ৩০ ॥
সুবেশশ্চজ্বলদ্বহ্নিশ্চন্দনং তদ্ঘৃতাহুতিঃ।
সন্ততং প্রদহেদ্গাত্রং সুগন্ধিশ্চ সমীরণঃ। ৩১ ॥
ত্যক্তাহারা মম সখী পশ্য শ্বসিতি জীবতি।
প্রশংসাং কুরু কৃষ্ণস্য মূঢ়ে ন কুরু নিন্দনং। ৩২ ॥

নের ফল। এই পুণ্যভূমি ভারতে কৃষ্ণ সকলের বাঞ্ছিত এবং সর্ব্ব প্রধান। আমাদিগের প্রিয়সখী রাধা অনেক তপস্যা করিয়া পরাৎপর পরম পুরুষ হরিকে পতিলাভ করিয়াছেন। ২৬। ২৭ ॥

তথাপি দেখ, মন্মথশরে উহাঁর কলেবর দগ্ধ হইতেছে, হিমকর ও বসন্তদেব উহাঁর শত্রু হইয়াছেন। মন্মথ একবার হরকোপানলে দগ্ধ হইয়াছেন, তথাপি সেই অনঙ্গদেব শত্রুতা করিতেছেন। রাহু চন্দ্রকে গ্রাস করিয়া আবার উদ্গার করিয়াছেন, মধু, মিত্রশোক প্রাণত্যাগ করিয়া যমালয়ে গিয়াছেন, তথাপি দেখ, যে ইন্দু সুধাসিন্ধু, তিনি, এখন আমাদিগের পক্ষে বিষসিন্ধু হইয়াছেন, বেশ ভূষা যেন জ্বলন্ত অনল বলিয়া বোধ হইতেছে; চন্দন যেন এক্ষণে হুতাশন দত্ত আহুতি বলিয়া বোধ হইতেছে। সুগন্ধ সমীরণ যেন সর্ব্বাঙ্গ দাহন করিতেছে।২৮।২৯।৩০।৩১॥

দেখ, প্রিয়সখী আমার আহার নিদ্রা বর্জ্জিত হইয়া কেবল শ্বাস প্রশ্বাসমাত্রে জীবন ধারণ করিতেছে। অতএব মূঢ়ে! এক্ষণে কৃষ্ণের

তন্নাম স্মৃতিমাত্রেণ তদ্গুণশ্রবণেন চ।
তদ্বর্ত্তেয়া চ শুভয়া সহসা চেতনা ভবেৎ। ৩৩॥

শশিকলোবাচ।

ত্বং কিং মাধবি জানাসি কৃষ্ণমাত্মানমীশ্বরং।
যন্নুং ব্রহ্মাদয়ো দেবা বেদাশ্চত্বার এবচ। ৩৪॥
ধ্যায়ন্তি সন্ততং সন্তঃ পাদপদ্মং সুরেপ্সিতং।
পদ্মা সরস্বতী দুর্গা সোঽনন্তোপি মহেশ্বরঃ। ৩৫॥
যং ন জানন্তি সিদ্ধেন্দ্রা মুনীন্দ্রা মনবস্তথা।
সর্ব্বাত্মনঃ কুতো রূপং নির্গুণস্য কুতো গুণঃ। ৩৬॥
সত্য মুক্তঞ্চ সত্যস্য যদাদেব যথোচিতং।
ধত্তে ভারাবতরণে পৃথিব্যাশ্চ মনোহরং।
সুখমাহ্লাদকং রম্যং ভক্তানুগ্রহবিগ্রহং। ৩৭॥

প্রশংসা গান কর, নিন্দা করা কর্ত্তব্য নহে। তাঁহার নাম স্মরণে এবং তাঁহার গুণাবলী শ্রবণে সখী আমার জীবন ধারণ করিবে। শরীরে চেতনা সঞ্চার হইবে। ৩২। ৩৩॥

শশিকলা কহিলেন, মাধবি! কৃষ্ণ যে, পরমাত্মরূপী ঈশ্বর, তাহা কি তোমার জ্ঞান আছে? ব্রহ্মাদি দেবগণ ও চারিবেদ যে তাঁহার বন্দনা করিয়া থাকেন। ৩৪॥

সাধুগণ যে, নিয়ত তাঁহাব সেই সুরবন্দিত চরণকমল ধ্যান করেন। পদ্মা, সরস্বতী, দুর্গা, অনন্তদেব ও মহেশ্বরও যে তাঁহার সেই চরণ সেবা করিয়া থাকেন। ৩৫॥

কি সিদ্ধেন্দ্রগণ, কি মুনিগণ, কি মনুগণ, কেহই ত তাঁহার পরম তত্ত্ব কিছুই অবগত নহেন, তিনি স্বয়ং যখন সর্ব্বাত্মরূপী, তখন তাঁহার রূপ কোথায়? তিনি যে গুণাতীত, সুতরাং তাঁহার গুণের সম্ভবনা কি? ৩৬॥

তুমি যে পূর্ব্বেই বলিয়াছ, তাঁহার রূপ নাই, গুণ নাই; তাহা যথার্থ। কারণ সত্যই ত তিনি নিরাকার? কেবল পৃথিবীর ভারাবতরণের এবং

কি মনির্ব্বচনীয়ঞ্চ রূপং জনমনোহরং।
কোটিকন্দর্পলাবণ্যলীলাধাম শুভাশ্রয়ং। ৩৮ ॥
যৎ পাদপদ্মমধুরং মধু মন্দাকিনী জলং।
দধে শিরসি ভক্ত্যা চ সর্ব্বেশঃ শঙ্করঃ পরঃ। ৩৯ ॥
শশ্বৎ করোতি বৈরাগী তীর্থকীর্ত্তেশ্চ কীর্ত্তনং।
ক্ষণং নৃত্যতি ভক্ত্যা চ পঞ্চবক্ত্রেণ গায়তি। ৪০ ॥
আহারং ভূষণং বস্ত্রং পরিত্যজ্য দিগম্বরঃ।
ব্রহ্মজ্যোতিঃ স্বরূপঞ্চ ধ্যাত্বা শুভ্রং সুনির্ম্মলং। ৪১ ॥
ব্রহ্মা চ তপসা জন্ম ন যাত্যেবহি সেবয়া।
শেষঃ সনৎকুমারশ্চ সিদ্ধসঙ্ঘশ্চ যোগবিৎ। ৪২ ॥

সুশীলোবাচ।

নির্ম্মঞ্ছনা ন চ ভবেৎ তস্য কামশতং শতং।

ভক্তগণের বাঞ্ছা পূর্ণ করিবার নিমিত্তই অতি মনোহর সুখধাম, আহ্লাদজনক মনোহর মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন। ৩৭ ॥

তাঁহার ভুবনজনমনোহর রূপ কি অনির্ব্বচনীয়। তাঁহার শরীরে যেন কোটি কোটি কন্দর্পের লাবণ্য ক্রীড়া করিতেছে। ৩৮ ॥

দেখ, তাঁহার পাদপদ্ম হইতে যে অতি মধুর মন্দাকিনীজল বিনির্গত হইয়াছিল, দেবাদিদেব শঙ্কর, ভক্তি সহকারে সেই মন্দাকিনীজল মস্তকে ধারণ করিয়াছেন। সেই, সংসার বিরাগী শঙ্কর তীর্থের গুণানুবাদ গান করিবার সময় সেই গঙ্গারই মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করেন। ভাবে উন্মত্ত হইয়া নৃত্য এবং পঞ্চবদনে গান করিতে থাকেন। অধিক কি, তিনি সেই মন্দাকিনীগুণ ভাবনা করিতে করিতে অশন, বসন, ভূষণ প্রভৃতি সমস্ত পরিত্যাগ পূর্ব্বক দিগম্বর হইয়া নৃত্য করিতে থাকেন। ৩৯। ৪০। ৪১ ॥

কমলযোনি ব্রহ্মা, তাঁহার আরাধনা করিয়া জন্ম দায় হইতে মুক্ত এবং অনন্তদেব, সনৎকুমার, ও অন্যান্য সিদ্ধগণ তাঁহার সেবা করিয়াই যোগিনাম ধারণ করিয়াছেন। ৪২ ॥

চন্দ্রোঽশ্বিনীকুমারো বা রূপেষু কেন গণ্যতে। ৪৩॥
বেদাঃ স্তোতুং ন শক্তাশ্চ যমীশঞ্চ সরস্বতী।
জড়ীভূতা চ ভীতা চ স্তবনে ন ক্ষমা ভবেৎ। ৪৪ ॥
সহস্র বক্ত্রঃ স্তবনে কম্পিতশ্চ নিরন্তরং।
বেদানাং জনকো ব্রহ্মা যস্য স্তোত্রে নহীশ্বরঃ। ৪৫ ॥
তং সত্যং নিত্যমীশঞ্চ মাধবী পরিনিন্দতি।
অপবিত্রা সভাভূতা গোপীনাং জীবনং বৃথা।
তাসু পুণ্যবতী রাধা ধ্যায়তে তং দিবানিশং। ৪৬ ॥
যন্নাম স্মৃতিমাত্রেণ কোটি জন্মার্জ্জিতং সখি।
কৃতপাপং ভয়ং শোকং প্রণশ্যতি ন সংশয়ঃ। ৪৭ ॥

রত্নমালোবাচ।

দধার বামহস্তেন শৈলং গোবর্দ্ধনং হরিঃ।
ততঃ কিং তৎ যশঃ শৌর্য্যং জগতাং জনকস্য চ। ৪৮ ॥

সুশীলা কহিলেন, সখি! কৃষ্ণের সহিত রূপ তুলনায় শত শত কন্দর্প শশধর, ও অশ্বিনীকুমার কি কখন গণ্য হইতে পারে? চারিবেদ তাঁহার স্তুতিবাদে সমর্থ হয় না। এমন কি সরস্বতী তাঁহাকে স্তব করিতে গিয়া ভয়ে জড়ীভূত হইয়া যান; আর স্তব করিতে সমর্থ হন না। ৪৩। ৪৪॥

সহস্রবদন তাঁহার স্তব করিতে নিরন্তর ভীত হন। ব্রহ্মা সমুদায় বেদের জন্মদাতা; কিন্তু তথাপি তিনি তাঁহার স্তব পাঠে সমর্থ নহেন। আর আজ কি না; মাধবী সেই সত্যস্বরূপ, অক্ষয় জগদীশকে নিন্দা করে? আজ গোপিকাগণের সভা অপবিত্র হইল, আমাদিগের জীবনে ধিক্, কিন্তু ইহার মধ্যে রাধাই পুণ্যবতী। কারণ যিনি কেবল সেই সত্যময় দেবকে নিরন্তর ধ্যান করিতেছেন। ৪৫। ৪৬॥

সখি! অধিক কি বলিব, তাঁহার নাম স্মরণে কোটি জন্মকৃত পাপ বিদূরিত হয় এবং ভয় শোক একেবারে পলায়ন করে তাহার আর সংশয় নাই। ৪৭॥

শৈলানাঞ্চ সহস্রং যো ভংক্তুং শক্তশ্চ দৈত্যরাট্।
লীলামাত্রেণ তেষাঞ্চ লক্ষং হন্তুং ক্ষমো হরিঃ। ৪৯ ॥
যদংশকলয়া জাতঃ শূকরো বিষ্ণুরীশ্বরঃ।
বসুধাং দশনাগ্রেণ চোদ্ধধার চ লীলয়া। ৫০।
শৈলানাঞ্চ সহস্রাণি যত্রসন্তি মহীতলে।
দৈত্যেশানামসংখ্যাশ্চবীরাঃ শূরা স্তথৈব চ। ৫১ ॥
তেনৈব কর্ম্মণা তস্য ন শৌর্য্যং নচ পৌরষং।
ন যশশ্চ প্রশংশাবা সখি সর্ব্বান্তরাত্মনঃ। ৫২ ॥

পারিজাতোবাচ।

সপ্তদ্বীপা চ বসুধা সশৈলবনসাগরা।
কাঞ্চনীভূমিসহিতা সর্ব্বাধারা মনোহরা। ৫৩ ॥

রত্নমালা কহিলেন, সখি! যিনি বামহস্তে করিয়া গোর্দ্ধনগিরি ধারণ করিয়াছেন, সেই জগৎকর্ত্তার পক্ষে তাহা অপেক্ষা শৌর্য্য প্রকাশক আর কি হইবে? । ৪৮ ॥

যে দৈত্যপতি অবলীলাক্রমে সহস্র শৈল চূর্ণ করিতে পারে, আমাদিগের হরি, তাদৃশ লক্ষ লক্ষ দৈত্যকে নিমিষে নাশ করিতে পারেন।৪৯।

তাঁহারই অংশ হইতে বরাহরূপী বিষ্ণুর আবির্ভাব হইয়াছে। ঐ বরাহরূপী বিষ্ণুই স্বীয় দশনাগ্র দ্বারা অনায়াসে জলমগ্না পৃথিবীর উদ্ধার সাধন করিয়াছেন। ৫০ ॥

যে পৃথিবীতে সহস্র সহস্র শৈল বিরাজ করিতেছে, যাহার বক্ষে অসংখ্য দৈত্যেশ্বর অসংখ্য শূরবীর বাস করিতেছে, সেই সশৈল বন কাননা পৃথিবীর উদ্ধারসাধনে কি তাঁহার শৌর্য্য বীর্য্য কীর্ত্তি ও খ্যাতি সংস্থাপন হইতেছে না? । ৫১ । ৫২ ॥

পারিজাতা কহিলেন, প্রিয়সখি! এই যে সপ্তদ্বীপা পৃথিবী, যাহাতে অসংখ্য পর্ব্বত, অনন্ত কানন, ও অপার সাগর সকল বিরাজমান রহিয়াছে, যাহাতে কাঞ্চনী ভূমি সকল বিরাজ করিতেছে, যিনি সমুদায়

সপ্তস্বর্গাশ্চ বিবিধা ব্রহ্মলোকাবধি প্রিয়ে।
বিচিত্রাঃ সুন্দরাশ্চৈব পাতালানাঞ্চ সপ্তভিঃ। ৫৪ ॥
এতৈঃ পরিমিতং বিশ্বং ব্রহ্মাণ্ডং ব্রহ্মণাকৃতং।
মহদ্বিষ্ণোর্লোমকূপে তদেবং চাণুবৎস্থিতং। ৫৫ ॥
তস্য যাবন্তি লোমানি তানি বিশ্বানি সন্তি চ।
সএব ষোড়শাংশশ্চ কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ। ৫৬ ॥
তস্যৈব কিং যশঃ শৌর্য্যং মহিমানমনূপমং।
ঘস্মরী গোপকন্যা চ কিং বা জানাতি মাধবী। ৫৭ ॥

মাধব্যুবাচ।

ময়া যদুক্তং ন জ্ঞাত্বা মূঢ়া জল্পন্তি গোপিকাঃ।
উদ্ধব শৃণু মদ্বাক্যং যন্ময়া কথিতং শুভং। ৫৮ ॥

পদার্থের অধিষ্ঠানভূতা, যাহাকে দর্শন করিতে মন একান্ত আকৃষ্ট হয়, যে পৃথিবী হইতে ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত সপ্ত স্বর্গ বিরাজ করিতেছে, সপ্ত পাতাল বিদ্যমান থাকাতে যাহা দেখিতে অতি বিচিত্র ও সুদৃশ্য হইয়াছে, সেই সমস্ত পদার্থ সমাকীর্ণ এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ব্রহ্মা কর্তৃক বিরচিত হইয়াছে, কিন্তু এই প্রকাণ্ড বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ব্যাপার মহাবিষ্ণুর এক এক লোমকূপে পরমাণু বৎ প্রতীয়মান হইতেছে। ৫৩। ৫৪। ৫৫।

সেই মহাবিষ্ণুর শরীরে যত পরিমাণ লোম সংখ্যা, তত পরিমাণ বিশ্ব তাহাতে দ্যোতমান হইতেছে। কিন্তু সেই মহাবিষ্ণু পরমাত্মরূপী শ্রীকৃষ্ণের ষোড়শাংশের একাংশ। ৫৬ ॥

অতএব তাঁহার যশ, তাঁহার শৌর্য্য ও তাঁহার মহিমার কি তুলনা দিব। আমাদিগের উদরপরায়ণা গোপকন্যা মাধবী তাঁহার তত্ত্ব কি জানিবে ?। ৫৭ ॥

মাধবী কহিল, আমি যাহা বলিয়াছি, মূঢ়তমা গোপিকাগণ তাহার যথার্থ মর্ম্ম অবধারণ করিতে না পারিয়া নানা প্রকার জল্পনা করিতেছে;

স্বেচ্ছয়া সগুণো বিষ্ণুঃ স্বেচ্ছয়া নির্গুণো ভবেৎ।
ভুবো ভারাবতরণে গোপবেশঃ শিশুর্ব্বিভুঃ। ৫৯ ॥
যদি বেদাঃ পুরাণানি সিদ্ধাঃ সন্তশ্চ সন্ততং।
ব্রহ্মেশশেষভক্তাশ্চ ন জানন্তি যমীশ্বরং।
তং কং জানামি মূঢ়াহং ঘস্মরী গোপকন্যকা। ৬০ ॥
তথাপি মদ্বচঃ সত্যং শ্রূয়তাং বৎস তৎক্ষণং।
কিমনির্ব্বচনীয়ঞ্চ বর্ত্ততে তদ্বিশেষণং। ৬১ ॥
নির্গুণস্য চ বিষ্ণোশ্চ দেহহীনস্য স্বাত্মনঃ।
বর্ত্ততে চ কিমাখ্যেয়ং তস্য রূপাদিকঞ্চ কিং। ৬২ ॥
মাং নিন্দতি মহামূঢ়া ন বুদ্ধা বচনং মম।
এষা জানাতি কিং মূঢ়া তং সত্যং প্রকৃতেঃ পরং। ৬৩ ॥

যাহা হক উদ্ধব! আমি যে শ্রেয়স্কর বাক্য বলিয়াছি, তাহা নির্দ্দেশ করিতেছি শ্রবণ কর। ৫৮ ॥

বিষ্ণু স্বেচ্ছাক্রমে, সগুণ এবং স্বেচ্ছাক্রমে নির্গুণ হইয়া থাকেন, পৃথিবীর ভারাবতরণের নিমিত্ত তিনি স্বেচ্ছাবশতঃ গোপবেশধারী বালক-রূপ ধারণ করিয়াছেন। ৫৯ ॥

যখন চারিবেদ, অষ্টাদশ পুরাণ, সিদ্ধগণ, সাধুগণ, ব্রহ্মা, মহেশ্বর, অনন্তদেব ও অন্যান্য ভক্তগণ তাঁহার প্রকৃত তত্ত্ব অবগত নহে, তখন আমি উদার পরায়ণা গোপকন্যা তাঁহার মহিমা কি জানিব? যাহাই হউক, বৎস উদ্ধব! তথাপি কিঞ্চিৎ বলিতেছি, ক্ষণকাল শ্রবণ কর। বাস্তবিক, তাঁহার বিষয় বিবৃত করা সাধ্যায়ত্ত নহে। ৬০। ৬১ ॥

তিনি ত্রিগুণাতীত, তিনি নিরাকার, তিনিই পরমাত্মা। তাঁহার বিষয়ে বক্তব্য কিছুই নাই, এবং তাঁহার রূপ গুণাদিও কিছুই নাই। ৬২ ॥

কিন্তু মূঢ়চেতা গোপিকা আমার বচনের মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া বৃথা আমাকে নিন্দা করিতেছে। জিজ্ঞাসা করি, সেই প্রকৃতিপ্রধান সত্য স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের বিষয়ে উনিই বা কি অবগত আছেন?। ৬৩ ॥

জ্যোতিস্বরূপং পরমং পরমাত্মানমীশ্বরং।
তমনির্ব্বচনীয়ঞ্চ ভক্তানুগ্রহবিগ্রহং। ৬৪ ॥
যৎপাদপদ্মং পদ্মা সা ত্রৈলোক্যজননী পরা।
সেবতে কম্পিতা ভীতা দাসীব সততং ভিয়া। ৬৫ ॥
বিষ্ণুমায়া চ প্রকৃতির্ম্মূলরূপা সনাতনী।
ব্রহ্মস্বরূপা পরমা ভীতা দক্ষিণ পার্শ্বতঃ। ৬৬ ॥
সরস্বতী জড়ীভূতা ভীতা চ পরমেশ্বরী।
স্তোতুং ন শক্তা বেদাঃ কিং স্তুবন্তি পরমেশ্বরং। ৬৭ ॥
তুচ্ছং মেনে স আত্মানং গোপী ভক্ত্যাপ্যুবাচ সঃ। ৬৮ ॥

উদ্ধব উবাচ।

ধন্যং যশস্যং দ্বীপানাং জম্বুদ্বীপং মনোহরং।
যত্র ভারতবর্ষঞ্চ পুণ্যদং শুভদং তথা। ৬৯ ॥

তিনি কেবল জ্যোতির্ম্ময়, পরমাত্মরূপী পরমেশ্বর। তাঁহার প্রকৃত তত্ত্ব নিরূপণ করা কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে। তবে তিনি ভক্তগণের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশের নিমিত্তই কেবল বিগ্রহ ধারণ করিয়া থাকেন মাত্র। ৬৪।

যিনি ত্রিলোকজননী পরাৎপরা কমলা, তিনিও সভয়ে কম্পিত-কলেবরে দাসীর ন্যায় সতত তাঁহার চরণ কমল সেবা করিতেছেন। ৬৫ ॥

ব্রহ্মস্বরূপিণী বিষ্ণুমায়া মূলপ্রকৃতি, সাতিশয় ভীত হইয়া তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্বে অবস্থান করিতেছেন। পরমেশ্বরী সরস্বতী যখন তাঁহার স্তুতিবাদে অসমর্থ হইয়া জড়ীভূত হন, তখন চারিবেদ, কি প্রকারে তাঁহার স্তুতিবাদে সমর্থ হইবে? তখন উদ্ধব গোপীগণের ভক্তি দর্শনে আপনাকে অতি অকিঞ্চিৎ কর গণনা করিয়া বলিতে লাগিলেন। ৬৬। ৬৭। ৬৮।

উদ্ধব কহিলেন, এই সপ্তদ্বীপা পৃথিবীর মধ্যে জম্বুদ্বীপই ধন্য, প্রসংশনীয় ও মনোহর। কারণ যাহাতে পুণ্যতম শুভফলপ্রদ ভারতবর্ষ বিরাজ করিতেছে। ৬৯ ॥

বণিজাঞ্চ পুণ্য কৃতাং বাণিজ্যস্থলমীপ্সিতং।
অত্র কৃত্বা সুপুণ্যঞ্চ ভুংক্তেহন্যত্র শুভং ফলং। ৭০ ॥
ধন্যং ভারতবর্ষঞ্চ পুণ্যদং শুভদং বরং।
গোপী পাদাব্জরজসা পূতং পরম নির্ম্মলং। ৭১ ॥
ততোপি গোপিকা ধন্যা মান্যা যোষিৎসু ভারতে।
নিত্যং পশ্যন্তি রাধায়াঃ পাদপদ্মং সুপুণ্যদং। ৭২ ॥
ষষ্টিংবর্ষ সহস্রাণি তপস্তপ্তঞ্চ ব্রহ্মণা।
রাধিকা পাদপদ্মস্য রেণুনা মুপলব্ধয়ে। ৭৩ ॥
গোলোকবাসিনী রাধা কৃষ্ণ প্রাণাধিকা পরা।
তত্র শ্রীদাম শাপেন বৃকভানুসুতাহধুনা। ৭৪ ॥
যে যে ভক্তাশ্চ কৃষ্ণস্য দেবা ব্রহ্মাদয়স্তথা।
রাধায়াশ্চাপি গোপীনাং কলাং নার্হন্তি ষোড়শীং। ৭৫ ॥

পুণ্যাত্মা বণিকদিগের পক্ষে ইহা অপেক্ষা অভিমত উৎকৃষ্ট বাণিজ্যস্থান আর দ্বিতীয় নাই, এই পুণ্যভূমি ভারতে পুণ্য সঞ্চয় করিলে, পরলোকে অনায়াসে শুভফল সম্ভোগ হইয়া থাকে। ৭০ ॥

অতি পুণ্যপ্রদ শুভফল দায়ক শ্রেষ্ঠতম এই ভারত ভূমিই ধন্য। কারণ নিরন্তর ইহা গোপিকাগণের চরণরেণু দ্বারা পরিপূত হইতেছে। অতএব ভারত ভূমিই ধন্য। ৭১ ॥

আবার এই ভারতে যে সকল রমণী অবস্থান করিতেছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে এই গোপিকাগন অতীবধন্য এবং ভারতভূমি অপেক্ষা সমধিক পুণ্যতম। কারণ তাঁহারা নিরন্তর রাধার পাদপদ্ম দর্শনে আত্মাকে কৃতার্থ করিতেছেন। ৭২ ॥

এমন কি ব্রহ্মা রাধিকার চরণরেণু পাইবার নিমিত্ত ষষ্টি সহস্র বৎসর তপশ্চরণ করিয়াছিলেন। গোলোকবাসিনী রাধা কৃষ্ণের প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তম, কেবল শ্রীদাম শাপে এক্ষণে বৃকভানু নন্দিনী হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। ৭৩। ৭৪।

কৃষ্ণভক্তিং বিজানাতি যোগীন্দ্রশ্চ মহেশ্বরঃ।
রাধাগোপ্যশ্চ গোপাশ্চ গোলোকবাসিনশ্চয়ে। ৭৬॥
কিঞ্চিৎ সনৎকুমারশ্চ ব্রহ্মাচেদ্বিষয়ৌ তথা।
কিঞ্চিদেব বিজানন্তি সিদ্ধা ভক্তাশ্চ নিশ্চিতং। ৭৭॥
ধন্যোঽহং কৃতকৃত্যোঽহমাগতো গোকুলং যতঃ।
গোপিকাভ্যো গুরুভ্যশ্চ হরিভক্তিং লভোঽচলাং। ৭৮॥
মথুরাঞ্চ ন যাস্যামি তীর্থকীর্ত্তেশ্চ কীর্ত্তনং।
শ্রোষ্যামি কিঙ্করোভূত্বা গোপীনাং জন্মজন্মনি। ৭৯॥
নহি গোপীপরো ভক্তো হরেশ্চ পরমাত্মনঃ।
যাদৃশীং লেভিরে গোপ্যো ভক্তিং নান্যে চ তাদৃশীং।৮০॥

পিতামহ ব্রহ্মা প্রভৃতি যে সকল দেবতারা শ্রীকৃষ্ণের ও শ্রীরাধার একান্ত ভক্ত, তাঁহারা এই গোপিকাগণের ষোড়শাংশেরও একাংশ হইতে পারেন না। ৭৫॥

যথার্থ বলিতে হইলে শ্রেষ্ঠতম যোগী মহেশ্বর, রাধা, গোপিনীগণ, ও গোলোকবাসী গোপালেরই যথার্থ কৃষ্ণ ভক্তি আছে। ৭৬॥

তদ্ভিন্ন সনৎকুমার, ব্রহ্মা, ও সিদ্ধগণ কৃষ্ণ ভক্তি বিষয়ে যৎকিঞ্চিৎ অবগত আছেন, কিন্তু ভক্তগণ ইঁহার প্রকৃত মর্ম্ম অধিকার করিতে সমর্থ। ৭৭॥

যাহা হউক সংপ্রতি আমিই ধন্য এবং আমিই কৃতার্থ। কারণ আমি অদৃষ্টক্রমে গোকুলে উপস্থিত হইয়াছি, এবং এস্থলে আসিয়া শিক্ষাগুরু স্বরূপা গোপিকাগণের নিকট হইতে অচলা কৃষ্ণভক্তি শিক্ষা করিলাম।৭৮॥

আমি আর মথুরায় প্রতিগমন করিব না। আমি জন্ম জন্ম গোপীগণের নিকট অবস্থান করিয়া তীর্থ কীর্ত্তি শ্রবণ করিব। কারণ গোপীগণ অপেক্ষা পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের পরম ভক্ত আর কেহই নাই। ফলতঃ গোপীগণ যাদৃশ ভক্তি অর্জ্জন করিয়াছে, আর কেহই তাদৃশ ভক্তিলাভ করিতে পারে নাই। ৭৯। ৮০।

কলাবত্যুবাচ।

পিতৃণাং মানসীকন্যা ধন্যা মেনা কলাবতী।
বয়ং তিস্রো ভগিন্যশ্চ ভ্রমামঃ পৃথিবীতলে। ৮১ ॥
ধন্যা জনকপত্নী চ সীতামাতা পতিব্রতা।
অযোনিসম্ভবা সীতা ধন্যাচাযোনিসম্ভবা। ৮২ ॥
হিমালয়প্রিয়া মেনা দুর্গামাতা চ সুব্রতা।
অযোনিসম্ভবা দুর্গা মেনকা চ তপস্বিনী। ৮৩ ॥
বৃকভানুপ্রিয়াহঞ্চ রাধামাতাধুনোদ্ভব।
অযোনিসম্ভবা রাধা অহঞ্চাযোনিসম্ভবা। ৮৪ ॥
রাধা শ্রীদাম শাপেন বৃকভানু সুতা ভুবি।
সনৎকুমার শাপেন বয়মেব মহীতলে। ৮৫ ॥
ক্ষীরোদসাগরং রম্যং শ্বেতদ্বীপং মনোহরং।
তিস্রো ভগিন্যো ভক্ত্যা চ বিষ্ণুং দ্রষ্টুং গতাবয়ং। ৮৬ ॥

কলাবতী কহিলেন, ধন্যা, মেনা ও আমি, আমরা তিনজনে পিতৃগণের মানসী কন্যা। আমরা তিন ভগিনীতে এই ভূলোকে বিচরণ করিতেছি। ৮১ ॥

আমাদিগের মধ্যে পতিপরায়ণা ধন্যা জনক রাজার পত্নী এবং সীতার জননী। সীতা যেমন অযোনিসম্ভবা, ধন্যাও সেইরূপ অযোনিসম্ভবা। ৮২ ॥

আর মেনা, অর্থাৎ দুর্গার জননী ব্রতপরায়ণা মেনকা হিমালয়ের প্রিয়তমা পত্নী। দুর্গা যেমন অযোনি সম্ভবা, তপস্বিনী মেনকাও সেইরূপ অযোনিসম্ভবা। ৮৩ ॥

আর আমি রাধার জননী এবং বৃকভানুর প্রিয়তমা পত্নী, আমার নাম কলাবতী। রাধা যেমন অযোনি সম্ভবা, আমিও সেই রূপ। ৮৪ ॥

রাধা শ্রীদাম শাপে বৃকভানু নন্দিনী হইয়া ভূতলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। আমরা সকলেই ঋষিবর সনৎকুমারের শাপে ভূমণ্ডলে বিচরণ করিতেছি। ৮৫ ॥

অভ্যুত্থানাদি ন কৃতং কোপাদল্পং শশাপ সঃ।
সনৎকুমারো ভগবান্ যোগীন্দ্রাণাং গুরোর্গুরুঃ। ৮৭॥

সনৎকুমার উবাচ।

মূঢ়াস্তিষ্ঠত ভূমৌ চ পুনঃ স্বর্গং ন যাস্যথ।
সত্যং প্রাণিপ্রিয়া ভূত্বা চাহঙ্কারেণ হেতুনা। ৮৮।
পুনর্ব্বরঞ্চ প্রত্যেকং দদৌ তুষ্টো দ্বিজেশ্বরঃ।
বিষ্ণোরংশস্য শৈলস্য হিমাধারস্য কামিনী।
জ্যেষ্ঠা ভব তু তং কন্যা ভবিষ্যত্যেব পার্ব্বতী। ৮৯॥
ধন্যা প্রিয়াত্বে ভব তু যোগিনো জনকস্য চ।
তস্য কন্যা মহালক্ষ্মীঃ সীতাদেবী ভবিষ্যতি।
বৃকভানস্য বৈশ্যস্য যোগিনাং প্রবরস্য চ। ৯০॥

ক্ষীরোদ সাগরে অতি রমণীয় এক শ্বেতদ্বীপ আছে, ঐ শ্বেতদ্বীপ বিষ্ণুর নিবাসভূমি। আমরা তিন ভগিনীতে বিষ্ণুর সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত তথায় গমন করিয়াছিলাম। ৮৬।

আমরা সেই স্থানে উপবিষ্ট আছি, ইত্যবসরে যোগীন্দ্র গুরু ভগবান সনৎকুমারও তথায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দর্শন করিয়া আমরা গাত্রোত্থান আদি কিছুই করিলাম না, তাহাতে তিনি রোষ পরবশ হইয়া আমাদিগকে শাপ প্রদান করিলেন। ৮৭।

সনৎকুমার আমাদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মূঢ়াগণ! তোমাদিগের অতীব অহঙ্কার উপস্থিত হইয়াছে। এই দর্প নিবন্ধন তোমরা ভূতলে মানব সমাজে বিচরণ কর, আর তোমাদিগকে স্বর্গলোকে গমন করিতে হইবে না। ৮৮॥

তখন আমরা তাঁহাকে অনেক অনুনয় বিনয় করাতে দ্বিজবর প্রীত হইয়া আমাদিগের প্রত্যেককে এই বর প্রদান করিলেন যে, "তুমি মেনকা, বিষ্ণুর অংশভূত হিমালয়ের পত্নী হও, পার্ব্বতী তোমার জ্যেষ্ঠা কন্যা হইবে।" ৮৯॥

দুর্ব্বাসসশ্চ শিষ্যস্য কনিষ্ঠা চ কলাবতী।
ভবিষ্যতি প্রিয়াসাধ্বী দ্বাপরান্তে চ গোকুলে। ৯১ ॥
কলাবতী সুতা রাধাদেবী গোলোকবাসিনী।
শ্রীদাম গোপ শাপেন ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ। ৯২ ॥
ঈশো ব্রহ্মেশ শেষাণাং ভারাবতরণেন চ।
আগমিষ্যতি পৃথ্বীঞ্চ পুণ্যক্ষেত্রঞ্চ ভারতং। ৯৩ ॥
কলাবতী বৃকভানুঃ কৌতুকাৎ কন্যয়া সহ।
জীবন্মুক্তশ্চ গোলোকং গমিষ্যতি ন সংশয়ঃ। ৯৪ ॥
ধন্যা চ সীতয়া সার্দ্ধং বৈকুণ্ঠঞ্চ গমিষ্যতি।
মেনকা যোগিনী সিদ্ধা পার্ব্বত্যা চ বরেণ চ। ৯৫ ॥
তেন দেহেন বৈকুণ্ঠং গমিষ্যতি ক্রমেণ চ।
কল্পান্তে বিষ্ণুলোকে চ লক্ষ্মীরুন্মোদতে চিরং। ৯৬ ॥

"ধন্যা, তুমি যোগিবর জনক রাজার প্রিয়তমা পত্নী হও, মহালক্ষ্মী দেবী সীতা তোমার কন্যা হইবে।" ৯০ ॥

কলাবতি! তুমি দুর্ব্বাসার শিষ্য যোগ নিরত বৈশ্যবর বৃকভানের প্রিয়তমা পত্নী হও। দ্বাপরের শেষে শ্রীদাম শাপে দেবী রাধা গোলোকবাসিনী হইয়া তোমার কন্যা বলিয়া পরিচিত হইবেন, তাহার আর সংশয় নাই। ৯১। ৯২ ॥

তৎপরে যিনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরেরও ঈশ্বর, তিনিই ভূভার হরণের নিমিত্ত এই পুণ্যক্ষেত্র ভারতে অবতীর্ণ হইবেন। ৯৩ ॥

তখন তুমি কলাবতী ও বৃকভান উভয়ে জীবন্মুক্ত হইয়া পরমানন্দে পুনরায় গোলোকে গমন করিবে। তাহার আর সন্দেহ নাই। ধন্যাও সীতার সহিত এবং সিদ্ধযোগিনী মেনকাও পার্ব্বতীর সহিত ক্রমে বৈকুণ্ঠে গমন করিবেন। ফলতঃ কল্পান্তকাল উপস্থিত হইলে লক্ষ্মী নিরন্তকাল বিষ্ণুলোকে অবস্থান করিয়া থাকেন। ৯৪। ৯৫। ৯৬ ॥

বিনা বিপত্ত্যা মহিমা কেষাং কুত্র ভবিষ্যতি।
কর্ম্মিণাঞ্চ গতে দুষ্টে প্রভবেদ্দুর্ল্লভং সুখং। ৯৭॥
পুরা পিতৃণাং কন্যাশ্চ স্বর্গভোগবিলাসকাঃ।
লক্ষ্মীসমা বরেণাপি বিপ্রস্য বিষ্ণুদর্শনাৎ। ৯৮॥
কর্ম্মক্ষয়ঞ্চাপ্যস্মাকং বভূব বিষ্ণু দর্শনাৎ।
পুণ্যেন তেন তীব্রেণ কুমারস্যাপি দর্শনং। ৯৯॥
শ্রুতং তত্র কুমারাস্যাৎ জ্ঞানং পরম দুর্ল্লভং।
ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাদীনাং সিদ্ধানাং জগতামপি। ১০০॥
ঈশ্বরঃ পরমাত্মা চ শ্রীকৃষ্ণঃ প্রকৃতেঃ পরঃ।
নির্গুণশ্চ নিরীহশ্চ পরঃ স্বেচ্ছাময়ো বরঃ। ১০১॥

তুলস্যুবাচ।

প্রাণো বিষ্ণুশ্চ বিষয়ী মনো ব্রহ্মা চ চেতনা।
প্রকৃতির্ব্বুদ্ধিরূপা চ সর্ব্বশক্ত্যাধি দেবতা। ১০২॥

বাস্তবিক বিপদাপাত ব্যতীত কুত্রাপি মহিমা বিস্তারের সম্ভাবনা নাই। এই জগতে কর্ম্মিগণের দুরদৃষ্ট ক্ষয় হইলেই সুদুর্ল্লভ সুখের সঞ্চার হইয়া থাকে। ৯৭॥

আমরা পূর্ব্বকালে পিতৃগণের কন্যা থাকাতে পরম সুখে স্বর্গবাসে অবস্থান করিয়াছিলাম। ঋষিবর সনৎকুমারের শাপে এখানে লক্ষ্মীর ন্যায় অবস্থান করিতেছি। বিষ্ণুর পাদপদ্ম দর্শনে আমাদিগের কর্ম্মজনিত পাতকের মূলোচ্ছেদ হইল, আমরা সেই পুণ্যবলে আজ বৎসেব সাক্ষাৎকার লাভ করিলাম এবং তন্নিবন্ধন আজ আমাদিগের পরম জ্ঞান লাভ হইল। ৯৮। ৯৯॥

পরমাত্মরূপী ঈশ্বর, কি ব্রহ্মা, কি বিষ্ণু, কি মহেশ্বর, কি অন্যান্য দেবগণ, কি সিদ্ধগণ, কি জগৎ সংসার, সকলেরই ঈশ্বর। তিনি প্রকৃতি হইতেও শ্রেষ্ঠতর, তিনি নির্গুণ, তিনি নিরীহ, তিনি পরাৎপর, এবং স্বেচ্ছাময়। ১০০। ১০১॥

জ্ঞানস্বরূপঃ শম্ভুশ্চ স্বয়ং ধর্ম্মশ্চ পূরুষঃ।
নির্গুণঃ পরমাত্মা চ তদ্ব্রহ্ম প্রকৃতেঃ পরঃ। ১০৩ ॥
স এব কৃষ্ণঃ সাক্ষী চ কর্ম্মণাং জীবিনামপি।
ভোক্তা চ সুখ দুঃখানাং জীবস্তৎ প্রতিবিম্বকঃ। ১০৪ ॥
চক্ষুষোশ্চন্দ্র সূর্য্যৌ চ জিহ্বায়াঞ্চ সরস্বতী।
বসুন্ধরাত্বচি সদাবাহ্বোস্তে লোকপালকাঃ। ১০৫ ॥
আত্মনশ্চাপি তে সর্ব্বে পরিচারক রূপিণঃ।
আত্মন্যে বা শ্রয়ন্তে চ সর্ব্বে গচ্ছন্তি জীবিনঃ। ১০৬ ॥
যথা সংসদি সংসারে সর্ব্বেদেবা শিবানুগাঃ।
তস্মাৎ সর্ব্বান্তরাত্মানং ভজন্তি সততং সদা। ১০৭ ॥
সন্তশ্চ পরয়া ভক্ত্যা ধ্যায়ন্তে যোগিনো মুদা।
কর্ম্মিণাং কর্ম্মণাং সাক্ষী কৃতঃ কর্ম্ম চ গোপনং।
অন্তর্যামী চ কৃষ্ণশ্চ প্রচারং কুরুতে মুদা। ১০৮ ॥

তুলসী কহিলেন, সখি! আমাদিগের কৃষ্ণ, সকলের প্রাণ, বিষ্ণু, ভোক্তা মন, ব্রহ্মা, চেতনা, প্রকৃতি, বুদ্ধি, এবং সর্ব্বপ্রকার শক্তির অধিদেবতাস্বরূপ। তিনি জ্ঞানস্বরূপ, তিনি শম্ভু, তিনি ধর্ম্ম, তিনি পুরুষ, তিনি নির্গুণ, তিনি পরমাত্মা, তিনি সনাতন ব্রহ্ম, তিনি প্রকৃতি হইতেও শ্রেষ্ঠতম, তিনিই সমস্ত জীবের কর্ম্মসাক্ষী, তিনি সর্ব্বপ্রকার সুখ দুঃখের ভোক্তা, জীবগণ কেবল তাঁহার ছায়া মাত্র। ১০২। ১০৩॥

তিনি চক্ষুদ্বয়ে চন্দ্র সূর্য্য, তিনি জিহ্বায় সরস্বতী, তিনি গাত্রচর্ম্মে পৃথিবী এবং বাহুদ্বয়ে লোকপালরূপে অবস্থান করিতেছেন। ১০৪।১০৫॥

তাঁহারা সকলেই আত্মার পরিচারক স্বরূপ। যেমন সকল দেবতা শিবের অনুগমন করে, তদ্রূপ সমস্ত জীব আত্মরূপী কৃষ্ণকে আশ্রয় এবং তাঁহার নিকট গমনকরে। এই নিমিত্তই লোক সর্ব্বপ্রযত্নে আত্মাকে আশ্রয় করে। ১০৬। ১০৭॥

সাধুতম যোগিগণ পরমভক্তি সহকারে সেই আত্মরূপী শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান

কালিকোবাচ।

নরাবালাশ্চ বৃদ্ধাশ্চ যুবান স্ত্রিবিধাস্তথা।
দেবাদয়শ্চ যে সিদ্ধাঃ সর্ব্বে জানন্তি ত্বং পরং। ১০৯॥
সাংপ্রতং মুর্চ্ছিতাং রাধাং যুক্তং বোধয়িতুং বুধ।
অত্র যুক্তি প্রধানশ্চ তাং বোধয়তুচোদ্ধব। ১১০॥

উদ্ধব উবাচ।

চেতনং কুরু কল্যাণি জগন্মাত র্নিবোধমাং।
উদ্ধবং কৃষ্ণ ভক্তস্য কিঙ্করস্যাপি কিঙ্করং। ১১১॥
প্রসাদং কুরু মাতর্ম্মাং যাস্যামি মথুরাং পুনঃ।
ন স্বতন্ত্রঃ পরাধীনো যোষাদারুময়ী যথা। ১১২॥
যথা বৃষোবশীভূতো বৃষবাহস্য সন্ততং।
তথা মাত র্জগৎ সর্ব্বং জগন্নাথস্য নিশ্চিতং। ১১৩॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ সম্বাদে শ্রীকৃষ্ণ জন্মখণ্ডে রাধোদ্ধব সম্বাদে চতুর্নবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

করেন। তিনি কর্ম্মিগণের কর্ম্মসাক্ষী; সুতরাং তাঁহার নিকট কর্ম্মের গোপন চলিতে পারে না. জীবগণ যেমন কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, অমনি সেই সর্ব্বান্তর্যামী মহানন্দে সমস্ত প্রচারিত করেন। ১০৮।

কালিকা কহিলেন, কৃষ্ণ যে পরাৎপর পরমদেব, তাহা কি বালক, কি বৃদ্ধ, কি যুবা, কি দেবগণ কি সিদ্ধগণ, সকলেই অবগত আছেন। ১০৯।

এক্ষণে মূর্চ্ছাগতা রাধাকে প্রবোধিত করা কর্ত্তব্য হইতেছে। কিন্তু তন্মধ্যে উদ্ধবই ইহাঁর প্রবোধনের প্রধান পাত্র। ১১০।

তখন উদ্ধব কহিলেন, জগন্মাতঃ! সংজ্ঞা লাভ কর। মাতঃ! আমি কৃষ্ণপরায়ণ ব্যক্তির দাসানুদাস উদ্ধব, আমি মথুরায় গমন করিব, এক্ষণে প্রসন্ন হইয়া আমাকে বিদায় দেও। পরাধীন ব্যক্তি দারুময়ী যোষার ন্যায় কখনও স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিতে পারে না যেমন বৃষ পরিচালকের বশীভূত হইয়া থাকে, তদ্রূপ সমুদায় জগৎ জগন্নাথের বশীভূত হইয়া চলিতেছে, তাহার আর সন্দেহ নাই। ১১১। ১১২। ১১৩।

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ সম্বাদে শ্রীকৃষ্ণ জন্মখণ্ডে রাধা উদ্ধব সম্বাদে চতুর্নবতিতম অধ্যায় সম্পূর্ণ।

পঞ্চনবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

নারায়ণ উবাচ।

উদ্ধবস্য বচঃ শ্রুত্বা চেতনং প্রাপ্য রাধিকা।
সাচোবাস সমুত্থায় রত্নসিংহাসনে বরে। ১॥
উবাচ মধুরাং দেবী হৃদয়েন বিদূয়তা।
গোপীভিঃ সপ্তভির্ভক্ত্যা সেবিতা শ্বেতচামরৈঃ। ২॥

রাধিকোবাচ।

মথুরাং গচ্ছ বৎস ত্বং মাং চেদ্বিস্মরণং সদা।
অতোপ্য ধর্ম্মোনাস্ত্যেব ভবতাং ভবসাগরে। ৩॥
মদীয়ং বচনং সর্ব্বং গত্বা কথয় সাংপ্রতং।
শ্রীকৃষ্ণং পরমানন্দং শীঘ্রমানয় মৎ প্রভুং। ৪॥
যোষিৎজন্মনি যোষিৎসু সংপ্রাপ্যতা দৃশং পতিং।
ভেদো বভূব কস্যা বা মদন্যাকাপি দুঃখিনী। ৫॥

নারায়ণ ঋষি কহিলেন, ব্রহ্মন্! শ্রীমতী রাধিকাদেবী উদ্ধবের এই সমস্ত বাক্য শ্রবণে চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়া গাত্রোত্থান পূর্ব্বক রমণীয় রত্ন সিংহাসনে উপবিষ্টা হইলেন। ১॥

ঐ সময়ে সপ্ত গোপিকা ভক্তি যোগে শ্বেতচামর দ্বারা তাহাকে বীজন করিতে লাগিলেন। তখন তিনি দুঃখিত হৃদয়ে উদ্ধবকে মধুর বাক্যে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! এক্ষণে তুমি মথুরায় গমন কর। ভবসাগরে পতিত ভবাদৃশ জনগণ যদিও সর্ব্বদা আমাকে স্মরণ না করে, তথাপি তাহাদিগের অধর্ম্ম হয় না। ২। ৩॥

এক্ষণে তুমি মথুরায় গমন করিয়া আমার বাক্যগুলি সেই পরমানন্দময় প্রাণেশ্বর কৃষ্ণের নিকট কহিয়া তাহাকে আমার নিকটে সত্বর আনয়ন কর। ৪॥

কিং দদাসি প্রবোধং মে নাস্তি মে বোধনোচিতং।
নিষ্ফলং দেহিনাং দেহো বিনাত্মানং সদোদ্ধব। ৬।
সংপ্রীত্যা সহ সৌভাগ্যং গৌরবং নিত্য নূতনং।
অতীব দুর্ল্লভং প্রেম রহস্যং নবসঙ্গমং। ৭ ॥
স্মরামি মনসা শশ্বং নান্যো মনসি বর্ত্ততে।
রাত্রৌ নিদ্রাং পরিত্যজ্য স্মরণং শোক বর্দ্ধনং। ৮ ॥
মামুদ্ধর ধ্রুবং বৎস নিমগ্নাং শোকসাগরে।
জীবাভয় প্রদানেন তীর্থস্নানফলং নৃণাং। ৯ ॥
প্রবোধিতুং নশক্নোমি দুর্নিবারঞ্চ মানসং।
চিন্তয়েচ্চরণাম্ভোজং কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ। ১০ ॥

ইহলোকে নারীজাতির মধ্যে এমন কে আছে যে, তাদৃশ পতিকে প্রাপ্ত হইয়া আবার এইরূপ নিদারুণ বিরহ ব্যথা সহ্য করে, প্রত্যুত আমার তুল্যদুঃখিনী রমণী আর দৃষ্টিগোচর হয় না। ৫ ॥

হে উদ্ধব! তুমি বৃথা আমার প্রতি প্রবোধ বাক্য প্রয়োগ করিলে, আমাকে প্রবোধ দিবার কিছুই নাই। আত্মা না থাকিলে দেহিগণের দেহ কোন ফলোপধায়ক হয় না। ৬ ॥

বৎস! পূর্ব্বে আমি সেই পরমারাধ্য প্রাণকান্ত কৃষ্ণের সহিত পরম প্রীতিযোগে অবস্থান করাতে আমার যে সৌভাগ্যোদয় হইয়াছিল, আমি যেরূপ নিত্য নূতন গৌরব ও অতীব দুর্ল্লভ প্রেম লাভ করিয়াছিলাম, এক্ষণে সর্ব্বদা সেই সমস্ত স্মরণ করিতেছি, তদ্ভিন্ন কোন বিষয় আমার স্মৃতিপথে আরূঢ় হয় না। রাত্রিযোগে নিদ্রা বিহীনা হইয়া আমি সেই সমস্ত বিষয় যতই চিন্তা করি, ততই আমার শোকসাগর বর্দ্ধিত হইতে থাকে। ৭। ৮ ॥

বৎস! আমি এক্ষণে নিশ্চয় শোকসাগরে নিমগ্না হইয়াছি, তুমি আমাকে উদ্ধার কর। তোমার দীর্ঘ জীবন লাভ হউক। যাহারা ভয়ার্ত্তকে অভয় প্রদান করে, তাহাদিগের তীর্থ স্নানের ফল লাভ হয়। ৯ ॥

তদ্গুণং মহিমানঞ্চ প্রীতিঞ্চ প্রেমসাগরং।
স্মারং স্মারঞ্চ সৌভাগ্যং মনো মে ন স্থিতং চলং। ১১ ॥
জগতাং যুবতীনাঞ্চ কাসাম্বা দুঃখমীদৃশং।
শ্রীকৃষ্ণভেদদুঃখঞ্চ কোবা জানাতি মাং বিনা। ১২ ॥
কিঞ্চিজ্জানাতি সীতাসাপ্যহঞ্চ বিধিবোধিতং।
মৎপরা দুঃখিনী নাস্তি কামিনীষু জগৎত্রয়ে। ১৩ ॥
কাবা যাতি প্রতীতিং মে শ্রুত্বা চ মানসীং ব্যথাং।
কাসাম্বা মৎসমং দুঃখং যুবতীনাং সুতোদ্ধব! ১৪ ॥
রাধিকা সদৃশী স্ত্রীষু ন ভূতা ন ভবিষ্যতি।
দুঃখিনী বিরহোত্তপ্তা সুখসৌভাগ্যবর্জ্জিতা। ১৫ ॥

আমার দুর্নিবার মন অনুক্ষণ সেই পরমাত্মা কৃষ্ণের চরণ কমল চিন্তা করিতেছে, আমি কোন রূপে এই মনকে প্রবোধিত করিতে সমর্থ হইতেছি না। ১০।

সেই গুণ, সেই মহিমা, সেই প্রীতি, সেই প্রেমসাগর, সেই সৌভাগ্য সর্ব্বদা স্মৃতি পথে আরূঢ় হওয়াতে আমার চিত্ত কোন রূপেই সুস্থির হয় না। ১১ ॥

নিখিল জগতে যুবতী নারীগণের মধ্যে আমার ন্যায় ঈদৃশ দুঃখ ভাগিনী নারী কে আছে? আমি ভিন্ন কেহই শ্রীকৃষ্ণের বিরহ ব্যথা পরিজ্ঞাত নহে। ১২ ॥

জানকী কিয়ৎপরিমাণে পতি-বিরহ জানিয়াছিলেন, আমার বিধিবোধিত রূপে উহা বিদিত হইয়াছে। ত্রিলোক মধ্যে আমার তুল্য দুঃখ ভাগিনী রমণী কেহই নাই। ১৩॥

বৎস উদ্ধব! কোন যুবতী রমণীকে আমার ন্যায় দুঃখ ভোগ করিতে হয় নাই। সুতরাং আমার মনোবেদনা শ্রবণ করিয়া কেহই তাহা অনুভব করিতে পারিবে না। ১৪।

বৎস রে! রাধিকার তুল্য সুখ সৌভাগ্য বর্জ্জিতা বিরহ বিধুরা

সংপ্রাপ্য কল্পবৃক্ষঞ্চ পতিঞ্চ জগতাং পতিং।
বঞ্চিতাহং বিধাত্রা চ নির্দ্দয়েন চ পাপিনী। ১৬ ॥
জীবনং সফলং জন্ম সুস্নিগ্ধং চক্ষুষা মনঃ।
যৎপাদপদ্ম বাঙ্ নেত্ররূপবেশপ্রদর্শনাৎ। ১৭।
যন্নাম শ্রুতিমাত্রেণ পঞ্চপ্রাণাঃ প্রহর্ষিতাঃ।
স্মৃতিমাত্রাৎ প্রফুল্লে তৈরাত্মা সুস্নিগ্ধ এব চ। ১৮ ॥
যস্যোপস্পর্শসুরতৌ যশস্ত্রিভুবনেষ্বপি।
কয়া বা সম্পদা বৎস বিস্মরামি তমীশ্বরং। ১৯ ॥
ত্রৈলোক্যবিজয়ং রূপং গুণমেব বিভর্ত্তি যঃ।
ন নির্ম্মিতো যো বিধিনা তেনৈব নির্ম্মিতো বিধিঃ। ২০ ॥
তং বিধেশ্চ বিধাতারং দাতারং সর্ব্বসম্পদাং।
কল্পবৃক্ষাৎ পরং শান্তং লক্ষ্মীকান্তং মনোহরং। ২১ ॥
সর্ব্বেশং সর্ব্ববীজঞ্চ পরমাত্মানমীশ্বরং।
কয়া বা সম্পদা তাত বিস্মরামি চ তং পতিং। ২২ ॥

দুঃখিনী রমণী নারীজাতির মধ্যে কেহ কখন জন্মগ্রহণ করে নাই ও করিবে না। ১৫ ॥

আমি কল্পবৃক্ষস্বরূপ জগৎপতি কৃষ্ণকে পতিরূপে প্রাপ্ত হইয়া নির্দ্দয় বিধাতা কর্ত্তৃক বঞ্চিতা হইলাম! সুতরাং আমার মত পাপিনী নারী কে আছে?। ১৬ ॥

উদ্ধব! যে কৃষ্ণের পাদপদ্ম সেবা, সুমধুর বাক্য শ্রবণ এবং চটুল নয়নভঙ্গি ও অনুপম রূপমাধুরী দর্শনে আমার জীবন সফল, জন্ম সার্থক ও নয়ন মনের চারিতার্থতা লাভ হয়, যাঁহার নাম শ্রবণ মাত্র পঞ্চপ্রাণ প্রহর্ষিত ও স্মৃতি মাত্রে প্রফুল্ল হয়, সুরত প্রসঙ্গ কালে যাঁহার স্পর্শমাত্রে আত্মা স্নিগ্ধভাব ধারণ করে, আর যাঁহার যশ ত্রিলোকে বিখ্যাত আছে, আমি কি সম্পত্তি পাইয়া সেই পরম পতিকে বিস্মৃত হইব?। ১৭।১৮।১৯ ॥

যিনি ত্রৈলোক্য বিজয় রূপ গুণ ধারণ করেন, বিধাতা যাঁহাকে সৃষ্টি

যস্য নির্ম্মঞ্ছনার্হশ্চ ন চন্দ্রো ন চ মন্মথঃ।
নৈবাশ্বিনীকুমারশ্চ গুণস্যাস্য ন বিশ্বতঃ। ২৩॥
ধ্যায়ন্তে যৎপদাম্ভোজং ব্রহ্মেশশেষসঙ্গকাঃ।
কয়া বা সম্পদা ভাত বিস্মারামি চ তং প্রভুং। ২৪॥
স্বপ্নে পশ্যন্তি যে রূপমতুলঞ্চ মনোহরং।
তেপি সর্ব্বং পরিত্যজ্য ধ্যায়ন্তে তমহর্নিশং। ২৫।
গুণেন শৈলং শলিলঃ শুষ্ককাষ্ঠং দ্রবেদিতি।
মৃতবৃক্ষোম্বকুলিত স্তম্ভিতশ্চ সমীরণঃ। ২৬॥
সূর্য্যশ্চ জলধিশ্চৈব স্থকিতো ভক্তি ভাবতঃ।
কয়া বা সম্পদা পুত্র বিস্মরামি চ তং প্রিয়ং। ২৭॥
যদ্ভয়াদ্বাতি বাতোঽয়ং সূর্য্যস্তপতি যদ্ভয়াৎ।

করেন নাই, তিনি স্বয়ং বিধির সৃষ্টি করিয়াছেন, আমি কি সম্পত্তি পাইয়া সেই বিধাতার বিধাতা কল্পবৃক্ষ হইতেও শ্রেষ্ঠতম সর্ব্ব সম্পত্তি প্রদানশীল সর্ব্ব বীজস্বরূপ মনোজ্ঞ মূর্ত্তি কমলাকান্ত পরাৎপর পরমেশ্বর পরম পতিকে বিস্মৃতা হইব ?। ২০। ২১। ২২॥

বৎস! সুধাকর অশ্বিনীকুমারদ্বয় ও কামদেবের সহিতও যাঁহার সৌন্দর্য্যের সাদৃশ্য হয় না, বিশ্বমণ্ডলে যাঁহার তুল্য পুণ্যবান্ কেহ নাই, ব্রহ্মা, মহেশ্বর ও অনন্তাদি দেবগণ নিয়ত যাঁহার চরণ কমল ধ্যান করিতেছেন, আমি কি সম্পত্তি পাইয়া সেই প্রাণেশ্বর কৃষ্ণকে ভুলিয়া থাকিব ?। ২৩। ২৪॥

পুত্র! যাহারা একবার মাত্র স্বপ্নে সেই কৃষ্ণের মনোরম অতুল রূপরাশি দর্শন করে, তাহারা সমস্ত বিষয় পরিত্যাগ করিয়া দিবানিশি সেইরূপ ধ্যান করে, সেই কৃষ্ণের প্রভাবে পর্ব্বত সলিল রূপে পরিণত, শুষ্ককাষ্ঠ দ্রবীভূত, মৃতবৃক্ষ মুকুলিত, সমীরণ স্তম্ভিত, সূর্য্য ও জলধি তদ্ভক্তিযোগে স্থকিত হয়, আমি কি সম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়া সেই প্রিয় পতিকে বিস্মৃত হইব ?। ২৫। ২৬। ২৭॥

বর্ষতীন্দ্রো দহত্যগ্নি র্মৃত্যুশ্চরতি জন্তুষু। ২৮॥
যদ্ভয়াৎ ফলিনো বৃক্ষাঃ পুষ্পিতা সময়েপি চ।
সমুদ্রাঃ স্বাত্মবিষয়ে গ্রহাশ্চ মুনয়ঃ সুরাঃ। ২৯॥
কালস্য কালঃ সংহর্ত্তুঃ সংহর্তা স্রষ্টুরীশ্বরঃ।
স্বাধীনশ্চ স্বাতন্ত্র্যশ্চ স্বয়মেবাত্মসংজ্ঞকঃ। ৩০॥
কয়া বা সম্পদা ভক্ত বিস্মরামি চ তং প্রভুং।
প্রবোধো নাস্তি তদ্ভেদে যেন মাং বোধয়েদ্বুধ। ৩১॥
মাঞ্চ বোধয়িতুং শক্তা ন সাবিত্রী সরস্বতী।
ন বেদা নচ বেদাঙ্গাঃ কে বা সন্তশ্চ কে সুরা। ৩২॥
সহস্র বক্তোঽনন্তশ্চ বেদানাং জনকো বিধিঃ।
ন শম্ভুর্নগণেশশ্চ যোগীন্দ্রাণাং গুরোগুরুঃ।
স্থিতের্গতিশ্চিন্তনীয়া মার্গ শূন্যে কুতো গতিঃ। ৩৩॥

যাহার ভয়ে বায়ু সর্বত্র সঞ্চরণ, সূর্য্য তাপ প্রদান, ইন্দ্র বারিবর্ষণ, অগ্নি দহন কার্য্য সাধন ও মৃত্যু সর্ব্ব ভূতে বিচরণ করিতেছেন, যাঁহার ভয়ে বৃক্ষ সমুদায় নিয়মিত কালে পুষ্পিত ও ফলিত হইতেছে এবং সমুদ্র গ্রহ মুনি ও দেবগণ স্ব স্ব স্বীয় অধিকৃত কার্য্য যথা নিয়মে সম্পাদন করিতেছেন, আর যিনি কালের কাল, সংহর্ত্তার সংহর্ত্তা ও স্রষ্টার স্রষ্টা, যিনি স্বয়ং সর্ব্ব বস্তু হইতে পৃথক্ স্বাধীন আত্মা রূপে বিরাজমান রহিয়াছেন, আমি কি সম্পদ পাইয়া সেই পরম প্রভুকে বিস্মৃত হইব? বৎস! তোমার বিচ্ছেদ যাতনার শান্তি হয় এরূপ প্রবোধ প্রদানে কেহই সক্ষম নহে, আমাকে আর প্রবোধ দিবার উপযুক্ত উপদেশ কিছুই নাই। ২৮। ২৯। ৩০। ৩১॥

সাধুজনগণ ও ইন্দ্রাদি দেবগণের কথা দূরে থাকুক, স্বয়ং সাবিত্রী, সরস্বতী, চারি বেদ ও বেদাঙ্গ সকলও আমাকে প্রবোধ প্রদান করিতে পারেন না। ৩২॥

সহস্রবদন অনন্ত বেদ বিধাতা ব্রহ্মা মহেশ্বর ও যোগীন্দ্রগণের গুরুর

কালসাধ্যঞ্চ সর্ব্বঞ্চ সুখ দুঃখং শুভাশুভং ।
দুর্নিবারঃ স কালশ্চ কালসাধ্যং জগৎ সুত । ৩৪ ॥
উত্তিষ্ঠ মথুরাং গচ্ছ সুখং বৎস মনোহরং ।
ব্রজবাসং পরিত্যজ্য ভবাংশ্চ গমনোন্মুখঃ । ৩৫ ॥
সুচিরং কৃষ্ণবিচ্ছেদো দুঃখায় চ সুখায় চ ।
পশ্য চন্দ্রমুখং তস্য জন্মমৃত্যুজরাহরং । ৩৬ ॥
রাধিকাবচনং শ্রুত্বা রুরোদ ভৃশ মুদ্ধবঃ ।
রুদন্তীং রাধিকাং দৃষ্ট্বা বন্ধুবিচ্ছেদ কাতরাং । ৩৮ ॥
ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ সম্বাদে শ্রীকৃষ্ণ জন্মখণ্ডে রাধোদ্ধব সম্বাদে পঞ্চনবতিতমোঽধ্যায়ঃ ।

গুরু গণপতিও আমাকে প্রবোধ প্রদানে সক্ষম নহেন। স্থিতির গতি চিন্তনীয়, কিন্তু মার্গশূন্য স্থানে গতি কিরূপে চিন্তা করা যাইবে ? । ৩৩ ॥

বৎস! সুখ দুঃখ শুভাশুভ সমস্তই কালসাধ্য। এমন কি, সমস্ত জগৎ কালসাধ্য, কালকে কেহই নিবারণ করিতে পারে না । ৩৪ ॥

হে উদ্ধব! এক্ষণে তুমি মথুরায় গমন কর। ব্রজবাস পরিত্যাগ করিয়া মথুরা গমনে আর বিলম্ব করিও না । ৩৫ ॥

বৎস! বহুদিন কৃষ্ণ বিচ্ছেদ যাতনা অসহনীয়। উহারা নিরতিশয় দুঃখের কারণ। অতএব তুমি সেই পরাৎপর কৃষ্ণের জন্ম মৃত্যু জরাপহ মুখচন্দ্র দর্শন করিয়া সুখী হও । ৩৬ ॥

প্রিয় বিচ্ছেদ কাতরা রাধিকা এই রূপ কহিয়া রোদন করিতে আরম্ভ করিলে উদ্ধবও তাঁহার ঐ সমস্ত বাক্য শ্রবণে রোদন করিতে লাগিলেন । ৩৭ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ সম্বাদে শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে রাধোদ্ধব সম্বাদে পঞ্চনবতিতম অধ্যায় সম্পূর্ণ ।

ষন্নবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

নারায়ণ উবাচ।

শ্রীকৃষ্ণস্মরণং কৃত্বা গমনোন্মুখমুদ্ধবং।
নতং রাধাপদাম্ভোজে শিরসা পুলকান্বিতং। ১ ॥
উবাচ মাধবী গোপী রুদন্তং প্রেমবিহ্বলা।
ভক্তং রুদন্তমুচ্চৈশ্চ রাধাবিচ্ছেদকাতরং। ২ ॥

মাধব্যুবাচ।

উদ্ধব শৃণু বক্ষ্যামি ক্ষণং তিষ্ঠ যথোচিতং।
নিগূঢ়ং পরমং জ্ঞানং যত্তে মনসি বাঞ্ছিতং। ৩ ॥
সুদুর্লভং পুরাণেষু বেদেষু গোপনীয়কং।
প্রশ্নং কুরু মহাভাগ রাধিকাং ত্রিজগৎপ্রসূং। ৪ ॥
ইত্যুক্ত্বা তত্র গোপী সা সমুবাস সুসংসদি।
উবাচ মধুরং শান্তামুদ্ধবশ্চাপি রাধিকাং। ৫ ॥

নারায়ণ ঋষি কহিলেন, হে নারদ! তৎপরে উদ্ধব রাধিকার পাদপদ্মে প্রণাম করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ পূর্ব্বক পুলকাঞ্চিত কলেবরে মথুরা গমনে সমুদ্যত হইলেন। তখন প্রেমবিহ্বলা মাধবী, রাধিকাবিচ্ছেদে উচ্চৈঃস্বরে রোরুদ্যমান পরম ভক্ত উদ্ধবকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে উদ্ধব! তুমি কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা কর, আমি তোমার মনোঽভিলষিত নিগূঢ় পরম জ্ঞান লাভের উপায় নির্দ্দেশ করিতেছি। ১। ২। ৩॥

মহাভাগ! তুমি ত্রিজগৎপ্রসূ রাধিকার নিকট সমস্ত বেদ পুরাণ মধ্যে গোপনীয় অতি দুর্লভ জ্ঞান বিষয় প্রশ্ন কর। ৪॥

সেই গোপিকা এই বলিয়া সেই সভা মধ্যে অবস্থিতা হইলে উদ্ধব রাধিকাকে শমগুণাবলম্বিনী দেখিয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন

উদ্ধব উবাচ।

একাকী ভবমায়াতি যাত্যেকাকী পুনঃ পুনঃ।
প্রাণী কর্ম্মানুরোধেন স্বকর্ম্মফলভুক্ পুমান্। ৬ ॥
কর্ম্মণা জায়তে জন্তুঃ কর্ম্মণৈব প্রলীয়তে।
সুখং দুঃখং ভয়ং শোকং কর্ম্মণৈব প্রপদ্যতে। ৭ ॥
জন্তুর্ভোগাবশেষেণ ভোগং ভুংক্তে ভবেষু চ।
পুনশ্চ কর্ম্মণোভোগাৎ সময়াতি চ যাতি চ। ৮ ॥
রত্নাদিকঞ্চ যৎকিঞ্চিৎ মহ্যং দত্তং ত্বয়া সতি।
ময়াসার্দ্ধং ন যাত্যেব তেন মে কিং প্রয়োজনং। ৯ ॥
ভবাব্ধিতারণে দেবি ভবতী রমণীবরা।
কর্ণধারঃ স্বয়ং কৃষ্ণঃ সর্ব্বেষাং পারকারকঃ। ১০ ॥
কিঞ্চিৎ জ্ঞানং দেহি মহ্যং ভবাব্ধিপারকারণং।
প্রাপ্য প্রসাদং যাস্যামি মথুরাং কৃষ্ণমূলকং। ১১ ॥

দেবি! জীব স্বীয় স্বীয় কর্ম্মানুরোধে বারংবার একাকী সংসারে আগমন করে। এই জন্য পুরুষ স্বকর্ম্মফল ভুক্ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। ৫। ৬ ॥

প্রাণী কর্ম্মযোগে সঞ্জাত, কর্ম্মযোগে প্রলীন হয় এবং কর্ম্মযোগেই সুখ দুঃখ ভয় ও শোক প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ৭ ॥

জীব ভোগাবশিষ্ট কর্ম্মযোগে সংসারে ফলভোগ করে এবং পুনরাচরিত কর্ম্মভোগ জন্য বারংবার এই সংসারে গতায়াত করিতে প্রবৃত্ত হয়। ৮ ॥

সতি! তুমি রত্নাদি যাহা কিছু আমাকে প্রদান করিয়াছ, আমার সহিত তাহার কিছুমাত্র গমন করিবে না. অতএব এই সমুদায়ে আমার প্রয়োজন কি?। ৯ ॥

দেবি! তুমি নারীজাতির প্রধানা, এই ভবজলধিপার করিবার তোমার ক্ষমতা আছে, আর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং কর্ণধার হইয়া জীবগণকে ভবসাগর হইতে পার করিয়া থাকেন। ১০ ॥

যাং যাং কালগতিং মাতঃসুরাণাঞ্চ নৃণামপি।
পিতৃণাং ব্রহ্মলোকস্য তদূর্দ্ধস্য চ তাং বদ। ১২ ॥
তামেব দুস্তরাং ঘোরাং তীর্ত্বা যামি হরেঃ পদং।
এবং ভূত মুপায়ঞ্চ দেহি মে কমলালয়ে। ১৩ ॥
দূরতো যৎপদাম্ভোজং ধ্যায়ন্তে চ দিবানিশং।
দেবা ব্রহ্মেশশেষাদ্যা ত্বং তদ্বক্ষঃস্থলস্থিতা। ১৪ ॥
উদ্ধবস্য বচঃ শ্রুত্বা জহাস কমলালয়া।
বাসসা নেত্রনেত্রঞ্চ সংমার্জ্জ্য তমুবাচ সা। ১৫ ॥
মাধবীবচনেনৈব করোষি প্রশ্ন মুদ্ধব।
স্ত্রীজাতিরবলা লোলা কিং বা জ্ঞানং দদামি তে। ১৬।
শুদ্ধাং কালগতিং বৎস জানাতি ভগবান্ হরিঃ।

সতি! তুমি কৃপা করিয়া আমাকে ভবাব্ধিতরণার্থ কিঞ্চিৎ জ্ঞান প্রদান কর, আমি তোমার প্রসাদে পরিতৃপ্ত হইয়া মথুরাধামে কৃষ্ণ নিকটে গমন করি। ১১ ॥

মাতঃ! দেবতা মনুষ্য ও পিতৃগণের এবং ব্রহ্মলোক ও তদূর্দ্ধ-লোকের কালগতি কি তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন কর। ১২ ॥

কমলালয়ে! যাহাতে আমি সেই দুস্তর ঘোর কালগতি উত্তীর্ণ হইয়া হরির পরম পদ লাভ করিতে পারি, তুমি আমাকে এবম্ভূত উপদেশ প্রদান কর। ১৩ ॥

দেবি! ব্রহ্মা মহেশ্বর ও অনন্তাদি দেবগণ দূর হইতে দিবানিশি যাঁহার চরণ কমল ধ্যান করিতেছেন, তুমি সেই হরির বক্ষঃস্থলে বিরাজমানা রহিয়াছ। ১৪ ॥

কমলালয়া রাধিকা উদ্ধবের এই বাক্য শ্রবণে নয়নযুগল মার্জ্জন করিয়া সহাস্য বদনে কহিলেন উদ্ধব! তুমি মাধবীর বাক্য শ্রবণে আমার নিকট এই প্রশ্ন করিলে, আমি অবলা স্ত্রীজাতি, স্বভাবত চপলা, আমি তোমাকে কি জ্ঞান প্রদান করিব। ১৫। ১৬ ॥

ব্রহ্মা মহেশঃ শেষশ্চ দেবাশ্চত্বার এবচ।
কিঞ্চিদ্বেদানুসারেণ সন্তো জানন্তি পুত্রক। ১৭।
শ্রুতা যা কৃষ্ণবক্ত্রেণ গোলোকে রাসমণ্ডলে।
গোলোকেচাপি বৈকুণ্ঠে ব্রহ্মলোকে চ সাংপ্রতং।
যা দৃষ্টা চ কালগতিস্তামেব কথয়ামি তে। ১৮।
নৃণাং পিতৃণাং দেবানাং ব্রহ্মলোকাদিকস্য চ।
বহির্লোকস্য ব্রহ্মাণ্ডাৎ পাতালানাঞ্চ নিশ্চিতং। ১৯।
দুরত্যয়াং কালগতিং যেনোপায়েন পণ্ডিতাঃ।
নিস্তরন্তি বুধশ্রেষ্ঠ কথয়ামি নিশাময়। ২০।

রাধিকোবাচ।

ভজন্তি জগতাং নাথং কালকালং জগদ্গুরুং।
নির্গুণঞ্চ নিরীহঞ্চ পরমাত্মানমীশ্বরং। ২১॥
সদ্যঃ পততি দেহোঽয়ং বিনা যেন সদাত্মনা।
তং নিসেব্য কালগতিং তরন্ত্যেবহি কেবলং। ২২।

বৎস! ভগবান্ হরি শুদ্ধ কালগতি পরিজ্ঞাত আছেন, আর ব্রহ্মা মহেশ্বর অনন্ত ও বেদ চতুষ্টয়ের উহা বিদিত আছে। এতদ্ভিন্ন সাধুগণ বেদজ্ঞানানুসারে কিয়ৎপরিমাণে উহা জ্ঞাত হইয়া থাকেন। ১৭॥

আমি গোলোকে রাসমণ্ডলে কালগতির বিষয় শ্রীকৃষ্ণ মুখে যেরূপ শুনিয়াছি এবং সংপ্রতি গোলোকে বৈকুণ্ঠে ও ব্রহ্মলোকে উহা যেরূপ দৃষ্ট হইয়াছে তাহা তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি। ১৮॥

হে উদ্ধব! জ্ঞানবান্ মহাত্মারা দেব পিতৃ মনুষ্যগণ ব্রহ্মলোকাদি ব্রহ্মাণ্ডের বহির্লোক ও পাতাল সমুদায়ের কালগতি নিশ্চিতরূপে যে উপায়ে উত্তীর্ণ হন আমি তোমার নিকট তাহা বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর। ১৯॥

হে উদ্ধব! যাঁহারা কেবল সেই কালের কালস্বরূপ জগদ্গুরু নির্গুণ

আয়ুর্হরতি সর্ব্বেষাং প্রাণিনাং রবিরেব সঃ।
শ্রীহরেঃ শুদ্ধভক্তানাং সতাং পুণ্যবতাং বিনা।
বিধের্ম্মানসিকান্ পুত্রান্ চতুরঃ পশ্য পুত্রক। ২৩॥
সনকাদীন্ ভাগবতান্ যেষাঞ্চ সুস্থিরং বয়ঃ।
রুদ্রাদ্যান্ বয়সা নিত্যান্ জ্ঞানিনাঞ্চ গুরোর্গুরূন্। ২৪॥
বালানমুপনীতাংশ্চ পঞ্চবর্ষশিশূন্ যথা।
অভ্যন্তরমহাস্ফীতান্ সস্মিতাংশ্চ দিগম্বরান্। ২৫॥
শ্রীকৃষ্ণধ্যানপূতাংশ্চ তীর্থপূতাংশ্চ বৈষ্ণবান্।
বেদ বেদাঙ্গ শাস্ত্রাণাং চিন্তাহীনান্ প্রফুল্লিতান্। ২৬॥
ভক্ত্যা দিবানিশং শশ্বৎ হরিভাবনতৎপরান্।
বাহ্য পূজাবিহীনাংশ্চ পূজামানসিকাং তথা।
মৃত্যুঞ্জয়ান্মহাভাগান্ কালব্যালজিতাং স্তথা। ২৭॥

নিরীহ জগৎপতি পরমাত্মা পরমেশ্বর কৃষ্ণকে ভজনা করেন, সদাত্মা ভিন্ন তাহাদিগের সেই ভোগদেহ সদা পতিত হয়, সুতরাং তাঁহারাই কৃষ্ণ সেবার গুণে কালগতি উত্তীর্ণ হইয়া থাকেন। ২০। ২১। ২২॥

সূর্য্যদেব সমস্ত প্রাণীর আয়ু হরণ করেন, কিন্তু তিনি শ্রীকৃষ্ণের শুদ্ধ ভক্ত পুণ্যবান্ সাধুগণের আয়ু হরণ করিতে পারেন না। ২৩॥

বৎস! সনক, সুনন্দ, সনাতন ও সনৎকুমার এই ব্রহ্মপুত্র চতুষ্টয় ও রুদ্রাদি দেবগণকে স্মরণ কর। ইহাঁরা জ্ঞানিগণের গুরুর গুরু ও নিত্য আয়ুষ্মান্ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছেন। ২৪॥

অনুপনীত পঞ্চমবর্ষীয় বালকের ন্যায় ইহাঁরা পরিদৃশ্যমান, কিন্তু ইহাঁরা অভ্যন্তর স্ফীত। এই পরম তত্বজ্ঞ মহাত্মারা দিগম্বর হইয়া সতত সহাস্য বদনে অবস্থান করিতেছেন। ২৫॥

এই পরম বৈষ্ণবগণ কৃষ্ণ ধ্যান পূত ও তীর্থ পূত। ইহারা বেদ বেদাঙ্গাদি শাস্ত্র চিন্তা না করিয়া সর্ব্বদা কৃষ্ণ চিন্তনে পরমানন্দ অনুভব করিতেছেন। ২৬॥

সনকঞ্চ সনন্দঞ্চ তৃতীয়ঞ্চ সনাতনং।
পরং সনৎকুমারঞ্চ যে স্মরন্তি চ নিত্যশঃ। ২৮॥
তীর্থ স্নানফলং লব্ধা কৃতপাপাৎ প্রমুচ্যতে।
হরিভক্তির্ভবেত্তেষাং হরিদাস্যং লভন্তি তে। ২৯।
মৃকণ্ডোর্ব্বালকং পশ্য কর্ম্মণা চ দ্বিজোত্তমং।
দশবর্ষায়ুষং তীব্রং জ্বলন্তং ব্রহ্মতেজসা।
হরি সেবনতঃ পশ্চাৎ সপ্তকল্পান্ত জীবনং। ৩০ ॥
বোঢ়ুং পঞ্চশিখং পশ্য লোমসঞ্চাসুরিং তথা।
সর্ব্বকর্ম্ম বিহীনঞ্চ হরিসেবনতৎপরং। ৩১ ॥
শতকল্পায়ুষঞ্চৈব ধ্যায়মানং হরেঃ পদং। ৩২ ॥
জমদগ্নেঃ সুতং পশ্যরামং তং চিরজীবিনং।
হনুমন্তং বলিং ব্যাস মশ্বত্থামান মেবচ। ৩৩ ॥

ইহাঁদিগের চিত্ত দিবানিশি ভক্তিযোগে হরি চিন্তনেই আসক্ত রহিয়াছে। ইহাঁদিগের বাহ্যিক পূজা নাই, মানসিক পূজাতেই ইহারা সতত তৎপর রহিয়াছেন, মৃত্যু ইহাঁদেগের নিকট পরাজিত। ইহাঁরা কাল ব্যালকে এককালে জয় করিয়াছেন। ২৭ ॥

বৎস! যাঁহারা পরম বৈষ্ণব সনক সনন্দ সনাতন ও সনৎকুমারকে নিত্য স্মরণ করেন, তাঁহারা তীর্থ স্নানের ফল প্রাপ্ত হইয়া আচরিত পাপ হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারেন, আর তাঁহারা হরিভক্তি ও হরির দাস্য পর্য্যন্ত লাভ করিতে সক্ষম হন। ২৮। ২৯॥

বৎস! তুমি মৃকণ্ডুর শিশুসন্তানের বিষয় স্মরণ কর, তিনি দশবৎসর বয়ঃক্রম কালে স্বীয় কর্ম্মযোগে ব্রহ্মতেজে জাজ্বল্যমান হন, তৎপরে সেই মার্কণ্ডের কেবল হরি সেবার গুণে সপ্তকল্পায়ুজীবী হইয়াছেন। ৩০ ॥

মহর্ষি বোঢ়ু পঞ্চশিখ লোমশ ও আসুরি ইহারা সর্ব্ব কর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক কেবল হরি সেবা নিবন্ধন শতকল্পায়ুজীবী হইয়া সতত সনাতন হরির পাদপদ্ম ধ্যান করিতেছেন। ৩১। ৩২ ॥

বিভীষণং কৃপং বিপ্রং জাম্বুমন্তঞ্চ ভল্লুকং।
হরিভাবনয়াচেতে শুদ্ধাঃ সুচিরজীবিনঃ। ৩৪ ॥
সিদ্ধেন্দ্রেষু মুনীন্দ্রেষু নরেষন্যেষুচোদ্ধব।
হরিভাবনশুদ্ধাশ্চ সর্ব্বে তে চিরজীবিনঃ। ৩৫ ॥
প্রহ্লাদং পশ্য দৈত্যেষু হিরণ্যকশিপোঃ সুতং।
হরিদ্বিষো দুরন্তস্য হরিভাবনতৎপরং। ৩৬ ॥
চিরায়ুষং কালজিতং পশ্যান্যচ্চাপ্য সংখ্যকং।
অনেকজন্মতপসা লব্ধা জন্ম চ ভারতে।
যে হরিং তং ন সেবন্তে তে মূঢ়াঃ কৃতপাপিনঃ। ৩৭ ॥
বাসুদেবং পরিত্যজ্য বিষয়ে নিরতোজনঃ।
ত্যক্তামৃতং মূঢ়বুদ্ধির্ব্বিষং ভুংক্তে নিজেচ্ছয়া। ৩৮ ॥

জমদগ্নি পুত্র পরশুরাম, হনুমান, দানবরাজ বলি, বেদব্যাস, অশ্বত্থামা, বিভীষণ, কৃপাচার্য্য ও ঋক্ষরাজ জাম্বুবান্ ইহারা কেবল হরি সেবা পরায়ণ হইয়া চিরজীবী হইয়াছেন। ৩৩। ৩৪ ॥

হে উদ্ধব! এতভিন্ন সিদ্ধেন্দ্রগণ মুনীন্দ্রগণ এবং মনুষ্য মধ্যে কেহ কেহ সনাতন হরির সেবায় পরিশুদ্ধ ও চিরজীবী হইয়াছেন। ৩৫ ॥

বৎস! দৈত্যগণের মধ্যে হরিদ্বেষ্টা হিরণ্যকশিপুর পুত্র মহাত্মা প্রহ্লাদ সতত হরি স্মরণে যে প্রভাব সম্পন্ন হইয়াছিলেন তাহা স্মরণ কর। ৩৬ ॥

আর অন্যান্য মহাত্মারা বহুজন্ম তপস্যারফলে ভারতে জন্ম গ্রহণ করিয়া কালকে জয় পূর্ব্বক দীর্ঘকাল হরির সেবা করিয়াছেন, তাহাদিগকে স্মরণ করিলেই তোমার সমস্ত প্রতীতি হইবে। যাহারা হরিসেবায় পরাঙ্মুখ হয় তাহারা অতি মূঢ় ও পাপাত্মা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। ৩৭ ॥

যে ব্যক্তি হরিসেবা পরিত্যাগ করিয়া বিষয়ান্তর অবলম্বন করে, সেই মূঢ় ব্যক্তিরা অমৃত পরিত্যাগ করিয়া স্বেচ্ছাক্রমে বিষপান করিয়া থাকে। ৩৮ ॥

কস্য স্ত্রী কস্য বা পুত্রঃ কস্যবা বান্ধব স্তথা।
কঃ কস্য বন্ধুর্ব্বিপদি শ্রীকৃষ্ণেণ বিনা ভুবি। ৩৯ ॥
তস্মাৎ সন্তঃ সদা কৃষ্ণং ভজন্ত্যেব দিবানিশং।
জন্মমৃত্যুজরাব্যাধিহরং সর্ব্ব পরাৎপরং। ৪০ ॥
কালস্য তরণোপায়ং ভজনং পরমাত্মনঃ।
শ্রীনন্দনন্দনস্যৈব পরিপূর্ণতমস্য চ। ৪১ ॥
শৃণু কালগতিং বৎস মদীয় জ্ঞানগোচরাং।
নরাণাঞ্চ পিতৃণাঞ্চ সুরাণাঞ্চাপি ব্রহ্মণঃ। ৪২ ॥
নাগানাং রাক্ষসাদীনাং তৎপরেষাঞ্চ পুত্রক।
কথয়ামি নিশ্চিতার্থান্ সাবধানং নিশাময়। ৪৩ ॥
সর্ব্বস্মাচ্চ পরঃ স্থূলঃ সর্ব্বাধারো মহান্ বিরাট্।
যস্য লোমসু বিশ্বানি চাসংখ্যাণি চ তানি চ। ৪৪ ॥
সর্ব্বস্মাচ্চ পরং সূক্ষ্মং পরমাণুং নিশাময়।

ইহলোকে কেহ কাহার পত্নী, কেহ কাহার পুত্র বা কেহ কাহার বন্ধু নহে, সেই পরাৎপর পরমাত্মা কৃষ্ণই সকলের একমাত্র পরমাত্মীয়, বিপত্তি কালে তিনি ভিন্ন সহায় আর কেহই নাই। ৩৯ ॥

এই জন্য সাধুগণ দিবানিশি জন্ম মৃত্যু জরা ও ব্যাধির বিনাশ কারণ পরাৎপর কৃষ্ণকেই ভজনা করেন। ৪০ ॥

পরিপূর্ণতম পরমাত্মা শ্রীনন্দনন্দন কৃষ্ণের ভজনে জীব অনায়াসে কাল ভয় হইতে নিস্তার পাইয়া থাকে। ৪১ ॥

বৎস! মদীয় জ্ঞান গোচর কালগতি তোমার শ্রুতি গোচর হউক। এক্ষণে দেবগণ, মনুষ্যগণ, পিতৃগণ, ব্রহ্মা, নাগগণ ও রাক্ষসাদি সমস্ত প্রাণিগণের নিশ্চিতার্থ কালনিয়ম তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি, তুমি সাবধানে শ্রবণ কর। ৪২। ৪৩ ॥

মহাবিরাট্ সর্ব্বাপেক্ষা স্থূল ও সর্ব্বাধার বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছেন, তাঁহারই লোমকূপে নিখিল বিশ্ব স্থিতি করিতেছে। ৪৪ ॥

কালারম্ভাত্মকং সর্ব্বস্যানূহং পরমীপ্সিতং। ৪৫ ॥
পরমাণুদ্বয়েনাণুস্ত্রসরেণুস্তুতত্ত্রয়ঃ।
ত্র্যসরেণুত্রিকেনাপি ত্রুটিরুক্তো মণীষিভিঃ। ৪৬ ॥
বেধস্ত্রুটিশতেনৈব ত্রিবেধেন লবস্তথা।
ত্রিলবেন নিমেষশ্চ ত্রিনিমেষেণ চ ক্ষণঃ। ৪৭ ॥
কাষ্ঠা পঞ্চক্ষণেনৈব লঘুশ্চ দশ কাষ্ঠয়া।
লঘুপঞ্চদশো দণ্ডস্তৎ প্রমাণং নিশাময়। ৪৮ ॥
দ্বাদশার্দ্ধপলোন্মানং চতুর্ভিশ্চতুরঙ্গুলৈঃ।
স্বর্ণমাসৈঃ কৃতচ্ছিদ্রং যাবৎ প্রস্থজলপ্লুতং। ৪৯ ॥
দণ্ডদ্বয়ে চ মুহূর্ত্তঃ ষষ্টিদণ্ডাত্মিকা তিথিঃ।
তদষ্টভাগঃ প্রহরঃ প্রমাণঞ্চ নিরূপিতং। ৫০ ॥
চতুর্ভিঃ প্রহরৈ রাত্রিশ্চতুর্ভির্দ্দিন মেবচ।
তিথিপঞ্চদশেনৈব পক্ষমানং প্রকীর্ত্তিতং। ৫১ ॥

আর যে পদার্থ সর্ব্বাপেক্ষা সূক্ষ্ম, তাহাই পরমাণু। সেই পরমাণুই সর্ব্ব কালের আরম্ভাত্মক বলিয়া উক্ত আছে। ৪৫ ॥

সেই পরমাণুদ্বয়ে এক অণু, অণুত্রয়ে একত্র্যাস রেণু ও ত্র্যাস রেণুত্রয়ে একত্রুটি, ত্রুটি শতে এক বেধ, ত্রি বেধে এক লব ত্রি লবে এক নিমেষ ও ত্রিনেমেষে এক ক্ষণ হয়। ৪৬। ৪৭ ॥

পঞ্চ ক্ষণে এক কাষ্ঠা, দশ কাষ্ঠায় এক লঘু পঞ্চদশ লঘুতে এক দণ্ড নিরূপিত আছে। এই দণ্ডের পরিমাণ তোমার নিকট নির্দ্দেশ করিতেছি শ্রবণ কর। ৪৮ ॥

চতুরঙ্গুলি পরিমিত স্বর্ণমাস চতুষ্টয়ে কৃতছিদ্র ষট্পল পরিমিত জলপাত্র যে সময়ের মধ্যে এক প্রস্থ জলে পরিপ্লুত হয় তাহাকে দণ্ড কহে। ৪৯ ॥

সেই দণ্ডদ্বয়ে এক মুহূর্ত্ত হয়। তিথি ষষ্টিদণ্ডাত্মিকা। অষ্ট দণ্ডে এক প্রহর নির্দ্দিষ্ট আছে। ৫০ ॥

পক্ষদ্বয়েন মাসঃস্যাৎ শুক্লকৃষ্ণাভিধেন চ।
ঋতুর্মাসদ্বয়েনৈব তৎষট্কেনৈব বৎসরঃ। ৫২ ॥
বসন্তোগ্রীষ্মবর্ষাশ্চ শরদ্ধেমন্ত শীতকং।
বর্ষাঃ পঞ্চবিধাজ্ঞেয়াঃ কালবিদ্ভি র্নিরূপিতাঃ। ৫৩ ॥
সম্বৎসরঃ পরিবৎসর ঈশাবৎসর এবচ।
অনুবৎসরো বৎসরোহয় মিতি কালবিদো বিদুঃ। ৫৪ ॥
অব্দোদ্বিষট্ক মাসৈশ্চ তন্নামানি শৃণূদ্ধব।
বৈশাখোজ্যৈষ্ঠ আষাঢ়ঃ শ্রাবণোভাদ্র এবচ। ৫৫ ॥
আশ্বিনঃ কার্ত্তিকোমার্গঃ পৌষোমাঘস্তুফাল্গুণঃ।
চৈত্রস্তু চরমোজ্ঞেয়ো বর্ষশেষো নিরূপিতঃ। ৫৬ ॥
বসন্তশ্চৈত্রবৈশাখো মাসযুগ্মেন কীর্ত্তিতঃ।
জ্যৈষ্ঠাষাঢ়দ্বয়েনৈব গ্রীষ্মস্তু পরিকীর্ত্তিতঃ। ৫৭ ॥

সেই প্রহর চতুষ্টয়ে একরাত্রি ও প্রহর চতুষ্টয়ে এক দিন হয় এবং পঞ্চদশ তিথিতে একপক্ষ হইয়া থাকে। ৫১ ॥

পক্ষ দ্বিবিধ, শুক্ল ও কৃষ্ণ। এই উভয় পক্ষে একমাস, দুই মাসে এক ঋতু ও ষট্ ঋতুতে এক বৎসর হয়। ঋতু যথাক্রমে বসন্ত গ্রীষ্ম বর্ষা শরৎ হেমন্ত ও শীত এই ছয় নামে নির্দ্দিষ্ট আছে। কালবিদ্ পণ্ডিতগণ বৎসরকে পঞ্চ বিধ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ৫২ ॥ ৫৩ ॥

কালবিদ্ পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক সংবৎসর পরি বৎসর ঈষাবৎসর অনুবৎসর ও বৎসর এই পঞ্চনামক বর্ষ নিরূপিত হইয়াছে। ৫৪ ॥

হে উদ্ধব! যে দ্বাদশ মাসে বৎসর হয় তাহা তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন, কার্ত্তিক, মার্গশীর্ষ, পৌষ, মাঘ, ফাল্গুন, চৈত্র, এই দ্বাদশ মাসে বর্ষ নির্দ্দিষ্ট আছে। ৫৫। ৫৬।

চৈত্র বৈশাখ এই মাসদ্বয়ে বসন্ত, জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় এই মাস দ্বয়ে গ্রীষ্ম.

বর্ষাঃ শ্রাবণভাদ্রেণচাশ্বিনে কার্ত্তিকে শরৎ।
মার্গ পৌষে চহেমন্তঃ শিশিরো মাঘ ফল্গুনে। ৫৮॥
অব্দস্তুচায়নে দ্বেচৈবোত্তরে দক্ষিণায়নে। ৫৯॥
মাঘাদিষট্কৈর্ব্বিমিতমুত্তরায়ণমীপ্সিতং।
শ্রাবণাদিমাসষট্কং দক্ষিণায়ন মেবচ। ৬০॥
মাঘাদাষাঢ় পর্য্যন্তং দিনং বৃদ্ধং ক্রমেণ বৈ।
নক্তং বৃদ্ধং শ্রাবণাচ্চ পৌষপর্য্যন্ত মেবচ। ৬১॥
প্রতিপৎ পূর্ণিমান্তশ্চ শুক্লপক্ষঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
পূর্ণিমায়াঃ প্রতিপদশ্চামাবাস্যান্ত এবচ।
কৃষ্ণপক্ষস্তু বিজ্ঞেয়ো বেদ বিদ্ভি র্নিরূপিতঃ। ৬২॥
দ্বিতীয়া চ তৃতীয়াচ চতুর্থী পঞ্চমী তথা।
ষষ্ঠী চ সপ্তমী চৈবহ্যষ্টমী নবমী তথা। ৬৩॥
দশম্যেকাদশীচাপি দ্বাদশী চ ত্রয়োদশী।
চতুর্দ্দশীকুহূর্যাবদিদন্তুগণনং স্মৃতং। ৬৪॥

শ্রাবণ ভাদ্র এই মাসদ্বয়ে বর্ষা, আশ্বিন কার্ত্তিক এই মাসদ্বয়ে শরৎ, মার্গশীর্ষ ও পৌষ এই মাসদ্বয়ে হেমন্ত, ও মাঘ ফাল্গুন এই মাসদ্বয়ে শীত ঋতু সঞ্জাত হয়। ৫৭। ৫৮॥

দুই অয়নে এক বর্ষ দক্ষিণায়ন ও উত্তরায়ণ, মাঘাদি আষাঢ় পর্য্যন্ত ছয় মাস উত্তরায়ণ ও শ্রাবণাদি ছয় মাস দক্ষিণায়ন বলিয়া উক্ত আছে। ৫৯। ৬০॥

মাঘ হইতে আষাঢ় পর্য্যন্ত ছয় মাসের এবং শ্রাবণ হইতে পৌষ পর্য্যন্ত ছয় মাসের রাত্রি পর্য্যায়ক্রমে বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। ৬১॥

অমাবস্যার পর প্রতিপদ্ হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত শুক্ল পক্ষ এবং পূর্ণিমার পর প্রতিপদ্ হইতে অমাস্যা পর্য্যন্ত কৃষ্ণ পক্ষ বলিয়া বেদজ্ঞ পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ৬২॥

পৌর্ণমাস্যান্ত প্রতিপদের পর দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, চতুর্থী, পঞ্চমী, ষষ্ঠী,

অশ্বিনীভরণীচাপি কৃত্তিকারোহিণী তথা।
মৃগশিরাস্তথার্দ্রা চ নক্ষত্রশ্চ পুনর্ব্বসুঃ। ৬৫ ॥
পুষ্যাশ্লেষা মঘাচৈব পূর্ব্বাচোত্তরফল্গুনী।
হস্তাচিত্রাতথা স্বাতি বিশাখাচানুরাধিকা। ৬৬ ॥
জ্যেষ্ঠামূলাতথাজ্ঞেয়া পূর্ব্বষাঢ়োত্তরাতথা।
শ্রবণাপ্যভিজিচ্চৈব ধনিষ্ঠা চ প্রকীর্ত্তিতা। ৬৭ ॥
ততঃ শতভিষা জ্ঞেয়া পূর্ব্বভাদ্রপদ স্তথা।
তথোত্তরস্তু বিজ্ঞেয়া রেবতী চরমাস্মৃতা। ৬৮ ॥
অষ্টাবিংশ চ নক্ষত্রং কলত্রং শশিনোদ্ধব।
ক্রমেণ তাভিঃ সার্দ্ধঞ্চ চন্দ্রস্তিষ্ঠতি নিত্যশঃ। ৬৯ ॥
সপ্তবিংশতি নক্ষত্রং কলত্রঞ্চ শ্রুতৌ শ্রুতং।
অভিজিৎ শ্রবণাচ্ছায়াতেনাষ্টাবিংশতিঃ স্মৃতাঃ। ৭০ ॥
একদাচমধৌ চন্দ্রো রোহিণ্যা রাময়া সহ।

সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী, দশমী, একাদশী, দ্বাদশী, ত্রয়োদশী, চতুর্দ্দশী ও অমাবস্যা এই পঞ্চদশ কৃষ্ণপক্ষীয় তিথি, শুক্লপক্ষীয় তিথিও এইরূপ, কেবল পরিশেষে পৌর্ণমাসী এইমাত্র বিশেষ আছে। ৬৩। ৬৪ ॥

হে উদ্ধব! অশ্বিনী, ভরণী, কৃত্তিকা, রোহিণী, মৃগশিরা, আর্দ্রা পুনর্ব্বসু, পুষ্যা, অশ্লেষা, মঘা, পূর্ব্বফল্গুনী, উত্তরফল্গুনী, হস্তা, চিত্রা, স্বাতি, বিশাখা, অনুরাধা, জ্যেষ্ঠা, মূলা, পূর্ব্বাষাঢ়া, উত্তরাষাঢ়া, শ্রবণা, অভিজিৎ, ধনিষ্ঠা, শতভিষা, পূর্ব্বভাদ্রপদ, উত্তরভাদ্রপদ ও রেবতী এই অষ্টাবিংশতি নক্ষত্র চন্দ্রপত্নী বলিয়া কথিত। চন্দ্রদেব যথাক্রমে প্রতি দিন ঐ নক্ষত্রগণকে ভোগ করেন। ৬৫। ৬৬। ৬৭। ৬৮। ৬৯ ॥

বেদে অশ্বিন্যাদি সপ্তবিংশতি নক্ষত্র চন্দ্রপত্নী বলিয়া উক্ত আছে, কেবল অভিজিৎ শ্রবণাছায়া লইয়া অষ্টাবিংশতি সংখ্যা নিরূপিত হইয়াছে। ৭০ ॥

রেমে দিবানিশং নিত্যং দৃষ্ট্বা চিত্রা চুকোপ সা।
এতচ্ছ্রুতং কৃষ্ণমুখাৎ শতশৃঙ্গে চ পর্ব্বতে। ৭১ ॥
নক্ষত্রং কথিতং বৎস তিথীনামিতি নিত্যশঃ।
যোগঞ্চ করণঞ্চৈব মদেকত্র নিশাময়। ৭২ ॥
বিষ্কুম্ভঃ প্রীতিরায়ুষ্মান্ সৌভাগ্যঃ শোভনস্তথা।
অতিগণ্ডঃ স্থকর্ম্মা চ ধৃতিঃ শূলস্তথৈব চ। ৭৩ ॥
গণ্ডোবৃদ্ধিধ্রুবশ্চৈব ব্যাঘাতো হর্ষণস্তথা।
বজ্রশ্চাসৃগ্ব্যতীপাতো বরীয়ান্ পরিঘঃ শিবঃ। ৭৪ ॥
সাধ্যঃ সিদ্ধঃ শুভঃ শুক্রো ব্রহ্মোন্দ্রোবৈধৃতিস্তথা।
কীর্ত্তিতস্তুযোগগণঃ করণং শ্রূয়তামিতি। ৭৫ ॥
ববশ্চ বালবশ্চৈব কৌলবস্তৈতিলস্তথা।
গরশ্চ বণিজশ্চাপি বিষ্টিশ্চ শকুনিস্তথা।
চতুষ্পাচ্চাপি নাগাশ্চ কিন্তুঘ্ন ইতি কীর্ত্তিতঃ। ৭৬ ॥

বৎস উদ্ধব পূর্ব্বে যখন আমি শতশৃঙ্গ পর্ব্বতে শ্রীকৃষ্ণের সহিত বাস করি, তখন তাঁহার মুখে শুনিয়াছিলাম, একদা চন্দ্র মধুমাসে দিবারাত্রি রোহিণীর সহিত বিহার করেন, তদ্দর্শনে চিত্রা তাহার প্রতি অতিশয় ক্রুদ্ধা হইয়াছিলেন। ৭১ ॥

বৎস! এই আমি তিথি নক্ষত্র সমুদায়ের বিবরণ তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে করণ ও যোগ সমুদায় কহিতেছি শ্রবণ কর। ৭২ ॥

বৎস! বিষ্কুম্ভ, প্রীতি, আয়ুষ্মান্, সৌভাগ্য, শোভন, অতিগণ্ড, সুকর্ম্মা, ধৃতি, শূল, গণ্ড, বৃদ্ধি, ধ্রুব, ব্যাঘাত, হর্ষণ, বজ্র, অসৃক্, ব্যতীপাত, বরীয়ান্, পরিঘ, শিব, সাধ্য, সিদ্ধ, শুভ, শুক্র, ব্রহ্ম, ইন্দ্র, ও বৈধৃতি, এই সমস্ত যোগ কথিত আছে, এক্ষণে করণের বিষয় শ্রবণ কর। ৭৩। ৭৪। ৭৫ ॥

বব, বালব, কৌলব, তৈতিল, গর, বণিজ, বিষ্টি, শকুনি, চতুষ্পাদ, নাগ ও কিন্তুঘ্ন এই সমস্ত করণ নিরূপিত আছে। ৭৬ ॥

নরাণাঞ্চাপি মাসেন পিতৃণাঞ্চ দিবানিশং।
শুক্লে তেষাং দিনঞ্চাপি কৃষ্ণেনক্তং প্রকীর্ত্তিতং। ৭৭ ॥
বৎসরেণ নরাণান্তু সুরাণাঞ্চ দিবানিশং।
দিনং তেষামুত্তরে চ নক্তঞ্চ দক্ষিণায়ণে। ৭৮ ॥
মন্বন্তরন্তু দিব্যানাং যুগানামেক সপ্ততি।
মনোরায়ুঃ পরিমিতং শক্রস্যায়ুঃ প্রকীর্ত্তিতং। ৭৯ ॥
পঞ্চবিংশৎ সহস্রঞ্চ তথা পঞ্চ শতং পরং।
তত্র সূর্য্যগতির্নাস্তি শক্রপাতানুসারতঃ। ৮০ ॥
যুগানাং ষষ্টিমধিকং নরাণাঞ্চ প্রকীর্ত্তিতং।
কালেন তেন শক্রস্য পতনঞ্চ মনোস্তথা।
চতুর্দ্দশেন্দ্রাবচ্ছিন্নকালেন ব্রহ্মণো দিনং। ৮১ ॥
এতেনৈব চ তদ্যুক্ত মুক্তং ধাতুর্দ্দিবানিশং।
তত্র সূর্য্যগতির্নাস্তি শক্রপাতানুসারতঃ।
দিবানিশঞ্চ জানন্তি ব্রহ্মলোকনিবাসিনঃ। ৮২ ॥

মানবগণের একমাসে, পিতৃগণের একদিবারাত্রি হয়, তন্মধ্যে শুক্লপক্ষ তাহাদের দিন ও কৃষ্ণপক্ষ রাত্রি বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। ৭৭ ॥

বৎস! মানবগণের এক বৎসরে দেবগণের এক দিবারাত্রি হয়, তন্মধ্যে উত্তরায়ণ তাঁহাদিগের দিবা ও দক্ষিণায়ন রাত্রি বলিয়া উক্ত আছে। ৭৮ ॥

এক সপ্ততি দিব্যযুগে এক মন্বন্তর। এক মনুর আয়ুঃ পরিমিত কালানুসারে এক ইন্দ্রের আয়ুষ্কাল কথিত আছে। ৭৯ ॥

ঐ কাল মনুষ্যমানে পঞ্চবিংশ সহস্র ষষ্টাধিক পঞ্চশতযুগ। ইন্দ্রপাতে ইন্দ্রলোক পর্য্যন্ত সূর্য্যের গতি তিরোহিত হয়। ৮০ ॥

উক্ত কাল নিয়মানুসারে মনু ও ইন্দ্রের পতন হয়, এইরূপ ইন্দ্রের পতনে ব্রহ্মার এক দিন হইয়া থাকে। ৮১ ॥

উক্ত নিয়মে বিধাতার দিবারাত্রি নির্দ্দিষ্ট আছে, ইন্দ্রপাত নিয়মানু-

দণ্ডদ্বয়ং নবপলং শক্রপাতেন তৎপলং।
এবং ত্রিংশদ্দিনেনৈব ধাতুর্ম্মাসঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
অব্দো দ্বাদশভির্ম্মাসৈর্ব্বর্ষং তস্য শতায়ুষঃ। ৮৩ ॥
ব্রহ্মণঃ পতনেনৈব নিমেষং শ্রীহরেরপি।
ধাতুঃ পাতানুসারেণ বৈকুণ্ঠেন দিবানিশং। ৮৪ ॥
তত্র সূর্য্যগতির্নাস্তি চৈবং গোলোক তং স্মৃতং।
বৈকুণ্ঠবাসিনঃ সর্ব্বে তেন জানন্ত্যহর্ন্নিশং। ৮৫ ॥
চন্দ্রস্যাপি গ্রহাণাঞ্চ গতির্নাস্তীতি তত্রবৈ।
চক্রং নৈব ভ্রমত্যেব রাশীনামিচ্ছয়া হরেঃ। ৮৬ ॥
দিনঞ্চ তেজসা দীপ্তং কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ।
নক্তং তেজোবিহীনঞ্চ হরৌ চ মন্দিরং গতে। ৮৭ ॥

সারে তথায় সূর্য্যের গতি থাকে না, তথাপি ব্রহ্মলোকবাসিগণ দিবারাত্রি পরিজ্ঞাত হইতে পারে। ৮২ ॥

ইন্দ্রের আয়ুঃ পরিমানুসারে ব্রহ্মার এক পল হয়। এই নিয়মানুরূপ ত্রিংশদ্দিনে ব্রহ্মার একমাস, ও দ্বাদশ মাসে এক বর্ষ হয়। এইরূপ শত বর্ষ তাহার আয়ুকাল নির্দ্দিষ্ট আছে। ৮৩ ॥

ঈদৃশ শতায়ু ব্রহ্মার পতনে হরির এক নিমেষ হয়। বিধাতার পতনানুসারে বৈকুণ্ঠধামে দিবারাত্রির সঞ্চার হইয়া থাকে। ৮৪ ॥

বৈকুণ্ঠধামে পূর্ব্বোক্ত নিয়মানুসারে সূর্য্যের গতি থাকে না। তথাপি বৈকুণ্ঠবাসিগন দিবারাত্রি জানিতে পারেন। গোলোকধামেরও এইরূপ নিয়ম নির্দ্ধারিত আছে। ৮৫ ॥

সেই বৈকুণ্ঠ ও গোলোকধামে চন্দ্র ও গ্রহগণেরও গতি বিদ্যমান নাই। হরির ইচ্ছানুসারে তথায় রাশিচক্র পরিভ্রমণ করে না। ৮৬ ॥

সেই পরমাত্মা কৃষ্ণের তেজে তত্রত্য দিবাভাগ প্রদীপ্ত হয়, পরে তিনি স্বীয় ভবনে গমন করিলে তেজের হীনতা নিবন্ধন রাত্রি উপস্থিত হইয়া থাকে। ৮৭ ॥

এবং কালগতি স্তত্র বিষ্ণুলোকেঽস্তি সন্ততং।
কালস্বরূপো ভগবান্ পরমাত্মা নিরাকৃতিঃ। ৮৮ ॥
চন্দ্র সূর্য্যগতি র্নাস্তি পাতালেষু চ সপ্তসু।
তদ্বাসিনশ্চ জানন্তি শাঙ্কেতেন দিবানিশং। ৮৯ ॥
দিনে চ মূর্দ্ধ্নি নাগানাং মণির্জ্জলতি নিত্যশঃ।
সন্ধ্যায়াং দীপ্তিহীনশ্চ রাত্রিশ্চ তমসাবৃতা। ৯০ ॥
কালং শুন্ত্রী প্রমাণেন জানন্তি তন্নিবাসিনঃ।
যথা ভুবি তথা তত্র পরিমাণং প্রকীর্ত্তিতং। ৯১ ॥
কৃতং ত্রেতাদ্বাপরঞ্চ কলিশ্চেতি চতুর্যুগং।
দিব্যৈর্দ্বাদশসাহস্রৈর্ব্বৎসরৈশ্চাপিতানি চ। ৯২ ॥
অষ্টৌশতান্যপ্যধিকং সহস্রাণাং চতুষ্টয়ং।
দিব্যৈর্ব্বর্ষৈঃ কৃতযুগং কালবিদ্ভি র্নিরূপিতং। ৯৩ ॥

হে উদ্ধব! সেই বিষ্ণুলোকে নিরন্তর এইরূপ কালগতি বিদ্যমান আছে। আর সেই নিরাকার পরমাত্মা ভগবান্ হরিও কালস্বরূপ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছেন। ৮৮ ॥

আর সপ্ত পাতালেও সূর্য্যের গতি বিদ্যমান নাই। পাতালবাসিগণ কেবল সঙ্কেতে দিবারাত্রি পরিজ্ঞাত হইয়া থাকে। ৮৯ ॥

দিবাভাগে নাগগণের মস্তকে সর্ব্বদা মণি জ্বলিতে থাকে, আর সন্ধ্যাকালে সেই মণির তেজ হ্রাস হইলে ক্রমে অন্ধকারময়ী রজনী উপস্থিত হয়। ৯০ ॥

সেই সপ্তপাতালবাসিগণ তন্ত্রী পরিমাণানুসারে কাল নিয়ম পরিজ্ঞাত হইতে পারে, মনুষ্যলোকে কাল পরিমাণ যেরূপ নির্দ্দিষ্ট আছে ঐ সপ্ত পাতালেও কালের নিয়ম ঐরূপ নিরূপিত আছে। ৯১ ॥

দিব্য দ্বাদশ সহস্র বৎসরে মনুষ্যমাণের সত্য ত্রেতা দ্বাপর ও কলি এই যুগ চতুষ্টয় হয়। ৯২ ॥

অষ্টাবিংশৎ সহস্রাণ্যপ্যধিকং পরমাণকং।
লক্ষাণাঞ্চ সপ্তদশ নৃমাণং পরিকীর্ত্তিতং। ৯৪ ॥
অধিকং ষট্‌শতান্যেব সহস্রাণাং ত্রয়ং তথা।
দিব্যৈর্ব্বর্ষৈশ্চত্রেতেতি বৎস কালবিদোবিদুঃ। ৯৫ ॥
ষণ্ণবতি সহস্রাণি লক্ষৈ দ্বাদশভিঃ সহ।
নৃণাং বর্ষৈশ্চ ত্রেতেতি কালবিদ্ভিঃ প্রকীর্ত্তিতঃ। ৯৬ ॥
চতুষ্টয়ং শতানাঞ্চাপ্যধিকং দ্বিসহস্রকং।
বর্ষং দিব্যং দ্বাপরঞ্চ কালজ্ঞৈঃ পরিকীর্ত্তিতং। ৯৭ ॥
চতুঃষষ্টি সহস্রাণি লক্ষৈরষ্টভি রেবচ।
নৃণাং বর্ষৈ দ্বাপরঞ্চ কালজ্ঞৈঃ পরিকীর্ত্তিতং। ৯৮ ॥
অধিকং দ্বিশতঞ্চৈব দিব্যং বর্ষ সহস্রকং।
এবমেতৎ কলিযুগং বৎস প্রাজ্ঞৈঃ প্রকীর্ত্তিতং। ৯৯ ॥

তন্মধ্যে কালবিদ্ পণ্ডিতগণ নরমাণের অষ্টশতাধিক চারি সহস্র বর্ষ, সত্যযুগ নিরূপণ করিয়াছেন। ৯৩।

এই কাল মনুষ্যমাণের অষ্টবিংশ সহস্রাধিক সপ্তদশ লক্ষ বর্ষ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। ৯৪ ॥

দেবমানে ষট্ শতাধিক তিন সহস্র বর্ষ ত্রেতাযুগের পরিমাণ বলিয়া কালবিদ্ পণ্ডিতগণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ৯৫ ॥

এই কালে মনুষ্যমানে ষন্নবতি সহস্রাধিক দ্বাদশ লক্ষ বর্ষ বলিয়া কালজ্ঞ পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক কথিত হইয়াছে। ৯৬ ॥

কালজ্ঞ পণ্ডিতগণ দেবমানে চতুঃশতাধিক দ্বিসহস্র বর্ষ দ্বাপরযুগের পরিমাণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ৯৭ ॥

এই কাল মনুষ্যমানে চতুঃষষ্টি সহস্র অষ্ট লক্ষ বর্ষ দ্বাপর যুগের পরিমাণ বলিয়া কালবিদ্ পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে। ৯৮ ॥

প্রাজ্ঞ ব্যক্তিগণ দেবমানে দ্বিশতাধিক সহস্র বর্ষ কলিযুগের পরিমাণ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। ৯৯ ॥

দ্বাত্রিংশচ্চ সহস্রঞ্চ চতুর্লক্ষং নৃমানকং ।
বর্ষঞ্চেতি কলিযুগং চকার কালকোবিদঃ । ১০০ ।
লক্ষৈস্ত্রিচত্বারিংশদ্ভি সহ বিংশং সহস্রকৈঃ ।
নৃমাণ বর্ষৈঃ কালজ্ঞৈর্ব্ব্যক্তমেব চতুর্যুগং । ১০১ ॥
ইত্যেবং কথিতং বৎস কাল সংখ্যা নিরূপণং ।
যথা শ্রুতং যথা জ্ঞানং গচ্ছ বৎস হরে পদং । ১০২ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ সম্বাদে শ্রীকৃষ্ণ জন্মখণ্ডে রাধোদ্ধব সম্বাদে ষণ্ণবতিতমোঽধ্যায়ঃ ।

এই কাল মনুষ্যমানে কালজ্ঞ পণ্ডিতগণ কর্তৃক দ্বাত্রিংশৎ সহস্রাধিক লক্ষবর্ষ নির্দ্দিষ্ট আছে । ১০০ ॥

কালজ্ঞ পণ্ডিতগণ মনুষ্যমানে বিংশ সহস্রাধিক ত্রিচত্বারিংশৎ লক্ষ বর্ষ সর্ব্বসমেত যুগ চতুষ্টয়ের পরিমাণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন । ১০১ ॥

বৎস ! আমি কাল সংখ্যা পরিমাণ যেরূপ শ্রবণ করিয়াছিলাম, তাহা যথাজ্ঞান কীর্ত্তন করিলাম । এক্ষণে তুমি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নিকটে গমন কর । ১০২ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ সম্বাদে শ্রীকৃষ্ণ জন্মখণ্ডে রাধা উদ্ধব সম্বাদে ষণ্ণবতিতম অধ্যায় সম্পূর্ণ ।

সপ্তনবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

নারায়ণ উবাচ।

গচ্ছন্তমুদ্ধবং দৃষ্ট্বা সংত্রস্তা শ্রীহরেঃ প্রিয়া।
সমুত্থায়াসনাৎ শীঘ্রং হৃদয়েন বিদূয়তা। ১॥
গোপীভিঃ সহিতা শীঘ্রং সমুদ্বিগ্না মহাসতী।
দদৌ শুভাশিষং তস্মৈ তস্য মূর্দ্ধ্নি করং যথা। ২॥
স্নিগ্ধং দুর্ব্বাক্ষতং শুক্লধান্যং পুষ্পঞ্চ মঙ্গলং।
প্রেরয়ামাস লাজঞ্চ ফলং পূর্ণং তথা দধি। ৩।
দর্পণং দর্শয়ামাস পূর্ণকুম্ভং সপল্লবং।
সফলং গন্ধসিন্দূরকস্তূরীচন্দনান্বিতং। ৪॥
পুষ্পমাল্যং প্রদীপঞ্চ মণিরত্নং দ্বিজোত্তমং।
পতিপুত্রবতীং সাধ্বীং কাঞ্চনং রজতং তথা। ৫॥
তমুবাচ মহালক্ষ্মী হিতং সত্যঞ্চ মঙ্গলং।
সংগোপ্য সাশ্রুনেত্রঞ্চ পতিতং দুঃখিতেহৃদি। ৬॥

ঋষিবর নারায়ণ কহিলেন, দেবঋষে! তখন হরিপ্রিয়া রাধা উদ্ধবকে গমনোদ্যত বিলোকন করিয়া সচকিতে দুঃখিতান্তঃকরণে সত্বরে আসন হইতে গাত্রোত্থান করিলেন। ১॥

গোপিকাগণও সেই সঙ্গে সঙ্গে মহা উদ্বিগ্ন হইয়া দণ্ডায়মান হইলেন, তখন রাধা তাঁহার মস্তকে কর প্রদান করিয়া শুভাশীর্ব্বাদ করিলেন। সুস্নিগ্ধ দূর্ব্বা, অক্ষত, শুক্লধান্য, ও শুক্লপুষ্প, বিন্যস্ত হইল, লাজ, ফল, পত্র, দধি, দর্পণ, গন্ধ, সিন্দুর, কস্তূরী, চন্দন ও ফলপল্লবযুক্ত পূর্ণকুম্ভ, পুষ্পমালা, প্রদীপ, মণিরত্ন, উৎকৃষ্ট ব্রাহ্মণ, পতিপুত্রবতী সাধ্বী স্ত্রী, রজত ও কাঞ্চন প্রভৃতি মঙ্গল দ্রব্য সকল যথাস্থানে স্থাপিত হইল। ২। ৩। ৪। ৫॥

রাধিকোবাচ।

শুভং ভবতু মার্গস্তে কল্যাণমস্তু সন্ততং।
জ্ঞানং লভহরেঃ স্থানাৎ কৃষ্ণস্য সুপ্রিয়োভব। ৭ ॥
কৃষ্ণে ভক্তিঃ কৃষ্ণদাস্যং বরেষু চ বরং বরং।
শ্রেষ্ঠাপঞ্চবিধের্ম্মুক্তে র্হরিভক্তির্গরীয়সী। ৮ ॥
ব্রহ্মত্বাদপি দেবত্বাদিন্দ্রত্বাদমরাদপি।
অমৃতাৎ সিদ্ধিলাভাচ্চ হরিদাস্যং সুদুর্ল্লভং। ৯ ॥
অনেকজন্মতপসা সম্ভূয় ভারতে দ্বিজ।
হরিভক্তিং যদি লভেৎ তস্য জন্ম সুদুর্ল্লভং। ১০ ॥
সফলং জীবনং তস্য কুর্ব্বতঃ কর্ম্মণঃ ক্ষয়ং।
পিতৃণাঞ্চ সহস্রাণাং স্বস্যমাতুশ্চ নিশ্চিতং। ১১ ॥

তখন মহালক্ষ্মী রাধা শোকসন্তপ্তহৃদয়ে নিপাতিত স্বীয় নয়নজল সম্বরণ করিয়া উদ্ধবকে হিত, সত্য ও মঙ্গলার্হ বাক্যে কহিতে লাগিলেন। ৬ ॥

হে উদ্ধব! পথে তোমার মঙ্গল হউক। সতত তুমি কল্যাণ ভাজন হও। হরির নিকট হইতে উৎকৃষ্ট জ্ঞানলাভ কর, এবং তাঁহার একান্ত প্রিয়পাত্র হও। ৭ ॥

আরতোমাকে কি বর প্রদান করিব, "তোমার কৃষ্ণে প্রতি অচলা ভক্তি হউক, তুমি শ্রীকৃষ্ণের দাসত্ব লাভ কর" এই শ্রেষ্ঠতম বর প্রদান করিলাম। কারণ পঞ্চবিধ মুক্তির মধ্যে হরিভক্তিই শ্রেষ্ঠতমা মুক্তি। ৮ ॥

কি ব্রহ্মত্ব, কি দেবত্ব, কি ইন্দ্রত্ব, কি অমরত্ব, কি অমৃত, এবং কি সিদ্ধিলাভ, সর্ব্বাপেক্ষা হরিদাস্যই উৎকৃষ্টতম ও দুষ্প্রাপ্য। ৯ ॥

বৎস! ফলতঃ কোটিজন্ম তপশ্চরণের পর যদি কেহ ভারতে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া হরিভক্তি লাভ করিতে পারে, তাহা হইলে আর তাহাকে গর্ভযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না। অর্থাৎ সে একেবারেই নির্ব্বাণ মুক্তি লাভ করিতে পারে। ১০ ॥

তাহার জীবন সার্থক হয়, তাহার আচরিত কার্য্য সকল ক্ষয় প্রাপ্ত

মাতামহানাং পুংসাঞ্চ শতানাং সোদরস্য চ।
বান্ধবস্যাপি পত্ন্যাশ্চ গুরূণাং শিষ্যভৃত্যয়োঃ। ১২ ॥
তৎ কর্ম্ম শোভনং বৎস যচ্চ কৃষ্ণে সমর্পণং।
তৎ কর্ম্ম শোভনং শুদ্ধং কৃষ্ণসন্তোষণং যতঃ। ১৩ ॥
সঙ্কল্পসাধনং কর্ম্ম সংপ্রীতিবিধিপূর্ব্বকং।
তদেবং মঙ্গলং ধন্যং পরিণামসুখাবহং। ১৪ ॥
তদ্ব্রতং তত্তপঃ সত্যং তদ্ভক্তিঃ পূজনং তথা।
তদুদ্দিশ্যমনশনং কেবলং দাস্যকারণং। ১৫ ॥
সমস্তপৃথিবীদানং প্রাদক্ষিণ্যং ভুবস্তথা।
সমস্ততীর্থস্নানঞ্চ সমস্তঞ্চ ব্রতং তপঃ। ১৬ ॥
সমস্তযজ্ঞকরণং সর্ব্বদানফলং তথা।
সমস্তবেদবেদাঙ্গ পঠনং পাঠনং তথা। ১৭ ॥

হয়, তাহার সহস্র সহস্র পিতৃলোক, সহস্র সহস্র মাতৃলোক, সহস্র সহস্র মাতামহ লোক, শত শত সহোদর, শত শত বান্ধব, শত শত পত্নী-বান্ধব, গুরু ও শত শত গুরুবান্ধব, শিষ্য ও শত শত শিষ্যবান্ধব এবং ভৃত্য ও শত শত ভৃত্যবান্ধব সংসারবন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করে। ১১। ১২॥

কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া কার্য্যফল শ্রীকৃষ্ণে সমর্পণ করাই সুশোভন। ফলতঃ যাহাতে শ্রীকৃষ্ণের সন্তোষ সাধন হয়, এবম্বিধ কার্য্যের অনুষ্ঠান করাই শ্রেষ্ঠ এবং বিশুদ্ধ। ১৩॥

কার্য্যানুষ্ঠানের ইচ্ছাকে সঙ্কল্প কহে। সেই সঙ্কল্প সাধনের নামই কর্ম্ম। কিন্তু উহা প্রীতি ও বিধিপূর্ব্বক অনুষ্ঠিত হইলেই মঙ্গলজনক, যশস্কর ও পরিণামে সুখাবহ হইয়া থাকে। ১৪॥

কৃষ্ণের উদ্দেশে ব্রতানুষ্ঠান, কৃষ্ণের জন্য তপশ্চরণ, কৃষ্ণের প্রতি ভক্তি প্রকাশ, কৃষ্ণের অর্চ্চনা, কৃষ্ণের উদ্দেশে অনশনে অবস্থান প্রভৃতি যে কোন কার্য্য কর, সমস্তই তাঁহার দাসত্বের কারণ। ১৫॥

সমস্ত পৃথিবী দান কর, সমস্ত পৃথিবী প্রদক্ষিণ কর, সমস্ত তীর্থে স্নান

ভীতস্য রক্ষণঞ্চৈব জ্ঞানদানং সুদুর্লভং।
অতিথীনাং পূজনঞ্চ শরণাগতরক্ষণং। ১৮ ॥
সর্ব্বদেবার্চ্চনঞ্চৈব বন্দনং জপনং মনোঃ।
ভোজনং বিপ্রদেবানাং পুরশ্চরণপূর্ব্বকং। ১৯ ॥
গুরুসুশ্রূষণঞ্চৈব পিত্রোর্ভক্তিশ্চ পূজনং।
সর্ব্বং শ্রীকৃষ্ণদাস্যস্য কলাং নার্হন্তি ষোড়শীং ২০
তস্মাদুদ্ধব যত্নেন ভজ কৃষ্ণং পরাৎপরং।
নির্গুণঞ্চ নিরীহঞ্চ পরমাত্মানমীশ্বরং। ২১ ॥
নিত্যানিত্যং পরং ব্রহ্ম প্রকৃতেঃ পরমীপ্সিতং।
পরিপূর্ণতমং শুদ্ধং ভক্তানুগ্রহ বিগ্রহং। ২২ ॥
কর্ম্মিণাং কর্ম্মণাং সাক্ষ্যপ্রদং নির্লিপ্তমেবচ।
জ্যোতিঃস্বরূপং পরমং কারণানাঞ্চ কারণং। ২৩ ॥

কর, সর্ব্ব প্রকার ব্রতানুষ্ঠান কর, সর্ব্ব প্রকার তপশ্চরণ কর, সকল প্রকার যজ্ঞ কর, সর্ব্ব প্রকার দ্রব্য দান কর, সমস্ত বেদবেদাঙ্গ পাঠ বা পাঠনা কর, ভয়ার্ত্তকে ভয় হইতে ত্রাণ কর, অজ্ঞানকে জ্ঞান প্রদান কর, অতিথির পূজা কর, শরণাগতকে আশ্রয় প্রদান কর, সমস্ত দেবতার অর্চ্চনা বা বন্দনা কর, সমস্ত মন্ত্রের জপ কর, ও পুরশ্চরণ পূর্ব্বক দেবগণ ও বিপ্রগণকে ভোজ্য প্রদান কর, গুরুজনের শুশ্রূষা কর, আর পিতা মাতার প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধাই বা প্রকাশ কর, যা কিছু সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান কর, কিছুই কৃষ্ণ দাস্যের ষোড়শাংশেরও একাংশ হইতে পারে না। ১৬।১৭। ১৮।১৯।২০।

অতএব উদ্ধব! তুমি নিরতিশয় যত্ন সহকারে সেই পরাৎপর ত্রিগুণাতীত নিশ্চেষ্ট পরমাত্মরূপী প্রভু শ্রীকৃষ্ণকে ভজনা কর। ২১।

তিনি নিত্যানিত্য স্বরূপ, তিনি পরব্রহ্ম, তিনি প্রকৃতির অতীত, তিনি সকলের বাঞ্ছিত ধন, তিনি পূর্ণতম ও পরম পবিত্র। তিনি কেবল ভক্তজনের প্রতি করুণা প্রকাশ করিয়া বিগ্রহ ধারণ করেন মাত্র। তিনি

সর্ব্বস্বরূপং সর্ব্বেশং সর্ব্বসম্পৎপ্রদং শুভং।
ভক্তিদং দাস্যদং সখ্য নিজসম্পৎপদপ্রদং। ২৪॥
বিসৃজ্য জ্ঞাতিবুদ্ধিঞ্চ মাৎসর্য্যমশুভপ্রদং।
ভজ তং পরমানন্দং সানন্দং নন্দনন্দনং। ২৫॥
বেদেকুথুমশাখায়াং তস্যনাম্নাং সহস্রকং।
নন্দনন্দননামোক্তং কুতো বিঘ্নং সুদুর্ল্লভং। ২৬॥
উদ্ধবঃ সর্ব্বমাকর্ণ্য পরমং বিস্ময়ং যযৌ।
জ্ঞানং সংপ্রাপ্য পূর্ণঞ্চ পরিপূর্ণো বভূব সঃ। ২৭॥
স্ববস্ত্রঞ্চ গলে বদ্ধা দণ্ডবৎ প্রণনাম তাং।
মূর্দ্ধ্নঃ কেশৈশ্চ তৎপাদং নিবধ্য চ পুনঃ পুনঃ। ২৮॥

সমস্ত লোকের সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মের সাক্ষ্যদাতা, কিন্তু স্বয়ং কিছুতেই লিপ্ত নহেন। ২২। ২৩॥

তিনি জ্যোতির্ম্ময়, তিনি শ্রেষ্ঠতম, তিনি সর্ব্বপ্রকার জন্যবস্তুর জনক, তিনি সর্ব্বরূপী, তিনি সর্ব্বনিয়ন্তা, তিনি মঙ্গলময়, তিনি সর্ব্ব-সম্পদ-দাতা এবং তিনিই নিজ ভক্তের ভক্তি, দাস্য ও সাযুজ্য পদ-দাতা। ২৪॥

বৎস উদ্ধব! তুমি তাঁহার প্রতি জ্ঞাতিবুদ্ধি এবং অমঙ্গলকর ঈর্ষ্যা-বুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া সানন্দমনে সেই পরমানন্দরূপী নন্দনন্দনকে ভজনা কর। ২৫॥

বেদের কুথুমশাখায় তাঁহার সহস্র নাম কীর্ত্তন প্রসঙ্গে "নন্দনন্দন" এই নামটী উল্লিখিত হইয়াছে, এই নাম উচ্চারণ করিলে সমস্ত বিঘ্ন বিদূরিত হয় এবং কিছুই দুষ্প্রাপ্য থাকে না। ২৬॥

তখন উদ্ধব আদ্যোপান্ত সমস্ত শ্রবণ করিয়া একেবারে যেমন বিস্ময়-সাগরে নিমগ্ন হইলেন, অমনি তাঁহার পরিপূর্ণ জ্ঞান লাভ হওয়াতে, চিদানন্দে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিলেন। ২৭॥

গলদেশে উত্তরীয়াঞ্চল বদ্ধ করিয়া দণ্ডবৎ নিপতিত হইলেন এবং প্রণাম পূর্ব্বক স্বীয় শিরোরুহ দ্বারা রাধিকার চরণযুগল বদ্ধ করিলেন। ২৮॥

পুলকাঞ্চিতসর্ব্বাঙ্গঃ সাশ্রুনেত্রশ্চ ভক্তিতঃ।
তদ্বিচ্ছেদশুচাৎ প্রেম্না রুরোদোচ্চৈশ্চ নারদ। ২৯ ॥
রুরোদ রাধা তং প্রেম্না রুরোদ বল্লবীগণঃ।
উদ্ধবস্য গলে ধৃত্বা স্নাপয়ামাসচোদ্ধবং। ৩০ ॥
উদ্ধবং মূর্চ্ছিতং দৃষ্ট্বা জৃম্ভিতং ত্যক্তচেতনং।
উত্থাপয়ামাস শীঘ্রং রাধিকা হৃষ্টমানসা। ৩১ ॥
চেতনাং কারয়ামাস জলং দত্ত্বা মুখাম্বুজে।
শুভাশিষঞ্চ প্রদদৌ বৎস জীবেতি নারদ। ৩২ ॥
উদ্ধবশ্চেতনাং প্রাপ্য তামুবাচ সুসংসদি।
রুদন্তীনাঞ্চ গোপীনাং পুরতঃ পরমার্থদাং। ৩৩ ॥

উদ্ধব উবাচ।

ধন্যং যশস্যং দ্বীপানাং জম্বুদ্বীপং সুদুর্ল্লভং।
যত্র ভারতবর্ষন্তু সর্ব্বেষামীপ্সিতং পরং। ৩৪ ॥

তাঁহার সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হইল, প্রেমাশ্রু নয়ন পরিপূর্ণ করিল, রাধিকার নিকট হইতে যাইতে হইবে, সেই বিচ্ছেদ শোকে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া উঠিলেন। ২৯ ॥

প্রেমভরে রাধাও রোদন করিতে লাগিলেন, গোপিকাগণ তাঁহার গলদেশ ধারণ পূর্ব্বক এরূপ রোদন করিতে লাগিল যে, তাহাদিগের অশ্রুজলে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ অভিষিক্ত হইয়া উঠিল। ৩০ ॥

তখন তিনি একেবারে মূর্চ্ছিত, বিবৃতাস্য ও সংজ্ঞাশূন্য হইয়াছেন দেখিয়া রাধিকা হৃষ্টান্তঃকরণে তাঁহাকে উত্থাপিত ও তাঁহার বদনপঙ্কজে জল প্রক্ষেপ করিয়া তাঁহার চেতনাসঞ্চারিত করিলেন এবং আশীর্ব্বাদ প্রয়োগ পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! চিরজীবী হও। ৩১। ৩২ ॥

তখন সংজ্ঞাপ্রাপ্ত উদ্ধব সেই রোরুদ্যমানা গোপাঙ্গনা-সমাজমধ্যে উচ্চৈঃস্বরে পরমার্থযুক্ত বাক্যে কহিতে লাগিলেন। ৩৩ ॥

অহো ভারতবর্ষেষু পুণ্যং বৃন্দাবনং বনং।
রাধাপাদাব্জ সংস্পর্শ রজঃ পূতং সুরেপ্সিতং। ৩৫ ॥
ধন্যা মান্যা চ পৃথিবী ত্রিষুলোকেষু পূজিতা।
রাধায়া স্তীর্থ পূতায়াঃ পাদাব্জরজসা বরা। ৩৬ ॥
ষষ্টিং বর্ষ সহস্রাণি দিব্যানি প্রকৃতেঃ পুরা।
ব্রহ্মণা চ তপস্তপ্তং বেদোক্তং ভক্তিপূর্ব্বকং। ৩৭ ॥
গোলোকে রাধিকাকৃষ্ণদর্শনার্থং মনোরথাৎ।
গোলোকে রাধিকা কৃষ্ণো ন দৃষ্টঃ স্বপ্নতস্তথা। ৩৮ ॥
শ্রুতা তেনাকাশবাণী নিত্যরূপাশরীরিণী।
বারাহে ভারতে বর্ষে পুণ্যে বৃন্দাবনে বনে। ৩৯ ॥
রাসোৎসবে মণ্ডলমধ্যে তত্রৈব রাসমণ্ডলে।
দ্রক্ষ্যসীতি চ দেবানাং মধ্যে স্বস্তো ন সংশয়ঃ। ৪০ ॥
তচ্ছ্রুত্বা বিরতো ব্রহ্মা তপসঃ স্বগৃহং গতঃ।
কৃষ্ণো হৃষ্টশ্চ দৃষ্টশ্চ পরিপূর্ণমনোরথঃ। ৪১ ॥

ভারত! তুমিই ধন্য, তুমিই কীর্ত্তিমান্; সমস্ত দ্বীপমধ্যে তুমিই শ্রেষ্ঠতম জম্বুদ্বীপ, তুমি সকলের সর্ব্ব প্রকার অভিলাষ পরিপূর্ণ কর। ৩৪ ॥

ভারত! দেখ দেখি, তুমি কি পবিত্র বৃন্দাবন বন বক্ষে ধারণ করিতেছ! যে বন নিরত রাধার পাদপদ্মরেণু স্পর্শে পরিপূত! ও সুরগণের একান্ত বাঞ্ছিত!। ৩৫ ॥

দেবি ধরণি! তুমিও ধন্যা, কীর্ত্তিমতী; স্বর্গ, মর্ত্ত ও পাতাল এই ত্রিলোক মধ্যে তুমিই পূজিতা, কারণ সমস্ত তীর্থ হইতেও পরিপূত শ্রীরাধার পাদপদ্ম রেণু বক্ষে ধারণ করিতেছ!। ৩৬ ॥

অধিক কি, পূর্ব্বে পিতামহ প্রকৃতির ষষ্টি সহস্র বৎসরকাল বেদবিধি অনুসারে দৃঢ়তর ভক্তিযোগ সহকারে গোলোকধামে রাধা ও কৃষ্ণের যুগল রূপ দর্শন করিবার নিমিত্ত ঘোরতর তপস্যা করেন; কিন্তু তথায়

গোপানাং গোপিকানাঞ্চ সফলং জন্মজীবনং।
নিত্যং পশ্যন্তি তে পাদপদ্মং ব্রহ্মাদিদুর্ল্লভং। ৪২ ॥
মানিনীং রাধিকাং সর্ব্বে সদা সেবন্তি নিত্যশঃ।
যোগীন্দ্রাশ্চ মুনীন্দ্রাশ্চ সিদ্ধেন্দ্রা বৈষ্ণবাস্তথা। ৪৩ ॥
সতীং পুণ্যবতীং তীর্থপূতাং শুদ্ধাং সুদুর্ল্লভাং।
সুলভং যৎপদাম্ভোজং ব্রহ্মাদীনাং সুদুর্ল্লভং। ৪৪ ॥
যৎপাদপদ্মনখরং কৃতং যাবকযাংকিতং।
সর্ব্বেশ্বরেশ্বরেণৈব কৃষ্ণেণ পরমাত্মনা। ৪৫ ॥
চকার যস্যাঃ পূজাঞ্চ স্তোত্ররাজং সুদুর্ল্লভং।
শতশৃঙ্গে স্বয়ং কৃষ্ণো গোলোকে রাসমণ্ডলে। ৪৬ ॥

এক দিনের নিমিত্ত স্বপ্নেও যুগলমূর্ত্তিটি দর্শন করিতে পারেন নাই। পরিশেষে এইরূপ অশরীরিণী আকাশবাণী তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল যে, "বরাহ অবতার সময়ে যখন আমি ভারতবর্ষে পবিত্র বৃন্দাবন কাননে বরণীয় রাসমণ্ডলে রাসোৎসবে বিহার করিব, তখন তুমি আমাদিগের যুগলমূর্ত্তি দর্শন করিতে সমর্থ হইবে, তাহার সংশয় নাই। ৩৭। ৩৮। ৩৯। ৪০। ৪১ ॥

তখন ব্রহ্মা সেই আকাশবাণী শ্রবণ করিয়া সুস্থ এবং তপোবিরত হইয়া স্বগৃহে গমন করিলেন। তাহার কতকাল পরে তিনি কৃষ্ণকে দর্শন করিয়া হৃষ্টচিত্ত ও পূর্ণ মনোরথ হন। ৪২ ॥

কিন্তু গোপ ও গোপীগণের জন্ম ও জীবন সার্থক। কারণ, ব্রহ্মাদি দেবগণ কতশত বৎসর তপশ্চরণ করিয়াও যাঁহার পাদপদ্ম দর্শন করিতে সমর্থ হন নাই, গোপ ও গোপীগণ নিয়ত সেই চরণ কমল দর্শন ও সেবন করিতেছেন। ৪৩ ॥

যোগীন্দ্রগণ, মুনীন্দ্রগণ, সিদ্ধেন্দ্রগণ ও বৈষ্ণবগণ যে তীর্থপূত, পুণ্যবতী রাধাকে সহজে দর্শন করিতে পারেন না, ব্রহ্মাদি দেবগণও সহজে যাঁহার পাদপদ্ম দর্শনে সমর্থ নহেন, সর্ব্বেশ্বর পরমাত্মরূপী শ্রীকৃষ্ণ যাহার পদনখর অলক্তকে অঙ্কিত করিয়াছেন, শতশৃঙ্গেও গোলোকে

পারিজাত প্রসূনানামঞ্জলিং গন্ধ চন্দনং।
দদৌ দুর্ব্বাক্ষতং স্নিগ্ধং যস্যাঃ পাদারবিন্দয়োঃ। ৪৭ ॥
ত্রিংশৎ সহস্রকোটীনাং গোপীনামীশ্বরী চ যা।
তন্মধ্যে ত্রিংশৎ সখীনাঞ্চ ঈশ্বরী রাধিকাভিধা। ৪৮ ॥
যেঁবা দ্বিষন্তি নিন্দন্তি পাপিনশ্চ মহন্তি চ।
কৃষ্ণপ্রাণাধিকাং দেবা দেবীঞ্চ রাধিকাং বরাং। ৪৯ ॥
ব্রহ্মহত্যা শতং তে চ লভন্তে নাত্র সংশয়ঃ।
তৎ পাপেন চ পচ্যন্তে কুম্ভীপাকে চ রৌরবে। ৫০ ॥
তপ্ততৈলে মহাঘোরে ধ্বান্তে কীটে চ যন্ত্রকে।
মলকীটাশ্চ তন্মানবর্ষঞ্চ পূযভক্ষকাঃ। ৫১ ॥
বেদে চ কাণ্ডশাখায়ামিত্যাহ কমলোদ্ভব।
ইত্যুক্তবন্তং তং যান্তমুবাচ রাধিকা পুনঃ।
রুদন্তঞ্চ রুদন্তী সা কৃষ্ণবিচ্ছেদকাতরা। ৫২ ॥

রাসমণ্ডলে যাঁহার পূজা ও যাঁহার স্তব পাঠ করিয়াছেন, যাহার পাদপদ্মে অঞ্জলিপূর্ণ করিয়া পারিজাত পুষ্প, সুগন্ধি চন্দন দুর্ব্বা ও অক্ষত প্রদান করিয়াছেন। ৪৪। ৪৫। ৪৬। ৪৭ ॥

যিনি ত্রিংশৎসহস্রকোটি গোপীকার ঈশ্বরী, তন্মধ্যে প্রধানতমা ষট্ত্রিংশৎ গোপিকা যাঁহার সেবায় নিযুক্ত, যাঁহার নাম রাধিকা, দেবগণ যে কৃষ্ণপ্রাণা দেবী রাধাকে পূজা করেন, যে পাপাত্মারা সেই কৃষ্ণপ্রাণাকে দ্বেষ বা নিন্দা করে, তাহারা নিশ্চয়ই শত ব্রহ্মহত্যাকৃত পাপে লিপ্ত হয় এবং সেই পাপবশতঃ তাহারা কুম্ভীপাক ও রৌরব নরকে নিপতিত হইয়া কেহ তপ্ত তৈল কটাহে, কেহ বা ঘোরতর অন্ধকারপূর্ণ যন্ত্রণাদায়ক কীট পূরিত মলকুণ্ডে কষ্টভোগ করে এবং তত্রত্য কীটগণ সেই কীটপরিমাণ বর্ষ পর্য্যন্ত তাহাদিগের পূযভক্ষণ করে। ৪৮। ৪৯। ৫০। ৫১ ॥

বৎস নারদ! কমলযোনি ব্রহ্মা বেদের কাণ্ডশাখায় এইরূপ নির্দ্দেশ

রাধিকোবাচ।

গচ্ছ বৎস মধুপুরীং সর্ব্বং বোধয় মাধবং।
যথা পশ্যামি গোবিন্দং প্রযত্নেন তথা কুরু। ৫৩॥
নিষ্ফলঞ্চ গতং জন্ম গচ্ছ মিথ্যা দুরাশয়া।
আশা হি পরমং দুঃখং নৈরাশ্যং পরমং সুখং। ৫৪॥
আশয়া পিঙ্গলা বেশ্যা কৃত্বা চ জন্ম নিষ্ফলং।
পশ্চাদ্বিচিন্ত্য গোবিন্দং জীবন্মুক্তা বভুব সা। ৫৫॥
ইত্যুক্ত্বা রাধিকা তত্র রুরোদ চ ভৃশং মুহুঃ।
প্রণম্য তাং রুদন্তীঞ্চ যশোদাভবনং যযৌ। ৫৬॥
অথোদ্ধবে গতে রাধা মূর্চ্ছাং সংপ্রাপ নারদ।
তত্যাজ চেতনং স্বঞ্চ বভূব ধ্যানতৎপরা। ৫৭॥

করিয়াছেন। উদ্ধব এইরূপ বলিয়া গমনোদ্যত হইলে, কৃষ্ণ-বিচ্ছেদ কাতরা রাধিকা রোদন করিতে করিতে পুনর্ব্বার তাঁহাকে কহিলেন। ৫২॥

বৎস উদ্ধব! তুমি মধুপুরী গমন করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে সমস্ত বিজ্ঞাপন এবং যাহাতে শীঘ্র গোবিন্দের চরণ দর্শন পাই, যত্নের সহিত তাহা করিবে। ৫৩॥

বৎস! বৃথা দুরাশায় জন্ম বিফলে গেল। আশাই অশেষ দুঃখের আকর এবং নৈরাশ্যই অতীব সুখকর। ৫৪॥

বারবনিতা পিঙ্গলা প্রথমে আশা বশে জন্ম বিফল করিয়াছিল; কিন্তু পরিণামে গোবিন্দের চরণারবিন্দ চিন্তা করিয়া জীবন্মুক্ত হইয়া যায়। ৫৫॥

এই কথা বলিয়া রাধা বারম্বার অতিশয় রোদন করিতে লাগিলেন। তখন উদ্ধব সেই রোরুদ্যমানা রাধার চরণে প্রণিপাত করিয়া যশোদা ভবনে যাত্রা করিলেন। ৫৬॥

নারদ! উদ্ধবের প্রস্থানের পর রাধিকা পুনরায় মূর্চ্ছিতা হইলেন, চেতনা তাঁহাকে পরিত্যাগ করিল। তখন তিনি ধ্যানে নিমগ্না হইলেন। ৫৭॥

পঙ্কস্থে পঙ্কজদলে সজলে শয়নে মুনে।
গোপ্য স্তাং স্থাপয়ামাসুঃ সাশ্রুনেত্রোৎপলাকুলাঃ। ৫৮ ॥
তৎস্পর্শমাত্রাৎ শয়নং ভস্মীভূতং বভূব হ। ৫৯ ॥
পুনঃ স্নিগ্ধস্থলে স্নিগ্ধনিচোলে চন্দনাঙ্কিতে।
পুনস্তাং স্থাপয়ামাসু র্ব্বিরহজ্বরকাতরাং। ৬০ ॥
সহসা শুষ্কতাং প্রাপ সুগন্ধি চন্দনোদকং।
নিমেষেণ শতযুগং তদ্বভূবোদ্ধবং বিনা। ৬১ ॥
হাহোদ্ধবোদ্ধব হরিং শীঘ্রং গত্বাবদেতি চ।
সমানয় হরিং শীঘ্রং মৎপ্রাণেশ্বর মিত্যপি। ৬২ ॥
ইত্যুক্তবন্তীং সহসা সন্ততং হতচেতনাং।
রুরুদুর্গোপিকাঃ সর্ব্বা রাধাং কৃত্বা স্ববক্ষসি।
চেতনং কারয়ামাসুর্ব্বোধয়ামাসুরীপ্সিতং। ৬৩ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদসম্বাদে শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে রাধা স্তোত্রং সপ্তনবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

তখন গোপিকাগণ পঙ্কোপরি পঙ্কজদল বিন্যস্ত করিয়া বাষ্পাকুল-নয়নে সেই সজল পঙ্কজদল শয়নীয়ে তাঁহাকে স্থাপন করিলেন। ৫৮ ॥

কিন্তু স্থাপন মাত্র তাঁহার গাত্রস্পর্শে সেই সজল পঙ্কজদল ভস্মসাৎ হইল। তখন গোপাঙ্গনারা পুনরায় অতি সুশীতল মৃত্তিকার উপরিভাগে চন্দনসিক্তবস্ত্রোপরি সেই বিরহজ্বরকাতরা রাধাকে শয়ন করাইলেন। কিন্তু গাত্রের উত্তাপে সেই চন্দনরসাভিষিক্ত বস্ত্রও শুষ্ক হইয়া উঠিল। উদ্ধব বিরহে এক নিমেষ তাঁহার শতযুগ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। ৫৯। ৬০। ৬১ ॥

তখন রাধিকা কাতরস্বরে সহসা বলিয়া উঠিলেন হা উদ্ধব! তুমি শীঘ্র গিয়া আমার সকল বৃত্তান্ত বিজ্ঞাপিত করিয়া আমার প্রাণেশ্বরকে এখানে আনয়ন কর। ৬২ ॥

সেই সংজ্ঞাশূন্যাবস্থায় রাধিকা এই রূপ বলিয়া উঠিলে গোপাঙ্গনারা রাধাকে বক্ষে করিয়া রোদন এবং তাঁহাকে বোধিত করিবার নিমিত্ত নানা প্রকারে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। ৬৩ ॥

রাধোদ্ধব সম্বাদে সপ্তনবতিতম অধ্যায় সম্পূর্ণ।

অষ্টনবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

নারায়ণ উবাচ।

অথোদ্ধবো যশোদাঞ্চ প্রণম্য প্রযযৌ মুদা।
খর্জ্জুরকাননং বামে কৃত্বা চ যমুনাং যযৌ। ১ ॥
স্নাত্বা ভুক্ত্বা চ তত্রৈব জগাম মথুরাং পুনঃ।
দদর্শ বটমূলে চ গোবিন্দং রহসি স্থিতং। ২ ॥
প্রফুল্লোঽপ্যুদ্ধবং দৃষ্ট্বা সস্মিতস্তমুবাচ সঃ।
রুদন্তং শোকদগ্ধঞ্চ সাশ্রুনেত্রঞ্চ কাতরং। ৩ ॥

ভগবানুবাচ।

আগচ্ছোদ্ধব কল্যাণং রাধা জীবতি জীবতি।
কল্যাণযুক্তা গোপ্যশ্চ জীবন্তি বিরহজ্বরাৎ। ৪ ॥
শুভং গোপশিশূনাঞ্চ বৎসানাঞ্চ গবামপি।
মাতা মে পুত্রবিরহাৎ যশোদা কীদৃশীবসা। ৫ ॥
বদ বন্ধো কীদৃশী সা ত্বাং দৃষ্ট্বা কিমুবাচ হ।
ত্বয়োক্তা জননী কিম্বা পুনঃ সা কিমুবাচ হ। ৬ ॥

নারায়ণ কহিলেন, দেবঋষে! অনন্তর উদ্ধব যশোদাকে প্রণাম করিয়া খর্জ্জুর কাননের দক্ষিণপার্শ্ব দিয়া যমুনায় গমন করিলেন। তথায় স্নান ও ভোজন সমাপনের পর মথুরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। অনন্তর নির্জ্জনে বটমূলে আসীন গোবিন্দের সহিত সাক্ষাৎ হইল। গোবিন্দ দর্শনমাত্র মহা আহ্লাদিত হইয়া সস্মিত বদনে সেই রোরুদ্যমান শোক-দগ্ধ সাশ্রুনেত্র উদ্ধবকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন। ১। ২। ৩।

উদ্ধব! আইস! আইস! সমস্ত কুশল ত? রাধা জীবিত আছেন? গোপীগণের মঙ্গল? আমার বিরহে তাঁহারা ত প্রাণত্যাগ করেন নাই? গোপবালকগণ ভাল আছে? ধেনু ও বৎসগণের কুশল? মাতা যশোদা

দৃষ্টং তদ্‌যমুনাকূলং পুণ্যং বৃন্দাবনং বনং।
নির্জ্জনোপবনৌঘৈশ্চ সুরম্যং রাসমণ্ডলং। ৭ ॥
রম্যং কুঞ্জকুটীরৌঘৈ রম্যং ক্রীড়াসরোবরং।
পুষ্পোদ্যানং বিকসিতং সঙ্কুলঞ্চ মধুব্রতৈঃ। ৮ ॥
ভাণ্ডীরে চ বটো দৃষ্টঃ সুস্নিগ্ধো বালকান্বিতঃ।
দৃষ্টো গোষ্ঠো গবাং দৃষ্টং গোকুলং গোকুলং ব্রতং। ৯ ॥
যদি জীবতি রাধা সা ত্বাং দৃষ্ট্বা কি মুবাচ সা।
তৎ সর্ব্বং বদ হে বন্ধো আন্দোলয়তি মে মনঃ। ১০ ॥
কি মূচু র্গোপিকাঃ সর্ব্বাঃ কিমূচু র্গোপবালকাঃ।
গোপাশ্চ বৃদ্ধাঃ কিং বোচুর্ব্বয়স্যা জনকস্য মে। ১১ ॥
বলদেবস্য জননী কিমূচে রোহিণী সতী।
কিমূচু রূপরাস্তাস্তাবন্ধুবল্লভবল্লভাঃ। ১২ ॥

এক্ষণে পুত্রবিরহে কিরূপ অবস্থায় আছেন, বন্ধো! তিনি তোমায় দেখিয়া কি বলিলেন? তুমিই বা তাঁহাকে কি বলিলে? ।৪।৫।৬॥

সখে! যমুনাকূল, অতি পবিত্র বৃন্দাবন বন, অন্যান্য নির্জ্জন উপবন, কুঞ্জকুটীরাদি দ্বারা অতি মনোহর রাসমণ্ডল, রমণীয় ক্রীড়াসরোবর, মধুকরগণের গুণ গুণ-ধ্বনিপূর্ণ বিকসিত পুষ্পোদ্যান, বালকবৃন্দ সমাশ্রিত অতি সুস্নিগ্ধ অক্ষয় বট, গোধনগণের গোষ্ঠ, গোধন সকল ও গোকুল, দর্শন করিয়াছ ত? ।৭।৮।৯॥

রাধা যদি জীবিত থাকেন, তবে তোমায় দেখিয়া কি বলিলেন? সখে! আমার মন নিতান্ত উৎকণ্ঠিত হইয়াছে, অতএব আদ্যোপান্ত সমস্ত শীঘ্র বল। ১০॥

গোপিকাগণ তোমাকে কি বলিলেন? গোপবালকগণ কি বলিয়া দিল? আমার পিতা নন্দের বৃদ্ধ প্রিয় বয়স্যগণ কি জিজ্ঞাসা করিলেন? ভ্রাতা বলদেবের জননী রোহিণী কি বলিলেন? এবং অপরাপর বন্ধু বান্ধবগণও তাঁহাদিগের পত্নীগণই বা কি বলিলেন? ১১।১২॥

কিং ভুক্তং কি মপূর্ব্বং বা দত্তং মাত্রা চ রাধয়া।
কীদৃগ্ বাক্যং সুমধুরং সম্ভাষা কীদৃশীতি বা। ১৩ ॥
গোপানাং গোপিকানাঞ্চ শিশূনাং মাতুরেব চ।
রাধায়া শ্চাপি কীদৃগ্বা ময়ি প্রেমানুরাগকং। ১৪ ॥
মাঞ্চ স্মরতি মাতা মে মাঞ্চ স্মরতি রোহিণী।
মাঞ্চ স্মরতি সা রাধা মৎপ্রেমবিরহাকুলা। ১৫ ॥
মাঞ্চ স্মরন্তি গোপ্যশ্চ গোপাশ্চ গোপবালকাঃ।
ভাণ্ডীরে বটমূলে চ বালাঃ ক্রীড়ন্তি মাং বিনা। ১৬ ॥
দত্তমন্নং ব্রাহ্মণীভি র্যত্র ভুক্তং সুধোপমং।
প্রমোদো বালকৈঃ সার্দ্ধং তদ্দৃষ্টং পদমীপ্সিতং। ১৭ ॥
ইন্দ্রযাগস্থলং দৃষ্টং দৃষ্টং গোবর্দ্ধনং বরং।
ব্রহ্মণা চ হৃতা গাবো যত্র তদ্দৃষ্টমুত্তমং। ১৮।

আহারাদি কি রূপ হইল ? জননী যশোদা এবং রাধা কি অপূর্ব্ব বস্তু প্রদান করিলেন ? কি রূপ সুমধুর বাক্য শ্রবণ করিলে ? সম্ভাষণ কি প্রকার ? ১৩ ॥

গোপগণ, গোপীগণ গোপবালকগণ, মাতা যশোদা, এবং রাধা ইহাঁদিগের আমার প্রতি কিরূপ অনুরাগ, কি রূপ প্রেম দেখিলে ? ১৪ ॥

মাতা যশোদা, রোহিণী, বিরহকাতরা প্রিয়তমা রাধা, গোপীগণ গোপগণ, ও গোপবালকগণ, তাঁহাদিগের কি আর আমার কথা স্মরণ আছে ? আমি না থাকায় ভাণ্ডীর বটের মূলদেশে আর কি গোপবালকগণের ক্রীড়া চলিয়া থাকে। ১৫। ১৬ ॥

বিপ্রকন্যাগণ যে স্থলে আমায় অন্ন প্রদান করিতেন এবং আমি ক্রীড়া সহচরগণের সহিত সেই সুধাসদৃশ অন্ন ভোজন করিতাম, সে স্থানটী আমার অতীব প্রিয় ; সে স্থানটী দেখিয়াছ কি ?। ১৭ ॥

যে স্থলে ইন্দ্রযাগ অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, যে স্থানে গোবর্দ্ধন গিরি বিরাজমান রহিয়াছে, যে স্থান হইতে ব্রহ্মা গোধন সকল অপহরণ করিয়াছিলেন, সেই সমস্ত উৎকৃষ্ট স্থান কি তোমার দর্শনগোচর হইয়াছিল ? ১৮ ॥

শ্রীকৃষ্ণস্য বচঃ শ্রুত্বা শোকাক্তং মধুরান্বিতং।
উৎসারং ব্রজভূমৌ চ সুরম্যং রাসমণ্ডলং। ১৯॥
তৎসারভূতা গোলোকবাসিন্যো গোপিকাবরাঃ।
দৃষ্টা তৎ সারভূতা চ রাধা রাসেশ্বরী পরা। ২০॥
কদলীবনমধ্যে চ নির্জ্জনে সুহৃদঃ স্থলে।
পঙ্কস্থে পঙ্কজদলে সজলে চন্দনার্চ্চিতে। ২১॥
শয়নেঽতিবিলাসে চ রত্নভূষণবর্জ্জিতা।
অতীব মলিনা ক্ষীণা চ্ছাদিতা শুক্লবাসসা। ২২॥
সেবিতা সখিভি স্তত্র সন্ততং শ্বেতচামরৈঃ।
কৃষোদরী নিরাহারা ক্ষণং শ্বসিতি ন ক্ষণং। ২৩॥
ক্ষণং জীবতি কিঞ্চিদ্ বা বিরহজ্বরপীড়িতা।
কিম্বা জলং স্থলং কিম্বা নক্তং কিম্বা দিনং হরে। ২৪॥
নরং পশুং ন জানাতি কিং পরং কিমু বান্ধবং।
বাহ্যজ্ঞানবিরহিতা ধ্যায়মানা পদং তব। ২৫॥

শ্রীকৃষ্ণের শোক স্পৃষ্ট মধুময় বচন শ্রবণে উদ্ধব কহিলেন, ব্রজলীলা, সুমনোহর রাসমণ্ডল, সেই সারভুত গোকুলবাসিনী গোপিকা, সেই সারাৎসারা রাসেশ্বরী রাধা,—যিনি রত্নাভরণ সকল পরিত্যাগ করিয়া কদলীবন মধ্যে নির্জ্জনে সহচরীগণে পরিবেষ্টিত হইয়া পঙ্কোপরি পরিকল্পিত চন্দনসিক্ত সজল পঙ্কজদল শয্যায় শয়ানা, অতীব মলিনা, ক্ষীণা ও শুক্ল বস্ত্রে আবৃতা; যাঁহাকে সখীগণ সতত শ্বেত চামরে বীজন করিতেছে, যিনি অনাহারে ক্ষীণাঙ্গ যষ্টি, যাঁহার শ্বাস প্রশ্বাস কখন বহিতেছে, কখন বা কিছুই নাই। ১৯। ২০। ২১। ২২। ২৩॥

কখন বা পুনরুজ্জীবিত হইতেছেন, যিনি নিয়তই বিরহজ্বরে একান্ত কাতরা, যাঁহার জল স্থল বোধ নাই, দিবা রাত্রি জ্ঞান নাই, মনুষ্যে ও পশুতে প্রভেদ নাই, আত্মীয় পর বিচার নাই, একেবারে বাহ্যজ্ঞান

ত্রৈলোক্যে চাযশো ভাবি তম্মৃত্যুবশসম্ভবং।
স্ত্রীহত্যাং নৈব বাঞ্ছন্তি জ্ঞানহীনাশ্চ দস্যবঃ। ২৬ ॥
গচ্ছ শীঘ্রং জগন্নাথ কদলীবনমীপ্সিতং।
বহির্ভূতা ন জগতাং সা রাধা ত্বৎপরায়ণা। ২৭ ॥
অতীব ভক্তা ন ত্যজ্যা প্রভূতা রক্ষিতা সদা।
নহি রাধাপরাভক্তা ন ভূতা ন ভবিষ্যতি। ২৮ ॥
মন্মথঃ শঙ্করাদ্ভীতো ভবাংশ্চ তৎপুরঃসরঃ।
ভবদ্বিধং পতিং প্রাপ্য কামদগ্ধা চ রাধিকা। ২৯ ॥
তস্মাৎ সর্ব্বপরং কর্ম্ম তচ্চ কেনাপি বার্য্যতে।
চন্দ্রং দহতি চন্দ্রশ্চ সন্ততং কিরণেন চ।
শশ্বৎ সুগন্ধি বায়ুশ্চাপ্যনাথা সর্ব্ব পীড়িতা। ৩০ ॥
তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভা সাধুনা কজ্জলোপমা।
সুবর্ণবর্ণকেশী চ বাসোবেশবিবর্জ্জিতা। ৩১ ॥

শূন্য হইয়াছেন এবং যিনি নিরন্তর কেবল তোমারই পাদপদ্ম ধ্যান করিতেছেন, সেই রাধাকেও দর্শন করিয়াছি। ২৪। ২৫।

যদি প্রাণবায়ু তাঁহাকে পরিত্যাগ করে, তাহা হইলে তোমার অযশ জগন্মণ্ডলে ঘোষিত হইবে। অজ্ঞানান্ধ দস্যুরাও স্ত্রীহত্যাজনিত মহাপাতকে বিলিপ্ত হইতে বাসনা করে না। ২৬ ॥

অতএব হে জগন্নাথ! শীঘ্র সেই বাঞ্ছিত কদলীবনে গমন কর, জগৎ সামান্যে তাঁহাকে পর্য্যবেক্ষণ করা যখন তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য, তখন তিনি তোমার একান্ত অনুরক্ত; কেন না তাঁহার তত্ত্বাবধান করিবে?। ২৭ ॥

যখন তুমি সামান্যতঃ সমস্ত রক্ষা করিতেছ, তখন সেই ভক্তি স্নিগ্ধলিতা রাধাকে পরিত্যাগ করা তোমার কর্ত্তব্য নহে, ফলতঃ রাধার তুল্য আমি দেখি নাই, দেখিবও না। ২৮ ॥

ভগবান কন্দর্প দেবাদিদেব শঙ্করের ভয়ে জড়ীভূত, তুমিও সেই মহা-

স্বয়ং বিধাতা ত্বদ্ভক্তঃ শরণঃ প্রভবোবিভুঃ।
ত্বদ্ভক্তঃ শঙ্করো দেবো যোগীন্দ্রাণাং গুরোগুরুঃ। ৩২ ॥
সনৎকুমার স্ত্বদ্ভক্তোগণেশো জ্ঞানিনাং গুরুঃ।
মুনীন্দ্রাশ্চ কতিবিধা স্ত্বদ্ভক্তা ধরণীতলে। ৩৩ ॥
ত্বদ্ভক্তা যাদৃশী রাধা ন ভক্ত স্তাদৃশোঽপরঃ।
ধ্যায়তে যাদৃশী রাধা স্বয়ং লক্ষ্মীর্নতাদৃশী। ৩৪ ॥
হরিরায়াতি ইত্যেবং রাধাগ্রে স্বীকৃতং ময়া।
শীঘ্রং গচ্ছ মহাভাগ তদেব সার্থকং কুরু। ৩৫ ॥
উদ্ধবস্য বচঃ শ্রুত্বা জহাসোবাচ মাধবঃ।
বেদোক্তং কথয়ামাস সহিতং সত্য সুব্রতং। ৩৬ ॥

দেব হইতে কোন অংশেই ন্যূন নহ। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! রাধা তোমার প্রাণাধিকা হইয়াও কন্দর্পবাণানলে দগ্ধ হইতেছেন? ২৯ ॥

অতএব কর্ম্মই সর্ব্ব প্রধান, কারণ কর্ম্ম ফলের হস্ত হইতে কাহারও পরিত্রাণের উপায় নাই। দেখ চন্দ্র আবার কিরণজল দ্বারা চন্দ্রকে দগ্ধ করিতেছে, সুগন্ধ গন্ধবহ আবার নিরন্তর উত্তপ্ত করিতেছে, যিনি তপ্ত কাঞ্চন বর্ণকে তিরস্কৃত করিয়াছেন, তিনিই এখন নাথ বিরহিত ও একান্ত কাতর হইয়া কালী বর্ণ হইয়াছেন, তাঁহার কেশ পাশ সুবর্ণ বর্ণ হইয়াছে, আর সে বাসও নাই, সে বেশও নাই। ৩০। ৩১।

যিনি সকলের শরণ্য, যিনি সকলের উৎপত্তিনিদান, যিনি সর্ব্ব প্রকার ঐশ্বর্য্যের অধিপতি সেই বিধাতাও তোমার ভক্ত, যিনি যোগীন্দ্রগণেরও পরম গুরু, সেই দেবাদিদেব শঙ্করও তোমার ভক্ত, কি সনৎকুমার, কি জ্ঞানিগণ গুরু গণেশ, কি ধরাতলস্থ বিবিধ মুনি, সকলেই তোমার ভক্ত; কিন্তু রাধা যেমন একান্তমনে তোমার ধ্যানে নিমগ্ন, সেরূপ আর দ্বিতীয় নাই। স্বয়ং লক্ষ্মীও সেরূপ নহেন। ৩২। ৩৩। ৩৪ ॥

শ্রীরাধার সম্মুখে আমি অঙ্গীকার করিয়া আসিয়াছি যে কৃষ্ণ আগতপ্রায়, মহাভাগ! অতএব শীঘ্র যাও, গিয়া আমাকে তীর্ণপ্রতিজ্ঞ কর। ৩৫ ॥

ভগবানুবাচ।

স্ত্রীষু ধর্ম্মবিবাহেষু বৃত্যর্থে প্রাণসঙ্কটে।
গবামর্থে ব্রাহ্মণার্থে নানৃতং স্যাজ্জুগুপ্সিতং। ৩৭॥
ত্বয়া স্বীকারহীনেন কুতস্ত্বং নরকং কুতঃ।
গোলোকং যাতি মদ্ভক্তো নরকং নহি পশ্যতি। ৩৮॥
ত্বরঙ্গীকারং সফলং করিষ্যামি তথাপি চ।
যাষ্যামি স্বপ্নেতন্মূলং গোপীনাং মাতুরেব চ। ৩৯॥
ইত্যাকর্ণ্য যযৌ গেহ মুদ্ধবশ্চ মহাযশাঃ।
হরি র্জগাম স্বপ্নে চ গোকুলং বিরহাকুলং। ৪০॥
স্বপ্নে রাধাং সমাশ্বাস্য দত্বা জ্ঞানং সুদুর্ল্লভং।
সন্তোষ্য ক্রীড়য়িত্বাচ গোপিকাশ্চ যথোচিতং। ৪১॥

উদ্ধবের বচন শ্রবণে মাধব হাস্য করিয়া বেদবিহিত হিতার্থ যুক্ত সত্য ও নিয়মিত বাক্য কহিলেন, উদ্ধব! স্ত্রীজন সমীপে, ধর্ম্মবিবাহে, জীবিকা নির্ব্বাহে, প্রাণ সঙ্কটে, ও গো ব্রাহ্মণের নিমিত্ত মিথ্যা কথন কখন নিন্দনীয় নহে। ৩৬। ৩৭॥

যদি তাহাই হইল, তবে রাধার নিকট তোমার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইলে তুমি কখন মিথ্যাজনিত পাতকে লিপ্ত হইতে পার না, সুতরাং তোমার নরকপক্ষ সুদূরপরাহত। বিশেষতঃ আমার ভক্তকে গোলোকধামে গমন ভিন্ন কখন নরক দর্শন করিতে হয় না। ৩৮॥

তথাপি আমি তোমার প্রতিজ্ঞা সফল করিব, আমি রজনীযোগে স্বপ্নাবস্থায় রাধিকার নিকট গোপীগণের নিকট, এবং মাতার নিকট গমন করিব। ৫৯॥

যশস্বী উদ্ধব শ্রীকৃষ্ণের এই ককল বাক্য শ্রবণ করিয়া স্বীয় ভবনে গমন করিলেন, এদিকে ভগবান্ হরিও যামিনীযোগে বিরহবিধুর গোকুলে গমন করিলেন। ৪০॥

গিয়া প্রথমতঃ স্বপ্নযোগে রাধিকাকে দর্শন, আশ্বাস ও দুর্ল্লভ জ্ঞান

বোধয়িত্বা যশোদাঞ্চ স্তনং পিত্বা চ নিদ্রিতাং।
গোপান্ গোপশিশূংশ্চৈব বোধয়িত্বা যযৌ পুনঃ ॥ ৪২ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে
নারায়ণনারদসংবাদে চাষ্টাধিক
নবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

প্রদান পূর্ব্বক তৎপরে গোপীগণের সহিত যথোপযুক্ত ক্রীড়া করত তাঁহাদিগের সন্তোষসাধন করিলেন। ৪১ ॥

তাহার পর যশোদার নিকট গমন পূর্ব্বক তাঁহাকে সান্ত্বনা করত সেই নিদ্রিতাবস্থায় তাঁহার স্তনপান করিলেন। অনন্তর সেই স্বপ্নযোগে গোপ ও গোপশিশুগণকে সমাশ্বাসিত করিয়া পুনরায় মথুরায় প্রত্যাগমন করিলেন ॥ ৪২ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্ত মহাপুরাণে শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে নারায়ণনারদ-
সংবাদে অষ্টাধিক নবতিতম অধ্যায় সম্পূর্ণ।

নবনবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীনারায়ণ উবাচ।

এতস্মিন্নন্তরে গর্গো বসুদেবাশ্রমং যযৌ।
দণ্ডী ছত্রী চ জটিলো দীপ্তশ্চ ব্রহ্মতেজসা ॥ ১ ॥
শুক্লযজ্ঞোপবীতী চ তপস্বী সংযতঃ সদা।
শুক্লদন্তঃ শুক্লবাসা যদোঃ কুলপুরোহিতঃ ॥ ২ ॥
তং দৃষ্ট্বা সহসোত্থায় দৈবকী প্রণনাম চ।
বসুদেবশ্চ ভক্ত্যা চ রত্নসিংহাসনং দদৌ ॥ ৩ ॥
মধুপর্কং কামধেনুং বহ্নিশুদ্ধাং শুকং তথা।
দত্ত্বা গন্ধপুষ্পমালাং পূজয়ামাস ভক্তিতঃ ॥ ৪ ॥
মিষ্টান্নং পরমান্নঞ্চ পিষ্টকং মধুরং মধু।

নারায়ণ কহিলেন, নারদ! ঐ সময় তপস্বী সদা সংযতচিত্ত আচার্য্য গর্গ বসুদেব-ভবনে সমাগত হইলেন। তাঁহার এক হস্তে দণ্ড, অপর হস্তে ছত্র, মস্তকে জটাভার, সর্ব্ব শরীর যেন ব্রহ্মতেজে জ্বলিতেছে, গলে শুক্লবর্ণ যজ্ঞোপবীত, দন্তপংক্তি শুক্লবর্ণ এবং পরিধান শুক্লাম্বর। ঐ আচার্য্যই যদুকুলের কুলপুরোহিত ॥ ১ ॥ ২ ॥

তাঁহাকে দর্শন করিবামাত্র বসুদেব ও দৈবকী শশব্যস্ত হইয়া গাত্রোত্থান পূর্ব্বক ভক্তিভাবে তাঁহার চরণে প্রণিপাত এবং উপবেশনার্থ সিংহাসন প্রদান করিলেন ॥ ৩ ॥

তৎপরে কামধেনু, মধুপর্ক, বহ্নির ন্যায় সমুজ্জল বসন, গন্ধ, পুষ্প ও মাল্য দিয়া ভক্তিপূর্ব্বক পূজা করিলেন ॥ ৪ ॥

ভোজয়ামাস যত্নেন তাম্বূলং বাসিতং দদৌ ॥ ৫ ॥
প্রণম্য কৃষ্ণং মনসা শরণঞ্চ বিলোক্য স।
উবাচ বসুদেবঞ্চ দৈবকীঞ্চ পতিব্রতাং ॥ ৬ ॥

শ্রীগর্গাচার্য্য উবাচ।

বসুদেব নিবোধেদং সবলং পশ্য পুত্রকং।
উপনীতোচিতং শুদ্ধং বয়সা সাম্প্রতং বয়ং ॥ ৭ ॥

শ্রীবসুদেব উবাচ।

শুভক্ষণং কুরু গুরো যদূনাং পূজ্য দৈবত।
উপনীতোচিতং শুদ্ধং ব্রশস্যঞ্চ সতামপি ॥ ৮ ॥

শ্রীগর্গাচার্য্য উবাচ।

সর্ব্বেভ্যো বান্ধবেভ্যোঽপি দেহ্যামন্ত্রণপত্রিকাং।
সম্ভারং কুরু যত্নেন বসুদেব বসুপম ॥ ৯ ॥
পরশ্বঃ শুভমেবাপি উপনেতুং সমীপ্সিতং।
দিনং সতামভিমতং বিশুদ্ধং চন্দ্রতারয়োঃ ॥ ১০ ॥

তৎপরে মিষ্টান্ন, পরমান্ন, পিষ্টক ও সুমধুর মধু প্রভৃতি দ্বারা পর্য্যাপ্ত ভোজন পরিসমাপ্ত হইলে সুবাসিত তাম্বূল প্রদত্ত হইল ॥ ৫ ;

অনন্তর আচার্য্য মানসে সেই শরণ্য কৃষ্ণকে প্রণাম করিয়া বসুদেব ও পতিব্রতা দৈবকীকে কহিলেন, দেখ, কৃষ্ণ ও বলরামের উপনয়নের কাল উপস্থিত, বিশেষ আমরাও বৃদ্ধাবস্থায় উপনীত হইয়াছি ॥ ৬ ॥ ৭ ॥

তাহা শ্রবণে বসুদেব তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে যদুকুল-গুরো! হে পূজ্যদেব! তবে এক্ষণে আপনি সর্ব্ববাদিসম্মত উপনয়নের শুভ দিন নির্ব্বাচন করুন ॥ ৮ ॥

আচার্য্য গর্গ কহিলেন, বসুদেব! তুমি সম্পদে কুবের তুল্য। সমস্ত আত্মীয় স্বজনকে নিমন্ত্রণ পত্র প্রদান কর। যত্ন পূর্ব্বক বিবিধ দ্রব্য সামগ্রী আহরণ কর। পরশ্বঃ উপনয়নের শুভ দিন। অতএব এই দিনে শুভ যজ্ঞোপ-

গর্গস্য বচনং শ্রুত্বা বসুদেবো বসুপমঃ।
প্রস্থাপয়ামাস সর্ব্বান্ বন্ধূন্ মঙ্গলপত্রিকাং ॥ ১১ ॥
ঘৃতকুল্যাং দুগ্ধকুল্যাং দধিকুল্যাং মনোহরাং।
মধুকুল্যাং গুড়কুল্যাং প্রচকার রসান্বিতঃ ॥ ১২ ॥
রাশিং নানোপহারাণাং মণিরত্নং সুবর্ণকং।
নানালঙ্কারবস্ত্রঞ্চ মুক্তামাণিক্যহীরকং ॥ ১৩ ॥
শ্রীকৃষ্ণো দেববর্গাংশ্চ মুনীন্দ্রসিদ্ধপুঙ্গবান্।
সস্মার মনসা ভক্ত্যা ভক্তাংশ্চ ভক্তবৎসলঃ ॥ ১৪ ॥
শুভে দিনে চ সংপ্রাপ্তে তে চ সর্ব্বে সমাযযুঃ।
মুনীন্দ্রা বান্ধবা দেবা রাজানো বহুশস্তথা ॥ ১৫ ॥
দেবকন্যা নাগকন্যা রাজকন্যাশ্চ সর্ব্বশঃ।
বিদ্যাধরাশ্চ গন্ধর্ব্বাশ্চাযযুর্ব্বাদ্যভাণ্ডকাঃ ॥ ১৬ ॥

বীত কার্য্য সমাধা করিতে বাসনা করিয়াছি। এই দিনে চন্দ্র তারা শুদ্ধি আছে এবং দিনটি সর্ব্ববাদিসম্মত ॥ ৯ ॥ ১০ ॥

কুবেরকল্প বসুদেব, পুরোহিত গর্গের বচন শ্রবণে চতুর্দ্দিকে আত্মীয় স্বজনের নিকট পত্র প্রেরণ করিলেন ॥ ১১ ॥

ঘৃত, দধি, দুগ্ধ, মধু ও গুড়ের সুশোভন নদী সকল পরিকল্পিত হইল। চতুর্দ্দিকে স্তূপাকার সামগ্রী; মণি, মুক্তা, মাণিক্য, স্বর্ণ, হীরক ও বস্ত্রালঙ্কার সকল রাশীকৃত হইল ॥ ১২ ॥ ১৩ ॥

ঐ সময় ভক্তবৎসল শ্রীকৃষ্ণ মানসে দেবগণ, মুনীন্দ্রগণ, সিদ্ধগণ ও ভক্তগণকে স্মরণ করিলেন ॥ ১৪ ॥

অনন্তর শুভ উপনয়ন দিনে তাঁহারা সকলেই সমাগত হইলেন। মুনীন্দ্রগণ, বান্ধবগণ, দেবগণ, রাজগণ এবং দেবকন্যা, রাজকন্যা ও নাগকন্যাগণ আগমন করিতে লাগিলেন। বিদ্যাধরগণ, গন্ধর্ব্বগণ ও বাদ্যকরগণের আগমন হইতে লাগিল ॥ ১৫ ॥ ১৬ ॥

ব্রাহ্মণা ভিক্ষুকা ভট্টা যতয়ো ব্রহ্মচারিণঃ।
সন্ন্যাসিনশ্চাবধূতা যোগিনশ্চ সমাযযুঃ ॥ ১৭ ॥
স্ত্রীবান্ধবাঃ স্ববন্ধূনাং বর্গা মাতামহস্য চ।
বন্ধূনাং বান্ধবাঃ সর্ব্ব আযযুঃ শুভকর্ম্মণি ॥ ১৮ ॥
ভীষ্মো দ্রোণশ্চ কর্ণশ্চাপ্যশ্বত্থামা কৃপো দ্বিজঃ।
সপুত্রো ধৃতরাষ্ট্রশ্চ সভার্য্যশ্চ সমাযযৌ ॥ ১৯ ॥
কুন্তী সপুত্রা বিধবা হর্ষশোকসমপ্লুতা।
নানাদেশোদ্ভবা যোগ্যা রাজানো রাজপুত্রকাঃ ॥ ২০ ॥
অত্রির্ব্বশিষ্ঠশ্চ্যবনো ভরদ্বাজো মহাতপাঃ।
যাজ্ঞবল্ক্যশ্চ ভীমশ্চ গর্গো গার্গ্যো মহাতপাঃ ॥ ২১ ॥
বৎস পুত্রশ্চ ধর্ম্মোজৈগীসব্যো দেবলো মুনিঃ।
পুলহশ্চ পুলস্ত্যশ্চ পিপ্পলাদশ্চ সৌভরিঃ ॥ ২২ ॥
সনকশ্চ সনন্দশ্চ তৃতীয়শ্চ সনাতনঃ।
সনৎকুমারো ভগবান্ বোঢ়ুঃ পঞ্চশিখস্তথা ॥ ২৩ ॥
দুর্ব্বাসাশ্চাঙ্গিরা ব্যাসো ব্যাসপুত্রঃ শুকস্তথা।

ব্রাহ্মণগণ, ভিক্ষুকগণ, ভট্টগণ, যতিগণ, ব্রহ্মচারিগণ, সন্ন্যাসিগণ, অবধূতগণ, যোগিগণ, স্ত্রীপক্ষীয় বন্ধুগণ, স্ববন্ধুগণ, মাতামহবন্ধুগণ এবং অন্যান্য বন্ধু-বান্ধবগণ আগমন করিতে লাগিলেন ॥ ১৭ ॥ ১৮ ॥

ভীষ্ম দ্রোণ, কর্ণ, অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য্য এবং ধৃতরাষ্ট্র স্ত্রীপুত্রগণ সমভিব্যাহারে বসুদেবভবনে সমাগত হইলেন ॥ ১৯ ॥

পতিহীনা শোকাকুলা কুন্তী পুত্রগণের সহিত এবং নানাদেশ হইতে যোগ্যতম রাজগণ ও রাজপুত্রগণ সমাগত হইতে লাগিলেন ॥ ২০ ॥

এদিকে অত্রি, বশিষ্ঠ, মহাতপা ভরদ্বাজ, যাজ্ঞবল্ক্য, ভীম, গর্গ, গার্গ্য, বৎসপুত্র ধর্ম্ম, জৈগীসব্য, দেবল, পুলহ, পুলস্ত, পিপ্পলাদ, সৌভরি ॥২১॥২২॥

সনক, সনন্দ, তৃতীয় সনাতন, ভগবান সনৎকুমার, বোঢ়ু, পঞ্চশিখ, দুর্ব্বাসা, অঙ্গিরা, ব্যাস, ব্যাসপুত্র শুকদেব, কুশিক, কৌশিক, রাম, ঋষ্য-

কুশিকঃ কৌশিকো রামঋষ্যশৃঙ্গো বিভাণ্ডকঃ ॥ ২৪ ॥
শৃঙ্গী চ বামদেবশ্চ গৌতমশ্চ গুণার্ণবঃ।
ক্রতুর্যতিশ্চারুণিশ্চ শুক্রাচার্য্যো বৃহস্পতিঃ ॥ ২৫ ॥
অষ্টাবক্রো বামনশ্চ পারিভদ্রশ্চ বাল্মীকিঃ।
পৌলো বৈশম্পায়নশ্চাপি প্রচেতাঃ পুরজিত্তথা ॥ ২৬ ॥
ভৃগুর্ম্মরীচির্ম্মধুজিৎ কশ্যপশ্চ প্রজাপতিঃ।
অদিতির্দ্দেবমাতা চ দিতির্দৈত্যপ্রসূস্তথা ॥ ২৭ ॥
সুমন্তশ্চ শুভাপুংশ্চ কণ্বঃ কাত্যায়নস্তথা।
পাণিনিঃ পারিজাতশ্চ পারিপাত্রশ্চ পুঙ্গবঃ ॥ ২৮ ॥
মার্কণ্ডেয়ো লোমশশ্চ কপিলশ্চ পরাশরঃ।
সম্বর্ত্তশ্চাপ্যুতথ্যশ্চ নরোঽহং চাপি নারদঃ ॥ ২৯ ॥
বিশ্বামিত্রঃ শতানন্দো জাজলিস্তৈত্তিরিস্তথা।
সান্দীপনিশ্চ ব্রহ্মাংশো যোগিনাং জ্ঞানিনাং গুরুঃ ॥ ৩০ ॥
উপমন্যুর্গৌরমুখো মৈত্রেয়শ্চ সুতশ্রবাঃ।
কচঃ কাচশ্চ করথো ভরদ্বাজশ্চ ধর্ম্মবিৎ ॥ ৩১ ॥

শৃঙ্গ, বিভাণ্ডক, শৃঙ্গী, বামদেব, গুণাকর গৌতম, ক্রতু, যতি, আরুণি, শুক্রাচার্য্য, বৃহস্পতি ॥ ২৩ ॥ ২৪ ॥ ২৫ ॥

অষ্টাবক্র, বামন, পারিভদ্র, বাল্মীকি, পৌর্ণ, বৈশম্পায়ন, প্রচেতা, পুরজিৎ, ভৃগু, মরীচি, মধুজিৎ, প্রজাপতি কশ্যপ, দেবমাতা অদিতি, দৈত্যজননী দিতি ॥ ২৬ ॥ ২৭ ॥

সুমন্ত, শুভাপু কণ্ব, কাত্যায়ন, পাণিনি, পারিজাত, শ্রেষ্ঠতম পারিপাত্র, মার্কণ্ডেয়, লোমশ, কপিল, পরাশর, সম্বর্ত্ত, উতথ্য, আমি (নারায়ণ), তুমি নারদ, বিশ্বামিত্র, শতানন্দ, জাজলি, তৈত্তিরি, ব্রহ্মাংশসম্ভূত যোগিগুরু জ্ঞানিগণাগ্রগণ্য সান্দীপনি, উপমন্যু, গৌরমুখ, মৈত্রেয়, সুতশ্রবা কচ, কচপুত্র, করথ ও ধর্ম্মজ্ঞ ভরদ্বাজ সকলে শিষ্য সমভিব্যাহারে বসুদেবভবনে

সশিষ্যা মুনয়ঃ সর্ব্বে বসুদেবাশ্রমং যযুঃ।
বসুদেবশ্চ তান্ দৃষ্ট্বা ববন্দে দণ্ডবদ্ভুবি ॥ ৩২ ॥
অথাস্মিন্নন্তরে ব্রহ্মা সস্মিতো হংসবাহনঃ।
রত্ননির্ম্মাণযানেন পার্ব্বত্যা সহ শঙ্করঃ ॥ ৩৩ ॥
নন্দী স্বয়ং মহাকালো বীরভদ্রঃ সুভদ্রকঃ।
মণিভদ্রঃ পারিভদ্রঃ কার্ত্তিকেয়ো গণেশ্বরঃ ॥ ৩৪ ॥
গজেন্দ্রেণ মহেন্দ্রশ্চ ধর্ম্মশ্চন্দ্রো রবিস্তথা।
কুবেরো বরুণশ্চৈব পবনো বহ্নিরেব চ ॥ ৩৫ ॥
যমঃ সংযমনীনাথো জয়ন্তো নলকুবরঃ।
সর্ব্বে গ্রহাশ্চ বসবো রুদ্রাশ্চ সগণাস্তথা ॥ ৩৬ ॥
আদিত্যাশ্চ তথা শেষো নানাদেবাঃ সমাযযুঃ।
বসুদেবশ্চ ভক্ত্যা চ ববন্দে শিরসা ভুবি ॥ ৩৭ ॥
তুষ্টাব পরয়া ভক্ত্যা দেবেন্দ্রাংশ্চ তথাসুরান্।
ভক্তিনম্রাত্মমূর্দ্ধ্না চ পুলকাঙ্কিতবিগ্রহঃ ॥ ৩৮ ॥

উপস্থিত হইলেন। বসুদেবও আমাদিগকে দর্শন করিবামাত্র দণ্ডবৎ নিপতিত হইয়া প্রণাম করিলেন ॥২৮॥২৯॥৩০॥৩১॥৩২॥

ইত্যবসরে হাস্যানন ব্রহ্মা হংসবাহনে; পার্ব্বতীসহচর শঙ্কর, নন্দী, মহাকাল, বীরভদ্র, সুভদ্র, মণিভদ্র, পারিভদ্র, কার্ত্তিকেয় ও গণপতিকে লইয়া রত্নময় যানে; দেবেন্দ্র গজেন্দ্রে এবং চন্দ্র, সূর্য্য, কুবের, বরুণ, পবন, হুতাশন, সংযমনীনাথ যম; জয়ন্ত, নলকূবর, সমস্ত গ্রহগণ, সকল রুদ্রগণ, আদিত্যগণ, ও অনন্তদেবপ্রভৃতি দেবগণ তথায় সমাগত হইলেন। বসুদেব দর্শনমাত্র অবনত মস্তকে ভূতলে শিরঃসংযোগ করিয়া তাঁহাদিগকে প্রণাম করিলেন এবং গাঢ়তর ভক্তিযোগে স্তব করিতে লাগিলেন। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল ॥ ৩৩ ॥ ৩৪ ॥ ৩৫ ॥ ৩৬ ॥ ৩৭ ॥ ৩৮ ॥

শ্রীবসুদেব উবাচ।

পরং ব্রহ্ম পরং ধাম পরমেশঃ পরাৎপরঃ।
স্বয়ং বিধাতা বন্দেঽহং জগতাং পরিপালকঃ॥ ৩৯॥
বেদানাং জনকঃ স্রষ্টা সৃষ্টিহেতুঃ সনাতনঃ।
সুরাণাঞ্চ মুনীন্দ্রাণাং সিদ্ধেন্দ্রাণাং গুরোর্গুরুঃ॥ ৪০॥
শম্ভুশ্চ শিবয়া সার্দ্ধং যোগীন্দ্রাণাং গুরোর্গুরুঃ।
স্বপ্নে যৎ পাদপদ্মঞ্চ ক্ষণং দ্রষ্টুং সুদুর্লভং॥ ৪১॥
শিবস্মরণমাত্রেণ সর্ব্বানিষ্টাঃ পলায়িতাঃ।
সর্ব্বসঙ্কটমুত্তীর্য্য কল্যাণং লভতে নরঃ॥ ৪২॥
সর্ব্বাগ্রে পূজনং যস্য দেবানামগ্রণীঃ পরঃ।
ঘটেষু মঙ্গলং মন্ত্রাৎ ভক্ত্যা চাবাহনেন চ॥ ৪৩॥

বসুদেব কহিলেন, বিধাতঃ! আপনি পরমব্রহ্ম, আপনি পরমজ্যোতি, আপনি পরম প্রভু, আপনি পরাৎপর, আপনি জগতের বিধাতা এবং পরিপালক; সমস্ত বেদ আপনা হইতেই সম্ভূত হইয়াছে, আপনি স্রষ্টা, আপনি সৃষ্টির কারণ, আপনি সনাতন, আপনি সুরগণের, মুনীন্দ্রগণের ও সিদ্ধগণের গুরুর গুরু। অতএব আপনার চরণে প্রণাম॥ ৩৯॥ ৪০॥

শম্ভো! আপনার চরণে প্রণিপাত করি। আপনি শিবানী সহিত সমাগত হইয়াছেন। আপনি যোগীন্দ্রগুরুরও গুরু। ক্ষণকালের নিমিত্ত স্বপ্নেও আপনার পাদপদ্ম দর্শন দুর্লভ। আপনার নাম স্মরণে সর্ব্ব প্রকার বিঘ্ন বিদূরিত হয় এবং সমুদয় সঙ্কট হইতে সমুত্তীর্ণ হইয়া অশেষ কল্যাণ লাভ করিতে পারা যায়॥ ৪১॥ ৪২॥

গণনায়ক! আপনার চরণে প্রণাম। সকলেই সর্ব্বাগ্রে আপনার অর্চ্চনা করিয়া থাকে। আপনি দেবগণের অগ্রণী। ভক্তিসহকারে মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক ঘটে আপনাকে আবাহন করিলে আপনি মঙ্গল বিধান করিয়া থাকেন।

স্বয়ং গণেশো ভগবান্ স সাক্ষাদ্ বিঘ্ননায়কঃ।
কার্ত্তিকেয়শ্চ ভগবান্ দেবাদীনাঞ্চ পূজিতঃ।
দেবানাং প্রবরা পূজ্যা মহালক্ষ্মীঃ পরাৎপরা ॥ ৪৪ ॥
মদ্গৃহে পার্ব্বতী মাতা জগতামাদিরূপিণী।
সর্ব্বশক্তিস্বরূপা চ মূলপ্রকৃতিরীশ্বরী ॥ ৪৫ ॥
পরাপরাণাং পরয়া পরং ব্রহ্মস্বরূপিণী।
যস্যা অর্চ্চাং সমারাধ্য বাঞ্ছিতং লভতে নরঃ ॥ ৪৬ ॥
শরৎকালে চ ভক্ত্যা চ সা সাক্ষান্ মম মন্দিরে।
সর্ব্বৈর্দ্দেবৈশ্চ সহিতা সগণা ভক্তবৎসলা।
কৃপাময়ী চ কৃপয়া চাবির্ভূতা চ ভারতে ॥ ৪৭ ॥
ধন্যোঽহং কৃতকৃত্যোঽহং সফলং জীবনং মম।
আগতাসি যতো দুর্গে পরমাদ্যা চ মদ্গৃহং ॥ ৪৮ ॥

আমার ভাগ্যে সেই বিঘ্ননায়ক ভগবান্ গণপতি স্বয়ং উপস্থিত হইয়াছেন। দেবাদিপূজিত ভগবান কার্ত্তিকেয়, দেবগণের এবং সমস্ত সুরগণের আরাধ্য পরাৎপরা মহালক্ষ্মী আমার ভবনে সমাগত হইয়াছেন ॥ ৪৩ ॥ ৪৪ ॥

অধিক কি, যিনি জগতের বীজভূতা, যিনি সকলের শক্তিস্বরূপা, যিনি মূলপ্রকৃতি, যিনি প্রাধান্য বিষয়ে শ্রেষ্ঠতম হইতেও শ্রেষ্ঠ, যিনি পরমব্রহ্ম-রূপিণী, শরৎকালে যাঁহাকে ভক্তিপূর্ব্বক অর্চ্চনা করিয়া লোক বাঞ্ছিত ফল লাভ করে, সেই কৃপাময়ী ভক্তবৎসলা জগন্মাতা পার্ব্বতী সমস্ত দেবগণে ও সকল পরিবারে সমবেত হইয়া স্বয়ং ভারতে অবতীর্ণ হইয়াছেন, স্বয়ং আমার গৃহে আগমন করিয়াছেন ॥ ৪৫ ॥ ৪৬ ॥ ৪৭ ॥

হে দুর্গে! তুমি সর্ব্বপ্রধানা ও সকলের আদি, অতএব তুমি যখন অনুগ্রহ করিয়া আমার গৃহে সমাগত হইয়াছ, তখন আজ আমি ধন্যবাদের পাত্র হইলাম, আজ আমি কৃতার্থ হইলাম, আজ আমার জীবন সার্থক হইল ॥ ৪৮ ॥

এবং সর্ব্বাংশ্চ তুষ্টাব ক্রমেণ চ পৃথক্ পৃথক্।
সুরান্ মুনীন্ মানবাংশ্চ বিপ্রান্ বধ্বাশুকং মুদা ॥ ৪৯ ॥
প্রত্যেকং বাসয়ামাস রত্নসিংহাসনে বরে।
পূজয়ামাস বিধিবৎ ক্রমেণ চ পৃথক্ পৃথক্ ॥ ৫০ ॥
প্রত্যেকং বরয়ামাস ব্রহ্মাদীংশ্চ সুরানপি।
মুনিবর্গান্ ব্রাহ্মণাংশ্চ ভক্ত্যা গর্গং পুরোহিতং ॥ ৫১ ॥
রত্নৈঃ প্রবালৈর্ম্মণিভির্মুক্তামাণিক্যহীরকৈঃ।
ভূষণৈর্ব্বসনৈশ্চৈব মাল্যৈশ্চ গন্ধচন্দনৈঃ ॥ ৫২ ॥
রত্নসিংহাসনে রম্যে সর্ব্বেষাং মধ্যদেশতঃ।
গণেশং বাসয়ামাস পূজার্থং শুভকর্ম্মণি ॥ ৫৩ ॥
সপ্ততীর্থোদকেনৈব সুবর্ণকলসেন চ।
পুষ্পচন্দনযুক্তেন শীতেন বাসিতেন চ ॥ ৫৪ ॥

নারদ! বসুদেব এইরূপে গললগ্নীকৃতবস্ত্র হইয়া একাদিক্রমে, কি দেব-গণ, কি মুনিগণ, কি মানবগণ, কি বিপ্রগণ, সকলের নিকট গমন পূর্ব্বক যথোচিত স্তুতিবাদ করিতে লাগিলেন। ৪৯ ॥

উপবেশনার্থ প্রত্যেককেই রত্নময় সিংহাসন প্রদান করিলেন, ক্রমে ক্রমে প্রত্যেককেই যথোচিত পূজা বিধান করিলেন ॥ ৫০ ॥

ব্রহ্মাদি দেবগণ, মুনিবর্গ, ব্রাহ্মণগণ ও গর্গ পুরোহিতকে বরণ করিলেন। রত্ন, প্রবাল, মণি, মুক্তা, মাণিক্য, হীরক, বসন, ভূষণ, মাল্য ও সুগন্ধি চন্দন প্রদত্ত হইল ॥ ৫১ ॥ ৫২ ॥

শুভ উপনয়ন কার্য্যে সর্ব্বাগ্রে পূজা করিবার নিমিত্ত গণপতিকে সকলের মধ্যদেশে রমণীয় রত্নময় সিংহাসনে উপবেশন করাইলেন ॥ ৫৩ ॥

স্বর্ণকুম্ভে করিয়া পুষ্প চন্দনযুক্ত সুশীতল ও সুবাসিত সপ্ততীর্থোদক, স্বর্নদী সলিল, পুষ্কর তীর্থোদক, পবিত্র পঞ্চামৃত, পঞ্চগব্য এবং সাগরোদক

স্বর্গগঙ্গাজলেনৈব পুষ্করোদকপুণ্যতঃ।
পঞ্চামৃতেন শুদ্ধেন পঞ্চগব্যেন ভক্তিতঃ ॥ ৫৫ ॥
হেরম্বং পূজয়ামাস সমুদ্রোদেন মন্ত্রতঃ।
বরয়ামাস মাল্যেন পারিজাতস্য নারদ ॥ ৫৬ ॥
রত্নেন্দ্রভূষণেনৈব বহ্নিশুদ্ধাংশুবাসসা।
গন্ধচন্দনপুষ্পৈশ্চ রত্নমাল্যাঙ্গুরীয়কৈঃ ॥ ৫৭ ॥
তুষ্টাব পার্ব্বতীপুত্রং সর্ব্বদেবাধিপং শুভং।
বিঘ্ননিঘ্নকরং শান্তং ভগবন্তং সনাতনং ॥ ৫৮ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে
নারায়ণনারদসংবাদে নবনবতি-
তমোঽধ্যায়ঃ।

দ্বারা ভক্তিভাবে মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া হেরম্বকে অভিষেক করিলেন। তৎপরে পারিজাত পুষ্প, উৎকৃষ্ট রত্নময় ভূষণ, বহ্নিসমুজ্জ্বল বস্ত্র, গন্ধ, চন্দন, পুষ্প, রত্নমাল্য ও অঙ্গুরীয়াদি দ্বারা পূজা সমাহিত হইল। পরিশেষে সেই সর্ব্বদেবাগ্রগণ্য, বিঘ্নবিনাশন, শান্তস্বভাব সনাতন ভগবান পার্ব্বতীপুত্র গণেশ্বরকে স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ৫১ ॥ ৫৫ ॥ ৫৬ ॥ ৫৭ ॥ ৫৮ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্ত মহাপুরাণে শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে নারায়ণনারদ-
সংবাদ নবনবতিতম অধ্যায় সম্পূর্ণ।

শততমোঽধ্যায়ঃ।

নারায়ণ উবাচ।

অথাদিতির্দ্দিতিশ্চৈব দৈবকী রোহিণী রতিঃ।
সরস্বতী চ সাবিত্রী যশোদা চ পতিব্রতা ॥ ১ ॥
লোপামুদ্রারুন্ধতী চৈবাহল্যা তারকা তথা।
যযুস্তাঃ পার্ব্বতীং দ্রষ্টুং বেগেন মন্দিরাদপি ॥ ২ ॥
পরস্পরঞ্চ সম্ভাষ্য সমাশ্লিষ্য পুনঃ পুনঃ।
প্রণম্য বেশয়ামাসুর্ম্মন্দিরং রত্নশোভিতং ॥ ৩ ॥
রত্নসিংহাসনে রম্যে বাসয়ামাসুরীশ্বরীং।
বরয়ামাস মাল্যেন বাসসা রত্নভূষণৈঃ ॥ ৪ ॥
পারিজাতস্য পুষ্পঞ্চ শক্রানীতং মনোহরং।
দদৌ তং পাদপদ্মে চ দৈবকী ভক্তিপূর্ব্বকং ॥ ৫ ॥

অনন্তর পতিপরায়ণা অদিতি, দিতি, দৈবকী, রোহিণী, রতি, সরস্বতী, সাবিত্রী, যশোদা, লোপামুদ্রা, অরুন্ধতী, অহল্যা ও তারকা প্রভৃতি যোষাগণ পার্ব্বতীকে দর্শন করিবার নিমিত্ত বেগে ভবন হইতে বহির্গত হইলেন ॥ ১ ॥ ২ ॥

পরে পার্ব্বতী সমীপে গমন পূর্ব্বক তাঁহাকে আলিঙ্গন প্রণাম ও তাঁহার সহিত সম্ভাষণ করিয়া তাঁহাকে রত্নবিভূষিত ভবনে প্রবেশ করাইলেন ॥ ৩ ॥

অনন্তর তিনি তথায় রমণীয় রত্নময় সিংহাসনে সমাসীন হইলে দৈবকী বস্ত্র, মাল্য ও রত্নময় বিভূষণ পরিধাপিত করিয়া তৎপরে ভক্তিপূর্ব্বক তাঁহার পাদপদ্মে মহেন্দ্র সমানীত মনোহর পারিজাত কুসুম, সীমন্তে সিন্দুর-

সিন্দূরবিন্দুসীমন্তে ভালে চন্দনবিন্দুকং।
কস্তূরী কুঙ্কুমেন্দুঞ্চ প্রদদৌ পরিতস্তয়োঃ॥ ৬॥
মিষ্টান্নং ভোজয়ামাস শীততোয়ং সুবাসিতং।
তাম্বূলঞ্চ বরং রম্যং কর্পূরাদিসুবাসিতং॥ ৭॥
আলক্তকঞ্চ প্রদদৌ নখেষু পাদপদ্ময়োঃ।
কুঙ্কুমস্যাপি রাগঞ্চ সিষেবে শ্বেতচামরৈঃ॥ ৮॥
সংপূজ্য পার্ব্বতীং দেবীং মুনিপত্নীঃ ক্রমেণ চ।
পূজয়ামাস বিধিবৎ পতিপুত্রবতী সতী॥ ৯॥
রাজকন্যা দেবকন্যা নাগকন্যা মনোহরাঃ।
মুনিকন্যা বন্ধুকন্যাঃ পূজয়ামাস সুব্রতা॥ ১০॥
বাদ্যং নানাবিধং রম্যং বাদয়ামাস কৌতুকাৎ।
মঙ্গলং কারয়ামাস ভোজয়ামাস ব্রাহ্মণান্॥ ১১॥

বিন্দু, ললাটে চন্দন এবং তাহারই উভয় পার্শ্বে কস্তুরী ও কুঙ্কুমবিন্দু প্রদান করিলেন॥ ৪॥ ৫॥ ৬॥

তৎপরে মিষ্টান্ন ভোজন করাইয়া সুবাসিত সুশীতল সলিল এবং কর্পূরাদি দ্বারা সুবাসিত একটি অত্যুৎকৃষ্ট তাম্বূল প্রদান করিলেন। চরণকমলযুগল এবং নখর সকল অলক্তক ও কুঙ্কুমরাগে রঞ্জিত করিয়া চামরবীজন করিতে লাগিলেন॥ ৭॥ ৮॥

তাহার পর সেই পতিপুত্রবতী সাধ্বী দৈবকী ক্রমশঃ যথাবিধি মুনিপত্নীদিগকে অর্চ্চনা করিতে লাগিলেন। তাহার পর মনোহারিণী রাজকন্যা, দেবকন্যা, নাগকন্যা, মুনিকন্যা ও বান্ধবকন্যা সকল যথাবিধি অর্চ্চিত হইল॥ ৯॥ ১০॥

নানাবিধ মনোহর বাদ্য বাদিত হইতে লাগিল। আনন্দের পরিসীমা রহিল না। বিবিধ মঙ্গল কার্য্য অনুষ্ঠিত হইতে আরম্ভ হইল। ব্রাহ্মণভোজনের ইয়ত্তা রহিল না॥ ১১॥

ভৈরবীং পূজয়ামাস মথুরাং গ্রাম্যদেবতাং।
দিব্যৈঃ ষোড়শোপচারৈঃ ষষ্ঠীং মঙ্গলচণ্ডিকাং॥ ১২॥
পুণ্যং স্বস্ত্যয়নং শুদ্ধং কারয়ামাস মঙ্গলং।
বেদাংশ্চ পাঠয়ামাস বসুদেবস্য বল্লভা॥ ১৩॥
স্বর্গগঙ্গাজলেনৈব সুবর্ণকলসেন চ।
স্নাপয়ামাস সবলং শ্রীকৃষ্ণং পুত্রবৎসলা॥ ১৪॥
বস্ত্রচন্দনমাল্যৈশ্চ তয়োর্ব্বেশং চকার সা।
রত্নেন্দ্রসারনির্ম্মাণভূষণৈশ্চ মনোহরৈঃ॥ ১৫॥
মাতৃভূষণভূষাঢ্যঃ সবলঃ কৃষ্ণ এব চ।
আযযৌ চ সভাং দেবমুনীন্দ্রাণাঞ্চ নারদ॥ ১৬॥
দৃষ্ট্বা তং জগতীনাথমুত্তস্থৌ প্রযবেন চ।
স্বয়ং বিধাতা শম্ভুশ্চ শেষো ধর্ম্মশ্চ ভাস্করঃ॥ ১৭॥
দেবাশ্চ মুনয়শ্চৈব কার্ত্তিকশ্চ গণেশ্বরঃ।
পৃথক্ পৃথক্ ক্রমেণৈব তুষ্টাব পরমেশ্বরং॥ ১৮॥

উৎকৃষ্ট বিধানে ষোডশোপচারে মথুরার গ্রাম্যদেবতা ভৈরবী, ষষ্ঠী ও মঙ্গলচণ্ডিকার পূজা হইল॥ ১২॥

অতি পবিত্র ও মঙ্গলকর নানা প্রকার শান্তি সন্ত্যয়ন হইতে লাগিল। বেদপাঠশব্দে প্রাঙ্গন পরিপূরিত হইয়া উঠিল। তখন পুত্রবৎসলা বসুদেব-পত্নী সুরদীর্ঘিকার সলিলপরিপূর্ণ সুবর্ণ কলসে করিয়া বলদেব ও কৃষ্ণকে স্নান করাইলেন॥ ১৩॥ ১৪॥

অনন্তর উভয় ভ্রাতাকে বস্ত্র পরিধান করাইয়া চন্দন, মাল্য এবং উৎকৃষ্ট রত্নবিভূষিত মনোহর অলঙ্কারে অলঙ্কৃত করিয়া দিলেন॥ ১৫॥

কৃষ্ণ ও বলদেব ভ্রাতৃদ্বয়ে মাতৃদত্ত বিভূষণে বিভূষিত হইয়া দেবগণ ও মুনীন্দ্রগণ পরিশোভিত সভাতলে সমুপস্থিত হইলেন॥ ১৬॥

জগন্নাথ স্বয়ং সভামধ্যে সমুপস্থিত সন্দর্শন করিয়া বিধাতা, শম্ভু, অনন্ত-

ব্রহ্মোবাচ।

নাথোঽনির্ব্বচনীয়োঽসি ভক্তানুগ্রহবিগ্রহঃ।
বেদানির্ব্বচনীয়স্ত্বং কস্ত্বাং স্তোতুমিহেশ্বরঃ॥ ১৯॥

শ্রীমহাদেব উবাচ।

নিরীহং ত্বাং নিরাকারং পরমাত্মানমীশ্বরং।
দেহেষু দেহিনাং শশ্বৎ স্থিতং নির্লিপ্তমেব চ॥ ২০॥
কর্ম্মিণাং কর্ম্মণাং শুদ্ধং সাক্ষিণং সাক্ষদং বিভুং।
কিং স্তৌমি রূপশূন্যঞ্চ গুণশূন্যঞ্চ নির্গুণং॥ ২১॥

অনন্ত উবাচ।

কিম্বা জানাম্যহং নাথ ত্বামনন্তমনীশ্বরং।
অনন্তকোটিব্রহ্মাণ্ডকরণং দুঃখকারণং॥ ২২॥
মহদ্বিষ্ণোশ্চ লোম্নাঞ্চ বিবরেষু জলেষু চ।
সন্তি বিশ্বান্যসংখ্যানি চিত্রাণি কৃত্রিমাণি চ॥ ২৩॥

দেব, ধর্ম্ম, ভাস্কর, দেবগণ, মুনিগণ, কার্ত্তিকেয় ও গণপতি সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান করিলেন এবং সকলে যথাক্রমে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে সেই পরমেশের স্তব-পাঠে প্রবৃত্ত হইলেন॥ ১৭॥ ১৮॥

প্রথমতঃ কমলযোনি ব্রহ্মা বলিলেন, জগন্নাথ! তুমি বাঙ্মনের অতীত পদার্থ। কেবল ভক্ত জনের বাঞ্ছা পূর্ণ করিবার নিমিত্ত বিগ্রহ ধারণ করিয়াছ। চারিবেদ তোমার স্বরূপ নির্ব্বাচনে অসমর্থ। অতএব আমি আর তোমার কি স্তব করিব॥ ১৯॥

মহাদেব কহিলেন, বিভো! তুমি নিশ্চেষ্ট, তুমি নিরাকার, তুমি পরমাত্মা, তুমি সর্ব্বেশ্বর, তুমি দেহীদিগের দেহমধ্যে নির্লিপ্তভাবে অবস্থান করিতেছ। তুমি মানবগণের সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মের সাক্ষীস্বরূপ, অতএব হে নিরাকার! হে নির্ব্বিকার! হে গুণাতীত! আমি আর তোমার কি স্তব করিব॥২০॥২১॥

অনন্ত কহিলেন, নাথ! আমি তোমার মহিমা কি জানিব। তোমার

সন্তি সন্তশ্চ দেবাশ্চ ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাত্মকাঃ।
ত্বদংশাঃ প্রতিবিশ্বেষু তীর্থানি ভারতং তথা ॥ ২৪॥
ব্রহ্মাণ্ডৈকস্থিতোঽহঞ্চ সূক্ষ্মনাগস্বরূপকঃ।
স্থাপিতশ্চ ত্বয়া কূর্ম্মে গজেন্দ্রে মশকো যথা ২৫॥
পরমাণুপরং সূক্ষ্মং বিশ্বেষু নাস্তি কুত্রচিৎ।
মহদ্বিষ্ণোঃ পরং স্থূলঃ সমো নাস্তি চ কুত্রচিৎ॥ ২৬॥
মহদ্বিষ্ণোঃ পরস্ত্বঞ্চ ত্বৎপরো নাস্তি কশ্চন।
স্থূলাৎ স্থূলতরো দেবঃ সূক্ষ্মাৎ সূক্ষ্মতমো ভবান্॥২৭॥
আধারশ্চ মহদ্বিষ্ণোর্জ্জলরূপো ভবান্ স্বয়ং।
জলাধারো গোলকশ্চ ত্বঞ্চ স্থাবররূপধৃক্॥ ২৮॥

মহিমারও সীমা নাই, তোমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর প্রভুও আর দ্বিতীয় নাই। অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড তোমা হইতেই সমুৎপন্ন হইয়াছে, তুমি দুঃখনিদান ॥২২॥

নাথ! তুমি মহাবিষ্ণু; তোমার প্রতি লোমকূপে এবং তোমা বিসৃষ্ট সলিলমধ্যে কি কৃত্রিম, কি অকৃত্রিম, অসংখ্য বিচিত্র ব্রহ্মাণ্ড বিরাজমান রহিয়াছে ॥ ২৩॥

প্রতি ব্রহ্মাণ্ডেই তোমার অংশসম্ভূত ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর প্রভৃতি দেবগণ এবং অন্যান্য শত শত সাধুগণ বিরাজ করিতেছেন। প্রতি বিশ্বেই তীর্থ সকল এবং ভারতবর্ষ বিরাজমান রহিয়াছে ॥ ২৪ ॥

ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে আমি সামান্য ক্ষুদ্রকায় নাগ। আমি যে কোথায় অবস্থান করিতেছি, তাহা লক্ষ্যের মধ্যেই নহে। তুমিই আমাকে গজেন্দ্রপৃষ্ঠস্থিত মশকের ন্যায় কূর্ম্মপৃষ্ঠে অবস্থাপিত করিয়াছ ॥ ২৫॥

নাথ! কোন বিশ্বেই পরমাণু অপেক্ষা সূক্ষ্মতম এবং মহাবিষ্ণু অপেক্ষা বৃহত্তর বা তাহার তুল্য পদার্থ, আর কিছুই নাই; কিন্তু তুমি সেই মহাবিষ্ণু হইতেও মহত্তম। তোমা অপেক্ষা মহত্তম আর কিছুই নাই। তুমি স্থূল হইতেও স্থূল এবং সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্ম ॥ ২৬॥ ২৭॥

সর্ব্বাধারো মহদ্বিষ্ণুঃ স্থাবরাদিস্বরূপকঃ ।
ভক্তানুগ্রহদেহস্য নিত্যস্য ভবতো বিভো ॥ ২৯ ॥
বক্তুং বহুতরৈর্নাথ ত্বয়া দত্তৈঃ পুরৈব চ ।
স্তোতুমিচ্ছামি তদ্যোগ্যং ন দত্তং জ্ঞানমীশ্বর ॥ ৩০ ॥

দেবা ঊচুঃ ।

ত্বামনন্তং যদি স্তোতুং দেবোঽনন্তো নহীশ্বরঃ ।
ন হি স্বয়ং বিধাতা চ ন হি জ্ঞানাত্মকঃ শিবঃ ।
সরস্বতী জড়ীভূতা কিং কুর্ম্মঃ স্তবনং বয়ং ॥ ৩১ ॥

মুনীন্দ্রা ঊচুঃ ।

বেদাঃ স্তোতুং ন শক্তাশ্চেৎ ত্বাং বেদাজ্ঞাতমীশ্বরং ।
বয়ং বেদবিদঃ সন্তঃ কিং কুর্ম্মঃ স্তবনং তব ॥ ৩২ ॥

প্রভো ! তুমি মহদ্বিষ্ণুর জলরূপ, তুমি জলাধার গোলক। তুমি স্থাবররূপী, তুমি নিত্য, কেবল ভক্তগণের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশার্থ দেহ ধারণ করিয়াছ। বিভো! তোমার শ্বাস প্রশ্বাসই জগতের জীবনস্বরূপ মহদ্বায়ু ॥ ২৮ ॥ ২৯ ॥

নাথ ! তুমি পূর্ব্বে আমাকে বহুতর বদন প্রদান করিয়াছ ; সুতরাং আমি সেই সকল বদনে তোমার স্তুতিবাদ করিতে বাসনা করি ; কিন্তু নাথ ! তুমি আমায় তদুপযুক্ত জ্ঞান প্রদান কর নাই, কি করিব ॥ ৩০ ॥

দেবগণ কহিলেন, প্রভো ! কি অনন্তদেব, কি বিধাতা, কি জ্ঞানিগণ-গুরু মহাদেব, কেহই যখন তোমার অনন্ত মহিমার স্তুতিবাদে সক্ষম হইলেন না ; সরস্বতীই যখন জড়ীভূত হইয়া পড়িলেন, তখন আর আমরা তোমার কি স্তব করিব ॥ ৩১ ॥

মুনীন্দ্রগণ কহিলেন, নাথ ! চারিবেদ যখন তোমার সীমা নিরূপণে অসমর্থ হইল, তখন আমরা সেই বেদপাঠে জ্ঞান লাভ করিয়া আর কি তোমার মহিমা বর্ণন করিব ? ॥ ৩২ ॥

ইদং স্তোত্রং মহাপুণ্যং দেবৈশ্চ মুনিভিঃ কৃতং।
যঃ পঠেৎ সংযতঃ শুদ্ধঃ পূজাকালে চ ভক্তিতঃ॥ ৩৩॥
ইহ লোকে সুখং ভুক্ত্বা লব্ধা জ্ঞানং নিরঞ্জনাৎ।
রত্নযানং সমারুহ্য গোলোকং স চ গচ্ছতি॥ ৩৪॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে
নারায়ণনারদসংবাদে শত-
তমোঽধ্যায়ঃ।

নারদ! দেবগণ ও মুনিগণ এইরূপে সেই পরমাত্মরূপী কৃষ্ণের স্তব করিয়াছিলেন। যে ব্যক্তি পূজাকালে শুদ্ধ ও সংযত হইয়া ভক্তিপূর্ব্বক এই পুণ্যপ্রদ স্তোত্র পাঠ করেন, তিনি ইহ লোকে সুখভোগ এবং নিষ্কলঙ্ক কৃষ্ণের নিকট জ্ঞান লাভ করিয়া রত্নময় যানারোহণে গোলোকে গমন করিতে পারেন॥ ৩৩॥ ৩৪॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্ত মহাপুরাণে শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে নারায়ণনারদ-
সংবাদে শততম অধ্যায় সম্পূর্ণ।

একাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

নারায়ণ উবাচ।

সংভূয় দেবমুনয়ো বিবিশুর্ন হি মানসে।
দদৃশুঃ প্রাঙ্গনে কৃষ্ণং শোভিতং পীতবাসসা॥ ১॥
যথা সৌদামিনীযুক্তং নবীনং জলদং মুনে।
বকপংক্তিযুতঞ্চৈব মালতীমালয়া তথা॥ ২॥
কপালে মণ্ডলাকারকস্তূরীযুক্তচন্দনং।
সকলঙ্কমৃগাঙ্কঞ্চ শোভিতং জলদে যথা॥ ৩॥
দ্বিভুজং শ্যামলং শান্তং রাধাকান্তং মনোহরং।
ঈষদ্ধাস্যপ্রসন্নাস্যং ভক্তানুগ্রহবিগ্রহং॥ ৪॥
রত্নকেয়ূরবলয়রত্নমঞ্জীররঞ্জিতং।
বসন্তং পিতৃকুংসঙ্গে বলেন সহিতং পরং॥ ৫॥

নারায়ণ ঋষি কহিলেন, নারদ! দেবগণ ও মুনিগণ সমবেত হইয়া কেহ শ্রীকৃষ্ণের অন্তরে প্রবেশ করিতে পারিলেন না; কেবলমাত্র দেখিলেন, পীতাম্বর পরিশোভিত, ভগবান্ কৃষ্ণ প্রাঙ্গনভূমি সমুজ্জ্বল করিয়াছেন॥ ১॥

সৌদামিনীযুক্ত নবীন জলধর বিরাজ করিতেছে। গলে মালতীপুষ্পের মালা বিদ্যমান থাকায় বোধ হইতে লাগিল যেন জলদে বকপংক্তি বিরাজ করিতেছে॥ ২॥

তাঁহার ললাটপ্রদেশে কস্তূরীযুক্ত গোলাকার তিলক বিরাজমান থাকায়, যেন মেঘের উপর সকলঙ্ক শশধর সমুদিত হইয়াছে॥ ৩॥

সেই দ্বিভুজ শ্যামল, শান্ত ও মনোহর মূর্ত্তি রাধাকান্তের প্রসন্ন মুখমণ্ডলে ঈষৎ হাস্যসংলগ্ন। কেবল ভক্তজনের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশার্থই তাঁহার

অথ মঙ্গলকালে চ শুভলগ্নে মনোরমে।
সংবীক্ষিতে গ্রহৈঃ শান্তৈর্জ্জাগ্রল্লগ্নাধিপে স্থিতে ॥ ৬ ॥
অসদ্‌গ্রহৈরদৃষ্টে চ সদ্‌গ্রহক্ষেত্র এব চ।
শুভকর্ম্মসমারব্ধং স্বস্তিবাচনপূর্ব্বকং ॥ ৭ ॥
চকার বসুদেবশ্চাপ্যাজ্ঞয়া সুরবিপ্রয়োঃ।
দত্ত্বা সুবর্ণশতকং ব্রাহ্মণায় চ সাদরং ॥ ৮ ॥
দেবেন্দ্রাশ্চ মুনীন্দ্রাশ্চ নমস্কৃত্য পুরোহিতং।
গণেশঞ্চ দিনেশঞ্চ বহ্নিং পুত্রং শিবং শিবাং ॥ ৯ ॥
সম্পূজ্য দেবষট্‌কঞ্চ সাক্ষাতে দেবসংসদি।
দিব্যৈঃ ষোড়শোপচারৈঃ সংযুতো ভক্তিপূর্ব্বকং।
পুত্রাধিবাসনঞ্চক্রে বেদমন্ত্রেণ সংসদি ॥ ১০ ॥
সংপূজ্য নানাদেবাংশ্চ দিক্‌পালাংশ্চ নবগ্রহান্।

বিগ্রহধারণ। তাহার হস্তে রত্নবলয় এবং চরণে রত্ননূপুর। পিতার ক্রোড় দেশে বলদেবের সহিত সমাসীন রহিয়াছেন ॥ ৪ ॥ ৫ ॥

অনন্তর শুভসময়ে মনোহর শুভ লগ্ন সমুপস্থিত হইলে লগ্নাধিপতি যথা স্থানে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। শুভগ্রহ সকল শুভদৃষ্টি প্রদান করিতে লাগিলেন। অশুভ গ্রহ সকল লগ্ন হইতে তিরোহিত হইল। এইরূপে অশুভ গ্রহ সকল তিরোহিত হইয়া শুভগ্রহের ক্ষেত্র সমুপস্থিত হইলে দেবগণ ও বিপ্র-গণের অনুমতিক্রমে স্বস্তিবাচন পূর্ব্বক শুভ উপনয়ন কার্য্য সমারব্ধ হইল। পরম সমাদরে শত শত দীনার বিপ্রসাৎ হইতে লাগিল ॥ ৬ ॥ ৭ ॥ ৮ ॥

অনন্তর বসুদেব দেবেন্দ্রগণ, মুনীন্দ্রগণ ও পুরোহিতকে প্রণাম পূর্ব্বক সেই দেবসভামধ্যে সর্ব্ব প্রথমে ভক্তিপূর্ব্বক একাদিক্রমে গণপতি, ভাস্কর, হুতাশন, পুত্র, (নারায়ণ) শিব ও শিবানী এই ছয় দেবকে ষোড়শোপচারে পূজা করিলেন। তৎপরে বৈদিকমন্ত্রে পুত্র কৃষ্ণ ও বলরামের অধিবাসন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ৯ ॥ ১০ ॥

দত্ত্বা পঞ্চোপচারঞ্চ ভক্ত্যা ষোড়শমাতৃকাঃ ॥ ১১ ॥
দত্ত্বা চ বসুধারাঞ্চ সপ্তবারান্ ঘৃতেন তু ।
চেদিরাজং বসুং নত্বা সংপূজ্য প্রযযৌ পুনঃ ॥ ১২ ॥
বৃদ্ধিশ্রাদ্ধং সুনির্ব্বাপ্য যৎকিঞ্চিদ্বৈদিকং তথা ।
যজ্ঞং কৃত্বা চ বেদোক্তং যজ্ঞসূত্রং দদৌ মুদা ॥ ১৩ ॥
বলদেবাগ্রজায়ৈব কৃষ্ণায় পরমাত্মনে ।
গায়ত্রীঞ্চ দদৌ তাভ্যাং মুনিঃসান্দীপনিস্তথা ॥ ১৪ ॥
ভিক্ষাং দদৌ চ প্রথমে পার্ব্বতী পরমাদরাৎ ।
অমূল্যরত্নপাত্রস্থং মুক্তামাণিক্যহীরকং ॥ ১৫ ॥
হীরাসারবিনির্ম্মাণং পিত্রা দত্তঞ্চ হারকং ।
শুভাশিষঞ্চ প্রদদৌ শুক্লপুষ্পেণ দুর্ব্বয়া ॥ ১৬ ॥
ততোঽদিতির্দ্দিতিশ্চৈব মুনিপত্ন্যশ্চ দৈবকী ।
যশোদা রোহিণী কৃষ্ণা সাবিত্রী চ সরস্বতী ।

ভক্তিভাবে পঞ্চোপচারে নানাবিধ দেবতা, দিক্‌পালগণ ও গৌর্য্যাদি ষোড়শ মাতৃকার পূজা সমাহিত হইল। ঘৃতদ্বারা সপ্তবার বসুধারা প্রদত্ত হইল। অনন্তর চেদিরাজ বসুকে পূজা ও প্রণাম করিয়া তথা হইতে পুনরায় পূর্ব্বাসনে গমন করিলেন। ১১।। ১২।।

তথায় বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ, অন্যান্য বৈদিক কার্য্য ও বেদোক্ত যজ্ঞাদি সমাধানান্তে মহানন্দে পুত্রদ্বয়ের গলদেশে যজ্ঞসূত্র প্রদান করিলেন।। ১৩।।

অনন্তর মুনিবর সান্দীপনি শ্রীকৃষ্ণের অগ্রজ বলদেব ও পরমাত্মরূপী ভগবান্ কৃষ্ণকে গায়ত্রী প্রদান করিলেন।। ১৪।।

প্রথমতঃ পার্ব্বতী পরম সমাদরে অমূল্য রত্নপাত্রে করিয়া মুক্তা, মাণিক্য ও হীরক ভিক্ষা প্রদান করিলেন। তৎপরে পিতা বসুদেব উৎকৃষ্ট হীরকনির্ম্মিত হার ভিক্ষা প্রদান করতঃ শুক্লপুষ্প ও দূর্ব্বাদ্বারা শুভ আশীর্ব্বাদ করিলেন।। ১৫।। ১৬।।

প্রত্যেকং প্রদদৌ ভিক্ষাং মণিকাঞ্চনসংযুতাং ॥ ১৭ ॥
ইন্দ্রাণী বরুণানী চ পবনানী চ রোহিণী।
কুবেরপত্নী স্বাহা চ রতিঃ কামস্য কামিনী ॥ ১৮ ॥
স্বাহা স্বধা চ বসুধা সংজ্ঞা সূর্য্যস্য কামিনী।
প্রত্যেকং প্রদদৌ ভিক্ষাং রত্নভূষণভূষিতাং ॥ ১৯ ॥
ভিক্ষাংগৃহীত্বা ভগবান্ সবলো ভক্তিপূর্ব্বকং।
কিঞ্চিদ্দদৌ চ গর্গায় কিঞ্চিৎ স্বগুরবে তথা ॥ ২০ ॥
বৈদিকং কর্ম্মনির্ব্বাপ্য গর্গায় দক্ষিণাং দদৌ।
দেবাশ্চ ভোজয়াযাস ব্রাহ্মণানপি সাদরং ॥ ২১ ॥
যে যে সমাযযুর্যজ্ঞে তে তে দত্ত্বা শুভাশিষং।
কৃষ্ণায় বলদেবায় প্রহৃষ্টাঃ প্রযযুর্গৃহং ॥ ২২ ॥
নন্দঃ সভার্য্যো নির্ব্বাপ্য শুভকর্ম্ম সুতস্য চ।

অনন্তর দিতি, অদিতি, মুনিপত্নীগণ, দৈবকী, যশোদা, রোহিণী, দ্রৌপদী, সাবিত্রীও সরস্বতী মণি ও কাঞ্চন ভিক্ষা প্রদান করিলেন ॥ ১৭ ॥

ইন্দ্রাণী, বরুণানী, পবনানী, রোহিণী, কুবেরপত্নী, কামের কামিনী রতি, স্বাহা, স্বধা, বসুধা ও সূর্য্যকামিনী সংজ্ঞা প্রত্যেকেই রত্নভূষণযুক্ত ভিক্ষা প্রদান করিলেন ॥ ১৮ ॥ ১৯ ॥

অনন্তর ভগবান্ কৃষ্ণ ও বলদেব উভয়ে ভক্তিপূর্ব্বক ভিক্ষালব্ধ ধনের কিয়দংশ গর্গাচার্য্যকে এবং কিয়দংশ সান্দীপনিকে প্রদান করিলেন ॥ ২০ ॥

অনন্তর বসুদেব বৈদিক কার্য্য সমাধানান্তে পুরোহিত গর্গকে দক্ষিণা প্রদান করিয়া পরম সমাদরে দেবতা ও ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাইলেন ॥২১॥

যাঁহারা নিমন্ত্রিত হইয়া উপনয়ন উপলক্ষে বসুদেবভবনে সমাগত হইয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই রাম কৃষ্ণকে ভূরি ভূরি শুভাশীর্ব্বাদ প্রয়োগ করিয়া পরমানন্দে স্ব স্ব ভবনে গমন করিলেন ॥ ২২ ॥

গোপরাজ নন্দ এবং পতিব্রতা যশোদা কার্য্য সমাপনের পর কৃষ্ণ ও

ক্রোড়ে কৃত্বা বলং কৃষ্ণং চুচুম্ব বদনং যযৌ ॥ ২৩ ॥
উচ্চৈ রুরোদ নন্দশ্চ যশোদা চ পতিব্রতা।
শ্রীকৃষ্ণস্তং সমাশ্বাস্য বোধয়ামাস যত্নতঃ ॥ ২৪ ॥

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ।

সানন্দং গচ্ছ হে মাতর্যশোদে তাত সত্বরং।
ত্বমেব মাতা পোষ্ট্রী ত্বং পিতা চ পরমার্থতঃ ॥ ২৫ ॥
অবন্তীনগরং তাত যাস্যামি সবলোঽধুনা।
মুনেঃ সান্দীপনেঃ স্থানং পাঠার্থং বেদমীপ্সিতং ॥ ২৬ ॥
তত আগত্য সুচিরং কালে ভবতি দর্শনং।
কালঃ করোতি সযোগং স চ ভেদং করোতি চ ॥ ২৭ ॥
সর্ব্বং কালকৃতং মাতর্ভেদং সম্মীলনং নৃণাং।
সুখদুঃখঞ্চ হর্ষঞ্চ শোকঞ্চ মঙ্গলালয়ং ॥ ২৮ ॥

বলদেবকে ক্রোড়ে করিয়া মুখচুম্বন পূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগি-লেন। তখন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পরম যত্নসহকারে নানাবিধ আশ্বাস বাক্যে তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ২৩। ২৪ ॥

কৃষ্ণ কহিলেন, হে মাতঃ! যশোদে! হে পিতঃ! আপনারা আনন্দিত মনে গৃহে গমন করুন। আর এখানে বিলম্ব করিবেন না। মাতঃ! আপ-নিই আমার প্রকৃত মাতা এবং পরিপালিকা, পিতঃ! আপনিই আমার প্রকৃত পিতা। আপনারা অবিলম্বে গৃহে গমন করুন ॥ ২৫ ॥

সম্প্রতি আমিও অগ্রজ বলদেবের সহিত অভিমত বেদশিক্ষার্থ অবন্তী নগরে মুনিবর সান্দীপনির নিকট চলিলাম। ২৬।

মাতঃ! আমার আসিতে অনেক বিলম্ব হইবে। আমি আসিয়া পুনরায় সাক্ষাৎ করিব। সংযোগ ও বিয়োগ কালের হস্তগত। কালই মানবগণের মিলন করিয়া দিতেছে, আবার কালই তাহাদিগের বিচ্ছেদসাধন করিতেছে।

ময়া দত্তঞ্চ তত্ত্বঞ্চ যোগিনামপি দুর্লভং।
সর্ব্বং নন্দশ্চ সানন্দং ত্বামেব কথয়িষ্যতি ॥ ২৯ ॥
ইত্যুক্ত্বা জগতাং নাথো বসুদেবসভাং যযৌ।
তদাজ্ঞয়া ক্ষণং প্রাপ্য যযৌ সান্দীপনেগৃহং ॥ ৩০ ॥
বসুদেবং দৈবকীঞ্চ সম্ভাষ্য বিনয়েন চ।
নন্দঃ সভার্য্যঃ প্রযযৌ হৃদয়েন বিদূয়তা ॥ ৩১ ॥
মণিং মুক্তাং সুবর্ণঞ্চ মাণিক্যং হীরকং তথা।
বহ্নিশুদ্ধাংশুকং রম্যং নন্দায় দৈবকী দদৌ ॥ ৩২ ॥
শ্বেতাশ্বঞ্চ গজেন্দ্রঞ্চ সুবর্ণরথমুত্তমং।
নন্দায় কৃষ্ণঃ প্রদদৌ বসুদেবশ্চ সাম্প্রতং ॥ ৩৩ ॥

সুখ দুঃখ, হর্ষশোক ও মঙ্গলামঙ্গল সমস্তই কালের বশবর্ত্তী। মাতঃ! আমি যে তত্ত্বজ্ঞান প্রদান করিলাম ইহা যোগিগণেরও দুর্লভ। যাহাই হউক পিতা গোপরাজ আনন্দিতমনে আপনাকে সমস্ত বিজ্ঞাপিত করিবেন ॥ ২৭ ॥ ২৮ ॥ ২৯ ॥

দেবঋষে! জগতীনাথ ভগবান কৃষ্ণ, নন্দ ও যশোদাকে এইরূপ বলিয়া বসুদেবসভায় উপস্থিত হইলেন। তথায় তাঁহারও জননী দৈবকীর অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক শুভক্ষণে শুভলগ্নে ঋষিবর সান্দীপনির ভবনে যাত্রা করিলেন ॥ ৩০ ॥

গোপরাজ নন্দ অতি বিনীতভাবে বসুদেব ও দৈবকীকে সম্ভাষণ পূর্ব্বক দৈবকীদত্ত মণি, মুক্তা, মাণিক্য, সুবর্ণ, হীরক ও অগ্নির ন্যায় সমুজ্জ্বল বস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক দুঃখিতান্তঃকরণে যশোদার সহিত ব্রজে গমন করিলেন ॥ ৩১ ॥ ৩২ ॥

কৃষ্ণপ্রদত্ত শ্বেতাশ্ব, গজেন্দ্র ও সুবর্ণময় রথ তাঁহাদিগের সঙ্গে চলিল। বসুদেব বিপ্রগণ সমভিব্যাহারে এবং দৈবকী ও অন্যান্য স্ত্রীগণ সমভিব্যাহারে

তয়োরনুব্রজং বিপ্রা দৈবকীপ্রমুখাঃ স্ত্রিয়ঃ।
বসুদেবস্তথাক্রূরোঽপ্যুদ্ধবশ্চ যযৌ মুদা ॥ ৩৪ ॥
কালিন্দীনিকটং গত্বা তে সর্ব্বে রুরুদুঃ শুচা।
পরস্পরঞ্চ সম্ভাষ্য তে সর্ব্বে স্বালয়ং যযুঃ ॥ ৩৫ ॥
কুন্তী সপুত্রা বিধবা বসুদেবাজ্ঞয়া মুনে।
নানারত্নং মণিং প্রাপ্য প্রযযৌ স্বালয়ং মুদা ॥ ৩৬ ॥
বসুদেবো দৈবকী চ পুত্রকল্যাণহেতবে।
নানারত্নং মণিং বস্ত্রং সুবর্ণং রজতং তথা ॥ ৩৭ ॥
মুক্তামাণিক্যভারঞ্চ মিষ্টান্নঞ্চ সুধোপমং।
ভট্টেভ্যো ব্রাহ্মণেভ্যশ্চ প্রদদৌ সাদরং মুদা ॥ ৩৮ ॥
মহোৎসবং বেদপাঠং হরের্নামৈকমঙ্গলং।

কিয়দ্দূর তাঁহাদিগের অনুগমন করিলেন। অক্রূর এবং উদ্ধবও তাঁহাদিগের সঙ্গে সঙ্গে মহানন্দে গমন করিতে লাগিলেন ॥ ৩৩ ॥ ৩৪ ॥

এইরূপে তাঁহারা সকলে কালিন্দী নদীর তীর পর্য্যন্ত গমন করিয়া ক্ষণকাল রোদন করিতে লাগিলেন। তাহার পর পরস্পর শিষ্টালাপ করিয়া সকলে স্ব স্ব গৃহে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন ॥ ৩৫ ॥

পতিহীনা কুন্তী নানাবিধ রত্ন ও মণি মাণিক্যাদি লাভ করিয়া বসুদেবের অনুমতিক্রমে যুধিষ্ঠিরাদি পুত্রগণের সহিত পরমানন্দে ভবনে প্রতিগমন করিলেন ॥ ৩৬ ॥

• বসুদেব ও দৈবকী উভয়ে পুত্রের কল্যাণনিমিত্ত নানাবিধ রত্ন, মণি, মুক্তা, মাণিক্য, সুবর্ণ, রজত, বস্ত্র প্রভৃতি বিবিধ দ্রব্য এবং অতি উপাদেয় সুধাসদৃশ মিষ্টান্ন সকল ভট্ট ও অন্যান্য ব্রাহ্মণগণকে আশাপূর্ণ করিয়া প্রদান করিতে লাগিলেন ॥ ৩৭ ॥ ৩৮ ॥

বিপ্রাণাং ভোজনঞ্চৈব কারয়ামাস যত্নতঃ ॥ ৩৯ ॥
জ্ঞাতীনাং বান্ধবানাঞ্চ পুরস্কারং যথোচিতং।
চকার মণিমাণিক্যমুক্তাবস্ত্রৈর্ম্মনোহরৈঃ ॥ ৪০ ॥

ইতি ব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে
নারায়ণনারদসংবাদে একাধিক-
শততমোঽধ্যায়ঃ।

উৎসবের পরিসীমা রহিল না। নিত্য বেদপাঠ, হরিনাম সংকীর্ত্তন ও ব্রাহ্মণভোজন, জ্ঞাতিভোজন, বন্ধু বান্ধবভোজন চলিতে লাগিল, পরিশেষে জ্ঞাতি ও বন্ধুবান্ধবদিগকে যথোপযুক্তরূপে কাহাকে মণি, কাহাকে মুক্তা, কাহাকে মাণিক্য এবং কাহাকেও বা মনোহর বস্ত্র প্রদান করিলেন ॥ ৩৯ ॥ ৪০ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্ত মহাপুরাণে শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে নারায়ণনারদ-
সংবাদে একাধিকশততম অধ্যায় সম্পূর্ণ।

দ্ব্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

নারায়ণ উবাচ।

কৃষ্ণঃ সান্দীপনের্গেহং গত্বা চ সবলো মুদা।
নমশ্চকার স্বগুরুং গুরুপত্নীং পতিব্রতাং॥ ১॥
শুভাশিষং গৃহীত্বা চ দত্বা রত্নং মণিং হরিঃ।
গুরবে তস্য ভার্য্যায়ৈ তমুবাচ যথোচিতং।

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ।

ত্বত্তো বিদ্যাং লভিষ্যামি বাঞ্ছিতা বাঞ্ছিতা প্রদ

সান্দীপনিরুবাচ।

সুপ্রিয়ং কথয়ামাস তুষ্টাব পরমেশ্বরং।
পরং ব্রহ্ম পরং ধাম পরমীশ পরাৎপর।
পরাপরাণাং পরমং পরমাত্মন্ প্রসীদ মে॥ ৩॥

নারায়ণ কহিলেন, বৎস নারদ! কৃষ্ণ ও বলদেব উভয়ে পরমানন্দে গুরুদেব সান্দীপনির গৃহে গমন করিয়া তাঁহার ও গুরুপত্নীর চরণে প্রণাম পূর্ব্বক তাঁহাদিগের নিকট হইতে শুভাশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া তাঁহাদিগকে বিবিধ মণিরত্ন প্রদান করিলেন এবং গুরুদেবকে সম্বোধন করিয়া কৃষ্ণ কহিলেন, গুরো! অভিলষিত জ্ঞান লাভ করিব বলিয়াই আমরা আপনার নিকট আগমন করিলাম॥ ১॥ ২॥

তখন সান্দীপনি প্রিয়সম্ভাষণে তাঁহাকে স্তব করিয়া বলিতে লাগিলেন, হে পরমেশ! হে পরাৎপর! তুমি পরমব্রহ্ম, তুমি পরমজ্যোতি, তুমি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। হে পরমাত্মন্! আমার প্রতি প্রসন্ন হও। তুমি পুরাতন পুরুষ,

পুরাণঃ পুরুষঃ শ্রেষ্ঠঃ শ্রেষ্ঠো জ্যেষ্ঠঃ সতাং প্রভুঃ।
পুনর্জ্জন্ম যতো নাস্তি প্রসীদ পুরুষোত্তম ॥ ৪ ॥
হে নির্গুণ নির্ব্বিকার নিরীহ প্রকৃতেঃ পর।
স্বেচ্ছাময় স্বয়ং জ্যোতির্নির্লিপ্তৈকো নিরঙ্কুশঃ ॥ ৫ ॥
ভক্তৈকনাথ ভক্তেশ ভক্তানুগ্রহবিগ্রহ।
ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরো ভক্তানাং প্রাণবল্লভ ॥ ৬ ॥

সান্দীপনিপত্ন্যুবাচ।

মায়য়া বালরূপোঽসি ব্রহ্মেশশেষবন্দিত।
মায়য়া ভুবি ভূপাল ভুবো ভারক্ষয়ায় চ ॥ ৭ ॥
যোগিনো যং বদন্ত্যেবং ব্রহ্মজ্যোতিঃ সনাতনং।
ধ্যায়ন্তে ভক্তিবিরহা জ্যোতিরভ্যন্তরে মুদা ॥ ৮ ॥

তুমি শ্রেষ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ঠতম। তোমা হইতে জ্যেষ্ঠ আর কেহই নাই। তুমি সমস্ত বিদ্যমান বস্তুর সৃষ্টিকর্ত্তা। তুমিই লোকের পুনর্জ্জন্ম খণ্ডন করিয়া থাক। হে পুরুষোত্তম! প্রসন্ন হও। হে নির্গুণ! হে নির্ব্বিকার! হে নিশ্চেষ্ট! হে প্রকৃতিশ্রেষ্ঠ! হে স্বেচ্ছাময়! তুমি অনির্ব্বচনীয় জ্যোতিস্বরূপ। তুমি কিছুতেই লিপ্ত নহ, তুমি অদ্বিতীয়; তোমার শাস্তা আর কেহই নাই। হে ভক্তের নাথ! হে ভক্তের প্রভু! হে ভক্তের বাঞ্ছাকল্পতরু! হে ভক্তের প্রাণবল্লভ! তুমি ভক্তের জন্যই শরীর ধারণ করিয়াছ ॥ ৩ ॥ ৪ ॥ ৫ ॥ ৬ ॥

সান্দীপনির পত্নী কহিলেন, প্রভো! ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর তোমার বন্দনা করেন। তুমি কেবল মায়া করিয়া বালকরূপ ধারণ করিয়াছ। মায়াবলে পৃথিবীর ভারাবতরণের নিমিত্ত ভূমণ্ডলে ভূপালরূপে অবতীর্ণ হইয়াছ ॥ ৭ ॥

যোগিগণ যাঁহাকে সনাতন ব্রহ্মজ্যোতি বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, তুমি সেই সনাতন ব্রহ্মজ্যোতি। যোগিগণ প্রকৃত ভক্তিবিরহে পরমানন্দে মনোমধ্যে তোমাকে জ্যোতিস্বরূপ বলিয়া ভাবনা করিয়া থাকেন ॥ ৮ ॥

দ্বিভুজং মুরলীহস্তং সুন্দরং শ্যামরূপকং।
চন্দনোক্ষিতসর্ব্বাঙ্গং সস্মিতং ভক্তবৎসলং।
পীতাম্বরধরং দেবং বনমালাবিভূষিতং ॥ ৯ ॥
লীলাপাঙ্গতরঙ্গৈশ্চ নিন্দিতানঙ্গমূর্চ্ছিতং।
অলক্তাভরণং তদ্বৎ পাদপদ্মং সুশোভনং ॥ ১০ ॥
কৌস্তুভোদ্ভাসিতাঙ্গঞ্চ দিব্যমূর্ত্তিমনোহরং।
ঈষদ্ধাস্যং প্রসন্নঞ্চ সুবেশং প্রস্তুতং সুরৈঃ ॥ ১১ ॥
দেবদেবং জগন্নাথং ত্রৈলোক্যমোহনং বরং।
কোটিকন্দর্পলীলাভং কমনীয়মনীশ্বরং ॥ ১২ ॥
অমূল্যরত্ননির্ম্মাণভূষণৌঘেন ভূষিতং।
বরং বরেণ্যং বরদং বরদানামভীপ্সিতং ॥ ১৩ ॥

কিন্তু ভক্তবৎসল! তোমাকে দ্বিভুজ মুরলীধারী শ্যামসুন্দর, চন্দনাক্ত কলেবর, হাস্যানন, পীতাম্বরধারী, বনমালা-বিরাজিত-বক্ষ দেখিতেছি ॥ ৯ ॥

তোমার অপাঙ্গভঙ্গি দ্বারা কন্দর্পকান্তি সুদূরপরাহত। আহা! পাদপদ্ম যাবকরাগে রঞ্জিত হওয়াতে কি সুশোভন হইয়াছে! মরি মরি! শ্যামবক্ষে কৌস্তুভমণি বিরাজমান থাকায় সর্ব্বাঙ্গ কেমন উজ্জ্বল হইয়াছে। আহা কি মনোহর দিব্যমূর্ত্তি! প্রসন্নবদনে ঈষৎ হাস্য সংলগ্নই রহিয়াছে। নাথ! তুমি দেবগণের প্রভু, দেবগণ নিয়ত তোমার স্তবপাঠে ব্যাসক্ত ॥ ১০ ॥ ১১ ॥

প্রভো! তুমি দেবদেব, তুমি জগন্নাথ, তুমি ত্রিলোক মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছ, তোমার শ্রেষ্ঠ আর কেহই নাই। তোমার লাবণ্য সরোবরে কোটি কন্দর্প ক্রীড়া করিতেছে। তুমি সকলের বাঞ্ছিত ধন, তোমার প্রভু আর কেহই নাই ॥ ১২ ॥

তুমি অমূল্য রত্ননির্ম্মিত উৎকৃষ্ট ভূষণে বিভূষিত রহিয়াছ। নাথ! তুমি বর, তুমি বরেণ্য, তুমিই বরদ; আবার তুমিই বরদাতাদিগের বাঞ্ছিত ॥ ১৩ ॥

চতুর্ণামপি বেদানাং কারণানাঞ্চ কারণ।
পাঠার্থং মৎপ্রিয়স্থানমাগতোঽসি চ মায়য়া ॥ ১৪ ॥
পাঠন্তে লোকশিক্ষার্থং ভ্রমণং গমনং বনং।
আত্মারামস্য চ বিভোঃ পরিপূর্ণতমস্য চ ॥ ১৫ ॥
অদ্য মে সফলং জন্ম সফলং জীবনং মম।
পতিব্রতঞ্চ সফলং সফলঞ্চ তপোব্রতং।
তীর্থস্নানঞ্চ সফলং সফলং সমুপোষণং॥ ১৬ ॥
মদ্দক্ষহস্তঃ সফলো যেনার্থমীপ্সিতং সদা।
মদাশ্রমং তীর্থপরং তীর্থদেবপদাঙ্কিতং॥ ১৭ ॥
ত্বৎপাদরজসা পূতং গৃহপ্রাঙ্গনমুত্তমং।
ত্বৎপাদপদ্মদৃষ্ট্যাচৈবাবয়োর্জ্জন্মখণ্ডনং ॥ ১৮ ॥

চারিবেদ ও মহাভূত সকল তোমা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, কিন্তু তুমিই আবার বেদাধ্যয়নের নিমিত্ত আমার প্রিয়তমের নিকট আগমন করিয়াছ; অতএব নাথ! এসমস্তই তোমার মায়া ॥ ১৪ ॥

তুমি আত্মারাম, তুমি বিভু, তুমি পরিপূর্ণতম; তবে তোমার অধ্যয়নার্থ আগমন কেবল লোকশিক্ষার নিমিত্ত। তোমার বনগমন কেবল ক্রীড়ার নিমিত্ত ॥ ১৫ ॥

আজি আমার জন্ম সফল, জীবন সফল, পতিব্রত সফল, তপস্যা সফল, ব্রত সফল, তীর্থস্নান সফল এবং উপবাস সফল হইল ॥ ১৬ ॥

আমি যে দক্ষিণ হস্তদ্বারা সতত অভিলষিত কার্য্য সকল নির্ব্বাহ করি, আজি আমার সে দক্ষিণ হস্ত সফল হইল। তোমার যে পাদপদ্ম হইতে ত্রিলোকপাবন তীর্থ সমুদ্ভূত হয়, আজ আমার আশ্রমে সেই পাদপদ্ম সমর্পিত হওয়াতে আশ্রম পরমতীর্থ বলিয়া পরিগণিত হইল ॥ ১৭ ॥

তোমার পদধূলি নিপতিত হওয়াতে আমার গৃহের প্রাঙ্গনভূমি পবিত্র

তাবদ্দুঃখঞ্চ শোকশ্চ তাবদ্ভোগশ্চ রোগকঃ।
তাবজ্জন্মানি কর্ম্মাণি ক্ষুৎপিপাসাদিকানি চ।
যাবৎ ত্বৎপাদপদ্মস্য ভজনং নাস্তি দর্শনং॥ ১৯॥
হে কালকাল ভগবন্ স্রষ্টুঃ সংহর্ত্তুমীশ্বর।
কৃপাং কুরু কৃপানাথ মায়ামোহনিকৃন্তনং॥ ২০॥
ইত্যুক্ত্বা সাশ্রুনেত্রা সা ক্রোড়ে কৃত্বা হরিং পুনঃ।
স্বস্তনং পায়য়ামাস প্রেম্না চ দৈবকী যথা॥ ২১॥

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ।

মাতস্ত্বং মাং কথং স্তৌষি বালং দুগ্ধমুখং সুতং।
গচ্ছ গোলকমিষ্টঞ্চ স্বামিনা সহ সাম্প্রতং॥ ২২॥

হইল, তোমার চরণকমল দর্শনে আর আমাদিগের ভারতে জন্মভয় রহিল না॥ ১৮॥

লোক যে পর্য্যন্ত তোমার পাদপদ্ম ধ্যান বা তোমার পাদপদ্ম দর্শন করিতে না পায়, সেই কাল পর্য্যন্তই তাহাকে দুঃখ, শোক ও রোগভোগ করিতে হয়, সেই পর্য্যন্তই সে এ সংসারে জন্ম, কর্ম্ম ও ক্ষুধা পিপাসাদির হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে পারে না॥ ১৯॥

হে কালের কাল! হে সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়কর্ত্তা! হে কৃপাময়! আমাদিগের প্রতি কৃপা কর, আমাদিগের মায়া মোহ পাশ ছেদন কর॥ ২০॥

সান্দীপনিপত্নী এই কথা বলিয়া সজলনয়নে শ্রীকৃষ্ণকে ক্রোড়ে করিয়া দৈবকী যেমন স্নেহভরে স্তনদান করেন, সেইরূপে তাঁহাকে স্তনপান করাইতে লাগিলেন॥ ২১॥

তখন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ মুনিপত্নীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মাতঃ! আমি তোমার দুগ্ধমুখ বালক, অতএব আমাকে স্তব করিতেছ কেন? মাতঃ! আপনি এক্ষণে এই নশ্বর পাঞ্চভৌতিক কলেবর পরিত্যাগ পূর্ব্বক

ত্যক্ত্বা প্রাকৃতিকং মিথ্যা নশ্বরঞ্চ কলেবরং।
বিধায় নির্ম্মলং দেহং জন্মমৃত্যুজরাপহং॥ ২৩॥
ইত্যুক্ত্বা চতুরো বেদান্ গৃহীত্বা মুনিপুঙ্গবাৎ।
মাসেন পরয়া ভক্ত্যা দত্ত্বা পুত্রং মৃতং পুরা॥ ২৪॥
রত্নানাঞ্চ ত্রিলক্ষঞ্চ মণীনাং পঞ্চলক্ষকং।
হীরকানাঞ্চতুর্লক্ষং মুক্তানাং পঞ্চলক্ষকং॥ ২৫॥
মাণিক্যানাং দ্বিলক্ষঞ্চ বস্ত্রং ত্রৈলোক্যদুর্লভং।
হারঞ্চ দুর্গয়া দত্তং হস্তরত্নাঙ্গুরীয়কং।
দশকোটিস্মুবর্ণনাং গুরবে দক্ষিণাং দদৌ॥ ২৬॥
অমূল্যরত্ননির্ম্মাণং নারীসর্ব্বাঙ্গভূষণং।
গুরুপ্রিয়ায়ৈ প্রদদৌ বহ্নিশুদ্ধাংশুকং পরং॥ ২৭॥
মুনির্দত্ত্বা চ পুত্রায় তৎসর্ব্বঞ্চ স্ত্রিয়া সহ
সদ্রত্নরথমারুহ্য যযৌ গোলোকমুত্তমং॥ ২৮॥

জন্ম, মৃত্যু ও জরাবর্জ্জিত নির্ম্মল দেহ ধারণ করিয়া স্বীয় পতির সহিত অভীষ্ট-ধাম গোলোকে গমন কর॥ ২২॥ ২৩॥

দেবঋষে! ভগবান্ কৃষ্ণ গুরুপত্নীকে এইরূপ কহিয়া গুরুদেব সান্দীপণির নিকট একমাসমধ্যে পরম যত্নসহকারে চারিবেদ শিক্ষা করিলেন এবং তাঁহার মৃতপুত্রকে পুনর্জীবিত করিয়া দিয়া তাঁহাকে তিনলক্ষ রত্ন, পঞ্চলক্ষ মণি, চারিলক্ষ হীরক, পাঁচলক্ষ মুক্তা, দুইলক্ষ মাণিক্য, ত্রিলোক দুর্লভ বস্ত্র, দুর্গাদত্ত হার, স্বীয় হস্তের অঙ্গুরী ও দশকোটি স্বর্ণমুদ্রা দক্ষিণা প্রদান করিলেন॥ ২৪॥ ২৫॥ ২৬॥

অনন্তর গুরুপত্নীকেও অমূল্য রত্ননির্ম্মিত স্ত্রীজনপরিধেয় সর্ব্বাঙ্গের সমস্ত ভূষণ এবং অগ্নির ন্যায় উজ্জ্বলবর্ণ বস্ত্র প্রদান করিলেন॥ ২৭॥

তখন মুনিবর সান্দীপণি ও তৎপত্নী শ্রীকৃষ্ণপ্রদত্ত সে সমস্তই পুত্রকে

তমদ্ভুতং হরিং দৃষ্টা প্রযযৌ স্বালয়ং মুদা।
এবং ব্রহ্মণ্যদেবস্য চরিতং শৃণু নারদ ॥ ২৯ ॥
ইদং স্তোত্রং মহাপুণ্যং যঃ পঠেৎ ভক্তিপূর্ব্বকং।
শ্রীকৃষ্ণে নিশ্চলাং ভক্তিং লভতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৩০ ॥
অস্পষ্টকীর্ত্তিঃ সুযশা মূর্খো ভবতি পণ্ডিতঃ।
ইহলোকে সুখং প্রাপ্য যাত্যন্তে শ্রীহরেঃ পদং।
তত্র নিত্যং হরের্দ্দাস্যং লভতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৩১ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে
নারায়ণনারদসংবাদে মুনিপত্নীস্তোত্রং
নাম দ্ব্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

সমর্পণ করিয়া উৎকৃষ্ট রত্ননির্ম্মিত রথে আরোহণ পূর্ব্বক সর্ব্বোৎকৃষ্টধাম গোলোকে গমন করিলেন ॥ ২৮ ॥

এদিকে দয়াময় ভগবান্ কৃষ্ণও সেই অদ্ভুত ব্যাপার সম্পাদন ও সমস্ত নিরীক্ষণ করিয়া পরমানন্দে পুনরায় স্বভবনে প্রত্যাগমন করিলেন। বৎস নারদ! এই ত সেই ব্রহ্মণ্যদেব ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বৃত্তান্ত ॥ ২৯ ॥

যে ব্যক্তি ভক্তিপূর্ব্বক পুণ্যপ্রদ এই মহাস্তোত্র পাঠ করে, শ্রীকৃষ্ণে তাহার অচলা ভক্তি সমুৎপন্ন হয়, তাহার আর কিছুমাত্র সংশয় নাই ॥ ৩০ ॥

যাহার যশঃস্পর্শ না থাকে তাহারও কীর্ত্তিপতাকা উড্ডীন হইতে থাকে। অজ্ঞানান্ধ হইলেও জ্ঞানালোক তাহার হৃদয়ক্ষেত্র সমুদ্ভাসিত করে। তাহার আর সুখের পরিসীমা থাকে না; প্রত্যুত: তিনি চরমে হরিপদ প্রাপ্ত হইয়া নিয়ত তথায় হরিদাস্য লাভ করিতে পারেন, তাহার আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই ॥ ৩১ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্ত মহাপুরাণে শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে নারায়ণনারদ-
সংবাদে দ্ব্যধিকশততম অধ্যায় সম্পূর্ণ।

ত্র্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

নারায়ণ উবাচ।

অথাগত্য মধুপুরীং প্রণম্য পিতরং প্রসূং।
সবলো বটমূলে চ সস্মার গরুড়ং হরিঃ ॥ ১ ॥
সাদরং লবণোদঞ্চ বিশ্বকর্ম্মাণমীপ্সিতং।
সুদর্শনঞ্চ চক্রঞ্চ গদাং কৌমোদকীং তথা।
পাঞ্চজন্যঞ্চ শঙ্খঞ্চ বৈকুণ্ঠং তমভীপ্সিতং ॥ ২ ॥
তত্যাজ গোপবেশঞ্চ নৃপবেশং দধার সঃ।
এতস্মিন্নন্তরে চক্রমাজগাম হরেঃ পুরঃ ॥ ৩ ॥
পরং সুদর্শনং নাম সূর্য্যকোটিসমপ্রভং।
তেজসা হরিণা তুল্যং পরং বৈরিবিমর্দ্দনং।
অব্যর্থমস্ত্রমস্ত্রাণাং প্রবরং পরমং পরং ॥ ৪ ॥

নারায়ণ ঋষি কহিলেন, নারদ! ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলদেব সমভিব্যাহারে সান্দীপণি ভবন হইতে মধুপুরী প্রত্যাগমন পূর্ব্বক প্রথমতঃ পিতা বসুদেবের তৎপরে জননী দৈবকীর চরণে প্রণিপাত করিয়া বটমূলে গমন করিলেন এবং তথায় সমাসীন হইয়া পরম যত্নসহকারে ক্রমে ক্রমে বৈনতেয়, লবণোদধি, বিশ্বকর্ম্মা, সুদর্শন চক্র, কৌমোদকী গদা, পাঞ্চজন্য শঙ্খ ও অভিমত বৈকুণ্ঠ-ধাম স্মরণ করিলেন ॥ ১ ॥ ২ ॥

তখন আর সে গোপবেশ রহিল না, রাজবেশ ধারণ করিলেন। ঐ সময় চক্রাস্ত্র সুদর্শন তাঁহার সম্মুখে সমাগত হইল। উহার প্রভা কোটি সূর্য্যতুল্য, তেজোবল শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা কোন অংশেই ন্যূন নহে, অরাতিমর্দ্দন বিষয়ে

রত্নযানং পুরস্কৃত্য গরুড়ো হরিসন্নিধিং।
বিশ্বকর্ম্মা সশিষ্যশ্চ জলধিঃ কম্পিতস্তথা॥ ৫॥
হরিং প্রণেমুস্তে সর্ব্বে মূর্দ্ধ্না চ ভক্তিপূর্ব্বকং।
সস্মিতঃ সাদরং যত্নাৎ তানুবাচ ক্রমাদ্বিভুঃ॥ ৬॥

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ।

হে সমুদ্র মহাভাগ স্থলঞ্চ শতযোজনং।
দেহি মে নগরার্থঞ্চ পশ্চাদ্দাস্যামি নিশ্চিতং॥ ৭॥
নগরং কুরু হে কারো ত্রিষু লোকেষু দুর্লভং।
রমণীয়ঞ্চ সর্ব্বেষাং কমনীয়ঞ্চ যোষিতাং॥ ৮॥
বাঞ্ছিতঞ্চাপি ভক্তানাং বৈকুণ্ঠসদৃশং পরং।
সর্ব্বেষামপি স্বর্গাণাং বরং পরমমীপ্সিতং॥ ৯॥

উহা বিশেষ তৎপর ও অমোঘ। এমন কি উহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম ও উৎকৃষ্ট অস্ত্র আর কিছুই নাই॥ ৩॥ ৪॥

তাহার পর রত্নযান-পুরঃসর বৈনতেয় গরুড়, সশিষ্য বিশ্বকর্ম্মা এবং জলনিধি লবণ একাকী কম্পিতকলেবরে তথায় শ্রীহরির সম্মুখে সমুপস্থিত হইয়া ভক্তিভরে অবনত মস্তকে তাঁহার চরণে প্রণাম করিলেন। তখন দয়াময় ভগবান্ কৃষ্ণ হাস্যবদনে সাদরসম্ভাষণে পরম যত্নসহকারে ক্রমশঃ তাঁহাদিগকে কহিতে লাগিলেন॥ ৫॥ ৬॥

প্রথমে সমুদ্রকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে মহাভাগ বারিধে! আমি দ্বারকাপুরী নির্ম্মাণ করিব, অতএব আপাতত আমাকে শতযোজন বিস্তীর্ণ স্থলভাগ প্রদান কর। পরিণামে আমি উহা পুনর্ব্বার তোমাকে সমর্পণ করিব তাহার আর কিছু মাত্র সংশয় নাই॥ ৭॥

হে শিল্পিপ্রবর! তুমি ত্রিলোকদুর্লভ, কামিনীগণের কমণীয় সর্ব্বজনমনোহর ভক্তজনের একান্ত বাঞ্ছিত বৈকুণ্ঠধাম সদৃশ পরম রমণীয় পুরী

দিবানিশং খগশ্রেষ্ঠ সন্নিধৌ বিশ্বকর্ম্মণঃ।
স্থিতিং কুরু মহাভাগ যাবন্নির্ম্মাতি দ্বারকাং ॥ ১০ ॥
দিবানিশঞ্চ মৎপার্শ্বে চক্রশ্রেষ্ঠ স্থিতিং কুরু।
ওমিত্যুক্ত্বা যযুস্তে বৈ সর্ব্বে চক্রং বিনা মুনে ॥ ১১ ॥
কংকস্য প্রভবং ভদ্রমুগ্রসেনং মহাবলং।
নৃপঞ্চকার নগরে ক্ষত্রিয়াণাং শতামপি ॥ ১২ ॥
বিজিত্য চ জরাসন্ধং নিহত্য যবনং তথা।
উপায়েন মহাভাগো যাদবেন্দ্রপুরস্কৃতঃ ॥ ১৩ ॥
উবাচ বিশ্বকর্ম্মা তং জগতামীশ্বরং পরং।
ভক্ত্যা পুলকিতঃ শান্তঃ সাশ্রুনেত্রঃ পুটাঞ্জলিঃ ॥ ১৪ ॥

নির্ম্মাণ কর। যেন উহা স্বর্গ অপেক্ষা রমণীয় ও সকলের বাঞ্ছিত স্থান হয় ॥ ৮ ॥ ৯ ॥

হে খগেন্দ্র! হে মহাভাগ! বিশ্বকর্ম্মা যাবৎ আমার জন্য দ্বারকা পুরী নির্ম্মাণ করেন, তাবৎ তুমি দিবারাত্র উহাঁর নিকট অবস্থান করিয়া উহাঁর যাহা কিছু প্রয়োজন হয়, তদ্বিষয়ে সহায়তা কর ॥ ১০ ॥

হে চক্রপ্রবর সুদর্শন! তুমি নিয়ত আমার সন্নিধানে অবস্থান কর। বৎস নারদ! ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ কহিলে, সমুদ্র প্রভৃতি সকলেই তাঁহার বচন স্বীকার করিয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন; কেবল চক্রপ্রবর সুদর্শন তাঁহার নিকট অবস্থান করিতে লাগিল ॥ ১১ ॥

শ্রীকৃষ্ণ, যদুবংশতিলক বীরেন্দ্রগণকে সহায় করিয়া বিবিধ উপায়ে জরাসন্ধকে বিজিত এবং কালযবনকে নিহত করিয়া সমস্ত রাজন্যগণ সমক্ষে কংসের পুত্র মহাবল উগ্রসেনকে নৃপতিপদে অভিষিক্ত করিলেন ॥ ১২ ॥ ১৩ ॥

ঐ সময় শান্তপ্রকৃতি বিশ্বকর্ম্মা ভক্তিভরে রোমাঞ্চিত কলেবর হইয়া সজলনয়নে কৃতাঞ্জলিপুটে সেই জগতীনাথ দয়াময় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ১৪ ॥

বিশ্বকর্ম্মা উবাচ।

দ্বারকাং তাং কিমাকারাং করোমি জগতাং প্রভো।
কথয়স্ব মহাভাগ নির্ম্মাণক্রমমীশ্বর ॥ ১৫ ॥

শ্রীভগবানুবাচ।

শতযোজনপর্য্যন্তং নগরং সুমনোহরং।
পদ্মরাগৈর্ম্মরকতৈরিন্দ্রনীলৈরনুত্তমৈঃ ॥ ১৬ ॥
রুচকৈঃ পারিভদ্রৈশ্চ কলঙ্কৈশ্চ স্যমন্তকৈঃ।
গন্ধকৈর্নীলিমৈশ্চৈব চন্দ্রকান্তাদিভিস্তথা ॥ ১৭ ॥
সূর্য্যকান্তাদিভিশ্চৈব শুদ্ধৈশ্চ স্ফাটিকাঙ্কিতৈঃ।
হরিদ্বর্ণৈশ্চ মণিভিঃ শ্যামৈর্গৌরমুখৈশ্চ যৈঃ ॥ ১৮ ॥
গোরচনাভৈঃ পীতৈশ্চ দাড়িম্ববীজরূপকৈঃ।
পদ্মবীজনিভৈশ্চৈব নীলৈঃ কমলবর্ণকৈঃ ॥ ১৯ ॥
মণিভিঃ কজ্জলাকারৈরুজ্জ্বলৈশ্চ পরিষ্কৃতৈঃ।
শ্বেতচম্পকবর্ণাভৈস্তপ্তকাঞ্চনসন্নিভৈঃ ॥ ২০ ॥

বিভো! আপনি যে দ্বারকাপুরী নির্ম্মাণের আদেশ করিয়াছেন, তাহার আকার কিরূপ এবং নির্ম্মাণ প্রণালীই বা কিপ্রকার হইবে অনুজ্ঞা করুন ॥১৫॥

তখন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, দ্বারকাপুরীর আয়তন শতযোজন এবং নির্ম্মাণপ্রণালী অতি রমণীয় হইবে। উহাতে অতি উৎকৃষ্ট পদ্মরাগ, মরকত, ইন্দ্রনীল, রুচক, পারিভদ্র, কলঙ্ক, স্যমন্তক, গন্ধক, নীলিম, চন্দ্রকান্ত, সূর্য্যকান্ত, বিশুদ্ধ স্ফাটিক, হরিদ্বর্ণ, শ্যামবর্ণ, গৌরবর্ণ, গোরোচনাকার, পীতবর্ণ, দাড়িম্ব-বীজাকার, পদ্মবীজাকার, নীলবর্ণ, কমলবর্ণ, কজ্জলবর্ণ, উজ্জ্বল, পরিষ্কৃত, শ্বেতচম্পকবর্ণ, তপ্তকাঞ্চন সন্নিভ এবং সুবর্ণ অপেক্ষা শতগুণ মূল্যবান্ ঈষৎ রক্তবর্ণ সুশোভন গুরুভার শ্রেষ্ঠতম মণিসমূহদ্বারা যথানিয়মে যথোপ-

স্বর্ণমূল্যশতগুণৈরীষদ্রক্তৈঃ সুশোভনৈঃ।
গরিষ্ঠৈশ্চ বরিষ্ঠৈশ্চ মণিশ্রেষ্ঠৈশ্চ পূজিতৈঃ।
যথাবিধানং যদ্‌যোগ্যং যত্র যদ্‌যুক্তমীপ্সিতং॥ ২১॥
মণীনাং হরণঞ্চৈব যক্ষসংঘা হিমালয়াৎ।
দিবানিশং করিষ্যন্তি যাবন্নির্ম্মাণপূরকং॥ ২২॥
যক্ষৈশ্চ সপ্তভির্লক্ষৈঃ কুবেরপ্রেরিতৈরপি।
বেতাললক্ষৈঃ কুষ্মাণ্ডলক্ষৈঃ শঙ্করযোজিতৈঃ॥ ২৩॥
দানবৈর্ব্রহ্মরক্ষোভিঃশৈলকন্যানিযোজিতৈঃ।
কুরু দিব্যঞ্চ পত্নীনাং সহস্রাণাঞ্চ ষোড়শ।
অন্যপত্নীজনস্যাপি চাষ্টাধিকশতস্য চ॥ ২৪॥
শিবিরং পরিখাযুক্তমুচ্চৈঃপ্রাকারবেষ্টিতং।
যুক্তং দ্বাদশভির্দ্বারৈঃ সিংহদ্বারপুরস্কৃতং॥ ২৫॥

যুক্তরূপে যে স্থানে যাহা আবশ্যক ও দেখিতে সুন্দর হয়, যত্নপূর্ব্বক সেইরূপে দ্বারবতী নির্ম্মাণ কর॥ ১৬॥ ১৭॥ ১৮॥ ১৯॥ ২০॥ ২১॥

যে পর্য্যন্ত নির্ম্মাণকার্য্য পরিসমাপ্ত না হয়, তাবৎকাল যক্ষগণ পরম-যত্নসহকারে হিমালয় হইতে উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট মণি সকল দিবারাত্র সংগ্রহ করিবে॥ ২২॥

কুবের সপ্তলক্ষ যক্ষ, শঙ্কর লক্ষ বেতাল ও কুষ্মাণ্ড এবং গিরিরাজকন্যা কতকগুলি দানব ও ব্রহ্মরাক্ষস প্রেরণ করিবেন, তুমি তাহাদিগকে লইয়া আমার ষোড়শসহস্র পত্নী ও অন্যান্য অষ্টাধিকশত পত্নীর জন্য উৎকৃষ্ট ভবন সকল প্রস্তুত কর॥ ২৩॥ ২৪॥

যে শিবির, নির্ম্মাণ করিবে, তাহার চতুর্দ্দিকে পরিখা খনন করা আবশ্যক, কিন্তু ঐ পরিখা উচ্চতম প্রাকারদ্বারা পরিবেষ্টিত করিতে হইবে। পর্য্যায়-ক্রমে দ্বাদশ দ্বারের পর সম্মুখে সিংহদ্বার আবশ্যক॥ ২৫॥

যুক্তং চিত্রৈর্বিচিত্রৈশ্চ কৃত্রিমৈশ্চ কপাটকৈঃ।
নিষিদ্ধবৃক্ষরহিতং প্রসিদ্ধৈশ্চ পুরস্কৃতং।
সুলক্ষণং চন্দ্রবেধং প্রাঙ্গণঞ্চ তথৈব চ॥ ২৬॥
যদূনামাশ্রমং দিব্যং কিঙ্করাণাং তথৈব চ।
সর্ব্বপ্রসিদ্ধনিলয়মুগ্রসেনস্য ভূভৃতঃ।
আশ্রমং সর্ব্বতো ভদ্রং বসুদেবস্য মৎপিতুঃ॥ ২৭॥

বিশ্বকারুরুবাচ।

কে তে বৃক্ষাঃ প্রশস্তাশ্চ নিষিদ্ধাশ্চাপি কেচন।
ভদ্রাভদ্রপ্রদাশ্চাপি তান্ বদস্ব জগদ্গুরো॥ ২৮॥
কেষামস্তি নিযুক্তানাং শিবিরেচ শুভাশুভং।
দিশি কুত্র জলং ভদ্রমভদ্রঞ্চ বদ প্রভো॥ ২৯॥
ভদ্রপ্রদশ্চ কো বৃক্ষো দিশি কুত্র প্রবর্ত্ততে।
কিং প্রমাণং গৃহাণাঞ্চ প্রাঙ্গণানাং জগদ্গুরো॥ ৩০॥

ঐ সকল দ্বারের কবাট নানাবিধ বিচিত্র চিত্রে রঞ্জিত হইবে। শিবির মধ্যে কুৎসিত বৃক্ষ একটিও না থাকে, যতগুলি বৃক্ষ থাকিবে, সমস্তই যেন উৎকৃষ্ট হয়। উহার প্রাঙ্গনভূমি দেখিতে অতি মনোহর এবং চন্দ্রবেধ সংযুক্ত হইবে॥ ২৬॥

উহার মধ্যে যাদবগণের যে আবাসগৃহগুলি হইবে, তাহা যেন অতীব উৎকৃষ্ট হয় এবং তন্মধ্যস্থলে উগ্রসেন ভূপতির সর্ব্বোৎকৃষ্ট উন্নততম প্রাসাদ বিরাজমান থাকিবে, আর আমার পিতা বসুদেবের ভবন যেন কোন অংশেই হীনশ্রী না হয়॥ ২৭॥

বিশ্বকর্ম্মা কহিলেন, ভগবন্! জগদ্গুরো! আপনি যে প্রশস্ত ও অপ্রশস্ত বৃক্ষের কথা উল্লেখ করিলেন, এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, কোন্ কোন্ বৃক্ষ রোপণ প্রশস্ত এবং কোন্ কোন্ বৃক্ষ অপ্রশস্ত এবং কোন্গুলিই বা মঙ্গলপ্রদ

মঙ্গলং কুসুমোদ্যানং দিশি কুত্র তরোস্তথা।
প্রাকারং কিং প্রমাণঞ্চ পরিখানাং সুরেশ্বর ॥ ৩১ ॥
দ্বারাণাঞ্চ গৃহাণাঞ্চ প্রাকারাণাং প্রমাণকং।
কস্য কস্য তরোঃ কাষ্ঠং প্রশস্তং শিবিরে বিভো।
অমঙ্গলং বা কেষাঞ্চ সর্ব্বং মাং বক্তুমর্হসি ॥ ৩২ ॥

শ্রীভগবানুবাচ।

আশ্রমে নারিকেলঞ্চ গৃহিণাঞ্চ ধনপ্রদং।
শিবিরস্য যদীশানে পূর্ব্বে পুত্রপ্রদস্তরুঃ।
সর্ব্বত্র মঙ্গলার্হশ্চ তরুরাজো মনোহরঃ ॥ ৩৩ ॥
রসালবৃক্ষঃ পূর্ব্বস্মিন্ নৃণাং সম্পৎপ্রদস্তথা।
শুভপ্রদশ্চ সর্ব্বত্র সুরকারো নিশাময় ॥ ৩৪ ॥

এবং কোন্‌গুলিই বা অমঙ্গলজনক? শিবিরমধ্যে কোন্ কোন্ বৃক্ষ রোপণ শুভকর এবং কোন্ কোন্ বৃক্ষই বা অশুভকর? কোন্‌দিকে জলাশয় ভদ্রদায়ক এবং কোন্ দিকে অভদ্রদায়ক? কোন্ কোন্ বৃক্ষ কোন্ দিকে রোপণ করিলে শুভফলদায়ক হইবে? গৃহ সকল কি প্রমাণে হইবে? প্রাঙ্গনভূমি কত প্রশস্ত রাখিব? কোন্ দিকে পুষ্পোদ্যান প্রস্তুত করিব? কোন্ স্থানে কোন্ কোন্ পুষ্পবৃক্ষ প্রতিরোপিত হইবে? প্রাকার, পরিখা, গৃহ, গৃহদ্বার ও গৃহপ্রাচীর, কি প্রমাণে হইবে? শিবিরমধ্যে কোন্ কোন্ বৃক্ষের কাষ্ঠ প্রদান করিলে, শুভাবহ এবং কোন্ কোন্ বৃক্ষের কাষ্ঠ অশুভাবহ হইবে, সমস্ত ব্যক্ত করুন। ২৮ ॥ ২৯ ॥ ৩০ ॥ ৩১ ॥ ৩২ ॥

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, দেবশিল্পিন্! গৃহিগণের আশ্রমে নারিকেল বৃক্ষই প্রশস্ত। ঐ বৃক্ষ সর্ব্বস্থলেই শুভফল প্রদান করে, বিশেষতঃ ঈশানকোনে এবং পূর্ব্বদিকে রোপিত হইলে পুত্রপ্রদ হইয়া থাকে। এমন কি এই বৃক্ষ, সকল বৃক্ষের রাজা ও অতি মনোহর ॥ ৩৩ ॥

নিম্বশ্চ পনসশ্চৈব জম্বীরো বদরী তথা।
প্রজাপ্রদশ্চ পূর্ব্বস্মিন্ দক্ষিণে ধনদস্তথা।
সম্পৎপ্রদশ্চ সর্ব্বত্র যতো হি বর্দ্ধতে গৃহী॥ ৩৫॥
জম্বুবৃক্ষশ্চ দাড়িম্বঃ কদল্যাম্রাতকস্তথা।
বন্ধুপ্রদশ্চ সর্ব্বস্মিন্ দক্ষিণে মিত্রদস্তথা।
সর্ব্বত্র শুভদশ্চৈব ধনপুত্রশুভপ্রদঃ॥ ৩৬॥
হর্ষপ্রদো গুবাকশ্চ দক্ষিণে পশ্চিমে তথা।
ঈশানে সুখদশ্চৈব সর্ব্বত্রৈব নিশাময়॥ ৩৭॥
সর্ব্বত্র চম্পকঃ শুদ্ধো ভুবি ভদ্রপ্রদস্তথা।
অলাবুশ্চাপি কুষ্মাণ্ডো মালয়শ্চ শুকাশুকঃ।
খর্জ্জূরী কর্কটী চাপি শিবিরে মঙ্গলপ্রদা॥ ৩৮॥
বাস্তুকঃ করবিল্বশ্চ বার্ত্তাকুশ্চ শুভপ্রদা।
লতাফলঞ্চ শুভদং সর্ব্বং সর্ব্বত্র নিশ্চিতং॥ ৩৯॥

আম্র বৃক্ষ যথা ইচ্ছা রোপণ করিলে, যদিও শুভপ্রদ হইয়া থাকে, তথাপি পূর্ব্বদিকে থাকিলে মানবগণের সম্পত্তি প্রদান করে॥ ৩৪॥

নিম্ব, পনস, জম্বীর ও বদরী বৃক্ষ ভবনের পূর্ব্বদিকে থাকিলে পুত্রপ্রদ এবং দক্ষিণে থাকিলে ধনপ্রদ হইয়া থাকে। ফলতঃ এই সকল বৃক্ষ যথা ইচ্ছা রোপণ করিলে সম্পদ্ লাভ হয় এবং গৃহস্থ উহা হইতেই উন্নতি লাভ করে তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই॥ ৩৫॥

জম্বু, দাড়িম্ব, কদলী ও আম্রাতক যথা ইচ্ছা রোপণ করিলে বন্ধুত্ব এবং দক্ষিণে রোপণ করিলে মিত্রতা লাভ হইয়া থাকে। ফলতঃ উহা রোপণে সর্ব্বত্র শুভফল ও ধনপুত্র লাভ হইয়া থাকে॥ ৩৬॥

দক্ষিণ, পশ্চিম বা ঈশানে গুবাক রোপণ করিলে অতীব আনন্দদায়ক হয় তাহাতে সন্দেহ নাই॥ ৩৭॥

চম্পক সকল স্থানেই শুভদায়ক। অলাবু, কুষ্মাণ্ড, মালয় অর্থাৎ চন্দন, খর্জ্জুর, কর্কটী, বাস্তুক অর্থাৎ বেতোশাক, করবিল্ব অর্থাৎ করলা

প্রশস্তং কথিতং কারো নিষিদ্ধঞ্চ নিশাময়।
বন্যবৃক্ষো নিষিদ্ধশ্চ শিবিরে নগরেঽপি চ ॥ ৪০ ॥
বটো নিষিদ্ধঃ শিবিরে নিত্যং চৌরভয়ং ততঃ।
নগরে চ প্রসিদ্ধশ্চ দর্শনাৎ পুণ্যদস্তথা ॥ ৪১ ॥
নিষিদ্ধঃ শাল্মলিশ্চৈব শিবিরে নগরে পুরি।
দুঃখপ্রদশ্চ সততং ভূমিপানাং শতামপি ॥ ৪২ ॥
ন হি সিদ্ধঃ প্রসিদ্ধশ্চ গ্রামেষু নগরেষু চ।
বাট্যামতিনিষিদ্ধশ্চ সততং দুঃখদস্তথা ॥ ৪৩ ॥

উচ্ছে, বার্ত্তাকু ও লতাফল অর্থাৎ পটোল এ সমস্তই সকল স্থানে শুভদায়ক হয় তাহাতে সন্দেহ নাই ॥ ৩৮ ॥ ৩৯ ॥

হে সুরকারো! এই আমি প্রশস্ত বৃক্ষাদির বিষয় কীর্ত্তন করিলাম, এক্ষণে নিষিদ্ধ বৃক্ষের বিষয় বলিতেছি, তুমি অবহিত চিত্তে শ্রবণ কর। শিবিরেই হউক্ আর নগরেই হউক বন্যবৃক্ষ রোপণ করা নিতান্ত নিষিদ্ধ ॥ ৪০ ॥

শিবিরমধ্যে বটবৃক্ষ রোপণ অতীব নিষিদ্ধ, কারণ উহা হইতে নিয়ত চৌরভয় উপস্থিত হইয়া থাকে, বরং উহা নগরে রোপণ করাই শ্রেয়ঃ। কারণ নিত্য উহার দর্শনে পুণ্যসঞ্চার হইয়া থাকে ॥ ৪১ ॥

শিবিরেই হউক্, নগরেই হউক্, আর পুরীমধ্যেই হউক, শাল্মলি বৃক্ষ রোপণ করা কখন ভদ্রদায়ক নহে। কারণ উহা হইতে শত শত নরপতিরও দুঃখ উপস্থিত হয়। সুতরাং গ্রামে বা নগরে উহা মঙ্গলদায়ক নহে। বিশেষতঃ ভবনে উহা রোপণ করা, অতীব নিষিদ্ধ, কারণ উহা হইতে গৃহস্থের দুঃখের পরিসীমা থাকে না ॥ ৪২ ॥ ৪৩ ॥

কারো তিন্তিড়ীবৃক্ষো যো যত্নাত্তং পরিবর্জ্জয়।
শালেন ধনহানিঃ স্যাৎ প্রজাহানির্ভবেৎ ধ্রুবং।
শিবিরেঽতিনিষিদ্ধশ্চ নগরে কিঞ্চিদেব চ॥ ৪৪॥
ন নিষিদ্ধঃ প্রসিদ্ধশ্চ গ্রামেষু নগরেষু চ।
কার্পাসঃ শর্ষপশ্চৈবমসুরাদিকমেব চ॥ ৪৫॥
যবগোধূমৌ শুভদৌ নগরে শিবিরে তথা।
বৃক্ষশ্চ চনকাদীনাং ধান্যঞ্চ মঙ্গলপ্রদং॥ ৪৬॥
গ্রামেষু নগরে বাপি শিবিরে চ তথৈব চ।
ইক্ষুবৃক্ষশ্চ শুভদঃ সর্ব্বমঙ্গলদস্তথা॥ ৪৭॥
অশোকশ্চ শিরীশশ্চ কদম্বশ্চ শুভপ্রদঃ।
কচ্চী হরিদ্রা শুভদা শুভদং চার্দ্রকং তথা॥ ৪৮॥
হরীতকী চ শুভদা গ্রামেষু নগরেষু চ।
ন বাট্যাং ভদ্রদা নিত্যং তথাচামলকী ধ্রুবং।
গজানামশ্বি শুভদমশ্বানাঞ্চ তথৈব চ॥ ৪৯॥

যে তিন্তিড়ীকে যমদূতিকা বলে, সে তিন্তিড়ী বৃক্ষকে যত্নপূর্ব্বক পরিত্যাগ করিবে। শালবৃক্ষ রোপণে কেবল ধনহানি নহে, প্রজাহানিও হইয়া থাকে, তাহার আর সন্দেহ নাই। সুতরাং শিবিরে উহার রোপণ যত নিষিদ্ধ, নগরে সেরূপ নহে॥ ৪৪॥

কার্পাস, শর্ষপ ও মসুর রোপণ করা, গ্রাম বা নগরমধ্যে তাদৃশ প্রসিদ্ধ অথবা তাদৃশ নিষিদ্ধও নহে। বরং যব, গোধূম ও ধান্যে বিশেষ মঙ্গল প্রদান করিয়া থাকে তাহাতে সন্দেহ নাই॥ ৪৫॥ ৪৬॥

গ্রামেই হউক, নগরেই হউক, আর শিবিরেই হউক, ইক্ষু রোপণ করা শুভকর। উহাদ্বারা বিশেষ উপকার হইয়া থাকে। অশোক, শিরীশ, কদম্ব, কচ্চী, হরিদ্রা ও আর্দ্রকে শুভফল প্রদান করিয়া থাকে॥ ৪৭॥ ৪৮॥

হরীতকী ও আমলকী বৃক্ষ গ্রাম বা নগরমধ্যে রোপণ করিলে যথেষ্ট শুভফল প্রদান করিয়া থাকে; কিন্তু ভবনমধ্যে রোপণ করিলে কখন ভদ্রদায়ক

কল্যাণমুচ্চৈঃশ্রবসাং বাস্তৌ স্থাপনকারিণাং।
ন শুভপ্রদমন্যেষামুচ্ছন্নকারণং পরং ॥ ৫০ ॥
বানরাণাং নরাণাঞ্চ গর্দ্দভানাং গবামপি।
কুক্কুরাণাং শৃগালানাং মার্জ্জারাণামভদ্রকং।
ভেটকানাং শূকরাণাং স…ষাঞ্চাশুভপ্রদং ॥ ৫১ ॥
ঈশানে চাপি পূর্ব্বস্মিন্ পশ্চিমে চ তথোত্তরে।
শিবিরস্য জলং ভদ্রমন্যত্রাশুভমেব চ ॥ ৫২ ॥
দীর্ঘপ্রস্থে সমানঞ্চ ন কুর্য্যান্মন্দিরং বুধঃ।
চতুরস্রে গৃহে কারো গৃহিণাং ধননাশনং ॥ ৫৩ ॥
প্রস্থে হস্তদ্বয়াৎ পূর্ব্বং দীর্ঘে হস্তত্রয়ং তথা ॥ ৫৪ ॥
গৃহিণাং শুভদং দ্বারং প্রাকারস্য গৃহস্য চ।
ন মধ্যদেশে কর্ত্তব্যং কিঞ্চিন্ ন্যূনাধিকে শুভং ॥ ৫৫ ॥

হয় না। তবে যাহারা ভবনে হস্তী, অশ্ব ও উচ্চৈশ্রবা প্রতিপালন করিয়াছে, তাহাদিগের পক্ষে মঙ্গলদায়ক হয়; নতুবা অন্যের পক্ষে একেবারে উচ্ছেদ-কারক হইয়া থাকে॥ ৪৯॥ ৫০॥

কারণ ইহা কি নর, কি বানর, কি গর্দ্দভ, কি গরু, কি কুক্কুর, কি শৃগাল, কি মার্জ্জার, কি ভেক, কি শূকর সকলের পক্ষেই, নিয়ত সেকল, নিতান্ত অশুভাবহ ॥ ৫১ ॥

শিবিরের ঈশান কোনে, পূর্ব্বে, পশ্চিমে, বা উত্তরে সলিল সঞ্চয় থাকা আবশ্যক ও ভদ্রদায়ক। ইহার অন্যথা হইলে অশুভ সংঘটন হইয়া থাকে॥ ৫২॥

গৃহ দীর্ঘপ্রস্থে সমান করা জ্ঞানবানের কার্য্য নহে। তাহা করিলে গৃহী ব্যক্তির ধননাশ হয়। গৃহের প্রস্থ যত পরিমাণ হইবে, দৈর্ঘ্য তাহার দ্বিগুণ হওয়া আবশ্যক। বিশেষতঃ গৃহের উপরিভাগ আচ্ছাদনে আচ্ছাদিত হওয়া প্রয়োজন। তাহা না হইলে গৃহস্থের অমঙ্গল ঘটিয়া থাকে। গৃহদ্বার প্রস্থে দুই হস্ত অপেক্ষা অধিক হওয়া উচিত নহে। দীর্ঘেও তিন হস্ত হওয়া

চতুরস্রং চন্দ্রবেধং শিবিরং মঙ্গলপ্রদং।
অভদ্রদং সূর্য্যবেধং প্রাঙ্গণঞ্চ তথৈব চ॥ ৫৬॥
শিবিরাভ্যন্তরে ভদ্রা স্থাপিতা তুলসী নৃণাং।
ধনপুত্ত্রপ্রদাত্রী চ পুণ্যদা হরিভক্তিদা।
প্রভাতে তুলসীং দৃষ্ট্বা স্বর্ণদানফলং লভেৎ॥ ৫৭॥
মালতী যূথিকা কুন্দ মাধবী কেতকী তথা।
নাগেশ্বরং মল্লিকা চ কাঞ্চনং বকুলং শুভং॥ ৫৮॥
অপরাজিতা চ শুভদা তেষামুদ্যানমীপ্সিতং।
পূর্ব্বে চ দক্ষিণে চৈব শুভদং নাত্রসংশয়ঃ॥ ৫৯॥
ব্রাহ্মণং ক্ষত্রিয়ং বৈশ্যং সৎশূদ্রং গণকং সুতং।
ভট্টং বৈদ্যং পুষ্পকারং স্থাপয়েচ্ছিবিরান্তিকে॥ ৬০॥

উচিত। প্রাচীর বা গৃহদ্বার ঐরূপ হইলে গৃহস্থের মঙ্গলদায়ক, কিন্তু গৃহের বা প্রাকারের ঠিক মধ্যস্থলে দ্বারসন্নিবেশ উচিত নহে। কিঞ্চিৎ ন্যূনাতিরেক হইলে শুভফল প্রদান করিয়া থাকে॥ ৫৩॥ ৫৪॥ ৫৫॥

শিবির চতুষ্কোণ হইলে এবং উহাতে চন্দ্রবেধ থাকিলে ভদ্রদায়ক হয়; কিন্তু ভবনপ্রাঙ্গণে সূর্য্যবেধ থাকিলে গৃহস্থের পক্ষে কখনই ভদ্রদায়ক নহে॥ ৫৬॥

শিবির মধ্যে তুলসী বৃক্ষ স্থাপন অতীব শুভদায়ক, তুলসী বৃক্ষ হইতে ধন, পুত্র, পুণ্য ও হরিভক্তির আবির্ভাব হইয়া থাকে। প্রাতিদিন প্রভাতে গাত্রোত্থান করিয়া তুলসী দর্শন করিলে স্বর্ণদান তুল্য ফল লাভ হইয়া থাকে॥ ৫৭॥

মালতী, যূথিকা, কুন্দ, মাধবী, কেতকী, নাগেশ্বর, মল্লিকা, কাঞ্চন, বকুল ও অপরাজিতা এই পুষ্পগুলি শুভদায়ক; অতএব পূর্ব্বদিকেই হউক, আর দক্ষিণদিকেই হউক, এই সকল পুষ্পের উদ্যান অতীব বাঞ্ছিত। তাহার আর কিছু মাত্র সংশয় নাই॥ ৫৮॥ ৫৯॥

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, সৎশূদ্র, গণক, সূত, ভট্ট, বৈদ্য ও মালাকারকে শিবির সন্নিধানে অবস্থাপন করিতে হইবে॥ ৬০॥

প্রস্থে চ পরিখামানং শতহস্তং প্রশস্তকং ।
পরিতঃ শিবিরাণাঞ্চ গভীরং শতহস্তকং ॥ ৬১ ॥
শঙ্কেতপূর্ব্বকঞ্চৈব পরিখাদ্বারমীপ্সিতং ।
শত্রোরগম্যং মিত্রস্য গম্যমেব সুখেন চ ॥ ৬২ ॥
শাল্মলীনাং তিন্তিড়ীনাং হিন্তালানাং তথৈব চ ।
নিম্বানাং সিন্ধুবারাণাং ডুম্বুরীণামভদ্রকং ॥ ৬৩ ॥
ধুস্তূরাণাং বটানাঞ্চ এরণ্ডানামবাঞ্ছিতং ।
এতেষামতিরিক্তানাং শিবিরে কাষ্ঠমীপ্সিতং ॥ ৬৪ ॥
বৃক্ষঞ্চ বজ্রহতকং দূরতো বর্জ্জয়েদ্বুধঃ ।
পুত্রদারধনং হন্যাদিত্যাহ কমলোদ্ভবঃ ॥ ৬৫ ॥
কথিতং লোকশিক্ষার্থং কুরু কাষ্ঠং বিনা পুরীং ।
শুভক্ষণঞ্চাপ্যধুনা গচ্ছ বৎস যথাসুখং ॥ ৬৬ ॥

পরিখা, প্রস্থে শতহস্ত হইয়া শিবিরের চতুর্দ্দিক পরিবেষ্টন করা আবশ্যক। উহার গভীরতাও শতহস্ত প্রমাণ হওয়া উচিত ॥ ৬১ ॥

পরিখাদ্বার এরূপভাবে পরিকল্পিত হওয়া আবশ্যক যে, শত্রুগণ কিছুতেই উহার সন্ধান পাইয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিতে না পারে ; কিন্তু মিত্রগণ যেন অনায়াসেই প্রবেশ করিতে পারে ॥ ৬২ ॥

শাল্মলি, তিন্তিড়ী, হিন্তাল, সিন্ধুবার, ডুম্বুর, ধুস্তূরা, বট ও এরণ্ড এই সকল বৃক্ষের কাষ্ঠ নিষিদ্ধ, তদ্ভিন্ন অন্যান্য বৃক্ষের কাষ্ঠ শিবিরে অপ্রশস্ত নহে ॥ ৬৩ ॥ ৬৪ ॥

আর বজ্রহতক বৃক্ষ বিষয়ে দয়াময় ভগবান্ কমলযোনি স্বয়ং কহিয়াছেন যে, ইহা ভবনে থাকিলে স্ত্রী, পুত্র ও ধনহানি করে ; অতএব এই বৃক্ষকে যত্নপূর্ব্বক পরিত্যাগ করিবে ॥ ৬৫ ॥

কাষ্ঠের বিষয় যাহা কহিলাম, ইহা কেবল লোকশিক্ষার নিমিত্ত, নতুবা আমার দ্বারাবতীতে কাষ্ঠের সম্পর্ক মাত্র থাকিবে না। বৎস ! এক্ষণে শুভক্ষণ উপস্থিত ; অতএব স্বচ্ছন্দে দ্বারাবতী নির্ম্মাণে যাত্রা কর ॥ ৬৬ ॥

বিশ্বকর্ম্মা হরিং নত্বা জগাম পক্ষিণা সহ।
সমুদ্রস্য সমীপস্থ বটমূলং মনোহরং ॥ ৬৭ ॥
সুষ্বাপ তত্র নক্তঞ্চ কারুশ্চ পক্ষিণা সহ।
স্বপ্নে দ্বারবতীং রম্যাং দদর্শ গরুড়স্তথা ॥ ৬৮ ॥
যৎকিঞ্চিৎ কথিতঃ কারুঃ কৃষ্ণেণ পরমাত্মনা।
তদেব লক্ষণং সর্ব্বং দদর্শ নগরে মুনে ॥ ৬৯ ॥
কারুং হসন্তি স্বপ্নে চ সর্ব্বে তে শিল্পকারিণঃ।
গরুড়ং গরুড়শ্চান্যে বলবন্তশ্চ পক্ষিণঃ ॥ ৭০ ॥
বুধ্বা দদর্শ গরুড়ো বিশ্বকর্ম্মা চ লজ্জিতঃ।
অতীব দ্বারকাং রম্যাং শতযোজনবিস্তৃতাং ॥ ৭১ ॥

বৎস নারদ! সুরশিল্পী বিশ্বকর্ম্মা শ্রীহরির চরণে প্রণিপাত করিয়া খগপতি গরুড়ের সহিত সমুদ্রসমীপে মনোহর বটমূলে গমন করিলেন ॥ ৬৭ ॥

তথায় গিয়া বিশ্বকর্ম্মা ও গরুড় উভয়ে রজনীযোগে ভুবনজনমোহিনী নিদ্রাদেবীর ক্রোড়ে বিলীন হইলেন। সেই নিদ্রিতাবস্থায়, পরমাত্মরূপী দয়াময় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পুরনির্ম্মাণ বিষয়ে বিশ্বকর্ম্মার নিকট যেরূপ যেরূপ কহিয়াছিলেন, গরুড় অবিকল সেইরূপ স্বপ্ন দর্শন করিতে লাগিলেন। স্বপ্নযোগে সেই সমস্ত লক্ষণ তাঁহার চিত্তপটে সমুজ্জ্বল অক্ষরে অঙ্কিত হইতে লাগিল ॥ ৬৮ ॥ ৬৯ ॥

ঐ সময় তাঁহাদিগের মনে এইরূপ অনুভূতি হইতে লাগিল, যেন অন্যান্য শিল্পিগণ বিশ্বকর্ম্মাকে এবং আর এক গরুড় ও অন্যান্য বলবান্ পক্ষিগণ খগপতিকে উপহাস করিতেছে। অমনি সহসা তাঁহাদিগের উভয়ের নিদ্রাভঙ্গ হইল। তখন তাঁহারা অতিশয় লজ্জিত হইলেন। দেখিলেন, শতযোজন বিস্তৃত রমণীয় দ্বারকাপুরী সাগরোপকণ্ঠে সমুজ্জ্বল শোভা ধারণ করিয়াছে। ব্রহ্মাদিদেবগণের নগরী তাহার শতাংশেরও একাংশও নহে। উহা এমনি

ব্রহ্মাদীনাঞ্চ নগরং বিজিত্য চ বিরাজিতাং।
তেজসাচ্ছাদিতাং সূর্য্যং রত্নানাঞ্চ পরিষ্কৃতাং ॥ ৭২ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে
নারায়ণনারদসংবাদে দ্বারকানির্ম্মাণং
নামত্র্যধিক শততমোঽধ্যায়ঃ ॥

পরিষ্কৃত যে, তাহার উজ্জ্বল রত্নপ্রভা সূর্য্যকান্তিকে সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে ॥ ৭০ ॥ ৭১ ॥ ৭২ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্ত মহাপুরাণে শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে দ্বারকাবর্ণন
নামক ত্র্যধিকশততম অধ্যায় সম্পূর্ণ।

চতুরধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

নারায়ণ উবাচ।

এতস্মিন্নন্তরে ব্রহ্মা ভবান্যা চ ভবঃ স্বয়ং।
অনন্তশ্চাপি ধর্ম্মশ্চ ভাস্করশ্চ হুতাশনঃ ॥ ১ ॥
কুবেরো বরুণশ্চৈব পবনশ্চ যমস্তথা।
মহেন্দ্রশ্চাপি চন্দ্রশ্চ রুদ্রাশ্চৈকাদশৈব তে ॥ ২ ॥
অন্যে দেবাশ্চ মুনয়ো বসবঃ সপ্তএব চ।
আদিত্যাশ্চাপি দৈত্যাশ্চ গন্ধর্ব্বাঃ কিন্নরাস্তথা।
আযযুর্দ্বারকাং দ্রষ্টুং শ্রীকৃষ্ণঞ্চ বলং তথা ॥ ৩ ॥
আগচ্ছন্তঞ্চ সহসা বটমূলং মনোহরং।
দৃষ্টা চ দেবতাঃ সর্ব্বাস্তুষ্টুবুঃ পুরুষোত্তমং ॥ ৪ ॥
আকাশাচ্চ বিমানাচ্চ সংপ্রাপ্য বটমূলকং।
দদৃশুর্দ্বারকাং রম্যামতীবসুমনোহরাং ॥ ৫ ॥
মুক্তামাণিক্যহীরেণ রত্নরাজিবিরাজিতাং।
পরিতশ্চতুরস্রাঞ্চ শতযোজনসম্মিতাং ॥ ৬ ॥

নারায়ণ কহিলেন, বৎস নারদ! ঐ সময় কমলযোনি ব্রহ্মা, ভবানীসহচর ভগবান্ ভূতনাথ. অনন্তদেব, ধর্ম্ম, ভাস্কর, হুতাশন, কুবের, বরুণ, পবন, যম, পুরন্দর, চন্দ্র, একাদশ রুদ্র এবং অন্যান্য দেবগণ, মুনিগণ, বসুগণ, আদিত্যগণ, দৈত্যগণ, গন্ধর্ব্বগণ ও কিন্নরগণ প্রভৃতি সকলে দ্বারকাপুরী দর্শন এবং তদুপলক্ষে কৃষ্ণ ও বলদেবের সহিত সাক্ষাত করিতে আগমন করিলেন ॥ ১ ॥ ২ ॥ ৩ ॥

ঐ সময় পুরুষোত্তম দয়াময় শ্রীকৃষ্ণ সহসা মনোহর বটমূলে আগমন করিতেছেন দেখিয়া দেবতাগণ সকলে তাঁহার স্তুতিপাঠে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ৪ ॥

দেবগণ আকাশপথ দিয়া বিমানযানে আগমন পূর্ব্বক সেই বটমূলে অবতীর্ণ হইয়া দেখিলেন, মুক্তা, মাণিক্য ও হীরকাদি বিবিধ রত্নমালা বিরাজিত

সপ্তভিঃ পরিখাভিশ্চ গভীরাভিশ্চ বেষ্টিতাং।
প্রাকারৈর্নবভির্যুক্তাং লক্ষৈঃ ক্রীড়াসরোবরৈঃ ॥ ৭ ॥
মনোহরৈঃ সপদ্মৈশ্চ সহিতৈশ্চ মধুব্রতৈঃ।
শোভিতাং সর্ব্বতোভদ্রাং পুষ্পোদ্যানত্রিলক্ষকৈঃ ॥ ৮ ॥
প্রফুল্লপুষ্পৈঃ পরমৈঃ সর্ব্বত্র সুরভীকৃতাং।
আমোদিতাঞ্চ শীতেন গন্ধচন্দনবায়ুনা ॥ ৯ ॥
তরুভির্নারিকেলানাং শোভিতাং শতকোটিভিঃ।
গুড়াকানাঞ্চ বৃক্ষৈশ্চ ভূষিতাঞ্চ চতুর্গুণৈঃ ॥ ১০ ॥
চতুর্গুণৈর্গুবাকানাং যুক্তামাত্রমহীরুহৈঃ।
পরীতাং পনসানাঞ্চ বৃক্ষৈরাম্রসমৈর্গুণৈঃ ॥ ১১ ॥
সুশোভিতাঞ্চ তালানাং দ্রুমৈরাম্রসমৈর্গুণৈঃ।
অশ্বত্থৈর্ব্বদরীভিশ্চ বিল্বৈরাম্রাতকৈর্বটৈঃ ॥ ১২ ॥
শাল্মলীভিশ্চ জম্বূভিঃ কদম্বৈশ্চাপিমণ্ডিতাং।
বংশৈশ্চ তিন্তিড়ীভিশ্চ চম্পকৈশ্চন্দনৈস্তথা ॥ ১৩ ॥

অতি মনোহর দ্বারকাপুরী সাগরতটে বিরাজ করিতেছে। নগরীর পরিমাণ শতযোজন এবং দীর্ঘ প্রস্থে সমান। ৫ ॥ ৬ ॥

সুগভীর সাতটি পরিখা উহার চতুর্দ্দিক পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। নয়টী সমুন্নত প্রাকার, একলক্ষ পদ্মযুক্ত মনোহর ক্রীড়া সরোবর, প্রতিপদ্মেই মধুকরগণ গুণ গুণ ধ্বনি করিয়া মধুপান করিতেছে। উহার স্থানে স্থানে তিনলক্ষ পুষ্পোদ্যান বিরাজমান থাকায় শোভার পরিসীমা নাই। গন্ধবহ বিকসিত কুসুমরেণু বহন করিয়া পুরীর চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ এবং চন্দনস্পর্শে সুশীতল হইয়া দিক সকল আমোদিত করিতেছে। ৭ ॥ ৮ ॥ ৯ ॥

উহার স্থানে স্থানে শতকোটি নারিকেল, তাহার চতুর্গুণ গুড়াক ও তাহার চতুর্গুণ গুবাক, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড আম্র, আম্রতুল্য গুণযুক্ত বৃহৎ বৃহৎ পনস ও সমুন্নত তাল, অশ্বত্থ, বদরী, বিল্ল, আম্রাতক, বট, শাল্মলী, জম্বূ, কদম্ব, বংশ,

নাগেশ্বরৈর্নাগরাঙ্গৈ জম্বীরৈর্দাড়িমৈর্যুতাং।
হরিতকীভির্দ্ধাত্রীভিস্তরুভিঃ পরিতঃসৃতাং॥ ১৪॥
শালৈঃ প্রিয়ালৈর্হিন্তালৈঃ শিরীষৈঃ সপ্তপর্ণকৈঃ।
অন্যৈর্নানাদ্রুমৈরিষ্টৈ রিষ্টাং যুক্তাং পরিষ্কৃতাং॥ ১৫॥
অসংখ্যৈর্মন্দিরৈরম্যৈরত্যুচ্চৈরপিসংস্কৃতাং।
রত্নেন্দ্রসারনির্ম্মাণৈর্ম্মুক্তামণিবিভূষিতৈঃ॥ ১৬॥
মাণিক্যহীরকৈশ্চিত্রৈঃসদ্রত্নকলসান্বিতৈঃ।
মণিভির্নির্ম্মিতৈরিষ্টৈঃ সোপাননিকরৈর্ব্বরৈঃ॥ ১৭॥
কপাটৈঃকঠিনৈর্দ্দাঢ্যৈ রর্গলৈঃ কীলকৈর্যুতৈঃ।
হিরন্মণীনাং স্তম্ভানাং কদম্বৈরপিসংযুতৈঃ॥ ১৮॥
রত্নচিত্রৈ র্বিচিত্রৈশ্চ সুচিত্রৈঃ সুপরিষ্কৃতৈঃ।
দর্পণৈঃসূক্ষ্মবস্ত্রৈশ্চ শোভিতৈঃ শ্বেতচামরৈঃ॥ ১৯॥

তিন্তিড়ী, চম্পক, চন্দন, নাগেশ্বর, নাগরঙ্গ, জম্বীর, দাড়িম্ব, হরীতকী ধাত্রী, শাল, পিয়াল, হিন্তাল, শিরীষ ও সপ্তপর্ণ, প্রভৃতি নানাবিধ মঙ্গলদায়ক রমণীয় বৃক্ষ সকল বিরাজমান রহিয়াছে। ১০। ১১। ১২। ১৩। ১৪। ১৫

উহার চতুর্দ্দিকে অসংখ্য ও অত্যুচ্চ মনোহর অট্টালিকা সকল পুরী পরিশোভিত করিয়াছে। ঐ সকল অট্টালিকা উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট রত্ন এব মণিমুক্তা মাণিক্য ও বিচিত্র হীরকে বিভূষিত, অত্যুত্তম রত্নময় কলস সকল উহাতে স্থাপিত হইয়াছে। অতি মনোহর মণি সকল সন্নিবেশিত করিয়া উহার সোপান পরিকল্পিত হইয়াছে। দ্বারদেশে অতি কঠিন কবাট সকল এবং সুদৃঢ় অর্গল ও কীলক সকল প্রদত্ত হইয়াছে। হিরন্মণি-স্তম্ভসকল শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে। ১৬। ১৭। ১৮॥

সকল গৃহেই রত্নরাজিখচিত অতি বিচিত্র মনোহর দর্পণ সকল, সূক্ষ্ম বস্ত্র সকল ও শ্বেত চামর সকল শোভা বিস্তার করিতেছে। প্রাঙ্গণ ভূমি সকল একে পদ্মরাগ মণি দ্বারা পরিকল্পিত, তাহাতে আবার ইন্দ্রনীল মণি সকল

প্রাঙ্গণৈঃ পদ্মরাগাঢ্যৈ রিন্দ্রনীলপরিষ্কৃতৈঃ।
পৃথিবীরত্নখচিতৈ রাজমার্গৈঃ সমন্বিতাং ॥ ২০ ॥
গ্রীষ্মমধ্যাহ্নসূর্য্যাভাং জ্বলিতাং রত্নতেজসা।
গবাক্ষলক্ষৈঃ সংযুক্তাং বাজিশালৈঃ পরিষ্কৃতৈঃ ॥ ২১ ॥
দৃষ্ট্বা চ দ্বারকাং দিব্যাং তে দেবা বিস্ময়ং যযুঃ।
প্রসন্নবদনো দেবো লাঙ্গলী ভগবানজঃ ॥ ২২ ॥
সস্মারযদুবংশানাং সমূহমুগ্রসেনকং।
বসুদেবং দৈবকীঞ্চ পাণ্ডবাংশ্চসমাতৃকান্ ॥ ২৩ ॥
নন্দংযশোদাংগোপালান্ রাজেন্দ্র মুণিপুঙ্গবান্।
গন্ধর্ব্বান্ কিন্নরাংশ্চৈব ব্রহ্মন্নপ্সরসাংগণান্ ॥ ২৪ ॥
বিদ্যাধরীঃ কিন্নরীশ্চ বাদ্যভাণ্ডং তথৈবচ।
গায়নান্নর্ত্তকী শ্চৈব চিত্রান্ভণ্ডরতাং স্তথা ॥ ২৫ ॥
এতস্মিন্নন্তরে তত্র বসুদেবশ্চ দৈবকী।
রাজা মহোগ্রসেনশ্চ সহিতোযদুপুঙ্গবৈঃ ॥ ২৬ ॥

মধ্যে মধ্যে বিন্যস্ত হওয়াতে শোভার আর পরিসীমা নাই। রাজমার্গ সকল পার্থিব রত্নে পরিশোভিত। এইরূপে পুরীর চতুর্দ্দিকে রত্ন সকল বিন্যস্ত হওয়াতে সেই রত্নরাজি-প্রভায় নগরী যেন মধ্যাহ্ন সূর্য্যের ন্যায় ভাসমান হইয়াছে। চারি দিকে লক্ষ লক্ষ গবাক্ষ সকল এবং স্থানে স্থানে বাজিশালা বিরাজমান। ১৯। ২০। ২১॥

দেবগণ সেই দিব্য দ্বারকাপুরী অবলোকন করিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। তখন ভগবান্ লাঙ্গলী সমস্ত যদুবংশ, উগ্রসেন, বসুদেব, দৈবকী, সপুত্রা, কুন্তী, নন্দ, যশোদা, অন্যান্য গোপবালক রাজেন্দ্রগণ, মুনীন্দ্রগণ, গন্ধর্ব্বগণ, অপ্সরোগণ, বিদ্যাধরী, কিন্নরী, বাদক, গায়ক, নর্ত্তক, নর্ত্তকী, বিচিত্র ভণ্ডরত অর্থাৎ ভাঁড়দিগকে স্মরণ করিলেন। ২২। ২৩। ২৪। ২৫।

ইত্যবসরে বসুদেব, দৈবকী, সমস্ত যাদবপরিবার-পরিবেষ্টিত রাজা উগ্রসেন, গোপরাজ নন্দ, যশোদা, অন্যান্য গোপগণ, জননী কুন্তীর সহিত

নন্দোযশোদাগোপাশ্চ জনন্যাসহ পাণ্ডবাঃ।
গন্ধর্ব্বাঃ কিন্নরাশ্চৈব বিদ্যাধর্য্যশ্চ নারদ ॥ ২৭ ॥
কিন্নর্য্যশ্চাপিনর্ত্তক্যো গায়নাবাদ্যভাণ্ডকাঃ।
ভিক্ষুকাশ্চভণ্ডরতাভট্টাশ্চগণকাস্তথা ॥ ২৮ ॥
নানাদেশোদ্ভবাভূপাবৈশ্যাশ্চান্যেচ মানবাঃ।
সন্যাশিনশ্চযতয়োঽবধূতাব্রহ্মচারিণঃ ॥ ২৯ ॥
আযযুর্ম্মুনয়ঃ সর্ব্বে সশিষ্যাঃসিদ্ধপুঙ্গবাঃ।
সনকশ্চসনন্দশ্চ তৃতীয়শ্চ সনাতনঃ ॥ ৩০ ॥
সনৎকুমারোভগবান্ জ্ঞানিনাঞ্চগুরোর্গুরুঃ।
শিষ্যৈস্ত্রিকোটিভিঃসার্দ্ধং পঞ্চবর্ষোদিগম্বরঃ ॥ ৩১ ॥
শিষ্যৈস্ত্রিলক্ষৈঃসহিতো দুর্ব্বাসা ভগবানজঃ।
লক্ষশিষ্যৈঃকশ্যপশ্চ বাল্মীকিশ্চ ত্রিলক্ষকৈঃ ॥ ৩২ ॥
লক্ষৈঃ শিষ্যৈর্গৌতমশ্চ কোটিভিশ্চ বৃহস্পতিঃ।
শুক্রস্ত্রিকোটিভিঃসার্দ্ধং ভরদ্বাজ স্ত্রিলক্ষকৈঃ ॥ ৩৩ ॥
শিষ্যৈস্ত্রিকোটিভিঃসার্দ্ধমঙ্গিরাভগবানজঃ।
শিষ্যৈঃসার্দ্ধং কোটিভিশ্চপ্রচেতাভগবাংস্তথা ॥ ৩৪ ॥

পাণ্ডবগণ, গন্ধর্ব্বগণ, কিন্নরগণ, বিদ্যাধরগণ, কিন্নরীগণ, নর্ত্তকীগণ, গায়কগণ, বাদ্যকরগণ, ভিক্ষুকগণ, ভণ্ডগণ, ভট্টগণ, নানা দেশীয় নরপতিগণ, বৈশ্যগণ, অন্যান্য মানবগণ, সন্ন্যাসিগণ, যতিগণ, অবধূতগণ, ব্রহ্মচারিগণ, সশিষ্য মুনিগণ এবং সিদ্ধপ্রবর সনক সনন্দ ও সনাতন তথায় উপস্থিত হইলেন। ২৬। ২৭। ২৮। ২৯। ৩০ ॥

জ্ঞানিগণাগ্রগণ্য পঞ্চবর্ষ দিগম্বর, ভগবান্ সনতকুমার, তিনকোটি শিষ্য সহিত তিন লক্ষ শিষ্য সহিত ভগবান্ দুর্ব্বাসা, লক্ষ শিষ্য সহিত ভগবান্ কশ্যপ, তিন লক্ষ শিষ্য সহিত বাল্মীকি, লক্ষ শিষ্য সহিত গৌতম, কোটি শিষ্য সহিত, বৃহস্পতি, তিন কোটি শিষ্য সহিত শুক্রাচার্য্য, তিন লক্ষ শিষ্য সহিত ভরদ্বাজ, তিন কোটি শিষ্য সহিত ভগবান্ প্রচেতা,

ত্রিলক্ষৈশ্চপুলস্ত্যশ্চাপ্যগস্তঃকোটিভিঃসহ।
লক্ষৈঃ শিষ্যৈশ্চ পুলহঃক্রতুল´ক্ষৈ স্তথৈবচ ॥ ৩৫ ॥
অত্রিস্ত্রিকোটিভিঃ শিষ্যৈঃ ভৃগুশ্চপঞ্চকোটিভিঃ।
ত্রিকোটির্ভির্মরীচিশ্চ শতানন্দঃ সহস্রকৈঃ ॥ ৩৬ ॥
সার্দ্ধং ত্রিকোটিভিঃশিষ্যৈঋষ্যশৃঙ্গোবিভাণ্ডকঃ।
পাণিনিঃ কোটিভিঃশিষ্যৈল´ক্ষৈঃকাত্যায়নস্তথা ॥ ৩৭ ॥
যাজ্ঞবল্ক্যঃসহস্রৈশ্চ ব্যাসঃশিষ্যৈ স্ত্রিকোটিভিঃ।
ত্রিকোটিভিঃশুকশ্চৈব চতুর্ভিশ্চ পরাশরঃ। ৩৮ ॥
ত্রিকোটিভিঃ কণাদশ্চ চ্যবনশ্চ ত্রিকোটিভিঃ।
শিষ্যৈল´ক্ষৈশ্চসহিতোগর্গঃকুলপুরোহিতঃ।
গালবশ্চ সহস্রৈস্ত সহস্রৈঃ সৌরিভস্তথা ॥ ৩৯ ॥
ত্রিকোটিভিলে´ামশশ্চ বৈশম্পায়ন এবচ।
শিষ্যৈল´ক্ষৈঃসমেতশ্চব্যাসশিষ্যপুরোগমঃ ॥ ৪০ ॥
লক্ষৈঃশিষ্যৈস্তথাশৃঙ্গী চোপমন্যুস্তথৈবচ।
সহস্রৈশ্চগৌরমুখঃকচোলক্ষৈগু´রোঃ সুতঃ ॥ ৪১ ॥
অশ্বত্থামা তথা দ্রোণঃ কৃপাচার্য্যঃসশিষ্যকঃ।

এবং পুলস্ত্য তিন লক্ষ, অগস্ত্য এক কোটি, পুলহ এক লক্ষ, ক্রতু এক লক্ষ, অত্রি তিন কোটি, ভৃগু, পাঁচকোটি, মরীচি তিন কোটি শতানন্দ সহস্র, বিভাণ্ডক পুত্র ঋষ্যশৃঙ্গ তিন কোটি, পাণিনি এক কোটি, কাত্যায়ন লক্ষ, যাজ্ঞবল্ক্য সহস্র, বেদব্যাস তিন কোটি, শুকদেব তিন কোটি, পরাশর চারি কোটি, কণাদ তিন কোটি, চ্যবন তিন কোটি, কুলপুরোহিত গর্গ এক লক্ষ, গালব সহস্র, সৌভরি সহস্র, লোমশ তিন কোটি, বেদব্যাসশিষ্য বৈশম্পায়ন এক লক্ষ, শৃঙ্গী এক লক্ষ, উপমন্যু এক লক্ষ, গৌরমুখ সহস্র, এবং গুরুপুত্র কচ এক লক্ষ শিষ্য সহিত তথায় সমুপস্থিত হইলেন। ৩১। ৩২। ৩৩। ৩৪। ৩৫। ৩৬। ৩৭। ৩৮। ৩৯। ৪০। ৪১ ॥

ভীষ্মঃকর্ণশ্চশকুনী রাজাদুর্য্যোধনস্তথা।
নৃপস্যভ্রাতরঃসর্ব্বে চান্যে ভূপাঃ সমাযযুঃ ॥ ৪২ ॥
তে সর্ব্বে তুষ্টুবুঃকৃষ্ণং পরমাত্মানমীশ্বরং।
শুভাশিষঞ্চপ্রদদূরাজানো মুনিপুঙ্গবাঃ ॥ ৪৩ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ।

উগ্রসেনং সভামধ্যেতং রাজেন্দ্রমুবাচ সঃ।
ভগবান্ সস্মিতঃ শান্তোভক্ত্যাচাপিজগদ্গুরুঃ ॥ ৪৪ ॥
শুভকর্ম্মণিশিষ্যত্বে যাস্যন্তি যে সমাগতাঃ।
শিবব্রহ্মাদয়োদেবামুনয়শ্চ তথৈবচ ॥ ৪৫ ॥
ভগবন্যাদবৈঃ সার্দ্ধং প্রবিশ দ্বারকাংপুরীং।
মংপিত্রামাতৃভিঃ সার্দ্ধং মাহেন্দ্রেচক্ষণে নৃপ।
অপরে যদবোঽন্যেচ যাস্যন্তি মথুরাপুরীং ॥ ৪৬ ॥
শ্রুত্বেতিবিরসোরাজা তমুবাচ ভয়াকুলঃ।

তৎপরে অশ্বত্থামা, দ্রোণাচার্য্য, সশিষ্য কৃপাচার্য্য, ভীষ্ম, কর্ণ, শকুনি, রাজা দুর্য্যোধন, তাঁহার ভ্রাতৃগণ এবং অন্যান্য নরপতি সকল তথায় আগমন করিলেন। ৪২ ॥

সকলে সমাগত হইয়া সেই পরমাত্মরূপী সর্ব্বেশ্বর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে স্তব করিতে লাগিলেন। রাজন্যগণ ও মুনিগণ, সকলেই শুভাশীর্ব্বাদ প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। ৪৩ ॥

তখন শান্তাত্মা জগদ্গুরু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সেই সভামধ্যে ভক্তিভাবে সহাস্যবদনে রাজা উগ্রসেনকে কহিলেন, ভগবন্! এই সভায় মহেশ্বর ও ব্রহ্মাদি দেবগণ এবং যে সকল মুনিগণ সমবেত হইয়াছেন ইঁহারা সকলেই আপনার এই শুভ রাজ্যাভিষেক ব্যাপারে শিষ্যতা সম্পাদন করিবেন, অতএব আপনি যাদবগণের সহিত এবং আমার পিতা ও মাতৃগণের সহিত মাহেন্দ্রক্ষণে দ্বারকা পুরী মধ্যে প্রবেশ করুন, আর অন্যান্য যাদবগণ ও অপরাপর সকলে মথুরা পুরীতে গমন করিবেন। ৪০।৪৫।৪৬ ॥

উগ্রসেন উবাচ।

বাসুদেব ন যাস্যামি ভূমিং তাং পৈতৃকীং ত্যজন্।
সর্ব্বতীর্থপরাং শুদ্ধাং দৈবে কর্ম্মণি পৈতৃকে॥ ৪৭॥
পাবকে ভূমিদেশে চ পিতৃণাং নির্ব্বপেত্তু যঃ।
তদ্ভূমিঃ স্বামিপিতৃভিঃ শ্রাদ্ধকর্ম্মণি হন্যতে॥ ৪৮॥
পিতৃণাং নিষ্ফলং শ্রাদ্ধং দেবানামপিপূজনং।
কিঞ্চিৎ ফলপ্রদঞ্চৈব সম্পূর্ণং পৈতৃকে স্থলে॥ ৪৯॥
পুত্রপৌত্রকলত্রেভ্যঃ প্রাণেভ্যঃ প্রেয়সী সদা।
দুর্ল্লভা পৈতৃকী ভূমিঃ পিতুর্ম্মাতুর্গরীয়সী॥ ৫০॥
তৎ সম্যক্ষ্ণ পবিত্রঞ্চ দৈবে কর্ম্মণি পৈতৃকে।
ক্রীড়া চ তদৃতে দানং পরদত্তমশুদ্ধকং॥ ৫১॥

রাজা উগ্রসেন শ্রীকৃষ্ণের বচন শ্রবণে বিকলচিত্ত ও ভয়কাতর হইয়া কহিলেন, বাসুদেব! আমি পৈতৃক ভূমি পরিত্যাগ করিয়া দ্বারকায় যাইব না। কারণ জন্মভূমি, কি দেবকার্য্য, কি পিতৃকার্য্য সর্ব্ব বিষয়ে প্রধান এবং সমুদায় তীর্থ হইতে উৎকৃষ্টতীর্থ। ৪৭॥

জন্মভূমি ভিন্ন অন্যান্য অনেক পবিত্র স্থান বিদ্যমান আছে বটে; কিন্তু সে সমুদায় স্থান কি দেবকার্য্য কি পিতৃকার্য্য কিছুতেই তাদৃশ প্রশস্ত নহে। ৪৮॥

ফলতঃ পৈতৃক ভূমিতে পিতৃগণের শ্রাদ্ধ ও দেবগণের অর্চ্চনা করিলে যেরূপ পূর্ণফল প্রলব্ধ হইয়া থাকে, অন্যস্থানে করিলে তাদৃশ ফললাভ হয় না। ৪৯॥

জন্মভূমি কি পুত্র কি পৌত্র কি কলত্র সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম। বাস্তবিক মনুষ্যজীবনে জন্মভূমি অতি দুর্লভ বস্তু। এমন কি পিতা মাতা অপেক্ষাও সমাদরের সামগ্রী। ৫০॥

জন্মস্থান অতিপবিত্র এবং দেবকার্য্য ও পিতৃকার্য্য পক্ষে বিশেষ ফলপ্রদ। এমন কি তদ্ভিন্ন স্থলে দান করিলে ক্রীড়ামাত্রে পর্য্যবসিত এবং অতি অকিঞ্চিৎকর বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। ৫১॥

ম্রিয়তে পৈতৃকীভূম্যাং তীর্থতুল্যং ফলং লভেৎ।
গঙ্গাজলসমং ভূতং পিতৃখাতোদকং হরে॥ ৫২॥
তত্র স্নাত্বা জলে পূতে গঙ্গাস্নানফলং লভেৎ।
পিতৃণাং তর্পণং তত্র পবিত্রং দেবপূজনং॥ ৫৩॥
পৈতৃকীজন্মভূমিশ্চেৎ ফলং তদ্দ্বিগুণং ভবেৎ।
পৈতৃকীভূমিতুল্যা ন দানভূমিশতানিচ॥ ৫৪॥

শ্রীবাসুদেব উবাচ।

ভোগান্তে বচনং কিম্বা নিষেকঃ কেন বার্য্যতে।
পৈতৃকীতীর্থতুল্যা সা কিং তীর্থং দ্বারকাপরং॥ ৫৫॥
সর্ব্বতীর্থপরা শ্রেষ্ঠা দ্বারকা বহুপুণ্যদা।
যস্যাং প্রবেশমাত্রেণ নরাণাং জন্মখণ্ডনং॥ ৫৬॥

পৈতৃক ভূমিতে কলেবর পরিত্যাগ করিতে পারিলে, তীর্থতুল্য ফললাভ হইয়া থাকে। পিতৃখাত সলিলের জল, গঙ্গাজল তুল্য। ৫২॥

তথায় স্নান করিলে গঙ্গাস্নান সমান ফললাভ হইয়া থাকে। তথায় পিতৃতর্পণ ও দেবপূজা অতীব পবিত্র জনক। ৫৩॥

আবার যদি জন্মস্থান পৈতৃক হয়, তাহা হইলে তাহার দ্বিগুণ ফল লাভ হইয়া থাকে। শত শত দানভূমি পৈতৃক ভূমির তুল্য ফলপ্রদ হইতে পারে না। ৫৪॥

বাসুদেব কহিলেন, রাজন! ভোগাবসানের কথা কি বলিব, ভোগান্তে পুনরায় জন্মগ্রহণ অনিবার্য্য। আপনি পিতৃভূমির যে গুণকীর্ত্তন করিলেন, দ্বারকা তাহার কোন অংশে ন্যূন নহে। ফলত দ্বারকা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর তীর্থ আর কি আছে? দ্বারকা সকল তীর্থের প্রধান তীর্থ ও বহু পুণ্যপ্রদ। এমন কি দ্বারকায় প্রবেশ করিলে আর জন্ম জনিত যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না। ৫৫। ৫৬॥

দানং তৎ দ্বারকায়াঞ্চ শ্রাদ্ধঞ্চ দেবপূজনং।
চতুর্গুণঞ্চ তীর্থানাং গঙ্গাদীনাঞ্চ ভূমিপ ॥ ৫৭ ॥
গচ্ছ ব্রহ্মাদিভিঃ সার্দ্ধং মুনিভির্যাদবৈঃ সহ।
রাজেন্দ্রভবনং তত্র গৃহাণ সাদরং পুনঃ ॥ ৫৮ ॥
করোতি শশ্বদাকারং মহেন্দ্রস্যামরাবতীং।
নিবস ত্বং সুধর্ম্মায়াং মাহেন্দ্রে চ ক্ষণে নৃপ ॥ ৫৯ ॥
জম্বুদ্বীপস্থিতা ভূপা রাজেন্দ্রমণ্ডলেশ্বরাঃ।
করং দাস্যন্তি তুভ্যঞ্চ মহেন্দ্রায় সুরা যথা ॥ ৬০ ॥
ভূয়াজ্জিতঃ কুবেরশ্চ ধনেন ধনসম্পদা।
তেজসা ভাস্করশ্চাপি মহেন্দ্রঃ সম্পদা তথা ॥ ৬১ ॥
দেবাজিতা রণেনৈব পুণ্যেন মুনয়োজিতাঃ।
তপস্বিনশ্চ তপসা ব্রতিনশ্চ ব্রতেনচ ॥ ৬২ ॥
উগ্রসেনসমোরাজা নভূতোন ভবিষ্যতি।
সভায়াং যস্য ভগবান্ বলদেবো মহাবলঃ ॥ ৬৩ ॥

দ্বারকা পুরীতে দান, পিতৃযজ্ঞ ও দেবার্চ্চনা করিলে গঙ্গাদি তীর্থ সমূহের চতুর্গুণ ফল লাভ হইবে। অতএব আপনি ব্রহ্মাদি দেবগণ,মুনিগণ ও যাদবগণের সহিত দ্বারকায় প্রবেশ করিয়া রাজভবনে অবস্থান করুন। তত্রত্য রাজভবন মহেন্দ্রের অমরাবতীকে তিরস্কৃত করিয়াছে। অতএব আপনি তথায় মাহেন্দ্রক্ষণে সুধর্ম্মা সভায় প্রবেশ করুন। ৫৭। ৫৮। ৫৯।

যেমন দেবগণ সুরপতিকে করপ্রদান করেন, তদ্রূপ এই জম্বুদ্বীপস্থিত যাবতীয় রাজন্যগণ আপনাকে কর প্রদান করিবে। ৬০।

আপনার ঐশ্বর্য্য কুবের হইতে, তেজঃপ্রভাব সূর্য্য হইতে এবং সম্পদ মহেন্দ্র হইতে সমধিক সমুজ্জ্বল হউক। সমরে সমস্ত দেবগণ পুণ্যবলে সমস্ত মুনিগণ, তপশ্চরণে সমস্ত তপস্বিগণ এবং ব্রতনিয়মে সমস্ত ব্রতিগণ আপনার নিকট পরাস্ত হউন। ৬১। ৬২॥

বিশ্বঞ্চ যস্য শিরসাং সহস্রাণাং নরেশ্বর।
একস্মিন্ শিরসি ন্যস্তং স্থূর্পে চ শর্ষপো যথা॥ ৬৪॥
নহ্যনন্তসমোদেবো বলেচ বলবত্তরঃ।
যদ্গুণানাং নাস্ত্যন্তোঽপ্যনন্তং তং বিদুর্বুধাঃ॥ ৬৫॥
বসবোঽষ্টৌ মহাভাগা রুদ্রাশ্চ শঙ্করং বিনা।
বলিনো দ্বাদশাদিত্যা মহেন্দ্রশ্চ সুরৈঃ সম।
ন সমর্থা ধ্রুবং জেতুমুগ্রসেনং নৃপেশ্বরং॥ ৬৬॥
কৃষ্ণস্য বচনং শ্রুত্বা প্রসন্নবদনো নৃপঃ।
প্রযয়ৌ যাদবৈঃ সার্দ্ধং মহেন্দ্রভবনাৎ পরং
স্বালয়ং দ্বারকামধ্যে জ্বলন্তং মণিতেজসা॥ ৬৭॥
সহস্রৈর্দ্বারপালৈশ্চ শূণুভির্দ্দণ্ডহস্তকৈঃ।
নিযুক্তৈ রক্ষিতদ্বারং দদর্শ মানবেশ্বরঃ॥ ৬৮॥

আপনার তুল্য রাজা কেহ কখন হয় নাই, হইবেও না। কারণ মহাবল ভগবান্ বলদেব আপনার সভাপতি। ৬৩।

হে নরেশ্বর! বলদেব বড় সামান্য ব্যক্তি নহেন। কারণ এই জগৎ সংসার স্থূর্পস্থিত শর্ষপের ন্যায় যাহার সহস্রফণার এক ফণার উপর বিরাজমান রহিয়াছে। ফলতঃ অনন্ত তুল্য বলবানদেব বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে আর কেহই বিদ্যমান নাই। [illegible]দেবের গুণের পরিসীমা নাই; এই নিমিত্ত বিচক্ষণগণ উহাঁকে অনন্ত নামে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ৬৪। ৬৫।

কি অষ্টবসু, কি শঙ্কর ব্যতীত রুদ্রগণ, কি বলবান দ্বাদশ আদিত্য, কি অমরগণ-পরিবেষ্টিত দেবেন্দ্র, কেহই নৃপমণ্ডলশিরোবর্ত্তী, আপনাকে জয় করিতে সমর্থ হইবেন না। ৬৬॥

তখন নরপতি উগ্রসেন শ্রীকৃষ্ণের বচন শ্রবণে প্রফুল্ল বদনে যাদবগণের সহিত সেই মহেন্দ্রভবন বিনিন্দিত মণিপ্রভায় সমুদ্ভাসিত দ্বারকাভবনে প্রবেশ করিলেন। ৬৭।

প্রবেশমাত্র দেখিলেন, সহস্র সহস্র দ্বারপাল অস্ত্র ও দণ্ড হস্তে করিয়া দ্বারদেশ রক্ষা করিতেছে। ৬৮।

অভ্যন্তরে চ শিবিরং দ্বারেভ্যঃ ষড়্ভ্য এবচ।
মন্দিরাণাঞ্চ শতকৈ রত্নানাং পরিভূষিতং ॥ ৬৯ ॥
কোটিংমত্তগজেন্দ্রাণাং দদর্শ গজমন্দিরে।
চতুর্গুণং গজৌঘঞ্চ গজানাং ষড়্গুণং তথা ॥ ৭০ ॥
মহাবলঞ্চ তুরগং সূর্য্যাশ্বঞ্চ হসন্তি যে।
গজেন্দ্ররাজঃ সর্ব্বেষাং বাহনানা মধীশ্বরং ॥ ৭১ ॥
হসত্যৈরাবতং শশ্বন্মহেন্দ্রস্যচ নারদ।
অত্যুচ্চৈ রুচ্চৈঃ শ্রবসাং দদর্শ কোটিমীপ্সিতং ॥ ৭২ ॥
খরাণাং দশকোটিঞ্চ পাদাতং ষড়্গুণং ততঃ।
নির্ম্মাণং রত্ননির্ম্মাণবীথীস্তেজসোজ্জ্বলীঃ ॥ ৭৩ ॥
বেষ্টিতাঞ্চ মহাভীতৈঃ কিঙ্করৈঃ শেতকোটিভিঃ।
প্রবিবেশ সভাং রম্যাং শ্রুত্বা শঙ্খধ্বনিং শুভং
বাদ্যঞ্চ দুন্দুভীনাঞ্চ মুনীনাং বেদমন্ত্রকং ॥ ৭৪ ॥

ছয় দ্বারের পর অভ্যন্তরে শিবির বিরাজমান। ঐ শিবির রত্নসমলঙ্কৃত শত শত মন্দিরে পরিশোভিত। উহার কোন স্থানে কোটি সংখ্যক প্রমত্ত গজেন্দ্রের গজশালা, কোন স্থানে তাহার চতুর্গুণ সামান্য হস্তী, কোন স্থানে তাহার ছয় গুণ অশ্ব—এমন কি তাহারা বলবত্তায় সূর্য্যাশ্বকেও উপহাস করিতেছে। কোনস্থানে সমস্ত বাহনের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম এক গজরাজ বিরাজমান।—যে গজরাজ নিরন্তর ঐরাবতকে উপহাস করিতেছে। তৎপরে উচ্চতম কোটি সংখ্যক উচ্চৈঃশ্রবা। ৬৯। ৭০। ৭১। ৭২।

তাহার পর দশ কোটি গর্দ্দভ। তৎপরে তাহার ছয়গুণ পদাতি, তাহার পর রত্নরাজি-বিরাজিত বীথী সকল বিরাজমান। যাহার রত্নপ্রভায় পথ সকল সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। ৭৩॥

শতকোটি কিঙ্করগণ সশঙ্কমনে সভার চতুর্দ্দিক পরিবেষ্টন করিয়া সতত যে সভা রক্ষা করিতেছে, রাজা উগ্রসেন শুভসূচক শঙ্খনিস্বন, বাদ্যোদ্যম,

দৃষ্ট্বা নৃপং সমুত্তস্থৌ বেগেন সবলো হরিঃ।
ব্রহ্মা মহেশ্বরশ্চৈব শেষশ্চ দেবপুঙ্গবঃ ॥ ৭৫ ॥
সমুত্তস্থুঃ সুরাঃ সর্ব্বে মুনয়শ্চ মহাব্রতাঃ।
রাজেন্দ্রাশ্চাপি সিদ্ধেন্দ্রা বসুদেবপুরোগমাঃ ॥ ৭৬ ॥
রত্নসিংহাসনে রম্যে চোগ্রসেনো মহাবলঃ।
সমুবাসচ মাহেন্দ্রে মুনীনামাজ্ঞয়া হরেঃ।
দেবানাঞ্চ গুরূণাঞ্চ গর্গস্যাপি তথৈবচ ॥ ৭৭ ॥
সপ্ততীর্থোদকেনৈব পূর্ণকুম্ভেন নারদ।
চকার বেদমন্ত্রেশ্চ নৃপস্যাপ্যভিষেচনং ॥ ৭৮ ॥
তস্মৈ বস্ত্রযুগং দত্তং বহ্নিশুদ্ধং মনোহরং।
বরুণেন পুরাদত্তং কৃষ্ণেণ পরমাত্মনা ॥ ৭৯ ॥
মাল্যঞ্চ পারিজাতানাং চন্দনং রত্নভূষণং।
রত্নচ্ছত্রং দদৌ তস্মৈ বলদেবো মহাবলঃ ॥ ৮০ ॥

দুন্দুভিধ্বনি ও মুনিগণের মুখবিনির্গত বেদপাঠ শ্রবণ করিতে করিতে সেই রমণীয় সভামধ্যে প্রবেশ করিলেন। ৭৪।

তাঁহাকে সমাগত সন্দর্শন করিয়া বলদেব, শ্রীকৃষ্ণ, ব্রহ্মা, মহেশ্বর ও দেবশ্রেষ্ঠ অনন্তদেব শশব্যস্ত হইয়া গাত্রোত্থান করিলেন। ৭৫ ॥

সেই সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য দেবগণ, মহাব্রত মুনিগণ, রাজেন্দ্রগণ ও বসুদেব প্রভৃতি সিদ্ধেন্দ্রগণ স্ব স্ব আসন হইতে দণ্ডায়মান হইলেন। ৭৬ ॥

তৎপরে ভগবান্ শ্রীহরি, মুনিগণ, দেবগণ, গুরুগণ, ও কুলপুরোহিতগণ আসন পরিগ্রহে অনুমতি প্রদান করিলে, রাজা উগ্রসেন রত্নময় সিংহাসনে আসীন হইলেন। ৭৭ ॥

বৎস নারদ! তৎপরে সকলে সমবেত হইয়া পূর্ণ কুম্ভে করিয়া সপ্ত তীর্থের উদকে বেদমন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক উগ্রসেনের অভিষেক কার্য্য সম্পন্ন করিলেন। ৭৮ ॥

অভিষেক সমাপনের পর, পূর্ব্বে বরুণদেব শ্রীকৃষ্ণকে যে সূর্য্যসমুজ্জ্বল

ব্রহ্মা কমণ্ডলুঞ্চৈব শূলঞ্চাপি মহেশ্বরঃ।
পার্ব্বতী রত্নমালাঞ্চ হারঞ্চ মালতী সতী ॥ ৮১ ॥
অন্যে দেবাশ্চ মুনয়ো রাজেন্দ্রাঃ সিদ্ধপুঙ্গবাঃ।
যৌতুকঞ্চ দদুস্তস্মৈ ক্রমেণচ পৃথক্ পৃথক্ ॥ ৮২ ॥
বসুদেবো দদৌ তস্মৈ শুভদং শ্বেতচামরং।
পবনেন পুরা দত্তং কৃষ্ণায় পরমাত্মনে ॥ ৮৩ ॥
নন্দো দদৌচ সুরভীং কামধেনুঞ্চ পূজিতাং।
যশোদা দৈবকী তস্মৈ রত্নশ্রেষ্ঠং দদৌ মুনে ॥ ৮৪ ॥
সপ্তভিঃ কিঙ্করৈশ্চাপি সেবিতঃ শ্বেতচামরৈঃ।
দধার ছত্রমক্রূরো ভক্ত্যাচৈবাজ্ঞয়া হরেঃ ॥ ৮৫ ॥
রত্নসিংহাসনে রম্যে দদর্শ রত্নদর্পণং।
অতীব পুণ্যরাজ্যঞ্চ হরিণাচ পুরস্কৃতং।
চক্রুঃ স্তুতিং তং ভট্টাশ্চ ভিক্ষুকা ব্রাহ্মণা স্তথা ॥ ৮৬ ॥

মনোহর বস্ত্রযুগল সমর্পণ করিয়াছিলেন, পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ উগ্রসেনকে সেই বসন যুগল প্রদান করিলেন। তৎপরে মহাবল বলদেব কর্ত্তৃক পারিজাত পুষ্পের মালা, চন্দন, অলঙ্কার ও রত্নখচিত উৎকৃষ্ট শ্বেতচ্ছত্র প্রদত্ত হইল। ৭৯। ৮০ ॥

ব্রহ্মা কমণ্ডলু, মহেশ্বর শূল, পার্ব্বতী রত্নমালা, ললিতা হার এবং অন্যান্য দেবগণ, মুনিগণ, রাজেন্দ্রগণ, ও সিদ্ধেন্দ্রগণ তাঁহাকে যথাক্রমে পৃথক্ পৃথক্ যৌতুক প্রদান করিলেন। ৮১। ৮২ ॥

বাসুদেব, পূর্ব্বে পবনদেব পরমাত্মরূপী কৃষ্ণকে যে শুভ ফলপ্রদ শ্বেত চামর প্রদান করিয়াছিলেন, সেই শ্বেতচামর তাঁহাকে সমর্পন করিলেন। ৮৩ ।

গোপরাজ নন্দ সুরভী কামধেনু, এবং যশোদা ও দৈবকী শ্রেষ্ঠতম রত্ন প্রদান করিলেন। সাতজন কিঙ্করে শ্বেত চামর বীজন করিতে লাগিল। অক্রূর শ্রীহরির অনুমতি অনুসারে ভক্তিভাবে ছত্র ধারণ করিলেন। তখন

সংপূজ্য ব্রাহ্মণাংশ্চৈব ভট্টং ভিক্ষুং দ্বিজং গুরুং।
স্বালয়ঞ্চ যযুঃ সর্ব্বে যাদবাশ্চ মুদান্বিতাঃ ॥ ৮৭ ॥
যে যে হরেঃ পার্ষদাশ্চ তে সর্ব্বে স্বালয়ং যযুঃ।
প্রভাতে আযযুঃ সর্ব্বে সুধর্ম্মাঞ্চ শুভাং হরেঃ।
নমস্কৃত্য নৃপেন্দ্রঞ্চ দধুঃ সর্ব্বেচ সংসদি ॥ ৮৮ ॥

ইতি শ্রী ব্রহ্মবৈবর্তে মহাপুরাণে শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে দ্বারকা প্রবেশে চতুরধিক শততমোঽধ্যায়ঃ।

রাজা উগ্রসেন রমণীয় রাজসিংহাসনে উপবেশন করিয়া রত্নময় দর্পণে মুখাবলোকন এবং শ্রীকৃষ্ণপ্রদত্ত অতীব পবিত্র রাজ্য পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। ভট্টগণ; ভিক্ষুকগণ এবং ব্রাহ্মণগণ স্তব পাঠে প্রবৃত্ত হইলেন। ৮৪। ৮৫ ৮৬॥

অনন্তর যাদবগণ ব্রাহ্মণদিগকে, ভট্টদিগকে, ভিক্ষুকদিগকে ও গুরুদেবকে প্রণাম করিয়া পরমানন্দে স্ব স্ব আলয়ে প্রতিগমন করিলেন। শ্রীহরির পারিষদগণও স্ব স্ব আবাসে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। তৎপরে পরদিন প্রভাতে পুনরায় শ্রীকৃষ্ণের সেই সুধর্ম্মা সভায় আগমনপূর্ব্বক সকলে নৃপবর উগ্রসেনকে নমস্কার করিয়া যথাস্থানে স্ব স্ব আসনে উপবেশন করিলেন। ৮৭। ৮৮॥

ইতি শ্রী ব্রহ্মবৈবর্ত্ত মহাপুরাণে শ্রীকৃষ্ণ জন্মখণ্ডে দ্বারকা প্রবেশে চতুরধিকশততম অধ্যায় সম্পূর্ণ।

পঞ্চাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥

শ্রীনারায়ণ উবাচ।

অথ বৈদর্ভরাজেন্দ্রো মহাবলপরাক্রমঃ।
বিদর্ভদেশে পুণ্যাত্মা সত্যশীলশ্চ ভীষ্মকঃ ॥ ১ ॥
রাজা নারায়ণাংশশ্চ দাতাচ সর্ব্বসম্পদাং।
ধর্ম্মিষ্ঠশ্চ গরিষ্ঠশ্চ বরিষ্ঠশ্চাপি ভূভৃতাং ॥ ২ ॥
তস্য কন্যা মহালক্ষ্মী রুক্মিনী যোষিতাং বরা।
অতীব সুন্দরী রম্যা রামা রামাসু পূজিতা ॥ ৩ ॥
নবযৌবনসম্পন্না রত্নাভরণভূষিতা।
তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভা তেজসা জ্বলিতা সতী ॥ ৪ ॥
শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপা সা সত্যশীলা পতিব্রতা।
শান্তা দান্তা নিতান্তা চাপ্যনন্যগুণশালিনী ॥ ৫ ॥

নারায়ণ কহিলেন, দেবঋষে! ঐ সময় মহাবল পরাক্রম সত্যনিষ্ঠ পুণ্যাত্মা ভীষ্মক বিদর্ভ দেশের রাজসিংহাসনে আসীন ছিলেন। ১ ॥

নারায়ণের অংশসম্ভূত রাজা ভীষ্মক যেমন ধাম্মিক, গুণবান ও রাজন্য-গণের অগ্রবর্ত্তী ছিলেন, তদ্রূপ যাচকদিগকে অভিমত সম্পদ প্রদানও করিতেন। ২

যোষাকুলরত্ন পরম রূপবতী মহালক্ষ্মী রুক্মিণী তাঁহার কন্যা। রুক্মিণী দেখিতে এরূপ মধুরমূর্ত্তি যে, রমণীকুলমধ্যে তাঁহার আর গৌরবের পরিসীমা ছিল না। ৩ ॥

একে শরীরে নবযৌবনের আবির্ভাব; তাহাতে আবার নানাবিধ রত্না-ভরণে বিভূষিত, বর্ণ তপ্তকাঞ্চনের ন্যায়, শরীরপ্রভা যেন জ্বলিতেছে। তাঁহার স্বভাব অতি শুদ্ধসত্ত্ব; তিনি সত্যবাদিনী, পতিব্রতা, শান্তা ও দান্তা। এমন কি তাঁহার তুল্য গুনশালিনী রমণী আর দ্বিতীয়া ছিল না। ৪। ৫ ॥

ইন্দ্রাণী বরুণানী চ চন্দ্রনারী চ রোহিণী।
কুবেরপত্নী সূর্য্যস্ত্রী স্বাহা শান্তীরতিঃ কলা॥ ৬॥
অন্যাচ রমণী যাচ শ্রেষ্ঠা চ সুমনোহরা।
রুক্মিণীভীষ্মকন্যায়াঃ কলাং নার্হতি ষোড়শীং॥ ৭॥
তাং দৃষ্টা রাজর জেন্দ্রো বালক্রীড়াবতীং পরাং।
বালাং সুশোভাং ভাসন্তীং যথাভ্রেষু বিধোঃ কলাং॥৮॥
শরৎপূর্ণেন্দুশোভাঢ্যাং শরৎকমললোচনাং।
বিবাহযোগ্যাং যুবতীং লজ্জানম্রাননাং শুভাং॥ ৯॥
সহসা চিন্তিতো ধর্ম্মী ধর্ম্মশীলশ্চ সুব্রতঃ।
সুতাং পপ্রচ্ছ পুত্রাংশ্চ ব্রাহ্মণাংশ্চ পুরোহিতং॥ ১০॥

ভীষ্মক উবাচ।

কংবৃণোমি সুতার্থঞ্চ বরার্হপ্রবরং বরং।
মুনিপুত্রং দেবপুত্রং রাজেন্দ্রসুতমীপ্সিতং॥ ১১॥
বিবাহযোগ্যা কন্যা মে বর্দ্ধমানা মনোহরা।
শীঘ্রং পশ্য বরং যোগ্যং নবযৌবনসংযুতং॥ ১২॥

কি ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী, কি বরুণানী, কি চন্দ্রের রোহিণী, কি কুবেরের পত্নী, কি সূর্য্যপত্নী, কি স্বাহা, কি শান্তি, কি রতি, কি কলা, কি অন্যান্য রমণী, যে কেহ হউন না কেন, কেহই ভীষ্মককন্যা রুক্মিণীর ষোড়শাংশেরও একাংশ হইবার যোগ্য নহেন। ৬। ৭॥

রাজচক্রবর্ত্তী ধর্ম্মিকবর ব্রতপরায়ণ ভীষ্মক বাল্যক্রীড়ায় অনুরক্ত শরৎপঙ্ক-জনেত্রা দুহিতাকে মেঘনির্ম্মুক্ত শারদীয় পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় শোভাসম্পন্ন এবং যৌবনসীমায় সমুত্তীর্ণ, লজ্জানম্রমুখী ও বিবাহযোগ্যা সন্দর্শন করিয়া সহসা চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন। তৎপরে মন্ত্রিগণ, পুত্রগণ, ব্রাহ্মণগণ ও পুরোহিতকে সমীপে আহ্বান করিয়া কহিলেন। ৮। ৯। ১০॥

বল দেখি কন্যা প্রদানের নিমিত্ত উৎকৃষ্ট ও উপযুক্ত মুনিপুত্র, দেবপুত্র, বা

ধর্ম্মশীলং সত্যসন্ধং নারায়ণপরায়ণং।
বেদবেদাঙ্গবিজ্ঞঞ্চ পণ্ডিতং সুন্দরং শুভং ॥ ১৩ ॥
শান্তং দান্তং ক্ষমাশীলং গুণিনং চিরজীবিনং।
মহাকুলপ্রসূতঞ্চ সর্ব্বত্রৈব প্রতিষ্ঠিতং ॥ ১৪ ॥
করোমি রাজপুত্রঞ্চেদ্রণশাস্ত্রবিশারদং।
মহারথং প্রতাপাহ্ং রণমূর্দ্ধ্নি চ সুস্থিরং ॥ ১৫ ॥
করোমি দেবপুত্রঞ্চেদ্দেবং গুণযুতং তথা।
করোমি মুনিপুত্রঞ্চে চ্চতুর্ব্বেদবিশারদং ॥
বাবদূকং বিচারদক্ষং সিদ্ধান্তেষু নিতান্তকে। ১৬ ॥
নৃপেন্দ্রবচনং শ্রুত্বা তমুবাচ মুনেঃ সুতঃ।
গৌতমস্য শতানন্দো বেদবেদাঙ্গপারগঃ। ১৭ ॥
আপ্তঃ প্রতপ্তা বিজ্ঞশ্চ ধর্ম্মী কুলপুরোহিতঃ।
পৃথিব্যাং সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞো নিশ্চিতঃ সর্ব্বকর্ম্মসু ॥ ১৮ ॥

রাজপুত্র, কাহাকে বরণ করি? কন্যাটি আমার দিন দিন পরিবর্দ্ধমান ও বিবাহযোগ্যা হইয়া উঠিয়াছে, অতএব শীঘ্র নবযৌবনসম্পন্ন ধর্ম্মশীল, সত্যনিষ্ঠ, নারায়ণপরায়ণ, বেদবেদাঙ্গপারদর্শী, সুপণ্ডিত, সুশ্রী, শান্ত, দান্ত, ক্ষমাবান্, গুণবান্, দীর্ঘজীবী, কুলীন ও সর্ব্বত্র সুপ্রতিষ্ঠিত এক যোগ্য পাত্র অনুসন্ধান কর। ১১। ১২। ১৩। ১৪ ॥

কিন্তু ব্রাহ্মণ না হইয়া যদি রাজপুত্র হন, তাহা হইলে ধনুর্ব্বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী রণদক্ষ, মহারথ প্রতাপবান্ ও সমরাঙ্গনে অবস্থানপটু হওয়া আবশ্যক। যদি দেবপুত্র হন, তাহা হইলে দেবোচিত গুণগ্রামে বিভূষিত হওয়ার আবশ্যক; আর যদি মুনিপুত্র হন, তাহা হইলে চারি বেদে পারদর্শী, বাবদূক, বিচারজ্ঞ ও সিদ্ধান্তকুশল হওয়া আবশ্যক। ১৫। ১৬ ॥

তখন বেদবেদাঙ্গপারদর্শী পরমাত্মীয় তপঃপরায়ণ বিজ্ঞ ও ধার্ম্মিকবর গৌতমপুত্র কুলপুরোহিত শতানন্দ, ভীষ্মককে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, রাজেন্দ্র! পৃথিবীর যাবতীয় তত্ত্ব, তোমার অগোচর নাই। বিশেষতঃ তুমি

শতানন্দ উবাচ।

রাজেন্দ্র ত্বঞ্চ ধর্ম্মজ্ঞো সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদঃ।
পূর্ব্বাখ্যানঞ্চ বেদোক্তং কথয়ামি নিশাময় ॥ ১৯ ॥
ভুবোভারাবতরণে স্বয়ং নারায়ণো ভুবি।
বসুদেবসুতঃ শ্রীমান্ পরিপূর্ণতমঃ প্রভুঃ ॥ ২০ ॥
বিধাতুশ্চ বিধাতা চ ব্রহ্মেশশেষবন্দিতঃ।
জ্যোতিস্বরূপঃ পরমো ভক্তানুগ্রহবিগ্রহঃ ॥ ২১ ॥
পরমাত্মা চ সর্ব্বেষাং প্রাণিনাং প্রকৃতেঃ পরঃ।
নির্লিপ্তশ্চ নিরীহশ্চ সাক্ষীচ সর্ব্বকর্ম্মণাং ॥ ২২ ॥
রাজেন্দ্র তস্মৈ কন্যাঞ্চ পরিপূর্ণতমায় চ।
দত্বা যাস্যসি গোলোকং পিতৃভিঃ শতকৈঃ সহ ॥ ২৩ ॥
লভ সারূপ্য মুক্তিঞ্চ কন্যাং দত্বা পরত্র চ।
ইহৈব সর্ব্বপূজ্যশ্চ ভব বিশ্বগুরোগুরুঃ ॥ ২৪ ॥

সকল কার্য্যেই দক্ষ, ধার্ম্মিক ও সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ; অতএব পূর্ব্বতন এক বৈদিক কথা কীর্ত্তন করি শ্রবণ কর। ১৭। ১৮। ১৯ ॥

পূর্ণতম প্রভু ভগবান্, ভূভার হরণের নিমিত্ত স্বয়ং বসুদেব-পুত্ররূপে ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়াছেন। ২০ ॥

তিনি বিধাতারও বিধাতা। ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বরাদি সকলে তাঁহাকে বন্দনা করেন। তিনি স্বয়ং জ্যোতির্ম্ময়; কিন্তু কেবল ভক্তদিগের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবার নিমিত্তই শরীর ধারণ করিয়াছেন। তিনি সমস্ত জীবের আত্মা ও প্রকৃতির অতীত পদার্থ, তিনি কিছুতেই লিপ্ত নহেন। তাঁহার কোন প্রকার চেষ্টা নাই, অথচ তিনি জগতের সমুদায় কার্য্যের সাক্ষী। ২১। ২২ ॥

অতএব হে রাজেন্দ্র! যদি তুমি সেই পূর্ণতম প্রভু, বসুদেবতনয়কে কন্যা প্রদান কর, তাহা হইলে পূর্ব্বতন শত শত পিতৃপুরুষের সহিত অনায়াসে গোলোকে গমন করিতে পারিবে। ২৩ ॥

আমার মতে তুমি তাঁহাকে কন্যা দান করিয়া পরলোকে মুক্তি ও সারূপ্য

সর্ব্বস্বং দক্ষিণাং দত্বা মহালক্ষ্মীঞ্চ রুক্মিণীং।
সমর্পণং কুরু বিভো কুরুস্ব জন্মখণ্ডনং ॥ ২৫ ॥
বিধাত্রা লিখিতো রাজন্ সম্বন্ধঃ সর্ব্বসম্মতঃ।
দ্বারকানগরে কৃষ্ণং শীঘ্রং প্রস্থাপয় দ্বিজং ॥ ২৬ ॥
কৃত্বা শুভক্ষণং পূর্ণং সর্ব্বেষামপি সম্মতং।
আনীয় পরমাত্মানং ভক্তানুগ্রহবিগ্রহং ॥ ২৭ ॥
ধ্যানানুরোধহেতোশ্চ নিত্যং দেহ মনুত্তমং।
দৃষ্টিমাত্রাং কুরু নৃপ কুরুস্ব জন্মখণ্ডনং ॥ ২৮ ॥
যং ন জানন্তি চত্বারো বেদাঃ সন্তশ্চ দেবতাঃ।
সিদ্ধেন্দ্রাশ্চ মুনীন্দ্রাশ্চ দেবা ব্রহ্মাদয়স্তথা।
ধ্যায়ন্তে ধ্যানপূতাশ্চ যোগিনো ন বিদন্তি যং ॥ ২৯ ॥

লাভ কর এবং ইহলোকে সকলের পূজ্য ও বিশ্বগুরুরও গুরু বলিয়া সম্মানিত হও। ২৪ ॥

তুমি মহালক্ষ্মী রুক্মিণীকে শ্রীকৃষ্ণহস্তে সমর্পণপূর্ব্বক যথাসর্ব্বস্ব দক্ষিণা দান করিয়া জন্মভয় খণ্ডন কর। এ সম্বন্ধ সর্ব্ববাদিসম্মত, বিশেষতঃ বিধি-লিপি; অতএব শীঘ্র শুভক্ষণ নির্ব্বাচনপূর্ব্বক দ্বারকা নগরে কৃষ্ণের নিকট জনৈক ব্রাহ্মণ প্রেরিত হউক। শুভক্ষণ নির্ব্বাচনপূর্ব্বক সেই সর্ব্বলোক পূজিত পরমাত্মরূপী শ্রীকৃষ্ণকে আনয়ন কর। তিনি ভক্তজনের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবার নিমিত্তই শরীর ধারণ করিয়াছেন; নতুবা তিনি নিত্যবস্তু, কিন্তু তাঁহার অনুত্তমরূপ ধারণ কেবল ভক্তজনের চিন্তার সুগমের নিমিত্ত। অতএব রাজন্! তুমি তাঁহাকে আনয়নপূর্ব্বক দর্শন করিয়া জন্মসার্থক কর। তাঁহাকে দর্শন করিলে আর তোমার ভবভয় থাকিবে না। ২৫। ২৬। ২৭। ২৮ ॥

কি চারি বেদ, কি সাধুগণ, কি দেবগণ, কি সিদ্ধেন্দ্রগণ, কি মুনীন্দ্রগণ, কি ব্রহ্মাদি দেবগণ, কেহই তাঁহার যথার্থ তত্ত্ব অবগত নহেন। যোগিগণ একাগ্রচিত্তে তাঁহার ধ্যান করিয়া থাকেন বটে, কিন্তু কিছুতেই তাঁহার স্বরূপ অব-ধারণে সমর্থ নহেন। ২৯ ॥

সরস্বতী জড়ীভূতা বেদাঃ শাস্ত্রাণি যানিচ।
সহস্রবক্তুঃ শেষশ্চ পঞ্চবক্তুঃ স্বয়ং শিবঃ॥ ৩০॥
চতুর্মুখো জগদ্ধাতা কুমারঃ কার্ত্তিকস্তথা।
ঋষয়ো মুনয়শ্চৈব ভক্তাঃ পরমবৈষ্ণবাঃ॥ ৩১॥
অক্ষমাঃ স্তবনে যস্য ধ্যানাসাধ্যশ্চ যোগিনাং।
বালকোঽহং মহারাজ তদ্গুণং কথয়ামি কিং॥ ৩২॥
শতানন্দবচঃ শ্রুত্বা প্রফুল্লবদনো নৃপঃ।
আলিঙ্গনং দদৌ তস্মৈ সমুত্থায় যবেনচ॥ ৩৩॥
নানারত্নং সুবর্ণঞ্চ বস্ত্রঞ্চ রত্নভূষিতং।
দদৌ তস্মৈ প্রদানঞ্চ প্রসাদসুমুখো নৃপঃ॥ ৩৪॥
গজেন্দ্রতুরগশ্রেষ্ঠং রথঞ্চ মণিনির্ম্মিতং।
রত্নসিংহাসনং রম্যং ধনঞ্চ বিপুলং তথা॥ ৩৫॥
ভূমিঞ্চ সর্ব্বসশ্যাঢ্যাং শশ্বদ্বৃত্তিকরীং শুভাং।
অকৃষ্টসাধ্যাং পূজ্যাঞ্চ গ্রামং সর্ব্বপ্রশংশিতং॥ ৩৬॥

তাঁহার স্তবে প্রবৃত্ত হইলে সরস্বতীর বাণী জড়ীভূত হইয়া যায়। চারি বেদ ও অন্যান্য শাস্ত্রসকল সমাকুল হইয়া উঠে, সহস্রশীর্ষ অনন্তদেব, পঞ্চানন শিব, চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা, কুমার কার্ত্তিক, এবং ঋষিগণ, মুনিগণ, ভক্তগণ, ও পরম বৈষ্ণবগণ তাঁহার স্তুতিবাদে অক্ষম হইয়া পড়েন। এমন কি তিনি যোগিগণের ধ্যানেরও আয়ত্তীভূত নহেন। মহারাজ! আমি বালক, আমি কিরূপে তাঁহার গুণ বর্ণনে সমর্থ হইব? ৩০। ৩১। ৩২॥

রাজা ভীষ্মক শতানন্দের বচন শ্রবণ করিয়া আনন্দে পরিপূর্ণ হইলেন, এবং সিংহাসন হইতে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক বেগে গমন করিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। তৎপরে নানাবিধ রত্ন, সুবর্ণ, বস্ত্র ও অলঙ্কারাদি উপহার প্রদান করিলেন। মদমত্ত কুঞ্জর, উৎকৃষ্ট অশ্ব, রত্ননির্ম্মিত রথ, রমণীয় সিংহাসন, প্রচুর অর্থ, বিনাকর্ষণে প্রচুরপরিমাণে শস্য উৎপন্ন হয় এরূপ জীবনোপায় শস্যবহুল ক্ষেত্র এবং সর্ব্বোৎকৃষ্ট গ্রাম তাঁহাকে প্রদত্ত হইল। ৩৩। ৩৪। ৩৫। ৩৬॥

এতস্মিন্নন্তরে রুক্মী চুকোপ নৃপনন্দনঃ।
কম্পিতো ঘর্ম্মযুক্তশ্চ রক্তাস্যো রক্তলোচনঃ॥ ৩৭॥
উবাচ পিতরং বিপ্রং সভায়া মস্থির স্তথা।
উত্থায় তিষ্ঠন্ পুরতঃ সর্ব্বেষাঞ্চ সভাসদাং॥ ৩৮॥

রুক্মিরুবাচ।

শৃণু রাজেন্দ্র বচনং হিতং তথ্যং প্রশংসিতং।
ত্যজ বাক্যং ভিক্ষুকানাং বিপ্রাণাং লোভিনামহো॥ ৩৯॥
নর্ত্তকানাঞ্চ বেশ্যানাং ভট্টানামর্থিনামপি।
নাঞ্চ ভিক্ষূণামসত্যং বচনং সদা॥ ৪০॥
ঘটকানাং নাটকানাং স্ত্রীলুব্ধানাঞ্চ কামিনাং।
দরিদ্রানাঞ্চ মূর্খাণাং স্তুতিপূর্ব্বং বচঃ সদা॥ ৪১॥
নিহত্য কালযবনং রাজেন্দ্রং পরতো ধিয়া।
উপায়েন মহারাজ লব্ধং কৃষ্ণেণ তদ্ধনং॥ ৪২॥

ঐ সময় পিতার কার্য্য দর্শনে নৃপনন্দন রুক্মি অতীব কুপিত হইয়া উঠিলেন। এমন কি রোষে তাঁহার সর্ব্বশরীর কাঁপিতে লাগিল, বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম বিনির্গত হইল, মুখ ও নেত্র রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল, নৃপকুমার একান্ত অস্থির হইয়া উঠিলেন। তখন তিনি সেই সভাসদ্‌গণের সম্মখে দণ্ডায়মান হইয়া বিপ্রবর শতানন্দকে লক্ষ্য করত পিতা ভীষ্মককে কহিলেন।৩৭।৩৮॥

মহারাজ! লোভস্বভাব ভিক্ষুক ব্রাহ্মণের কথা পরিত্যাগ করুন। সম্প্রতি আমি যে সর্ব্বলোক-প্রশংসনীয় হিতকর যথার্থ কথা কহিতেছি তাহাতে কর্ণপাত করুন।৩৯॥

নর্ত্তক, বেশ্যা, ভাট, যাচক, কায়স্থ, ভিক্ষুক, ঘটক, নট, পরস্ত্রীলোলুপ কামুক, দরিদ্র ও মূর্খ, ইহারা স্তুতিবাদ ভিন্ন কথা কহে না। সুতরাং ইহাদিগের বচন অশ্রদ্ধেয় ও অযথার্থ।৪০।৪১॥

মহারাজ! কৃষ্ণ বুদ্ধিকৌশলে অন্য দ্বারা রাজেন্দ্র কাল যবনকে নিহত

দ্বারকায়াং ধনী কৃষ্ণো যবনস্য ধনে নচ।
জরাসন্ধভয়েনৈব সমুদ্রাভ্যন্তরে গৃহী॥ ৪৩॥
জরাসন্ধগতশ্চৈব রক্ষণে নাবলীলয়া।
ক্ষমোঽহংহন্তুমেকাকী রাজ্ঞশ্চানস্য কা কথা॥ ৪৪॥
দুর্ব্বাসসশ্চ শিষ্যোঽহং রণশাস্ত্রবিশারদঃ।
ধ্রুবং শাশুপতেনৈব বিশ্বং সহর্ত্তুমীশ্বরঃ॥ ৪৫॥
মৎসমঃ পরশুরামশ্চ শিশুপালশ্চ মৎসমঃ।
সখাচ বলবান্ শূরঃ স্বর্গং জেতুং সচ ক্ষমঃ।
মহেন্দ্রং সগণং জেতু মহমীহঃ ক্ষণেনচ॥ ৪৬॥
জিত্বা যুদ্ধে জরাসন্ধং দুর্ব্বলং যোষিতং নৃপ।
অহঙ্কারযুতঃ কৃষ্ণো বীরত্বং মন্যতে ধিয়া॥ ৪৭।

করিয়া তাহার সমস্ত ধন হস্তগত করিয়াছে। নতুবা তাহার আবার ঐশ্বর্য্য কোথায়? কাল যবনের ঐশ্বর্য্য লইয়াই ত তাহার দ্বারকার সম্পদ বিস্তার। সে জরাসন্ধের ভয়ে পলায়ন করিয়া সমুদ্র মধ্যে গিয়া বাস করিয়াছে। সামান্য জরাসন্ধ তাহাকে আক্রমণ করিয়াছিল, তাই সে রক্ষা করিতে পারে নাই। অন্যান্য নরপতিগণের কথা দূরে থাক্, আমি একাকীই তাহাকে বিনাশ করিতে পারি। ৪২। ৪৩ ৪৪॥

আমি একজন রণশাস্ত্রবিশারদ ও দুর্ব্বাসার শিষ্য। আমি মনে করিলে পাশুপত অস্ত্রবলে বিশ্বসংসার সংহার করিতে পারি। ৪৫॥

বরং পরশুরাম ও শিশুপাল ইহারা আমার সমকক্ষ লোক। শিশুপাল আমার একজন পরম বন্ধু এবং বীর বলিয়া গণ্য। শিশুপাল মনে করিলে স্বর্গ পর্য্যন্ত পরাজয় করিতে পারে; আমিও মনে করিলে অল্পকালের মধ্যে দেবেন্দ্রকে সগণে সংহার করিতে পারি। ৪৬॥

কৃষ্ণ সমরে দুর্ব্বল স্ত্রীজনপ্রায় জরাসন্ধকে পরাজিত করিয়া অহঙ্কারে স্ফীত হইয়া উঠিয়াছে এবং মনে মনে আপনাকে বীর বলিয়া বোধ করিতেছে। ৪৭॥

যদ্যায়াস্যন্তি মদ্গৃহং বিবাহং কর্ত্তুমীপ্সিতং।
ধ্রুবং প্রস্থাপয়িষ্যামি ক্ষণেন যমমন্দিরং ॥ ৪৮ ॥
অহো নন্দস্য বৈশ্যস্য তস্মৈ গোরক্ষকায়চ।
সাক্ষাজ্জারায় গোপীনাং গোপালোচ্ছিষ্টভোজিনে ॥ ৪৯ ॥
করোষি কন্যাং স্বীকারং দেবযোগ্যাঞ্চ রুক্মিণীং।
দাতুমিচ্ছামি রাজন্ ন ভিক্ষুকস্য দ্বিজস্যচ ॥ ৫০ ॥
ধনলুব্ধস্য ভ্রান্তস্য কৃচ্ছ্রাৎ প্রাপ্তধনস্যচ।
রাজেন্দ্র বুদ্ধিহীনোসি রচনাগণনস্যচ ॥ ৫১ ॥
মারাজপুত্রোমাশূরো মাকুলীনশ্চ মাশুচিঃ।
মাদাতা মাধনাঢ্যশ্চ মাযোগ্যো মাজিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ৫২ ॥
কন্যাং দেহি সুপাত্রায় শিশুপালায় ভূমিপ।
বলেন রুদ্রতুল্যায় রাজেন্দ্র তনয়ায় চ ॥ ৫৩ ॥
নিমন্ত্রণং কুরু নৃপ নানাদেশোদ্ভবান্ নৃপান্।
বান্ধবাংশ্চ মুনীন্দ্রাংশ্চ পত্র দ্বারা ত্বরান্বিতঃ ॥ ৫৪ ॥

যদি সে বিবাহবাসনায় আমার গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই বলিতেছি যে, তৎক্ষণাৎ তাহাকে শমনভবনে প্রেরণ করিব তাহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। ৪৮ ॥

কি আশ্চর্য্য! আপনি সেই দেবগণের উপযোগিণী রুক্মিণীকে গোপীগণের উপপতি গোপালগণের উচ্ছিষ্টভোজী, একটা বৈশ্যনন্দের গোরক্ষকের হস্তে সমর্পন করিতে উদ্যত হইয়াছেন? আপনি যেন একজন ধনলুব্ধ ভ্রান্তচিত্ত রচনাগণক ভিক্ষুক ব্রাহ্মণের কথায় বিশ্বাস করিয়া বুদ্ধিবিহীন হইয়া উঠিয়াছেন, তা বলিয়া আমি কি সে পাত্রে কন্যা সম্প্রদান করিতে দিব? ৪৯। ৫০। ৫১ ॥

সে কি রাজপুত্র? না বীর বলিয়া গণ্য? না কুলীন? না পবিত্রস্বভাব? না একজন দাতা? না ধনাঢ্য? না যোগ্যপাত্র? না জিতেন্দ্রিয়? বরং শিশুপাল একজন সুপাত্র, রাজকুমার ও বলে রুদ্রতুল্য বলবান, অতএব তাহাকে কন্যা প্রদান করুন। বরং অবিলম্বে পত্র প্রেরণ দ্বারা দিগ্দেশীয় নরপতিগণ, বান্ধবগণ ও মুনীন্দ্রগণকে নিমন্ত্রণ করুন। ৫২। ৫৩। ৫৪ ॥

অঙ্গং কলিঙ্গং মগধং সৌরাষ্ট্রং বদনং গুরুং।
রাঢ়ং বারেন্দ্রং বঙ্গঞ্চ গুর্জ্জরাটিং চ পেটরং ॥ ৫৫ ॥
মহারাষ্ট্রং বিরাটঞ্চ মঙ্গলঞ্চ সুবঙ্গকং।
ভল্লুকং ভল্লকং খর্ব্বং দুর্গং প্রস্থাপয় দ্বিজং ॥ ৫৬ ॥
ঘৃতকুল্যাসহস্রঞ্চ মধুকুল্যাসহস্রকং।
দধিকুল্যাসহস্রঞ্চ দুগ্ধকুল্যাসহস্রকং ॥ ৫৭ ॥
তৈলকুল্যাপঞ্চশতং গুড়কুল্যাদ্বিলক্ষকং।
শর্করাণাং রাশিশতং মিষ্টান্নানাঞ্চতুর্গুণং ॥ ৫৮ ॥
যবগোধূমচূর্ণানাং পিষ্টরাশিশতং ততঃ।
পৃথুকানাং রাশিলক্ষমন্নানাং তচ্চতুর্গুণং ॥ ৫৯ ॥
গবাং লক্ষং ছেদনঞ্চহরিণানাং দ্বিলক্ষকং।
চতুর্লক্ষং শশানাঞ্চকূর্ম্মাণাঞ্চ তথা কুরু ॥ ৬০ ॥
দশলক্ষং ছাগলানামবীনান্তচ্চতুর্গুণং।
পর্ব্বণি গ্রামদেব্যৈ চ বলিং দেহিচ ভক্তিতঃ ॥ ৬১ ॥

অঙ্গ, কলিঙ্গ, মগধ সৌরাষ্ট্র, বদন, গুরু, রাঢ়, বারেন্দ্র, বঙ্গ, গুজরাট, পেটর, বিরাট, মঙ্গল, সুবঙ্গ, ভল্লুক, ভল্লক, খর্ব্ব, দুর্গ প্রভৃতি স্থানে নিমন্ত্রণার্থ ব্রাহ্মণ প্রেরিত হউক। ৫৫। ৫৬।

এদিকে সহস্র ঘৃত হ্রদ, সহস্র মধুহ্রদ, সহস্র দধিহ্রদ, সহস্র দুগ্ধহ্রদ, পাঁচশত তৈল হ্রদ, দুই লক্ষ গুড়হ্রদ, একশত শর্কররাশি, তাহার চতুর্গুণ মিষ্টান্ন রাশি, যব ও গোধূমচূর্ণের একশত পিষ্টকরাশি, লক্ষ চিপিটকরাশি ও তাহার চারিগুণ অন্নরাশি প্রস্তুত করা হউক। ৫৭। ৫৮। ৫৯॥

একলক্ষ গোধনচ্ছেদন, দ্বিলক্ষ হরিণচ্ছেদন, চারিলক্ষ শশক, চারিলক্ষ কূর্ম্ম এবং দশলক্ষ ছাগ ও তাহার চারিগুণ মেষ পর্ব্বদিনে ভক্তিপূর্ব্বক গ্রাম্যদেবীর নিকট বলি প্রদান করা হউক। ৬০। ৬১॥

এতেষাং মাসপক্কঞ্চ ভোজনার্থঞ্চ কারয়।
পরিপূর্ণং ব্যঞ্জনানাং সামগ্রীং কুরু ভূমিপ ॥ ৬২ ॥
অথশ্রুত্বাচ তদ্বাক্যং রাজেন্দ্রঃ সপুরোহিতঃ।
চকারমন্ত্রণাং তূর্ণং নির্জ্জনে মন্ত্রিণা সহ ॥ ৬৩ ॥
দ্বিজং প্রস্থাপয়ামাস দ্বারকাং যোগ্যমীপ্সিতং।
কৃত্বাচ শুভলগ্নঞ্চ সর্ব্বেষামভিবাঞ্ছিতং ॥ ৬৪ ॥
রাজাসংভৃতসম্ভারোবভূব সত্বরং মুদা।
নিমন্ত্রণঞ্চ সর্ব্বত্র চকারচ সুতাজ্ঞয়া ॥ ৬৫ ॥
বিপ্রঃ সুধর্ম্মাং সংপ্রাপ্তোনৃপৈর্দ্দেবৈশ্চ বেষ্টিতাং।
প্রদদৌপত্রিকাং ভদ্রামুগ্রসেনায় ভূভৃতে ॥ ৬৬ ॥
প্রফুল্লবদনোরাজা শ্রুত্বা পত্রং সুমঙ্গলং।
সুবর্ণানাং সহস্রঞ্চব্রাহ্মণেভ্যো দদৌ মুদা ॥ ৬৭ ॥

মহারাজ! ঐ সকল পশুর মাংস পরিপক্ক এবং প্রচুরপরিমাণে ব্যঞ্জন সামগ্রীসকল প্রস্তুত করা হউক। ৬২ ॥

তখন নরপতি ভীষ্মক পুত্রের এইরূপ বচন শ্রবণ করিয়া পুরোহিত শতানন্দ ও মন্ত্রীকে সমভিব্যাহারে লইয়া সত্বর নির্জ্জনে গিয়া মন্ত্রণা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ৬৩ ॥

অনন্তর সকলের অভিমত শুভ লগ্ন নির্দ্দিষ্ট করিয়া বিশ্বস্ত ও উপযুক্ত এক ব্রাহ্মণকে দ্বারকায় প্রেরণ করিলেন। ৬৪ ॥

এদিকে নৃপকুমার রুক্মির অভিলাষানুসারে মহানন্দে দ্রব্যসামগ্রীসকল সম্ভৃত হইতে লাগিল। সর্ব্বত্র নিমন্ত্রণ আরম্ভ হইল ৬৫ ॥

ওদিকে দ্বিজবর সেই দেবগণ ও নরপতিগণ পরিবেষ্টিত সুধর্ম্মা সভায় সমুপস্থিত হইয়া ভূপাল উগ্রসেনের হস্তে সেই শুভ পত্রিকা প্রদান করিলেন। ৬৬ ॥

রাজা উগ্রসেন সেই শুভ পত্রার্থ অবগত হইয়া আনন্দে উচ্ছ্বসিত

দুন্দুভিং বাদয়ামাস দ্বারকায়াঞ্চ সর্ব্বতঃ।
দেবানন্যান্নৃপাংশ্চৈব জ্ঞাতিবর্গাংশ্চবান্ধবান্।
ভট্টাংশ্চভিক্ষুকাংশ্চৈবভোজয়ামাস সাদরং॥ ৬৮॥
শ্রীকৃষ্ণস্য সুবেশঞ্চ কারয়ামাস ভূপতিঃ।
অতীবরম্যমতুলং ত্রিষুলোকেষু দুর্লভং॥ ৬৯॥
যাত্রাঞ্চকারয়ামাস জগতাং প্রবরং বরং
বেদমন্ত্রেণ রম্যে ণমাহেন্দ্রে সুমনোহরে॥ ৭০॥
আদৌ ব্রহ্মা রথস্থশ্চ সাবিত্র্যা সহিতোযযৌ।
রথস্থশ্চমহাহৃষ্টোভবান্যাচ ভবঃ স্বয়ং॥ ৭১॥
শেষশ্চাপি দিনেশশ্চগণেশশ্চাপিকার্ত্তিকঃ।
মহেন্দ্রশ্চতথাচন্দ্রোবরুণঃ পবনস্তথা॥ ৭২॥
কুবেরশ্চ যমোঽগ্নিশ্চ ঈশানোপি যযৌ মুদা।
দেবানাঞ্চ ত্রিকোট্যশ্চ মুনীনাং ষষ্ঠিকোটয়ঃ॥ ৭৩॥

হইয়া উঠিলেন এবং তৎক্ষণাৎ সেই ব্রাহ্মণকে সহস্র দীনার পারিতোষিক প্রদান করিলেন। ৬৭॥

দ্বারকার চতুর্দ্দিকে দুন্দুভিধ্বনি হইতে লাগিল। দেবগণ, নৃপগণ, জ্ঞাতিগণ, ভট্টগণ, ও ভিক্ষুকগণকে পরম সমাদরে নানাবিধ দ্রব্যের দ্বারা ভোজন করাইতে লাগিলেন। ৬৮॥

এদিকে নরপতির আদেশানুসারে শ্রীকৃষ্ণ ত্রিলোক দুর্লভ অনুপম বেশভূষায় সুসজ্জিত হইতে লাগিলেন। ৬৯॥

পরে মনোহর বেদ মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক মাহেন্দ্র ক্ষণে সেই জগৎপ্রবর বরকে যাত্রা করাইলেন। ৭০॥

প্রথমতঃ সাবিত্রীর সহিত ব্রহ্মা, তৎপরে ভবানী সহিত হৃষ্টান্তঃকরণ ভব, তৎপরে অনন্তদেব, সূর্য্য, গণেশ, কার্ত্তিকেয়, মহেন্দ্র, চন্দ্র, বরুণ, পবন, কুবের, যম, হুতাশন ও ঈশান প্রভৃতি তিনকোটি দেবতা, ষাটকোটি মুনি

রাজেন্দ্রানাং ত্রিলক্ষঞ্চ শ্বেতচ্ছত্রসমন্বিতং।
মহোগ্রসেনোরাজেন্দ্রোনক্ষত্রেষু যথাশশী।
যযৌ প্রসন্নবদনঃ কুণ্ডিনাভিমুখোবলী ॥ ৭৪ ॥
রত্ননির্ম্মাণযানেন বলদেবোমহাবলঃ।
বসুদেবশ্চোদ্ধবশ্চ নন্দোঽক্রূরশ্চসাত্যকিঃ ॥ ৭৫ ॥
গোপালাযাদবেন্দ্রাশ্চ চন্দ্রবংশাশ্চ তে যযুঃ।
ধৃতরাষ্ট্রসুতাঃ সর্ব্বেদুর্য্যোধনপুরোগমাঃ ॥ ৭৬ ॥
যুধিষ্ঠিরস্তথাভীমঃ ফাল্গুণোনকুলস্তথা।
সহদেবশ্চ যানৈশ্চপ্রযযুঃ পঞ্চপাণ্ডবাঃ ॥ ৭৭ ॥
ভীষ্মোদ্রোণোঽপিকর্ণশ্চাপ্যশ্বত্থামা মহাবলঃ।
কৃপাচার্য্যশ্চশকুনিঃ শল্যশ্চপ্রযযৌ মুদা ॥ ৭৮ ॥
ভট্টানাঞ্চত্রিকোট্যশ্চবিপ্রাণাং শতকোটয়ঃ।
সন্যাসিনাং সহস্রঞ্চ যতীনাং ব্রহ্মচারিণাং ॥ ৭৯ ॥

এবং শ্বেতচ্ছত্রধারী তিনলক্ষ ভূপাল, মহানন্দে রথারোহণে গমন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে নরপতি উগ্রসেন নক্ষত্র মধ্যবর্ত্তী চন্দ্রমার ন্যায় সহাস্যবদনে কুণ্ডিনাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। ৭১। ৭২। ৭৩। ৭৪ ॥

তৎপরে মহাবল পরাক্রান্ত বলদেব; বসুদেব, উদ্ধব, অক্রূর, সাত্যকি, এবং গোপালগণ, যাদবগণ ও অন্যান্য চন্দ্রবংশীয় নরপালগণ রত্নময় যানে আরোহণ করিয়া গমন করিতে লাগিলেন। ৭৫। ৭৬ ॥

দুর্য্যোধন প্রভৃতি ধৃতরাষ্ট্র তনয়গণ; যুধিষ্ঠির ভীম, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেব, এই পঞ্চ পাণ্ডব; ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, মহাবল অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য্য, শকুনি, ও শল্য বরযাত্রী হইলেন। ৭৭। ৭৮ ॥

তিনকোটি ভাট, শতকোটি ব্রাহ্মণ, সহস্র সন্ন্যাসী, সহস্র যতি, সহস্র

দ্বিসহস্রজিতক্রোধা অবধূতাস্তথৈব চ।
উৎপলানাং সহস্রঞ্চ সহস্রং পুষ্পকারিণাং ॥ ৮০ ॥
নানাশিল্পকরৈশ্চৈব বিচিত্রং চিত্রমেব চ।
লক্ষঞ্চবাদ্যভাণ্ডানাং নর্ত্তকানাঞ্চলক্ষকং।
গন্ধর্ব্বানাং গায়নানাং লক্ষমেবতু নারদ ॥ ৮১ ॥
তত্র কল্পে ভবানেব গন্ধর্ব্বশ্চোপবর্হণঃ।
পঞ্চাশৎকামিনীভিশ্চত্বমেব তেষুমধ্যগঃ ॥ ৮২ ॥
বিদ্যাধরীণাং লক্ষঞ্চলক্ষমপ্সরসাং তথা।
কিন্নরীণাং ত্রিলক্ষঞ্চগন্ধর্ব্বাণাঞ্চ লক্ষকং ॥ ৮৩ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে
নারায়ণনারদসম্বাদে রুক্মিণ্যুদ্বাহে
পঞ্চাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥

ব্রহ্মচারী, দ্বিসহস্র ক্রোধজিত, দ্বিসহস্র অবধূত, সহস্র উৎপল ও সহস্র পুষ্পকর, সঙ্গে সঙ্গে চলিল। ৭৯। ৮০ ॥

বহুতর শিল্পকর ও নানা প্রকার বিচিত্র শিল্প, লক্ষ লক্ষ বাদ্য ভাণ্ড, লক্ষ নর্ত্তক লক্ষ গন্ধর্ব্ব ও লক্ষ গায়ক গমন করিতে লাগিল। বৎস নারদ! সে কল্পে তুমি উপবর্হণ নামে গন্ধর্ব্ব ছিলে। তুমিও, পঞ্চাশত কামিনী সমভিব্যাহারে সেই জনতার মধ্যেই উপস্থিত ছিলে। একলক্ষ বিদ্যাধরী, একলক্ষ অপ্সরী, তিনলক্ষ কিন্নরী এবং লক্ষ গন্ধর্ব্ব সে সঙ্গে গমন করিতেছিল। ৮১। ৮২। ৮৩ ॥

ইতি শ্রী ব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে নারায়ণ নারদ সংবাদে
রুক্মিণীর উদ্বাহনামক পঞ্চাধিকশততম অধ্যায় সম্পূর্ণ।

ষড়ধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীনারায়ণ উবাচ।

এতস্মিন্নন্তরে রাজা ককুদ্বাংশ্চ মহাবলঃ।
বরার্থং কন্যকায়াশ্চ ব্রহ্মলোকাৎ সমাগতঃ ॥ ১ ॥
প্রদদৌ রেবতীং কন্যাং শশ্বৎ সুস্থিরযৌবনাং।
অমূল্যরত্নভূষাঢ্যাং ত্রিষু লোকেষু দুর্ল্লভাং।
বরায় বলদেবায় সম্প্রদানেন কৌতুকাৎ ॥ ২ ॥
বয়োযস্যাগতং সত্যং যুগানাং সপ্তবিংশতিঃ।
দত্বা কন্যাং বিধানেন মুনিদেবেন্দ্রসংসদি ॥ ৩ ॥
গজেন্দ্রাণাং ত্রিলক্ষঞ্চ জামাত্রে যৌতুকং দদৌ।
দশলক্ষং তুরঙ্গানাং রথানাং লক্ষমেবচ ॥ ৪ ॥
রত্নালঙ্কারযুক্তানাং দাসীনাঞ্চাপি লক্ষকং।
মণিলক্ষং রত্নলক্ষং স্বর্ণকোটিঞ্চ সাদরং।
বহ্নিশুদ্ধাংশুকং রম্যং মুক্তামাণিক্যহীরকং ॥ ৫ ॥
দত্বা কন্যাঞ্চ রাজেন্দ্রো বলায় বলশালিনে।
রত্নেন্দ্রসারযানেন তৈঃ সার্দ্ধং কুণ্ডিনং যযৌ ॥ ৬ ॥

ঐ সময় মহাবল পরাক্রান্ত রাজা ককুদ্মান রেবতী নাম্নী কন্যাকে সৎপাত্রে সমর্পণ করিবার মানসে বর অন্বেষণার্থ ব্রহ্মলোক হইতে সমাগত হন, এবং সেই স্থিরযৌবনা অমূল্য রত্নভূষণে বিভূষিতা ত্রিলোকদুর্ল্লভা রেবতীকে পরমানন্দে বলদেবের হস্তে সম্প্রদান করেন। ১। ২ ॥

রেবতীর বয়ঃক্রম সপ্তবিংশতি যুগ অতীত হইয়াছিল। রাজা দেবগণ ও মুনিগণের সমক্ষে সেই কন্যাকে পাত্রস্থ করিয়া জামাতাকে তিন লক্ষ হস্তী, দশ লক্ষ তুরঙ্গ, এক লক্ষ রথ, বিবিধ রত্নালঙ্কারে বিভূষিত একলক্ষ পরিচারিকা, লক্ষ মণি, লক্ষ রত্ন, কোটি স্বর্ণমুদ্রা, বহ্নির ন্যায় সমুজ্জ্বল বস্ত্র এবং মুক্তা, মাণিক্য হীরক প্রভৃতি নানাবিধ সামগ্রী যৌতুক প্রদান করিলেন। ৩। ৪। ৫ ॥

অথান্তরেচ নির্ব্বন্ধে সাঙ্গেমঙ্গলকর্ম্মণি।
রেবতীং বেশয়ামাস যোষিতাং কমলা কলাং ॥ ৭ ॥
দৈবকী রোহিণী রম্যা যশোদা নন্দগেহিনী।
অদিতিশ্চ দিতিঃ শান্তির্জ্জয়ং কৃত্বাচ মন্দিরং ॥ ৮ ॥
ব্রাহ্মণান্ ভোজয়ামাস দদৌ তেভ্যোধনং মুদা।
মঙ্গলং কারয়ামাস বসুদেবস্য বল্লভা ॥ ৯ ॥
অথ দেবাশ্চ মুনয়ো রাজেন্দ্রাঃ কটকৈঃ সহ।
সংপ্রাপুলী লামাত্রেণ কুণ্ডিনং নগরং মুদা ॥ ১০ ॥
দদৃশু র্নগরং সর্ব্বে অতীবসুমনোহরং।
সপ্তভিঃ পরিখাভিশ্চ গভীরাভিশ্চ বেষ্টিতং ॥ ১১ ॥
প্রাকারৈঃ সপ্তভির্যুক্তং দ্বারাণাং শতকৈ স্তথা।
নানারত্নৈশ্চ মণিভির্নির্ম্মিতং বিশ্বকর্ম্মণা ॥ ১২ ॥

রাজা ককুদ্মান্ এইরূপে বলবান বলদেবের হস্তে কন্যা সম্প্রদানের পর রত্নময় যানে আরোহণ করিয়া ঐ সঙ্গে কুণ্ডিনাভিমুখে গমন করিলেন। ৬ ॥

বিধাতার নির্ব্বন্ধ কে খণ্ডন করিতে পারে? বলদেবের সহিত রেবতীর শুভ পরিণয় কার্য্য সুসম্পন্ন হইল। যোষাকুলকমলা দৈবকী, রোহিণী নন্দগেহিনী যশোদা, দিতি, অদিতি ও শান্তি ইহারা সকলে মঙ্গলাচরণ করিয়া কমলাবধূর ন্যায় সেই নববধূকে গৃহে প্রবেশ করাইলেন। ৭। ৮ ॥

বসুদেববল্লভা দৈবকী পরমানন্দে ব্রাহ্মণভোজন করাইয়া তাহাদিগকে ধন রত্ন দান এবং অন্যান্য মঙ্গল কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। ৯ ॥

এ দিকে দেবগণ, মুনিগণ ও রাজেন্দ্রগণ স্বীয় স্বীয় সৈন্য সমভিব্যাহারে মহানন্দে কুণ্ডিন নগরে সমুপস্থিত হইলেন। পথশ্রমের লেশমাত্র হইল না। ১০ ॥

উপস্থিত হইয়া দেখিলেন সম্মুখে অতি মনোহর নগর বিরাজমান।

নগরস্য বহির্দ্বারং দদৃশুর্বরযাত্রিণঃ।
রক্ষিতং রক্ষকৈঃ সার্দ্ধং চতুর্ভিশ্চ মহারথৈঃ ॥ ১৩ ॥
রুক্মিশ্চ শিশুপালশ্চ দন্তবক্রো মহাবলী।
শাম্বোমায়াবিনাং শ্রেষ্ঠো যুদ্ধশাস্ত্রবিশারদঃ ॥ ১৪ ॥
নানাশাস্ত্রৈস্তথাস্ত্রৈশ্চ রথস্থশ্চ রণোন্মুখঃ।
বিলোক্য কৃষ্ণসৈন্যঞ্চ চুকোপ নৃপনন্দনঃ ॥ ১৫ ॥
উবাচ নিষ্ঠুরং বাক্যং শ্রুতিকোট্যং সুদুষ্করং।
উপহস্য মুনীন্দ্রাংশ্চ দেবাংশ্চ মুনিপুঙ্গবান্ ॥ ১৬ ॥

রুক্মিরুবাচ।

অহো কালকৃতং কর্ম্ম দৈবঞ্চ কেন বার্য্যতে।
কিম্বাহং কথয়িষ্যামি দেবেন্দ্রাণাঞ্চ সংসদি ॥ ১৭ ॥

সুগভীর সপ্ত পরিখা উহার চতুর্দ্দিক পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। সপ্তদ্বারযুক্ত সপ্ত প্রাচীর। নগর নানাবিধ মণি রত্নদ্বারা বিশ্বকর্ম্মার বিনির্ম্মাণ। ১১। ১২ ॥

কতকগুলি রক্ষক নগরের বহির্দ্বার রক্ষা করিতেছে এবং রণবিশারদ রুক্মি, শিশুপাল, দন্তবক্র ও পরম মায়াবী শাম্ব এই চারিজন রণ-বিশারদ মহারথ উহাদিগের পৃষ্ঠপোষক রহিয়াছে। ১৩। ১৪ ॥

নৃপকুমার রুক্মি ইতি পূর্ব্বেই কৃষ্ণের আগমনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া নানাবিধ অস্ত্র শস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক রথারোহণে তাহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, সম্প্রতি সসৈন্যে কৃষ্ণকে সমাগত দেখিয়া অতিশয় কোপাবিষ্ট হইলেন, এবং দেবতা ও মুনীন্দ্রগণকে উপহাস পূর্ব্বক অতিকঠোর দুঃসহ নিষ্ঠুরবাক্যে কহিলেন, । ১৫। ১৬ ॥

অহো! কালগতি ও দৈবদুর্ব্বিপাক অনিবার্য্য! আমি এই দেবেন্দ্রগণ সমক্ষে আর অধিক কি বলিব! যে মনোহারিণী কন্যারত্ন রুক্মিণীকে গ্রহণ করিতে দেবতারা প্রয়াস পায় আজি কি না একজন নন্দের গোধনরক্ষক,

গৃহীতুং রুক্মিণীং কন্যাং দেবযোগ্যাং মনোহরাং।
আয়াতি দেবৈ মুনিভির্নন্দস্য পশুরক্ষকঃ ॥ ১৮ ॥
সাক্ষাজ্জারশ্চ গোপীনাং গোপালোচ্ছিষ্টভোজকঃ।
জাতেশ্চ নির্ণয়ো নাস্তি ভক্ষমৈথুনয়োস্তথা ॥ ১৯ ॥
কিন্নু রাজেন্দ্রপুত্রশ্চ কিন্নু বা মুনিপুঙ্গবঃ।
বাসুদেবঃ ক্ষত্রিয়শ্চ ভক্ষণং বৈশ্যমন্দিরে ॥ ২০ ॥
শিশুকালেচ স্ত্রীহত্যা কৃতানেন দুরাত্মনা।
কুব্জা মৃতাচ সম্ভোগাৎ বাসসা রজকোমৃতঃ ॥ ২১ ॥
রাজেন্দ্রস্য বধে দুষ্টো ব্রহ্মহত্যাং লভেদ্ধ্রুবং।
মথুরায়াঞ্চ ধর্ম্মিষ্ঠঃ সতাং কংসো নিপাতিতঃ ॥ ২২ ॥

শাল্ব উবাচ

যদুক্তং রুক্মিণা দেবাঃ কিমসত্যঞ্চ তত্রবৈ।
কোবায়ং রুক্মিণীভর্ত্তা নন্দস্য পশুরক্ষকঃ ॥ ২৩ ॥

গোপীগণের উপপতি, গোপালগণের উচ্ছিষ্ট ভোজী—যাহার জাতির নির্ণয় নাই, খাদ্যাখাদ্য বিবেচনা নাই, গম্যাগম্য বোধ নাই—সেই তাহাকে গ্রহণ করিতে আসিতেছে! । ১৭। ১৮। ১৯ ॥

বাসুদেব কি রাজপুত্র! না মুনিপুত্র! একজন সামান্য ক্ষত্রিয় কিন্তু ভোজনাদি সমস্ত, একজন বৈশ্যের গৃহে! এই দুরাত্মা বাল্যাবস্থায় স্ত্রীহত্যা করিয়াছে। উহার হস্তে সম্ভোগনিবন্ধন কুব্জা এবং বস্ত্রনিবন্ধন রজক নিহত হইয়াছে। রাজেন্দ্র কংস অতিধার্ম্মিক ছিলেন, দুরাত্মা মথুরায় গিয়া সহসা অতর্কিতভাবে তাঁহাকে নিপাত করিয়াছে, তাহার বিনাশ নিমিত্ত নিশ্চয়ই উহাকে ব্রহ্মহত্যাপাতকে লিপ্ত হইতে হইবে। ২০। ২১। ২২ ॥

শাল্ব কহিলেন, দেবগণ! বলুন্ দেখি, কৃষ্ণের বিষয়ে রুক্মি যাহা বলিলেন, তাহার কোন্‌টা মিথ্যা? ওকে? ও একজন নন্দের গোরক্ষক ও কিনা রুক্মিণীর ভর্ত্তা হইতে চায়! ২৩ ॥

শিশুপাল উবাচ।

অহো ভুবি কিমাশ্চর্য্যং দেবাব্রহ্মাদয়স্তথা।
মুনীন্দ্রা ব্রহ্মণঃ পুত্রাশ্চাযযুর্ম্মানবাজ্ঞয়া ॥ ২৪ ॥

দন্তবক্র উবাচ।

সততং ব্রাহ্মণা লুব্ধা দেবাশ্চ ভক্তবৎসলাঃ।
আযযুর্ব্রহ্মপুত্রাশ্চ নন্দপুত্রাজ্ঞয়া কথং ॥ ২৫ ॥
তেষাঞ্চ বচনং শ্রুত্বা চুকোপ দেবসংঘকঃ।
মুনিরাজেন্দ্রসংঘশ্চ লাঙ্গলীযাদবস্তথা ॥ ২৬ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে নারায়ণনারদসম্বাদে রুক্মিণ্যুদ্বাহে ষড়ধিক শতকোঽধ্যায়ঃ।

শিশুপাল কহিলেন, কি আশ্চর্য্য! আজি কি না, ব্রহ্মাদি দেবগণ, এবং ব্রহ্মার পুত্র মুনীন্দ্রগণ—একজন সামান্য মনুষ্যের আদেশে ভূলোকে আগমন করিলেন! ২৪ ॥

দন্তবক্র কহিলেন, ভাল, ব্রাহ্মণেরা যেন নিতান্ত লোভী ও দেবগণ যেন একান্ত ভক্তবৎসল বলিয়াই আগমন করিয়াছেন! ব্রহ্মপুত্র মুনীন্দ্রগণ কিরূপে নন্দপুত্রের আজ্ঞাক্রমে এখানে আগমন করিলেন? ২৫ ॥

নারদ! দেবগণ, মুনিগণ, রাজেন্দ্রগণ, হলধারী বলদেব ও অন্যান্য দেবগণ তাহাদিগের সেই ভৎসনা বাক্য শ্রবণ করিয়া একেবারে কোপে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন। ২৬ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে শ্রীকৃষ্ণ জন্মখণ্ডে নারায়ণ-নারদ-সংবাদে রুক্মিণীবিবাহে ষড়ধিক শততম অধ্যায় সম্পূর্ণ ॥

সপ্তাধিক শততমোঽধ্যায়ঃ ।

নারায়ণ উবাচ ।

অথ কোপপরীতশ্চ বলদেবো মহাবলঃ ।
হলেন রুক্মিযানঞ্চ বভঞ্জ মুনিপুঙ্গব ॥ ১ ॥
ঘোটকান্ সারথিঞ্চৈব নিহত্য জগতাং পতিঃ ।
ভূমিষ্ঠঞ্চাপি পাপিষ্ঠং রুক্মিং হন্তুং জগাম সঃ ॥ ২ ॥
রুক্মিশ্চ শরজালেন বারয়ামাস লীলয়া ।
নাগাস্ত্রং যোজয়ামাস বন্ধুং হলিনমীশ্বরং ॥ ৩ ॥
নাগাস্ত্রং গারুড়েনৈব সংজহার হলী স্বয়ং ।
জগ্রাহ কোপাদ্রুক্মীচ পরং পাশুপতং মুনে ।
অব্যর্থং বৈরিমর্দ্দঞ্চ শতসূর্য্যসমপ্রভং ॥ ৪ ॥
অভীতোঽহলিনা রুক্মী জৃম্ভনাস্ত্রেণ জৃম্ভিতঃ ।
ভূমিষ্ঠঃ স্থাণুবদ্রুক্মী নিদ্রাস্ত্রেণৈব নিদ্রিতঃ ॥ ৫ ॥

নারায়ণ কহিলেন, ঋষিপ্রবর! অনন্তর মহাবল বলদেব রোষভরে লাঙ্গলাস্ত্র প্রহার করিয়া একেবারে রুক্মির রথ, রথাশ্ব ও সারথিকে চূর্ণ করিয়া ভূতলে নিপাতিত করিলেন, এবং ভূতলপতিত সেই পাপিষ্ঠ রুক্মিকে নিহত করিতে সমুদ্যত হইলেন। ১। ২॥

তখন ভীষ্মকতনয় রুক্মি শরজাল বিস্তার করিয়া অবলীলাক্রমে সগর্ব্বে হলধরকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। প্রথমতঃ তিনি বলদেবকে বন্ধন করিবার নিমিত্ত নাগাস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। ৩॥

তখন বলদেব গারুড় অস্ত্র নিক্ষেপ করিয়া সেই ভীষণ নাগাস্ত্র ছেদন করিয়া ফেলিলেন। ঐ সময় রুক্মি রোষভরে উৎকৃষ্ট পাশুপত অস্ত্র প্রয়োগ করিলেন। ঐ অস্ত্র অব্যর্থ, অরাতি মর্দ্দন, এবং উহার প্রভা শতসূর্য্যের ন্যায় সমুজ্জ্বল। ৪।

অনন্তর হলধারী সেই নির্ভীকচিত্ত ভীষ্মকের প্রতি জৃম্ভণাস্ত্র প্রয়োগ

শাল্বস্তং নিদ্রিতং দৃষ্ট্বা শতবাণং মুমোচ তং।
শৈলবৃষ্টিং শিলাবৃষ্টিং জলবৃষ্টিঞ্চকার সঃ।
জ্বলদঙ্গারবৃষ্টিঞ্চ শরবৃষ্টিং ক্ষণেনচ ॥ ৬ ॥
বলাচ্চাস্ত্রেণ সর্ব্বাণি বারয়ামাস লাঙ্গলী।
হলেন তদ্রথং চূর্ণং চকার রণমধ্যতঃ ॥ ৭ ॥
ঘোটকান্ সারথিঞ্চৈব জঘান চাবলীলয়া।
কোপাকুলেন তং হন্তুং বাগ্ বভূবাশরীরিণী ॥ ৮ ॥
ত্যজ শাল্বং কৃষ্ণবধ্যং তবকিং পৌরুষং রণে।
যস্য মূর্দ্ধ্নি চ ব্রহ্মাণ্ডং সূর্পেচ শর্ষপং যথা ॥ ৯ ॥
তংশ্রুত্বা বলদেবশ্চ হলেন তস্য মস্তকং।
চকার চূর্ণং ব্যথিতং পপাত রণমূর্দ্ধণি ॥ ১০ ॥

করিলে তাঁহার শরীরে জৃম্ভার আবির্ভাব হইল। তৎপরে নিদ্রাস্ত্র প্রয়োগ করিলে ভীষ্মকতনয় একেবারে নিদ্রাভিভূত হইয়া ভূতলে শয়ন করিলেন। ৫ ॥

তখন শাল্ব কল্কিকে নিদ্রিত দেখিয়া স্বয়ং স্বয়ং বলরামের প্রতি শতবান নিক্ষেপ করিলেন। তাহার পর ক্ষণকাল মধ্যে শৈলবৃষ্টি, শিলাবৃষ্টি, বারিবৃষ্টি, জ্বলদঙ্গারবৃষ্টি ও শরবৃষ্টি আরম্ভ হইল। ৬ ॥

হলধর বাহুবলে ক্ষণকালমধ্যে সে সমস্ত নিবারণ করিয়া পরিশেষে হলাস্ত্র প্রয়োগে অবলীলাক্রমে তাহার রথ চূর্ণ, অশ্ব সকল নিপাতিত এবং সারথিকে নিহত করিয়া ফেলিলেন। তাহার পর রোষভরে যেমন তাঁহাকে বিনাশ করিতে অগ্রসর হইলেন, অমনি এই আকাশবাণী উচ্চারিত হইল যে," বলদেব! শাল্ব তোমার বধ্য নহে, ও কৃষ্ণের বধ্য; অতএব তুমি উহাকে পরিত্যাগ কর। যাহার মস্তকে সূর্পস্থিত শর্ষপের ন্যায় ব্রহ্মাণ্ড বিরাজমান, তাহার আবার শাল্বকে বিনাশ করিয়া পৌরুষ কি?"। ৭। ৮। ৯॥

সেই আকাশবাণী শ্রবণে বলদেব আর তাহাকে বিনাশ করিলেন না।

শাল্লস্য পতনং দৃষ্ট্বা শিশুপালো মহাবলঃ।
চকার শরবৃষ্টিঞ্চ জলবৃষ্টিং যথা ভুবি॥ ১১॥
হলী তস্য রথং চূর্ণং চকার লাঙ্গলেন চ।
অর্দ্ধচন্দ্রেণ তদ্বাণান্ বারয়ামাস লীলয়া॥ ১২॥
তং হন্তুং শঙ্করঃ সাক্ষাৎ নিষেধঞ্চ চকার তং।
কৃষ্ণবধ্যং ত্যজ বল পার্ষদপ্রবরং হরেঃ॥ ১৩॥
দন্তবক্রস্য দন্তঞ্চ বভঞ্জ স হলেন চ।
প্রবর্ত্তমানং যুদ্ধেন তে সর্ব্বে জহুরচ্যুতং॥ ১৪॥
বলস্য বিক্রমং দৃষ্ট্বা সর্ব্বে বীরাঃ পলায়িতাঃ।
চক্রুঃ প্রবেশনং সর্ব্বে কুণ্ডিনং বরযাত্রিণঃ॥ ১৫॥
এতস্মিন্নন্তরে তত্র শতানন্দো মহামুনিঃ।
কোটিভি র্মুনিভিঃ সার্দ্ধমাজগাম হরেঃ পুরঃ॥ ১৬॥

কেবল হলাস্ত্র প্রহারে তাহার মস্তক ব্যথিত করিলেন মাত্র। তখন শাল্ল সেই প্রহারে সমরাঙ্গণে নিপতিত হইলেন। ১০॥

শাল্লের পতনদর্শনে মহাবল শিশুপাল জলধারার ন্যায় শরধারা বর্ষণ করিতে লাগিলেন। বলদেব হলাস্ত্র নিপাতে তাহার রথ চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন, এবং অর্দ্ধচন্দ্র বাণ নিক্ষেপ করিয়া অবলীলাক্রমে তাহার শরজাল নিবারণ করিতে লাগিলেন। ১১। ১২॥

পরিশেষে যেমন তাঁহাকে বিনাশ করিতে উদ্যত হইলেন, অমনি শঙ্কর সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া নিবারণ করিয়া কহিলেন "বলদেব! শিশুপাল কৃষ্ণের প্রধান পারিষদ এবং কৃষ্ণেরই বধ্য; অতএব তুমি উহাকে পরিত্যাগ কর।" ১৩। ১৪॥

ফলতঃ বলদেবের বিক্রম দর্শনে প্রতিপক্ষ বীরগণ সকলেই ভয়ে পলায়ন করিল, তখন বরযাত্রিগণ স্বচ্ছন্দে বিদর্ভে প্রবেশ করিলেন। ১৫॥

বরং প্রবেশয়ামাস শতদ্বারঞ্চ দুর্গমং।
অগম্যঞ্চাপি শত্রূণাং মিত্রাণাঞ্চ সুখপ্রদং॥ ১৭ ॥
দেবকন্যা নাগকন্যা রাজকন্যা তথৈবচ।
মুনিকন্যা বরংদ্রষ্টুং সস্মিতাশ্চ সমাযযুঃ॥ ১৮ ॥
দদৃশুর্য্যোষিতঃ সর্ব্বা নিমেষরহিতে ন চ।
প্রসন্নং কারয়ামাস সস্মিতশ্চন্দ্রশেখরঃ॥ ১৯ ॥
রত্নেন্দ্রসারনির্ম্মাণরথস্থং পরমেশ্বরং।
সর্ব্বেষাং পরমাত্মানং ভক্তানুগ্রহবিগ্রহং॥ ২০ ॥
নবীনজলদশ্যামং শোভিতং পীতবাসসা।
চন্দনোক্ষিতসর্ব্বাঙ্গং বনমালাবিভূষিতং॥ ২১ ॥
রত্নকেয়ূরবলয়রত্নমালাগলোজ্জ্বলং।
রত্নকুণ্ডলযুগ্মেন গণ্ডস্থলবিরাজিতং॥ ২২ ॥

ঐ সময় পুরোহিত মুনিবর শতানন্দ অন্যান্য কোটিসংখ্যক মুনিগণে সহিত মিলিত হইয়া ভগবান শ্রীহরির প্রত্যুদ্গমনে গমন করিলেন। ১৬ ॥

পরে তাঁহারা সকলে সেই শতদ্বার পরিশোভিত শত্রুগণের অগম্য এব মিত্রগণের সুখপ্রদ পুরীমধ্যে বর লইয়া প্রবেশ করিতে লাগিলেন॥ ১৭॥

দেবকন্যা, নাগকন্যা, রাজকন্যা ও মুনিকন্যাগণ মহানন্দে সহাস্যবদনে বর দর্শনে সমাগত হইলেন, এবং আনন্দিত হইয়া নির্নিমেষ লোচনে সেই দয়াময় হরিকে দর্শন করিতে লাগিলেন। চন্দ্রশেখর ভগবান ভূতনাথ আশুতোষ হাস্যবদনে তাঁহার আনন্দ বর্দ্ধন করিতে লাগিলেন। ১৮। ১৯॥

হে বৎস, নারদ! সে সময় সেই জগৎজীবন ভক্তজনের বাঞ্ছা পূরণার্থ বিগ্রহধারী পরমেশ দয়াময় শ্রীহরি অত্যুৎকৃষ্ট রত্নবিনির্ম্মিত রথে আসীন ছিলেন। ২০ ॥

তাঁহার বর্ণ নবীন জলধরের ন্যায় শ্যাম, পরিধান পীতাম্বর, সর্ব্বাঙ্গে চন্দন বিলেপন, কণ্ঠে বনমালা ও উজ্জ্বল রত্নহার, হস্তে রত্নকেয়ূর ও রত্নবলয়

রত্নেন্দ্রসারনির্ম্মাণক্বণন্মঞ্জীররঞ্জিতং।
সস্মিতং মুরলীহস্তং পশ্যন্তং রত্নদর্পণং ॥ ২৩ ॥
সপ্তভিঃ পার্ষদৈর্গোপৈঃ সেবিতং শ্বেতচামরৈঃ।
নবযৌবনসম্পন্নং শরৎকমললোচনং ॥ ২৪ ॥
শরৎপূর্ণেন্দুনিন্দাস্যং ভক্তানুগ্রহকাতরং।
কোটিকন্দর্পসৌন্দর্য্যং সত্যং নিত্যং সনাতনং ॥ ২৫ ॥
তীর্থপূতং কীর্ত্তিপূতং ব্রহ্মেশশেষবন্দিতং।
পরমাহ্লাদকং রূপং কোটিচন্দ্রসমপ্রভং ॥ ২৬ ॥
ধ্যানাসাধ্যং দুরারাধ্যং পরমং প্রকৃতেঃ পরং।
দুর্ব্বায়াঃ পট্টসূত্রঞ্চসাররত্নেন্দ্রদর্পণং ॥ ২৭ ॥
দধানং কর্ত্তৃকাসাধ্যং কদল্যস্ফুটমঞ্জরীং।
চূড়াং ত্রিবঙ্কিমাকারাং মালতীমাল্যভূষিতাং।
পুষ্পং নারীপ্রদত্তঞ্চ মুকুটং মস্তকোজ্জ্বলং ॥ ২৮ ॥

উভয় গণ্ডে রত্ন কুণ্ডল যুগল লম্বমান, চরণে উৎকৃষ্ট রত্নবিনির্ম্মিত নূপুর শব্দায়মান, মুখে অস্ফুট হাস্য এবং হস্তে মুরলী। তিনি ক্ষণে ক্ষণে রত্নময় দর্পণ বিলোকন করিতেছিলেন। ২১। ২২। ২৩॥

সাতজন পারিষদ গোপ শ্বেতচামর লইয়া ব্যজন করিতেছিল, শরীরে নব যৌবনের আবির্ভাব, লোচন যুগল যেন শরৎকালীন কমলদলের শোভাধারণ করিয়াছে, মুখমণ্ডল শারদীয় পূর্ণ শশধরকে তিরস্কার করিতেছে, মূর্ত্তিটি দেখিলে বোধ হয় যেন ভক্তজনের বাঞ্ছা পূরণের নিমিত্তই সতত ব্যতিব্যস্ত। আহা! কোটি কন্দর্পের সৌন্দর্য্য একত্র সমুদিত। সেই সত্য, সনাতন, নিত্যস্বরূপ,—কীর্ত্তিপূত, তীর্থপূত, ব্রহ্মা-বিষ্ণু ও মহেশ্বর বন্দিত কোটি চন্দ্রের ন্যায় সমুজ্জ্বলরূপ কখনও কাহারও নয়নে নিপতিত হয় নাই। ২৪। ২৫। ২৬॥

সে রূপ ধ্যানের অগোচর, আরাধনার অতীত, প্রকৃতির বহির্ভূত ও অতীব অদ্ভুত। তাঁহার হস্তে দূর্ব্বানিবদ্ধ পট্টসূত্র, উৎকৃষ্ট রত্ননির্ম্মিত দর্পণ,

দৃষ্ট্বা বরং যুবত্যশ্চমূর্চ্ছাং সংপ্রাপুরীশ্বরং।
রুক্মিণীজীবনং ধন্যং শ্লাঘ্যমিত্যূচুরীপ্সিতং ॥ ২৯ ॥
জামাতরং সাদদর্শ রাজ্ঞী ভীষ্মককামিনী।
নিমেষরহিতা তুষ্টা প্রসন্নবদনেক্ষণা ॥ ৩০ ॥
রাজাপ্রসন্নবদনঃ সপাত্রঃ সপুরোহিতঃ।
সমাগত্য সুরান্‌বিপ্রান্‌ ভূপাংশ্চপ্রণনাম সঃ ॥ ৩১ ॥
দদৌ যোগ্যাশ্রমং তেভ্যোভক্ষ্যপূর্ণং সুধোপমং।
দিবানিশংপ্যুবাচ দীয়তাং দীয়তামিতি ॥ ৩২ ॥
সুখং নিনায় রজনীং দেবৈশ্চবান্ধবৈঃ সহ।
বাসুদেবঃ প্রভাতেচ প্রাতঃকৃত্যং চকার সঃ ॥ ৩৩ ॥

ক্ষুদ্রাকারের এক খানি অসি ও কদলীমঞ্জরী। মস্তকে মালতী মালায় পরিবেষ্টিত ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমাকার চূড়া, ও উজ্জ্বল মুকুট। রমণীগণ কি অপূর্ব্ব বরই সজ্জিত করিয়া দিয়াছে ॥ ২৭। ২৮ ॥

বৎস নারদ। যুবতীগণ সেই—অপূর্ব্ব বর দর্শনে একেবারে মূর্চ্ছিত প্রায় হইয়া উঠিলেন এবং বলিতে লাগিলেন, রুক্মিণীরই জীবন সার্থক। ২৯ ॥

তখন ভীষ্মকমহিষী নির্নিমেষ লোচনে জামাতা সন্দর্শন করিতে লাগিলেন, তাঁহার বদনে ও লোচনে আনন্দ আর ধরেনা। ৩০ ॥

নরপতি ভীষ্মক মহানন্দে পুরোহিত ও মন্ত্রিগণ সমভিব্যাহারে সমাগত হইয়া যথাক্রমে ও যথানিয়মে সমাগত দেবতা, ব্রাহ্মণ ও ভূপালগণকে প্রণাম করিতে লাগিলেন। ৩১ ॥

তৎপরে তাঁহাদিগকে উপযুক্ত বাসস্থান প্রদান করিয়া প্রচুরপরিমাণে সুধাসদৃশ খাদ্য সামগ্রী প্রেরণ করিলেন। অনবরতই "দেও দেও" এই শব্দ তাঁহার মুখ হইতে উচ্চারিত হইতে লাগিল। ৩২ ॥

এদিকে বসুদেব দেবগণ ও বন্ধুগণ সমভিব্যাহারে পরমসুখে যামিনীযাপন করিয়া প্রভাতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিলেন। ৩৩ ॥

স্নাত্বা সন্ধ্যাদিকং কৃত্বা ধৃত্বা ধৌতেচ বাসসী।
চকার বেদমন্ত্রেণ শুভাধিবাসনং হরেঃ॥ ৩৪॥
সংপূজ্য মাতৃকাঃ সর্ব্বাঃ সাক্ষাচ্চ সর্ব্বদেবতাঃ।
প্রদায় বসুধারাঞ্চ বৃদ্ধিশ্রাদ্ধাদিকং শুচিঃ॥ ৩৫॥
ব্রাহ্মণং ভোজয়ামাস দেবাংশ্চ বান্ধবাংস্তথা।
বাদ্যঞ্চ বাদয়ামাস কারয়ামাস মঙ্গলং॥ ৩৬॥
সুবেশং কারয়ামাস বরং প্রতি প্রশংসিতং।
সজ্জঞ্চ কারয়ামাস বরযানং সুশোভিতং॥ ৩৭॥
এবং রাজা ভীষ্মকশ্চ বিবাহার্হঞ্চ মঙ্গলং।
পুরোহিতৈর্ব্বেদমন্ত্রৈঃ সর্ব্বকর্ম্ম চকার সঃ॥ ৩৮॥
মণিরত্নং ধনঞ্চাপি মুক্তামাণিক্যহীরকং।
ভক্ষ্যদ্রব্যঞ্চ বস্ত্রঞ্চাপ্যুপহারমনুত্তমং॥ ৩৯॥

পরে স্নানান্তে ধৌতবস্ত্র পরিধান এবং সন্ধ্যাবন্দনাদি কার্য্য সমাপন করিয়া শুভক্ষণে বেদ মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক, দয়াময় শ্রীহরির শুভাধিবাস কার্য্য সমাধা করিলেন। ৩৪॥

মূর্ত্তিমান গৌর্য্যাদি ষোড়শ মাতৃকার পূজা করা হইল। পরে বসুধারা প্রদান করিয়া স যত্নভাবে বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ সমাপন করিলেন। ৩৫॥

অনন্তর ব্রাহ্মণ দেবতা ও বন্ধুবান্ধবগণকে মহাসমারোহে ভোজন করাইলেন। চতুর্দ্দিকে বিবিধ বাদ্য বাদিত এবং নানা প্রকার মঙ্গলকার্য্য সাধিত হইতে লাগিল। ৩৬॥

অতি উন্নতভাবে বরের বেশ ভূষা বিন্যাস আরম্ভ হইল। বরযান উত্তম রূপে সজ্জিত হইতে লাগিল। ৩৭॥

এদিকে রাজা ভীষ্মকও পুরোহিত সাহায্যে বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক বৈবাহিক মঙ্গল কার্য্য সকল সম্পাদন করিতে লাগিলেন। ৩৮॥

মহানন্দে ভট্টগণ, ব্রাহ্মণগণ ও ভিক্ষুকগণকে মণি রত্ন, মাণিক্য হীরক,

ভট্টেভ্যোব্রাহ্মণেভ্যোঽপি ভিক্ষুকেভ্যোদদৌ মুদা।
বাদ্যঞ্চ বাদয়ামাস কারয়ামাস মঙ্গলং ॥ ৪০ ॥
সুবেশং কারয়ামাস রুক্মিণ্যাশ্চ মনোহরং।
রাজ্ঞীভির্মুনিপত্নীভির্বিধানঞ্চ যথোচিতং ॥ ৪১ ॥
ততঃ শুভক্ষণেপ্রাপ্তে মাহেন্দ্রে পরমোদয়ে।
বিবাহোচিতলগ্নে চ লগ্নাধিপতিসংযুতে ॥ ৪২ ॥
সদ্গ্রহেক্ষণশুদ্ধেচাপ্যসতাং দৃষ্টিবর্জিতে।
শুভক্ষণে শুভর্ক্ষেচ বিশুদ্ধে চন্দ্রতারয়োঃ ॥ ৪৩ ॥
বেধদোষাদিরহিতে শলাকাদিবিবর্জিতে।
দম্পত্যোর্ম্মঙ্গলার্হেচ পরিণামসুখপ্রদে ॥ ৪৪ ॥
এবম্ভূতেচ সময়ে ভীষ্মকপ্রাঙ্গণং হরিঃ।
আজগাম সুরৈঃ সার্দ্ধং মুনিবিপ্রপুরোহিতৈঃ ॥ ৪৫ ॥
জ্ঞাতিভির্ব্বান্ধবৈঃ সার্দ্ধং পিত্রা মাত্রা নৃপৈস্তথা।
গোপালকৈঃ পার্ষদৈশ্চ বয়স্যৈশ্চ মনোহরৈঃ ॥ ৪৬ ॥

ভক্ষ্যদ্রব্য ও বস্ত্রাদি নানা সামগ্রী উপহার প্রদান করিতে লাগিলেন। বিবিধ বাদ্য বাদিত এবং মঙ্গলকার্য্য সকল অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল। ৩৯। ৪০ ॥

রাজপত্নী ও মুনিপত্নীগণ যথোচিত মঙ্গলাচরণ-পূর্ব্বক রুক্মিণীকে মনোহর বেশে সুসজ্জিত করিতে লাগিলেন। ৪১ ॥

অনন্তর যখন শুভক্ষণ সমুপস্থিত হইয়া মহেন্দ্রোদয় হইল, যখন লগ্নাধিপতি বিবাহোচিত লগ্নে অবস্থিত হইলেন, যখন অমঙ্গল গ্রহগণের দৃষ্টি তিরোহিত হইয়া শুভগ্রহসমুদায়ের দৃষ্টি সঞ্চার হইল, যখন শুভক্ষণ, শুভনক্ষত্র ও চন্দ্রতারাশুদ্ধি সমুপস্থিত হইল, যখন বেধদোষ ও সপ্ত শলাকাদি দোষ অপগত হইয়া দম্পতীর পরিণাম সুখকর ও মঙ্গলজনক সময় সমুপস্থিত হইল। ৪২। ৪৩। ৪৪ ॥

তখন ভগবান্ শ্রীহরি ভীষ্মকের প্রাঙ্গণে সমুপস্থিত হইলেন। দেবগণ, মুনিগণ, ব্রাহ্মণগণ, পুরোহিতগণ, জ্ঞাতিগণ, বন্ধুগণ, পিতা, মাতা, নৃপগণ,

ভট্টৈশ্চ গণকৈশ্চৈব জ্যোতিঃশাস্ত্রবিশারদৈঃ।
বাদ্যৈর্নানাবিধৈশ্চৈব নর্ত্তকৈর্গায়নৈঃ সহ ॥ ৪৭ ॥
নানাশিল্পকরৈশ্চৈব মালাকারৈস্তথোৎপলৈঃ।
বিদ্যাধর্য্যপ্সরোভিশ্চ কিন্নরীভিশ্চ সত্বরং ॥ ৪৮ ॥
স্থলঞ্চ দদৃশুর্দেবামুনয়শ্চ নৃপেশ্বরাঃ।
সর্ব্বে সমাগতাযেচ বিবাহদর্শনোৎসুকাঃ ॥ ৪৯ ॥
রম্ভাস্তম্ভসহস্রৈশ্চ পট্টসূত্রপরিষ্কৃতৈঃ।
চম্পকানাং চন্দনানাং রসালানাঞ্চপল্লবৈঃ ॥ ৫০ ॥
মাল্যৈর্নানাবিধৈশ্চৈব পীতরক্তাসিতান্বিতৈঃ।
পরিতোমঙ্গলঘটৈঃ ফলপল্লবসংযুতৈঃ ॥ ৫১ ॥
কস্তূরীচন্দনাক্তৈশ্চ কুঙ্কুমেন বিরাজিতৈঃ।
পত্রৈর্লাজৈঃ ফলৈঃ পুষ্পৈর্দূর্ব্বাভিরুপশোভিতৈঃ ॥ ৫২ ॥
মুনিভি ব্রাহ্মণৈশ্চৈব রাজেন্দ্রৈরপিবেষ্টিতং।
রত্নেন্দ্রসারনির্ম্মাণবেদীযুক্তং মনোহরং ॥ ৫৩ ॥

গোপালকগণ, পার্শ্বচর বয়স্যগণ, ভাট, জ্যোতিশাস্ত্রবিশারদ গণকগণ, নানাবিধ বাদ্য, নর্ত্তক, গায়ক বিবিধশিল্পী, মালাকার, পদ্মকর, বিদ্যাধরী, অপ্সর ও কিন্নরীগণ সেই সঙ্গে সঙ্গে সমাগত হইলেন। ৪৫। ৪৬। ৪৭। ৪৮।

দেবগণ, মুনিগণ, নরপতিগণ ও অন্যান্য যাহারা বিবাহদর্শনার্থ সমাগত হইয়াছিলেন, তাঁহারা দেখিলেন, পট্ট সূত্রপরিবেষ্টিত সহস্র সহস্র কদলী স্তম্ভ বিরাজমান, তাহাতে চন্দন চম্পক ও রসাল পল্লবসকল সংযোজিত, পীত, রক্ত ও কৃষ্ণবর্ণ পুষ্পের মালাসকল চতুর্দ্দিকে দোলায়মান, ইতস্ততঃ ফল ও পল্লবসংযুক্ত মঙ্গল ঘট সকল শোভমান; তাহাতে কস্তূরী, চন্দন ও কুঙ্কুম বিন্যস্ত ছিল। ইতস্ততঃ পত্র, লাজ, ফল, পুষ্প দূর্ব্বাপ্রভৃতি মঙ্গল দ্রব্য সকল বিক্ষিপ্ত। ৪৯। ৫০। ৫১। ৫২।

মুনিগণ, ব্রাহ্মণগণ ও রাজেন্দ্রগণে অতি মনোহর রত্নময়বেদী সকল,

চর্চ্চিতং চন্দনস্নিগ্ধৈঃ কস্তূরীকুঙ্কুমান্বিতৈঃ।
সুগন্ধিশীতমন্দৈশ্চ পবনৈঃস্সুরভীকৃতং॥ ৫৪॥
রত্নানাঞ্চ সহস্রৈশ্চ জ্বলিতং জ্বলদীপকৈঃ।
নানাপ্রকারধূপৈশ্চ গন্ধদ্রব্যৈঃ সুবাসিতং॥ ৫৫॥
চিত্রৈর্বিচিত্রৈর্বিবিধৈঃ শিল্পিনাং পুষ্পকারিণাং।
পরিতঃ পরিতশ্চৈব শোভনার্হৈঃ সুশোভিতং॥ ৫৬॥
গন্ধর্ব্বাণাঞ্চসঙ্গীতৈর্মধুরৈর্মাধুরীকৃতং।
বিদ্যাধরীণাং বৃন্দৈশ্চ নর্ত্তকানাঞ্চ শিল্পিনাং॥ ৫৭॥
তত্র নিশ্চেষ্টচিত্রৈশ্চ জনরাজিবিরাজিতং।
গুপ্তদ্বারৈর্গবাক্ষৈশ্চ যুবতীভিশ্চবীক্ষিতং॥ ৫৮॥
মঙ্গলেন ঘটেনৈব বিদুষাচ পুরোধসা।
কুশহস্তেন ভূপেন ভূষিতং দানবস্তুনা॥ ৫৯॥

বিরাজমান। সভাস্থল সুগন্ধ চন্দন কস্তূরী ও কুঙ্কুমকণাযুক্ত সুশীতল মন্দ মন্দ পবনে আমোদিত। চতুর্দ্দিকে সহস্র সহস্র রত্নপ্রদীপ-উজ্জ্বল শিখায় আলোক বিস্তার করিতেছে। নানাবিধ ধূপগন্ধে ও অন্যান্য গন্ধদ্রব্যে সমস্ত আমোদিত। ৫৩। ৫৪। ৫৫॥

যে দিকে দৃষ্টিপাত কর, সেই দিকেই শিল্পকর ও পুষ্পকরদিগের নানাবিধ চিত্র বিচিত্র অতি সুশোভন শিল্পদ্রব্যে অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিতেছে। ৫৬॥

কোনস্থানে গন্ধর্ব্বগণ কোন স্থানে বা বিদ্যাধরীগণ অতি মধুর স্বরে সঙ্গীত আলাপ করিতেছে, কোন স্থানে নর্ত্তকগণ নৃত্য করিতেছে এবং কোন স্থানে বা শিল্পকরগণ শিল্প প্রদর্শন করিতেছে; আর লোক সকল চিত্রার্পিতের ন্যায় নিশ্চেষ্টভাবে সে সকল শ্রবণ ও দর্শন করিতেছে। যুবতীগণ গুপ্ত দ্বার ও গবাক্ষ দ্বার দিয়া সমস্ত বিলোকন করিতেছে। ৫৭। ৫৮॥

বিবাহস্থান মঙ্গলঘটে এবং দানসামগ্রীদ্বারা বিভূষিত। তাহার একপার্শ্বে দ্বিজবর পুরোহিত এবং অপরপার্শ্বে কুশহস্তে রাজা ভীষ্মক উপবিষ্ট ॥৫৯।

দৃষ্টাচপ্রাঙ্গণং রাজ্ঞোদেবাব্রহ্মাদয়স্তথা।
অবরুহ্য রথাত্তূর্ণং তিষ্ঠন্তিপ্রাঙ্গণে মুদা ॥ ৬০ ॥
রাজেন্দ্রাযাদবেন্দ্রাশ্চ মুনয়ঃ সনকাদয়ঃ।
শ্রীকৃষ্ণশ্চাপি ভগবান্ পার্ষদপ্রবরৈঃসহ ॥ ৬১ ॥
তান্দৃষ্ট্বা সহসোত্থায় যবেন ভীষ্মকস্তথা।
মূর্দ্ধ্না ববন্দে দেবাংশ্চ মুনীন্দ্রাংশ্চ নৃপাংস্তথা ॥ ৬২ ॥
রত্নসিংহাসনেষ্বেব সুরম্যেষু পৃথক্ পৃথক্।
ক্রমতোবাসয়ামাস সম্পূজ্য সাদরেণচ। ৬৩ ॥
রাজা তুষ্টাব ভক্ত্যাচ তান্ সর্ব্বান্ ভক্তিপূর্ব্বকং।
বসুদেবং বাসুদেবং সাশ্রুনেত্রঃ পুটাঞ্জলিঃ ॥ ৬৪ ॥

ভীষ্মকউবাচ।

অদ্য মে সফলং জন্ম জীবিতঞ্চ সুজীবিতং।
বভূব জন্মকোটীনাং কর্ম্মমূলনিকৃন্তনং ॥ ৬৫ ॥

ব্রহ্মাদি দেবগণ সেই বিবাহসভা দর্শনমাত্র সত্বর রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া মহা আহ্লাদে তথায় প্রবেশ করিলেন। রাজেন্দ্রগণ, যাদবগণ ও সনকাদি মুনিগণ সভায় পদার্পন করিলেন. ভগবান কৃষ্ণও পারিষদবর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া সভামধ্যে প্রবেশ করিলেন। ৬০। ৬১ ॥

নরপতি ভীষ্মক তাঁহাদিগকে সমাগত সন্দর্শন করিবামাত্র ব্যস্ত সমস্ত হইয়া অগ্রসর হইলেন এবং যথাক্রমে অবনতমস্তকে দেবেন্দ্র, মুনীন্দ্র ও নৃপেন্দ্রগণকে প্রণাম করিলেন। ৬২ ॥

অনন্তর তাঁহাদিগের উপবেশনার্থ প্রত্যেককে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র অতি রমণীয় রত্নসিংহাসন প্রদান করিয়া পরম সমাদরে ক্রমে ক্রমে সকলকে উপবেশন করাইলেন। ৬৩ ॥

এবং ভক্তিভাবে সকলকে স্তব করিয়া পরিশেষে গলদশ্রুলোচনে কৃতাঞ্জলিপুটে বসুদেবতনয় বাসুদেবকে স্তব করিতে লাগিলেন। ৬৪ ॥

রাজা ভীষ্মক বলিতে লাগিলেন, আজি আমার জন্ম সফল হইল, আজ

স্বয়ং বিধাতা জগতাং প্রদাতা সর্ব্বসম্পদাং।
স্বপ্নে যৎপাদপদ্মঞ্চদ্রষ্টুং নৈব ক্ষমঃপ্রভো॥ ৬৬॥
তপসাং ফলদাতাচ স স্রষ্টা প্রাঙ্গনে মম।
আত্মারামেষু পূর্ণেষু শুভপ্রশ্নমনীপ্সিতং॥ ৬৭॥
যোগেন্দ্রৈরপিসিদ্ধেন্দ্রৈঃ সুরেন্দ্রৈশ্চ মুনীন্দ্রকৈঃ।
ধ্যানাদৃষ্টশ্চ যোদেবঃ সশিবঃ প্রাঙ্গণে মম॥ ৬৮॥
কালস্যকালোভগবান্ মৃত্যোর্মৃত্যুশ্চ যঃপ্রভুঃ।
মৃত্যুঞ্জয়শ্চ সর্ব্বেশোনরাণাং দৃষ্টিগোচরঃ॥ ৬৯॥
যস্যমূর্দ্ধ্নাং সহস্রেষু মুর্দ্ধ্নি বিশ্বং চরাচরং।
নাস্ত্যন্তঃ সর্ব্বদেবেষু সোঽয়ং বৈপ্রাঙ্গণে মম॥ ৭০॥
সর্ব্বকামপ্রদোযোহিপ্রত্যক্ষঃ প্রাঙ্গণে মম।

আমার জীবন সার্থক। আজ আমার কোটি জন্মকৃত সুকৃতি দুষ্কৃতির মূলোচ্ছেদ হইল। ৬৫॥

যিনি স্বয়ং সমুদায় জগতের বিধাতা, যিনি স্বয়ং সর্ব্বপ্রকার সম্পত্তির প্রদাতা, স্বপ্নেও যাঁহার পাদপদ্ম দর্শন করিবার শক্তি নাই, যিনি স্বয়ং সকল প্রকার তপস্যার ফলদাতা, আজ ভাগ্যক্রমে সেই জগৎস্রষ্টা স্বয়ং আমার প্রাঙ্গণে সমাগত হইয়াছেন। যিনি আত্মারাম যিনি পূর্ণতম বিভু, তাঁহাকে স্বাগত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা, নিরর্থক। ৬৬। ৬৭॥

কি যোগেন্দ্রগণ, কি সিদ্ধেন্দ্রগণ, কি সুরেন্দ্রগণ, কি মুনীন্দ্রগণ, ধ্যানে কেহই যাঁহার দর্শনলাভে সমর্থ নহেন, আজ সেই শান্তিদাতা আমার ভবনে স্বয়ং সমাগত। ৬৮।

যিনি কালেরও কাল, যিনি মৃত্যুরও মৃত্যু, যিনি স্বয়ং মৃত্যুঞ্জয়, যিনি স্বয়ং সকলের প্রভু, যিনি নিরন্তর মানব গণের দর্শনপথে বিরাজমান, যাঁহার সহস্র ফণার মধ্যস্থিত একমাত্র ফণার উপর চরাচর বিশ্ব বিরাজ করিতেছে এবং সমস্ত দেবতামধ্যে যাঁহার মহিমা অসীম, যিনি সকলের সর্ব্বপ্রকার অভীষ্টের সম্প্রদাতা আজ সেই দয়াময় অনন্তদেব স্বয়ং আমার ভবনে সমাগত। ৬৯। ৭০॥

ব্রহ্মপুত্রাশ্চ পৌত্রাশ্চ প্রপৌত্রাশ্চাপিবংশজাঃ।
তে সর্ব্বে মদ্গৃহেহদৈ্যব জ্বলন্তো ব্রহ্মতেজসা ॥ ৭১ ॥
অহোকল্পান্তপর্য্যন্তং তীর্থপূতোমমাশ্রমঃ।
যেষাং পাদোদকৈস্তীর্থংবিশুদ্ধং তদ্গৃহে মম ॥ ৭২ ॥
পৃথিব্যাং যানি তীর্থানি তানি তীর্থানি সাগরে।
সাগরে যানি তীর্থানি বিপ্রপাদেষু তানিচ ॥ ৭৩ ॥
বিপ্রপাদোদকং পীত্বা যাবত্তিষ্ঠতি মেদিনী।
তাবৎপুষ্করপাত্রেষু পিবন্তি পিতরোজলং ॥ ৭৪ ॥
বিপ্রপাদোদকং পীত্বা দত্বা বিপ্রায় দক্ষিণাং।
স্নানানাং সর্ব্বতীর্থানাং ফলমাপ্নোতি নিশ্চিতং ॥ ৭৫ ॥
নিকৃন্তনঞ্চ বিপদাং ব্যাধিনির্ম্মূলকারণং।
শুভদং সুখদং সারং বিপ্রপাদোদকং নৃণাং ॥ ৭৬ ॥

আজ যখন ব্রহ্মতেজে জাজ্বল্যমান, ব্রহ্মার পুত্র, পৌত্র; প্রপৌত্র ও তদ্বংশীয়গণ আমার ভবনে পদার্পন করিয়াছেন, তখন যত কালপর্য্যন্ত মহাপ্রলয় উপস্থিত না হইবে, ততকাল অবধি অমার ভবন মহাতীর্থ বলিয়া পরিগণিত হইবে। আমার কি ভাগ্য? যাঁহাদিগের পাদোদকে তীর্থ সমুদ্ভুত হয়, আজ তাঁহারা স্বয়ং আমার গৃহে পদার্পণ করিয়াছেন। ৭১। ৭২ ॥

যেমন এই পৃথিবীর যাবতীয় তীর্থ সাগরগর্ভে বিরাজমান, তদ্রূপ সমুদায় তীর্থ বিপ্রগণের পাদপদ্মে বিরাজমান রহিয়াছে। অতএব বিপ্রপাদোদক পান করিয়া যাবৎ মানব ধরাতলে জীবিত থাকে, তাবৎকাল তাহার পিতৃগণ পদ্মপত্রে করিয়া জলপান করিয়া থাকেন। ৭৩। ৭৪ ॥

বিপ্রপাদোদক পান এবং বিপ্রকে দক্ষিণা প্রদান করিলে, নিশ্চয়ই সমুদায় তীর্থস্নানের ফললাভ হইয়া থাকে। উহাদ্বারা সর্ব্বপ্রকার বিপদ খণ্ডন এবং সর্ব্বপ্রকার ব্যাধির মূলোচ্ছেদ হইয়া থাকে, সুখ ও মঙ্গল সঞ্চারের পরিসীমা থাকে না, ফলতঃ মানবগণের পক্ষে বিপ্রপাদোদক অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম বস্তু আর কিছুই নাই। ৭৫। ৭৬ ॥

নগঙ্গাসদৃশং তীর্থং নদেবোমাধবাৎপরঃ।
সনৎকুমারান্ন ভক্তোনহিকল্পতরোস্তরুঃ॥ ৭৭॥
নপুষ্পং পারিজাতাচ্চনব্রতং হরিবাসরাৎ।
পূজনেনহিপূতঞ্চ পত্রঞ্চতুলসীপরং॥ ৭৮॥
নদেবী প্রকৃতেশ্চাপি নাধারঃ পবনাৎপরঃ।
নহিস্থূলোমহদ্বিষ্ণোর্নসূক্ষ্মং পরমাণুতঃ॥ ৭৯॥
নব্রাহ্মণাৎপরঃ পূতোনাশ্রমশ্চ নতীর্থকং।
নদেবঃ কেশবাৎ কোঽপি চেত্যাহ কমলোদ্ভবঃ॥ ৮০॥
ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাদীনাং প্রকৃতেশ্চপরং প্রভুঃ।
ধ্যানাসাধ্যোদুরারাধ্যোযোগিনামপিনিশ্চিতং॥ ৮১॥
নির্গুণশ্চ নিরাকারো ভক্তানুগ্রহবিগ্রহঃ।
সত্রব চক্ষুষোর্ণৃণাং সাক্ষাদ্দেবোহি মদ্গৃহে॥ ৮২॥

বৎস নারদ! গঙ্গার তুল্য তীর্থ, মাধব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম দেব, সনৎকুমারের সদৃশ ভক্ত এবং কল্পতরু তুল্য বৃক্ষ আর দ্বিতীয় নাই। ৭৭॥

পারিজাত অপেক্ষা পুষ্প, হরিবাসর সদৃশ ব্রত, পূজাকার্য্যে তুলসী পত্র অপেক্ষা পত্র, প্রকৃতি অপেক্ষা প্রধানতমা দেবী, এবং পবন হইতে আধার, আর কিছুই নাই। যেমন মহদ্বিষ্ণু অপেক্ষা স্থূলতম পদার্থ আর অপর নাই, তদ্রূপ পরমাণু হইতে সূক্ষ্মতম বস্তু আর কিছুই নাই। ৭৮। ৭৯॥

কমলযোনি ভগবান ব্রহ্মা স্বয়ং কহিয়াছেন যে, যেমন ব্রাহ্মণ অপেক্ষা পবিত্র আশ্রম ও পুণ্যদায়ক তীর্থ আর কিছুই নাই, সেইরূপ দয়াময় কেশব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম দেব আর কেহই নাই॥ ৮০॥

কেশব কি ব্রহ্মা, কি বিষ্ণু, কি মহাদেব, কি প্রকৃতি সকলের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম ও ধ্যানের অতীত পদার্থ। এমন কি যোগিগণও আরাধনা করিয়া সেই দয়াময় কেশবকে লাভ করিতে পারেন না। ৮১॥

তিনি নির্গুণ, ও নিরাকার; কেবল ভক্তগণের বাঞ্ছা পূরণের নিমিত্তই

দেবৈর্ব্রহ্মেশশেষৈশ্চ ধ্যানং যৎপাদপদ্মকং।
ধনেশেন গণেশেন দিনেশেনাপিদুর্লভং ॥ ৮৩ ॥
ইত্যুক্ত্বা ভীষ্মকঃ কৃষ্ণং সমানীয় স্বয়ং পুরঃ।
তুষ্টাব সামবেদোক্তস্তোত্রেণ পরমেশ্বরং ॥ ৮৪ ॥

ভীষ্মক উবাচ।

সর্ব্বান্তরাত্মা সর্ব্বেষাং সাক্ষী নির্লিপ্তএবচ।
কর্ম্মিণাং কর্ম্মণামীশঃকারণাঞ্চকারণং ॥ ৮৫ ॥
কেচিদ্বদন্তি ত্বামেকং জ্যোতীরূপং সনাতনং।
কেচিচ্চপরমাত্মানং জীববৎপ্রতিবিম্বকং ॥ ৮৬ ॥
কেচিৎপ্রাকৃতিকং জীবং সগুণং ভ্রান্তবুদ্ধয়ঃ।
জ্যোতিরভ্যন্তরে নিত্যদেহরূপং সনাতনং।
কস্মাত্তেজঃ প্রভবতি সাকারমীশ্বরং বিনা ॥ ৮৭ ॥

কলেবর ধারণ করিয়া থাকেন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর ও অনন্তদেব যাঁহার পাদপদ্ম ধ্যান করেন; দিনেশ, গণেশ ও ধনেশ ধ্যান করিয়াও যাঁহার পাদপদ্ম দর্শনে সক্ষম হয়েন না, আজ ভাগ্যক্রমে সেই শ্রেষ্ঠতম দয়াময় দেব আমার গৃহে সকলের প্রত্যক্ষগোচর হইয়াছেন। ৮২। ৮৩ ॥

বৎস নারদ! রাজা ভীষ্মক এইরূপ কহিয়া কৃষ্ণকে নিজসন্মুখে আনয়ন পূর্ব্বক সামবেদোক্ত স্তব পাঠে তাঁহার স্তুতিবাদ করিতে লাগিলেন। ৮৪ ॥

ভীষ্মক কহিলেন, ভগবন্! তুমি সকলের অন্তরাত্মা, তুমি সকলের সাক্ষী, কিন্তু তুমি কিছুতেই লিপ্ত নহ। মানবগণ যে যে কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, তুমি তাহার প্রয়োজক এবং তুমিই সমস্ত কারণের কারণ ॥ ৮৫ ॥

কেহ তোমাকে অদ্বিতীয় সনাতন জ্যোতিস্বরূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করে, কেহ তোমাকে পরমাত্মা, কেহ তোমাকে জীবরূপী প্রতিবিম্ব, কোন কোন ভ্রান্তেরা তোমাকে প্রকৃতিসম্ভূত গুণাত্মক জীব, কেহ বা তোমাকে নিত্য দেহধারী অন্তরস্থিত সনাতন জ্যোতি বলিয়া নির্দ্দেশ করে, কিন্তু ঈশ্বরের

এবং স্তুত্বা স বাচান্তঃস্মরন্ বিষ্ণুঞ্চনারদ।
পাদ্যং পদ্মার্চ্চিতে পাদপদ্মেচায়ং দদৌমুদা॥ ৮৮॥
অর্ঘ্যঞ্চপ্রদদৌ তত্র পুষ্পদুর্ব্বাক্ষতান্বিতং।
মধুপর্কঞ্চস্সুরভিং সর্ব্বাঙ্গে গন্ধচন্দনং॥ ৮৯॥
যৎপ্রদত্তং মহেন্দ্রেণ শুভকর্ম্মণি যৌতুকং।
পারিজাতস্য মাল্যঞ্চ জামাতুশ্চগলে দদৌ॥ ৯০॥
কুবেরেণচ যদ্দত্তমমূল্যরত্নভূষণং।
চকার বরণন্তস্য স রাজা ভক্তিপূর্ব্বকং॥ ৯১॥
বহ্নিশুদ্ধাংশুকযুগং যদ্দত্তং বহ্নিনা পুরা।
দদৌ তদেব কৃষ্ণায় পরিপূর্ণতমায়চ॥ ৯২॥
জ্বলিতং রত্নমুকুটং যদ্দত্তং বিশ্বকর্ম্মণা।
দদৌ তন্মস্তকে রাজা কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ॥ ৯৩॥

সাকার কল্পনা ভিন্ন আর কাহার নিকট হইতে জ্যোতিরুৎপত্তির সম্ভাবনা আছে? ৮৬। ৮৭॥

বৎস নারদ! রাজা ভীষ্মক এইরূপে শ্রীকৃষ্ণের স্তুতিবাদ করিবার পর অন্তরে তাঁহাকে ভাবনা করিয়া পরমানন্দে তাঁহার সেই পদ্মাপূজিত পাদপদ্মে পাদ্য পুষ্প দুর্ব্বা ও অক্ষতযুক্ত অর্ঘ্য ও মধুপর্ক প্রদান করিলেন। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে সুবাসিত গন্ধচন্দন বিলিপ্ত করিয়া দিলেন। ৮৮। ৮৯॥

অনন্তর এই শুভ কর্ম্মোপলক্ষে দেবেন্দ্র যে পারিজাত মাল্য যৌতুক প্রদান করিয়াছিলেন, সেই মালা তাঁহার গলদেশে সমর্পণ করিলেন। ৯০॥

কুবের যে অমূল্য রত্নভূষণ প্রদান করিয়াছিলেন, রাজা ভীষ্মক ভক্তিপূর্ব্বক সেই রত্নভূষণে জামাতাকে বরণ করিলেন। তৎপরে অগ্নির নিকট হইতে যে সমুজ্জ্বল বসনযুগল লব্ধ হইয়াছিল, তাহা সেই পূর্ণতম দয়াময় প্রভু শ্রীকৃষ্ণের করকমলে সমর্পণ করিলেন। ৯১। ৯২॥

তৎপরে সুরশিল্পী বিশ্বকর্ম্মা যে রত্ন মুকুট উপহার প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাও সেই পরমাত্মরূপী দয়াময় শ্রীকৃষ্ণের মস্তকে সন্নিবেশিত হইল। ৯৩॥

ধূপং রত্নপ্রদীপঞ্চ নৈবেদ্যং সুমনোহরং।
নানাপ্রকারং পুষ্পঞ্চ রত্নসিংহাসনং দদৌ॥ ৯৪॥
সপ্ততীর্থোদকঞ্চৈব পুনরাচমনীয়কং।
তাম্বূলঞ্চপরং রম্যংকর্পূরাদিসুবাসিতং॥ ৯৫॥
শয্যাংরতিকরীংরম্যাং পানার্থংবাসিতং জলং।
কৃত্বাচপূজনং রাজা পরীহারং চকার তং।
পুটাঞ্জলিস্ততোরাজা তস্মৈ পুষ্পাঞ্জলিং দদৌ॥ ৯৬॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে রুক্মিণ্যুদ্বাহে
সপ্তাধিক শতকোঽধ্যায়ঃ॥

নারায়ণ উবাচ।

এতস্মিন্নন্তরে দেবী মহালক্ষ্মীশ্চ রুক্মিণী।
আজগাম সভামধ্যে মুনিদেবাদিভির্যুতে॥ ১॥

অনন্তর ধূপ, রত্ন প্রদীপ, মনোহর নৈবেদ্য নানাবিধ পুষ্প, সিংহাসন, পুনরাচমনের নিমিত্ত সপ্তীর্থের উদক, কর্পূরাদি দ্বারা সুবাসিত অতীব উৎকৃষ্ট তাম্বূল, আনন্দজনক রমণীয় শয্যা, ও সুবাসিত সলিল পরাৎপর দয়াময় শ্রীকৃষ্ণকে সমর্পণ করিলেন। অনন্তর রাজা ভীষ্মক এইরূপে তাঁহাকে পূজা করিয়া পরীহার পূর্ব্বক পুনরায় কৃতাঞ্জলিপুটে বারত্রয় পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিলেন। ৯৪। ৯৫। ৯৬॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে রুক্মিণী বিবাহে সপ্তাধিক শততম অধ্যায় সম্পূর্ণ॥

নারায়ণ ঋষি কহিলেন, বৎস নারদ! এদিকে বিবিধ রত্নালঙ্কার বিভূষিত অগ্নির ন্যায় সমুজ্জ্বল পট্টবস্ত্র পরিধানা, কবরীভার ভূষিতা মহালক্ষ্মী রুক্মিণী

রত্নসিংহাসনস্থাচ রত্নালঙ্কারভূষিতা।
অগ্নিশুদ্ধাংশুকাধানা কবরীভারভূষিতা ॥ ২ ॥
পশ্যন্তী সস্মিতা সাধ্বী অমূল্যরত্নদর্পণং।
কস্তূরীবিন্দুভির্যুক্তা স্নিগ্ধচন্দনচর্চ্চিতা।
সিন্দূরবিন্দুনা শশ্বৎ ভালমধ্যস্থলোজ্জ্বলা ॥ ৩ ॥
তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভা শতচন্দ্রসমপ্রভা।
চন্দনোক্ষিতসর্ব্বাঙ্গা মালতীমাল্যশোভিতা।
সপ্তভির্নৃপপুত্রৈশ্চ সমানীতাচ বালকৈঃ ॥ ৪ ॥
দেবেন্দ্রাশ্চ মুনীন্দ্রাশ্চ সিদ্ধেন্দ্রা নৃপপুঙ্গবাঃ।
দদৃশূরুক্মিণীং দেবীং মহালক্ষ্মীংপতিব্রতাং ॥ ৫ ॥
সপ্তপ্রদক্ষিণং কৃত্বা প্রণম্য স্বপতিং সতী।
সিষেচ শীততোয়েন স্নিগ্ধচন্দনপল্লবৈঃ ॥ ৬ ॥

রত্নময় সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়া মুনি ও দেবগণে সমলঙ্কৃত সেই বিবাহ সভায় সমানীত হইলেন। ১। ২॥

তৎকালে সেই সাধ্বী মহালক্ষ্মী হাস্য বদনে রত্নময় দর্পন বিলোকন করিতেছিলেন। বদনে কস্তূরী বিন্দু ও সুগন্ধ চন্দন। কপালমধ্যস্থল সতত সিন্দূর বিন্দুদ্বারা সমুজ্জ্বল। ৩॥

শরীরের আভা উত্তপ্ত সুবর্ণবর্ণ, যেন শত পূর্ণশশী একবারে সমুদিত হইয়াছে। সর্ব্বাঙ্গে চন্দন বিলেপন এবং গলে মালতী মালা। সাত জন রাজকুমার তাঁহাকে বহন করিয়া অনিতেছিল। ৪॥

দেবেন্দ্রগণ, মুনীন্দ্রগণ, সিদ্ধেন্দ্রগণ ও মূর্দ্ধাভিষিক্ত রাজেন্দ্রগণ সেই পতিপ্রাণা, মহালক্ষ্মী রুক্মিণীকে এক দৃষ্টে অবলোকন করিতে লাগিলেন। ৫॥

রুক্মিণী সভায় সমানীত হইয়া সাতবার প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক স্বীয় পতিকে প্রণাম এবং যেমন সুস্নিগ্ধ চন্দনপল্লবে করিয়া তাঁহার অঙ্গে সুশীতল সলিল সেচন করিতে লাগিলেন, অমনি জগৎকান্ত কৃষ্ণও সেই শান্তিময়ী হাস্যা-

তাং সিষেচ জগৎকান্তঃ কান্তাং শান্তাঞ্চ সস্মিতাং।
দদর্শ কান্তঃ কান্তাঞ্চকান্তা কান্তং শুভক্ষণে॥ ৭॥
অথ দেবী পিতুঃ ক্রোড়ে সমুবাস শুভাননা।
লজ্জয়া নম্রবদনা জ্বলন্তী চ স্বতেজসা॥ ৮॥
রাজা দেবেশ্বরীং তস্মৈ পরিপূর্ণতমায়চ।
প্রদদৌ সম্প্রদানেন বেদমন্ত্রেণ নারদ॥ ৯॥
বসুদেবাজ্ঞয়া কৃষ্ণঃ স্বস্তীত্যুক্ত্বা স্থিতোমুদা।
জগ্রাহ দেবীং দেবশ্চ ভবানীঞ্চ ভবোযথা॥ ১০॥
সুবর্ণানাং পঞ্চলক্ষং কৃষ্ণায় পরমাত্মনে।
দক্ষিণাঞ্চ দদৌ রাজা পরিপূর্ণতমায়চ॥ ১১॥
শুভকর্ম্মণি নিষ্পন্নে কৃত্বা কন্যাঞ্চ বক্ষসি।
রুরোদ রাজা মোহেন মুনিদেবেন্দ্র সংসদি॥ ১২॥

ননা কান্তার অঙ্গে বারি সেচন করিতে আরম্ভ করিলেন। তৎপরে শুভক্ষণে কান্ত কান্তাকে এবং কান্তা কান্তকে বিলোকন করিতে লাগিলেন। ৬। ৭॥

অনন্তর সুভাননা দেবী রুক্মিণী লজ্জায় নম্রবদন হইয়া পিতার ক্রোড়দেশে উপবেশন করিলেন। দেহপ্রভায় বোধ হইতে লাগিল, যেন তাঁহার জ্বলিতেছে। ৮॥

বৎস নারদ! ঐ সময় রাজা ভীষ্মক বেদ মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক সেই পূর্ণতম বিভু শ্রীকৃষ্ণের করে মহালক্ষ্মী রুক্মিণীকে সম্প্রদান করিলেন। ৯॥

তখন বসুদেবের আজ্ঞাক্রমে শ্রীকৃষ্ণ "স্বস্তি" এই বাক্য বলিয়া মহানন্দে মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন, এবং ভূতভাবন ভগবান ভব যেমন ভবানীর পাণি গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেইরূপে রুক্মিণীর পাণিগ্রহণ করিলেন। ১০॥

তৎপরে রাজা ভীষ্মক দক্ষিণার্থ পূর্ণতম প্রভু পরমাত্মরূপী দয়াময় কৃষ্ণকে পঞ্চ লক্ষ দীনার দক্ষিণা প্রদান করিলেন। ১১॥

এইরূপে শুভকার্য্য সম্পূর্ণ হইলে রাজা ভীষ্মক মোহবশতঃ সেই মুনি ও

পরীহারেণ বচসা কৃত্বা তস্মৈ সমর্পণং।
সিষেচ কন্যাং ধন্যাঞ্চ নেত্রযুগ্মজলেনচ ॥ ১৩।

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্ত"মহাপুরাণে শ্রীকৃষ্ণ জন্মখণ্ডে
রুক্মিণ্যুদ্বাহে অষ্টাধিক শতকোঽধ্যায়ঃ ॥

নারায়ণ উবাচ।

এতস্মিন্নন্তরে রাজ্ঞী রুক্মিণীজননী শুভা।
পতিপুত্রবতীভিশ্চ সাধ্বীভিঃ সহিতা মুদা ॥ ১ ॥
আগত্য মঙ্গলং কৃত্বা তত্র নির্ম্মঞ্ছনাদিকং।
দম্পতী বেশয়ামাস রত্ননির্ম্মাণমন্দিরং। ২ ॥
নানাচিত্রবিচিত্রাঢ্যং হীরাহারেণ ভূষিতং।
মুক্তামাণিক্যরত্নেন সুদীপ্তং দর্পণেনচ ॥ ৩ ॥

দেবেন্দ্রসভামধ্যে কন্যাকে বক্ষে ধারণ করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন, এবং ক্ষণবিলম্বে পরীহার পূর্ব্বক তাঁহকে সমর্পণ করিলেন। তাঁহার অশ্রুজলে কৃতার্থা কন্যার কলেবর অভিষিক্ত হইয়া উঠিল। ১২। ১৩॥

ইতি ব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে শ্রীকৃষ্ণ জন্মখণ্ডে রুক্মিণী বিবাহে অষ্টাধিক শততম অধ্যায় সম্পূর্ণ ॥

নারায়ণ কহিলেন, বৎস নারদ! ঐ সময় রুক্মিণীজননী রাজমহিষী পতিপুত্রবতী সাধ্বী কুলকামিনীগণের সহিত পরমানন্দে অগ্রসর হইয়া মঙ্গলকার্য্য সমাধানের পর বরকন্যা লইয়া সুসজ্জিত রত্নময় মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। ১। ২ ॥

গৃহটি নানাবিধ চিত্রবিচিত্রে পরিপূর্ণ, হীরকদামে বিভূষিত, চতুর্দ্দিকে মুক্তা, মাণিক্য ও দর্পণ যেন জ্বলিতেছে। ৩ ॥

দদর্শ কৃষ্ণস্তত্রৈব দুর্গাং দুর্গতিনাশিনীং।
সরস্বতীঞ্চ সাবিত্রীং রতিঞ্চ রোহিণীং সতীং॥ ৪॥
দেবপত্নীং রাজপত্নীং মুনিপত্নীং পতিব্রতাং।
রত্নসিংহাসনস্থাঞ্চ রত্নভূষণভূষিতাং॥ ৫॥
উত্তস্থুস্তঞ্চ দৃষ্ট্বাচ শ্রীকৃষ্ণং জগতীপতিং।
রত্নসিংহাসনে রম্যে বাসয়ামাস তং মুদা॥ ৬॥
স্তুতিঞ্চক্রুর্দেবপত্ন্যোমুনিপত্ন্যশ্চ মাধবং।
পুটাঞ্জলিযুতাস্তত্র ক্রমেণচ পৃথক্ পৃথক্॥ ৭॥
ভোজয়ামাস রাজ্ঞীচ বরেণ সহ কন্যকাং।
সকর্পূরং সতাম্বূলং প্রদদৌ বাসিতং জলং॥ ৮॥
দুর্গা কৃষ্ণায় প্রদদৌতত্র মঙ্গলপত্রিকাং।
সর্ব্বাসামাজ্ঞয়া দেবী পঠেতি তমুবাচ সা॥ ৯॥

শ্রীকৃষ্ণ গৃহপ্রবেশ করিয়া দেখিলেন, তথায় দুর্গতিনাশিনী সাধ্বী ভগবতী দুর্গা, সরস্বতী, সাবিত্রী, রতি, রোহিণী, দেবপত্নী, রাজপত্নী, ও মুনি পত্নী সকল উৎকৃষ্ট রত্নালঙ্কারে বিভূষিত হইয়া রত্নময় সিংহাসনে অসীন রহিয়া-ছেন। ৪। ৫॥

সেই জগতীনাথ শ্রীকৃষ্ণ গৃহ প্রবেশ করিবামাত্র তাঁহাকে দর্শন করিয়া সকলে গাত্রোত্থান করিলেন এবং ব্যস্ত সমস্ত হইয়া পরমানন্দে তাঁহাকে রত্নময় পরম রমণীয় সিংহাসনে উপবেশন করাইলেন। ৬॥

পরে দেবপত্নীও মুনিপত্নীগণ সকলেই ক্রমে ক্রমে পৃথক্ পৃথক্ রূপে কৃতাঞ্জলি পুটে তাঁহাকে স্তব করিতে লাগিলেন। ৭॥

ভীষ্মকমহিষী বরকন্যাকে ভোজন করাইয়া সুবাসিত জল ও কর্পূর বাসিত তাম্বুল প্রদান করিলেন। ৮॥

তৎপরে সকলের ইচ্ছাক্রমে দেবী ভগবতী শ্রীকৃষ্ণের করে এক পত্রিকা প্রদান করিয়া, কহিলেন "এই পত্রখানি পড় দেখি"। ৯॥

পপাঠ পত্রিকাং কৃষ্ণো দেবীসংসদি সম্মতঃ।
লক্ষ্মীঃ সরস্বতী দুর্গা সাবিত্রী রাধিকা সতী ॥ ১০ ॥
তুলসী পৃথিবী গঙ্গারুন্ধতী যমুনা দিতিঃ।
শতরূপাচ সীতাচ দেবহুতীচ মেনকা ॥ ১১ ॥
দেব্যশ্চৈতা দম্পতীনাং কুর্ব্বন্তু মঙ্গলং পরং।
পপাঠ চেতিকৃষ্ণশ্চ শুশ্রুবুর্জহসুশ্চ তাঃ ॥ ১২ ॥

পার্ব্বত্যুবাচ।

রুক্মিণীং রুক্মিণীকান্ত ত্বাং পশ্যন্তীঞ্চ সস্মিতাং।
পশ্য প্রৌঢ়াং রূপবতীং সুন্দরীং নবযৌবনাং ॥ ১৩ ॥

শচ্যুবাচ।

তব যোগ্যাচ যুবতী রত্নভূষণভূষিতা।
ত্বাং প্রার্থয়ন্তী সুচিরমবমন্যান্যমীশ্বরং ॥ ১৪ ॥

শ্রীহরি সম্মত হইয়া তাঁহাদিগের সমক্ষে সেই পত্রিকা পাঠ করিতে লাগিলেন। "লক্ষ্মী, সরস্বতী, দুর্গা, সাবিত্রী, সতী রাধিকা, তুলসী, পৃথিবী, গঙ্গা, অরুন্ধতী, যমুনা, দিতি, শতরূপা, সীতা, দেবহুতী ও মেনকা, এই সকল দেবীরা বরকন্যার যার পর নাই মঙ্গল সাধন করুন" এই বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ যেমন পত্র পাঠ করিতে লাগিলেন, অমনি তাঁহারাও শুনিয়া হাসিতে আরম্ভ করিলেন। ১০। ১১। ১২ ॥

পার্ব্বতী কহিলেন, ওহে রুক্মিণীকান্ত! দেখ দেখ! রুক্মিণী হাস্যবদনে তোমাকে দেখিতেছে! তুমিও এই নবোঢ়া নবযৌবনা রূপবতী সুন্দরীর প্রতি একবার দৃষ্টিপাত কর। ১৩ ॥

শচী কহিলেন, এই যুবতী রত্নালঙ্কার ধারণ করিয়া কেমন সজ্জিত হইয়াছে! যেমন বর তাহার উপযুক্ত কন্যা হইয়াছে। কত শত স্থানে কত রাজপুত্রের কথা হইয়াছিল, কিন্তু আমাদের রুক্মিণী তোমা ভিন্ন আর কাহাকেও মনোনীত করে নাই। ১৪ ॥

সাবিত্রী উবাচ।

যথাবরস্তথাকন্যা বিধিনা যোজিতা পুরা।
বিদগ্ধায়া বিদগ্ধেন সর্ব্বত্র সঙ্গমঃ শুভঃ ॥ ১৫ ॥

রত্যুবাচ।

ঈশ্বরেণ পরীহাসং কাবা কর্ত্তুং ক্ষমা ভুবি।
ধ্যানাসাধ্যোদুরারাধ্যোবরমন্যান্যমীশ্বর ॥ ১৬ ॥
সত্যং ব্রূহি জগন্নাথ কামিনীনাঞ্চ সংসদি।
কীদৃশী রাধিকা রম্যা রুক্মিণীবাপি কীদৃশী ॥ ১৭ ॥

সরস্বত্যুবাচ।

রাধায়াং যাদৃশীপ্রীতী রুক্মিণ্যাং নৈব তাদৃশী।
সা সঙ্গিনী পূর্ব্বকালে সর্ব্বক্রীড়াসু রঙ্গিনী ॥ ১৮ ॥
প্রাণাধিষ্ঠাত্রীদেবী সা পঞ্চপ্রাণাধিকা সতী।
রুক্মিণী কমলা সাক্ষাৎ সম্পদামধিদেবতা।
সর্ব্বশক্তিস্বরূপাচ কৃষ্ণস্যপরমাত্মনঃ ॥ ১৯ ॥

সাবিত্রী কহিলেন বিধাতা পূর্ব্ব হইতেই যেমন বর, তার তেমনি কন্যা যোজনা করিয়া রাখিয়াছেন। রসিকে রসিকে মিলনই শুভজনক। ১৫ ॥

রতি কহিলেন, যিনি ধ্যানের অগম্য যিনি আরাধনার অতীত, যাহা হইতে শ্রেষ্ঠতম আর জগতে নাই, পৃথিবীতে তাঁহার সহিত পরিহাস করা কাহার সাধ্য? তা যা হউক, জগন্নাথ! এই কামিনীমণ্ডলের মধ্যে সত্য করিয়া বল দেখি, রাধিকাটি কেমন, আর আমাদের রুক্মিণীটিই বা কেমন। ১৬।১৭ ॥

সরস্বতী কহিলেন, রাধার প্রতি যেমন অনুরাগ, আমাদের রুক্মিণীর প্রতি কি তেমন হবে? তিনি সেকালের সঙ্গিনী ও সকল প্রকার রসে

বুদ্ধেরপ্যধিকা দেবী দুর্গা নারায়ণী পরা।
বেদাধিষ্ঠাতৃদেবী ত্বং সাবিত্রী বেদমাতৃকা।
বিদ্যাধিদেবতাহঞ্চ ততো ন্যাসকলাকলা ॥ ২০ ॥
ন ব্রহ্মণি বিশেষোন গণেশেচ দিনেশ্বরে।
ন ভক্তেষু ন পদ্মায়াং নশিবায়াঞ্চমামপি।
প্রসাদোযাদৃশস্তস্যামেতেষুচ ন তাদৃশঃ ॥ ২১ ॥
ত্রৈলোক্যে পৃথিবী ধন্যা সুপুণ্যং ভারতং যতঃ।
তত্র বৃন্দাবনং ধন্যং রাধাপাদাব্জচিহ্নিতং ॥ ২২ ॥
সর্ব্বেষামপিদেবানাং রাধাপুণ্যবতী সতী।
রাধাপাদাব্জনখরে দদৌ স্নিগ্ধমলক্তকং।
অয়মেবমিতিশ্রুত্বা জহসুঃ সর্ব্বযোষিতঃ ॥ ২৩ ॥

রঙ্গিনী, তিনি প্রাণের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা; এমন কি পঞ্চ প্রাণ হইতেও অধিক। আর আমাদের রুক্মিণী সাক্ষাৎ লক্ষ্মী; সম্পদের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা; কিন্তু পরমাত্মরূপী কৃষ্ণের সর্ব্ব-শক্তি স্বরূপিণী। ১৮। ১৯ ॥

নারায়ণী দেবী দুর্গা, এই পরমাত্মরূপী মহাপুরুষের বুদ্ধির অধিষ্ঠাত্রী দেবী। সাবিত্রি! তুমি বেদমাতা, সুতরাং বেদের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, আমি বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী, আর আর সকলে উহার অন্যান্য অঙ্গস্বরূপা। ২০ ॥

রাধিকার প্রতি ইহার যাদৃশ অনুরাগ, কি ব্রহ্মা, কি গণেশ, কি দিনেশ, কি ভক্তজন, কি পদ্মা, কি শিবা, কি আমি আমাদিগের কাহারও প্রতি ইহার সেরূপ সমাদর নাই। ২১।

ত্রিভুবনমধ্যে পৃথিবীই ধন্যা, কারণ পবিত্রতম ভারতভূমি ইহাতে বিরাজমান রহিয়াছে। আবার ভারতভূমি হইতে বৃন্দাবন অতি প্রশংসনীয় স্থান। কারণ বৃন্দাবন শ্রীরাধার পাদপদ্মে সমাঙ্কিত রহিয়াছে। ২২ ॥

সমস্ত দেবগণমধ্যে রাধাই পুণ্যবতী এবং রাধাই সাধ্বী। ইনিই রাধার

ধ্যায়ন্তে দূরতঃ সর্ব্বা রাধা বক্ষস্থলস্থিতা।
তস্মাদ্রাধাং নমস্কৃত্যতুলনামংস্যতে কিল ॥ ২৪ ॥
সরস্বতীবচঃ শ্রুত্বা সাবিত্রী পার্ব্বতী সতী।
অন্যাশ্চ যোষিতঃ সর্ব্বাঃ সাধুসাধ্বীত্যুবাচ হ ॥ ২৫ ॥
লোপামুদ্রানুসূয়াচাপ্যহল্যারুন্ধতীতথা।
সর্ব্বাস্তামুনিপত্ন্যশ্চরভসংক্রুরীশ্বরং ॥ ২৬ ॥
অথ দেবাংশ্চ ভূপাংশ্চমুনীন্দ্রাংশ্চাপি ভীষ্মকঃ।
পূজয়ামাস বিধিনা ভোজয়ামাস সাদরং ॥ ২৭ ॥
খাদ্যতাং খাদ্যতাং লোকা দীয়তাং দীয়তামিতি।
শব্দোবভূব নগরে বাদ্যসঙ্গীতমঙ্গলৈঃ ॥ ২৮ ॥
অথ প্রভাতে ব্রহ্মেশশেষাদ্যাস্ত্রিদশাস্তথা।
যানমারোহণংভূপাশ্চক্রিরেচত্বরান্বিতাঃ ॥ ২৯ ॥

পদনখরে সুস্নিগ্ধ অলক্তক প্রদান করিয়াছেন। সরস্বতীর এইরূপ বচন বিন্যাস শ্রবণ করিবামাত্র অন্যান্য রমণীরা হাস্য করিয়া উঠিলেন। ২৩ ॥

বীণাপাণি পুনরায় কহিলেন, অন্যান্য সকলে দূরে অবস্থান করিয়া কৃষ্ণকে ধ্যান করে, কিন্তু রাধা উঁহার বক্ষস্থলে অবস্থান করেন; অতএব রাধাকে পূজা করিলে রুক্মিণী রাধার তুল্য পদবীতে পদার্পণ করিতে পারিবেন। সরস্বতীর বচনরচনা শ্রবণ করিয়া দেবী সাবিত্রী, সতী পার্ব্বতী ও অন্যান্য রমণীরা সকলেই সরস্বতীকে সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। ২৪। ২৫ ॥

লোপামুদ্রা, অনুসূয়া, অহল্যা ও অরুন্ধতী প্রভৃতি মুনিপত্নীরা কৃষ্ণকে লইয়া নানাবিধ কৌতুক করিতে লাগিলেন। ২৬ ॥

এদিকে রাজা ভীষ্মক দেবগণ, মুনিগণ ও নরপালগণকে পরম সমাদরে ভোজন করাইতে লাগিলেন। ২৭ ॥

নগরমধ্যে মঙ্গলবাদ্য ও মঙ্গল সঙ্গীতের সহিত মিশ্রিত হইয়া কেবল "খাও খাও, দেও দেও" এই শব্দ সমুচ্চরিত হইতে লাগিল। ২৮ ॥

রাজা মহোগ্রসেনশ্চ বসুদেবস্ত্বরান্বিতঃ।
কারয়ামাস যাত্রাঞ্চ শ্রীকৃষ্ণং রুক্মিণীং সতীং॥ ৩০॥
সুভদ্রা রুক্মিণীমাতা কন্যাং কৃত্বাস্ববক্ষসি।
রুরোদোচ্চৈস্তং সখীভির্বান্ধবৈরিত্যুবাচ সা॥ ৩১॥

সুভদ্রোবাচ।

ক্ব যাসি মাং পরিত্যজ্য বৎসে মাতরমীশ্বরি।
কথং জীবামিত্বাং ত্যক্ত্বা কথং ত্বং বাপি জীবসি॥ ৩২॥
মহালক্ষ্মীর্মগৃহাং কন্যারূপাচ মায়য়া।
বসুদেবালয়ং যাসি বাসুদেবপ্রিয়া সতী।
ইত্যুক্ত্বাকন্যকাং শোকাৎ সিষেচনেত্রজৈর্জ্জলৈঃ॥ ৩৩॥

অনন্তর রজনী প্রভাত হইলে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর প্রভৃতি দেবগণ ও অন্যান্য নরপতিগণ সত্বরে স্ব স্ব যানে অধিরোহণ করিলেন। ২৯॥

রাজা উগ্রসেন ও বসুদেব ত্বরমান হইয়া শুভক্ষণে কৃষ্ণ ও সতী রুক্মিণীকে যাত্রা করাইলেন। ৩০॥

ঐ সময় রুক্মিণীজননী সুভদ্রা কন্যাকে বক্ষে করিয়া উচ্চৈস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে অন্যান্য সখীগণ ও বন্ধুবান্ধবগণেরও অনর্গল অশ্রুজল বিগলিত হইতে লাগিল। ৩১।

তখন সুভদ্রা "বৎসে! আমি তোমার জননী; আমাকে পরিত্যাগ করিয়া কোথায় যাইতেছ? আমি তোমাবিহনে কিরূপে জীবন ধারণকরিব? তুমিই বা আমাভিন্ন কিরূপে দেহে প্রাণ ধারণ করিয়া থাকিবে? ৩২॥

বৎসে! তুমি মায়াময়ী মহালক্ষ্মী, কন্যারূপে আমার ভবনে সমাগত হইয়াছ। এক্ষণে ছলনাক্রমে বাসুদেবের প্রিয়তমা হইয়া আমার ভবন হইতে বাসুদেব গৃহে গমন করিতেছ" এই বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন, তাঁহার অশ্রুজলে রুক্মিণীর কলেবর অভিষিক্ত হইয়া উঠিল। ৩৩॥

ভীষ্মকঃ সাশ্রুনেত্রশ্চকন্যাং কৃষ্ণে সমর্প্যচ।
তঞ্চ কৃত্বা পরীহারং রুরোদোচ্চৈরতীব সঃ॥ ৩৪॥
রুরোদ রুক্মিণীদেবী শ্রীকৃষ্ণশ্চাপি মায়য়া।
রথমারোহয়ামাস বসুদেবঃ সুতং বধূং॥ ৩৫॥
এতস্মিন্নন্তরে রাজা জামাত্রে যৌতুকং দদৌ।
গজেন্দ্রাণাং সহস্রঞ্চ ষড়্গুণঞ্চতুরঙ্গমং॥ ৩৬॥
দাসীনাঞ্চ সহস্রঞ্চ কিঙ্করাণাং শতং শতং।
রত্নানাঞ্চ সহস্রঞ্চ অমূল্যরত্নভূষণং॥ ৩৭॥
স্বর্ণানাং পরিশুদ্ধানাং পঞ্চলক্ষঞ্চ সাদরং।
তোয়ভোজনপাত্রাণি কৃতানি বিশ্বকর্ম্মণা॥ ৩৮॥
সুবর্ণাণিচ রম্যাণি সুরভীং প্রদদৌ মুদা।
ধেনুং দুগ্ধবতীনাঞ্চ সবৎসানাং সহস্রকং।
অমূল্যানিচ রম্যাণিবহ্নিশুদ্ধাংশুকানিচ॥ ৩৯॥

ঐ সময় মহীপতি ভীষ্মকও গলদশ্রুমুখে রুক্মিণীকে কৃষ্ণের করে সমর্পণ করিয়া তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন এবং অতীব উচ্চৈস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। ৩৪॥

দেবী রুক্মিণীও রোদন করিতে লাগিলেন। মায়াবশে শ্রীকৃষ্ণের বক্ষস্থল নয়নজলে ভাসিতে লাগিল। তখন বসুদেব বরবধূকে রথে আরোপিত করিলেন। ৩৫।

ঐ সময় রাজা ভীষ্মক জামাতাকে সহস্র গজেন্দ্র তাহার ছয়গুণ অশ্ব, সহস্র পরিচারিকা, শত শত কিঙ্কর, সহস্র সহস্র রত্ন ও অমূল্য রত্নময় ভূষণ, বিশুদ্ধ সুবর্ণের পঞ্চলক্ষ দীনার, বিশ্বকর্ম্মার বিনির্ম্মিত অতি রমণীয় স্বর্ণময় পান পাত্র ও ভোজন পাত্র; সুরভী ধেনু, সবৎসা সহস্র দুগ্ধবতী ধেনু, এবং অতি মহার্হ বহ্নির ন্যায় সমুজ্জ্বল উৎকৃষ্ট অম্বর প্রভৃতি দ্রব্য সকল পরম সমাদরে যৌতুক প্রদান করিলেন। ৩৬। ৩৭। ৩৮। ৩৯॥

বসুদেবশ্চোগ্রসেনোদেবৈশ্চমুনিভিঃ সহ।
প্রহৃষ্টবদনঃ শীঘ্রং দ্বারকাভিমুখং যযৌ ॥ ৪০ ॥
প্রবিশ্য স্বপুরং রম্যাং কারয়ামাস মঙ্গলং।
বাদ্যঞ্চ বাদয়ামাস সুন্দরং সুমনোহরং ॥ ৪১ ॥
দেবকী রোহিণী রম্যা যশোদা নন্দগেহিনী।
অদিতিশ্চদিতিশ্চৈব তথৈবোদ্ধবকামিনী ॥ ৪২ ॥
শ্রীকৃষ্ণং রুক্মিণীং রম্যাং বিলোক্যচ পুনঃ পুনঃ।
গৃহং প্রবেশয়ামাস কারয়ামাস মঙ্গলং ॥ ৪৩ ॥
চতুর্ব্বিধং ভোজয়িত্বা দেবাংশ্চ মুনিপুঙ্গবান্।
নৃপাংশ্চবান্ধবাংশ্চৈব পরীহারং চকার সঃ ॥ ৪৪ ॥
ভট্টেভ্যোব্রাহ্মণেভ্যোঽপি দদৌ রত্নাদিকং মুদা।
তাংশ্চাপি ভোজয়ামাস পরিতুষ্টান্ প্রশংসিতান্ ॥ ৪৫ ॥

অনন্তর বাসুদেব ও রাজা উগ্রসেন উভয়ে দেবগণ ও মুনিগণ সমভিব্যাহারে পরমানন্দে বরবধূ লইয়া দ্বারকাভিমুখে যাত্রা করিলেন। ৪০ ॥

পরে অতি রমণীয় স্বীয়পুরী দ্বারকামধ্যে প্রবেশ করিয়া নানাবিধ মঙ্গল কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। অত্যুৎকৃষ্ট সুমধুর বাদ্য সকল বাদিত হইতে লাগিল। ৪১।

দৈবকী, রোহিণী নন্দগৃহিণী যশোদা, দিতি, অদিতি ও উদ্ধবপত্নী ইহারা সকলে বারম্বার বরবধূ বিলোকন করিতে করিতে বরকন্যা গৃহপ্রবেশ করিলেন, এবং নানাবিধ মঙ্গল কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। ৪২।৪৩ ॥

রাজা উগ্রসেন দেবগণ, মুনিগণ, ভূপালগণ ও বন্ধুবান্ধবগণকে চর্ব্ব্যচোষ্য, লেহ্য পেয়াদি বিবিধ দ্রব্যে ভোজন করাইয়া সকলের নিকট যথাবিধি অনুনয় বিনয় করিলেন। ৪৪ ॥

পরে পরমানন্দেভট্ট ও ব্রাহ্মণদিগকে ধন রত্ন প্রদান পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে পর্য্যাপ্ত পরিমাণ ভোজন করাইলেন। ৪৫ ॥

এবং ভুক্ত্বা ধনং লব্ধ্বা যযুঃ সর্ব্বে গৃহং মুদা।
মঙ্গলং কারয়ামাস বসুদেবস্য বল্লভা॥ ৪৬॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তমহাপুরাণে শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে
রুক্মিণ্যুদ্বাহে নবাধিক শততমোঽধ্যায়ঃ॥

নারায়ণ উবাচ।

আগতেষু গতেষ্বেবং সাঙ্গে মঙ্গলকর্ম্মণি।
নন্দোযশোদয়া সার্দ্ধং পুত্রাভ্যাং স সমাযযৌ॥ ১॥

যশোদোবাচ।

জ্ঞানঞ্চ ভবতা দত্তং পিত্রে নন্দায় মাধব।
মাঞ্চাপি মাতরং বৎস কৃপাং কুরু কৃপানিধে॥ ২॥

এইরূপে সকলে ভোজনাদি সমাপন ও ধন রত্নাদি লাভ করিয়া পরমানন্দে স্ব স্ব গৃহে গমন করিলেন। এদিকে বসুদেবপ্রিয়তমা দৈবকীও বিবিধ মঙ্গল কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। ৪৬॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্ত মহাপুরাণে রুক্মিণী বিবাহে নবাধিক শততম অধ্যায় সম্পূর্ণ।

নারায়ণ কহিলেন, দেবর্ষি! বৈবাহিক কার্য্যোপলক্ষে যাঁহারা দ্বারকায় সমাগত হইয়াছিলেন, কার্য্য সমাপ্তির পর তাঁহারা সকলে স্ব স্ব ভবনে প্রস্থান করিলে, গোপরাজ নন্দ যশোদাকে সমভিব্যাহারে লইয়া পুত্রদ্বয়ের নিকটে গমন করিলেন। ১।

যশোদা গিয়া শ্রীকৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎস মাধব! তুমিত তোমার পিতা নন্দকে জ্ঞান প্রদান করিয়াছ, কৃপানিধে! আমি তোমার মাতা, অতএব কৃপা করিয়া আমাকেও জ্ঞান প্রদান কর। ২॥

মামুদ্ধর মহাভাগ ধরোদ্ধরণকারণ।
ভবাব্ধিতরণে ভীমে ভীতাঞ্চ পতিতামপি॥ ৩॥
মায়াময়ী সা প্রকৃতির্ভবাব্ধিতরণে তরিঃ।
ত্বমেকর্ণধারশ্চ ভক্তোত্তীর্ণে কৃপাময়॥ ৪॥
যশোদাবচনংশ্রুত্বা জহাস পুরুষোত্তমঃ।
উবাচ মাতরং ভক্ত্যা জ্ঞানিনাঞ্চগুরোগুরুঃ॥ ৫॥

শ্রীভগবান্ উবাচ।

জ্ঞানং যোগাত্মকং মাতর্জ্জ্ঞানঞ্চ বিষয়াত্মকং।
জ্ঞানং সিদ্ধাত্মকং শ্রেষ্ঠং মদ্দাস্যকারণং শুভং॥ ৬॥
জ্ঞানং পঞ্চবিধং প্রোক্তং সর্ব্ববেদেষু সম্মতং।
ভক্ত্যাত্মকং সর্ব্বপরং তেষাঞ্চ লক্ষণং শৃণু॥ ৭॥
ক্ষুৎপিপাসাদিকানাঞ্চ খণ্ডনং স্বান্তশোধনং।
নাড়ীনাং শোধনংচৈব চক্রাণামপি ভেদনং॥ ৮॥

মহাভাগ! তুমি ত বসুন্ধরার যাবতীয় জীবের উদ্ধার সাধনের একমাত্র কারণ; তবে কি নিমিত্ত আমার উদ্ধার সাধনে তৎপর না হইবে? আমি এই ভয়ঙ্কর ভবাব্ধি পারের নিমিত্ত নিতান্ত ভীত ও একান্ত পতিত হইয়াছি। ৩॥

কৃপাময়! তোমার সেই মায়াময়ী প্রকৃতি রাধা এই ভবসাগর পারের তরণী, আর তুমি ভক্তগণকে উদ্ধার করিবার একমাত্র কর্ণধার। ৪॥

যশোদার বচন শ্রবণে সেই জ্ঞানিগণের গুরুর গুরু ভগবান্ পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ হাস্য করিয়া ভক্তিভাবে মাতাকে কহিতে লাগিলেন। ৫॥

মাতঃ! জ্ঞান পঞ্চপ্রকার; যোগাত্মক, বিষয়াত্মক, সিদ্ধাত্মক, ভক্ত্যাত্মক, ও মোক্ষাত্মক। এই পঞ্চপ্রকার জ্ঞানই চারিবেদ সম্মত, তন্মধ্যে ভক্ত্যাত্মক জ্ঞানই সর্ব্ব প্রধান। এক্ষণে ক্রমশঃ ইহাদিগের লক্ষণ নির্দ্দেশ করিতেছি শ্রবণ করুন। ৬। ৭।

যোগাত্মক জ্ঞানলাভ করিতে হইলে প্রথমতঃ ক্ষুধা তৃষ্ণা রোধ করিয়া

শক্তিকুণ্ডলিনীযুক্তমীশ্বরং চিন্তয়েত্ততঃ।
ইন্দ্রিয়াণাঞ্চ দমনং লোভাদীনাঞ্চ বর্জ্জনং ॥ ৯ ॥
মূলাধারস্বাধিষ্ঠানং মণিপূরমনাহতং।
বিশুদ্ধঞ্চ তদাজ্ঞাখ্যং চক্রং ষটকং প্রকীর্ত্তিতং ॥ ১০ ॥
নারীণামপিদুর্ব্বোধং মূর্খানাঞ্চ বিশেষতঃ।
জ্ঞানং যোগাত্মকং সাধ্বি সিদ্ধানাং সাধ্যমীপ্সিতং ॥ ১১ ॥
জন্তূনামপি সর্ব্বেষাং জ্ঞানং স্ববিষয়ে তথা।
শ্রুতাঃ সর্ব্বে বিলীয়ন্তে স্বেচ্ছয়াচ মদীয়য়া ॥ ১২ ॥
সিদ্ধাত্মকঞ্চ সিদ্ধানাং নিযুক্তং সর্ব্বকর্ম্মণ্।
চতুস্ত্রিংশঃ সুসিদ্ধানাং সাধনং বোধনং তথা ॥ ১৩ ॥
জ্ঞানং মোক্ষাত্মকং শুদ্ধং পদং নির্ব্বাণকারণং।
নিবৃত্তিমার্গমারূঢ়ং ভক্তস্তং নৈববাঞ্ছতি ॥ ১৪ ॥

অন্তঃশরীর শোধন আবশ্যক। তৎপরে ঈড়াদি নাড়ীর শোধন করিয়া ষট্ চক্র ভেদ করিতে হয়, তাহার পর কুলকুণ্ডলিনী-শক্তিযুক্ত পরমাত্মাকে চিন্তা করিতে হয়। দর্শনাদি ইন্দ্রিয় সকল বশে রাখিয়া লোভাদিরিপুবর্গকে বর্জ্জন করা উচিত। ৮। ৯।

মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপূর, অনাহত, বিশুদ্ধ ও তদাজ্ঞাখ্য এই ছয়টিকে ষট্ চক্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। ১০ ॥

ষট্ চক্র ভেদ নারীগণের পক্ষে, বিশেষতঃ মূর্খগণের পক্ষে নিতান্ত দুর্ব্বোধ। যাতঃ এই যোগাত্মক জ্ঞান সিদ্ধগণেরই সাধ্য ও অভিলষিত। ১১ ॥

আর বিষয়াত্মক জ্ঞান, সামান্যতঃ সকল জন্তুর পক্ষেই সঙ্গত। কারণ যেমন জ্ঞান উদ্ভূত হইল, অমনি আবার আমার ইচ্ছাক্রমেই বিলীন হইয়া গেল। ১২ ॥

সিদ্ধাত্মক জ্ঞান, সিদ্ধগণের সকল কার্য্যেই নিযুক্ত হয়, যাঁহারা যথার্থ সিদ্ধ তাঁহাদিগের সাধন ও উদ্বোধ চতুস্ত্রিংশৎ প্রকার। ১৩ ॥

মোক্ষাত্মক জ্ঞান অতি বিশুদ্ধ। তাহাতে একেবারে নির্ব্বাণপদ লাভ

ভক্ত্যাত্মকঞ্চ যদ্‌জ্ঞানং তুভ্যং রাধা প্রদাস্যতি।
তস্যাঞ্চ মানুষং ভাবং ত্যক্ত্বা জ্ঞানং করিষ্যসি ॥ ১৫ ॥
নন্দায় দত্তং যদ্‌জ্ঞানং তচ্চ তুভ্যং প্রদাস্যতি।
গচ্ছ নন্দব্রজং মাতর্নন্দেন সহ সাদরং ॥ ১৬ ॥
ইত্যুক্ত্বা বিনয়ং কৃত্বা জগাম স্বান্তরং হরিঃ।
নন্দোযশোদয়া সার্দ্ধং প্রযযৌ কদলীবনং ॥ ১৭ ॥
দদর্শ রাধাং তত্রৈব নিদ্রিতাং ত্যক্তভূষণাং।
দধানাং শুক্লবস্ত্রঞ্চ নিরাহারাং কৃশোদরীং ॥ ১৮ ॥
পঙ্কস্থে পঙ্কজদলে সজলে চন্দনার্চ্চিতে।
শয়ানাং শুষ্কিতৌষ্ঠীঞ্চ সাশ্রুনেত্রাঞ্চ মূর্চ্ছিতাং ॥ ১৯ ॥

হইয়া থাকে। কিন্তু যাঁহারা প্রকৃত ভক্ত বলিয়া গণ্য, তাঁহারা কথনই নিবৃত্তিমার্গের পথিক হইতে অভিলাষ করেন না। ১৪ ॥

আর যাহা ভক্ত্যাত্মক জ্ঞান, তাহা শ্রীরাধা আপনাকে প্রদান করিবেন। আপনি তাঁহার প্রতি মনুষ্যবুদ্ধি পরিত্যাগ করিবেন। আমি পিতা নন্দকে যে জ্ঞান প্রদান করিয়াছি, তিনি আপনাকে সেই জ্ঞান প্রদান করিবেন। মাতঃ! এক্ষণে স্বচ্ছন্দে নন্দের সহিত নন্দব্রজে গমন করুন। ১৫।১৬ ॥

ভগবান শ্রীহরি যশোদাকে এইরূপ প্রবোধ প্রদান ও অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া স্বয়ং অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। এদিকে যশোদাও নন্দের সহিত একত্র কদলীবনে রাধার নিকট প্রস্থান করিলেন। ১৭ ॥

তথায় গিয়া দেখিলেন, শ্রীরাধা স্বীয় অঙ্গের অভরণ সকল উন্মোচন করিয়া নিদ্রিতাবস্থায় অবস্থান করিতেছেন। তাঁহার পরিধান শুক্লাম্বর, উদরে অন্ন নাই, শরীর শীর্ণ হইয়াছে। ১৮ ॥

পঙ্কের উপরিভাগে সজল ও চন্দনচর্চ্চিত পঙ্কজদল আস্তৃত; তাহার উপর তিনি সজলনয়নে মূর্চ্ছিতভাবে নিপতিত রহিয়াছেন, ওষ্ঠাধর শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। ১৯ ॥

ধ্যায়মানাং পদাম্ভোজং কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ।
বাহ্যজ্ঞানপরিত্যক্তাং তং নিবিষ্টৈকমানসাং॥ ২০॥
পশ্যন্তীং সস্মিতাং কান্তাং পশ্যন্তীং তন্মুখাম্বুজং।
হসন্তীঞ্চ রুদন্তীঞ্চ স্বপ্নে কান্তসমীপতঃ॥ ২১॥
সখীভিঃ পরিতঃ শশ্বৎ সেবিতাং শ্বেতচামরৈঃ।
দিবানিশং রক্ষিতাঞ্চ গোপীভিঃ শতকোটিভিঃ॥ ২২॥
সাবধানপরাভিশ্চ বেত্রহস্তাভিরীশ্বরীং।
সপ্তদ্বারেষু যুক্তাভিঃ পরিতঃ প্রাঙ্গণেষু চ॥ ২৩॥
তাং দৃষ্ট্বা বিস্ময়ং প্রাপ সভার্য্যোনন্দ এবচ।
ননাম পরয়া ভক্ত্যা দণ্ডবৎ প্রপিত্য চ॥ ২৪॥
নিদ্রাং ত্যক্তাচ সহসা বুবুধে সেশ্বরেচ্ছয়া।
ক্ষণেন চেতনং প্রাপ বিষয়জ্ঞানবর্জ্জিতং॥ ২৫॥

পরমাত্মরূপী দয়াদয় শ্রীকৃষ্ণের পদপঙ্কজ ধ্যান করিতেছেন, একেবারে বাহ্যজ্ঞানশূন্য, চিত্ত সম্পূর্ণভাবে শ্রীকৃষ্ণে সমর্পিত হইয়াছে। ২০।

স্বপ্নযোগে সহাস্যবদনে কখন শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিতেছেন, কখন হাস্য করিতেছেন, কখন বা রোদন করিতেছেন, কখন বা মনে করিতেছেন যেন কান্তের সমীপেই অবস্থান করিতেছেন॥ ২১॥

সখীগণ চতুর্দ্দিকে অবস্থান করিয়া নিরন্তর তাঁহার গাত্রে শ্বেত চামর বীজন করিতেছে। শতকোটি গোপিকা সপ্তদ্বারে ও প্রাঙ্গণে অবস্থানপূর্ব্বক সাবধানে বেত্রহস্তে করিয়া দিবারাত্র তাঁহাকে রক্ষা করিতেছে॥ ২২। ২৩॥

গোপবর নন্দ ও তৎপত্নী যশোদা তাঁহার অবস্থা দর্শনে বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হইলেন, এবং ঐকান্তিক ভক্তিসহকারে দণ্ডবৎ নিপতিত হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। ২৪॥

এমনি ভগবদিচ্ছা যে, নিদ্রা তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে পরিত্যাগ করিল। বোধেন্দু ক্রমশঃ বিকাশ পাইতে লাগিল, ক্ষণকালের মধ্যে তাঁহার চেতনার

পুরতোদম্পতীং দৃষ্ট্বা পপ্রচ্ছ সাদরং সতী।
উবাচ মধুরঞ্চৈব তত্রৈবসখীসংসদি ॥ ২৬ ॥

রাধিকোবাচ।

কস্ত্বং চাত্র সমায়াতোব্রূহিবা কিং প্রয়োজনং।
নচমে বিষয়জ্ঞানং নজানামি পুরঃ প্রসূং ॥ ২৭ ॥
কিং জলং বা স্থলং কিম্বা নক্তং কিম্বা দিনং শৃণু।
স্ত্রিয়ং পুমাংসংক্লীবং বা নাহং জানামি ভেদকং ॥ ২৮ ॥
রাধিকাবচনং শ্রুত্বা নন্দশ্চ বিস্ময়ং যযৌ।
ভীতাযশোদা নিকটং গোপীসংভাবিতা যযৌ ॥ ২৯ ॥
উবাস নিকটে তস্যাঃ সমুবাচ প্রিয়ং বচঃ।
উবাস তত্র নন্দশ্চ গোপীদত্তাসনে মুদা ॥ ৩০ ॥

অধিকার উপস্থিত হইল, কিন্তু একেবারে বিষয়জ্ঞানের সম্পর্কমাত্র ছিল না। ২৫ ॥

গোপবর নন্দ ও যশোদাকে সম্মুখে দর্শন করিবামাত্র পরম সমাদরে সেই সখীমণ্ডলী মধ্যে মধুর বাক্যে জিজ্ঞাসা করিলেন। ২৬ ॥

তুমি কে? তোমার এখানে আসিবার প্রয়োজন কি? আমি বাহ্যজ্ঞানশূন্যা, সম্মুখে জননী অবস্থান করিলেও আমি চিনিতে পারি না, আমার জলস্থল বোধ নাই, দিবারাত্রি জ্ঞান নাই। সম্মুখে স্ত্রী, পুরুষ বা কোন ক্লীব অবস্থান করিলেও আমি দিব্যজ্ঞানে কিছুই জানিতে পারি না। ২৭। ২৮ ॥

রাধিকার বচন শ্রবণে গোপবর নন্দ একেবারে বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া রহিলেন, যশোদাও ভীতচিত্তে দণ্ডায়মান। অনন্তর গোপীগণ আহ্বান করিয়া বসিতে আসন প্রদান করিলে যশোদা নিকটে গিয়া উপবেশন করিলেন, নন্দকেও উপবেশনার্থ আসন প্রদত্ত হইল, তিনিও সানন্দমনে গোপীদত্ত আসনে উপবিষ্ট হইলেন। ২৯। ৩০ ॥

যশোদা উবাচ।

চেতনং কুরু রাধে ত্বমাত্মানং রক্ষ যত্নতঃ।
দ্রক্ষ্যসি প্রাণনাথঞ্চ সংপ্রাপ্তে মঙ্গলে দিনে ॥ ৩১ ॥
ত্বত্তোবিশ্বং পবিত্রঞ্চ মঙ্গলঞ্চ সুরেশ্বরি।
গোপ্যশ্চ পুণ্যবত্যশ্চ শশ্বৎপাদাব্জসেবয়া ॥ ৩২ ॥
লোকাগাস্যন্তিত্বৎকীর্ত্তিং তীর্থপূতাং সুমঙ্গলাং।
সন্তোবেদাশ্চ চত্বারঃ পুরাণানি পুরাতনীং ॥ ৩৩ ॥
অহং যশোদানন্দোঽয়ং বুদ্ধিরূপে নিবোধ মাং।
বৃকভানসুতাত্বঞ্চ স্বংনিশাময় সুব্রতে ॥ ৩৪ ॥
দ্বারকানগরাদ্ভদ্রে শ্রীকৃষ্ণসন্নিধানতঃ।
তবান্তিকমাগতাহং প্রেরিতা হরিণা সতি ॥ ৩৫ ॥
শৃণু মঙ্গলবার্ত্তাঞ্চমঙ্গলঞ্চগদাভৃতঃ।
আরাদ্রক্ষ্যসি শ্রীকৃষ্ণং হেদেবি চেতনংকুরু ॥ ৩৬ ॥

যশোদা কহিলেন, রাধে! চেতনাসঞ্চার ও যত্নপূর্ব্বক আত্মরক্ষা কর, শুভদিন সমুপস্থিত হইলে প্রাণনাথের সহিত সাক্ষাৎ হইবে। ৩১ ॥

হে সুরেশ্বরি! তোমা হইতে বিশ্বসংসার পবিত্র এবং তোমা হইতেই সমুদায় মঙ্গলকার্য্যের সমুৎপত্তি হইয়াছে, গোপীগণ নিরন্তর তোমার পাদপদ্ম সেবা করিয়া পুণ্যবতী হইয়াছে। ৩২ ॥

কি চারিবেদ, কি অষ্টাদশ পুরাণ, কি সাধুলোক, সকলেই তোমার মঙ্গলময়ী তীর্থপূত পুরাতনী কীর্ত্তি গান করিবে। ৩৩ ॥

হে বুদ্ধিরূপে! হে সুব্রতে! আমার নাম যশোদা, ইনি গোপবর নন্দ এবং তুমি বৃকভানুনন্দিনী। ৩৪ ॥

ভদ্রে! আমরা দ্বারকানগরে শ্রীকৃষ্ণের নিকট গমন করিয়াছিলাম। তাঁহা কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া আমরা তথা হইতে তোমার নিকটে আগমন করিতেছি। ৩৫ ॥

দেবি! তথাকার সুসমাচার প্রদান করিতেছি তুমি অবহিতচিত্তে

ভক্ত্যাত্মকং পরংজ্ঞানং দেহি মহ্যঞ্চ সাম্প্রতং।
ত্বদ্ভর্ত্তুরুপদেশেন ত্বংসমীপং সমাগতৌ ॥ ৩৭ ॥
পশ্চাদায়াস্যতি হরিস্ত্বাং মুহূর্ত্তং বরাননে।
ভবিষ্যত্যচিরেণৈব শ্রীদাম্নঃ শাপমোক্ষণং ॥ ৩৮ ॥
যশোদাবচনং শ্রুত্বাবার্ত্তাং প্রাপগদাভৃতঃ।
শ্রীকৃষ্ণনামস্মরণাদ্দূরীভূতমমঙ্গলং ॥ ৩৯ ॥
সংপ্রাপ্য চেতনাং রাধা সম্ভাষ্য কৃষ্ণমাতরং।
উবাচ মধুরং শান্তা লৌকিকাং ভক্তিমুত্তমাং ॥ ৪০ ॥
ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে রাধা-
যশোদাসম্বাদে দশাধিক শতকোঽধ্যায়ঃ ॥

শ্রবণ কর। গদাধর শ্রীকৃষ্ণ কুশলে আছেন, অচিরে তাঁহার দর্শনলাভে পরিতৃপ্ত হইবে, এখন চৈতন্য সম্পাদন কর। ৩৬ ॥

তোমার ভর্ত্তার উপদেশানুসারে আমরা তোমার নিকট সমাগত হইলাম, সম্প্রতি আমাকে ভক্ত্যাত্মক পরম জ্ঞান প্রদান কর। ৩৭ ॥

হে বরাননে! তিনি মূহূর্ত্তকালের নিমিত্ত তোমার নিকট আগমন করিবেন, অচিরাৎ শ্রীদামের শাপমোচন হইবে। ৩৮ ॥

বৎস নারদ! শ্রীরাধা যশোদার নিকট যেমন সেই গদাধরের মঙ্গলবার্ত্তা গ্রহণ করিলেন, অমনি কৃষ্ণনাম স্মরণে তাঁহার সমুদায় যন্ত্রণা বিদূরিত হইল। ৩৯ ॥

পুনরায় চেতনা সঞ্চার হইল, শ্রীকৃষ্ণমাতা যশোদার সহিত কথোপকথন আরম্ভ করিলেন। তিনি সুস্থিরচিত্তে মধুরবচনে অত্যুৎকৃষ্ট লৌকিক ভক্তির কথা কহিতে লাগিলেন। ৪০ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে শ্রীকৃষ্ণজন্ম খণ্ডে রাধাযশোদা সম্বাদে দশাধিক শততম অধ্যায় সম্পূর্ণ।

রাধিকোবাচ।

জ্ঞানাত্মকশ্চ পরমোব্রহ্মেশশেষপূজিতঃ।
জ্ঞানঞ্চ ন দদৌ তুভ্যং তন্মূলং প্রেষিতা সতী ॥ ১ ॥
তেনৈব বর্ত্মনা নেতুং ভাবার্থং বোধয়ামি কিং।
বেদাঃ সন্তশ্চ ভাবার্থং নৈবজানন্তি তস্যচ ॥ ২ ॥
স্ত্রীজাতিরবলামূঢ়া বস্তুতোঽজ্ঞানতৎপরা।
ততস্তদ্বিরহেণৈব সততং হতচেতনা ॥ ৩ ॥
কিম্বাহং কথয়িষ্যামি বিরহজ্বরকাতরা।
কিম্বাবিজ্ঞাপ্যতে সতী ভবতী কৃষ্ণমাতৃকা ॥ ৪ ॥
জ্ঞানং ভগবতা দত্তং নন্দায়চ যদুত্তমং।
তন্নিবোধ পরং ব্রহ্মহরিণোক্তং চ সাম্প্রতং ॥ ৫ ॥
কিমহং কথয়িষ্যামি জ্ঞানপঞ্চবিধেষুচ।
ভক্ত্যাত্মকং সর্ব্বপরং নিবোধ কথয়ামি তে ॥ ৬ ॥

রাধিকা কহিলেন, যশোদে! তিনি জ্ঞানরূপী পরমব্রহ্ম। ব্রহ্মা, মহেশ্বর ও অনন্তদেব তাঁহাকে পূজা করেন, আপনি তাঁহার নিকটে গিয়াছিলেন, তথাপি তিনি জ্ঞান প্রদান করেন নাই?। ১ ॥

যখন চারিবেদ ও সাধুগণ তাঁহার তত্ত্ব বুঝিতে অক্ষম, তখন আমি কিরূপে তাঁহার মহিমার ভাবার্থ বুঝাইয়া দিব? ২ ॥

আমি স্ত্রীজাতি স্বভাবতই দুর্ব্বল ও মূঢ়। বিশেষতঃ আমি অজ্ঞানাবস্থায় অবস্থিত। তাঁহার বিরহে আমি বাহ্যজ্ঞান বর্জ্জিত হইয়াছি ৩।৪ ॥

বিরহ জ্বরে আমার শরীর জীর্ণ হইয়াছে। আমি আপনাকে কি বলিব? বিশেষতঃ আপনি শ্রীকৃষ্ণের মাতা, আমাদ্বারা আপনার কি বিশেষ জ্ঞানলাভ হইবে? সম্প্রতি ভগবান শ্রীহরি গোপবর নন্দকে যে উৎকৃষ্ট জ্ঞান প্রদান করিয়াছেন, তাহাই পরব্রহ্ম বলিয়া স্থির করুন। ৫ ॥

আমি আর অধিক কি বলিব, তবে আপনার নিকট এইমাত্র বলিতেছি যে, পঞ্চবিধ জ্ঞানের মধ্যে ভক্ত্যাত্মক জ্ঞানই সর্ব্বপ্রধান। ৬ ॥

শ্রীকৃষ্ণস্য বরেণাপি অসাধুরপি নির্ভয়ঃ।
গোলোকেচাপিপতনং সম্ভবেচ্চ কুযোগিনঃ॥ ৭॥
তস্মাৎসর্ব্বং পরিত্যজ্যভজস্ব পরমেশ্বরং।
পুত্রবুদ্ধিং পরিত্যজ্য ব্রহ্মলোকং নিশাময়॥ ৮॥
যশোদে ভবতী সর্ব্বং পরিত্যজ্যচ নশ্বরং।
কৃত্বা ত্রিকালস্নানঞ্চ নির্ম্মলে যমুনাজলে॥ ৯॥
কৃত্বাষ্টদলপদ্মঞ্চ স্নিগ্ধেন চন্দনেনচ।
ধ্যানেন গর্গদত্তেন শুদ্ধেন মনুনা সতি॥ ১০॥
সংপূজ্য পরমানন্দং সানন্দং ব্রজ তৎপদং।
কৃত্বানিকৃন্তনংকর্ম্ম পিতৃভিঃ শতকৈঃ সহ।
বৈষ্ণবেন সহালাপং কুরুষ্ব সততং সতি॥ ১১॥
বরং হুতবহজ্বালাৎ ভক্তোবাঞ্ছতি পঞ্জরং।
বরঞ্চ কণ্টকে বাসং বরঞ্চবিষভক্ষণং॥ ১২॥

শ্রীকৃষ্ণ প্রীত হইয়া বরপ্রদান করিলে অসাধু ব্যক্তিও নির্ভীক হইয়া উঠে, যোগশূন্য ব্যক্তিরাও গোলোকে গমন করিতে পারেন। ৭॥

অতএব আপনি সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া সেই পরমেশ্বরকে ভজনা করুন। তাঁহার প্রতি পুত্রবুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মরূপে ভাবনা করুন। ৮॥

যশোদে! আপনি সমস্ত নশ্বর বিষয়ের ভাবনা পরিত্যাগ করিয়া নিত্য নির্ম্মল যমুনাজলে ত্রিকালীন স্নান করিবেন। তৎপরে স্নিগ্ধ চন্দন দ্বারা অষ্টদল পদ্ম বিরচিত করিয়া মহর্ষি গর্গদত্ত ধ্যান ও বিশুদ্ধ মন্ত্র দ্বারা সেই পরমানন্দ স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণকে পূজা করিবেন। তাহা হইলেই একেবারে কর্ম্মজনিত নিগড় হইতে বিমুক্ত হইয়া পূর্ব্বতন শত শত পিতৃগণের সহিত সেই পরম পদ লাভ করিতে পারিবেন। পতিব্রতে! আপনি সতত পরম ভক্ত বৈষ্ণবদিগের সহিত সদালাপ করিবেন। ৯। ১০। ১১॥

ভক্ত ব্যক্তিরা বরং অগ্নিজ্বালা সহ্য করিতে প্রস্তুত হন, বরং পিঞ্জরমধ্যে আবদ্ধ হইতে অগ্রসর হইয়া থাকেন, বরং কণ্টাকীর্ণ স্থানে বাস করিতে

হরিভক্তিবিহীনানাং নসঙ্গং নাশকারণং।
স্বয়ং নষ্টো ভক্তিহীনো বুদ্ধিভেদং করোতি চ॥ ১৩॥
অঙ্কুরোভক্তিবৃক্ষস্য ভক্তসঙ্গেন বর্দ্ধতে।
পরং হরিকথালাপপীযূষসেচনেন চ॥ ১৪॥
অভক্তালাপদীপাগ্নিজ্বালায়াঃ কথয়াপি চ।
অঙ্কুরং শুষ্কতাং যাতি পুনঃ সেকেন বর্দ্ধতে॥ ১৫॥
তস্মাদভক্তসঙ্গঞ্চ সাবধানং পরিত্যজ।
যথা দৃষ্ট্বা কালসর্পং নরোভীতঃ পলায়তে॥ ১৬॥
যশোদেচ প্রযত্নেন আত্মনঃপুত্রমীশ্বরং।
ভজস্ব পরয়া ভক্ত্যা পরমাত্মানমীশ্বরং॥ ১৭॥
রামনারায়ণানন্তমুকুন্দমধুসূদন।
কৃষ্ণ কেশব কংসারে হরে বৈকুণ্ঠ বামন॥ ১৮॥

সম্মত হন, বরং বিষ পান করিয়া প্রাণত্যাগ করিতে অভিলাষী হইয়া থাকেন, তথাপি ভ্রমেও কখন বিনাশমূলক হরিভক্তিবিহীন মানবগণের সংসর্গ করিতে বাসনা করেন না। ভক্তিবিহীন ব্যক্তিরা ভ্রমরূপ অন্ধতমসে নিপতিত হইয়া নানাবিধ ভেদকল্পনা করিয়া থাকে। ১২। ১৩॥

ভক্তের সংসর্গ এবং হরিকথালাপরূপ সুধাবৃষ্টি ভিন্ন কখনও ভক্তিবৃক্ষের অঙ্কুর পরিবর্দ্ধিত হইতে পারে না। ১৪॥

অভক্তের সহিত আলাপ প্রদীপ্ত অগ্নিশিখাসদৃশ। সুতরাং সে উত্তাপে ভক্তিবৃক্ষের অঙ্কুর শুষ্ক হইয়া যায়। পুনরায় হরিকথারূপ সুধাবৃষ্টি বর্ষণ হইলে আবার ঐ অঙ্কুর পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে। ১৫॥

যেমন মানবগণ কালসর্প দর্শনে ভীত হইয়া দূরে পলায়ন করে, তদ্রূপ সাবধানে অভক্তের সংসর্গ পরিত্যাগ করিয়া দূরে পলায়ন করিবে। ১৬॥

যশোদে! আপনার পুত্র সামান্য নন, উনি পরমেশ্বর; অতএব আপনি ঐকান্তিক ভক্তিযোগে যত্নপূর্ব্বক সেই পরম স্বরূপী দয়াময় পরমেশ্বরকে ভজনা করুন। ১৭॥

ইত্যেকাদশনামানি পঠেদ্বা পাঠয়েদিতি।
জন্মকোটিসহস্রাণাং পাতকাদেব মুচ্যতে॥ ১৯॥
রাশব্দোবিশ্ববচনোমশ্চাপীশ্বরবাচকঃ।
বিশ্বানামীশ্বরোযোহি তেন রামঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥ ২০॥
রামেতি রময়া সার্দ্ধং তেন রামং বিদুর্ব্বুধাঃ।
রামাণাং রমণস্থানং রামং নামবিদোবিদুঃ॥ ২১॥
রাশ্চেতি লক্ষ্মীবচনো মশ্চাপীশ্বরবাচকঃ।
লক্ষ্মীপতিং গতিং রামং প্রবদন্তি মণীষিণঃ॥ ২২॥
নাম্নাং সহস্রং দিব্যানাং স্মরণে যৎ ফলং ভবেৎ।
তৎ ফলং লভতে নূনং রামোচ্চারণমাত্রতঃ॥ ২৩॥
সারূপ্যমুক্তিবচনোনারেতিচ বিদুর্ব্বুধাঃ।
যোদেবোঽপ্যয়নং তস্য সচ নারায়ণঃস্মৃতঃ॥ ২৪॥

রাম, নারায়ণ, অনন্ত, মুকুন্দ, মধুসূদন, কৃষ্ণ, কেশব, কংসারি, হরি, বৈকুণ্ঠ ও বামন এই একাদশ নাম স্বয়ং পাঠ বা অন্যের মুখে শ্রবণ করিলে, মানব কোটি সহস্র জন্মার্জ্জিত মহাপাতক হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারে তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। ১৮। ১৯॥

রা' শব্দের অর্থ বিশ্বসংসার এবং ম' শব্দের অর্থ ঈশ্বর, সুতরাং যিনি বিশ্বসংসারের অধীশ্বর তিনিই রামনামে কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। ২০॥

অথবা রমা-লক্ষ্মীর সহিত রমণ করেন বলিয়াই বিদ্বান্‌গণ ঈশ্বরকে রাম নাম প্রদান করিয়াছেন। কিম্বা ঈশ্বর, রামাগণের রমণ স্থান বলিয়াই নামব্যাখ্যাতৃগণ কর্ত্তৃক রাম নাম প্রদত্ত হইয়াছে। ২১॥

অথবা রা' শব্দের অর্থ লক্ষ্মী এবং ম' শব্দের অর্থ পতি; সুতরাং লক্ষ্মী-পতি বলিয়া মনীষিগণ তাঁহাকে রাম নামে কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। ২২॥

অধিক কি বলিব, দিব্য সহস্র নাম স্মরণ করিলে যে ফললাভ হয়, 'শুদ্ধ "রাম" এই দ্ব্যক্ষর নাম উচ্চারণ করিবামাত্র সেই ফল লাভ হইয়া থাকে। ২৩॥

নারাশ্চ কৃতপাপাশ্চাপ্যয়নং গমনং স্মৃতং।
যতোহি গমনং তেষাং সোঽয়ং নারায়ণঃ স্মৃতঃ॥ ২৫॥
সকৃন্নারায়ণেত্যুক্ত্বা পুমান্ কল্পশতত্রয়ং।
গঙ্গাদিসর্ব্বতীর্থেষু স্নাতোভবতি নিশ্চিতং॥ ২৬॥
নারঞ্চ মোক্ষণং পুণ্যময়নং জ্ঞানমীপ্সিতং।
তয়োর্জ্ঞানং ভবেদ্যস্মাৎ সোঽয়ং নারায়ণঃ প্রভুঃ॥ ২৭॥
নাস্ত্যন্তো যস্য দেবেষু পুরাণেষু চতুঃষু চ।
শাস্ত্রেষন্যেষু যোগেষু তেনানন্তং বিদুর্ব্বুধাঃ॥ ২৮॥
স্বর্গমব্যয়মাস্তঞ্চ নির্ব্বাণমোক্ষবাচকং।
তদ্দদাতিচ যোদেবো মুকুন্দস্তেন কীর্ত্তিতঃ॥ ২৯॥

নারা, শব্দের অর্থ সারূপ্য, বা মুক্তি; যিনি সেই সারূপ্য বা মুক্তির অয়ন অর্থাৎ আশ্রয় স্থান, পণ্ডিতগণ তাঁহাকেই নারায়ণ নামে কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। ২৪॥

অথবা নারা' অর্থাৎ পাপাচারী ব্যক্তিগণ; অয়ন' অর্থাৎ গমন; সুতরাং যাহা হইতে পাপাত্মাদিগের গমন অর্থাৎ সদ্গতি লাভ হয়, তাঁহাকে নারায়ণ কহে। ২৫॥

যদি কোন ব্যক্তি একবার মুখে নারায়ণ এই নাম উচ্চারণ করে, তাহার তিন শত কল্প পর্য্যন্ত গঙ্গাদি সমুদায় তীর্থ স্নানের ফল লাভ হইয়া থাকে, তাহার আর কিছুমাত্র সংশয় নাই। ২৬॥

অথবা নার' শব্দের অর্থ পবিত্রতম মুক্তি, এবং অয়ন শব্দের অর্থ বাঞ্ছিত জ্ঞান; সুতরাং যাঁহা হইতে সেই পবিত্রতম মোক্ষজ্ঞান লাভ হইয়া থাকে, তিনিই দয়াময় প্রভু নারায়ণ। ২৭॥

অষ্টাদশ পুরাণ, চারিবেদ,যোগশাস্ত্র ও অন্যান্য শাস্ত্রমধ্যে কেহই তাঁহার সীমা নির্দ্দেশ করিতে পারেন নাই বলিয়াই সুধীগণ তাঁহাকে অনন্ত নামে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ২৮॥

মুকু' শব্দের অর্থ অক্ষয় স্বর্গ অর্থাৎ নির্ব্বাণমুক্তি, ভগবান সেই মুকু

মুকং ভক্তিরসপ্রেমবচনং বেদসম্মতং।
যস্তদ্দদাতি ভক্তেভ্যো মুকুন্দস্তেনকীর্ত্তিতঃ॥ ৩০॥
সূদনং মধুদৈত্যস্য যস্মাৎ স মধুসূদনঃ।
ইতি সন্তো বদন্তীশং বেদভিন্নার্থমীপ্সিতং॥ ৩১॥
মধু ক্লীবেচ মাধ্বীকে কৃতকর্ম্মশুভাশুভে।
ভক্তানাং কর্ম্মণাঞ্চৈব দাতৃত্বাৎ মধুসূদনঃ॥ ৩২॥
পরিণামাশুভংকর্ম্ম ভ্রান্তানাং মধুরং মধু।
করোতি দূষণং যোহি সএব মধুসূদনঃ॥ ৩৩॥
কৃষিরুৎকৃষ্টবচনোণশ্চসদ্ভক্তিবাচকঃ।
অশ্চাপিদাতৃবচনঃ কৃষ্ণং তেন বিদুর্ব্বুধাঃ॥ ৩৪॥

অর্থাৎ নির্ব্বাণমুক্তি প্রদান করেন বলিয়া তিনি মুকুন্দ নামে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। ২৯॥

অথবা বেদে মুকু' শব্দের অর্থ ভক্তিরস বা প্রেম বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছে। তিনি ভক্তদিগকে সেই মুকু অর্থাৎ প্রেমপ্রদান করেন ব'লয়াই মুকুন্দ নামে কীর্ত্তিত হইয়াছেন। ৩০॥

মধু, অর্থাৎ মধু নামক দৈত্য, ভগবান সেই মধুদৈত্যকে সূদন অর্থাৎ বিনাশ করিয়াছিলেন বলিয়া সাধু ব্যক্তিরা তাঁহাকে মধুসূদন বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকেন, কিন্তু ইহা বেদসম্মত নহে। বেদে উহার অন্য প্রকার অর্থ করিয়াছে। ৩১॥

মধু শব্দ ক্লীবলিঙ্গ হইলে মধুশব্দের অর্থ মধুজাত মদ্য এবং অনুষ্ঠিত কর্ম্মের শুভাশুভ ফল, তিনি ভক্তগণকে শুভাশুভ কর্ম্মফল প্রদান করিয়া থাকেন বলিয়া মধুসূদন নামে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। ৩২॥

অথবা মধু, ভ্রান্তবুদ্ধি মানবগণের পরিণামবিরস, কিন্তু আপাতমধুর অশুভ কর্ম্ম, যিনি সেই মধু অর্থাৎ ভ্রান্তগণের উক্তবিধ অশুভ কার্য্যের নাশ করেন, তিনিই মধুসূদন। ৩৩॥

কৃষি অর্থাৎ উৎকৃষ্ট বস্তু; ণ' অর্থাৎ সাধুভক্তি অ' অর্থাৎ দাতা; অত-

কৃষিশ্চ পরমানন্দে ণ গতন্দাস্যকর্ম্মণি।
তয়োর্দাতা তয়োর্দেবস্তেনকৃষ্ণঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ৩৫ ॥
পূর্ব্বজন্মার্জ্জিতে পাপে কৃষিক্লেশেচ বর্ত্ততে।
ভক্তানাং ণশ্চ নির্ব্বাণে তেন কৃষ্ণঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ৩৬ ॥
নাম্নাং সহস্রং দিব্যানাং ত্রিরাবৃত্যাচ যৎ ফলং।
একাবৃত্যাতু কৃষ্ণস্য তৎফলং লভতে নরঃ ॥ ৩৭ ॥
কৃষ্ণনাম্নঃ পরং নাম ন ভূতং নভবিষ্যতি।
সর্ব্বেভ্যশ্চ পরং নাম কৃষ্ণেতি বৈদিকাবিদুঃ ॥ ৩৮ ॥
কৃষ্ণকৃষ্ণেতি হেগোপি যস্তংস্মরতি নিত্যশঃ।
জলং ভিত্ত্বা যথাপদ্মং নরকাদুদ্ধরাম্যহং ॥ ৩৯ ॥

এব যিনি সেই উৎকৃষ্ট সদ্ভক্তির দাতা পণ্ডিতগণ তাঁহাকেই কৃষ্ণনামে নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। ৩৪ ॥

কৃষিশব্দের অর্থ পরমানন্দ এবং ণ' শব্দের অর্থ ঈশ্বরের দাস্যকর্ম্ম, অতএব যিনি সেই পরমানন্দ ও দাস্যকর্ম্ম এই উভয়ের দাতা, তিনিই কৃষ্ণ নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। ৩৫ ।

অথবা কৃষি শব্দের অর্থ, পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত পাপ, ক্লেশ এবং ণ' শব্দের অর্থ ভক্তগণের নির্ব্বাণ মুক্তি; সুতরাং যিনি পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত পাপ বা ক্লেশের শান্তিবিধান করিয়া ভক্তগণকে নির্ব্বাণমুক্তি প্রদান করেন তিনিই দয়াময় কৃষ্ণ। ৩৬ ॥

ভগবানের অত্যুৎকৃষ্ট সহস্র নাম তিনবার পাঠ করিয়া যে ফল লাভ হয়, "কৃষ্ণ" এই নাম একবার উচ্চারণ করিলেও মানবগণ সেই ফল লাভ করিতে পারে তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। ৩৭ ॥

বেদজ্ঞ পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন যে, কৃষ্ণ নাম অপেক্ষা উৎকৃষ্ট নাম আর কিছুই নাই এবং হয় নাই, হইবেও না। ৩৮ ॥

অতএব হে যশোদে! যিনি প্রতিদিন কৃষ্ণ নাম জপ করিয়া থাকেন,

কৃষ্ণেতিমঙ্গলং নাম যস্য বাচি প্রবর্ত্ততে।
ভস্মীভবন্তি সদ্যস্তম্মহাপাতককোটয়ঃ॥ ৪০॥
অশ্বমেধসহস্রস্য ফলং কৃষ্ণজপস্যচ।
বরংতেভ্যঃ পুনর্জন্ম নাতোভক্তপুনর্ভবঃ॥ ৪১॥
সর্ব্বেষামপিযজ্ঞানাং লক্ষাণিচ ব্রতানিচ।
তীর্থস্নানানি সর্ব্বাণি তপাংস্যনশনানিচ॥ ৪২॥
বেদপাঠসহস্রাণি প্রাদক্ষিণ্যং ভুবঃশতং।
কৃষ্ণনাম জপস্যাস্য কলাংনাহন্তি ষোড়শীং॥ ৪৩॥
তেষাং ভোগাং লভেৎ স্বর্গফলঞ্চ সুচিরংনৃণাং।
স্বর্গাদেরপি ধ্বংসশ্চ জপকর্ত্তুর্হরেঃপদং॥ ৪৪॥

জলমধ্য হইতে সমুদ্গত পদ্মের ন্যায় আমি তাহাকে দুস্তর নরক হইতে নিস্তার করি। ৩৯॥

একবার কৃষ্ণ এই মঙ্গলকর নামটি মুখ হইতে উচ্চারিত হইবামাত্র মানবগণের কোটি কোটি মহাপাতক ভস্মসাৎ হইয়া যায়। ৪০॥

সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞ হইতে এক কৃষ্ণ নাম জপ শতগুণে শ্রেয়ঃ। কারণ সহস্রবার অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলে বরং পুনরায় জন্ম পরিগ্রহের সম্ভাবনা, কিন্তু কৃষ্ণ নাম জপ করিলে আর পুনর্জন্মের সম্ভাবনা থাকে না। ৪১॥

কি সর্ব্বপ্রকার যজ্ঞানুষ্ঠান, কি লক্ষ লক্ষ ব্রতানুষ্ঠান, কি তীর্থস্নান, কি বিবিধ তপস্যা, কি উপবাসব্রত, কি সহস্র সহস্র বার বেদ পাঠ, কি শতবার পৃথিবী প্রদক্ষিণ, কোন সৎকার্য্যই কৃষ্ণনাম জপের ষোড়শাংশেরও একাংশ হইতে পারে না। ৪২। ৪৩॥

যজ্ঞাদি শুভকার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে সুদীর্ঘকালের নিমিত্ত মানবগণের যে স্বর্গফল লাভ হয়, কালক্রমে সে স্বর্গাদি ফললাভেরও ধ্বংস হইয়া থাকে; কিন্তু কৃষ্ণনাম জপ করিলে আর ধ্বংস নাই, মানবগণ একেবারে হরিপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ৪৪॥

কে জলে-সর্ব্বদেহীতি শয়নং যস্য চাত্মনঃ।
বদন্তি বৈদিকাঃ সর্ব্বে তং দেবং কেশবং পরং ॥ ৪৫ ॥
কংসশ্চ পতিতে বিঘ্নে রোগে শোকেচ দানবে।
তেষামরির্নিবৃর্ত্ত্যা যঃ স কংসারিঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ৪৬ ॥
রুদ্ররূপেণ সংহর্ত্তা বিশ্বানামপি নিত্যশঃ।
ভক্তানাং পাতকানাঞ্চ হরিস্তেন প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ৪৭ ॥
কুণ্ঠং জড়ঞ্চ বিশ্বৌঘং বিশিষ্টঞ্চ করোতি যা।
বিকুণ্ঠাং প্রকৃতিং বেদাশ্চত্বারশ্চ বদন্তি তাং ॥ ৪৮ ॥
গুণাশ্রয়েন ভগবাংস্তস্যাং জাতঃ স্বসৃষ্টয়ে।
পরিপূর্ণতমংতেন বৈকুণ্ঠঞ্চ বিদুর্বুধাঃ ॥ ৪৯ ॥

একার্ণব সময়ে শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বশরীরকে' অর্থাৎ জলে ভাসমান হইয়া শয়ন অর্থাৎ সুখভোগ করে. সেই জন্যই বেদজ্ঞ ব্যক্তিরা তাঁহাকে পরাৎপর পরম দেব কেশব বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। ৪৫ ॥

কংস অর্থাৎ রোগ, শোক ও দানব; তাঁহা হইতে সেই রোগ, শোক ও দানবের দলন হয় বলিয়াই তিনি তাহাদিগের অরি; সুতরাং তিনি কংসারি নামে অভিহিত হইয়াছেন। ৪৬ ॥

তিনি রুদ্ররূপে নিয়ত এই বিশ্বের সংহার এবং ভক্তগণের পাপপুঞ্জ হরণ করিতেছেন, সেই নিমিত্তই লোকে তাঁহাকে হরি নামে নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। ৪৭ ॥

সমস্ত বিশ্বসংসার কুণ্ঠ ও জড়,কিন্তু যিনি সেই কুণ্ঠ জড়জগৎকে প্রাণবিশিষ্ট করিতেছেন, চারিবেদে তাঁহাকে বিকুণ্ঠা প্রকৃতি বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকে। ভগবান্ কৃষ্ণ স্বীয় সৃষ্টি বিস্তার করিবার নিমিত্ত সত্ব, রজ ও তমোগুণের আশ্রয়ে সেই বিকুণ্ঠা প্রকৃতির গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন; সুতরাং পণ্ডিতগণ সেই পূর্ণতম প্রভু শ্রীকৃষ্ণকে বৈকুণ্ঠ নামে নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। ৪৮। ৪৯ ॥

বামোবিপত্তৌ ন ছেদে সাক্ষাদ্দেবেষু বর্ত্ততে।
সুরাণাং বিপদাংছেত্তা বামনস্তেন কীর্ত্তিতঃ ॥ ৫০ ॥
এবং নাম্নাঞ্চসর্ব্বেষাং ব্যুৎপত্তিশ্চশ্রুতৌ শ্রুতা।
যথাগমঞ্চকথিতং সর্ব্বং জানাতি মাধবঃ ॥ ৫১ ॥

যশোদোবাচ।

কিমপূর্ব্বং শ্রুতংরাধে ভবতীচ সরস্বতী।
চতুর্ণামপি বেদানাং প্রসূস্ত্বঞ্চ সনাতনী ॥ ৫২ ॥
তেনোক্তা ত্বঞ্চ হরিণা নেয়ং রাধেতি আত্মধীঃ।
ধন্যা ভগবতোমান্যা সৌভাগ্যাৎ সর্ব্বতঃ পরা ॥ ৫৩ ॥
বাসুদেবশ্চগোবিন্দো মুরারির্মাধবস্তথা।
নাম্নাঞ্চতুর্ণাংব্যুৎপত্তিং বদ চান্যস্য তিষ্ঠতু ॥ ৫৪ ॥

বাম শব্দের অর্থ বিপত্তি এবং ন শব্দের অর্থ ছেদন। তিনি দেবগণের বিপত্তি ছেদন করেন বলিয়া তাঁহাকে বামন নামে নির্দ্দেশ করে। ৫০ ॥

আমি শুনিয়াছি, বেদে তাঁহার নাম সমুদায়ের ব্যুৎপত্তি এইরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে, সুতরাং বেদপ্রমাণ যৎকিঞ্চিৎ যাহা অবগত আছি কহিলাম, কিন্তু ইহার বিশেষ বিবৃতি মাধবই জানেন। ৫১ ॥

তখন যশোদা রাধাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, রাধে! কি অপূর্ব্ব কথাই শ্রবণ করিলাম, তুমি সাক্ষাৎ সরস্বতী, চারিবেদ তোমা হইতেই সম্ভূত হইয়াছে, তুমি নিত্যস্বরূপা। ৫২ ॥

সেই নিমিত্ত হরি স্বয়ং বলিয়াছেন যে, রাধা সামান্যা নহেন, ইহাঁকে আত্মবৎ বিবেচনা করিও না, ইনি জগৎপূজ্য ও আমার মান্য, ইহাঁর অপেক্ষা সৌভাগ্য জগতে আর কাহারও নাই। ৫৩ ॥

এক্ষণে অন্য কথা নিষ্প্রয়োজন, সম্প্রতি বাসুদেব, গোবিন্দ, মুরারি ও মাধব এই চারি নামের ব্যুৎপত্তি শুনিতে বাসনা করি। ৫৪ ॥

রাধিকোবাচ।

বাসঃ সর্ব্বনিবাসশ্চ বিশ্বানি যস্য লোমসু।
তস্য দেবং পরংব্রহ্ম বাসুদেবইতি স্মৃতঃ ॥ ৫৫ ॥
গাঞ্চ বিশ্বসমূহঞ্চ বিন্দতে যোঽবলীলয়া।
জ্ঞানসিন্ধুসমূহশ্চ গোবিন্দস্তেনকীর্ত্তিতঃ ॥ ৫৬ ॥
মুরঃক্লেশেচ সন্তাপে কর্ম্মভোগেচ কর্ম্মণাং।
দৈত্যভেদে হ্যরিস্তেষাং মুরারিস্তেন কীর্ত্তিতঃ ॥ ৫৭ ॥
যাচ ব্রহ্মস্বরূপা যা মূলপ্রকৃতিরীশ্বরী।
নারায়ণীতিবিখ্যাতা বিষ্ণুমায়া সনাতনী ॥ ৫৮ ॥
মহালক্ষ্মীস্বরূপাচ বেদমাতা সরস্বতী।
রাধা বসুন্ধরা গঙ্গা তাসাং স্বামীচ মাধবঃ ॥ ৫৯ ॥

রাধিকা কহিলেন, যশোদে! যাঁহার প্রতি লোমকূপে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বাস করিতেছে, সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ; বিশ্ববাসের দেব বলিয়া তাঁহাকে বাসুদেব নামে নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। ৫৫ ॥

যিনি অবলীলাক্রমে গো-অর্থাৎ পৃথিবী ও বিশ্বসংসার বিন্দন অর্থাৎ ধারণ করিতেছেন, যিনি সমুদায় জ্ঞানের সিন্ধু স্বরূপ, তিনিই গোবিন্দ ॥ ৫৬ ॥

মুর-অর্থাৎ ক্লেশ, সন্তাপ, কর্ম্মভোগ ও দৈত্যবিশেষ। তিনি সেই সমুদায়ের অরি বলিয়া তাঁহাকে মুরারি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। ৫৭ ॥

যিনি ব্রহ্মস্বরূপা মূলপ্রকৃতি, যিনি সনাতনী বিষ্ণুমায়া ও যে ঈশ্বরী নারায়ণী নামে বিখ্যাত; এতদ্ভিন্ন মহালক্ষ্মী; বেদমাতা সরস্বতী, রাধা, বসুন্ধরা ও গঙ্গা এই সমুদায়েরই অভিধেয় 'মা' শব্দ; সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ তৎসমুদায়ের ধব অর্থাৎ স্বামী বলিয়া তাঁহাকে সকলে মাধব বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকে। ৫৮। ৫৯ ॥

ব্রহ্মেশশেষাদিভিরেববন্দ্যং ধ্যানৈরসাধ্যং সনকাদিভিশ্চ।
বেদৈঃ পুরাণৈর্ন্নিরূপিতঞ্চ ভজস্ব ভক্ত্যা নবনীতচৌরং
॥ ৬০ ॥

ক্বচাপি দুগ্ধং ক্ব দধি ঘৃতং বা নবোদ্ধৃতম্বা ক্বচ তক্রমীপ্সিতং।
তেষাং ক্বচৌরোভবতী ক্বচাপি ক্ববন্ধনন্তেতরুমূলমধ্যে ॥ ৬১॥
ন যোগিভিঃ সিদ্ধগণৈর্মুনীন্দ্রৈর্নভক্তসংঘৈর্ভবপাদ্মশেষৈঃ
যোগৈর্নবধ্যোনহিরক্ষিতুং ক্ষমৈঃ কথং স বদ্ধস্তরুমূলমধ্যতঃ
॥ ৬২ ॥

প্রেম্না স্বভক্ত্যা স্তবনেন পূজয়া ভজস্ব পূতং তপসাচ ভারতে
হৃৎপদ্মমধ্যে স্থিতমীশ্বরং পরং ধ্যানেন যত্নেনচ সন্ততং সতি
॥ ৬৩ ॥

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর ও অনন্তদেব প্রভৃতি যাঁহাকে বন্দনা করেন, সনকাদি ঋষিগণ ধ্যান করিয়াও যাঁহার অন্তলাভ করিতে পারেন নাই; কি বেদ, কি পুরাণ সকলেই যাঁহার যথার্থতত্ত্ব নিরূপণে অসমর্থ, ভক্তিপূর্ব্বক সেই নবনীত চোরকে ভজনা করুন। ৬০॥

কোথায় বা দুগ্ধ, কোথায় বা দধি, কোথায় বা সদ্যজাত তক্র; আর কোথায় বা সেই সমস্ত দ্রব্যের অপহরণ এবং কোথায় বা আপনি; আর কোথায় বা তরুমূলে বন্ধন। সমস্তই অলীক। ৬১॥

কারণ, যোগিগণ, সিদ্ধগণ, মুনীন্দ্রগণ ও ভক্তবৃন্দ নিরন্তর যাঁহার পাদপদ্ম ধ্যান করিয়াও মানসমন্দিরে রুদ্ধ করিয়া রাখিতে পারেন না, আপনি কিরূপে তাঁহাকে তরুমূলে বদ্ধ করিয়া রাখিবেন॥? ৬২॥

ভদ্রে! আপনি তাঁহাকে হৃৎপদ্মে আসন প্রদান পূর্ব্বক নিরতিশয় প্রেম ভরে ভক্তিভরে স্তব করিয়া অর্চ্চনা করিয়া তপস্যা করিয়া ও ধ্যান করিয়া নিরন্তর যত্নসহকারে সেই পরম পবিত্র পরমেশ্বরকে ভজনা করুন। ৬৩॥

বরং বৃণুষ্ব ভদ্রন্তে যত্তে মনসি বাঞ্ছিতং।
সর্ব্বং দাস্যামি ভবতীং জ্ঞানিনামপিদুর্লভং ॥ ৬৪ ॥

যশোদোবাচ।

হরৌচ নিশ্চলা ভক্তিস্তদ্দাস্যং বাঞ্ছিতং মম।
তব নাম্নশ্চ ব্যুৎপত্তিং কিংবা ত্বং বক্তুমর্হসি ॥ ৬৫ ॥

রাধিকোবাচ।

ভবেদ্ভক্তির্নিশ্চলা তে হরের্দ্দাস্যঞ্চ দুর্লভং।
লভস্ব মদ্বরেণাপি কথয়ামি স্বনির্ণয়ং ॥ ৬৬ ॥
পুরা নন্দেন দৃষ্টাহং ভাণ্ডীরে বটমূলকে।
ময়াচ কথিতোনন্দো বিশুদ্ধশ্চ ব্রজেশ্বরঃ ॥ ৬৭ ॥
অহমেব স্বয়ং রাধা ছায়ারায়াণকামিনী।
রায়াণঃ শ্রীহরেরংশঃ পার্ষদপ্রবরোমহান্ ॥ ৬৮ ॥

ভদ্রে! আপনার মঙ্গল হউক, যাহা ইচ্ছা বর প্রার্থনা করুন, আমি আপনাকে জ্ঞানিগণেরও দুর্ল্লভ জ্ঞান প্রদান করিব। ৬৪ ॥

যশোদা কহিলেন, মাতঃ! হরিভক্তি ও হরিদাস্য আমার একান্ত বাঞ্ছিত, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, তোমার নামের ব্যুৎপত্তি কি এবং তুমিই বা কি পদার্থ ব্যক্ত কর! ৬৫ ॥

রাধিকা কহিলেন, সাধ্বি! আমি বরপ্রদান করিতেছি; আমার বরলাভে আপনার হরিভক্তির আবির্ভাব হইবে। হরিদাস্যে মতি হইবে। সম্প্রতি আমার স্বরূপ নির্দ্দেশ করিতেছি,শ্রবণ করুন। ৬৬ ॥

পূর্ব্বে এক দিন আমি ভাণ্ডীর বটমূলে উপবিষ্ট আছি, এমন সময়ে ব্রজরাজ নন্দের সহিত সাক্ষাৎ হইল। আমি উহাঁকে কহিলাম; আমি স্বয়ং রাধা; রায়াণ পত্নী, ছায়ামাত্র। রায়াণ শ্রীহরির একজন প্রধান পার্শ্বচর। ৬৭। ৬৮ ॥

রাশব্দশ্চ মহদ্বিষ্ণুর্বিশ্বানি যস্য লোমসু।
বিশ্বপ্রাণিষু বিশ্বেষু ধাত্রীচ মাতৃবাচকা॥ ৬৯॥
ধাত্রীমাতাহমেতেষাং মূলপ্রকৃতিরীশ্বরী।
তেন রাধা সমাখ্যাতা হরিণাচ পুরা বুধৈঃ॥ ৭০॥
অযোনিসম্ভবা যাহং মম মাতাচ ভারতে।
পুনঃ সার্দ্ধঞ্চ যুষ্মাভির্যাস্যামি শ্রীহরেঃ পদং॥ ৭১॥
ইতিতে কথিতং সর্ব্বং ব্রজং ব্রজ ব্রজেশ্বরি।
ব্রজেশ্বরেণ সহিতা স্বামিনা জ্ঞানিনা সতি॥ ৭২॥
মমাধুনাচ ভবতী ধ্যানস্য বিঘ্নদায়িকা।
ধ্যানভঙ্গে মহান্ দোষোনরাণামপি সুন্দরি॥ ৭৩॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্তে মহাপুরাণে শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে
রাধাযশোদাসম্বাদে একাদশাধিক শতকোঽধ্যায়ঃ॥

'রা' শব্দের অর্থ মহদ্বিষ্ণু অর্থাৎ যাঁহার প্রতিলোমকূপে অসংখ্য বিশ্ব বিরাজ করিতেছে; আর 'ধা' অর্থ ধাত্রী অর্থাৎ বিশ্বপ্রাণী ও বিশ্বের ধাত্রী-মাতা; আমি সেই সমস্ত বিশ্বের ও বিশ্বপ্রাণীর ধাত্রীমাতা বলিয়া পূর্ব্বতন পণ্ডিতগণ ও শ্রীহরি স্বয়ং আমাকে রাধা নামে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ৬৯।৭০॥

সাধ্বি! আমি অযোনিসম্ভবা আর আপনি আমার মাতা। আমি আপনার সহিত শ্রীহরির পাদপদ্মে বিলীন হইব। ৭১॥

হে ব্রজেশ্বরি! এই আমি আপনার নিকট স্বরূপ কথা কহিলাম। এক্ষণে আপনার স্বামী বিজ্ঞবর ব্রজেশ্বরের সহিত ব্রজে গমন করুন। ৭২॥

আপনি এক্ষণে আমার ধ্যানের 'ব্যাঘাত করিলেন, ধ্যানভঙ্গ করিলে মানবগণের মহান দোষ স্পর্শ হইয়া থাকে। ৭৩॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে রাধাযশোদাসম্বাদে
একাদশাধিকশততম অধ্যায় সম্পূর্ণ॥

দ্বাদশাধিক শততমোঽধ্যায়ঃ।

নারায়ণ উবাচ।

বাসুদেবোদ্বারকায়াং বসুদেবাজ্ঞয়া মুনে।
প্রযযৌ রত্নরচিতং রুক্মিণীমন্দিরং বরং ॥ ১ ॥
শুদ্ধস্ফটিকসঙ্কাশমমূল্যরত্ননির্ম্মিতং।
পরিতঃ পরিতোরম্যং নানাচিত্রেণ চিত্রিতং ॥ ২ ॥
অমূল্যরত্নকলসং শ্বেতচামরদর্পণৈঃ।
বহ্নিশুদ্ধাংশুকৈঃশুদ্ধৈঃ পরিতঃ পরিশোভিতং ॥ ৩ ॥
দদর্শ রুক্মিণীং দেবীমতীবনবযৌবনাং।
রত্নপর্য্যঙ্কমারুহ্য শয়ানাং সস্মিতাং মুদা ॥ ৪ ॥
অপ্রৌঢাঞ্চ নবোঢান্তাং নবসঙ্গমলজ্জিতাং।
অমূল্যরত্ননির্ম্মাণভূষণেন বিভূষিতাং ॥ ৫ ॥
রত্নদর্পণহস্তাঞ্চ সিন্দূরবিন্দুশোভিতাং।
সুচারুকবরীভারাং মালতীমাল্যভূষিতাং ॥ ৬ ॥

নারায়ণ কহিলেন, দেবঋষে! এদিকে শ্রীকৃষ্ণ বসুদেবের অনুমতি অনুসারে উৎকৃষ্ট রত্নবিনির্ম্মিত রুক্মিণী মন্দিরে গমন করিলেন। ১ ॥

অমূল্য রত্ন বিনির্ম্মিত সেই গৃহের আভা যেন বিশুদ্ধ স্ফটিক মণির ন্যায় দীপ্যমান। চতুর্দ্দিক নানাবিধ চিত্রবিচিত্রে পরিপূর্ণ, উহার স্থানে স্থানে অমূল্য রত্নকলস, স্থানে স্থানে শ্বেতচামর, স্থানে স্থানে সুদীর্ঘ দর্পণ এবং স্থানে স্থানে বহ্নির ন্যায় সমুজ্জ্বল বিশুদ্ধ অংশুক সকল দোলায়মান। ২। ৩ ॥

বাসুদেব গৃহ প্রবেশমাত্র দেখিলেন, নবযৌবনসম্পন্না দেবী রুক্মিণী পরমানন্দে সহাস্যবদনে রত্নময় পর্য্যঙ্কের উপর শয়ানা রহিয়াছে। ৪ ॥

সে নবোঢ়াশরীরে প্রৌঢ়ভাবের লেশমাত্র নাই; সুতরাং নবসঙ্গমে একান্ত লজ্জিতা, শরীর রত্নময় বিভূষণে অতীব ভূষিত। ৫ ॥

তখনও পর্য্যন্ত হস্তে অমূল্য রত্নদর্পণ, কপালে সিন্দূর বিন্দু, মস্তকের কবরীভার মালতী মাল্যে অলঙ্কৃত। ৬ ॥

দৃষ্ট্বাকান্তং ভীষ্মকন্যা সহসা প্রণনাম সা।
শুভক্ষণেচ শুভয়া স রেমে রাময়া সহ ॥ ৭ ॥
সুখসম্ভোগমাত্রেণ মূর্চ্ছামাপ মুদা সতী।
তস্মিন্ যজ্ঞে কামদেবোভস্মীভূতশ্চ শম্ভুনা ॥ ৮ ॥
স সম্বরং নিহত্যৈব ততঃ প্রাপ রতিং সতীং।
রতির্মায়াবতী নাম্না সঙ্কেতেন সুরস্যচ।
ছায়া দত্তাচ শয়নে গৃহিণী সম্বরালয়ে ॥ ৯ ॥

নারদ উবাচ।

জহার সম্বরং কামোদৈত্যং কেনপ্রকারতঃ।
কথয়স্ব মহাভাগ বিস্তরেণ শুভাং কথাং ॥ ১০ ॥

নারায়ণ উবাচ।

সমতীতেচ সপ্তাহে রুক্মিণীসূতিকাগৃহাৎ।
গৃহিত্বা বালকং দৈত্যো জগাম স্বালয়ং ততঃ ॥ ১১ ॥

ভীষ্মককন্যা রুক্মিণী দর্শন করিবামাত্র কৃষ্ণকে প্রণাম করিলেন। অনন্তর কৃষ্ণ শুভক্ষণে তাঁহার সহিত সম্ভোগসুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন। ৭ ॥

এমন কি সম্ভোগজনিত হর্ষে তাঁহার চৈতন্য বিলুপ্তপ্রায় হইয়া উঠিল, পূর্ব্বে হরকোপানলে কন্দর্প ভস্মসাৎ হইয়াছিলেন, কিন্তু সেই সুরথযজ্ঞে পুনরায় তাঁহার আবির্ভাব হইল। ৮ ॥

ইতিপূর্ব্বে মহাদেবের বরলাভে রতি মায়াবতী নাম ধারণ করিয়া সম্বরের পত্নীরূপে তথায় বাস করিয়াছিলেন, কিন্তু এক্ষণে কামদেব সেই সম্বর দৈত্যকে নিপাতিত করিয়া পুনরায় রতিকে লাভ করিলেন। রতির ছায়ামাত্র একাল পর্য্যন্ত সম্বর শয্যায় কালযাপন করিত। ৯ ॥

তখন দেবর্ষি নারদ ঋষিপ্রবর নারায়ণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মহর্ষে! কামদেব সম্বর দৈত্যকে কি প্রকারে নিহত করিলেন? সেই পবিত্র কথা বিস্তারিতরূপে শ্রবণ করিতে বাসনা করি, কীর্ত্তন করুন। ১০ ॥

অপুত্রকশ্চদৈত্যেশঃ পুত্রং প্রাপ্যপ্রহর্ষিতঃ।
মায়াবত্যৈ দদৌ হৃষ্টোহৃষ্টা মায়াবতী সতী ॥ ১২ ॥
অতীব পালনেনৈব বর্দ্ধয়ামাস বালকং।
সরস্বতী তাং রহসি কথয়ামাস নির্জ্জনে ॥ ১৩ ॥

সরস্বত্যুবাচ।

শিবকোপানলেপূর্ব্বং ভস্মীভূতঃ পতিস্তব।
সচায়ং রুক্মিণীপুত্রো দৈত্যেনৈব সমাহৃতঃ ॥ ১৪ ॥
মায়য়াপিচ মায়েশো রুক্মিণীসূতিকাগৃহাৎ।
সমানীয় দদৌতুভ্যং পতিস্তেহয়ং নচাত্মজঃ ॥ ১৫ ॥
কামঞ্চ কথয়ামাস জগন্মাতাচ সা সতী।
তব পত্নী রতীচেয়ং রমস্ব রাময়াসহ ॥ ১৬ ॥

নারায়ণ কহিলেন, মীনকেতন ভূমিষ্ট হইবার সপ্তাহ পরে সম্বর রুক্মিণীর সূতিকাগৃহ হইতে নবজাত কুমারকে লইয়া স্বগৃহে প্রতিগমন করিল। ১১ ॥

দৈত্যবর স্বয়ং অপুত্র, সুতরাং পুত্রলাভে মহা আনন্দিত হইয়া সেই নবজাত কুমারকে স্বীয় মহিষী মায়াবতীর ক্রোড়ে সমর্পণ করিলে, মায়াবতীর আর আনন্দের অবধি রহিল না। ১২ ॥

দানবী পরম যত্নসহকারে বালকটির পরিপোষণে প্রবৃত্ত হইলেন, একদা সরস্বতী তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন ॥ ১৩ ॥

অয়ি মায়াবতি! পূর্ব্বে তোমার পতি, একদা হরকোপানলে ভস্মসাৎ হইয়া গিয়াছিলেন, সম্প্রতি তিনিই রুক্মিণীপুত্ররূপে জন্ম গ্রহণ করিলে মায়াবী সম্বর মায়াবলে তাঁহাকে স্বগৃহে আনয়ন করিয়াছে। ঐ কুমার তোমার পতি, উনি তোমার পুত্র নহেন। ১৪। ১৫ ॥

মায়াবতীকে এইরূপ কহিয়া আবার সেই জগন্মাতা কামদেবকে কহিলেন কন্দর্প! ইনি তোমার পত্নী রতি, তুমি অবলীলাক্রমে ইঁহার সহিত ক্রীড়া কৌতুকে কালযাপন কর। ১৬ ॥

ত্বমেবরুক্মিণীপুত্রো নাস্যদৈত্যস্য মন্মথ।
কুররীব সতীনিত্যং রুদিতা সা ত্বয়া বিনা॥ ১৭॥
ইত্যুক্ত্বাচ যযৌ বাণী ব্রহ্মাণীব্রহ্মণঃ পদং।
স রেমে নির্জ্জনে নিত্যং রাময়াসহসুন্দরঃ॥ ১৮॥
একদা মন্মথং দৈত্যো দদর্শ রহসিস্থিতং।
শৃঙ্গারং রাময়াসার্দ্ধং কুর্ব্বন্তং কৌতুকেনচ॥ ১৯॥
সস্মিতং সস্মিতায়াশ্চ মধ্যবক্ষঃস্থলস্থিতং।
রতিং দদর্শ কামেন মূর্চ্ছিতাং সুরথোৎসুকাং॥ ২০॥
দৃষ্ট্বা চুকোপ দৈত্যশ্চ জগ্রাহ খড়্গামুত্তমং।
উবাচ খড়্গাহস্তশ্চ কামদেবং রতিং সতীং॥ ২১॥

শম্বর উবাচ।

ধিক্ত্বাং মহাকামুকঞ্চ মূর্খং পণ্ডিতমানিনং।
মহাপাতকিনাং শ্রেষ্ঠমুন্মত্তং মাতৃগামিনং॥ ২২॥

মন্মথ! তুমি এই দৈত্যের পুত্র নহ, তুমি রুক্মিণীর পুত্র। এই সতী রতি কুররীর ন্যায় তোমা বিহনে রোদন করিয়া কালযাপন করিতে ছিলেন। ১৭॥

ব্রহ্মাণী বাণী এই কথা বলিয়া ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন, এদিকে কাম-দেব মায়াবতীর সহিত নির্জ্জনে বিহার করিতে লাগিলেন। ১৮॥

এক দিন তাঁহারা উভয়ে নির্জ্জনে সানন্দমনে সুরথব্যাপারে প্রবৃত্ত হই-য়াছেন, মন্মথ মায়াবতীর বক্ষস্থলে অধিরূঢ় এবং মায়াবতী আবেশে রতিরঙ্গে মূর্চ্ছিত; ইত্যবসরে দৈত্যবর সম্বর সহসা তথায় উপস্থিত হইল। ১৯। ২০॥

সুতরাং ঐ ব্যাপার স্বচক্ষে দর্শনমাত্র অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া কোষ হইতে শাণিত অসি নিষ্কোষিত করিয়া সেই অসি হস্তেই পতিব্রতা রতি ও কাম-দেবকে কহিতে লাগিলেন। ২১॥

রে মূর্খ কামুকাধম! তোরে ধিক্! তুই আবার পাণ্ডিত্যের অভিমান

ধিক্ ত্বাং পুংশ্চলীমুন্মত্তাং কামুকীং হতচেতনাং।
পুত্রং গৃহীত্বা রহসি করোষি সুরথে রতিং ॥ ২৩ ॥
ইত্যেবমুক্ত্বা খড়্গাঞ্চ চিক্ষেপ মদনোপরি।
বভঞ্জ খড়্গাঃ সহসা কামাঙ্গস্পর্শনেনচ ॥ ২৪ ॥
রতিকেশঞ্চ জগ্রাহ শম্বরো রক্তলোচনঃ।
পুনর্গৃহীত্বা খড়্গাঞ্চ তামেব হন্তুমুদ্যতঃ ॥ ২৫ ॥
জিঘাংসন্তং রতিং দৈত্যং প্রেরয়ামাস মন্মথঃ।
পপাত দূরতো ব্রহ্মন্ মূর্চ্ছিতঃ স্বাঙ্গপীড়িতঃ ॥ ২৬ ॥
পুনশ্চ চেতনাং প্রাপ্য কোপেন প্রজ্বলন্নিব।
শিবদত্তঞ্চ শূলঞ্চ জগ্রাহ নির্ভরেণচ ॥ ২৭ ॥

করিস? তোর অপেক্ষা মহাপাতকী জগতে আর দ্বিতীয় নাই! তুই এত উন্মত্ত যে, অনায়াসে মাতৃহরণ করিলি? ২২ ॥

ওরে পুংশ্চলি! তোরেও ধিক্! তুই কামযন্ত্রণায় এত উন্মত্ত, এত জ্ঞানশূন্য, যে, পুত্রকে লইয়া নির্জ্জনে রতিরঙ্গে প্রবৃত্ত হইয়াছিস্? ২৩ ॥

এই বলিয়াই অমনি তৎক্ষণাৎ বেগে মদনের উপর সেই শাণিত খড়্গের আঘাত করিল, কিন্তু খড়্গ মদনশরীর স্পর্শমাত্র অমনি তৎক্ষণাৎ ভগ্ন হইয়া গেল। ২৪।

তখন শম্বর রোষারুণনেত্রে রতির কেশাকর্ষণ পূর্ব্বক তাহাকে খণ্ড খণ্ড করিবার মানসে পুনরায় অপর খড়্গ গ্রহণ করিল। ২৫ ॥

ঐ সময় মন্মথ, দৈত্যবর শম্বরকে রতির হত্যাসাধনে সমুদ্যত দেখিয়া এমন এক আঘাত (ধাক্কা) প্রদান করিলেন, যে তাহাতেই দৈত্য মূর্চ্ছিত হইয়া দূরে পতিত হইল। তাহার সর্ব্বশরীর নিষ্পিষ্ট হইয়া গেল। ২৬ ॥

ক্ষণ বিলম্বে পুনরায় চেতনার সঞ্চার হইলে দৈত্যবর কোপে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল, এবং রোষভরে শিবদত্ত শূল হস্তে ধারণ করিল। ২৭ ॥

শতসূর্য্যপ্রভংশূলং প্রলয়াগ্নিসমং মুনে।
দৃষ্ট্বাজগ্মুশ্চ দেবাশ্চ ব্রহ্মেশশেষসংজ্ঞকাঃ॥ ২৮॥
পবনঃ কথয়ামাস কর্ণে কামস্য যত্নতঃ।
স্মর স্মর মহামায়াং দুর্গাং দুর্গতিনাশিনীং॥ ২৯॥
পবনস্য বচঃ শ্রুত্বা দুর্গাং সস্মার মন্মথঃ।
শূলং বভূব কামাঙ্গে রম্যং মাল্যং মনোহরং॥ ৩০॥
ব্রহ্মাস্ত্রেণচ তংদৈত্যং জঘান মন্মথোমুদা।
রতিং গৃহীত্বা যানেন জগাম দ্বারকাপুরীং॥ ৩১॥
প্রযযুর্দ্দেবতাঃ সর্ব্বাঃ স্তুত্বাচ পার্ব্বতীং শিবং।
রুক্মিণী মঙ্গলং কৃত্বা জগ্রাহচ সুতং রতিং॥ ৩২॥

বৎস নারদ! সে শূলের কথা কি কহিব! যেন তাহা হইতে শত সূর্য্যের প্রভা বিনির্গত হইল; যেন প্রলয়াগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তদ্দর্শনে ব্রহ্মা বিষ্ণু, মহেশ্বর ও অনন্ত প্রভৃতি দেবগণ তথায় সমবেত হইলেন। ২৮॥

তন্মধ্য হইতে পবনদেব শশব্যস্ত হইয়া যত্নপূর্ব্বক মন্মথের কর্ণে কর্ণে কহিলেন, কামদেব! তুমি দুর্গতিনাশিনী মহামায়া দুর্গাকে স্মরণ কর। ২৯॥

তখন মন্মথ পবনদেবের বচন শ্রবণে দুর্গাকে স্মরণ করিলেন; অমনি শিবশূল কামাঙ্গস্পর্শে অতি রমণীয় মনোহর মালার ন্যায় দোলায়মান হইয়া উঠিল। ৩০॥

অনন্তর কামদেব ব্রহ্মাস্ত্র প্রহারে মনের আনন্দে সেই শম্বর দৈত্যকে নিহত করিয়া যানারোহণে রতিসমভিব্যাহারে দ্বারকায় প্রস্থান করিলেন। ৩১॥

দেবগণও হরগৌরীর স্তুতিবাদ করিয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। এদিকে রুক্মিণী, বধূ সহিত কুমারকে সমাগত সন্দর্শন করিয়া বিবিধ মঙ্গলাচরণ পূর্ব্বক গৃহে লইলেন। ৩২॥

উৎসবং কারয়ামাস পরং স্বস্ত্যয়নং হরিঃ।
ব্রাহ্মণং ভোজয়ামাস পূজয়ামাস পার্ব্বতীং ॥ ৩৩ ॥
অথ কৃষ্ণঃ ক্রমেণৈব বেদোক্তে মঙ্গলে দিনে।
সপ্তানাং রমণীনাঞ্চ পাণিং জগ্রাহ নারদ ॥ ৩৪ ॥
কালিন্দীং সত্যভামাঞ্চ সত্যাং নাগ্নজিতাং সতীং।
জাম্ববতীং লক্ষ্মণাঞ্চ সমুদ্বাহঞ্চকার সঃ ॥ ৩৫ ॥
তাভিঃ সার্দ্ধং ক্রমেণৈব স রেমেচ পৃথক্ পৃথক্।
একস্যাং দশপুত্রাশ্চ কন্যৈকৈকা ক্রমেণচ ॥ ৩৬ ॥
নিহত্য নরকং দৈত্যং সপুত্রঞ্চ নৃপেশ্বরং।
বলবন্তং মুরং দৈত্যং জঘান রণমূর্দ্ধণি ॥ ৩৭ ॥
দদর্শ কন্যাস্তত্রস্থাঃ সহস্রাণাঞ্চ ষোড়শ।
শতাধিকা বয়ঃস্থাশ্চ শশ্বৎসুস্থিরযৌবনাঃ ॥ ৩৮ ॥
প্রফুল্লবদনাঃ সর্ব্বা রত্নভূষণভূষিতাঃ।
শুভক্ষণেচ তাসাঞ্চ পাণিং জগ্রাহ মাধবঃ ॥ ৩৯ ॥

শ্রীহরি বিবিধ আনন্দোৎসব ও শান্তিস্বস্ত্যয়নে প্রবৃত্ত হইলেন। ব্রাহ্মণ ভোজনের স্রোত চলিতে লাগিল। পার্ব্বতীকে নানাবিধ উপচারে পূজা করিতে লাগিলেন। ৩৩ ॥

অনন্তর কিছু দিন গত হইলে শ্রীকৃষ্ণ বেদবিহিত মঙ্গল দিনে কালিন্দী, সত্যভামা, সত্যা, নাগ্নজিতা, সতী, জাম্ববতী ও লক্ষ্মণা এই সাত রমণীর পাণিগ্রহণ করিলেন। ৩৪। ৩৫ ॥

পরে যথাক্রমে সাতজনের সহিত পৃথক্ পৃথক্ ক্রীড়াকৌতুকে প্রবৃত্ত হইলেন। কালক্রমে ঐ রমণীগণের প্রত্যেকের গর্ভে দশ দশ পুত্র ও এক এক কন্যা সমুৎপন্ন হইল। ৩৬ ॥

অনন্তর একদা শ্রীকৃষ্ণ সপুত্র নরকাসুরকে নিহত করিয়া সমরে বলবান মুর দৈত্যকেও নিপাতিত করিলেন। ৩৭ ॥

পরে দেখিলেন, তথায় শতাধিকবর্ষবয়স্কা চিরকাল স্থিরযৌবনা প্রফুল্ল

তাভিঃ সার্দ্ধং স রেমেচ ক্রমেণচ শুভক্ষণে।
একস্যাং দশপুত্রাশ্চ কন্যৈকৈকা ক্রমেণচ ॥ ৪০ ॥
হরেরেতান্য পত্যানি বভূবুশ্চ পৃথক্ পৃথক্।
একানংশাংচ কন্যাং তাং দদৌ তস্মৈ শুভক্ষণে ॥ ৪১ ॥
মুক্তামাণিক্যহীরঞ্চ রত্নঞ্চ যৌতুকং দদৌ।
স রেমে রাময়া সার্দ্ধং মাহেন্দ্রে রত্নমন্দিরে।
রত্নেন্দ্রসারনির্ম্মাণং দদৌ তস্মৈ শুভাশ্রমং ॥ ৪২ ॥
একদা স মুনিশ্রেষ্ঠঃ সমালোচ্য স্বচেতসা।
তাসাঞ্চ রমণীনাঞ্চ প্রত্যেকং মন্দিরং যযৌ ॥ ৪৩ ॥
কৃষ্ণং দদর্শ সর্ব্বত্র পরিপূর্ণতমং প্রভুং।
কুত্রচিদ্ভুক্তবন্তং তংবিক্রীড়ন্তঞ্চ কুত্রচিৎ ॥ ৪৪ ॥

বদনা, নানাবিধ রত্নভূষণে বিভূষিতা ষোড়শ সহস্র রমণী বিরাজ করিতেছে। মাধব শুভদিনে ক্রমশঃ তাহাদিগেরও পাণিগ্রহণ করিলেন। ৩৮। ৩৯ ॥

পরে ক্রীড়াকৌতুকে কালযাপন করিতে করিতে তাঁহাদিগের প্রত্যেকের গর্ভে দশ দশ পুত্র ও এক এক কন্যা সমুৎপন্ন হইল। ৪০ ॥

মুনিবর! ভগবান শ্রীহরির এই গুলিন অপত্য। একদা শ্রীহরি শুভক্ষণে একানংশা নাম্নী এক কন্যাকে দুর্ব্বাসার হস্তে সমর্পণ করিলেন। ৪১ ॥

মুক্তা, মাণিক্য, হীরক ও অন্যান্য রত্ন সকল যৌতুক প্রদত্ত হইল। তিনি শ্রীকৃষ্ণপ্রদত্ত উৎকৃষ্ট রত্নময় মন্দিরে অবস্থান পূর্ব্বক একানংশার সহিত ক্রীড়াকৌতুকে কালযাপন করিতে লাগিলেন। ৪২ ॥

অনন্তর একদা মুনিবর দুর্ব্বাসা শ্বশ্রূগণের ভবনে গমন মনস্থ করিয়া তাঁহাদিগের প্রত্যেকের গৃহে গমন করিতে লাগিলেন। ৪৩ ॥

যে খানেই যান, গিয়া দেখেন, সেই পূর্ণতম বিভু ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কোন গৃহে ভোজন করিতেছেন, কোন গৃহে ক্রীড়া করিতেছেন, কোন ভবনে রমণীয় রত্নময় পর্য্যঙ্কে শয়নে রহিয়াছেন, কোন গৃহে পরম ভক্তিসহকারে পুরাণপাঠ শ্রবণ করিতেছেন, কোন গৃহের প্রাঙ্গণে মহোৎসবে মত্ত রহি-

শয়ানং কুত্রচিদ্রম্যে পর্য্যঙ্কে রত্ননির্ম্মিতে।
শ্রুতবন্তং পুরাণঞ্চ শ্রদ্ধয়া কুত্রচিদ্বিভুঃ ॥ ৪৫ ॥
মহোৎসবে নিযুক্তঞ্চ কুত্রচিৎ প্রাঙ্গণে শুভে।
তাম্বূলং ভুক্তবন্তঞ্চ ভক্ত্যা দত্তঞ্চ সত্যয়া ॥ ৪৬ ॥
কুত্রচিৎ সেবিতং তল্পে রুক্মিণ্যা শ্বেতচামরৈঃ।
কালিন্দ্যা সেবিতপদং শয়ানং কুত্রচিন্মুদা ॥ ৪৭ ॥
সর্ব্বত্র সমসম্ভাষাং চকার ভগবান্মুনিং।
বিস্ময়ং প্রযযৌ বিপ্রোদৃষ্ট্বা তং পরমাদ্ভুতং ॥ ৪৮ ॥
তুষ্টাব জগতীনাথং রুক্মিণীমন্দিরে পুনঃ।
বসন্তং তং সুধর্ম্মায়াং সভাং সংসদি সুন্দরং ॥ ৪৯ ॥

দুর্ব্বাসা উবাচ।

জয়জয়জগতাংনাথ জিতসর্ব্ব জনার্দ্দন সর্ব্বার্থৈক সর্ব্বেশ সর্ব্ববীজ পুরাতন নির্গুণ নিরীহ নির্লিপ্ত নিরঞ্জন নিরাকার ভক্তানুগ্রহবিগ্রহ সত্যস্বরূপ সনাতন নিত্যস্বরূপ নিত্য নূতন ব্রহ্মেশশেষধনেশবন্দিতপাদপদ্ম ব্রহ্মজ্যোতিরনির্ব্বচনীয় বেদাতীতগুণরূপমহাকাশ সমানীয় পরমাত্মন্নমোঽস্তুতে।

য়াছেন, কোন গৃহে সত্যভামা কর্ত্তৃক শ্রদ্ধাদত্ত তাম্বূল সেবন করিতেছেন, কোন গৃহে শয্যায় শয়ান রহিয়াছেন এবং কালিন্দী আনন্দে চরণ সেবা করিতেছেন। ৪৪।৪৫।৪৬।৪৭ ॥

মুনিবর যে গৃহেই গমন করেন, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সেই খানেই সমভাবে তাঁহার সহিত কথোপকথন করেন। সেই অদ্ভুত ব্যাপার দর্শনে দুর্ব্বাসার আর বিস্ময়ের পরিসীমা রহিল না। ৪৮ ॥

অনন্তর তিনি পুনর্ব্বার রুক্মিণীভবনে গমন করিয়া সুধর্ম্মাসভায় আসীন সজ্জনমণ্ডলীমধ্যগত সেই জগতীনাথ দয়াময় শ্রীকৃষ্ণকে স্তব করিতে লাগিলেন। ৪৯ ॥

ইত্যেবমুক্ত্বা স ঋষির্হরেরনুমতেনচ।
প্রণম্য তস্থৌ বিপ্রেন্দ্রস্তত্রৈব পুরতোহরেঃ ॥ ৫০ ॥
তমুবাচজগন্নাথো হিতং সত্যং পুরাতনং।
জ্ঞানঞ্চ বেদবিহিতং সর্ব্বেষাঞ্চসতাং মতং ॥ ৫১ ॥

শ্রীভগবান উবাচ।

মাভৈর্বিপ্র শিবাংশস্ত্বং কিং নজানাসি জ্ঞানতঃ।
অহংসর্ব্বস্যপ্রভবোমত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে ॥ ৫২ ॥
অহমাত্মাচ সর্ব্বেষাং শবাঃ শিবা ময়া বিনা।
প্রাণিদেহাত্মনি গতে যান্ত্যেব সর্ব্বশক্তয়ঃ ॥ ৫৩ ॥

দুর্ব্বসা কহিলেন, হে জগন্নাথ! হে জনার্দ্দন! তুমি সমস্ত জয় করিয়াছ, তুমিই সকল কার্য্যের একমাত্র সাধক, তুমি সকলের প্রভু, সকলের বীজ ও পুরাতন পুরুষ। তুমি নির্গুণ, নিরীহ নির্লিপ্ত, নির্ম্মল, নিরাকার এবং তুমি ভক্তজনের বাঞ্ছা পূরণের নিমিত্ত বিগ্রহ ধারণ করিয়াছ। তুমি সত্যস্বরূপ, তুমি সনাতন, তুমি নিত্যস্বরূপ, তুমি নিত্যই নূতন। ব্রহ্মা, মহেশ্বর, অনন্তদেব ও কুবের, তোমার চরণে প্রণত, তুমি ব্রহ্মজ্যোতি, তুমি বচনাতীত, চারি বেদ তোমার রূপ গুণের অন্ত করিতে পারে না, তুমি মহাকাশ, হে পরমাত্মন! দয়াময় শ্রীকৃষ্ণ তোমাকে নমস্কার। ৫০ ॥

ঋষিবর দুর্ব্বসা এইরূপে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের স্তবপাঠ করিয়া প্রণাম পূর্ব্বক তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিলেন। তখন জগতীনাথ শ্রীকৃষ্ণ সেই সজ্জন সমাদৃত সর্ব্বেশ ঋষিবর দুর্ব্বসাকে সম্বোধন করিয়া সত্য,হিত, পুরাতন বেদবিহিত জ্ঞানোপদেশক বাক্যে কহিলেন। ৫১ ॥

হে বিপ্রবর! তোমার ভয় নাই, তুমি শিবাংশসম্ভূত। তুমি কি জাননা যে, আমি সকলের উৎপত্তিকারণ? আমা হইতে সমস্ত সংসার সমুৎপন্ন হইয়াছে। ৫২ ॥

আমি সকলের আত্মাস্বরূপ, আমা ভিন্ন সমস্ত জগৎ শবাকার। প্রাণিগণের

জাতাবপ্যেকএবাহং ব্যক্তাবেব পৃথক্ পৃথক্।
যোভুঙ্‌ক্তে তস্য তৃপ্তিঃ স্যান্নান্যেষাঞ্চ কদাচন ॥ ৫৪ ॥
পৃথক্ জীবাদিসর্ব্বেষাং প্রতিমানাঞ্চ প্রাণিনাং।
পরিপূর্ণতমোঽহঞ্চ গোলোকে রাসমণ্ডলে।
শ্রীদামশাপাদ্রাধা সা মাং দ্রষ্টুমক্ষমাধুনা ॥ ৫৫ ॥
সর্ব্বে বৈ চাংশরূপেণ কলয়াচ তদংশতঃ।
রুক্মিণীমন্দিরেচাংশোঽপ্যন্যাসাং মন্দিরে কলা ॥ ৫৬ ॥
মমাপি কুত্রচিচ্চাংশঃ কুত্রচিচ্চকলাকলাঃ।
কলাকলাংশঃ কুত্রাপি প্রতিমাসুচ দেহিনু ॥ ৫৭ ॥

দেহ হইতে আত্মার বিনিগম হইলে, আর কোন শক্তিই অবস্থান করিতে পায় না। ৫৩ ॥

জন্ম গ্রহণের পূর্ব্বে আত্মারূপে আমি অদ্বিতীয়, কিন্তু ব্যক্তিগত হইলেই পৃথক পৃথক রূপ ধারণ করিয়া থাকি। কারণ তখন যে ব্যক্তি ভোজন করে, তাহারই তৃপ্তি হয়, অন্য কাহারও তৃপ্তির সম্ভাবনা নাই। ৫৪ ॥

আমি যখন জীব শরীরে প্রবেশ করি, তখন পৃথক পৃথক রূপে অবস্থান করিয়া থাকি; কিন্তু যখন গোলোকে রাসমণ্ডলে অবস্থান করি, তখন আমিই একমাত্র পূর্ণতম। তবে যে শ্রীরাধা এক্ষণে আমাকে দর্শন করিতে অসমর্থ হইতেছেন, শ্রীদাম শাপই তাহার একমাত্র কারণ। ৫৫ ॥

এই যে সকল প্রত্যক্ষ করিতেছ, এ সমস্তই কেহ শ্রীরাধার অংশ, কেহ বা শ্রীরাধার অংশেরও অংশ। এই যে রুক্মিণীভবন সন্দর্শন করিতেছ, এস্থানে শ্রীরাধার অংশ এবং অন্যান্য গৃহে যে সমস্ত নিরীক্ষণ করিতেছ, তৎসমুদায় শ্রীরাধার কলা অর্থাৎ অংশেরও অংশ। ৫৬ ॥

এইরূপে কোন স্থানে আমার অংশ, কোন স্থানে আমার অংশের অংশ, এবং কোন স্থানে আমার অংশাংশেরও অংশ বিদ্যমান রহিয়াছে। ফলতঃ কি দেহী, কি প্রতিমা সর্ব্বত্রই আমারই অংশ বিরাজ করিতেছে। ৫৭ ॥

ইত্যুক্ত্বা জগতাংনাথো গৃহস্যাভ্যন্তরং যযৌ।
দুর্ব্বাসাশ্চপ্রিয়াংত্যক্ত্বা শ্রীহরেস্তপসে গতঃ ॥ ৫৮ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে নারায়ণনারদসংবাদে দ্বাদশাধিক শততমোঽধ্যায়ঃ ॥

দেবঋষে! জগতীনাথ শ্রীকৃষ্ণ এই বলিয়া ভবনমধ্যে প্রবেশ করিলেন। এদিকে বিপ্রবর দুর্ব্বাসাও সেই প্রিয়তমা একানংশাকে পরিত্যাগ করিয়া শ্রীহরির আরাধনার নিমিত্ত প্রস্থান করিলেন। ৫৮ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে শ্রীকৃষ্ণ জন্ম খণ্ডে নারায়ণ নারদ সম্বাদে দ্বাদশাধিক শততম অধ্যায় সম্পূর্ণ।

ত্রয়োদশাধিক শততমোঽধ্যায়ঃ।

নারায়ণ উবাচ।

সশিষ্যশ্চাপি দুর্ব্বাসাস্ত্যক্ত্বাচ দ্বারকাং পুরীং।
কৈলাসং প্রযযৌ ভক্ত্যা শঙ্করং দ্রষ্টুমীশ্বরং ॥ ১ ॥
গত্বা মুনিশ্চ কৈলাসং প্রণনাম শিবং শিবাং।
তুষ্টাব পরয়া ভক্ত্যা সশিষ্যঃ প্রণতঃ শুচিঃ ॥ ২ ॥
তং সর্ব্বং কথয়ামাস বৃত্তান্তং শ্রীহরেরপি।
আত্মনস্তপসস্তত্ত্বং স্ববৈরাগ্যঞ্চ চেতসঃ ॥ ৩ ॥
মুনেশ্চ বচনং শ্রুত্বাপ্রহস্য পার্ব্বতী সতী।
তমুবাচ হিতং সত্যং সাক্ষাৎশঙ্করসন্নিধৌ ॥ ৪ ॥

পার্ব্বত্যুবাচ।

ধর্ম্মতত্ত্বং নজানাসি ধর্ম্মিষ্ঠং মন্যতে স্বকং।
অনপত্যাং পরিত্যজ্য ক্বযাসি তপসে মুনে ॥ ৫ ॥

নারায়ণ কহিলেন, বৎস নারদ! অনন্তর সশিষ্য ঋষিবর দুর্ব্বসা ভূতভাবন ভগবান শঙ্করের সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত ভক্তিবাবে দ্বারকাপুরী হইতে কৈলাসধামে গমন করিলেন। ১ ॥

তথায় উপস্থিত হইয়া প্রথমতঃ শিবের এবং তৎপরে শিবানীর চরণে প্রণিপাত করিয়া শিষ্যগণের সহিত শুচি ও প্রণতভাবে ভক্তিযোগে উভয়ের স্তব করিলেন। ২ ॥

পরে সকল গৃহেই শ্রীকৃষ্ণ সমভাবে বিরাজমান ছিলেন ও তাঁহার সহিত যেরূপ কথোপকথন হইয়াছিল, সে সমুদায় বৃত্তান্ত এবং আপনার চিত্তবৈরাগ্য ও তপঃপ্রবৃত্তির কারণ সকল নিবেদন করিলেন। ৩ ॥

অনন্তর পতিব্রতা পার্ব্বতী মুনিবর দুর্ব্বসার বচন শ্রবণে হাস্য করিয়া শঙ্করের সমক্ষেই হিত ও অমৃতময়বাক্যে কহিলেন। ৪ ॥

ঋষিবর! তুমি ধর্ম্মের প্রকৃত মর্ম্ম না জানিয়া আপনাকে ধর্ম্মিষ্ঠ বলিয়া

অনপত্যাঞ্চ যুবতীং কুলজাঞ্চ পতিব্রতাং।
ত্যক্ত্বা ভবেৎহদ্যঃ সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারী যতীতিবা॥ ৬॥
বাণিজ্যেবা প্রবাসেবা চিরং দূরং প্রযাতি যঃ।
তীর্থেবা তপসেবাপি মোক্ষার্থং জন্মখণ্ডিতুং॥ ৭॥
ন মোক্ষস্তস্য ভবতি ধর্ম্মসংস্খলনং ধ্রুবং।
অভিশাপেন গমনং নরকঞ্চ পরত্রচ।
ইহৈবচ যশোনাস্তি ইত্যাহ কমলোদ্ভবঃ॥ ৮॥
দ্বারকাং গচ্ছ হেবিপ্র স্বধর্ম্মং রক্ষ সাম্প্রতং।
একানংশামদংশাঞ্চ ধর্ম্মতঃ পরিপালয়॥ ৯॥
পাদপদ্মার্চ্চিতং পাদপদ্মং সর্ব্বসুদুর্লভং।
সন্ততং শম্ভুনা ধ্যাতং মুনীন্দ্রৈঃ সনকাদিভিঃ॥ ১০॥

বিবেচনা কর? তুমি অজাতপুত্রা ধর্ম্মপত্নীকে পরিত্যাগ করিয়া তপস্যার্থ কোথায় যাইতেছ? ৫॥

যে ব্যক্তি অপুত্রবতী সৎকুলসম্ভূতা পতিব্রতা পত্নীকে যৌবনাবস্থায় পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী বা যতী হইতে অভিলাষ করে, যে ব্যক্তি বাণিজ্যার্থ বা অন্য কোন কারণে প্রবাসে বা দূরপথে ধাবমান হয়, যে ব্যক্তি তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গে বা জন্মজনিত যন্ত্রণার পরীহারার্থ মোক্ষমূলক তপশ্চরণে গমন করে, তাহার মোক্ষলাভের আশা দূরে থাক্, নিশ্চয়ই তাঁহাকে ধর্ম্মপথবিচ্যুতিরূপ ঘোরতর পাতকে লিপ্ত হইতে হয়। সেই নিরুপায়া পতিব্রতার দীর্ঘ নিশ্বাসে তাহার না ইহলোক, না পরলোক, কুত্রাপি শ্রেয়োলাভের সম্ভাবনা থাকে না; বরং সে পরলোকে নিরয়গামীই হইয়া থাকে। ভগবান ব্রহ্মা স্বয়ং স্বমুখে ইহা ব্যক্ত করিয়াছেন। অতএব বিপ্রবর! তুমি সম্প্রতি স্বীয় ধর্ম্ম প্রতিপালন কর, সত্বর দ্বারকাভিমুখে প্রতিনিবৃত্তি হও। একানংশা আমার অংশসম্ভূত; অতএব দ্বারকায় গিয়া ধর্ম্মানুসারে তাহাকে প্রতিপালন কর। ৬।৭।৮।৯॥

আর পদ্মা যে পাদপদ্মের অর্চ্চনা করেন, যে পাদপদ্ম সকলের দুর্লভ। ভগবান ভূতভাবন নিরন্তর যে চরণের অনুধ্যানে নিমগ্ন রহিয়াছেন, সনকাদি

পরিত্যজ্য সুতাংতাঞ্চ কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ।
ক্ব যাসি তপসে বৎস সুধাং ত্যক্ত্বা মনোবিষে॥ ১১॥
শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মঞ্চ স্বপ্নে পশ্যতি যোমুনে।
শতজন্মকৃতাৎ পাপান্মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ॥ ১২॥
যদ্বাল্যে যচ্চকৌমারে বার্দ্ধক্যে যচ্চযৌবনে।
কামতোঽকামতোবাপি ভস্মীভূতঞ্চ পাতকং॥ ১৩॥
সাক্ষাদ্যোভারতে বর্ষে শ্রীকৃষ্ণচরণাম্বুজং।
দৃষ্ট্বা সদ্যোভবেৎপূতোজীবন্মুক্তোভবেৎধ্রুবং॥ ১৪॥
কোটিজন্মার্জ্জিতাৎ সদ্যঃ কৃতপাপাদ্বিমুচ্যতে।
সর্ব্বাণ্যেবহি তীর্থানি যতঃ পূতানি নিত্যশঃ।
তদ্ব্রতং তত্তপঃ সত্যং তৎপুণ্যং তচ্চপূজনং॥ ১৫॥

মুনীন্দ্রগণ সতত যে পাদপদ্মের ধ্যান করিতেছেন, তুমি সেই পরমাত্মরূপী শ্রীকৃষ্ণের তনয়াকে পরিত্যাগ করিয়া তপশ্চরণার্থ কোথায় প্রস্থান করিতেছ? বৎস! তুমি সুধা পরিত্যাগ করিয়া বিষপানে মনোনিবেশ করিতেছ? ১১॥

মুনিবর! যে ব্যক্তি একবার মাত্র স্বপ্নযোগে শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম দর্শন করিতে পায়, সে শতজন্মার্জ্জিত পাতক হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারে; তাহার আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। ১২॥

কি বাল্যাবস্থা কি কৌমরাবস্থা, যে অবস্থায় করুক এবং জ্ঞানকৃতই হউক বা অজ্ঞানকৃতই হউক, কৃষ্ণপাদপদ্ম দর্শনে সমস্ত পাতকই ভস্মসাৎ হইয়া থাকে। ১৩॥

বাস্তবিক, যে ব্যক্তি এই ভারতবর্ষে শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম বিলোকন করে, সে তৎক্ষণাৎ পূত ও জীবন্মুক্ত হইয়া থাকে। তাহার কোটিজন্মার্জ্জিত মহাপাতক দূরে পলায়ন করে। ১৪॥

বৎস! নিয়ত যে পাদপদ্ম প্রভাবে সমস্ত তীর্থ পবিত্র হইতেছে, তখন

সফলঃ কৃষ্ণসন্মার্গঃ স্বজন্মখণ্ডনং যতঃ।
কৃষ্ণভক্তিবিহীনশ্চ ব্রাহ্মণঃ শ্বপচাধমঃ।
তৎসঙ্গাচ্চ সদালাপাং ভক্তভক্তিঃ প্রণশ্যতি ॥ ১৬ ॥
কৃষ্ণস্যোচ্ছিষ্টভোজী যঃ কৃষ্ণভক্তশ্চ ব্রাহ্মণঃ।
অব্বহ্নিপবনাৎ পূতঃ পূতং কর্ত্তুং জগৎ ক্ষমঃ ॥ ১৭ ॥
শ্রীকৃষ্ণঞ্চ পরিত্যজ্য ক্ক যাসি তপসে দ্বিজ।
তপসাং ফলমাপ্নোতি শ্রীকৃষ্ণস্মরণেন চ ॥ ১৮ ॥
যতোভক্তিশ্চ ন ভবেৎ শ্রীকৃষ্ণে পরমাত্মনি।
স গুরুঃ পরমোবৈরী করোতি জন্মনিষ্ফলং ॥ ১৯ ॥

সেই পাদপদ্ম দর্শনই ব্রত, সেই পাদপদ্ম দর্শনই তপস্যা, সেই পাদপদ্ম দর্শনই সত্য, সেই পাদপদ্ম দর্শনই পুণ্য, এবং সেই পাদপদ্ম দর্শনই পূজা। ১৫ ॥

যে ব্যক্তি কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত, তাহারই জন্ম সফল, কারণ উহা হইতে তাহার আর জন্মজনিত ভয়ের সম্পর্কমাত্র থাকে না। কৃষ্ণভক্তি-বিহীন ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল হইতেও অধম। এমন কি তাহার সহবাসে এবং তাহার সহিত কথোপকথনে ভক্তদিগেরও ভক্তির বিলোপ হইয়া থাকে। ১৬ ॥

যে ব্রাহ্মণ কৃষ্ণের উচ্ছিষ্টভোজী ও একান্ত কৃষ্ণভক্ত, তিনি জল, অগ্নি ও বায়ু হইতেও পবিত্র। এমন কি, তিনি জগৎ পূত করিতে সক্ষম হইয়া থাকেন। ১৭ ॥

অতএব দ্বিজবর! তুমি শ্রীকৃষ্ণকে পরিত্যাগ করিয়া তপশ্চরণার্থ কোথায় যাইতেছ? মানবগণ যথা তথা অবস্থান করিয়া কৃষ্ণনাম স্মরণে তপস্যার ফললাভ করিতে পারে। ১৮ ॥

যে গুরু হইতে পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণে ভক্তির উদ্রেক না হয়, তিনি শিষ্যের বৈরী এবং তাহা হইতে তাহার মানবজন্ম নিষ্ফল হইয়া থাকে। ১৯ ॥

পার্ব্বতীবচনং শ্রুত্বা শঙ্করঃ প্রেমবিহ্বলঃ।
পুলকাঙ্কিত সর্ব্বাঙ্গস্তুষ্টাব পরমেশ্বরীং॥ ২০॥
দুর্ব্বাসাঃ প্রণতিং কৃত্বা শিবদুর্গাপদাম্বুজে।
স্মারং স্মারং কৃষ্ণপাদং পুনশ্চ দ্বারকাং যযৌ॥ ২১॥
তত্র গত্বা হরিং দৃষ্টা তুষ্টাব পুরুষোত্তমং।
একানংশালয়ং গত্বা সচ রেমে তয়া সহ॥ ২২॥
কৃষ্ণোযুধিষ্ঠিরাহ্বানাৎ প্রযযৌ হস্তিনাপুরং।
কুন্তীংসংভাষ্য ভ্রাতৄংশ্চ নৃপাংশ্চ প্রমুদান্বিতঃ॥ ২৩॥
উপায়েন জরাসন্ধং নিহত্য শাল্লমেবচ।
কারয়ামাস যজ্ঞঞ্চ বিধিবোধিতদক্ষিণং।
মুনীন্দ্রৈশ্চ নৃপেন্দ্রৈশ্চ রাজসূয়মভীপ্সিতং॥ ২৪॥

পার্ব্বতীর এইরূপ বচনশ্রবণে শঙ্করের সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। তিনি একেবারে প্রেমে বিহ্বল হইয়া পরমেশ্বরীকে স্তব করিতে লাগিলেন। ২০॥

তখন দুর্ব্বাসা শিবদুর্গার পাদপদ্মে প্রণিপাত করিয়া কৃষ্ণপাদপদ্ম ধ্যান করিতে করিতে পুনরায় দ্বারকায় গমন করিলেন। ২১॥

মুনিবর তথায় উপস্থিত হইয়া শ্রীহরির পাদপদ্ম দর্শনে ক্ষণকাল সেই পরম পুরুষের স্তব করিলেন। তৎপরে প্রিয়তমা একানংশার ভবনে গমন করিয়া তাঁহার সহিত ক্রীড়াকৌতুকে কালযাপন করিতে লাগিলেন। ২২॥

এদিকে নৃপবর যুধিষ্ঠির আহ্বান করাতে কৃষ্ণ হস্তিনাপুরে গমন করিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া পরমানন্দে প্রথমতঃ কুন্তী, তৎপরে ভ্রাতৃগণ এবং তৎপরে অন্যান্য নৃপতিগণের সহিত সম্ভাষণ করিলেন। ২৩॥

পরিশেষে উপায় উদ্ভাবন করিয়া জরাসন্ধ ও শাল্লকে শমনভবনে প্রেরণ পূর্ব্বক মুনীন্দ্র ও অন্যান্য নৃপেন্দ্রগণকে লইয়া যথাবিধি দক্ষিণাদানে যুধিষ্ঠির দ্বারা অভিমত রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করাইলেন। ২৪॥

শিশুপালং দন্তবক্রং যত্র যজ্ঞে জঘান সঃ।
অতীবনিন্দাং কুর্ব্বন্তং সভায়াং সুরভূপয়োঃ॥ ২৫॥
পপাত তৎশরীরঞ্চ জীবোগত্বা হরেঃ পদং।
ন দৃষ্টা তত্র সর্ব্বেশং তুষ্টাবাগত্য মাধবং॥ ২৬॥

শিশুপাল উবাচ।

বেদানাং জনকোঽসি ত্বং বেদাঙ্গানাঞ্চ মাধব।
সুরাণামসুরাণাঞ্চ প্রাকৃতানাঞ্চ দেহিনাং॥ ২৭॥
সূক্ষ্মীবিধায় সৃষ্টিঞ্চ কল্পভেদে করোষিচ।
মায়য়াচ স্বয়ংব্রহ্মা শঙ্করঃ শেষএবচ॥ ২৮॥
মনবোমুনয়শ্চাপি বেদাশ্চ সৃষ্টিপালকাঃ।
কলাংশেনাপি কলয়া দিক্পালাশ্চ গ্রহাদয়ঃ॥ ২৯॥

ঐ যজ্ঞে সভামধ্যে দেবগণ ও নৃপগণের সমক্ষে শিশুপাল ও দন্তবক্র শ্রীকৃষ্ণের অতীব নিন্দা করাতে, তিনি উভয়কেই কালের করাল গ্রাসে পাতিত করিলেন। ২৫॥

শরীর নিপতিত রহিল; কিন্তু শরীরী গিয়া শ্রীহরির পাদপদ্ম সমীপে সমুপস্থিত হইল। তথায় ভগবানের সহিত সাক্ষাৎকার লাভ না হওয়ায় পুনরায় প্রত্যাগমন পূর্ব্বক সর্ব্বেশ্বর মাধবকে স্তব করিতে লাগিল। ২৬॥

শিশুপালের আত্মা কহিল, মাধব! চারিবেদ ও বেদাঙ্গসকল তোমা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। তুমি কি সুর, কি অসুর, কি প্রাকৃত দেহী সকলেরই জনক। ২৭॥

তুমি কল্পভেদে একবার সমুদায় জগৎ সূক্ষ্ম অর্থাৎ পরমাণুবৎ করিয়া স্বীয় শরীরে প্রবেশিত করিতেছ; আরবার মায়াবলে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বররূপে পরিণত হইয়া সমস্ত সৃষ্টি করিতেছ। ২৮॥

কি চতুর্দ্দশ মনু, কি সনকাদি ঋষিগণ, কি সৃষ্টিপালগণ, কি দিকপালগণ, কি গ্রহগণ, সকলেই কেহ বা তোমার অংশ, কেহ তোমার অংশের অংশ। ২৯॥

স্বয়ং পুমান্ স্বয়ংস্ত্রীচ স্বয়মেব নপুংসকঃ।
কারণঞ্চ স্বয়ং কার্য্যং জন্যশ্চ জনকঃ স্বয়ং ॥ ৩০ ॥
যন্মন্ত্রস্য গুণাদোষা যন্ত্রিণশ্চ শ্রুতৌশ্রুতং।
সর্ব্বে যন্ত্রা ভবান্যন্ত্রী ত্বয়ি সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতং ॥ ৩১ ॥
ক্ষমাপরাধং মূঢ়স্য স্তোত্রেণ বিস্ময়ং যযুঃ।
পরিপূর্ণতমং কৃত্বা মেনিরে কৃষ্ণমীশ্বরং ॥ ৩২ ॥
কারয়িত্বা রাজসূয়ং ভোজয়ামাস ব্রাহ্মণান্।
কুরুপাণ্ডবযুদ্ধঞ্চ কারয়ামাস ভেদতঃ ॥ ৩৩ ॥
ভুবোভারাবতরণং চকার স কৃপানিধিঃ।
পুনর্যযৌ দ্বারকাঞ্চ চিরং স্থিত্বা নৃপাজ্ঞয়া ॥ ৩৪ ॥
বিপ্রায় মৃতবংসায় জীবয়ামাস পুত্রকান্।
মৃতস্থানাং সমানীয় তন্মাত্রে প্রদদৌসুতান্ ॥ ৩৫ ॥

তুমি স্বয়ং স্ত্রী, স্বয়ং পুরুষ, আবার স্বয়ং নপুংসক। তুমিই কার্য্য, আবার তুমিই কারণ। তুমিই জন্য, আবার তুমিই জনক। ৩০ ॥

তুমি যন্ত্রী; তোমার স্তবের গুনদোষ কি বুঝিব। তবে বেদে যেমন শ্রবণ করিয়াছি তাহাই বর্ণনা করিতেছি। মাধব! তুমি স্বয়ং যন্ত্রী; আর এই জগৎ প্রপঞ্চ তোমার যন্ত্র। সমুদায় বিশ্বসংসার তোমাতে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। মাধব! আমি মূঢ়, আমার অপরাধ ক্ষমা কর।" শিশুপালের স্তব শুনিয়া সকলে বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হইল। তখন কৃষ্ণকে পূর্ণব্রহ্ম বলিয়া সকলে প্রত্যয় করিলেন। ৩১। ৩২ ॥

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ রাজসূয় যজ্ঞ সমাপন করিয়া ব্রাহ্মণ ভোজন করাইলেন, তৎপরে কুরু ও পাণ্ডব উভয় পক্ষের ভেদ সাধন করিয়া পরাপর যুদ্ধে প্রবর্ত্তিত করিলেন। ৩৩ ॥

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এইরূপে কৌশলে পৃথিবীর ভারাবতরণ করিয়া কিয়ৎকাল হস্তিনায় অবস্থান পূর্ব্বক পরে যুধিষ্ঠিরাদির অনুজ্ঞা লইয়া পুনরায় দ্বারকায় প্রত্যাগমন করিলেন। ৩৪ ॥

ঐ সময় যে ব্রাহ্মণের পুত্র ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র বিনষ্ট হইত, সেই ব্রাহ্মণের

তদ্দৃষ্ট্বা দেবকীতুষ্টা যযাচে মৃতপুত্রকান্।
মৃতস্থানাৎ সমানীয় দদৌ মাত্রে সহোদরান্ ॥ ৩৬ ॥
সদ্যো জহার দারিদ্র্যং সুদাম্নোব্রাহ্মণস্যচ।
সমাগতস্য স্বগৃহাৎ দ্বারকাংশরণার্থিনঃ ॥ ৩৭ ॥
তস্মৈ দদৌ রাজলক্ষ্মীং নিশ্চলাং সাপ্তপৌরুষীং।
পৃথুকস্য কণং ভুক্ত্বা ভক্তস্য ভক্তবৎসলঃ ॥ ৩৮ ॥
বভূব তস্য রাজ্যঞ্চ যথেন্দ্রস্যামরাবতী।
যথাধনেশ্বরোদেবো ধনাঢ্যঃ স বভূবহ ॥ ৩৯ ॥
নিশ্চলাং হরিভক্তিঞ্চ দদৌ দাস্যং সুদুর্লভং।
অবিনাশিনি গোলোকে যথেষ্টং পদমুত্তমং ॥ ৪০ ॥

পুত্রগুলিকে মৃতস্থান হইতে আনয়ন পূর্ব্বক তাহাদিগকে জননীক্রোড়ে সমর্পণ করিলেন। ৩৫ ॥

তদ্দর্শনে দৈবকী অতীব পরিতুষ্টা হইয়া, কৃষ্ণকে বলিলেন, বৎস! "তবে আমার মৃত তনয়গুলিকে পুনরুজ্জীবিত কর।" তখন কৃষ্ণ বিনষ্ট সহোদর দিগকে মৃতস্থান হইতে আনয়ন পূর্ব্বক, জননীর ক্রোড়ে সমর্পণ করিলেন। ৩৬ ॥

সুদামা নামে দরিদ্র ব্রাহ্মণ দ্বারকায় সমাগত হইয়া তাঁহার শরণাপন্ন হওয়াতে, তিনি তৎক্ষণাৎ সেই ব্রাহ্মণের দারিদ্র্য মোচন করিয়া দিলেন। ব্রাহ্মণ রাজ্যেশ্বর হইলেন, এমন কি সপ্তম পুরুষ পর্য্যন্ত তাঁহার রাজলক্ষ্মী অচলা রহিল। ভক্তবৎসল ভগবান্ তাঁহার গৃহে পৃথুক—অর্থাৎ চিপিটকের কণামাত্র ভক্ষণ করিয়াছিলেন। ঐ ব্রাহ্মণের রাজ্য ইন্দ্রের অমরাবতীর ন্যায় সমৃদ্ধিশালী হইয়াছিল। তিনি ধনকুবের হইয়া উঠিয়াছিলেন। ৩৭ ৩৮। ৩৯ ॥

ভক্তবৎসল হরি প্রীত হইয়া তাঁহাকে অচলা হরিভক্তি, অন্যজন-দুর্লভ হরিদাস্য এবং পরিণামে গোলোকে পরম সুখে অক্ষয় বাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছিলেন। ৪০ ॥

জহার পারিজাতঞ্চ গন্ধাহঙ্কারমেবচ।
সত্যাঞ্চ কারয়ামাস পুণ্যকংব্রতমীপ্সিতং ॥ ৪১ ॥
বর্দ্ধয়ামাস সর্ব্বত্র নিত্যং নৈমিত্তিকং মুনে।
তত্র ব্রতে কুমারায় আত্মানং দক্ষিণাং দদৌ ॥ ৪২ ॥
ব্রাহ্মণান্ ভোজয়ামাস তেভ্যোরত্নং দদৌ মুদা।
সত্যভামাভিমানঞ্চ বর্দ্ধয়ামাস সর্ব্বতঃ ॥ ৪৩ ॥
রুক্মিণ্যা অপি সৌভাগ্যমন্যাসাঞ্চ নবং নবং।
বৈষ্ণবানাং সুরাণাঞ্চ বিপ্রাণামপিপূজনং ॥ ৪৪ ॥
বর্দ্ধয়ামাস সর্ব্বত্র নিত্যং নৈমিত্তিকং মুনে।
পরমাধ্যাত্মিকং জ্ঞানমুদ্ধবায় দদৌপ্রভুঃ।
অর্জ্জুনং কথয়ামাস কোটিহোমান্বিতং শুভং ॥ ৪৫ ॥

তিনি স্বর্গ হইতে পারিজাত হরণ এবং তাহার গন্ধজনিত গর্ব্ব খর্ব্ব করিয়া দিয়াছিলেন। তিনিই সত্যভামার সমস্ত পুণ্যক ব্রতের মূল; তাঁহা হইতেই নিত্য নৈমিত্তিক ব্রতানুষ্ঠানের পদ্ধতি সর্ব্বত্র প্রচারিত হয়। ঐ পুণ্যকব্রতে তিনিই কুমারকে দক্ষিণারূপে আত্মকলেবর সমর্পণ করেন। তিনিই ঐ ব্রতোপলক্ষে পরমানন্দে ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাইয়া তাঁহাদিগকে নানাবিধ ধনরত্ন প্রদান করেন। তাঁহাহইতেই সর্ব্বত্র সত্যভামার সম্মান পরিবর্দ্ধিত হইয়া উঠে। ৪১। ৪২। ৪৩ ॥

তাঁহা হইতেই রুক্মিণীর সৌভাগ্য ও তাঁহার অন্যান্য পত্নীগণের নব নব সৌভাগ্য সমুদিত হয়, তাঁহা হইতেই, বিষ্ণুপরায়ণ সুরগণ ও বিপ্রগণের পর্য্যাপ্ত পূজা প্রচারিত হয়। ৪৪ ॥

তাঁহা হইতেই সর্ব্বত্র নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়াকলাপের শ্রীবৃদ্ধিসাধন হয়। সেই প্রভুই উদ্ধবকে পরম আধ্যাত্মিক জ্ঞান প্রদান করেন। তিনিই অর্জ্জুনের নিকট কোটি হোমান্বিত শুভ যজ্ঞ কার্য্যের পরিচয় প্রদান করেন। ৪৫ ॥

নানাপ্রকারনৈবেদ্যৈর্ধূপদীপৈর্ম্মনোহরৈঃ।
ব্রাহ্মণান্ ভোজয়ামাস পার্ব্বতীপ্রীতয়ে তথা ॥ ৪৬ ॥
রৈবতেপর্ব্বতে রম্যে চামূল্যরত্নমন্দিরে।
গণেশং পূজয়ামাস দেবানামীশ্বরং পরং ॥ ৪৭ ॥
লড্ডুকানাং তিলানাঞ্চ সুস্বাদু সুমনোহরং।
পরিপুষ্টং পঞ্চলক্ষং নৈবেদ্যঞ্চ দদৌ মুদা ॥ ৪৮ ॥
লড্ডুকং স্বস্তিকানাঞ্চ সপ্তলক্ষং সুধোপমং।
গণেশ্বরায় প্রদদৌশর্করাশতরাশিকং ॥ ৪৯ ॥
পক্করম্ভাফলানাঞ্চ দশলক্ষমপূর্ব্বকং।
মিষ্টান্নং পায়সংরম্যং সুস্বাদু স্বস্তিপিষ্টকং ॥ ৫০ ॥
ঘৃতকং নবনীতঞ্চ দধিদুগ্ধং সুধামধু।
ধূপং দীপং পারিজাতপুষ্পংচ মাল্যমীপ্সিতং।
সুগন্ধিচন্দনং গন্ধং বহ্নিশুদ্ধাংশুকং দদৌ ॥ ৫১ ॥

তিনিই পার্ব্বতীর প্রীতির নিমিত্ত নানাবিধ নৈবেদ্য ও নানাপ্রকার মনোহর ধূপ দীপাদি প্রদান করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করান। ৪৬ ॥

তিনিই রমণীয় রৈবতক পর্ব্বতে উৎকৃষ্ট রত্ননির্ম্মিত মনোহর মন্দিরে দেবগণাগ্রগণ্য দেবপ্রবর গণনায়কের অর্চ্চনা করেন। সেই অর্চ্চনাসময়ে তিনিই তাঁহাকে পরমানন্দে সুস্বাদু, সুমনোহর পরিপুষ্ট পাঁচলক্ষ তিললড্ডুক ও নৈবেদ্য প্রদান করেন। ঐ পূজাতেই সুধাসদৃশ সপ্তলক্ষ স্বস্তিক লড্ডুক ও শতরাশি শর্করা প্রদত্ত হয়। ৪৭।৪৮।৪৯ ॥

দশলক্ষ সুপক্ক কদলী ফল, মনোহর মিষ্টান্ন, পায়স,সুস্বাদু স্বস্তিক পিষ্টক, ঘৃত, নবনীত, দধি, দুগ্ধ, সুধা, মধু, ধূপ, দীপ, পারিজাত পুষ্প, অভিমত পুষ্পমাল্য, সুগন্ধি চন্দন, গন্ধ এবং বহ্নির ন্যায় সমুজ্জ্বল বস্ত্র প্রদত্ত হয়। ৫০।৫১ ॥

যজ্ঞঞ্চ কারয়ামাস কোটিহোমান্বিতং শুভং।
ব্রাহ্মণং ভোজয়ামাস তুষ্টাব সগণেশ্বরং।
বাদ্যং দশবিধঞ্চৈব বাদয়ামাস তত্র বৈ॥ ৫২॥
সূর্য্যঞ্চ পূজয়ামাস শাম্বকুষ্ঠক্ষয়ায়চ।
হবিষ্যং কারয়ামাস তঞ্চ শাম্বং সমাতরং॥ ৫৩॥
পরিপূর্ণং বৎসরঞ্চাপ্যুপহারৈরনুত্তমৈঃ।
বরং দদৌচ শাম্বায় স্তোত্রঞ্চ ভাস্করঃ স্বয়ং॥ ৫৪॥
ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ সংবাদে
গণেশপূজনং ত্রয়োদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

কোটি হোমাত্মক শুভ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করা হইল। অগণ্য ব্রাহ্মণের ভোজন সম্পাদন হইল। গণেশ্বরের স্তুতিপাঠ করিলেন। দশবিধ বাদিত্র বাদিত হইয়া উঠিল। ৫২॥

শাম্ব স্বীয় কুষ্ঠ ক্ষয়ের নিমিত্ত বিবিধ উপচারে সম্বৎসর সূর্য্যের আরাধনা এবং সম্বৎসর মাতার সহিত একত্র হবিষ্য করিলেন। তখন ভগবান ভাস্কর প্রীত হইয়া শাম্বকে স্বীয় স্তোত্র এবং বর প্রদান করিলেন। ৫৩।৫৪॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ সংবাদে
গণেশপূজা নামক ত্রয়োদশাধিক শততম
অধ্যায় সম্পূর্ণ।

চতুর্দ্দশাধিক শততমোঽধ্যায়ঃ।

নারায়ণ উবাচ।

কৃষ্ণপুত্রশ্চ প্রদ্যুম্নো মহাবল পরাক্রমঃ।
তৎপুত্রোপ্যনিরুদ্ধশ্চ বিধাতুরংশএবচ ॥ ১ ॥
একদা সোঽনিরুদ্ধশ্চ নবযৌবনসংযুতঃ।
সুপ্তোরহসি পর্য্যঙ্কে পুষ্পচন্দনচর্চ্চিতে ॥ ২ ॥
স্বপ্নে দদর্শ যুবতীং পুষ্পোদ্যানে সুপুষ্পিতে।
সুগন্ধিপুষ্পতল্পে চ স্নিগ্ধচন্দনচর্চ্চিতে ॥ ৩ ॥
শয়ানাং সস্মিতাং রম্যাং নবযৌবনসংযুতাং।
অমূল্যরত্ননির্ম্মাণভূষণেন বিভূষিতাং ॥ ৪ ॥
চারুকেয়ূরবলয়শঙ্খকঙ্কণশোভিতাং।
মণিকুণ্ডলযুগ্মেন গণ্ডস্থলবিরাজিতাং ॥ ৫ ॥

নারায়ণ কহিলেন, দেবঋষে! কৃষ্ণের পুত্র মহাবলপরাক্রম প্রদ্যুম্ন। প্রদ্যুম্নের পুত্র অনিরুদ্ধ। অনিরুদ্ধ বিধাতার অংশসম্ভূত। ১ ॥

অনিরুদ্ধ যৌবনসীমায় পদার্পণ করিয়া একদা পুষ্প-চন্দন-চর্চ্চিত পর্য্যঙ্কে একাকী নিদ্রায় অভিভূত রহিয়াছেন, ইত্যবসরে স্বপ্ন দেখিলেন, যেন এক নবযৌবনা কামিনী বিকসিত কুসুম পরিপূর্ণ উদ্যানে বিরাজমান রহিয়াছেন, যেন ঐ কামিনী সুস্নিগ্ধ চন্দনবিলিপ্ত পুষ্পময় শয্যায় সহাস্যবদনে শয়ন করিয়া রহিয়াছেন, তাঁহার সেই রমণীয় শরীরে নবযৌবন যেন তরঙ্গ বিস্তার করিতেছে। ২।৩।৪ ॥

তাঁহার সকল অঙ্গ অমূল্য রত্নময় ভূষণে বিভূষিত। হস্তে মনোহর কেয়ূর, বলয়, শঙ্খ ও কঙ্কণ। কর্ণে মণিময় কুণ্ডল যুগল গণ্ডস্থল পর্য্যন্ত লম্বমান। পরিধান সূক্ষ্ম বস্ত্র, চরণে শব্দায়মান নূপুর, অধর ও ওষ্ঠ পরিপক্ক বিম্বফলের ন্যায় রক্তবর্ণ, লোচনযুগল যেন শারদীয় কমলশোভা বিস্তার করিতেছে।

অতীব সূক্ষ্মবসনাং ক্বণন্মঞ্জীররঞ্জিতাং।
পক্কবিম্বাধরৌষ্ঠীঞ্চ শরৎকমললোচনাং ॥ ৬ ॥
দাড়িম্বকুসুমাকারসিন্দূরবিন্দুভূষিতাং।
শ্রীরামকদলীস্তম্ভনিন্দিতোরুস্থলোজ্জ্বলাং ॥ ৭ ॥
অত্যুচ্চৈর্বর্ত্তুলাকারস্তনযুগ্মবিভূষিতাং।
নিতম্বভারনম্রাঞ্চ কামবাণপ্রপীড়িতাং ॥ ৮ ॥
কামুকীং কমনীয়াঞ্চ পশ্যন্তীং বক্রচক্ষুষা।
কুঙ্কুমালক্তরক্তাতিপাদপদ্মবিরাজিতাং।
বায়ু প্রেরণ বস্ত্রেণ ব্যক্ত গুপ্তস্থলোজ্জ্বলাং ॥ ৯ ॥
তাং দৃষ্ট্বা কামপুত্রশ্চ কামোন্মথিতমানসঃ।
উবাচ মধুরং মত্তঃ কামমত্তাং সুকোমলাং ॥ ১০ ॥
চারুচম্পকবর্ণাভাং কামেন পুলকান্বিতাং।
অতিপ্রৌঢ়াং নবোঢ়াঞ্চ শৃঙ্গারেচ্ছাসুচঞ্চলাং ॥ ১১ ॥

ভালে সিন্দূর বিন্দু, দাড়িম্ব, পুষ্পের আকার ধারণ করিয়াছে, উরুদ্বয় যেন রামরম্ভাকে তিরস্কার করিতেছে, স্তনযুগল পীন ও উন্নত, একে পঞ্চ শরে শরীর জর্জ্জরিত, তাহাতে আবার বিপুলতর নিতম্বভারে যেন বিনম্র হইয়া পড়িয়াছে, স্বয়ং যেমন কমনীয় কান্তি, তেমনি কান্তসংগমে স্পৃহাবতী, মুহুর্মুহু অপাঙ্গে বিলোকন করিতেছে, চরণযুগল কুঙ্কুম ও অলক্তকরাগে রঞ্জিত; তাহাতে আবার মধ্যে মধ্যে পরিধেয় বসন পবনপ্রেরিত হইয়া চাঞ্চল্য ভাব ধারণ করাতে গুপ্তস্থান সকল এক একবার প্রকাশিত হইতেছে, আর যেন তাহাতে বিজলী খেলিতেছে। ৫।৬।৭।৮।৯ ॥

কন্দর্পতনয় অনিরুদ্ধ স্বপ্নযোগে এইরূপ রূপ মাধুরী দর্শন করাতে তাঁহার চিত্ত কামে অবশ হইয়া উঠিল। তিনি ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠিলেন। তখন তিনি সেই কামোন্মত্তা চম্পকবর্ণা রোমাঞ্চিতকলেবর, প্রগল্ভা নবোঢ়া শৃঙ্গার-লোলুপ কামিনীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন। ১০।১১ ॥

অনিরুদ্ধ উবাচ।

কিং দেবী কিঞ্চ গান্ধর্ব্বী কাত্বং কামিনি কাননে।
কস্য স্ত্রী কস্য কন্যাবা কং বা বাঞ্ছসি সুন্দরি॥ ১২॥
ত্রৈলোক্যাতুলসৌন্দর্য্যান্মুনিমানসমোহিতা।
ন বিভেষি কথং ব্রূহি স্বয়মেকাকিনীচ মাং॥ ১৩॥
অহং ত্রৈলোক্যনাথস্য পৌত্রঃ কামাত্মজোঽধুনা।
কান্তেঽহমনিরুদ্ধশ্চ নবীনযৌবনোন্নতঃ॥ ১৪॥
কমনীয়শ্চ কামীচ কামশাস্ত্রবিশারদঃ।
কামুকীকামনাপূর্ণং কর্ত্তুমেবেশ্বরঃ স্বয়ং॥ ১৫॥
মাং ভজস্ব সুশীলে ত্বং সুবেশঞ্চ সুশীলকং।
রতিশূরং রতিরসপ্রাজ্ঞং রতিরসপ্রিয়ং।
রতিপুত্রং সুরতিষু প্রমত্তং রসিকং প্রিয়ে॥ ১৬॥

সুন্দরি! তুমি কি দেবকন্যা না গন্ধর্ব্বকন্যা? তুমি এ পুষ্পোদ্যানে একাকিনী কেন? তুমি কাহার পত্নী? বা কাহার কন্যা? কাহাকেই বা অভিলাষ করিতেছ? ১২॥

ত্রিলোকে তোমার তুল্য সুন্দরী ত আমার নয়নগোচর হয় না? তোমার সৌন্দর্য্যদর্শনে মুনিজনেরও মন মোহিত হয়। তুমি একাকিনী; অথচ আমাকে দেখিয়া তোমার অন্তঃকরণে ভয়ের লেশমাত্রও দেখিতেছি না, ইহার কারণ কি বল। ১৩॥

আমি ত্রিলোকনাথ শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র, কন্দর্পের পুত্র। আমার নাম অনিরুদ্ধ। কান্তে! আমি এই যৌবনসীমায় পদার্পণ করিয়াছি, দেখিতেও কিছু কুৎসিত নহি। আমিও কামী এবং কামশাস্ত্রে বিশেষ পণ্ডিত, বিশেষতঃ কামুকীজনের কামনা পূর্ণ করিতে সম্পূর্ণ সক্ষম। ১৪।১৫॥

অয়ি চারুশীলে! আমি সুবেশ, সুশীল, রতিবীর, রতিপণ্ডিত, রতিপ্রিয় রতিপুত্র ও সুরতিতে একান্ত উন্মত্ত; অতএব আমাকে ভজনা কর। ১৬॥

যুবানং ব্যাধিহীনঞ্চ কামুকং কামুকীচ্ছতি।
বিদগ্ধাসুবিদগ্ধঞ্চ কান্তমায়াতি কামদং।
বিদগ্ধায়াবিদগ্ধেন সঙ্গমোগুণবান ভবেৎ ॥ ১৭ ॥
প্রছাদ্য লোচনাস্যঞ্চ নবসঙ্গমলজ্জিতা।
বিলোকয়ন্তী বক্রীক্ষিকোণেন তমুবাচ সা ॥ ১৮ ॥

কামিন্যুবাচ।

কামুকঃ কামপুত্রোঽসি কামেন ব্যাকুলোঽধুনা।
ভবাংশ্চেৎ কামুকীযোগ্যো ন কামশ্চিন্তিতঃ কথং ॥ ১৯ ॥
পৌত্রস্ত্রৈলোক্যনাথস্য সুতঃ সম্ভাবিতস্যচ।
স্বযোগ্যাং যোগ্যপুত্রোঽসি বিবাহং ন কথং কুরু ॥ ২০ ॥

আমি যুবাপুরুষ, আমার শরীরে কোন ব্যাধি নাই. আমি কামুক। রসিকা কামিনী রসময় কান্তকেই কামনা করিয়া থাকে। রসিকার সহিত রসিকের মিলন অতীব সুখকর। ১৭ ॥

নবসঙ্গমে লজ্জিতা সেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী কামুকী বস্ত্রাঞ্চলে লোচন ও আস্যদেশ আচ্ছাদন করিয়া অপাঙ্গে বিলোকন করিতে করিতে কহিতে লাগিলেন। ১৮ ॥

কামুক! তুমি যদি কন্দর্পপুত্র এবং এক্ষণে অনঙ্গপীড়ায় একান্ত কাতর হইয়া থাক, আর যদি তোমার কামুকীর যোগ্য অবস্থাই ঘটিয়া থাকে, তাহা হইলে কামদেব কিরূপে নিশ্চিন্ত রহিয়াছেন? ১৯ ॥

যদি তুমি ত্রিলোকনাথ শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র, যদি তুমি পিতার উপযুক্ত পুত্রই হইয়া থাক, তাহা হইলে বিবাহ না করিতেছ কেন? ২০ ॥

যাহাকে অগ্নিসাক্ষী করিয়া যথাবিধি বিবাহ করা হয়, তিনিই সতী, সাধ্বী, পুণ্যবতী এবং রঙ্গের রঙ্গিণী, সঙ্গের সঙ্গিনী ও চিরভক্তিমতী। তিনিই ভয়

বিবাহিতা যজ্ঞপত্নী সাচ পুণ্যবতী সতী।
নিশ্চলাসততং সাধ্যা রঙ্গিণী সঙ্গিনী সদা॥ ২১ ॥
ভয়প্রীতিদানসাধ্যা গুপ্তপত্নীচ নিশ্চলা।
নৈমিত্তিকা ন নিত্যা সা সাচ বেদবিগর্হিতা॥ ২২ ॥
পরং নরক সোপানা পরত্রেহায় সংস্কৃতা।
সাধুস্তত্র নহি রতো বংশজোবৈষ্ণবোযদি॥ ২৩ ॥
যদি পূর্ব্বং ভবেদ্ভ্রান্তো নিবৃত্তঃ সাধুসঙ্গতঃ।
প্রবৃত্তিরেষাভূতানাং নিবৃত্তিস্তু মহাফলা॥ ২৪ ॥
প্রায়শ্চিত্তী পুনর্লিপ্তোনিবৃত্তপাতকো যদি।
উপহাস্যোভূবি ভবেৎ সর্ব্বং কুঞ্জরশৌচবৎ॥ ২৫ ॥

ও প্রীতিদানে সমর্থা। গুপ্তপত্নী অর্থাৎ গান্ধর্ব্বাদি বিবাহে বিবাহিতা পত্নীও আজন্ম সঙ্গিনী হইয়া থাকে। কিন্তু নৈমিত্তিক পত্নী অর্থাৎ কাম-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত যে পত্নী, সে কখন আজন্ম সঙ্গিনী হইতে পারে না। বিশেষতঃ সে পত্নী, বেদগর্হিত পত্নী বলিয়াই প্রসিদ্ধ। তাদৃশ পত্নী শুদ্ধ বেদবিগর্হিত কেন, সে নরকের সোপান স্বরূপ। তাহা দ্বারা না ইহকাল না পরকাল, কিছুই থাকে না। সদ্বংশজাত বিষ্ণুপরায়ণ সাধু ব্যক্তিরা কখনই তাহাতে আসক্ত হয় না। ২১।২২।২৩ ॥

যদিও কেহ পূর্ব্বাবস্থায় পরিভ্রান্ত হইয়া পড়ে, সাধুসংসর্গে তাহার সে স্বভাব বিনিবৃত্ত হইয়া যায়। ফলতঃ মানবগণের এরূপ প্রবৃত্তি স্বভাবসিদ্ধ, কিন্তু ঈদৃশ অসৎ প্রবৃত্তি হইতে নিবৃত্তিই মহাফলদায়িনী। ২৪ ॥

যদি কোন ব্যক্তি ঈদৃশ পাতকে লিপ্ত হইয়া প্রায়শ্চিত্তানুষ্ঠান দ্বারা সেই পাপপঙ্ক প্রক্ষালন পূর্ব্বক পুনরায় আবার তাহাতে অবতীর্ণ হয়, তাহা হইলে তাহাকে কুঞ্জরপুরীষবৎ জনসমাজে উপহাসাস্পদ হইতে হয় তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। ২৫ ॥

সুশীলা সুন্দরী শান্তা ধর্ম্মপত্নী প্রশংসিতা।
পতিব্রতা সুসাধ্যা সা শশ্বৎ সুপ্রিয়বাদিনী।
কোমলাঙ্গী বিদগ্ধা চ শ্যামা রতিসুখপ্রদা॥ ২৬॥
এবংভূতাং পরিত্যজ্য বৈষ্ণবস্তপসে ব্রজেৎ।
সা চেৎ পরিণতা সাধ্বী শান্তা পুত্রবতী সদা।
অন্যথা চ বৃথা সর্ব্বং তপসঃস্খলনং ভবেৎ॥ ২৭॥
অসাধুশ্চ পরংক্রূরঃ পরনারীং প্রযাতি চ।
স যাতি নরকং ঘোরং পিতৃভিঃ সপ্তভিঃ সহ॥ ২৮॥
অহন্তূষা বাণকন্যা বাণঃ শঙ্করকিঙ্করঃ।
বাণস্ত্রৈলোক্যবিজয়ী শঙ্করোজগতাংপতিঃ॥ ২৯॥
ন স্বতন্ত্রা পরাধীনা ত্রিষু লোকেষু কামিনী।
পুংশ্চলী যা স্বতন্ত্রা সাপ্যসদ্বংশপ্রসূতিকা॥ ৩০॥

সুশীলা শান্তস্বভাবা সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী ধর্ম্মপত্নীই প্রশংসনীয়। কারণ তিনি পতিব্রতা, সাধ্বী ও নিরন্তর প্রিয়বাদিনী হইয়া থাকেন। কোমলাঙ্গী, রসিকা ও শ্যামবর্ণা পত্নী রতিসুখ প্রদান করিয়া থাকেন। ২৬॥

যদি পূর্ব্বোল্লিখিতা স্ত্রী পরিণতবয়স্কা, পতিব্রতা শান্তস্বভাবা ও পুত্রবতী হন, তাহা হইলে বিষ্ণুপরায়ণ স্বামী অনায়াসে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া তপস্যার্থ প্রস্থান করিতে পারেন। আর ইহার অন্যথাভূত হইলে, তাঁহার তপস্খলন হইয়া থাকে। ২৭॥

নিরতিশয় ক্রূর অসাধু ব্যক্তিরা পরস্ত্রীগমনে প্রবৃত্ত হয় এবং সেই পরস্ত্রী-গমন-জন্য ঊর্দ্ধতন সপ্তপুরুষের সহিত ঘোরতর নরকে নিপতিত হইয়া থাকে। ২৮॥

আমি বাণরাজের কন্যা, আমার নাম ঊষা, নরপতি বাণ শঙ্করের কিঙ্কর, শঙ্কর যেমন ত্রিজগতের অধিদেব, বাণও সেইরূপ জগত্রয়ের জেতা। ২৯॥

ত্রিলোকমধ্যে কখনই কামিনীগণের স্বাধীনতা নাই। তাহারা নিয়তই

পিতা রক্ষতি কৌমারে ভর্ত্তা রক্ষতি যৌবনে।
পুত্রশ্চ স্থবিরে কালে ন স্বতন্ত্রা পতিব্রতা ॥ ৩১ ॥
পিতা দদাতি কন্যাং তাং যোগ্যায় চ বরায় চ।
কন্যা বরং ন যযাচে ধর্ম্মএষ সনাতনঃ ॥ ৩২ ॥
ত্বঞ্চ যোগ্যোঽসি যোগ্যাহং মামিচ্ছসি যদি প্রভো।
বাণং প্রার্থয় শম্ভুং বাপ্যথবা পার্ব্বতীং সতীং ॥ ৩৩ ॥
ইত্যুক্ত্বা সুন্দরী সাধ্বী সান্তর্দ্ধানা বভূব হ।
নিদ্রাং তত্যাজ সহসা কামী কামাত্মজোমুনে ॥ ৩৪ ॥
বদ্ধাঃ স্বপ্নং স বিজ্ঞায় কামেন ব্যথিতাতুরঃ।
বভূব ব্যাকুলোশান্তোন দৃষ্টাপ্রাণবল্লভাং ॥ ৩৫ ॥

পরাধীন। আর যাহারা অসদ্বংশসম্ভূতা পুংশ্চলী, তাহারাই কেবল স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিয়া থাকে। ৩০ ॥

পতিব্রতা পত্নীরা কুমারাবস্থায় পিতাকর্ত্তৃক, যৌবনাবস্থায় ভর্ত্তা কর্ত্তৃক এবং স্থবিরাবস্থায় পুত্র কর্ত্তৃক পরিরক্ষিত হইয়া থাকেন ; সুতরাং কোন কালেই তাঁহাদিগের স্বাধীনতা নাই। ৩১ ॥

কন্যা কখন বরপ্রার্থনা করে না, পিতাই যথাযোগ্য পাত্র অন্বেষণ করিয়া সেই পাত্রের হস্তে কন্যা সমর্পণ করিয়া থাকেন, ইহাই সনাতন নিয়ম। ৩২ ॥

প্রভো ! যদি আপনি উপযুক্ত পাত্রই হন, আর যদি আপনি আপনার অনুরূপ বোধে আমার পাণিগ্রহণ করিতে অভিলাষ করেন, তাহা হইলে হয় রাজা বাণ,না হয় ভূতপতি শম্ভু,না হয় পতিপরায়ণা পার্ব্বতীর নিকট প্রার্থনা করুন। ৩৩ ॥

দেবঋষে ! সেই সাধ্বী সুন্দরী এইরূপ বলিয়া অন্তর্হিতা হইলেন। এদিকে উষার প্রতি একান্ত স্পৃহাবান কামতনয় অনিরুদ্ধেরও সহসা নিদ্রাভঙ্গ হইল। ৩৪ ॥

শান্তস্বভাব অনিরুদ্ধ স্বপ্নযোগে উষাকে দর্শন করিলেন বটে; কিন্তু

ত্যক্ত্বা হারমনিদ্রশ্চ প্রমত্তশ্চ কৃশোদরঃ।
ক্ষণং তিষ্ঠতি শেতে চ ক্ষণং রহসি রোদিতি ॥ ৩৬ ॥
পুত্রং দৃষ্ট্বাচ রুদতীদৈবকী রুক্মিণী,রতিঃ।
অন্যাশ্চযোষিতঃ সর্ব্বাঃ কথয়ামাসুরীশ্বরং ॥ ৩৭ ॥
তাসাঞ্চবচনংশ্রুত্বা প্রহস্য মধুসূদনঃ।
উবাচ সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞঃ কৃষ্ণশ্চ পূর্ণমানসঃ ॥ ৩৮ ॥

শ্রীভগবানুবাচ।

কামাতুরা বাণকন্যা রতিং দৃষ্ট্বাশিবেশয়োঃ।
বরংসংপ্রাপ্য দুর্গায়া ব্যাকুলা মদনাস্ত্রতঃ ॥ ৩৯ ॥
স্বপ্নঞ্চ দর্শয়ামাস সানিরুদ্ধঞ্চ পার্ব্বতী।
মম পৌত্রং প্রমত্তঞ্চ চকার কৌতুকেন চ ॥ ৪০ ॥

নিদ্রাভঙ্গে আর তাঁহাকে দেখিতে না পাওয়ায় একেবারে মন্মথশরে একান্ত কাতর ও নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। ৩৫ ॥

আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিলেন, সর্ব্বদাই অন্যমনস্ক। শরীর ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতে লাগিল। ক্ষণে উপবেশন, ক্ষণে শয়ন, ক্ষণে নির্জ্জনে রোদন করিতে লাগিলেন। ৩৬ ॥

দেবী দৈবকী এবং রুক্মিণী, রতি ও অন্যান্য কৃষ্ণপত্নীরা পুত্রের ঈদৃশ ভাব দর্শনে রোদন করিতে করিতে কৃষ্ণের নিকট অনিরুদ্ধের অবস্থা কীর্ত্তন করিলেন। ৩৭ ॥

এদিকে সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞ মধুসূদন তাঁহাদিগের বচন শ্রবণে পূর্ণমনোরথ হইয়া হাস্যবদনে কহিতে লাগিলেন। ৩৮ ॥

বাণকন্যা ঊষা শিব ও শিবানীর পরস্পর অনুরাগ দর্শনে কামে উন্মত্তা হইয়াছে। পার্ব্বতীর বরলাভে মদনশরে নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে। ৩৯ ॥

তৎপুত্রীঞ্চপ্রমত্তান্তাং করোমি স্বপ্নতোঽধুনা।
স্বচ্ছন্দং তিষ্ঠতু চিরং নাস্তি চিন্তা মনোব্যথা ॥ ৪১ ॥
ইতিকৃষ্ণঃ সমাশ্বাস্য পার্ব্বত্যা সর্ব্বসিদ্ধিবিৎ।
স্বপ্নঞ্চ দর্শয়ামাস বাণপুত্রীঞ্চ কামুকীং ॥ ৪২ ॥
সুপ্তা সুতল্পে বালা সা পুষ্পচন্দনচর্চ্চিতে
নবযৌবনসংযুক্তা রত্নভূষণভূষিতা।
শয়ানা রত্নপর্য্যঙ্কে দদর্শ স্বপ্নমীপ্সিতং ॥ ৪৩ ॥
অতীবনির্জ্জনে দেশে রত্ননির্ম্মাণমন্দিরে।
নবীননীরদশ্যামমতীবনবযৌবনং ॥ ৪৪ ॥
কোটিকন্দর্পলীলাভং সস্মিতংসুমনোহরং।
রত্নকেয়ূরবলয়রত্নমঞ্জীররঞ্জিতং ॥ ৪৫ ॥

অনিরুদ্ধের স্বপ্নদর্শন এবং তাহাকে এরূপ উন্মত্ত করাইবার প্রধান কারণই পার্ব্বতী। পার্ব্বতী কৌতুক করিবার নিমিত্তই এরূপ করিয়াছেন। ৪০॥

যাহা হউক এক্ষণে আমিও স্বপ্নপ্রদর্শন করিয়া সেই বাণপুত্রীকে উন্মত্ত করিয়া তুলি। অতএব অনিরুদ্ধের নিমিত্ত চিন্তা বা উদ্বেগের প্রয়োজন নাই। স্বচ্ছন্দে অবস্থান করুক। ৪১ ॥

সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞ শ্রীকৃষ্ণ এইরূপে সকলকে আশ্বাস প্রদান করিয়া পরিশেষে কামুকী বাণপুত্রীকে স্বপ্ন প্রদর্শন করিলেন। ৪২ ॥

একদা নবযৌবনা রত্নময় অলঙ্কারে অলঙ্কৃতা সেই বাণপুত্রী ঊষা রত্নময় পর্য্যঙ্কের উপর পুষ্প ও চন্দনচর্চ্চিত মনোহর শয্যায় শয়ন করিয়া স্বপ্ন দেখিলেন, যেন অতি নির্জ্জন প্রদেশে উৎকৃষ্ট রত্ননির্ম্মিত মন্দিরে নবজলধরের ন্যায় রূপসম্পন্ন এক নবীন পুরুষ হাস্যবদনে পুষ্পচন্দন পরিপূর্ণ রত্নময় পর্য্যঙ্কে শয়ন করিয়া রহিয়াছেন। তাঁহার শরীরকান্তি যেন কোটি কন্দর্পের লাবণ্যকে তিরস্কার করিতেছে, হস্তে রত্নময় কেয়ূর এবং রত্নবলয়, চরণে কনক নূপুর, কর্ণে রত্নময় কুণ্ডলযুগল গণ্ডস্থল পর্য্যন্ত লম্বমান, সর্ব্বাঙ্গে চন্দন বিলে-

রত্নকুণ্ডলযুগ্মেন গণ্ডস্থলবিরাজিতং।
চন্দনোক্ষিতসর্ব্বাঙ্গং ভূষিতং পীতবাসসা॥ ৪৬॥
সুচারুমালতীমাল্যবক্ষঃস্থলসমুজ্জ্বলং।
শয়ানং রত্নপর্য্যঙ্কে পুষ্পচন্দনচর্চ্চিতে॥ ৪৭॥
তং দৃষ্ট্বা সহসা সাধ্বী তন্মূলং প্রযযৌ মুদা।
উবাচ মধুরং সাধ্বী হৃদয়েন বিদূয়তা।
কামাত্মজপ্রিয়াকান্তা কামবাণপ্রপীড়িতা॥ ৪৮॥

ঊষোবাচ।

কস্ত্বং কামুক ভদ্রন্তে মাং ভজস্ব স্মরাতুরাং।
অতিপ্রৌঢ়াং নবোঢ়াঞ্চ নবসঙ্গমলালসাং॥ ৪৯॥
তবানুরক্তাং রক্তাঞ্চ গান্ধর্ব্বেণ সমুদ্বহ।
বিবাহাষ্টপ্রকারেষু গান্ধর্ব্বঃ সুলভো নৃণাং॥ ৫০॥

পন, পরিধান পীতবস্ত্র, বক্ষস্থলে মনোহর সুগন্ধযুক্ত মালতীমালা বিরাজমান রহিয়াছে। ৪৩।৪৪।৪৫ ৪৬।৪৭॥

এইরূপ স্বপ্নদর্শন করিবামাত্র সাধ্বী বাণপুত্রী স্বপ্নযোগে মহানন্দে সহসা তাঁহার সমীপে গমন করিলেন এবং সেই কামপুত্রের ভাবী প্রিয়তমা কান্তা মন্মথশরে একান্ত ব্যথিত হইয়া কাতরচিত্তে মৃদুমধুর স্বরে কহিতে লাগিলেন। ৪৮॥

কামুক! আপনি কে? আপনার মঙ্গল হউক, আমি কন্দর্পশরে কাতর হইয়াছি। অতএব আপনি আমাকে ভজনা করুন, আমি অতি প্রগল্ভা, আমি পরিণীত পত্নী হইয়া নবসমাগমে একান্ত স্পৃহাবতী হইয়াছি। আপনার প্রতি আমার চিত্ত নিতান্ত অনুরক্ত হইয়াছে। অতএব আপনি গান্ধর্ব্ব-বিবাহে আমার পাণিগ্রহণ করুন। আট প্রকার বিবাহের মধ্যে গান্ধর্ব্ববিবাহই মানবগণের অনায়াসসাধ্য হইয়া থাকে। ৪৯।৫০॥

অনুরক্তাং প্রিয়াংপ্রাপ্য ত্যজেদ্যঃ কপটীপুমান্।
তস্মাদ্যাতি মহালক্ষ্মীঃ শাপংদত্ত্বা সুদারুণং ॥ ৫১ ॥

পুমানুবাচ।

অহং কৃষ্ণস্যপৌত্রশ্চ কামদেবাত্মজঃ স্বয়ং।
কথং গৃহ্নামি ত্বাং কান্তে তয়োরনুমতিংবিনা ॥ ৫২ ॥
ইত্যেবমুক্ত্বা স পুমানন্তর্দ্ধানং চকারহ।
কামেন ব্যাকুলা কান্তা ন দৃষ্ট্বা কান্তমীপ্সিতং ॥ ৫৩ ॥
নিদ্রাং ত্যক্ত্বা সমুত্থায় তল্পাদেবমনোহরাৎ।
বিষসাদ সখীমধ্যে প্রমত্তারুদতী ভৃশং ॥ ৫৪ ॥
পপ্রচ্ছ তাং বরালীনাং কিংকিমিত্যেবমীপ্সিতং।
উবাচ বোধয়ামাস চিত্রলেখা সুযোগিনী ॥ ৫৫ ॥

যে কপটী পুরুষ অনুরক্তা প্রিয়াকে প্রাপ্ত হইয়া পরিত্যাগ করে, মহালক্ষ্মী নিদারুণ শাপ প্রদানপূর্ব্বক তাঁহার নিকট হইতে প্রস্থান করিয়া থাকেন।৫১।

অনিরুদ্ধ কহিলেন, আমি শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র, কামদেবের পুত্র; অতএব কান্তে! আমি তাঁহাদিগের উভয়ের অনুমতি ব্যতিরেকে কিরূপে তোমার পাণিগ্রহণ করি। ৫২ ॥

সেই পুরুষ এই কথা বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন। ঊষা স্বপ্নভঙ্গে আর অভিমত কান্তের সন্দর্শন না পাইয়া অনঙ্গপীড়ায় নিতান্ত অধীর হইয়া উঠিলেন। ৫৩ ॥

তখন নিদ্রাদেবী তাঁহাকে পরিত্যাগ করাতে তিনি সুকোমল শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া উন্মত্তার ন্যায় সখীগণের সমীপে অতিশয় রোদন করিতে লাগিলেন। ৫৪ ॥

সখীপ্রধানা যোগ্যতমা চিত্রলেখা প্রবোধবাক্যে তাঁহাকে জিজ্ঞাসিল, কল্যানি! কি ঘটিয়াছে? মনের অভিলাষ কি বল। ৫৫ ॥

চিত্রলেখোবাচ।

চেতনং কুরু কন্যাণি কস্মাত্তেভীতমূল্বনং।
স্বয়ং শম্ভুঃ শিবা সাক্ষাৎ ত্বদ্ভবনগরে সতি ॥ ৫৬ ॥
শিবস্মরণমাত্রেণ সর্ব্বানিষ্টং পলায়তে।
শিবং ভবতি সর্ব্বত্র শিবত্রব শিবালয়ঃ ॥ ৫৭ ॥
ধ্যানাৎ দুর্গতিনাশিন্যাঃ সর্ব্বং দুর্গং বিনশ্যতি।
দদাতি মঙ্গলং তস্মৈ সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গলা ॥ ৫৮ ॥
চিত্রলেখাবচঃ শ্রুত্বা কিঞ্চিন্নোবাচ সুন্দরী।
ত্যক্ত্বাহারঞ্চনিদ্রাঞ্চ পুরুষং চিন্তয়েৎ সদা ॥ ৫৯ ॥
চিত্রলেখাসখীগত্বা বাণমাহ চ তৎপ্রিয়াং।
দুর্গাঞ্চশঙ্করংস্কন্দং গণেশং যোগিনাং গুরুং ॥ ৬০ ॥

শান্ত হও, তোমার ভয়ের কারণ কি? স্বয়ং শম্ভু এবং স্বয়ং শিবানী যখন এ পুরীমধ্যে বিরাজ করিতেছেন, তখন কাহার সাধ্য এ নগরীমধ্যে প্রবেশ করে। ৫৬ ॥

যে শিবের স্মরণমাত্র সমস্ত বিঘ্ন বিদূরীত হয়, সেই শিব যে আলয়ে অবস্থান করিতেছেন, সে ভবন যে সর্ব্বদা শান্তিময় হইবে, তাহার আর বিচিত্র কি? ৫৭ ॥

দুর্গতিনাশিনী ভগবতী দুর্গাকে ধ্যান করিলে সমস্ত দুঃখ দূরে পলায়ন করে। ফলতঃ যিনি সর্ব্বমঙ্গলাকে ধ্যান করেন, সর্ব্বমঙ্গলা প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে সকল প্রকার মঙ্গল প্রদান করিয়া থাকেন। ৫৮ ॥

সুন্দরী ঊষা চিত্রলেখার বচন শ্রবণ করিলেন, কিন্তু কিছুমাত্র উত্তর প্রদান করিলেন না; প্রত্যুত আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া দিবারাত্র কেবল সেই পুরুষের চিন্তায় নিমগ্ন রহিলেন। ৫৯ ॥

তখন ঊষাসহচরী চিত্রলেখা দৈত্যবর বাণ ও তাঁহার প্রিয়তমা মহিষীর নিকট গমন করিয়া দুর্গা, শঙ্কর, কার্ত্তিকেয় ও যোগিগুরু গণেশের সমক্ষেই ঊষার বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত বর্ণন করিল। ৬০ ॥

চিত্রলেখাবচঃ শ্রুত্বারুরোদোচ্চৈ ভৃ´শং সতী।
বাণশ্চশঙ্করাভ্যাসে বিষসাদ প্রমুর্চ্ছিতঃ।
জহাস শঙ্করোদুর্গা কার্ত্তিকেয়োগণেশ্বরঃ॥ ৬১॥

গণেশ্বর উবাচ।

যোদদাতি ধ্রুবং দুঃখমন্যস্মৈ দম্ভমোহিতঃ।
সূক্ষ্মধর্ম্মবিচারেণ স বিন্দতি চতুর্গু´ণং॥ ৬২॥
শিবেশয়োশ্চ ক্রীড়াঞ্চ দৃষ্টা কামবিমোহিতা।
বরং তস্যৈ দদৌ দুর্গা বরামরসুদুর্ল´ভং॥ ৬৩॥
স্বপ্নেকৃত্বা স্বয়ং দেবী মত্তং কৃত্বা স্মরাত্মজং।
অধুনা বামপার্শ্বে´ চ শম্ভোস্তিষ্ঠতি মূকবৎ॥ ৬৪॥
সর্ব্বংজ্ঞাতা চ সর্ব্বজ্ঞো ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ।
স্বপ্নে সুবেশং পুরুষং দর্শয়ামাস কন্যকাং॥ ৬৫॥

বাণমহিষী, চিত্রলেখার বচন শ্রবণে উচ্চৈস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন, দৈত্যবর বাণও শঙ্করপদতলে নিপতিত ও মূর্চ্ছি´তপ্রায় হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। এদিকে শঙ্কর, শঙ্করী, কার্ত্তিকেয় ও গণেশ্বর হাস্য করিতে লাগিলেন। ৬১॥

গণনায়ক কহিলেন,যে ব্যক্তি স্বয়ং দর্পবিমোহিত হইয়া অন্য ব্যক্তিকে কষ্ট দেয়, ধর্ম্মের সূক্ষ্ম বিচারে তাহাকে তাহার চতুর্গু´ণ কষ্ট পাইতে হয়। ৬২॥

তোমার কন্যা শিব ও শিবানীর ক্রীড়া কৌতুক দর্শনে কন্দর্প পীড়ায় বিমুগ্ধ হওয়াতে জননী দুর্গা তাহাকে অমরদুর্ল´ভ বরপ্রদান করিয়াছেন। ৬৩॥

জননী আমার স্বয়ং স্মরাত্মজকে স্বপ্নপ্রদর্শনে উন্মত্ত করিয়া এক্ষণে পিতার বামপার্শ্বে´ অজ্ঞের ন্যায় মূকবৎ অবস্থিতি করিতেছেন। ৬৪॥

ওদিকে সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বনিয়ন্তা ভগবান্ শ্রীহরি সমস্ত বৃত্তান্ত বিদিত হইয়া তোমার কন্যাকেও রূপবান সুবেশধারী এক পুরুষকে স্বপ্নপ্রদর্শন করিয়াছেন। ৬৫॥

সুবেশং পুরুষং দৃষ্ট্বা যুবানং যুবতী সতী।
পরমেচ্ছা ভবেত্তস্যা ধর্ম্মভীতা নিবর্ত্ততে ॥ ৬৬ ॥
সুবেশং পুরুষং দৃষ্ট্বা পুংশ্চলী পাপবংশজা।
ত্যজেন্নিদ্রাং তথাহারং পতিং পুত্রং ধনং গৃহং ॥ ৬৭ ॥
চেতনাং গৃহকার্য্যঞ্চ কুললজ্জাং কুলদ্বয়ং।
যুবানং রতিশূরঞ্চাপ্যতিনীচং ন হি ত্যজেৎ ॥ ৬৮ ॥
ত্যজেজ্জাতিঞ্চ ধর্ম্মঞ্চ প্রাণাংশ্চ পরিণামতঃ।
তস্মাৎ প্রাজ্ঞঃ প্রযত্নেন প্রাণেভ্যো যুবতীং সদা।
পরিরক্ষেচ্চ সততং মায়াযুক্তাং ন বিশ্বসেৎ ॥ ৬৯ ॥
হৃদয়ং ক্ষুরধারাভং নারীণাং মধুরং বচঃ।
তাসাং মনো ন জানন্তি সন্তো বেদাশ্চ বৈদিকাঃ ॥ ৭০ ॥

যদি পূর্ণযৌবনা সতীকন্যারা কোন সুবেশবান্‌ যুবাপুরুষকে সন্দর্শন করে, তাহা হইলে তাহার প্রতি তাঁহাদিগের একান্ত স্পৃহা উপস্থিত হয়; কিন্তু ধর্ম্মভয়ে কখনই তাহাতে অগ্রসর হইতে পারে না। ৬৬ ॥

প্রত্যুত: পাপবংশসম্ভূত পুংশ্চলীরা তাদৃশ বেশবান পুরুষকে দর্শন করিলে একেবারে আহার নিদ্রা পতি পুত্র ধন ও গৃহ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করে। ৬৭ ॥

এমন কি তাহাদিগের চৈতন্য বিলুপ্ত হয়। তাহারা কুললজ্জা, গৃহকার্য্য এবং উভয় কুলে জলাঞ্জলি প্রদান করে। অভিমত পুরুষ যুবা ও রতিশূর হইলেই, তাঁহারা শ্লাঘ্য বলিয়া গণ্য করে। কিন্তু তাহার নীচবংশের প্রতি ভ্রূক্ষেপও করে না। ৬৮ ॥

অধিক কি, জাতি ও ধর্ম্মের কথা দূরে থাক, পরিণামে প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত হয়। এই জন্য বিজ্ঞ ব্যক্তিরা যুবতী ভার্য্যাকে স্বীয় প্রাণ হইতেও সমাদরে রক্ষা করিয়া থাকেন, তাদৃশ মায়াময়ী যুবতীকে কিছুতেই বিশ্বাস করা উচিত নহে। ৬৯ ॥

নারীগণের হৃদয় ক্ষুরধার; কিন্তু বাক্য সুমধুর, কি সাধু, কি দেব, কি বেদজ্ঞ ব্যক্তি কেহই তাহাদিগের হৃদয়ে প্রবেশ করিতে পারেন না। ৭০ ॥

প্রযাতু দ্বারকাং সদ্যশ্চিত্রলেখা সুযোগিনী
অনিরুদ্ধং সমাকৃষ্য প্রমত্তমবলীলয়া ॥ ৭১ ॥
ইতি শ্রুত্বা মহাদেবো গণেশন্তমুবাচ সঃ।
ন শৃণোতি যথা বাণঃ শুভকার্য্যং বিবেশ সা ॥ ৭২ ॥
নিদ্রিতঞ্চানিরুদ্ধঞ্চ সমাহৃত্য চ যোগতঃ।
রথমারোপয়ামাস অপ্‌সরা বালকং মুদা ॥ ৭৩ ॥
সা মনোযায়িনী ভদ্রা গৃহীত্বা বালকং মুনে।
মুহূর্ত্তাৎ শোণিতপুরং কৃত্বা শঙ্খধ্বনিং যযৌ ॥ ৭৪ ॥
অথাশ্রমাভ্যন্তরে চ রুরুদুঃ সর্ব্বযোষিতঃ।
অরে বাল অরে বৎস ক্ব গতঃ প্রাণবল্লভঃ ॥ ৭৫ ॥
কৃষ্ণশ্চ তাঃ সমাশ্বাস্য সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বতত্ত্ববিৎ।
শাম্বকামবলৈঃ সার্দ্ধং কৃষ্ণঃ সাত্যকিনা তথা ॥ ৭৬ ॥

অতি নিপুণা চিত্রলেখা শীঘ্রই দ্বারকায় গমন করুন। গিয়া শূন্যচিত্ত অনিরুদ্ধকে অবলীলায় এস্থলে আনয়ন করুক। ৭১ ॥

গণপতির বচন শ্রবণে শূলপাণি কহিলেন, গণনায়ক! এ শুভকার্য্যের বৃত্তান্ত যাহাতে নরপতি বাণের কর্ণগোচর না হয়, তাহা করিবে। অনন্তর চিত্রলেখা দ্বারকায় প্রবেশ করিল, এবং যোগবলে নিদ্রাভিভূত অনিরুদ্ধকে হরণ করিয়া মহানন্দে রথে আরোপিত করিল। ৭২।৭৩ ॥

মনোবেগগামিনী শান্তিময়ী চিত্রলেখা বালক অনিরুদ্ধকে সমভিব্যাহারে লইয়া শঙ্খধ্বনি করিতে করিতে মহা আনন্দে মুহূর্ত্তমধ্যে শোণিতপুরে উপস্থিত হইল। ৭৪ ॥

এ দিকে ঐ সময় দ্বারকাপুরে "হায়! আমাদিগের জীবনসর্ব্বস্ব অনিরুদ্ধ কোথায় গেল" এই বলিয়া রমণীগণ রোদন আরম্ভ করিল। ৭৫ ॥

তখন সর্ব্বতত্ত্ববেত্তা সর্ব্বজ্ঞ কৃষ্ণ রমণীগণকে আশ্বাস প্রদান করিয়া কহিলেন, আমি শাম্ব, কাম, সাত্যকি ও গরুড়কে সমভিব্যাহারে লইয়া সুদর্শন

গৃহীত্বা গরুড়ং বীরং রথমারুহ্য সত্বরং।
সুদর্শনং পাঞ্চজন্যং পদ্মং কৌমোদকীং গদাং ॥ ৭৭ ॥
পশ্চাদ্যাস্যতি দেবেশো নগরং শোণিতং তথা।
স্বগণৈঃ শঙ্করেণৈব পার্ব্বত্যা পরিরক্ষিতং ॥ ৭৮ ॥
তামুষাং নিদ্রিতাং দৃষ্ট্বা নিরাহারাং কৃশোদরীং।
শীঘ্রঞ্চ বোধয়ামাস সখীভিঃ পরিরক্ষিতাং ॥ ৭৯ ॥
ঊষাং কৃত্বা চ সুস্নাতাং রত্নভূষণভূষিতাং।
রম্যৈর্ম্মাল্যৈশ্চন্দনৈশ্চ সিন্দূরপত্রকৈঃ শুভৈঃ ॥ ৮০ ॥
দ্বয়োঃ সম্ভাষণং তত্র মাহেন্দ্রে চ শুভক্ষণে।
কারয়ামাস গুপ্তঞ্চ সখীনাং সম্মতেন চ ॥ ৮১ ॥
পতিব্রতা পতিং দৃষ্ট্বা সা রেমে বিরহজ্বরা।
গান্ধর্ব্বেণ বিবাহেন তামুবাহ স্মরাত্মজঃ ॥ ৮২ ॥

চক্র, পাঞ্চজন্য শঙ্খ, পদ্ম ও কৌমোদকী গদা গ্রহণপূর্ব্বক সত্বর রথারোহণে সগণে শঙ্কর ও পার্ব্বতী কর্ত্তৃক পরিরক্ষিত সেই শোণিতপুরে গমন করিব। ৭৬। ৭৭।৭৮ ॥

এ দিকে চিত্রলেখা শোণিতপুরে উপস্থিত হইয়া দেখিল, নিরাহারা কৃশোদরী ঊষা সখীগণকর্ত্তৃক পরিরক্ষিত হইয়া নিদ্রিতাবস্থায় অবস্থান করিতেছেন, তখন সহচরী তাঁহাকে জাগরিত করিয়া স্নান করাইল, বিবিধ রত্নময় ভূষণে বিভূষিত করিয়া দিল, গলে মনোহর মাল্য, ভালে সিন্দুর বিন্দু এবং চন্দনের অলকা তিলকা প্রদান করিল। ৭৯।৮০ ॥

পরে মাহেন্দ্রক্ষণ উপস্থিত হইলে সখীগণের জ্ঞাতসারে গোপনে অনিরুদ্ধ ও ঊষা উভয়ের কথোপকথন যোজনা করিয়া দিল। ৮১ ॥

পতিদর্শনে বিরহবিধুরা সেই ঊষার আনন্দের অবধি রহিল না। তখন কন্দর্পকুমার গান্ধর্ব্ব বিবাহে তাঁহার পাণিগ্রহণ করিলেন। ৮২ ॥

রতির্ব্বভূব সুচিরং সুভাবা শুভকারণং।
দিবানিশং ন বুবুধে স্মরপুত্ত্রঃ স্মরাতুরঃ ॥ ৮৩ ॥
ঊষা কামাতুরা প্রৌঢ়া নবোঢ়া নবসঙ্গমাৎ।
মূর্চ্ছাং সংপ্রাপ পুংসশ্চ স্পর্শমাত্রেণ কামুকী ॥ ৮৪ ॥
এবং নিত্যঞ্চ রহসি সঙ্গমঃ সুমনোহরঃ।
বভূব সুচিরং বিপ্র রাজা শুশ্রাব রক্ষকাৎ ॥ ৮৫ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে বাণযুদ্ধে ঊষানিরুদ্ধসঙ্গমোনাম চতুর্দ্দশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত আবেশের সহিত উভয়ের শুভজনক রতিকার্য্য চলিল। কন্দর্পকুমার কামে এত উন্মত্ত যে, তাঁহার আর দিবারাত্র জ্ঞান রহিল না। ৮৩ ॥

প্রগল্‌ভা নবোঢ়া ঊষাও কামরশে এত বিহ্বল হইয়া পড়িলেন যে, পুরুষ-স্পর্শে ও নবসমাগমে একেবারে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িলেন। ৮৪ ॥

বৎস নারদ! এইরূপে প্রতিদিন নির্জ্জনে উভয়ের অতীব তৃপ্তিকর নব-সমাগমসুখ অনুভব হইতে আরম্ভ হইল, কিন্তু কিয়দ্দিন পরে রক্ষকেরা জানিতে পারিয়া রাজার কর্ণগোচর করিল। ৮৫ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে শ্রীকৃষ্ণ জন্মখণ্ডে বাণযুদ্ধে ঊষা ও অনিরুদ্ধের সমাগম নামক চতুর্দ্দশাধিক শততম অধ্যায় সম্পূর্ণ ॥

পঞ্চদশাধিক শততমোঽধ্যায়ঃ।

নারায়ণ উবাচ।

অথ ভীতা রক্ষকাস্তে তমূচুর্ব্বাণমীশ্বরং।
স্কন্দং গণেশং দুর্গাঞ্চ দণ্ডবৎ প্রণিপত্য চ॥ ১॥

রক্ষকা ঊচুঃ।

অহো কষ্টঞ্চ কালোঽয়মতীব দুরতিক্রমঃ।
স্বতন্ত্রা বালিকা প্রৌঢ়া পতিমিচ্ছতি সাম্প্রতম্॥ ২॥
অসঙ্গসঙ্গমো নাথ সাধূনাং দুঃখকারণং।
সংসর্গজা গুণা দোষা ভবন্তি সততং নৃণাং॥ ৩॥
চিত্রলেখা স্বয়ং দূতী সমানীয় বরং পরম্।
রণশূরং মহাবীরং নৃপেন্দ্রঞ্চ মহারথং॥ ৪॥
যুবানং ব্যাধিহীনঞ্চ কন্দর্পাদতিসুন্দরং।
সম্ভোগং কারয়ামাস বুবুধে ন দিবানিশম্॥ ৫॥

নারায়ণ কহিলেন, নারদ! অনন্তর রক্ষকগণ মহাভীত হইয়া কার্ত্তিকেয়, গণপতি ও দুর্গাকে দণ্ডবৎ প্রণিপাত পূর্ব্বক ভীতান্তকরণে দৈত্যবর বাণের সমীপে নিবেদন করিল। ১॥

মহারাজ! কি কষ্টের বিষয়! কালগতি অনিবার্য্য, আপনার প্রগল্ভা কন্যা এক্ষণে স্বাধীনভাবে পতিকামনা করিতেছেন। ২॥

অনুচিতসংসর্গ সাধুগণের পক্ষে নিতান্ত ক্লেশকর ও একান্ত দুঃখদায়ক। এমন কি মানবগণের স্বাভাবিক গুণসকল সতত সংসর্গজনিত দোষে পরিণত হইয়া থাকে। ৩॥

চিত্রলেখা স্বয়ং দূতী হইয়া এক রণবীর মহারথ বীরেন্দ্র নৃপেন্দ্রকে বর আনয়ন করিয়াছে। ঐ বর যুবা ব্যাধিবিহীন ও কন্দর্প অপেক্ষা রূপবান। আপনার কন্যা ঊষা তাহার সহিত সম্ভোগসুখে কালযাপন করিতেছেন, দিবারাত্রি কোন্ দিক দিয়া যাইতেছে, কিছুই চৈতন্য নাই। ৪।৫॥

সাম্প্রতং তব কন্যা সাপ্যেষা গর্ভবতী সতী।
কুলজা কুলয়োশ্চৈব তপ্তাঙ্গারস্বরূপিণী ॥ ৬ ॥
দৌহিত্রো বাপি দৌহিত্রী বভূব সাম্প্রতং তব।
কন্যাং পশ্য মহাপ্রৌঢ়াং নাগরীং নাগরান্বিতাং ॥ ৭ ॥
নখবিক্ষতসর্ব্বাঙ্গীং বরাধীনাঞ্চ চঞ্চলাং।
পুংসশ্চ সঙ্গিনীং শশ্বৎ রহস্যে রতিসঙ্গিনীং।
সস্মিতাং সকটাক্ষাঞ্চ নেক্ষণেন চ বীক্ষিতাং ॥ ৮ ॥
এবং শ্রুত্বা লজ্জিতশ্চ বাণস্তত্র চুকোপ সঃ।
যুদ্ধায় চ মতিঞ্চক্রে বারিতঃ শম্ভুনা ভৃশম্ ॥ ৯ ॥
বারিতশ্চ গণেশেন স্কন্দেন শিবয়া তথা।
ভৈরব্যা ভদ্রকাল্যা চ যোগিনীভিশ্চ সন্ততং ॥ ১০ ॥
অষ্টভির্ভৈরবৈশ্চৈব রুদ্রৈরেকাদশাত্মকৈঃ।
ভূতৈঃ প্রেতৈশ্চ কুষ্মাণ্ডৈর্ব্বেতালৈর্ব্রহ্মরাক্ষসৈঃ ॥ ১১ ॥

শুনিতে পাই সম্প্রতি আবার গর্ভবতী হইয়াছেন। যদিও তিনি সদ্বংশে জন্মপরিগ্রহ করিয়াছেন, তথাপি উভয় কুলের অঙ্গারস্বরূপিণী। এক্ষণে অচিরাৎ আপনি দৌহিত্র বা দৌহিত্রীর মুখাবলোকনে সমর্থ হইবেন। এখন আপনার সেই প্রগল্‌ভা নাগরী নাগরের সহিত সমাগত হইয়াছেন, তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ নখক্ষতে পরিপূর্ণ, এখন বরসমাগমে চাঞ্চল্যের সীমা নাই। সতত অলক্ষিতভাবে নাগরের সহিত রহস্যে ও রতিরঙ্গে প্রবৃত্ত। মুখে হাস্য ধরে না, লোচন নিয়ত বক্রভাবেই রহিয়াছে। ৬।৭।৮ ॥

রক্ষকের এইরূপ কথা শ্রবণে দৈত্যরাজ বাণ লজ্জায় অধোবদন হইলেন, কিন্তু তাঁহার কোপানল প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। যুদ্ধই অবধারণ করিলেন, কিন্তু ভগবান ভূতভাবন, যত্নসহকারে নিবারণ করিলেন। ৯ ॥

কার্ত্তিক, গণপতি, শিবানী, ভৈরবী ভদ্রকালী, যোগিনীগণ, অষ্ট ভৈরব, একাদশ রুদ্র, ভূতগণ, প্রেতগণ, কুষ্মাণ্ডগণ, বেতালগণ, ব্রহ্মরাক্ষসগণ,

যোগীন্দ্রৈরপি সিদ্ধেন্দ্রৈরুগ্রচণ্ডাদিভিস্তথা।
কোটর্য্যা গ্রামদেব্যা চ জয়ামাত্রা হিতায় চ ॥ ১২ ॥
উবাচ শঙ্করো বাণং মূঢ়ং পণ্ডিতমানিনং।
হিতং সত্যং নীতিযুক্তং পরিণামসুখাবহম্ ॥ ১৩ ॥

শ্রীমহাদেব উবাচ।

শৃণু বাণ প্রবক্ষ্যামি কথামেতাং পুরাতনীং।
ভুবো ভারাবতরণে ভারতে স্বয়মীশ্বরঃ ॥ ১৪ ॥
বাসুদেবইতি খ্যাতঃ কথ্যতে তেন কোবিদৈঃ।
ধাতুর্ব্বিধাতা ভগবাংশ্চক্রপাণিঃ স্বয়ং বিভুঃ ॥ ১৫ ॥
ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাদীনামীশ্বরঃ প্রকৃতেঃ পরঃ।
নির্গুণশ্চ নিরীহশ্চ ভক্তানুগ্রহবিগ্রহঃ ॥ ১৬ ॥
পরং ব্রহ্ম পরং ধাম পরমাত্মা চ দেহিনাং।
যস্মিন্ গতে গতো জীবঃ সংগ্রামস্তে ন সম্ভবেৎ ॥ ১৭ ॥

যোগীন্দ্রগণ, সিদ্ধেন্দ্রগণ, উগ্রচণ্ডা, কোটরী, গ্রাম্যদেবী ও জয়ামাতা, ইহাঁরা সকলেই বাণের হিতার্থ তাহাকে নিবারণ করিলেন। ১০।১১।১২ ॥

তাহার মধ্যে শঙ্কর সেই বৃথা পণ্ডিতাভিমানী মূঢ় বাণকে পরিণামসুখকর হিত সত্য ও নীতিযুক্ত বাক্যে কহিলেন। ১৩ ॥

বাণ! এক পুরাতন কথা কহিতেছি শ্রবণ কর। পৃথিবীর ভারাবতরণ নিমিত্ত ভগবান ঈশ্বর স্বয়ং ভারতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। ১৪ ॥

তিনি বাসুদেব নামে বিখ্যাত। পণ্ডিতগণও তাঁহাকে বাসুদেব নামে কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। তিনি বিধাতার বিধাতা, চক্রপাণি ও স্বয়ং বিভু। ১৫॥

তিনি ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বরেরও ঈশ্বর। তিনি প্রকৃতির অতীত পদার্থ তিনি নির্গুণ ও নিশ্চেষ্ট। তাঁহার শরীর ধারণ কেবল ভক্তজনের প্রতি দয়া প্রকাশমাত্র। ১৬ ॥

তিনি পরম ব্রহ্মস্বরূপ, তিনি পরমধাম, তিনি দেহিগণের পরমাত্মা,

শস্ত্রবিদ্ধো মহাকাশো যথা মূঢ় দিশস্তথা।
তথাত্মা চ নিরাকারো দেহী চ ধ্যানহেতুনা ॥ ১৮ ॥
তস্য পৌত্রোঽনিরুদ্ধশ্চ মহাবলপরাক্রমঃ।
ত্রৈলোক্যমপি সংহর্ত্তুং ক্ষণেন চ ক্ষমঃ স্বয়ং ॥ ১৯ ॥
সর্ব্বে দেবাশ্চ দৈত্যাশ্চ বলবন্তো মহারথাঃ।
তে সর্ব্বে চানিরুদ্ধস্য কলাং নার্হন্তি ষোড়শীং ॥ ২০ ॥
দ্বয়োরেব সমং বিত্তং দ্বয়োরেব সমং বলম্।
তয়োর্ব্বিবাদো মৈত্রী চ ন তু পুষ্টবিপুষ্টয়োঃ ॥ ২১ ॥
বলিঃ পিতা তে দৈত্যানাং সারভূতো মহারথঃ।
ক্ষণেন যেন নীতশ্চ সুতলং স হরেঃ কলা ॥ ২২ ॥

পরমাত্মার বিনিগম হইলেই দেহের পতন হয়। অতএব তাঁহার সহিত যুদ্ধ কথনই সম্ভবপর নহে। ১৭ ॥

হে মূঢ়! যেমন মহাকাশ ও অস্ত্রের দিক্‌সকল অভেদ্য, তিনিও তদ্রূপ। তিনি নিরাকার পরমাত্মা, তাঁহার দেহধারণ কেবল লোকদিগের ধ্যানসাধন মাত্র। ১৮ ॥

মহাবল পরাক্রম অনিরুদ্ধ সেই বাসুদেবের পৌত্র। তিনি মনে করিলে নিমেষে ত্রিলোক সংহার করিতে পারেন। ১৯ ॥

কি দেবগণ, কি দৈত্যগণ, কি মহাবল মহারথগণ কেহই অনিরুদ্ধের ষোড়শাংশেরও একাংশ নহেন। ২০ ॥

যদি উভয়ের ধনসাম্য থাকে, যদি উভয়ে তুল্য বল হয়, তাহা হইলে উভয়ে বিবাদে প্রবৃত্ত হওয়া বা মিত্রত্বাবন্ধনে আবদ্ধ হওয়া কর্ত্তব্য বটে; কিন্তু প্রবলে বা দুর্ব্বলে বিবাদ বা বন্ধুতা কোনক্রমেই কর্ত্তব্য নহে। ২১ ॥

তোমার পিতা বলি, যিনি দৈত্যদিগের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান, সেই মহারথ যে বামনদেব কর্ত্তৃক ক্ষণকাল মধ্যে রসাতলে নীত হইয়াছিলেন, সেই বামন মূর্ত্তি শ্রীহরির অংশমাত্র। ২২ ॥

সর্ব্বেচাংশকলাঃ পুংসঃ পরিপূর্ণতমস্য চ।
বৃন্দাবনেশ্বরস্যাপি কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ ॥ ২৩ ॥

পার্ব্বত্যুবাচ।

ব্রহ্মা মহেশঃ শেষশ্চ ভগবন্তং সনাতনং।
দিনেশশ্চ গণেশশ্চ যোগীন্দ্রাণাং গুরোর্গুরুঃ।
ধ্যায়ন্তে পরমাত্মানং ভগবন্তং সনাতনং ॥ ২৪ ॥
সনৎকুমারঃ কপিলো নরো নারায়ণস্তথা।
ধ্যায়ন্তে হৃদয়াম্ভোজে ভগবন্তং সনাতনং ॥ ২৫ ॥
মনবশ্চ মুনীন্দ্রাশ্চ সিদ্ধেন্দ্রা যোগিনাং বরাঃ।
ধ্যানাসাধ্যঞ্চ ধ্যায়ন্তে ভগবন্তং সনাতনং ॥ ২৬ ॥
সর্ব্বাদ্যং সর্ব্ববীজঞ্চ সর্ব্বেষাঞ্চ পরাৎপরং।
ধ্যায়ন্তে জ্ঞানিনঃ সর্ব্বে ভগবন্তং সনাতনং ॥ ২৭ ॥

গণেশ্বর উবাচ।

অভাগ্যঞ্চ বলেশ্চাপি বৈষ্ণবস্য মহাত্মনঃ।
মূঢ়ো যদীদৃশঃ পৌত্রঃ প্রহ্লাদস্যাপি ধীমতঃ ॥ ২৮ ॥

এই জগতের যাবস্ত লোক সকলেই সেই বৃন্দাবনপতি পূর্ণতম বিভু পরমাত্মরূপী শ্রীকৃষ্ণের অংশ ও অংশের অংশ। ২৩ ॥

পার্ব্বতী কহিলেন, দৈত্যবর! ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, দিনপতি এবং যোগীন্দ্রগণের গুরুর গুরু গণপতি সেই সনাতন পরমাত্মরূপী ভগবান বাসু-দেবকে ধ্যান করিয়া থাকেন। সনৎকুমার, কপিল, নর ও নারায়ণদেব হৃৎপদ্ম মধ্যে সেই নিত্য স্বরূপ ভগবানকে ভাবনা করিয়া থাকেন। তিনি সকলের অগ্রগণ্য, সকলের বীজস্বরূপ এবং সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম। সমস্ত জ্ঞানীরাই সেই সনাতনদেব নারায়ণকে ধ্যান করিয়া থাকেন। ২৪।২৫।২৬।২৭ ॥

গণপতি কহিলেন, বিষ্ণুপরায়ণ মহাত্মা বলি ও ধীমান প্রহ্লাদের কি দুর্ভাগ্য যে, তাঁহাদিগের বংশে এরূপ মূঢ়মতি সন্তানের উৎপত্তি হয়? ২৮ ॥

স্কন্দ উবাচ।

অয়ে ভ্রাতর্ন শ্রুতা চ হিরণ্যকশিপোঃ কথা।
হিরণ্যাক্ষস্য চ মধোঃ কৈটভস্য মহাত্মনঃ ॥ ২৯ ॥
পূর্ব্বজাস্তেঽপি তে দৈত্যা মহাবলপরাক্রমাঃ।
ক্ষণেন বিষ্ণুনা নীতা লীলয়া যমসাদনং ॥ ৩০ ॥
ভগবান্ যস্য সংহর্ত্তা স্বয়ং নারায়ণঃ প্রভুঃ।
তস্য কো রক্ষিতা ভ্রাতর্নিবর্ত্তস্ব শুভায় চ ॥ ৩১ ॥
তেষাঞ্চ বচনং শ্রুত্বা তানুবাচ সুরেশ্বরঃ।
কোপরক্তাস্যনয়নো ধনুষ্পাণির্যথান্তকঃ ॥ ৩২ ॥

বাণ উবাচ।

শৃণু মাতঃ প্রবক্ষ্যামি শৃণু তাত মহেশ্বর।
শৃণু ভ্রাতর্গণপতে শৃণু ভ্রাতশ্চ কার্ত্তিক ॥ ৩৩ ॥

কার্ত্তিক কহিলেন, অহে ভাই? তুমি কি তোমার পূর্ব্বপুরুষ হিরণ্যকশিপু, হিরণ্যাক্ষ ও মহাত্মা মধুকৈটভের বৃত্তান্ত একবার কর্ণে শ্রবণ কর নাই? ২৯॥

তোমার সেই পূর্ব্বপুরুষগণ কতবড় মহাবল পরাক্রান্ত ছিলেন। কিন্তু নারায়ণ অবলীলাক্রমে ক্ষণকালের মধ্যে তাঁহাদিগকে শমনভবনে প্রেরণ করিয়াছেন। ৩০॥

ভগবান নারায়ণ যাহাকে সংহার করিতে ইচ্ছা করেন, কে তাহার রক্ষাকর্ত্তা হইবে? অতএব ভাই! তুমি এ প্রতিজ্ঞা হইতে নিবৃত্ত হও, তোমার মঙ্গল হউক্। ৩১॥

তাঁহাদিগের বচনশ্রবণ করিয়া ক্রোধে অসুরপতির মুখ ও লোচন লোহিত বর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি করে শরাসন গ্রহণ করাতে ধনুষ্পাণি অন্তকের ন্যায় লক্ষিত হইতে লাগিলেন। তখন বাণ তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন। ৩২॥

মাতঃ দুর্গে! তাত মহেশ্বর! ভ্রাতঃ গণপতে! ভ্রাতঃ কার্ত্তিকেয়! আমি যাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। ৩৩॥

শুভাশুভং প্রাক্তনেন প্রাণিনাং কর্ম্মিণাং তথা।
কৃতকর্ম্মাতিরিক্তঞ্চ কার্য্যং কেষাঞ্চ বর্ত্ততে॥ ৩৪॥
নাপ্রাপ্তকালো ম্রিয়তে বিদ্ধঃ শরশতৈরপি।
বণাগ্রেণাপি সংস্পৃষ্টঃ প্রাপ্তকালো ন জীবতি॥ ৩৫॥
যস্মাচ্চ যস্য নির্ব্বাণং বিধাত্রা লিখিতং পুরা।
তদেব নিত্যং সত্যঞ্চ নিষেধঃ কেন বার্য্যতে॥ ৩৬॥
সংগ্রামে কাতরো যো হি নিষ্ফলং তস্য জীবনং।
জয়াজয়ৌ চ সমরে মৃতঃ স্বর্গঞ্চ গচ্ছতি॥ ৩৭॥
প্রবিশ্য কন্যাং গৃহ্নাতি নগরং শিবরক্ষিতং।
পার্ব্বত্যা চ গণেশেন স্কন্দেন বলিনা তথা॥ ৩৮॥
ধিঙ্‌মাঞ্চ ধিঙ্‌মমৈশ্বর্য্যং ধিগ্বীর্য্যং জীবনঞ্চ ধিক্।
কো বা গৃহ্নাতি কন্যাঞ্চ কস্যৈবং রক্ষিতস্য চ॥ ৩৯॥

শুভাশুভ সংঘটন প্রাণিগণের প্রাক্তন ও কর্ম্মানুষ্ঠানের ফল, কে কোথায় অকৃত কার্য্যের ফল ভোগ করিয়া থাকে? ৩৪॥

কাল উপস্থিত না হইলে শত শত শরে বিদ্ধ করিলেও মৃত্যু হয় না, কিন্তু কাল আসন্ন হইলে শরাগ্রভাগ স্পর্শমাত্রেই প্রাণ বিয়োগ হয়। ৩৫॥

বিধাতা যাহার হস্তে যাহার মৃত্যু লিখিয়াছেন, তাহার আর অন্যথা হইবার নহে, সে ঘটনা হইবেই হইবে। কেহ তাহা নিবারণ করিয়া রাখিতে পারে না। ৩৬॥

যে ব্যক্তি সংগ্রামের নাম শ্রবণে শঙ্কিত হয়, তাহার জীবন বিড়ম্বনা মাত্র। জয় ও পরাজয় সমরের নির্দ্দিষ্ট ফল। বিশেষতঃ রণমৃত্যু স্বর্গের সোপান। ৩৭॥

স্বয়ং শিব, শিবানী, গণপতি ও বলবান্ কার্ত্তিকেয় যে নগর রক্ষা করিতেছেন, এতদূর আস্পর্দ্ধা! যে, সেই সুরক্ষিত নগরমধ্যে প্রবেশ করিয়া আমার কন্যাকে গ্রহণ করে? ৩৮॥

অতএব আমায় ধিক! আমার ঐশ্বর্য্যের ধিক! আমার বলে ধিক!

সগর্ভা তব কন্যেতি সভায়াং রক্ষকো বদেৎ।
ইতি মে বজ্রতুল্যঞ্চ শ্রুতং কটুপরং বচঃ ॥ ৪০ ॥
রণেঽনিরুদ্ধং হত্বা চ ঘাতয়িষ্যামি কন্যকাং।
অন্যথা জ্বলদগ্নৌ চ ত্যক্ষ্যামি চ কলেবরং ॥ ৪১ ॥

কোটর্য্যুবাচ।

শৃণু বৎস প্রবক্ষ্যামি মাতাহং তেঽপি ধর্ম্মতঃ।
দুরন্তেনাপি পুত্রেণ পিত্রোর্দুঃখং পদে পদে ॥ ৪২ ॥
কন্যা পরগৃহীতা সাপ্যন্যস্মৈ দাতুমক্ষমঃ।
শ্রীকৃষ্ণস্যাপি পৌত্রস্য প্রদ্যুম্নস্য সুতায় চ ॥ ৪৩ ॥
অনিরুদ্ধায় মহতে স্বেচ্ছয়া দেহি কন্যকাং।
পূতোঽসি ভারতে বর্ষে সপ্তভিঃ পিতৃভিঃ সহ ॥ ৪৪ ॥

এবং আমার জীবনে ধিক! কে কোথায় এরূপ সুরক্ষিত নগরমধ্যে প্রবেশ করিয়া কাহার কন্যাকে গ্রহণ করিয়াছে? ৩৯ ॥

রক্ষক সগর্ব্বে সভামণ্ডলী মধ্যে “আপনার কন্যা গর্ভবতী হইয়াছে” এই কথা বলাতে আমার কর্ণে যেন অশনি পতন হইয়াছে। ফলতঃ ইহা অপেক্ষা কটুতর বাক্য আর কি হইতে পারে? ৪০ ॥

অতএব হয় অনিরুদ্ধকে নিপাত করিয়া কন্যাকে বিনাশ করিব, না হয় জ্বলন্ত অনলে কলেবর বিসর্জ্জন দিব। ৪১ ॥

কোটরী কহিলেন, বৎস! আমি যাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। ধর্ম্মতঃ আমি তোমার মাতা। পুত্র দুরন্ত হইলে পদে পদে পিতা মাতার কষ্ট হইয়া থাকে। ৪২ ॥

কন্যা একজন গ্রহণ করিলে আর অপরকে দিবার উপায় নাই। অতএব আমি বলি, অনিরুদ্ধ একজন সামান্য নয়; শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র এবং প্রদ্যুম্নের পুত্র। অতএব ইচ্ছাপূর্ব্বক তাহাকেই কন্যা প্রদান কর। তাহা হইলে এই ভারতবর্ষে তুমি সপ্ত পুরুষের সহিত পবিত্র হইবে,

যৌতুকং দেহি সর্ব্বস্বং যশসে মহসে ভুবি।
অন্যথা রণমধ্যে চ ত্বাং হনিষ্যতি মাধবঃ।
সুদর্শনেন চক্রেণ কো বা ত্বাং রক্ষিতুং ক্ষমঃ ॥ ৪৫ ॥
কোটরীবচনং শ্রুত্বা চুকোপ দৈত্যপুঙ্গবঃ।
প্রযযৌ রথমারুহ্য যত্র পুত্রো হরের্ম্মুনে ॥ ৪৬ ॥
স্কন্দঃ সেনাপতির্ভূত্বা প্রযযৌ শঙ্করাজ্ঞয়া।
বাণস্বস্ত্যয়নং চক্রে গণেশশ্চ স্বয়ং শিবঃ ॥ ৪৭ ॥
বাণং শুভাশিষঞ্চক্রে পার্ব্বতী কোটরী তথা।
অষ্টৌ চ ভৈরবাশ্চৈব রুদ্রাশ্চৈকাদশৈব তে ॥ ৪৮ ॥
সর্ব্বে চাহ্বায় হন্তারো বভূবুঃ শস্ত্রপাণয়ঃ।
এতস্মিন্নন্তরে দূতোঽপ্যনিরুদ্ধমুবাচ হ।
পার্ব্বত্যা প্রেরিতশ্চৈব বাণপত্ন্যা চ সত্বরম্ ॥ ৪৯ ॥

তুমি উঁহাকে যথাসর্ব্বস্ব যৌতুক প্রদান কর, তাহাতে ইহলোকে তোমার যশের পরিসীমা থাকিবে না এবং মহত্ত্ব অপেক্ষাকৃত পরিবর্দ্ধিত হইবে। আর যদি ইহার অন্যথাচরণ কর, তাহা হইলে মাধবের হস্তেই সুদর্শন চক্রে তোমার জীবন পর্য্যবসিত হইবে, কাহারও সাধ্য নাই যে, তোমায় রক্ষা করে। ৪৩।৪৪।৪৫ ॥

কোটরীর বচন শ্রবণে দৈত্যপতি কোপে প্রজ্বলিত হইয়া রথারোহণপূর্ব্বক অনিরুদ্ধের উদ্দেশে যাত্রা করিলেন। ৪৬ ॥

শঙ্করের আজ্ঞাক্রমে কার্ত্তিকেয় সেনাপতি হইয়া বাণের অনুগমন করিলেন। গণপতি এবং স্বয়ং মহেশ্বর স্বস্ত্যয়নে প্রবৃত্ত হইলেন। ৪৭ ॥

পার্ব্বতী, কোটরী, অষ্টভৈরব ও একাদশ রুদ্র তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। ৪৮ ॥

বাণপক্ষীয় যোদ্ধৃগণ সহসা অস্ত্রপাণি হইয়া অনিরুদ্ধের বধসাধন জন্য সমুদ্যত হইল। ইত্যবসরে এক দূত পার্ব্বতী এবং বাণপত্নী-কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া সত্বর অনিরুদ্ধের নিকট গমন পূর্ব্বক কহিল। ৪৯ ॥

দূত উবাচ।

অনিরুদ্ধোত্তিষ্ঠ ভদ্রন্তে পার্ব্বতীবচনং শৃণু।
ভব সান্নাহিকো বৎস কুরু যুদ্ধং বহির্ভব ॥ ৫০ ॥
ভীতা সা রুদতী তত্র সস্মার পার্ব্বতীং সতীং।
রক্ষ রক্ষ মহামায়ে মৎপ্রাণেশ্বরমীপ্সিতম্ ॥ ৫১ ॥
অভয়েপ্যভয়ং দেহি সংগ্রামে ঘোরদারুণে।
ত্বমেব জগতাং মাতা স্নেহস্তে সর্ব্বতঃ সমঃ ॥ ৫২ ॥
অথানিরুদ্ধঃ সান্নাহী শস্ত্রপাণির্ব্বভূবহ।
উষাদত্তং রথং প্রাপ্য চকার রোদনং মুদা ॥ ৫৩ ॥
বহিঃ সংভূয় শিবিরাদ্দদর্শ বাণমীশ্বরং।
সান্নাহিকং শস্ত্রপাণিং রক্তাস্যলোচনং পরং ॥ ৫৪ ॥
দৃষ্ট্বানিরুদ্ধং বাণশ্চ তমুবাচ রুষান্বিতঃ।
ঘোরসংগ্রামমধ্যে চ বিষোক্তিং প্রজ্বলন্নিব ॥ ৫৫ ॥

অনিরুদ্ধ! শীঘ্র গাত্রোত্থান কর, তোমার মঙ্গল হইবে। পার্ব্বতী বলিয়াছেন, তুমি সজ্জিত হইয়া যুদ্ধার্থ বহির্গত হও। ৫০ ॥

ঐ কথা শ্রবণে উষা অমনি ভয়ে কম্পিত কলেবর হইয়া রোদন করিতে করিতে পার্ব্বতীকে উদ্দেশে বলিতে লাগিলেন, মহামায়ে! আমার প্রাণেশ্বরকে রক্ষা কর! অভয়ে এই ঘোর সংগ্রামে আমার প্রাণনাথকে অভয় প্রদান কর। মাতঃ! তুমি জগৎজননী, সুতরাং তোমার স্নেহ সকলের প্রতি সমান। ৫১। ৫২ ॥

অনন্তর অনিরুদ্ধ বর্ম্ম ধারণ পূর্ব্বক সশস্ত্র হইয়া উষাদত্ত রথে অধিরোহণ করত আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। ৫৩ ॥

পরে শিবির হইতে বহির্গত হইয়া দেখিলেন, বর্ম্মাবৃতদেহ, অস্ত্রধারী লোহিতলোচন বাণ সম্মুখে উপস্থিত। ৫৪ ॥

দৈত্যবর, অনিরুদ্ধকে অগ্রভাগে অবলোকন করিবামাত্র ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া সেই রণস্থলমধ্যে বিষবৎ বচনে বলিতে লাগিলেন। ৫৫ ॥

বাণ উবাচ।

অয়ে বীর মহাদুষ্ট নীতিশাস্ত্রবিবর্জ্জিতঃ।
চন্দ্রবংশকুলাঙ্গার পুণ্যক্ষত্রে যশস্করে॥ ৫৬॥
পিতা তে শম্বরং হত্বা জগ্রাহ তস্য কামিনীং।
ততো জাতো ভবানেব নিবোধ স্বকুলক্রমং॥ ৫৭॥
পিতামহো বাসুদেবো মথুরায়াঞ্চ ক্ষত্রিয়ঃ।
গোকুলে বৈশ্যজাতিশ্চ নাম্না চ নন্দনন্দনঃ॥ ৫৮॥
বৃন্দাবনে চ গোপৈশ্চ নন্দস্য পশুরক্ষকঃ।
সাক্ষাজ্জারশ্চ গোপীনাং দুষ্টঃ পরমলম্পটঃ॥ ৫৯॥
জঘান পূতনাং সদ্যো নারীঘাতী হ্যধার্ম্মিকঃ।
আগত্য মথুরাং কুব্জাং জঘান মৈথুনেন চ॥ ৬০॥
দুর্ব্বলং নরকং হত্বা স্ত্রীসমূহং মনোহরং।
জগ্রাহ যোনিলুব্ধশ্চ সপুত্রমতিনিষ্ঠুরঃ॥ ৬১॥

অয়ে দুষ্টাত্মন্ বীর! তোর নীতিশাস্ত্রে কোন কাণ্ডজ্ঞান নাই। তুই পবিত্রতম যশস্কর চন্দ্রবংশে কুলাঙ্গার জন্মিয়াছিস্। ৫৬॥

তোর বাপ শম্বরকে বিনাশ করিয়া তাহার কামিনীকে হরণ করিয়া আনিয়াছিল, তুই সেই কামিনীর গর্ভে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিস্। একবার আপনার বংশমর্য্যাদা স্মরণ কর। ৫৭॥

তোর পিতামহ ক্ষত্রবংশীয় মথুরাবাসী বসুদেবের পুত্র। কিন্তু লোকে বলিয়া থাকে যে, গোকুলবাসী বৈশ্যেবর নন্দের নন্দন। ৫৮॥

চিরকাল বৃন্দাবনে গোপগণের সহিত মিলিত হইয়া নন্দের ধেনুচারণ করিয়াছে। সে দুষ্ট, লম্পটের অগ্রগণ্য ও গোপীগণের উপপতি। ৫৯॥

সে পূতনাকে বিনাশ করিয়া স্ত্রীহত্যা সাধন করিয়াছে! অথচ ধার্ম্মিক! আবার যখন মথুরায় আগমন করিয়াছিল, তখন সঙ্গমে কুব্জাকে বিনাশ করিয়াছে! ৬০॥

ভীষ্মকং মানবং জিত্বা তৎপুত্রঞ্চাপি দুর্ব্বলং।
জগ্রাহ কন্যকাং তস্য দেবযোগ্যাঞ্চ রুক্মিণীং॥ ৬২॥
সত্রাজিতঃ সূর্য্যভৃত্যো দেবাৎ প্রাপ মণীশ্বরং।
ঘাতয়িত্বা হ্যুপায়েন জগ্রাহ মণিকন্যকাং॥ ৬৩॥
কুরুপাণ্ডবযুদ্ধঞ্চ কারয়িত্বা চ দারুণং।
সংজহার ভুবো ভূপসমূহমতিদারুণং॥ ৬৪॥
যুধিষ্ঠিরস্য যজ্ঞে চ শিশুপালং জঘান সঃ।
দন্তবক্রঞ্চ শাল্বঞ্চ জরাসন্ধঞ্চ দারুণং॥ ৬৫॥
উপায়াদ্যবনং হত্বা সর্ব্বস্বন্তজ্জহার সঃ।
দুর্ব্বলো রাজভূতেন সমুদ্রশরণং গতঃ॥ ৬৬॥

নরকাসুর নিতান্ত দুর্ব্বল ছিল; সেই নিমিত্ত সেই যোনিলুব্ধ নিষ্ঠুর তাহাকে নিপাত করিয়া তাহার পুত্রবতী মনোরমা পত্নীগণকে গ্রহণ করিয়াছে। ৬১॥

ভীষ্মক একজন সামান্য লোক এবং তাহার পুত্রও একান্ত দুর্ব্বল, সেই জন্য তাহাদিগের উভয়কে পরাজিত করিয়া দেবভোগ্যা রুক্মিণীকে আত্মসাৎ করিয়াছে। ৬২॥

সত্রাজিত সূর্য্যদেবের একান্ত উপাসক, তন্নিমিত্ত তাঁহার নিকট হইতে প্রসাদস্বরূপ যে উৎকৃষ্ট মণিরত্ন লাভ করিয়াছিলেন, সে কৌশলে সত্রাজিতকে বিনাশ করিয়া সেই মণিরত্ন ও এক কন্যা গ্রহণ করিয়াছে। ৬৩॥

সেই ধূর্ত্তই কুরুপাণ্ডব যুদ্ধের মূল। [illegible] যুদ্ধ সংঘটন করিয়া দিয়া পৃথিবী হইতে মহাত্মা রাজন্যগণকে একেবারে সমূলে উন্মূলিত করিয়াছে। ৬৪॥

যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে সে, শিশুপালকে বিনাশ করিয়াছে এবং তাহা হইতেই দন্তবক্র, শাল্ব ও নিদারুণ জরাসন্ধ নিহত হইয়াছে। ৬৫॥

সেই দুরাত্মা কৌশলে কালযবনকে নিহত করিয়া তাহার সর্ব্বস্ব হরণ করিয়াছে; কিন্তু জরাসন্ধের ভয়ে পলায়ন করিয়া তাহাকে সমুদ্রের শরণাপন্ন হইয়াছিল। ৬৬॥

জিত্বা চ ভ্রাতরং শক্রং ভার্য্যায়া বচনেন চ।
জগ্রাহ পারিজাতঞ্চ পুষ্পঞ্চ স্বর্গদুর্লভং ॥ ৬৭ ॥
কংসং নিহত্য ধর্ম্মিষ্ঠো ভ্রাতরং মাতুরেব চ।
জগ্রাহ তস্য সর্ব্বস্বং পরং কিং কথয়ামি তে ॥ ৬৮ ॥
জিত্বা চ ভল্লুকং যুদ্ধে জগ্রাহ তস্য কন্যকাং।
তৎপিতুর্ভগিনী কুন্তী চতুর্ণাং কামিনী ভুবি ॥ ৬৯ ॥
দ্রৌপদী ভ্রাতৃপত্নী চ পঞ্চানাং কামিনী তথা।
গোষ্ঠী তে যোনিলুব্ধশ্চ শশ্বৎ পরমলম্পটঃ ॥ ৭০ ॥
তজ্জ্যেষ্ঠো বলদেবশ্চ শশ্বৎ পিবতি বারুণীং।
যমুনাং ভ্রাতৃপত্নীঞ্চ করোত্যাহ্বানমীপ্সিতং ॥ ৭১ ॥
জহার ভগিনীং তস্য কৌন্তেয়ঃ শক্রনন্দনঃ।
সুভদ্রাং মাতুলসুতাং সন্নিবোধ কুলক্রমং ॥ ৭২ ॥

এক স্ত্রীর বচনে ভ্রাতা ইন্দ্রের সহিত যুদ্ধ করিয়া অবশেষে তাহাকে পরাস্ত করত সেই স্বর্গ দুর্লভ পারিজাত ভূতলে আনয়ন করিয়াছে। ৬৭ ॥

রাজা কংস তাহার জননীর সহোদর (মাতুল); অধিক কি বলিব, সেই অধার্ম্মিক স্বীয় মাতুলের হত্যাসাধন করিয়া তাহার সর্ব্বস্ব হরণ করিয়াছে।৬৮॥

ভল্লুককে যুদ্ধে জয় করিয়া তাহার কন্যাকে গ্রহণ করিয়াছে। তাহার পিতৃষ্বসা কুন্তীর আবার চারি জন স্বামী। তাহার ভ্রাতৃপত্নী দ্রৌপদী, তিনি আবার পঞ্চপতিকা! অধিক কি বলিব, তোর গোষ্ঠী সকল নিয়ত যোনিলুব্ধ ও লম্পট। ৬৯।৭০ ॥

আবার দেখ, তোর পিতামহের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলদেব সুরাপান করে। সে আবার ভ্রাতৃপত্নী যমুনাকে আকর্ষণ করিয়াছিল! ৭১ ॥

কুন্তীর পুত্র অর্জ্জুন সে ইন্দ্রের ঔরসজাত, সে কি না স্বীয় মাতুলপুত্রী সুভদ্রাকে হরণ করিয়াছে। বুঝিয়া দেখ, এই ত তোর কুলপরিচয়। ৭২ ॥

বাণস্য বচনং শ্রুত্বা চুকোপ কামনন্দনঃ।
উবাচ পরমার্থঞ্চ যোগ্যং প্রত্যুত্তরং মুনে॥ ৭৩॥

শ্রীঅনিরুদ্ধ উবাচ।

পিতা মে কামদেবশ্চ ব্রহ্মপুত্রঃ পুরা শুচিঃ।
তস্যাস্ত্রেণ বশীভূতং ত্রৈলোক্যং সততং শৃণু॥ ৭৪॥
শিবকোপানলেনৈব ভস্মীভূতঃ স্বকর্ম্মতঃ।
কৃষ্ণস্য পুত্রোপ্যধুনা সর্ব্বেষাং পরমাত্মনঃ॥ ৭৫॥
পতিব্রতা রতিমাতা পতিশোকেন সাম্প্রতম্।
শম্বরস্য গৃহে তস্থৌ হৃতা তেন বলেন চ॥ ৭৬॥
ছায়াং মায়াবতীং দত্ত্বা মায়য়া শয়নেন চ।
রতিঃ স্বধর্ম্মং সংরক্ষ্য ধর্ম্মসাক্ষী চ তদ্গৃহে॥ ৭৭॥

বাণের এইরূপ বচন শ্রবণে কামপুত্র অনিরুদ্ধের সর্ব্বাঙ্গের শোণিত সন্তপ্ত হইয়া বেগে বহিতে লাগিল। তখন তিনি তথ্য ও যথাযোগ্য বাক্যে প্রত্যুত্তর প্রদান করিয়া কহিতে লাগিলেন। ৭৩॥

দৈত্যবর! আমার পিতা কামদেব, ব্রাহ্মণপুত্র ও নিরন্তর পবিত্র। তাঁহার অস্ত্রে অনুক্ষণ ত্রিলোক মুগ্ধ হইয়া রহিয়াছে। ৭৪॥

যদিও তিনি পরমাত্মরূপী শ্রীকৃষ্ণের পুত্র, তথাপি স্বীয় কর্ম্মফলে হরকোপানলে দগ্ধ হইয়াছেন। ৭৫॥

আমার পতিপরায়ণা মাতা রতি পতিশোকে একান্ত কাতরা ছিলেন, দুরাত্মা শম্বর বলপূর্ব্বক তাঁহাকে অপহরণ করাতে সম্প্রতি তিনি তাহার গৃহেই অবস্থান করিতেছিলেন। ৭৬॥

জননী আমার সেই দুরাত্মার শয্যায় মায়াবতী ছায়া প্রদান পূর্ব্বক স্বধর্ম্ম রক্ষা করিয়া তাহার গৃহে বাস করিতেছিলেন। ধর্ম্ম তাহার সাক্ষী রহিয়াছেন। ৭৭॥

নিহত্য শম্বরং শত্রুং গৃহীত্বা স্বপ্রিয়াং সতীং।
আজগাম দ্বারকাঞ্চ চন্দ্রসূর্য্যৌ চ সাক্ষিণৌ ॥ ৭৮ ॥
পিতামহং বাসুদেবং ত্বং ন জানাসি মূঢ়বৎ।
যঞ্চ সন্তো ন জানন্তি বেদাশ্চত্বারএব চ ॥ ৭৯ ॥
বাসুঃ সর্ব্বনিবাসশ্চ বিশ্বানি যস্য লোমসু।
তস্য দেবঃ পরং ব্রহ্ম বাসুদেবইতি স্মৃতঃ ॥ ৮০ ॥
শঙ্করং পৃচ্ছ সাক্ষাচ্চ যস্য ভৃত্যোঽংশুদ্ধা ভবান্।
কৃষ্ণভৃত্যস্য বচনে পুত্রোসি কিং দুরাত্মকঃ ॥ ৮১ ॥
গোলোকে বৈশ্যপুত্রস্তং ব্রূহি ত্বং জ্ঞানদুর্ব্বলঃ।
ভোজনং বেদবিহিতং শশ্বৎ ক্ষত্রিয়বৈশ্যয়োঃ ॥ ৮২ ॥
দ্রোণঃ প্রজাপতিশ্রেষ্ঠো ধরা তস্য প্রিয়া সতী।
পুত্রস্ত্বং তপসা লেভে পরমাত্মানমীশ্বরং ॥ ৮৩ ॥

তৎপরে আমার পিতা সেই নিদারুণ বৈরী শম্বরাসুরকে নিপাত করিয়া বাম প্রিয়তমা সাধ্বী রতিকে গ্রহণ পূর্ব্বক দ্বারকায় আগমন করিয়াছেন। চন্দ্র সূর্য্য তাহার সাক্ষী। ৭৮ ॥

আর আমার পিতামহ বাসুদেব; চারিবেদ ও সজ্জনগণ যাঁহার অপার মহিমার ইয়ত্তা করিতে পারে না; তখন তুই মূঢ়, কিরূপে তাঁহার তত্ত্ব নিরূপণ করিবি? ৭৯ ॥

বাসু শব্দের অর্থ সর্ব্বনিবাস, তাহার দেব—অর্থাৎ যাঁহার প্রতি লোমকূপে বিশ্বসংসার বাস করিতেছে, তিনিই বাসুদেব, তিনিই পরমব্রহ্ম। ৮০ ॥

আমি ত শ্রীকৃষ্ণের ভৃত্য, আমার কথায় প্রয়োজন কি? তুই দুরাত্মা যাঁহার ভৃত্য ও পুত্র স্বরূপ, সেই শঙ্করদেব সাক্ষাতে উপস্থিত, বরং তাঁহাকে জিজ্ঞাসা কর। ৮১ ॥

তুই নিতান্ত অজ্ঞান, তন্নিমিত্ত সেই বৈকুণ্ঠনাথ শ্রীকৃষ্ণকে বৈশ্যপুত্র বলিতেছিস্! বৈশ্যগৃহে ক্ষত্রিয়ের ভোজন দোষাবহ নহে। কারণ ক্ষত্রিয়ে ও বৈশ্যে পরস্পর ভোজন বেদবিহিত। ৮২ ॥

দ্রোণো নন্দো বৈশ্যরাজো যশোদা সা ধরা সতী।
বৃকভানুসুতা রাধা শ্রীদাম্নঃ শাপদারুণাৎ ॥ ৮৪ ॥
ত্রিংশৎ কোটিঞ্চ গোপীনাং গৃহীত্বা ভর্ত্তুরাজ্ঞয়া।
পুণ্যঞ্চ ভারতং ক্ষেত্রং গোলোকাদাজগাম সা ॥ ৮৫ ॥
তাভিঃ সার্দ্ধং স রেমে চ স্বপত্নীভির্ম্মুদান্বিতঃ।
পাণিং জগ্রাহ রাধায়াঃ স্বয়ং ব্রহ্মা পুরোহিতঃ ॥ ৮৬ ॥
গোপকোটিশ্চ গোলোকাদাজগাম মুদান্বিতঃ।
তেজসা হরিতুল্যাস্তে পার্ষদপ্রবরা হরেঃ ॥ ৮৭ ॥
গোরক্ষণং হরেরেব গোপবেশস্য চাত্মনঃ।
গোপানাং শিশুশিক্ষার্থং মায়েশস্যাপি মায়য়া ॥ ৮৮ ॥

আর যে তাঁহাকে নন্দ ও যশোদাপুত্র বলিতেছিস্, তদ্বিষয়ে বক্তব্য এই যে, দ্রোণ একজন শ্রেষ্ঠতম প্রজাপতি; আর ধরা তাঁহার সাধ্বী প্রিয়তমা ভার্য্যা; তপোবলে তাঁহারা পরমাত্মরূপী কৃষ্ণকে পুত্ররূপে লাভ করেন। সেই প্রজাপতিশ্রেষ্ঠ দ্রোণই বৈশ্যরাজ নন্দ এবং সেই সাধ্বী ধরাই যশোদা। আর যে রাধা তিনি শ্রীদামের নিদারুণ শাপে বৃকভানুনন্দিনী হইয়া জন্মপরিগ্রহ করিয়াছেন। ৮৩,৮৪ ॥

রাধা ভর্ত্তা শ্রীকৃষ্ণের অনুজ্ঞা অনুসারে ত্রিংশৎ কোটি গোপিকা সমভিব্যাহারে গোলোক হইতে পুণ্যভূমি ভারতে আগমন করিয়াছেন। ৮৫ ॥

পিতামহ আমার সেই সকল স্বপত্নীর সহিত সুখে বিহার করিতেছেন, আর রাধার পাণিগ্রহণ বিষয়ে অধিক কি বলিব, ব্রহ্মা স্বয়ং পুরোহিত হইয়াছিলেন; সুতরাং তিনিই সাক্ষী। ৮৬ ॥

তিনি যখন গোলোক হইতে ভারতে আগমন করেন, তখন কোটি কোটি গোপ, পরমানন্দে তাঁহার সমভিব্যাহারে আগমন করিয়াছেন। তাঁহারা সকলেই প্রভাবে আমার পিতামহতুল্য এবং সকলেই তাঁহার পার্শ্বচর। ৮৭ ॥

গোধন রক্ষা শ্রীহরির স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম। তিনি মায়াময়; এই নিমিত্ত মায়াবলে গোপবেশ ধারণ করিয়া গোপশিশুদিগের শিক্ষার্থ গোচারণ করিয়াছেন। ৮৮ ॥

পূতনা বলিকন্যা চ ভগিনী চ তবাসুর।
দৃষ্টা চ বামনং ভক্ত্যা চকার পুত্রমানসং ॥ ৮৯ ॥
এবংভূতো যদি মম পুত্রো ভবতি সাম্প্রতম্।
স্তনং দদামি তনয়ং কৃত্বা বক্ষসি সুন্দরং ॥ ৯০ ॥
তস্যা মানসপূর্ণঞ্চ চকার ভবান্ প্রভুঃ।
স্তনং দত্ত্বা চ গোলোকং যযৌ সা রত্নযানতঃ ॥ ৯১ ॥
কুব্জা সা ভগিনী পূর্ব্বং রাবণস্য দুরাত্মনঃ।
শ্রীরামকৃষ্ণকাম কামাং নাম্না সূর্পনখা সতী ॥ ৯২ ॥
নাসাং চিচ্ছেদ তস্যাশ্চ লক্ষণো ধার্ম্মিকেশ্বরঃ।
তপসা চ বরং লেভে ব্রহ্মণঃ প্রিয়মীশ্বরং ॥ ৯৩ ॥
তেন পুণ্যেন তং লব্ধা গোলোকং সা জগামহ।
গোপী বভূব গোলোকে কৃষ্ণস্যালিঙ্গনেন চ ॥ ৯৪ ॥

অরে দনুজ! পূতনা বলি রাজার কন্যা, তোর ভগিনী, আমার পিতামহ বামনবেশে যখন বলি রাজার যজ্ঞস্থলে সমুপস্থিত হন, তখন তোর বন্ধ্যা ভগিনী মনে মনে তাঁহার মত এক পুত্র কামনা করিয়া বলিয়াছিল। ৮৯ ॥

যে, "যদি এখন এই বামনের মত আমার একটি পুত্র হয়, তাহা হইলে তাহাকে বক্ষস্থলে স্থাপন করিয়া স্তনদান করি। ৯০ ॥

আমার পিতামহ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাহার সেই অভিলাষ পূর্ণ করিয়াছেন, পূতনাও তাঁহাকে স্তনদান করিয়া রত্নময় যানে আরোহণ পূর্ব্বক স্বর্গে গমন করিয়াছে। ৯১ ॥

আর যে কুব্জার কথা কহিলি, সে পূর্ব্বজন্মে দুরাত্মা রাবণের ভগিনী সূর্পনখা ছিল। সূর্পনখা কামের বশীভূত হইয়া রামচন্দ্রকে কামনা করে। ৯২ ॥

ধার্ম্মিকবর লক্ষ্মণ সেই অপরাধে তাহার নাসিকা ছেদন করেন, তাহাতে ঐ সূর্পনখা দুঃখে ব্রহ্মার আরাধনায় প্রবৃত্ত হইয়া তাঁহার নিকট এই বরলাভ করে যে, "জন্মান্তরে তোর অভিমত প্রিয়সমাগম হইবে।" ৯৩ ॥

নরকো হরিবধ্যশ্চ স্বপূর্ব্বপ্রাক্তনেন চ।
পাণিং জগ্রাহ কন্যানাং সাক্ষিণৌ শশিভাস্করৌ ॥ ৯৫ ॥
ভীষ্মকন্যা মহালক্ষ্মীঃ শ্রীকৃষ্ণস্য প্রিয়া সতী।
বৈকুণ্ঠাদাগতা সাধ্বী ব্রহ্মণোঽনুমতেন চ ॥ ৯৬ ॥
সত্রাজিতস্য কন্যা সা সত্যভামা বসুন্ধরা।
দদৌ কৃষ্ণায় রাজা স তং মণিং যৌতুকেন চ ॥ ৯৭ ॥
ভুবো ভারাবতরণে হেতুনা গমনং হরেঃ।
সংজহার ভুবোভারং কুরুপাণ্ডবযুদ্ধতঃ ॥ ৯৮ ॥
শিশুপালো দন্তবক্রো জয়ো বিজয় এব চ।
দ্বারিণৌ দ্বারষট্কে চ বৈকুণ্ঠে শ্রীহরেরপি।
কুমারশাপাৎ পতিতৌ ব্যাপ্তজন্মত্রয়ং ধ্রুবং ॥ ৯৯ ॥

ইহজন্মে সেই সূর্পনখা ব্রহ্মার বরে কুব্জারূপে জন্মপরিগ্রহ করত আমার পিতামহকে লাভ করিয়া মানস পূর্ণ করিয়াছে এবং সেই আলিঙ্গনে গোলোকে গমন করিয়া গোপীমধ্যে গণ্য হইয়াছে। ৯৪ ॥

নরকাসুর যে আমার পিতামহের হস্তে নিপাতিত হইয়াছে, সে কেবল তাহার প্রাক্তনের ফল। তৎপরে তিনি তাহার কন্যাগণকে গ্রহণ করিয়াছেন যথার্থ বটে; কিন্তু তাহাতে বিবাহ সম্বন্ধ ছিল। তাহার সাক্ষী চন্দ্র সূর্য্য। ৯৫ ॥

ভীষ্মককন্যা রুক্মিণী, মহালক্ষ্মী বলিয়া আমার পিতামহের প্রিয়তমা ভার্য্যা হইয়াছেন। সেই সাধ্বী পরমব্রহ্মের আদেশানুসারে বৈকুণ্ঠ হইতে ভূলোকে অবতীর্ণ হইয়াছেন। ৯৬ ॥

সত্যভামার পাণিনিপীড়ন বলপূর্ব্বক নহে। রাজা সত্রাজিত স্বয়ং স্বেচ্ছাপূর্ব্বক সত্যভামাকে আমার পিতামহের হস্তে সম্প্রদান করেন, এবং সেই উপলক্ষেই তাঁহাকে মণিরত্ন যৌতুকরূপে প্রদত্ত হয়। ৯৭ ॥

আমার পিতামহের ভূলোকে আগমন কেবল পৃথিবীর ভারাবতরণ নিমিত্ত; সুতরাং কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধের অবতারণা করিয়া তাহাই করিয়াছেন। ৯৮ ॥

শিশুপাল আর দন্তবক্র, উহারা উভয়ে জয় ও বিজয় নামক দ্বারী। ইঁহারা

হিরণ্যকশিপুশ্চৈব তবৈব পূর্ব্বপুরুষঃ।
তস্য ভ্রাতা হিরণ্যাক্ষস্তেনৈব বরুণো জিতঃ ॥ ১০০ ॥
হরির্নৃসিংহরূপেণ তং জঘানাবলীলয়া।
শূকরেণ হতোঽন্যশ্চ পূর্ব্বজন্মকথাং শৃণু ॥ ১০১ ॥
দ্বিতীয়ে জন্মনি পুরা রাবণঃ কুম্ভকর্ণকঃ।
শ্রীরামেন হতৌ তৌ দ্বৌ শেষজন্মকলৌ তয়োঃ ॥ ১০২ ॥
শ্রীকৃষ্ণেন হতৌ তৌ দ্বৌ ধর্ম্মপুত্রৌ রতৌ তথা।
জরাসন্ধশ্চ শাল্বশ্চ দুরাত্মা কংস এব চ।
প্রাক্তনাত্তস্য বধ্যাস্তে ভুবোভারজিহীর্ষয়া ॥ ১০৩ ॥
মান্ধাতৃসুতমধ্যশ্চ যবনশ্চাপ্য পূজনাং।
লক্ষ্মীশ্বরস্য কৃষ্ণস্য ধনেন কিং প্রয়োজনং ॥ ১০৪ ॥

উভয়ে বৈকুণ্ঠে ছয় দ্বারে শ্রীহরির দ্বারী ছিল। কার্ত্তিকেয়ের শাপে তিন জন্ম উহাদিগকে পরিভ্রমণ করিতে হইবে, তাহা কাহার না বিদিত আছে? ৯৯ ॥

আর যে হিরণ্যকশিপুর কথা কহিলি, সেও তোর পূর্ব্বপুরুষ। তাহার ভ্রাতার নাম হিরণ্যাক্ষ। হিরণ্যাক্ষ রণে বরুণদেবকেও পরাজিত করিয়াছিল। ১০০ ॥

কিন্তু আমার পিতামহ নৃসিংহরূপ ধারণ করিয়া অবলীলাক্রমে তাহাকে এবং বরাহরূপ ধারণ করিয়া তাহার ভ্রাতাকে বিনাশ করিয়াছেন; এই ত পূর্ব্ব জন্ম বৃত্তান্ত। ১০১ ॥

তাহার পর দ্বিতীয় জন্মে যখন রাবণ ও কুম্ভকর্ণরূপে জন্মপরিগ্রহ করে, তখন আমার পিতামহ রামরূপ ধারণ পূর্ব্বক তাহাদিগের উভয়কে বিনাশ করেন, তৎপরে তাহারা কলিতে জন্ম পরিগ্রহ করে। ১০২ ॥

সুতরাং আমার পিতামহ শ্রীকৃষ্ণরূপ ধারণ করিয়া তাহাদিগের উভয়কে অর্থাৎ দন্তবক্র ও শিশুপালকে বিনাশ করিয়াছেন। আর যে, জরাসন্ধ, শাল্ব ও দুরাত্মা কংসের কথা কহিতেছিস, তাহারাও পূর্ব্বকৃত কর্ম্মফলে

প্রতিজ্ঞয়া চ সত্যায়াঃ পুণ্যকব্রতকারণাৎ।
পারিজাতং সমানীয় চকার স্বাত্মনো ব্রতং ॥ ১০৫ ॥
স্বয়ং জাম্ববতী দেবী দুর্গাংশা ভল্লুকাত্মজা।
পাণিং জগ্রাহ তস্যাশ্চ তপসা ভারতে হরিঃ ॥ ১০৬ ॥
কুন্ত্যাশ্চ ক্ষেত্রজাঃ পুত্রাঃ কেবলং ভর্ত্তুরাজ্ঞয়া।
কলৌ নিষিদ্ধং ত্রিযুগে প্রসিদ্ধং পলপৈতৃকং* ॥ ১০৭ ॥
যুধিষ্ঠিরো ধর্ম্মপুত্রো ভীমশ্চ পবনাত্মজঃ।
মহেন্দ্রপুত্রো ধর্ম্মিষ্ঠঃ ফাল্গুণো বিজয়ী ভুবি।
যস্মৈ পাশুপতং শম্ভুঃ প্রদদৌ চ স্বয়ং মুদা ॥ ১০৮ ॥

আমার পিতামহের বধ্য হইয়াছে এবং তাঁহারও বিনাশ করা কেবল ভূভার-হরণের নিমিত্ত। ১০৩ ॥

মান্ধাতার মধ্যমপুত্র কালযবনকে যে বিনাশ করিয়াছেন তাহাও ধনের নিমিত্ত নহে, কেবল পূজাব্যতিক্রম জন্য। কারণ তিনি লক্ষ্মীপতি; তাঁহার আবার ধনের প্রয়োজন কি? ১০৪ ॥

সত্যভামার পুণ্যক ব্রত সম্পাদন করাইবেন বলিয়া তিনি প্রতিজ্ঞারূঢ় ছিলেন; সুতরাং সেই ব্রতসাধননিমিত্ত স্বর্গ হইতে পারিজাত আনয়ন করিয়া স্বীয় প্রতিজ্ঞা পালন করিয়াছেন; নতুবা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে পরাজিত করা তাঁহার উদ্দেশ্য নহে। ১০৫ ॥

ভল্লুককন্যা দেবী জাম্ববতী স্বয়ং দুর্গার অংশ, তিনি আমার পিতামহের পত্নী হইবেন বলিয়া পূর্ব্বে তপস্যা করিয়াছিলেন; সেই জন্য পিতামহ আমার ভারতে অবতীর্ণ হইয়া তাঁহার পাণিগ্রহণ করিয়াছেন। ১০৬ ॥

ভর্ত্তা অনুমতি করিয়াছিলেন বলিয়া দেবী কুন্তী ক্ষেত্রজ পুত্র উৎপাদন করিয়া লইয়াছেন। যদিও ক্ষেত্রজ পুত্র কলিতে নিষিদ্ধ, কিন্তু সত্য ত্রেতা ও দ্বাপর তিন যুগেই উহার প্রথা প্রচলিত। সেই নিমিত্তই ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ধর্ম্মের, মহাবল ভীমসেন পবনের ও ধার্ম্মিকবর ভুবনবিজয়ী ফাল্গুনি যিনি ভূতপতিকে প্রসন্ন করিয়া পাশুপত অস্ত্র লাভ করিয়াছিলেন, তিনি মহেন্দ্রের ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। ১০৭।১০৮ ॥

অশ্বমেধং গবাংলম্ভং সন্ন্যাসং পলপৈতৃকং।
দেবরেণ সুতোৎপত্তিং কলৌ পঞ্চ বিবর্জ্জয়েৎ॥ ১০৯॥
দ্রৌপদ্যাঃ পঞ্চভর্ত্তারঃ শঙ্করস্য বরেণ চ।
বলদেবঃ পুষ্পমধু পূতং পিবতি নিত্যশঃ॥ ১১০॥
চকার যমুনাহ্বানং স্নানার্থং ধার্ম্মিকঃ শুচিঃ।
সুভদ্রাঞ্চ দদৌ কৃষ্ণঃ ফাল্গুণায় মহাত্মনে॥ ১১১॥
কন্যকাং মাতুলানাঞ্চ দাক্ষিণাত্যঃ পরিগ্রহেৎ।
দেশেষন্যেষু দোষোঽয়মিত্যাহ কমলোদ্ভবঃ॥ ১১২॥
ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে বাণানিরুদ্ধ-
সম্বাদে বাণযুদ্ধে পঞ্চদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

কিন্তু কলিতে অশ্বমেধ, গোমেধ, সন্ন্যাস, পলপৈতৃক—অর্থাৎ পিতৃলোকের উদ্দেশে মাংসাষ্টকা শ্রাদ্ধ ও দেবর দ্বারা পুত্রোৎপাদন এই পাঁচ নিষিদ্ধ।১০৯॥

দ্রৌপদী যে পঞ্চপতিকা, সে কেবল মহাদেবের বরলাভে। বলদেব নিয়ত মধুপান করিয়া থাকেন বটে; কিন্তু তাহা অন্য কিছু নহে, কেবল পবিত্র পুষ্পমধু। তিনি ধার্ম্মিক ও পুণ্যাত্মা, তাঁহার যমুনাকর্ষণ অসদভিপ্রায়ে নহে, কেবল স্নান করিবার নিমিত্ত। অর্জ্জুন সুভদ্রাকে হরণ করিলেন কেন? আমার পিতামহ ইচ্ছাপূর্ব্বক তাঁহাকে সম্প্রদান করিয়াছেন। ১১০।১১১॥

বিশেষতঃ মাতুলকন্যা বিবাহ করা যদিও অন্যান্য দেশে নিষিদ্ধ; কিন্তু ইহা দাক্ষিণাত্যদিগের সদাচার। ভগবান্ কমলযোনি ইহা স্বমুখে ব্যক্ত করিয়াছেন। ১১২॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে শ্রীকৃষ্ণ জন্মখণ্ডে বাণানিরুদ্ধ সংবাদে বাণযুদ্ধে পঞ্চদশাধিক শততম অধ্যায় সম্পূর্ণ।

ষোড়শাধিক শততমোঽধ্যায়ঃ।

বাণ উবাচ।

অনিরুদ্ধ বুধোঽসি ত্বং ত্বয়োক্তং সত্যমেব চ।
শম্ভুনা চৈব যুদ্ধঞ্চ সর্ব্বযুদ্ধঞ্চ চেতসা ॥ ১ ॥
ত্বয়োক্তং শঙ্করবরাৎ পঞ্চানাং স্বামিনাং প্রিয়া।
দ্রৌপদী চ মহাভাগে তন্মে ব্যাখ্যাতুমর্হসি ॥ ২ ॥
শম্বরেণ হৃতা পূর্ব্বং তব মাতা কথং রতিঃ।
দেবৈরপি কথং দত্তা দেবাস্তেন জিতাঃ কথম্ ॥ ৩ ॥

অনিরুদ্ধ উবাচ।

একদা রঘুনাথশ্চ সীতয়া লক্ষ্মণেন চ।
স্নাতঃ সরসি তত্রস্থো রম্যে পঞ্চবটীবনে ॥ ৪ ॥
উবাচ সীতাং হেমন্তে জলং সুস্বাদু নির্ম্মলং।
তথান্নব্যঞ্জনং রম্যং সর্ব্বং বস্তু সুশীতলং ॥ ৫ ॥

বাণ কহিলেন, অনিরুদ্ধ! তুমি পণ্ডিত, সুতরাং তুমি যাহা বলিলে সমস্তই সত্য। ১ ॥

তুমি যে বলিলে দ্রৌপদী পঞ্চপতিকা, কেবল মহাদেবের বরে, সেই বৃত্তান্ত জানিতে উৎসুক; অতএব কীর্ত্তন কর। ২ ॥

পূর্ব্বে শম্বরাসুর তোমার মাতা রতিকে হরণ করিয়াছিলেন কেন? তাঁহার নিকট পরাস্ত হইয়া দেবগণের রতিকে সমর্পণ করিবার কারণ কি? ৩ ॥

অনিরুদ্ধ কহিলেন, একদা রঘুনাথ সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত সরোবরে স্নান করিয়া সেই সরোবরতীরবর্ত্তী পঞ্চবটী বনে প্রবেশ করিলেন। ৪ ॥

এবং সীতাকে কহিলেন, হেমন্তের জল কি নির্ম্মল ও সুখপেয়! এ সময় অন্ন, ব্যঞ্জন প্রভৃতি সমস্ত বস্তুই কেমন রমণীয়, সুস্বাদু ও সুশীতল হইয়া

ফলঞ্চ বণ্টনং চক্রে সীতায়ৈ প্রদদৌ পুরঃ।
ততো দদৌ লক্ষ্মণায় পশ্চাদ্ভুংক্তে স্বয়ং বিভুঃ ॥ ৬ ॥
লক্ষ্মণস্তদ্গৃহীত্বা চ নৈব ভুংক্তে ফলং জলং :
মেঘনাদবধার্থায় সীতোদ্ধরণকারণাৎ ॥ ৭ ॥
নিদ্রাং ন যাতি ন ভুংক্তে বর্ষাণাঞ্চ চতুর্দ্দশ।
যএব পুরুষো যোগী নিহন্তুং রাবণাত্মজং ॥ ৮ ॥
এতস্মিন্নন্তরে রামং দ্রষ্টুং কমললোচনং।
স তাবৎ কথয়ামাস শ্রুতিকোট্যং পরং বচঃ ॥ ৯ ॥

বহ্নিরুবাচ।

শৃণু রাম মহাভাগ সীতাসংগোপনং কুরু।
সপ্তাহাভ্যন্তরে চৈব রাবণো দুষ্টরাক্ষসঃ ॥ ১০ ॥
দুর্নিবার্য্যঃ প্রাক্তনেন জানকীঞ্চ হরিষ্যতি।
বিধাত্রা লিখিতং কর্ম্ম প্রাক্তনং কেন বার্য্যতে।
বেদৈশ্চতুর্ভিঃ কথিতং নচ দৈবাৎ পরং বলং ॥ ১১ ॥

থাকে। এই বলিয়া বণ্টন পূর্ব্বক অগ্রে সীতাকে তৎপরে লক্ষ্মণকে প্রদান করিয়া স্বয়ং ভক্ষণ করিলেন। ৫।৬ ॥

যে ফল লক্ষ্মণকে প্রদত্ত হইত, তাহা তিনি সীতার উদ্ধার ও ইন্দ্রজিতের বধসাধন জন্য গ্রহণ করিতেন মাত্র; কিন্তু কখন ভক্ষণ করিতেন না। ৭ ॥

চতুর্দ্দশ বর্ষ যাবৎ তিনি আহার নিদ্রা বর্জ্জিত হইয়া যোগিবেশ ধারণ করিয়াছিলেন। দশাননতনয় ইন্দ্রজিতের বিনাশ সাধনই তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য। ৮ ॥

সীতার সহিত রামচন্দ্রের কথোপকথন হইতেছে ইত্যবসরে হুতাসন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত তথায় উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে অত্যন্ত কটুবচনে কহিলেন। ৯ ॥

শ্রীরাম উবাচ।

সীতাং গৃহীত্বা ত্বং গচ্ছ ছায়াত্রৈব তু তিষ্ঠতু।
কলত্রবর্জ্জনং কর্ম্ম সর্ব্বেষাঞ্চ জুগুপ্সিতং ॥ ১২ ॥
সীতাং গৃহীত্বা প্রযযৌ রুদন্তীঞ্চ হুতাশনঃ।
সীতায়াঃ সদৃশী ছায়া তস্থৌ শ্রীরামসন্নিধৌ ॥ ১৩ ॥
সা চ ছায়া হৃতা পূর্ব্বং রাবণেনাবলীলয়া।
সমুদ্দধার তাং রামো নিহত্য তং সবান্ধবং ॥ ১৪ ॥
বহ্নৌ পরীক্ষাকালে চ ছায়া বহ্নৌ বিবেশ সা।
অগ্নিশ্ছায়াঞ্চ সংরক্ষ্য দদৌ রামায় জানকীং ॥ ১৫ ॥
রামস্তাঞ্চ গৃহীত্বা চ প্রযযৌ স্বাশ্রমং মুদা।
ছায়া তস্থৌ বহ্নিপার্শ্বে হৃদয়েন বিদূয়তা ॥ ১৬ ॥

মহাভাগ রামচন্দ্র! সপ্তাহমধ্যে দুষ্ট রাক্ষস রাবণ সীতাকে হরণ করিবে, অতএব তুমি সাবধান হইয়া সীতাকে রক্ষা কর। পূর্ব্বকৃত কর্ম্মফল দুর্নিবার। বিধাতার ললাট লিপি কে খণ্ডন করিবে? চারি বেদেও কথিত আছে যে দৈব বলই পরম বল। ১০।১১ ॥

শ্রীরাম কহিলেন, হুতাসন! তুমি সীতাকে লইয়া প্রস্থান কর, ছায়ামাত্র এস্থলে অবস্থান করুক। কারণ কলত্রবর্জ্জন সকলের পক্ষেই নিন্দনীয়। ১২ ॥

তখন হুতাসন রোরুদ্যমানা সীতাকে সমভিব্যাহারে লইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন, শ্রীরামচন্দ্রের নিকট কেবল সীতা ছায়ামাত্র অবস্থান করিতে লাগিল। ১৩ ॥

পূর্ব্বে রাবণ অবলীলাক্রমে সেই সীতাচ্ছায়া অপহরণ করেন। তৎপরে শ্রীরামচন্দ্র সবান্ধবে তাহাকে নিহত করিয়া সীতার উদ্ধারসাধন করিয়াছিলেন। ১৪ ॥

অগ্নিপরীক্ষাকালে এই ছায়াসীতা হুতাশনে প্রবেশ করে। তখন

সা চ ছায়া তপশ্চক্রে নারায়ণসরোবরে।
তপশ্চকার দিব্যঞ্চ শতবর্ষঞ্চ শূলিনঃ ॥ ১৭ ॥
বরং বৃণুস্ব ভদ্রন্তমুবাচ শঙ্করশ্চ তাং।
উবাচ সা শিবং ব্যগ্রা ভর্তুর্দুঃখেন দুঃখিতা ॥ ১৮ ॥
পতিং দেহি পঞ্চধা সা বরং বব্রে ত্রিলোচনং।
সর্ব্বসম্পৎ প্রদস্তুষ্টস্তস্যৈ শর্ব্বো বরং দদৌ ॥ ১৯ ॥

শ্রীমহাদেব উবাচ।

সাধ্বি ত্বং পঞ্চধা ব্রূহি পতিং দেহীতি ব্যাকুলা।
পঞ্চেন্দ্রাশ্চ হরেরংশা ভবিষ্যন্তি প্রিয়স্তব ॥ ২০ ॥
তে চ সর্ব্বে চ পঞ্চেন্দ্রাশ্চাধুনা পঞ্চপাণ্ডবাঃ।
সা চ চ্ছায়া দ্রৌপদী চ যজ্ঞকুণ্ডসমুদ্ভবা ॥ ২১ ॥

হুতাশন ছায়াকে রক্ষা করিয়া রামচন্দ্রের হস্তে জনকনন্দিনী সীতাকে সমর্পণ করেন। ১৫ ॥

তখন রামচন্দ্র জানকীকে গ্রহণ করিয়া পরমানন্দে আশ্রমে গমন করিলেন। ছায়াসীতা অগ্নির সমীপে রহিলেন, কিন্তু তাঁহার অন্তঃকরণ দুঃখে একান্ত কাতর হইয়া উঠিল। ১৬ ॥

ঐ ছায়ারূপা সীতা নারায়ণ সরোবরের তীরে অবস্থান করিয়া দিব্য শত বৎসর পর্য্যন্ত মহাদেবের আরাধনা করিতে লাগিলেন। ১৭ ॥

তৎপরে দেব শঙ্কর প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, ভদ্রে! তুমি অভিমত বর প্রার্থনা কর, তখন পতিদুঃখকাতরা ছায়াসীতা একান্ত ব্যগ্র হইয়া বলিলেন। ১৮ ॥

ত্রিলোচন! যদি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আমাকে পতি প্রদান করুন। কিন্তু বর প্রার্থনা কালে "পতিদান করুন" এই কথাটী পাঁচবার বলিয়াছিলেন, তখন অভীষ্টদাতা মহেশ্বরও পরম পরিতুষ্ট হইয়া "তথাস্তু" বলিয়া বরপ্রদান করিলেন। ১৯ ॥

কিন্তু মহাদেব তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, পতিব্রতে! তুমি

কৃতে যুগে বেদবতী ত্রেতায়াং জনকাত্মজা।
দ্বাপরে দ্রৌপদী ছায়া তেন কৃষ্ণ ত্রিহায়নী ॥ ২২ ॥
বৈষ্ণবী কৃষ্ণভক্তা চ তেন কৃষ্ণা প্রকীর্ত্তিতা।
স্বর্গলক্ষ্মীর্মহেন্দ্রাণাং সা চ পশ্চাদ্ভবিষ্যতি ॥ ২৩ ॥
রাজা দদৌ ফাল্গুণায় কন্যায়াশ্চ স্বয়ম্বরে।
পপ্রচ্ছ মাতরং ধীরো বস্তু প্রাপ্তং ময়াধুনা ॥ ২৪ ॥
তমুবাচ স্বয়ং মাতা গৃহাণ ভ্রাতৃভিঃ সহ।
শম্ভোর্ব্বরেণ পূর্ব্বঞ্চ পরত্র মাতুরাজ্ঞয়া ॥ ২৫ ॥
দ্রৌপদ্যাঃ স্বামিনস্তেন হেতুনা তেন পাণ্ডবাঃ।
চতুর্দ্দশানামিন্দ্রাণাং পঞ্চেন্দ্রাঃ পঞ্চপাণ্ডবাঃ ॥ ২৬ ॥

যখন একান্ত ব্যগ্র হইয়া পাঁচবার আমার নিকট "পতিং দেহি" কহিলে, তখন আমি কহিতেছি যে, হরির অংশ সম্ভূত পাঁচজন মহাবল তোমার পতি হইবে। ২০॥

অতএব সেই পাঁচজন মহাবল এই পঞ্চ পাণ্ডব, আর সেই ছায়ারূপিনী সীতা এই যজ্ঞকুণ্ড সমুদ্ভবা দ্রৌপদী। ২১॥

ইনি সত্যযুগে বেদবতী, ত্রেতাযুগে জনকনন্দিনী সীতা এবং দ্বাপরে দ্রৌপদী। এই নিমিত্ত ইহাকে কৃষ্ণত্রিহায়নী বলিয়া কীর্ত্তন করে। ২২॥

বিষ্ণুপরায়ণা দ্রৌপদী একান্ত কৃষ্ণভক্ত বলিয়া লোকে কৃষ্ণা নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। ঐ দ্রৌপদীই আবার ভবিষ্যতে মহেন্দ্রের স্বর্গলক্ষ্মী হইবেন। ২৩॥

দ্রুপদ রাজা স্বীয় কন্যা দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সময়ে ফাল্গুনির হস্তে উহাঁকে সমর্পণ করেন, তৎপরে তিনি গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া জননীর নিকট বলিলেন, মাতঃ! আজ এক অপূর্ব্ব বস্তু লাভ করিয়াছি। ২৪॥

তৎশ্রবণে জননী উত্তর করিলেন, বৎস! ভ্রাতৃগণের সহিত বিভাগ করিয়া লও। পূর্ব্বে শম্ভুর বর, তৎপরে জননীর আজ্ঞা; সুতরাং পঞ্চপাণ্ডব

শঙ্করেণাভিশপ্তা সা মন্মাত্রা ভং'সিতেন চ।
মত্তাতে ভস্মসাদ্ভূতে হরকোপানলেন চ ॥ ২৭ ॥
হে রতে ত্বং ময়া শপ্তা দৈত্যত্রস্তা ভবাধুনা।
বিজিত্য দেবান্ সেন্দ্রাংশ্চ শম্বরস্ত্বাং হরিষ্যতি ॥ ২৮ ॥
পুনরুক্তো বরং প্রাদাৎ স্বতীর্থং তেন যাস্যসি।
ছায়াং দত্ত্বা তিষ্ঠ গেহে যাবজ্জীবতি তে পতিঃ ॥ ২৯ ॥
ইতি তে কথিতং সর্ব্বমিতিহাসং পুরাতনং।
দেবানাং গুপ্তচরিতং শৃণু দৈত্যেন্দ্র সাম্প্রতং ॥ ৩০ ॥
এতস্মিন্নন্তরে তত্র সুভদ্রশ্চ মহাবলঃ।
কুষ্মাণ্ডভ্রাতা বলবান্ বাণসেনাপতীশ্বরঃ ॥ ৩১ ॥
নির্ভৎস্য বাণং সমরে শস্ত্রপাণির্ম্মহারথঃ।
শ্রীকৃষ্ণপৌত্রঃ শূলঞ্চ চিক্ষেপ প্রলয়াগ্নিবৎ ॥ ৩২ ॥

তাঁহার পতি হইলেন। চতুর্দ্দশ ইন্দ্রের মধ্যে পঞ্চপাণ্ডব পাঁচ ইন্দ্র। ২৫।২৬॥

আমার পিতা হরকোপানলে ভস্মসাৎ হইলে, জননী আমার একান্ত দুঃখে তাঁহাকে তিরস্কার করেন। তাহাতে মহাদেব ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে এই অভিশাপ প্রদান করেন যে, " রতে! শম্বরাম্বর ইন্দ্রাদি দেবগণকে পরাজিত করিয়া তোমাকে হরণ করিবে"। ২৭।২৮ ॥

তখন আমার মাতাকর্ত্তৃক অনুনীত হইয়া ভগবান শঙ্কর এই বর প্রদান করিলেন যে, পতিব্রতে! "তুমি তোমার পতির সহিত পুনরায় স্বগৃহে প্রতি-গমন করিবে, কিন্তু যাবৎ তোমার পতি পুনরুজ্জীবিত না হন, তাবৎ তোমাকে ছায়ারূপে শম্বরের গৃহে অবস্থান করিতে হইবে।" ২৯ ॥

দৈতবর! এই আমি তোমার নিকট দেবগণের পূর্ব্বতন ইতিহাস ও গূঢ় চরিত বিষয় আদ্যোপান্ত কীর্ত্তন করিলাম। ৩০ ॥

বৎস নারদ! এইরূপ কথোপকথন হইতে হইতেই বাণদৈত্যের প্রধান সেনাপতি কুষ্মাণ্ডভ্রাতা মহাবল পরাক্রম সুভদ্র সমরে প্রবৃত্ত হইল। ৩১ ॥

অর্দ্ধচন্দ্রেণ তচ্ছূলং চিচ্ছেদ বাণপুত্রকঃ।
শক্তিং চিক্ষেপ ভদ্রশ্চ শতসূর্য্যসমপ্রভাং॥ ৩৩॥
বৈষ্ণবাস্ত্রেণ চিচ্ছেদ তাং শক্তিং কামপুত্রকঃ।
নারায়ণাস্ত্রং চিক্ষেপ সুভদ্রো রণমূর্দ্ধনি॥ ৩৪॥
প্রণম্য শেতে নির্ভীকো মদনস্য সুতো বলী।
ঊর্দ্ধমস্ত্রশ্চ বভ্রাম শতসূর্য্যসমপ্রভং।
প্রলীনমস্ত্রমাকাশে বিশ্বসংহারণং। ৩৫॥
অস্ত্রে গতে সোনিরুদ্ধো গৃহীত্বা চ মহাগদাং।
প্রবভঞ্জ ভদ্ররথং জঘানাশ্বাংশ্চ সারথিং।
জঘান তং সুভদ্রঞ্চ লীলয়া রণমূর্দ্ধনি॥ ৩৬॥
হতে সুভদ্রে বাণশ্চ মহাবলপরাক্রমঃ।
বাণানাং শতকঞ্চাপি চিক্ষেপ রণমূর্দ্ধনি॥ ৩৭॥

শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র মহারথ অনিরুদ্ধও সশস্ত্র ছিলেন; অমনি বাণকে ভৎর্সনা করিয়া রোষভরে সুভদ্রের উপর প্রলয়াগ্নিবৎ এক শূল নিক্ষেপ করিলেন। ৩২॥

বাণপুত্র সুভদ্রও অর্দ্ধচন্দ্র শরে অনিরুদ্ধের সেই শূল দ্বিধাচ্ছেদন করিয়া তাঁহার প্রতি শতসূর্য্যের ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট এক শক্তি নিক্ষেপ করিল। ৩৩॥

তখন কন্দর্পকুমার বৈষ্ণবাস্ত্র নিক্ষেপ দ্বারা তাহার সে শক্তি ছেদন করিয়া ফেলিলেন। সুভদ্র পুনরায় নারায়ণাস্ত্র নিক্ষেপ করিল। ৩৪॥

তদ্দর্শনে মদনতনয় অস্ত্রকে প্রণাম করিয়া ভূতলে শয়ন করিলেন। শতসূর্য্যের ন্যায় প্রভাবান্ সেই নারায়ণাস্ত্র অনিরুদ্ধের মস্তকোপরি পরিভ্রমণ করিতে লাগিল। বিশ্বসংহরণে সমর্থ সেই নারায়ণাস্ত্র আকাশ পথে পরিভ্রমণ করিতে করিতে ক্ষণকাল মধ্যে বিলীন হইয়া গেল। ৩৫॥

নারায়ণাস্ত্র বিগত হইলে অনিরুদ্ধ ঘোরতর এক গদা গ্রহণপূর্ব্বক সেই গদার আঘাতে প্রথমতঃ সুভদ্রের রথ ভগ্ন করিয়া ফেলিলেন। তৎপরে তাহার অশ্ব ও সারথিকে নিপাত করিয়া পরিশেষে তাহাকেও অবলীলাক্রমে শমনভবনে প্রেরণ করিলেন। ৩৬॥

কামাত্মজোঽগ্নিবাণেন বাণৌঘং প্রদদাহ সঃ।
বাণশ্চিক্ষেপ ব্রহ্মাস্ত্রং সৃষ্টিসংহারকারণং।
দৃষ্টা কামাত্মজঃ শীঘ্রং সবীজমন্ত্রপূর্ব্বকং॥ ৩৮॥
ব্রহ্মাস্ত্রেণৈব ব্রহ্মাস্ত্রং সংজহারাবলীলয়া।
বাণঃ পাশুপতং ক্ষিপ্রং সমারেভে চ কোপতঃ॥ ৩৯॥
নিষিদ্ধশ্চ গণেশেন স্কন্দেন শম্ভুনা তথা॥ ৪০॥
তদ্দৃষ্টা সোঽনিরুদ্ধস্তং ধনুর্ব্বাণৌঘসংযুতং।
চকার জৃম্ভং যুদ্ধে চ শীঘ্রাস্ত্রঞ্চ মহারথং॥ ৪১॥
যতো বভূব বাণশ্চ নিশ্চেষ্টো রণমূর্দ্ধনি।
পুনশ্চিক্ষেপ নিদ্রাস্ত্রং নিদ্রিতং তং চকার সঃ॥ ৪২॥
বাণং তং নিদ্রিতং দৃষ্টা গৃহীত্বা খড়্গমুত্তমং।
বাণং হন্তুং সমুদ্যন্তং বারয়ামাস কার্ত্তিকঃ॥ ৪৩॥

পুত্র সুভদ্র নিহত হইলে প্রবলপরাক্রম দৈত্যবর বাণ সমরে প্রবৃত্ত হইয়া অনিরুদ্ধের উপর একেবারে শতবাণ নিক্ষেপ করিল। অনিরুদ্ধ অগ্নিবাণ নিক্ষেপ করিয়া দৈত্যবাণ ভস্মসাৎ করিলে, দৈত্যবর সৃষ্টিসংহারনিদান ব্রহ্মাস্ত্র নামক বাণ নিক্ষেপ করিল। তদ্দর্শনে মদনতনয়ও তৎপর হইয়া বীজ মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। ৩৭।৩৮॥

অনিরুদ্ধের ব্রহ্মাস্ত্রে স্বীয় ব্রহ্মাস্ত্র নিরাকৃত হইল দেখিয়া দৈত্যবর বাণ রোষভরে শীঘ্র শরাসনে পাশুপতাস্ত্র যোজনা করিল। ৩৯॥

তখন ভগবান ভূতভাবন, কার্ত্তিকেয় ও গণেশ্বর তাহাকে নিবারণ করিলেন। ৪০॥

অনিরুদ্ধ বাণকে শরাসনে পাশুপতাস্ত্র যোজনা করিতে দেখিয়া সেই লঘুহস্ত মহারথের প্রতি জৃম্ভণাস্ত্র প্রয়োগ করিলেন। তাহাতে দৈত্যবর সমরাঙ্গণে তৎক্ষণাৎ বিচেতন প্রায় হইয়া উঠিল। তাহার পরে অনিরুদ্ধ নিদ্রাস্ত্র প্রয়োগ করিলে দৈত্যবর একেবারে নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িল। ৪১।৪২॥

দানবরাজ নিদ্রাভিভূত হইল দেখিয়া করে তরবারি গ্রহণপূর্ব্বক তাহাকে

স্কন্দশ্চ শতবাণেন বারয়ামাস লীলয়া।
অনিরুদ্ধং মহাভাগং বলবন্তং ধনুর্দ্ধরং ॥ ৪৪ ॥
অনিরুদ্ধশ্চ সহসা তয়া শক্ত্যা দুরত্যয়া।
বভঞ্জ কার্ত্তিকরথং রত্নেন্দ্রসারনির্ম্মিতং ॥ ৪৫ ॥
গদয়া কার্ত্তিকঃ ক্রুদ্ধোপ্যনিরুদ্ধরথং মুদা।
বভঞ্জ লীলয়া তত্র ক্ষণেন রণমূর্দ্ধনি ॥ ৪৬ ॥
অনিরুদ্ধোঽর্দ্ধচন্দ্রেণ ক্ষুরধারেণ লীলয়া।
চিচ্ছেদ কার্ত্তিকধনুর্ভল্লস্ত্রেঞ্চ নিযোজিতম্॥ ৪৭ ॥
জঘান কার্ত্তিকস্তচ্চ গদয়া চ দুরত্যয়া।
গদাং জগ্রাহ তদ্ধস্তাদ্বলেন মদনাত্মজঃ ॥ ৪৮ ॥
শূলং গৃহীত্বা সহসা তমেব হস্তমুদ্যতং।
অনিরুদ্ধশ্চ কোপেন প্রেরয়ামাস দূরতঃ ॥ ৪৯ ॥

বিনাশ করিতে উদ্যত হইলে কার্ত্তিকেয় অগ্রসর হইয়া সেই বলবান মহাধনুর্দ্ধর মহাভাগ অনিরুদ্ধকে অবলীলাক্রমে শতশরে নিবারণ করিলেন। ৪৩।৪৪ ॥

তখন অনিরুদ্ধ সহসা দুর্নিবার এক শক্তি গ্রহণপূর্ব্বক সেই শক্তি প্রহারে কার্ত্তিকেয়ের উৎকৃষ্ট রত্নবিনির্ম্মিত রথ ভগ্ন করিয়া দিলেন। ৪৫ ॥

তাহাতে সেনানী যদিও ক্রুদ্ধ হইলেন বটে; তথাপি হাসিতে হাসিতে ক্ষণকালের মধ্যে এক গদাপ্রহারে অনিরুদ্ধের রথ চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। ৪৬।

তখন মদনতনয় ক্ষুরধার তুল্য এক অর্দ্ধচন্দ্র বাণ নিক্ষেপ করিয়া কার্ত্তিকেয়ের শরাসন ছেদন করিয়া দিলেন এবং স্বীয় শরাসনে ভল্লাস্ত্র যোজনা করিলে কুমার দুর্জ্জয় এক গদা প্রহারে সেই ভল্লাস্ত্র ভগ্ন করিয়া ফেলিলেন। এবং বলপূর্ব্বক কার্ত্তিকেয়ের হস্ত হইতে সেই গদাস্ত্র আচ্ছিন্ন করিয়া লইলেন। ৪৭।৪৮ ॥

অনন্তর কার্ত্তিকেয় এক শূলাস্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক সহসা অনিরুদ্ধকে সংহার

কার্ত্তিকঃ পুনরাগত্য গৃহীত্বা কামপুত্রকং।
গৃহীত্বা কারণেনৈব পাতয়ামাস ভূতলে ॥ ৫০ ॥
অনিরুদ্ধো গৃহীত্বা চ সমুত্তস্থৌ মহাবলঃ।
তয়োর্ব্বিরোধং পুতঞ্চ প্রচকার গণেশ্বরঃ ॥ ৫১ ॥
কার্ত্তিকঃ প্রযযৌ গেহমুষাগেহং স্মরাত্মজঃ।
সর্ব্বং নিবেদিতুং শম্ভুং প্রযযৌ স গণেশ্বরঃ ॥ ৫২ ॥
ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে বাণযুদ্ধে
ষোড়শাধিকশতকোঽধ্যায়ঃ।

করিতে উদ্যত হইলে, অনিরুদ্ধ অমনি রোষভরে এক বাহুপ্রসারণে তাঁহাকে দূরে বিক্ষেপ করিলেন। ৪৯॥

অনন্তর কার্ত্তিকেয় পুনর্ব্বার প্রত্যাগত হইয়া কন্দর্পকুমারকে বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিয়া ভূতলে পাতিত করিলেন। মহাবলে অনিরুদ্ধও আবার তাঁহাকে ভূতলে পাতিত করিয়া স্বয়ং উত্থিত হইলেন। তখন গণনায়ক মধ্যস্থ হইয়া তাঁহাদিগের বিবাদ মীমাংসা করিয়া দিলেন। ৫০।৫১ ॥

পরে কার্ত্তিকেয় নিজ ভবনে এবং অনিরুদ্ধ উষাগৃহে প্রবেশ করিলেন। এদিকে গণপতি সেই সকল বৃত্তান্ত শঙ্করের কর্ণগোচর করিবার নিমিত্ত তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। ৫২ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে শ্রীকৃষ্ণ জন্মখণ্ডে বাণযুদ্ধে
ষোড়শাধিক শততম অধ্যায় সম্পূর্ণ।

সপ্তদশাধিক শততমোঽধ্যায়ঃ।

নারায়ণ উবাচ।

গণেশস্তু শিবস্থানং গত্বা নত্বা মহেশ্বরং।
সর্ব্বং বিজ্ঞাপয়ামাস ক্রমেণ চ পৃথক্ পৃথক্॥ ১॥
বাণানিরুদ্ধয়োর্যুদ্ধং সুভদ্রনিধনং তথা।
স্কন্দানিরুদ্ধয়োর্যুদ্ধমনিরুদ্ধস্য বিক্রমং॥ ২॥
গণেশবচনং শ্রুত্বা প্রহস্য ভগবান্ ভবঃ।
উবাচ শ্লক্ষ্ণয়া বাচা সুগুপ্তং বেদসম্মতং॥ ৩॥

শ্রীমহাদেব উবাচ।

গণেশ্বর মহাভাগ শ্রূয়তাং বচনং মম।
হিতং তথ্যং নীতিসারং পরিণামসুখাবহং॥ ৪॥
অসংখ্যবিশ্বসংঘঞ্চ সর্ব্বং কৃষ্ণাত্মকং সুত।
কৃষ্ণং জানীহি যৎ কার্য্যং কারণানাঞ্চ কারণং॥ ৫॥

নারায়ণ কহিলেন, দেবঋষে! গণনায়ক মহেশ্বরের নিকট গমন এবং তাঁহাকে প্রণাম করিয়া ক্রমে ক্রমে বাণের সহিত অনিরুদ্ধের যুদ্ধ, তৎপরে অনিরুদ্ধকর্ত্তৃক সুভদ্র বিনাশ, এবং তাহার পর কার্ত্তিকেয়ের সহিত অনিরুদ্ধের যুদ্ধ ও তাহার অদ্ভুত পরাক্রম প্রভৃতি সমুদায় বৃত্তান্ত পৃথক্ পৃথক্ নিবেদন করিলেন। ১।২॥

ভগবান ভূতভাবন গণেশ্বরের বচন শ্রবণে হাস্য করিয়া মধুরবচনে গূঢ়তম বেদসম্মত বৃত্তান্ত সকল বর্ণন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ৩॥

মহাদেব কহিলেন, মহাভাগ গণেশ্বর! সম্প্রতি আমি যে হিতকর যথার্থ নীতিসঙ্গত পরিণামসুখকর বচন বিন্যাস করিতেছি, তাহাতে কর্ণপাত কর। ৪॥

তাত! এই যে অসংখ্য বিশ্ব বিলোকন করিতেছ, এ সমস্তই শ্রীকৃষ্ণ হইতে সম্ভূত, শ্রীকৃষ্ণই কার্য্য; আবার শ্রীকৃষ্ণই সমস্ত কারণের কারণ। ৫॥

ব্রহ্মাদিতৃণপর্য্যন্তং মিথ্যা সর্ব্বং গণেশ্বর।
নিবোধ সত্যং কৃষ্ণঞ্চ ভগবন্তং সনাতনং ॥ ৬ ॥
গোলোকে দ্বিভুজং শান্তং রাধাকান্তংমনোহরং।
শিশুবেশং গোপবেশং পরিপূর্ণতমং বিভুং ॥ ৭ ॥
গোপীভির্গোপনিকরৈঃ সহিতং কামধেনুভিঃ।
প্রাপ্য বৃন্দাবনে রম্যে সুন্দরে রাসমণ্ডলে ॥ ৮ ॥
চরন্তং মুরলীহস্তং ব্রহ্মেশশেষবন্দিতং।
শতশৃঙ্গে চ শৈলে চ বটমূলে নিরাকুলে ॥ ৯ ॥
গোষ্ঠে ভাণ্ডীরনিকটে নির্ম্মলে বিরজাতটে।
নবীননীরদশ্যামং শোভিতং পীতবাসসা।
যথা নবঘনৌঘঞ্চ সৌদামিন্যা বিরাজিতং ॥ ১০ ॥

গণেশ্বর! ব্রহ্মা হইতে আরম্ভ করিয়া তৃণ পর্য্যন্ত সমস্তই অলীক। কেবল একমাত্র সনাতন ভগবান শ্রীকৃষ্ণই সত্য। ৬ ॥

তিনি যখন গোলোকে বিহার করেন, তখন দ্বিভুজ শান্তস্বভাব মনোহর রাধাকান্ত। তিনি কখন গোপবেশে কখন বা গোপবালক বেশে বিচরণ করিয়া থাকেন বটে; কিন্তু স্বয়ং পূর্ণতম বিভু। ৭ ॥

তিনি যখন রমণীয় বৃন্দাবন বনে বিহার করেন তখন কখন রাসমণ্ডলে গোপীগণের কখন গোপগণের এবং কখন বা কামধেনুগণের সহিত বিহার করিয়া থাকেন। ৮ ॥

তিনি কখন মুরলীহস্তে পরিভ্রমণ করিতেছেন, আবার কখন বা ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর তাঁহাকে বন্দনা করিতেছেন। আবার কখন বা শতশৃঙ্গ পর্ব্বতে নির্জ্জনে বটমূলে উপবেশন করিয়া রহিয়াছেন। ৯ ॥

তিনি কখন গোষ্ঠে, কখন বা নির্ম্মল বিরজাতটবর্ত্তী ভাণ্ডীর বটমূলে। তাঁহার আকৃতি একে নবজলধরের ন্যায় শ্যামবর্ণ, তাহাতে আবার পীতবস্ত্র পরিধান করাতে শোভার সীমা নাই। যেন নবজলধরমণ্ডলে সৌদামিনী বিরাজমানা। ১০ ॥

আবির্ভাবাশ্চ যাবান্তো গোলোকে রাসমণ্ডলে।
তাবন্তো গোকুলে রম্যে পুণ্যে বৃন্দাবনে বনে ॥ ১১ ॥
সর্ব্বেচাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং।
পরিপূর্ণতমো কামো ব্রহ্মশাপাৎ সবিস্মৃতঃ।
তস্য পুত্রোঽনিরুদ্ধশ্চ মহাবলপরাক্রমঃ ॥ ১২ ॥
ময়া প্রস্থাপিতঃ স্কন্দো মহাযুদ্ধে সুদারুণে।
মৃতো বাণশ্চ সংগ্রামে তেন স্কন্দেন রক্ষিতঃ ॥ ১৩ ॥
স্কন্দানিরুদ্ধয়োর্যুদ্ধং বভঞ্জ স গণেশ্বরঃ।
অষ্টৌ চ ভৈরবাঃ সর্ব্বে রুদ্রাশ্চৈকাদশৈব তে ॥ ১৪ ॥
অষ্টৌ চ বসবশ্চৈব দেবাঃ শক্রাদয়স্তথা।
তথৈব দ্বাদশাদিত্যাঃ সর্ব্বে দৈত্যাশ্চরাস্তথা ॥ ১৫ ॥
দেবানামগ্রণীঃ স্কন্দো বাণশ্চ সগণস্তথা।
সর্ব্বে তে চানিরুদ্ধন্তং সংগ্রামে জেতুমক্ষমাঃ ॥ ১৬ ॥

তিনি গোলোকে রাসমণ্ডলে যতবার আবির্ভূত হইয়াছেন, গোকুলে রমণীয় পবিত্রতম বৃন্দাবনেও ততবার আবির্ভূত হইয়াছেন। ১১ ॥

জগতের সকলেই কেহ অংশ, কেহ বা অংশেরও অংশ; কিন্তু একমাত্র ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই পূর্ণতম বিভু। কামদেব পূর্ণাবতার বটেন; কিন্তু ব্রহ্ম-শাপে সমস্তই বিস্মৃত। অতএব সেই কামদেবের পুত্র অনিরুদ্ধ যে, মহাবল পরাক্রান্ত হইবেন, তাহার আর সন্দেহ কি? ১২ ॥

আমি সেই সুদারুণ সমরে স্কন্দকে প্রেরণ করিয়াছিলাম। কার্ত্তিকেয়কে প্রেরণ না করিলে কোনরূপেই বাণের নিস্তার ছিল না। কার্ত্তিকই বাণকে রক্ষা করিয়াছে। আর তুমি মধ্যস্থ হইয়া কার্ত্তিকেয় ও অনিরুদ্ধের বিবাদ ভঞ্জন করিয়া দিয়াছ। নতুবা অষ্টভৈরব, একাদশ রুদ্র, অষ্টবসু, ইন্দ্রাদিদেবগণ দ্বাদশ আদিত্য, সমস্ত দৈত্য, সমস্ত খেচর, দেবগণাগ্রগণ্য স্কন্দ ও সসৈন্য বাণরাজা, এ সমস্ত একত্র হইলেও সমরে অনিরুদ্ধকে পরাস্ত করিতে সমর্থ নহে। ১৩।১৪।১৫।১৬ ॥

অনিরুদ্ধঃ স্বয়ং ব্রহ্মা প্রদ্যুম্নঃ কামএব চ।
বলদেবঃ স্বয়ং শেষঃ কৃষ্ণশ্চ প্রকৃতেঃ পরঃ ॥ ১৭ ॥
এতত্তে কথিতং সর্ব্বং বাণং রক্ষ গণেশ্বর।
ভবান্ শুভস্বরূপশ্চ বিঘ্নখণ্ডনকারকঃ ॥ ১৮ ॥
আরাদায়াস্যতি হরির্গৃহীত্বা চ সুদর্শনং।
অব্যর্থমস্ত্রপ্রবরং সূর্য্যকোটিসমপ্রভম্ ॥ ১৯ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণনারদসম্বাদে শ্রীকৃষ্ণ জন্মখণ্ডে বাণযুদ্ধে সপ্তদশাধিকশতকোঽধ্যায়ঃ।

অনিরুদ্ধ স্বয়ং ব্রহ্মা, প্রদ্যুম্ন স্বয়ং কামদেব, বলরাম স্বয়ং অনন্তদেব এবং শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং প্রকৃতির অতীত পরম পুরুষ। ১৭ ॥

বৎস গণেশ্বর! এই আমি তোমার নিকট সমুদায় বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে তুমি বাণকে রক্ষা কর, কারণ তুমি সমুদায় শুভস্বরূপ এবং সকলের সমস্ত বিঘ্ন বিদূরিত করিয়া থাক। ১৮ ॥

যে অস্ত্র সমুদায় অস্ত্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, যে অস্ত্রের প্রভা কোটি সূর্য্যের প্রভাকে তিরোহিত করে, ভগবান্ শ্রীহরি সেই অমোঘ সুদর্শনাস্ত্র গ্রহণ করিয়া শীঘ্রই আগমন করিবেন। ১৯ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ সংবাদে শ্রীকৃষ্ণ জন্মখণ্ডে বাণযুদ্ধে সপ্তদশাধিক শততম অধ্যায় সম্পূর্ণ।

অষ্টদশাধিক শততমোঽধ্যায়ঃ ।

নারায়ণ উবাচ ।

গণেশং বোধয়িত্বা তু শম্ভুরভ্যন্তরং যযৌ ।
তত্র সিংহাসনে রম্যে দুর্গা দুর্গতিনাশিনী ॥ ১ ॥
ভৈরবী ভদ্রকালী চ উগ্রচণ্ডা চ কোটরী ।
তাঃ সমুত্থায় সহসা প্রণেমুর্জগদীশ্বরং ॥ ২ ॥
তত্রাযযৌ গণেশশ্চ কার্ত্তিকেয়শ্চ বীর্য্যবান্ ।
বাণশ্চ বীরভদ্রশ্চ স্বয়ং নন্দী স্বনন্দকঃ ।
মহাকালো মহাযন্ত্রী অথাষ্টৌ ভৈরবাস্তথা ॥ ৩ ॥

মণিভদ্র উবাচ ।

অসংখ্যানি চ সৈন্যানি যাদবানাং মহেশ্বর ।
বলদেবশ্চ প্রদ্যুম্নঃ শাম্বশ্চ সাত্যকিস্তথা ॥ ৪ ॥
রাজা মহোগ্রসেনশ্চ ভীমশ্চ স্বয়মর্জ্জুনঃ ।
অক্রূরশ্চোদ্ধবশ্চৈব জয়ন্তঃ শক্রনন্দনঃ ॥ ৫ ॥

নারায়ণ কহিলেন, নারদ! ভূতপতি এইরূপে গণেশ্বরকে প্রবোধ দিয়া স্বয়ং অন্তঃপুরে গমন করিলেন। তথায় দুর্গতিনাশিনী দুর্গা, ভৈরবী, ভদ্রকালী, উগ্রচণ্ডা ও কোটরী সকলে রমণীয় সিংহাসনে আসীন ছিলেন, মহাদেবকে দর্শন করিবামাত্র সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান করিয়া সেই জগদীশ্বরের চরণে প্রণিপাত করিলেন। ১।২ ॥

অনন্তর গণেশ্বর, বলবান কার্ত্তিকেয়, দৈত্যবর বাণ, বীরভদ্র, নন্দী, স্বনন্দক, মহাযন্ত্রী মহাকাল ও অষ্টভৈরব তথায় উপস্থিত হইলেন। ৩ ॥

মণিভদ্র কহিলেন, মহেশ্বর! যাদবগণের সৈন্য অসংখ্য। বলদেব, প্রদ্যুম্ন, শাম্ব, সাত্যকি, রাজা উগ্রসেন, ভীম, স্বয়ং অর্জ্জুন, অক্রূর, উদ্ধব ও ইন্দ্রনন্দন জয়ন্ত উপস্থিত রহিয়াছে। ৪।৫ ॥

রত্নেন্দ্রসারনির্ম্মাণে রথেন্দ্রে সুমনোহরে।
বিধের্ব্বিধাতা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণঃ পরমেশ্বরঃ ॥ ৬ ॥
সপ্তভিঃ পার্শ্বদৈর্গোপৈঃ সেবিতঃ শ্বেতচামরৈঃ।
কন্দর্পকোটিলীলাভো বনমালাবিভূষিতঃ ॥ ৭ ॥
দধার চক্রমতুলং সূর্য্যকোটিসমপ্রভং।
গদাং কৌমোদকীং শূলমব্যর্থং সন্নিধায় চ।
রথমধ্যে মহাখড়্গাং বিশ্বসংহারকারণং ॥ ৮ ॥
মহারথানাঞ্চ লক্ষৈ রথানাঞ্চ ত্রিকোটিভিঃ।
ত্রিকোটিভির্গজেন্দ্রাণাং মল্লানাঞ্চ ত্রিকোটিভিঃ ॥ ৯ ॥
শতকোটিভিরশ্বানাং চর্ম্মিণাঞ্চ চতুর্গুণৈঃ।
খড়্গিনাং তৎ সপ্তগুণৈর্দ্বিগুণৈস্তদ্ধনুষ্মতাং ॥ ১০ ॥
এভিঃ সার্দ্ধঞ্চ ত্বরিতমাযযৌ শোণিতং পুরং।
পরিতো বেষ্টয়ামাস লঙ্কাং দাশরথির্যথা ॥ ১১ ॥

যিনি বিধাতারও বিধাতা সেই পরমেশ্বর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং রত্ননির্ম্মিত সর্ব্বোৎকৃষ্ট মনোহর রথে অধিরূঢ় থাকিবেন। ৬॥

সপ্ত পার্ষদ গোপ শ্বেতচামর লইয়া যাঁহাকে সেবা করে, যাঁহার শরীরে কোটি কন্দর্পের লাবণ্য তরঙ্গ বিস্তার করিতেছে, যাঁহার গলদেশ লম্বমান্ বনমালায় বিভূষিত, সেই দেব শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং কোটিসূর্য্যের ন্যায় প্রভাবান অতুল চক্রাস্ত্র ধারণ করিবেন। কৌমোদকী গদা, অমোঘ শূল ও বিশ্বসংহার-সমর্থ মহাখড়্গা, রথমধ্যে অধিরোপিত থাকিবে। ৭।৮ ॥

লক্ষ মহারথ, তিনকোটি রথী, তিন কোটি গজসৈন্য, তিন কোটি মল্ল, শতকোটি অশ্বসৈন্য, চারিশত কোটি চর্ম্মী, তাহার সাতগুণ খড়্গী, ও তাহার সাতগুণ ধনুর্দ্ধারী তাঁহার সমভিব্যাহারে থাকিবে। ৯।১০ ॥

তিনি এই সমস্ত সৈন্যে পরিবেষ্টিত হইয়া সত্বর দাশরথি রামচন্দ্র যেমন লঙ্কা অবরোধ করিয়াছিলেন, সেইরূপে এই শোণিতপুর পরিবেষ্টন করিবেন ১১।।

সহস্রতালমানাঞ্চ জ্বলদগ্নিশিখোজ্জ্বলাং।
ঊর্দ্ধে চ পরিখামেতাং তুলজ্যামসুরৈঃ সুরৈঃ ॥ ১২ ॥
স্বর্গগঙ্গাম্বুরাশীনাং সমূহৈর্বৃষ্টিভিস্তথা।
পক্ষীন্দ্রো গরুড়ঃ সাক্ষান্নির্ব্বাণঞ্চ চকার সঃ ॥ ১৩ ॥
মণীন্দ্রসারনির্ম্মাণপ্রাকারনিবহং পরং।
বভঞ্জ লক্ষৈর্ম্মল্লানাং বলদেবশ্চ লাঙ্গলৈঃ ॥ ১৪ ॥
উদ্যানানাং ত্রিলক্ষাণাং চকারোৎপাটনং প্রভুঃ।
প্রবিবেশ মহাদ্বারং দ্বারপালান্নিহত্য চ ॥ ১৫ ॥
এবং শ্রুত্বা মহাদেবশ্চোবাচ সুরসংসদি।
পার্ব্বতীং ভদ্রকালীঞ্চ স্কন্দং গণপতিং তথা ॥ ১৬ ॥
অষ্টৌ চ ভৈরবাংশ্চৈব রুদ্রাংশ্চ বীরভদ্রকং।
মহাকালং নন্দিনঞ্চ সর্ব্বান্ সেনাপতীন্নব ॥ ১৭ ॥

যদিও এই পুরীর পরিখা—প্রাচীর সহস্র তালবৃক্ষের ন্যায় সমুন্নত এবং অনবরত অগ্নিশিখায় দীপ্যমান ; এমন কি, কি সুর, কি অসুর কেহই লঙ্ঘন করিতে পারে না ; তথাপি খগপতি গরুড়, স্বর্গগঙ্গা মন্দাকিনীর জলরাশি-বর্ষণ করিয়া অনায়াসে সমস্ত নির্ব্বাণ করিয়া ফেলিবে। ১২।১৩ ॥

যদিও এই পুরীর প্রাকার সকল উৎকৃষ্ট প্রস্তর দ্বারা বিনির্ম্মিত ও অতিশয় দৃঢ় ; তথাপি লক্ষ মল্লে ও বলদেবের লাঙ্গলাস্ত্রে অনায়াসে বিদারিত হইবে। ১৪ ॥

শ্রীকৃষ্ণ এ তিন লক্ষ উদ্যান অনায়াসে উৎপাটিত করিবেন এবং এ সমস্ত দ্বারপালকে শমনভবনে প্রেরণ করিয়া অনায়াসে, সিংহদ্বার অতিক্রমপূর্ব্বক পুরীমধ্যে প্রবেশ করিবেন। ১৫ ॥

ভগবান্ ভূতভাবন মণিভদ্রের বচন শ্রবণ করিয়া সেই সুরসমাজমধ্যে পার্ব্বতী, ভদ্রকালী, স্কন্দ, গণপতি, অষ্টভৈরব, একাদশ রুদ্র, বীরভদ্র, মহাকাল ও নন্দী এই নব সেনাপতিকে কহিলেন। ১৬।১৭ ॥

গোলোকনাথো ভগবাংশ্চক্রপাণিঃ সমাগতঃ।
বিশ্বৌঘং ভঙ্ক্তুমীশোঽয়ং ক্ষণেন নগরস্য কিং ॥ ১৮ ॥
সর্ব্বোপায়ৈশ্চ সর্ব্বে তে বাণরক্ষাং করোতু য।
বাণো গচ্ছতু সংগ্রামং স্মৃত্বা লম্বোদরং পরং ॥ ১৯ ॥
বাণস্য দক্ষিণে স্কন্দঃ পুরতশ্চ গণেশ্বরঃ।
বামে চ ভৈরবা রুদ্রাঃ স্বয়ং নন্দী মহারথঃ ॥ ২০ ॥
মহাকালো বীরভদ্রো যে চান্যে সৈনিকাস্তথা।
ঊর্দ্ধে দুর্গা ভদ্রকালী চোগ্রচণ্ডা চ কোটরী ॥ ২১ ॥
বাণং রক্ষ মহাভাগে দুর্গে দুর্গতিনাশিনি।
কৃষ্ণস্য ভবতী শক্তিস্তেন নারায়ণীতি চ ॥ ২২ ॥
বিষ্ণুমায়ে জগন্মাতঃ সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গলে।
অব্যর্থাচ্চক্রসারাচ্চ রক্ষ বাণং সুদর্শনাৎ ॥ ২৩ ॥

গোলোকনাথ ভগবান্ চক্রপাণি সত্বর এই শোণিতপুরে আগমন করিবেন। এ নগরের কথা কি বলিব তিনি মনে করিলে ক্ষণকালের মধ্যে বিশ্বসংসার সংহার করিতে পারেন। ১৮ ॥

কিন্তু তোমরা সকলে পৃথক্ পৃথক্ উপায় অবলম্বন পূর্ব্বক প্রাণপণে আমার বাণকে রক্ষা কর। বাণ বিঘ্নবিনাশনকে স্মরণ করিয়া সমরসাগরে অবতীর্ণ হউক। ১৯ ॥

কার্ত্তিকেয় বাণের দক্ষিণ পার্শ্ব; ভৈরবগণ, রুদ্রগণ ও মহারথ নন্দী স্বয়ং বাম পার্শ্ব এবং গণনায়ক বাণের অগ্রভাগ রক্ষা করুক। ২০ ॥

মহাকাল, বীরভদ্র দুর্গা, ভদ্রকালী, উগ্রচণ্ডা, কোটরী ও অন্যান্য সেনাপতিগণ বাণের ঊর্দ্ধভাগ রক্ষা করুক। ২১ ॥

হে দুর্গতিনাশিনী দুর্গে! তুমি শ্রীকৃষ্ণের শক্তি স্বরূপিণী, এই নিমিত্ত লোকে তোমাকে নারায়ণী নামে নির্দ্দেশ করে। অতএব তুমি আমার বাণকে রক্ষা কর। ২২ ॥

বাণঃ প্রিয়ো মে সর্ব্বেভ্যো গণেশাৎ কার্ত্তিকাদপি।
বাণমূর্দ্ধ্নি করং দেহি পাদাব্জরজসা সহ ॥ ২৪ ॥
শিবস্য বচনং শ্রুত্বা দুর্গা দুর্গতিনাশিনী।
প্রহস্যোবাচ মধুরং যথার্থং সময়োচিতং ॥ ২৫ ॥

পার্ব্বত্যুবাচ।

মণিরত্নাদিকং যদ্যন্মুক্তামাণিক্যহীরকং।
সর্ব্বস্বং কন্যকামূষাং রত্নভূষণভূষিতাং ॥ ২৬ ॥
রত্নভূষণভূষাঢ্যমণিরুদ্ধং বরং পরং।
পুরস্কৃত্য দেহি বাণ কৃষ্ণায় পরমাত্মনে।
রাজ্যং কুরুষ্ব নির্ব্বিঘ্নং কিং যুদ্ধমাত্মনা সহ ॥ ২৭ ॥
যস্মিন্ গতে গতাঃ প্রাণাঃ স জীবশ্চেন্দ্রিয়ৈঃ সহ।
শক্তিশ্চাহং মনো ব্রহ্মা স্বয়ং জ্ঞানাত্মকঃ শিবঃ ॥ ২৮ ॥

হে জগন্মাতঃ! হে বিষ্ণুমায়ে! হে সর্ব্বমঙ্গলে! তুমি অমোঘ সুদৃঢ় সুদর্শনচক্র হইতে আমার বাণকে রক্ষা কর। ২৩ ॥

বাণ আমার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়। এমন কি, কার্ত্তিক, গণেশ অপেক্ষা বাণকে অধিক স্নেহ করিয়া থাকি। অতএব আমার বাণের মস্তকে পদধূলি প্রদান কর। ২৪ ॥

শিবের বাক্যাবসানে দুর্গতিনাশিনী দুর্গা হাস্য করিয়া সময়োচিত যথাযথ মধুর বচনে কহিতে লাগিলেন। ২৫ ॥

ভূতপতে! উষা ও অনিরুদ্ধকে বিবিধ রত্নভূষণে বিভূষিত করিয়া মণি-মুক্তা, মাণিক্য ও হীরকাদি যাবতীয় রত্ন ভাণ্ডারে আছে, সর্ব্বসহিত বাণ, পরমাত্মা কৃষ্ণের হস্তে বরকন্যা সমর্পণ পূর্ব্বক রাজ্য নির্ব্বিঘ্ন করুক। আত্মার সহিত যুদ্ধ কখনই সম্ভবপর নহে। ২৬।২৭ ॥

যে কৃষ্ণরূপী আত্মা বিগত হইলেই প্রাণ বিগত হয়, সেই কৃষ্ণই

সদ্যঃ পততি দেহশ্চ শিবং ত্যক্ত্বা শবো ভবেৎ।
কো বা তিষ্ঠতি সংগ্রামে চক্রস্য তেজসা শিব ॥ ২৯ ॥
নাত্মাকামো বাণবিদ্ধো যুদ্ধং কিং বাত্মনা সহ।
পরমাত্মা চ সর্ব্বেষাং ভক্তানুগ্রহবিগ্রহঃ ॥ ৩০ ॥
নিত্যঃ সত্যো হি কৃষ্ণশ্চ পরিপূর্ণতমঃ প্রভুঃ।
গণেশঃ কার্ত্তিকেয়শ্চ ভবানপি তয়োঃ পরঃ।
কিঙ্করেষু প্রিয়ো বাণো নহি কৃষ্ণাৎ পরঃ প্রিয়ঃ ॥ ৩১ ॥
বৈকুণ্ঠেঽহং মহালক্ষ্মীর্গোলোকে রাধিকা স্বয়ং।
শিবাহং শিবলোকে চ ব্রহ্মলোকে সরস্বতী ॥ ৩২ ॥
অহং নিহত্য দৈত্যাংশ্চ দক্ষকন্যা সতী পুরা।
ত্বন্নিন্দয়া পুরা ত্যক্ত্বা সা চাহং শৈলকন্যকা ॥ ৩৩ ॥

জীবের ইন্দ্রিয় ও জীবাত্মা, আমি শক্তি, ব্রহ্মা মন ও তুমি স্বয়ং চৈতন্য। ২৮ ॥

আত্মা বিগত হইলেই চৈতন্য বিলুপ্ত হয়; সুতরাং দেহের পতন হইয়া শবাকারে পরিণত হইয়া থাকে। অতএব শঙ্কর! সংগ্রামে কে সেই চক্রের সম্মুখে অবস্থান করিবে? ২৯ ॥

জীবনের আশা করিয়া কোন ব্যক্তি বাণবিদ্ধ হইতে চাহিবে? ফলতঃ আত্মার সহিত যুদ্ধ কখনই সম্ভবপর নহে। কৃষ্ণ সকলের পরমাত্মা; কেবল ভক্তজনের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিবার নিমিত্তই বিগ্রহ ধারণ করিয়া থাকেন। ৩০ ॥

পূর্ণতম প্রভু কৃষ্ণ নিত্য ও সত্যময় পদার্থ। কার্ত্তিক ও গণেশ প্রিয় পদার্থ বটে; কিন্তু তুমি অপেক্ষাকৃত প্রিয়তর। সমস্ত কিঙ্করের মধ্যে বাণ তোমার প্রিয়তম বটে; কিন্তু কৃষ্ণ অপেক্ষা প্রিয়তম আর কেহই নাই। ৩১ ॥

আমি যখন বৈকুণ্ঠে অবস্থান করি, তখন মহালক্ষ্মী, যখন গোলোকে, তখন রাধা, যখন শিবলোকে, তখন শিবানী, যখন ব্রহ্মলোকে, তখন সরস্বতী। ৩২ ॥

রক্তবীজস্য যুদ্ধে চ কালী চ মূর্ত্তিভেদতঃ।
সাবিত্রী বেদমাতাঽহং সীতা জনককন্যকা॥ ৩৪॥
রুক্মিণী দ্বারবত্যাঞ্চ ভারতে ভীষ্মকন্যকা।
শ্রীদামশাপতো দৈবাৎ বৃকভানুসুতাঽধুনা॥ ৩৫॥
ধর্ম্মপত্নী চ কৃষ্ণস্য পুণ্যে বৃন্দাবনে বনে॥ ৩৬॥
ভগবংস্তঞ্চ সর্ব্বজ্ঞস্ত্বাং শিবঞ্চ সনাতনং।
কিং বাহং কথয়ামীতি কর্ত্তব্যং সময়োচিতং॥ ৩৭॥
ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে হরগৌরী-
সম্বাদে বাণযুদ্ধে অষ্টাদশাধিকশততকোঽধ্যায়ঃ।

পূর্ব্বে আমি প্রজাপতি দক্ষের কন্যা সতী নামে প্রসিদ্ধ হইয়া বহুতর দৈত্য সংহার করিয়াছিলাম, কিন্তু দক্ষালয়ে তোমার নিন্দা শ্রবণে প্রাণত্যাগ করিয়া শৈলকন্যা হইয়াছি। ৩৩॥

আবার রক্তবীজ বিনাশের সময় আমিই মূর্তিভেদে কালীরূপ ধারণ করিয়াছিলাম। আমিই বেদমাতা সাবিত্রী, আমিই জনকাত্মজা সীতা, আমিই ভারতে বেদমাতা ভীষ্মকন্যা রুক্মিণীরূপে অবতীর্ণ হইয়া দ্বারাবতীতে অবস্থান করিয়া থাকি। এক্ষণে আমি দৈবক্রমে শ্রীদাম শাপে বৃকভানু-নন্দিনী হইয়া জন্মপরিগ্রহ করিয়াছি। পুণ্যক্ষেত্র বৃন্দারণ্যে আমিই শ্রীকৃষ্ণের ধর্ম্মপত্নী। আপনিও ত সর্ব্বজ্ঞ সনাতন ভগবান্; অতএব আর আপনাকে অধিক কি বলিব। এক্ষণে যেমন সময় উপস্থিত, তদনুরূপ কার্য্য বিধান করুন। ৩৪।৩৫।৩৬।৩৭॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে শ্রীকৃষ্ণ জন্মখণ্ডে হরগৌরী
সংবাদে বাণযুদ্ধে অষ্টাদশাধিক শততম অধ্যায় সম্পূর্ণ।

ঊনবিংশ শততমোঽধ্যায়ঃ।

নারায়ণ উবাচ।

পার্ব্বতীবচনং শ্রুত্বা গণেশশ্চ শিবঃ স্বয়ং।
কার্ত্তিকেয়শ্চ কালী চ তাং প্রশংসাং চকার সঃ॥ ১॥
উবাচ ভগবান্ শম্ভুর্জগতাং মাতরং পরাং।
জ্যোতিঃস্বরূপাং পরমাং মূলপ্রকৃতিমীশ্বরীং॥ ২॥

শ্রীমহাদেব উবাচ।

ত্বয়া যদুক্তং দেবেশি সর্ব্বং বেদোক্তমীপ্সিতং।
অযুক্তমুপহাস্যঞ্চ সমরং পরমাত্মনা॥ ৩॥
বাণো দদাতু কন্যাং তামুষাং ভূষণভূষিতাং।
নাম যস্য যশস্যঞ্চ শুভদং সর্ব্বকর্ম্মসু॥ ৪॥
ন দদাতি যদা বাণো হিরণ্যকশিপোঃ প্রজঃ।
যুদ্ধে পরাঙ্‌মুখো ভীতো ভবিষ্যত্যযশস্করঃ॥ ৫॥

নারায়ণ কহিলেন, নারদ! কাত্তিকেয়, গণেশ, কালী এবং শিব স্বয়ং পার্ব্বতীর বচন শ্রবণে তাঁহাকে প্রশংসা করিতে লাগিলেন। ১॥

অনন্তর ভগবান ভূতভাবন সেই জগন্মাতা পরম জ্যোতিস্বরূপা মূল প্রকৃতি ঈশ্বরীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন। ২॥

দেবেশি! তুমি যাহা বলিলে, তাহা বেদসঙ্গত ও সকলের অভিমত। পরমাত্মার সহিত বিরোধ নিতান্ত যুক্তিবিরুদ্ধ ও একান্ত উপহাসজনক। ৩॥

অতএব বাণ কন্যা ঊষাকে বিবিধ ভূষণে বিভূষিত করিয়া কৃষ্ণের হস্তে সমর্পণ করুক। অধিক কি, 'কৃষ্ণ' এই নাম মুখে উচ্চারণ করিলে, লোক যশস্বী হয় এবং সকল কার্য্যে শুভ লাভ করে। ৪॥

হিরণ্যকশিপুসন্তান বাণ যদি সহজে কন্যা সমর্পণ না করে, তাহা হইলে

বাণো গচ্ছতু সন্নাহী রণশাস্ত্রবিশারদঃ।
পশ্চাচ্চ গমনং কুর্ম্মো বয়ং সান্নাহিকাঃ শিবে ॥ ৬ ॥
উবাচ বাণং তাং দাতুং স চ ন স্বীচকার হ।
দুর্গা তং বোধয়ামাস ন বুবোধ চ তদ্বচঃ ॥ ৭ ॥
এতস্মিন্নন্তরে তাঞ্চ সভামেব মনোহরাং।
আজগাম মহাধর্ম্মী বলিশ্চ বৈষ্ণবাগ্রণীঃ।
রথং রত্নেন্দ্রনির্ম্মাণং সমারুহ্য মহাবলঃ ॥ ৮ ॥
প্রতপ্তৈঃ সপ্তভির্দ্দৈত্যৈঃ সেবিতঃ শ্বেতচামরৈঃ।
দৈত্যেন্দ্রাণাং সপ্তলক্ষৈরাবৃতঃ পরমাস্ত্রবিৎ ॥ ৯ ॥
অবরুহ্য রথাত্তূর্ণং গণেশং তং শিবং শিবাং।
প্রণম্য কার্ত্তিকেয়ঞ্চ স উবাস চ সংসদি ॥ ১০ ॥

নিশ্চয়ই তাহাকে ভয়ে রণস্থল হইতে পলায়ন করিতে হইবে এবং অযশের পরিসীমা থাকিবে না। ৫ ॥

অতএব রণপণ্ডিত বাণ বর্ম্ম ধারণপূর্ব্বক অগ্রে সমরাঙ্গণে অগ্রসর হউক, পশ্চাৎ আমরাও সুসজ্জিত হইয়া যাইতেছি। ৬ ॥

অনন্তর বাণকে কন্যা প্রদান করিতে অনুমতি করা হইল; কিন্তু দৈত্যবর কোনমতেই তাহাতে সম্মত হইল না। দুর্গা অনেক বুঝাইলেন, কিন্তু কিছুতেই বুঝিল না। ৭ ॥

ঐ সময় বৈষ্ণবাগ্রগণ্য ধার্ম্মিকবর মহাবল বলি, উৎকৃষ্ট রত্ননির্ম্মিত রথে আরোহণ করিয়া সেই মনোহর বাণ সভায় সমুপস্থিত হইলেন। ৮ ॥

প্রতাপান্বিত সাতজন দৈত্য শ্বেতচামর লইয়া তাঁহাকে ব্যজন করিতেছিল। এবং সপ্ত লক্ষ প্রধান প্রধান দৈত্য তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিয়াছিল। ৯ ॥

বলি, সত্বর রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া গণেশ, শিব, শিবানী ও কার্ত্তিকেয়কে প্রণাম করিয়া সেই সভামধ্যে উপবিষ্ট হইলেন। ১০ ॥

উত্তস্থুরারাত্তং দৃষ্টা তে সর্ব্বে শঙ্করং বিনা।
তমুবাচ মহাদেবঃ সংভাষ্য প্রিয়ভাষণং।
ভগবাংশ্চত্তরং ভদ্রং প্রদাতা সর্ব্বসম্পদাং ॥ ১১ ॥

মহাদেব উবাচ।

অয়ং হি পরমো লাভো বৈষ্ণবানাং সমাগমঃ।
তীর্থাণ্যপি চ পূতানি বৈষ্ণবস্পর্শমাত্রতঃ ॥ ১২ ॥
সর্ব্বেষামাশ্রমাণাঞ্চ পূজিতো ব্রাহ্মণঃ শুচিঃ।
ততোঽধিকঃ পূজিতোঽপি ব্রাহ্মণো যদি বৈষ্ণবঃ ॥ ১৩ ॥
নহি পূতঞ্চ পশ্যামি বৈষ্ণবব্রাহ্মণাং পরং।
স পূতঃ পবনাদেব স পূতশ্চ হুতাশনাৎ ॥ ১৪ ॥
তীর্থেভ্যোঽপি চ সর্ব্বেভ্যো বিভেতি চ ততঃ সুরঃ।
নহি পাপানি তদ্দেহে বহ্নৌ শুষ্কতৃণানিবৎ ॥ ১৫ ॥

বলির আগমন দর্শনমাত্র ভগবান ভূতভাবন ভিন্ন আর সকলেই আসন হইতে গাত্রোত্থান করিলেন। তৎপরে তিনি আসীন হইলে সর্ব্বসম্পত্তির প্রদাতা ভগবান ভূতেশ্বর সাদর সম্ভাষণে তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন। ১১ ॥

আজ বৈষ্ণব সমাগম আমাদিগের পরম লাভ, আজি বৈষ্ণব সংস্পর্শে এ স্থান পবিত্র হইল। ১২ ॥

সকল আশ্রমের অপেক্ষা নিষ্পাপ ব্রাহ্মণের আশ্রম পবিত্র। আবার যদি ব্রাহ্মণ বিষ্ণুপরায়ণ হন, তাহা হইলে সর্ব্বাপেক্ষা পূজ্য। ১৩ ॥

বিষ্ণুপরায়ণ ব্রাহ্মণ অপেক্ষা পূজ্যতম বস্তু, আর কিছুই দেখিতে পাই না। তিনি কি বায়ু, কি অগ্নি, কি অন্যান্য তীর্থ, সর্ব্বাপেক্ষা পাবন। এমন কি তাঁহা হইতে দেবগণ পর্য্যন্ত ভীত হইয়া থাকেন। তাঁহার দেহসম্পর্কে পাপ সকল হুতাশন নিহিত শুষ্ক তৃণের ন্যায় ভস্মসাৎ হইয়া যায়। ১৪।১৫ ॥

বলিরুবাচ।

কথং স্তৌষি জগন্নাথ ভৃত্যমন্তরমীশ্বর।
প্রদত্তং পরমৈশ্বর্য্যং ত্বয়া নাথ সুদুর্ল্লভং ॥ ১৬ ॥
অধুনা স্থাপিতো দৈবাৎ সর্ব্বাধঃ সুতলেঽপি চ।
ইন্দ্রায় দত্তমৈশ্বর্য্যং মত্তো ভক্তাৎ সুরেশ্বর ॥ ১৭ ॥
ত্বয়া বামনরূপেণ সর্ব্বরূপোঽসি সর্ব্বতঃ।
বাণং বোধয় ভদ্রঞ্চ মমপ্রাণাত্মজং পরং।
আত্মনা সহ যুদ্ধঞ্চ বেদেস্বপি বিগর্হিতং ॥ ১৮ ॥
ইত্যুক্ত্বা চ শিবং নত্বা দত্ত্বা পুত্রায় চাশিষং।
প্রযযৌ যত্র ভগবান্ পরমাত্মা নিরাকৃতিঃ ॥ ১৯ ॥
দৃষ্ট্বা কৃষ্ণং চক্রহস্তং সূর্য্যকোটিসমপ্রভং।
ভক্ত্যা প্রদক্ষিণং কৃত্বা শিরসা প্রণনাম তং ॥ ২০ ॥

বলি কহিলেন, জগন্নাথ! জগদীশ্বর! আমি আপনার সামান্য ভৃত্য, আমার এত প্রশংসা করিতেছেন কেন? নাথ! আপনিই ত অন্যদুর্ল্লভ পরম সম্পদ প্রদান করিয়াছিলেন? আবার আপনিই ত এক্ষণে আমাকে সকলের নিম্নে পাতালে স্থাপন করিয়াছেন? আপনিই ত বামনরূপ ধারণ করিয়া এই ভক্তাধীনের নিকট হইতে ঐশ্বর্য্য গ্রহণ পূর্ব্বক ইন্দ্রকে প্রদান করিয়াছেন? অতএব আপনি সর্ব্বরূপী; যখন যেখানে যাহা মনে করেন, তাহাই করিয়া থাকেন। সম্প্রতি আমার প্রাণের পুত্র বাণকে প্রবোধিত করুন। কারণ, আত্মার সহিত যুদ্ধ বেদবিগর্হিত। ১৬।১৭।১৮ ॥

বলি এইরূপ বলিয়া মহাদেবকে প্রণাম ও পুত্রকে আশীর্ব্বাদ করিয়া নিরাকার পরমাত্মরূপী ভগবান্ কৃষ্ণের নিকট গমন করিলেন। ১৯ ॥

তথায় কোটিসূর্য্যের ন্যায় প্রভাবান চক্রধারী শ্রীকৃষ্ণকে অবলোকন করিবামাত্র ভক্তিপূর্ব্বক প্রদক্ষিণ করিয়া অবনত মস্তকে প্রণাম করিলেন। ২০ ॥

সামবেদোক্তস্তোত্রেণ তুষ্টাব পরমেশ্বরং।
পুলকাঞ্চিতসর্ব্বাঙ্গঃ সাশ্রুনেত্রোঽতিবিহ্বলঃ॥ ২১॥
ধ্যায়মানশ্চ নিত্যং যং হৃৎপদ্মে সুমনোহরং।
শুক্রেণ দত্তং মন্ত্রঞ্চ জপ্ত্বা চৈকাদশাক্ষরং॥ ২২॥

বলিরুবাচ।

অদিত্যা প্রার্থণেনৈব মাত্রা দেব্যা ব্রতেন চ।
পুরা বামনরূপেণ ত্বয়াহং বঞ্চিতঃ প্রভো॥ ২৩॥
সম্পদ্রূপা মহালক্ষ্মীর্দ্দত্তা ভক্তায় ভক্তিতঃ।
শক্তায় মত্তো ভক্তাচ্চ ভ্রাত্রে পুণ্যবতে ধ্রুবং॥ ২৪॥
অধুনা মমপুত্রোঽয়ং বাণঃ শঙ্করকিঙ্করঃ।
আরাচ্চ রক্ষিতঃ সোঽপি তেনৈব ভক্তবন্ধুনা॥ ২৫॥

অনন্তর সামবেদোক্ত মন্ত্রে সেই পরমেশ্বরের স্তুতিপাঠ করিতে লাগিলেন। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। নয়নদ্বয় বাষ্পবারিতে পরিপূর্ণ হইল, তিনি ভক্তিভরে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। ২১॥

নিত্য শুক্রাচার্য্য দত্ত একাদশাক্ষর মন্ত্র জপ করিয়া হৃৎপদ্ম মধ্যে যে মনোহর মূর্ত্তির ধ্যান করিতেন; আজি তাঁহাকে স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া স্তব করিতে লাগিলেন। ২২॥

বলি কহিলেন, প্রভো! পূর্ব্বে আপনি মাতা অদিতির প্রার্থনানুসারে এবং ব্রতপালন নিবন্ধন বামনরূপ ধারণ করিয়া আমায় বঞ্চিত করিয়াছেন। ২৩॥

যদিও আমি আপনার একজন ভক্ত, তথাপি আপনি ইচ্ছাপূর্ব্বক আমা অপেক্ষা ভক্ততম আমার অন্য একজন পুণ্যবান্ ভ্রাতাকে সম্পত্তিরূপা মহালক্ষ্মী প্রদান করিয়াছেন। ২৪॥

সম্প্রতি আমার পুত্র বাণ শঙ্করের কিঙ্কর। সুতরাং সেই ভক্তবন্ধু সতত সমীপে অবস্থান করিয়া তাহাকে রক্ষা করিতেছেন। ২৫॥

পরিতুষ্টশ্চ পার্ব্বত্যা যথা মাত্রা সুনুস্তথা।
গৃহীতবাংশ্চ তৎকন্যাং বলেন যুবতীং সতীং ॥ ২৬ ॥
সমুদ্যতশ্চ তং হন্তুং কার্ত্তিকেনাপি বারিতঃ।
আগতোঽসি পুনর্হন্তুং পৌত্রস্য দমনে ক্ষমঃ ॥ ২৭ ॥
সর্ব্বাত্মনশ্চ সর্ব্বত্র সমভাবঃ শ্রুতৌ শ্রুতঃ।
করোষি জগতাং নাথ কথমেবং ব্যতিক্রমং ॥ ২৮ ॥
ত্বয়া চ কথিতো যোহি তস্য কো রক্ষিতা ভুবি।
সুদর্শনস্য তেজোহি সূর্য্যকোটিসমপ্রভং।
কেষাং সুরাণামস্ত্রেণ তদেব তন্নিবারিতং ॥ ২৯ ॥
যথা সুদর্শনঞ্চৈবমস্ত্রাণাং প্রবরং বরং।
তথা ভবাংশ্চ দেবানাং সর্ব্বেষামীশ্বরঃ পরঃ।

জননী যেমন পুত্রের প্রতি পরিতুষ্ট, পার্ব্বতীও অনিরুদ্ধের প্রতি সেইরূপ পরিতুষ্ট। সুতরাং অনিরুদ্ধ বলপূর্ব্বক অতি সৎস্বভাবা বাণপুত্রীকে গ্রহণ করিয়াছে। ২৬ ॥

তৎপরে আবার বাণকে নিহত করিতে সমুদ্যত হইয়াছিল, কিন্তু কার্ত্তিকেয় তাহাকে রক্ষা করিয়াছেন। আপনি স্বীয় পৌত্রকে অনায়াসে দমন করিতে সক্ষম; কিন্তু তাহা না করিয়া আপনিও বাণকে বিনাশ করিতে আগমন করিয়াছেন। ২৭ ॥

বেদে শুনিয়াছি যে, আপনি সকলের আত্মাস্বরূপ; সকল জীবের প্রতি আপনার সমভাব। তবে নাথ! আপনি এরূপ বিপরীতাচরণ করিতেছেন কেন?। ২৮ ॥

আপনি যাহার প্রতি রুষ্ট, জগতে কে তাহার রক্ষিতা হইবে? বিশেষতঃ সুদর্শন চক্রের তেজ কোটিসূর্য্য হইতেও সমধিক। আর কাহার এরূপ অস্ত্রবল আছে যে, তাহাকে নিবারণ করে? ২৯ ॥

যেমন সুদর্শন সকল অস্ত্রের প্রধান, তদ্রূপ আপনিও সমস্ত দেবতামধ্যে

যথা ভবাংস্তথাস্ত্রন্তৈর্বিধাতা বেধসামপি॥ ৩০॥
বিষ্ণুঃ সত্ত্বগুণাধারঃ শিবশ্চ তমসস্তথা।
স্বয়ং বিধাতা রজসঃ সৃষ্টিকর্ত্তা পিতামহঃ॥ ৩১॥
কালাগ্নিরুদ্রো ভগবান্ বিশ্বসংহারকারকঃ।
তমসশ্চাশ্রয়ঃ সোঽপি রুদ্রাণাং প্রবরো মহান্॥ ৩২॥
স এব শঙ্করশ্চাপ্যন্যে রুদ্রাশ্চ তৎ কলাঃ।
ভবাংশ্চ নির্গুণস্তেষাং প্রকৃতেশ্চ পরস্তথা॥ ৩৩॥
সর্ব্বেষাং পরমাত্মা চ প্রাণা বিষ্ণুস্বরূপিণঃ।
মানসঞ্চ স্বয়ং ব্রহ্মা স্বয়ং জ্ঞানাত্মকঃ শিবঃ॥ ৩৪॥
প্রবরা সর্ব্বশক্তীনাং বুদ্ধিঃ প্রকৃতিরীশ্বরী।
আত্মনঃ প্রতিবিম্বস্তে জীবঃ সর্ব্বেষু দেহিষু॥ ৩৫॥
জীবঃ স্বকর্ম্মণাং ভোগী কর্ম্মী সাক্ষী ভবাংস্তথা।

শ্রেষ্ঠ। যেমন আপনি বিধাতৃগণেরও বিধাতা, তদ্রূপ আপনার সুদর্শনাস্ত্র সকলকে অতিক্রম করিয়াছে। ৩০॥

ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর এই মূর্ত্তিত্রয়ের মধ্যে বিষ্ণু সত্ত্বগুণের, ভূতনাথ তমোগুণের এবং লোকপিতামহ সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা রজোগুণের আধার। ৩১॥

ভগবান রুদ্রদেব প্রলয়াগ্নি স্বরূপ। তিনি মনে করিলে বিশ্বসংসার সংহার করিতে পারেন। তিনিও তমোগুণের আধার ও একাদশ রুদ্রের মধ্যে সর্ব্ব-প্রধান। ঐ রুদ্রদেবই শঙ্কর নামে বিখ্যাত এবং অন্যান্য রুদ্রগণ তাঁহার অংশ মাত্র। আপনি নির্গুণ অর্থাৎ সেই ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর হইতে অতীত এবং প্রকৃতি হইতেও অতীত পদার্থ। ৩২।৩৩॥

বিষ্ণু সকলের পরমাত্মা ও সকলের প্রাণস্বরূপ, ব্রহ্মা সকলের মানস স্বরূপ এবং মহেশ্বর সকলের জ্ঞানস্বরূপ। ৩৪॥

বুদ্ধিশক্তি সর্ব্বাপেক্ষা প্রধানা, অর্থাৎ তিনি মূলপ্রকৃতি। সমস্ত জীবে যে জীবাত্মা বিহার করিতেছে, তিনি আপনারই প্রতিবিম্ব। ৩৫॥

সর্ব্বে যান্তি ত্বয়ি গতে নরা দেবে যথানুগঃ॥ ৩৬॥
সদ্যঃ পততি দেহশ্চ শবোঽস্পৃশ্যস্ত্বয়া বিনা।
বুদ্ধাঃ সন্তো ন জানন্তি বঞ্চিতাস্তব মায়য়া।
ত্বাং ভজন্ত্যেব যে সন্তো মায়ামেতাং তরন্তি তে॥ ৩৭॥
ত্রিগুণা প্রকৃতির্দুর্গা বৈষ্ণবী চ সনাতনী।
পরা নারায়ণীশানী তব মায়া দুরত্যয়া॥ ৩৮॥
ত্বদংশাঃ প্রতিবিম্বেষু ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাত্মকাঃ।
সর্ব্বেষামপি বিশ্বেষামাশ্রয়ো যো মহান্ বিরাট্॥ ৩৯॥
দশেতে চ জলে যোগা বিশ্বেষাং গোলোকে তথা।
স এব বাসুর্ভগবাংস্তস্য দেবো ভবান্ পরঃ।
বাসুদেব ইতি খ্যাতঃ পুরাবিদ্ভিঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥ ৪০॥

জীব স্বীয় কর্ম্মফল সম্ভোগ করিয়া থাকে, আর তুমি সেই সকল কর্ম্মিগণের কর্ম্মনিচয়ের সাক্ষী। তোমার অস্তিত্বে সকলের অস্তিত্ব, তোমার লয়ে সকলের লয়। ৩৬॥

তোমার বিনিগমে দেহ অস্পৃশ্য হইয়া শবরূপ ধারণ করে। সাধুগণ তোমার মায়ায় মুগ্ধ হইয়া বুঝিয়াও বুঝিতে পারেন না। যে সকল সাধুরা নিরবচ্ছিন্ন তোমাকে ভজনা কবেন, তাঁহারা অনায়াসে তোমার মায়াপাশ ছেদন করিতে সমর্থ হন। ৩৭॥

বিষ্ণুপরায়ণা সনাতনী দুর্গা ত্রিগুণা প্রকৃতি। তিনিই নারায়ণী এবং তিনিই ঈশানী। অতএব তোমার মায়া ভেদ করা, কাহার সাধ্য? ৩৮॥

জীবদেহে যে সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণ আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে, তাহাও তোমার অংশ। যে মহাবিরাট্ এই সমুদায় বিশ্বের আধার, তিনিই তুমি। ৩৯॥

কি জল, কি স্থল, কি অন্তরীক্ষ, কি বিশ্বগোলোক, সমুদায় তোমাতে বাসু—অর্থাৎ বাস করিতেছে, তুমি তাহাদের দেব; এই নিমিত্ত পুরাবিদ পণ্ডিতগণ তোমাকে বাসুদেব কহে। ৪০॥

ত্বমেব কলয়া সূর্য্যস্ত্বমেব কলয়া শশী।
কলয়া চ হুতাশশ্চ কলয়া পবনঃ স্বয়ং ॥ ৪১ ॥
কলয়া পবনশ্চৈব কুবেরশ্চ যমস্তথা।
কলয়া চ মহেন্দ্রশ্চ কলয়া ধর্ম্ম এব চ ॥ ৪২ ॥
ত্বমেব কলয়া শেষ ঈশানো নৈঋতিস্তথা।
মুনয়ো মনবশ্চৈব গ্রহাশ্চ ফলদায়কাঃ।
কলা কলায়াশ্চাংশেন সর্ব্বে জীবাশ্চরাচরাঃ ॥ ৪৩ ॥
ত্বং ব্রহ্ম পরমং জ্যোতির্ধ্যায়ন্তে যোগিনঃ সদা।
ত্বামাদ্রিয়ন্তে ভক্তাস্তে ধ্যায়ন্তে হৃদনন্তরে ॥ ৪৪ ॥
নবীনজলদশ্যামং পীতকৌশেয়বাসসং।
ঈষদ্ধাস্যপ্রসন্নাস্যং ভক্তেশং ভক্তবৎসলং ॥ ৪৫ ॥
চন্দনোক্ষিতসর্ব্বাঙ্গং দ্বিভুজং মুরলীধরং।
ময়ূরপুচ্ছচূড়ঞ্চ মালতীমাল্যভূষিতং ॥ ৪৬ ॥
অমূল্যরত্ননির্ম্মাণকেয়ূরবলয়ান্বিতং।

কি দিবাকর, কি নিশাকর, কি হুতাশন, কি পবন, কি কুবের, কি যম, কি মহেন্দ্র, কি ধর্ম্ম, কি অনন্তদেব, কি মহেশ, কি নিঋতি, কি মুনিগণ, কি গ্রহগণ, কি গ্রহফল, সকলেই তোমার অংশ। এই চরাচর জীব সমুদায় তোমার অংশের অংশ। ৪১।৪২।৪৩ ॥

যোগিগণ তোমাকেই পরব্রহ্ম এবং তোমাকেই পরম জ্যোতি বলিয়া সতত ধ্যান করিয়া থাকেন। তোমার ভক্তগণ দর্শনে তোমাকে সমাদর এবং অদর্শনে তোমাকে ধ্যান করিয়া থাকে। ৪৪ ॥

তুমি পীতাম্বরধারী নবীন নীরদশ্যাম, ঈষৎ হাস্যে তোমার বদনকমল কেমন প্রফুল্ল, তুমি ভক্তগণের প্রভু এবং ভক্তবৎসল। ৪৫ ॥

তোমার সর্ব্বাঙ্গ চন্দনরসে বিলিপ্ত। তুমি দ্বিভুজ, তুমি মুরলীধারী। তোমার চূড়ায় ময়ূরপুচ্ছ। তোমার গলদেশ মালতীমালায় বিভূষিত। ৪৬ ॥

মণিকুণ্ডলযুগ্মেন গণ্ডস্থলবিরাজিতং ॥ ৪৭ ॥
রত্নসারাঙ্গুরীয়ঞ্চ জ্বলন্মঞ্জীররঞ্জিতং।
কোটিকন্দর্পলীলাভং শরৎকমললোচনং ॥ ৪৮ ॥
শরৎপূর্ণেন্দুনিন্দ্যাস্যং চন্দ্রকোটিসমপ্রভং।
বীক্ষিতং সস্মিতাভিশ্চ গোপীনাং কোটিকোটিভিঃ ॥৪৯॥
বয়স্যৈঃ পার্ষদের্গোপৈঃ সেবিতং শ্বেতচামরৈঃ।
গোপবালকবেশঞ্চ রাধাবক্ষস্থলস্থিতং ॥ ৫০ ॥
ধ্যানাসাধ্যং দুরারাধ্যং ব্রহ্মেশশেষবন্দিতং।
সিদ্ধেন্দ্রৈশ্চ মুনীন্দ্রৈশ্চ যোগীন্দ্রৈঃ প্রণতৈঃ স্তুতং ॥৫১॥
বেদানির্ব্বচনীয়ঞ্চ পরং স্বেচ্ছাময়ং বিভুং।
স্থূলাৎ স্থূলতমং রূপং সূক্ষ্মাৎ সূক্ষ্মতমং পরং ॥ ৫২ ॥

তোমার হস্তে অপূর্ব্ব রত্নময়কেয়ূর এবং বলয়। তোমার মণিময় কুণ্ডল-যুগল গণ্ডস্থল পর্য্যন্ত বিরাজমান। ৪৭ ॥

তোমার অঙ্গুলিতে উৎকৃষ্ট হীরকাঙ্গুরী এবং চরণে উজ্জ্বল রত্নময় নুপুর কি অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে! তোমার লোচনযুগল শারদীয় কমল শোভা এবং শরীরকান্তি কোটি কন্দর্পের প্রভা বিস্তার করিতেছে। ৪৮ ॥

তোমার বদনসৌন্দর্য্য শারদীয় শশধরকে তিরস্কৃত করিয়াছে। শরীর লাবণ্য যেন কোটি চন্দ্রের প্রভা বিস্তার করিতেছে। কোটি কোটি গোপীগণ হাস্যবদনে তোমায় নিরীক্ষণ করিতেছে। ৪৯ ॥

তোমার পার্শ্বচর বয়স্য গোপগণ শ্বেতচামর দ্বারা তোমায় বীজন করিতেছে। তুমি গোপশিশুবেশ ধারণ করিয়াছ, এবং রাধার বক্ষঃস্থলে বিহার করিয়া থাক। ৫০ ॥

তুমি চিন্তার অতীত। ব্রহ্মা, অনন্তদেব ও মহেশ্বর তোমার বন্দনা করেন। সিদ্ধেন্দ্রগণ, যোগীন্দ্রগণ ও মুনীন্দ্রগণ প্রণতভাবে তোমার স্তুতিপাঠ করিয়া থাকেন। ৫১ ॥

চারিবেদ তোমার মহিমা কীর্ত্তন করিয়া শেষ করিতে পারে না। তুমি

নিত্যং নিত্যং প্রশস্তঞ্চ প্রকৃতেঃ পরমীশ্বরং।
নির্লিপ্তঞ্চ নিরীহঞ্চ ভগবন্তং সনাতনং॥ ৫৩॥
এবং ধ্যাত্বা চ তে পূতাঃ স্নিগ্ধদুর্ব্বাক্ষতং জলং।
পাদপদ্মার্চ্চিতে পাদপদ্মে চ দাত্তুমুৎসুকাঃ॥ ৫৪॥
বেদাঃ স্তোতুমশক্তাস্ত্বামশক্তা সা সরস্বতী।
শেষঃ স্তোতুমশক্তশ্চ স্বয়ম্ভূঃ শম্ভুরীশ্বরং॥ ৫৫॥
গণেশশ্চ দিনেশশ্চ মহেন্দ্রশ্চন্দ্রএব চ।
স্তোতুং নালং ধনেশশ্চ কিমন্যে জড়বুদ্ধয়ঃ॥ ৫৬॥
গুণাতীতমনূহঞ্চ কিং স্তৌমি নির্গুণং পরং।
ন পণ্ডিতো মহাশূরো ন শূরঃ ক্ষন্তুমর্হতি॥ ৫৭॥

স্বেচ্ছাময় বিভু। তুমি স্থূল হইতেও স্থূলতম এবং সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্মতম। ৫২॥

তুমি চিরকাল বিরাজমান রহিয়াছ। তোমা হইতে শ্রেষ্ঠ আর দ্বিতীয় নাই। তুমি প্রকৃতির অতীত ও পরমেশ্বর। তুমি কিছুতেই লিপ্ত নহ। কিছুতেই তোমার চেষ্টা নাই। তুমি সনাতন ভগবান। ৫৩॥

ভক্তগণ এইরূপে তোমার ধ্যান করিয়া তোমার লক্ষ্মীনিষেবিত চরণ কমলে সজল দূর্ব্বাও অক্ষত প্রদান করিতে উৎসুক হন। ৫৪॥

কি চারিবেদ, কি সুরস্বতী, কি অনন্তদেব, কি ব্রহ্মা, কি মহেশ্বর, কি গণেশ, কি দিনেশ, কি মহেন্দ্র, কি চন্দ্র, ইহারাই যখন তোমার স্তুতিবাদে অসমর্থ হন, তখন অন্যান্য জড়বুদ্ধি ব্যক্তিরা কিরূপে তোমার স্তুতিবাদে সমর্থ হইবে? ৫৫।৫৬॥

তুমি গুণাতীত, তুমি তর্কের অতীত। অতএব আমি কিরূপে তোমায় স্তব করিব। কি পণ্ডিত, কি শূর, কি মহাশূর কেহই যখন তোমার স্তুতিবাদে সমর্থ নহেন, তখন আমি কিরূপে তোমার স্তুতিবাদে সমর্থ হইব? অতএব প্রভো! আমায় ক্ষমা করুন। ৫৭॥

বলেস্তু স্তবনং শ্রুত্বা তমুবাচ জগৎপ্রভুঃ।
পরিপূর্ণতমঃ শ্রীমান্ ভক্তশ্চ ভক্তবৎসলঃ ॥ ৫৮ ॥

শ্রীভগবানুবাচ।

মাভৈর্ব্বৎস গৃহং গচ্ছ সুতলং রক্ষিতং ময়া।
মদ্বরেণ প্রসাদেন ত্বৎপুত্রোপ্যজরামরঃ ॥ ৫৯ ॥
দর্পহানিং করিষ্যামি তস্য মূর্খস্য দর্পিণঃ।
প্রহ্লাদায় বরো দত্তো ভক্তায় চ তপস্বিনে ॥ ৬০ ॥
মম বধ্যাশ্চ ত্বদ্বংশাশ্চেতি প্রীতেন মানসা।
তবপুত্রায় দাস্যামি জ্ঞানং মৃত্যুঞ্জয়ং পরং ॥ ৬১ ॥
ত্বয়া কৃতমিদং স্তোত্রং মম বেদোক্তমীপ্সিতং।
পুরা সনৎকুমারায় প্রদত্তং ব্রহ্মণা পুরা ॥ ৬২ ॥
সিদ্ধাশ্রমে পুণ্যতীর্থে প্রশস্তে সূর্য্যপর্ব্বণি।
গৌতমায় প্রদত্তঞ্চ স্বর্গমন্দাকিনীতটে ॥ ৬৩ ॥

তখন সেই পূর্ণতম ভক্তবৎসল জগৎপ্রভু শ্রীমান শ্রীকৃষ্ণ ভক্ততম দৈত্যবর বলির স্তুতিবাদ শ্রবণ করিয়া তাহাকে কহিতে লাগিলেন। ৫৮ ॥

বৎস! ভয় নাই, তুমি পাতালগৃহে গমন কর। আমি তোমার সুতল রক্ষা করিতেছি, আমার বরে ও অনুগ্রহে তোমার পুত্র অজর ও অমর হইবে। ৫৯ ॥

আমি কেবল সেই মূর্খতম দর্পীর দর্পচূর্ণ করিব। আমি পরম ভক্ত তপস্বী প্রহ্লাদকে বরপ্রদান করিয়াছি। আমি তোমার বংশাবলী বিনাশ করিব, কিন্তু প্রসন্ন মনে তোমার পুত্রকে মৃত্যুঞ্জয় জ্ঞান প্রদান করিব। ৬০।৬১॥

তুমি যে বেদবিহিত অভীষ্ট স্তোত্রে আমায় স্তব করিলে, পূর্ব্বে ব্রহ্মা সনৎকুমারকে এই স্তোত্র প্রদান করিয়াছিলেন। ৬২ ॥

তৎপরে একদা প্রশস্ত সূর্য্যগ্রহণ আরম্ভ হইলে স্বর্ণদী মন্দাকিনীর পবিত্র তীর্থ সিদ্ধাশ্রমে গৌতমকে ঐ স্তব প্রদান করেন। ৬৩ ॥

শঙ্করেণ চ শিষ্যায় ভক্তায় চ দয়ালুনা।
ব্রহ্মণে চ ত্বয়া দত্তং শিবায় বিরজাতটে ॥ ৬৪ ॥
ভৃগবে চ পুরা দত্তং কুমারেণ চ ধীমতা।
তচ্চ দাস্যামি বাণায় বাণস্তোষ্যত্যনেন মাং ॥ ৬৫ ॥
ইদং স্তোত্রং মহাপুণ্যমুপদিশ্য গুরোর্মুখাৎ।
ব্রতস্য পূজিতস্যাপি বস্ত্রভূষণচন্দনৈঃ ॥ ৬৬ ॥
সুস্নাতো যঃ পঠেন্নিত্যং পূজাকালে চ ভক্তিতঃ।
কোটিজন্মার্জ্জিতাৎ পাপান্মুচ্যতে নাত্রসংশয়ঃ ॥ ৬৭ ॥
বিপদাং খণ্ডনং স্তোত্রং কারণং সর্ব্বসম্পদাং।
বারণং দুঃখশোকানাং ভবাব্ধিঘোরতারণং ॥ ৬৮ ॥
খণ্ডনং গর্ভবাসানাং জরামৃত্যুহরং পরং।
বন্ধনানাঞ্চ রোগাণাং খণ্ডনং ভক্তমণ্ডনং ॥ ৬৯ ॥

আমি একদা বিরজাতটে ব্রহ্মা ও মহেশ্বরকে ঐ স্তব প্রদান করিলে, আবার পরম দয়ালু মহাদেব স্বীয় ভক্ততম শিষ্যকে উহা প্রদান করেন। ৬৪॥

ধীমান কুমার ঐ স্তব ভৃগুমুনিকে প্রদান করিয়াছিলেন। এক্ষণে সেই স্তব, আমি বাণকে প্রদান করিতেছি, বাণ উহাদ্বারা নিয়ত আমার স্তব করিবে। ৬৫ ॥

বস্ত্র, অলঙ্কার ও চন্দনাদি দ্বারা পূজা করিয়া গুরুদেবের মুখ হইতে যে ব্যক্তি মহাপুণ্যজনক এই স্তবের উপদেশ গ্রহণ করেন এবং প্রাতঃস্নান সমাপন করিয়া পূজাকালে ভক্তিপূর্ব্বক নিয়ত উহা পাঠ করেন, তিনি কোটি জন্মার্জ্জিত মহাপাতক হইতে বিমুক্ত হন, তাহাব আর সন্দেহ নাই। ৬৬।৬৭ ॥

এই স্তোত্র পাঠে বিপন্ন ব্যক্তির বিপদ বিনাশ এবং সম্পদকামীর সম্পদলাভ হয়। শোক দুঃখ দূরে পলায়ন করে। দুস্তর ভবসাগর অনায়াসে পার হওয়া যায়, আর গর্ভবাসজনিত যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না, জরা ও মৃত্যুর মৃত্যু হয়, রোগ ও বন্ধনভয় পলায়ন করে এবং ইহাই ভক্তের ভূষণ। ৬৮।৬৯ ॥

স স্নাতঃ সর্ব্বতীর্থেষু সর্ব্বযজ্ঞেষু দীক্ষিতঃ।
ব্রতী ব্রতেষু সর্ব্বেষু তপস্বী চ তপঃসু চ ॥ ৭০ ॥
স সত্যং সর্ব্বদানানাং ফলঞ্চ লভতে ধ্রুবং।
লক্ষধা স্তোত্রপাঠেন স্তোত্রসিদ্ধির্ভবেন্নৃণাং ॥ ৭১ ॥
সর্ব্বসিদ্ধিঞ্চ লভতে সিদ্ধস্তোত্রো ভবেদ্যদি।
ইহলোকে দেবতুল্যোপ্যন্তে যাতি হরেঃ পদং ॥ ৭২ ॥
ইত্যেবমুক্ত্বা কৃষ্ণশ্চ তত্র তস্থৌ জগৎপতিঃ।
বলিশ্চ নাথং নত্বা চ প্রফুল্লঃ স্বগৃহং যযৌ ॥ ৭৩ ॥
ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে বাণযুদ্ধে বলিকৃত স্তোত্রং নাম ঊনবিংশাধিক শততমোঽধ্যায়ঃ।

যে ব্যক্তি এই স্তব পাঠ করেন, তিনি সমস্ত তীর্থস্নানের, সমস্ত যজ্ঞানুষ্ঠানের, সমুদায় ব্রতপালনের, সর্ব্বপ্রকার তপস্যার ও সর্ব্বপ্রকার দানের ফললাভ করেন, তাহার আর সন্দেহ নাই। এই স্তোত্র লক্ষবার জপ করিলে লোক অনায়াসেই সিদ্ধিলাভ করিতে পারে। ৭০।৭১ ॥

একবার স্তোত্রসিদ্ধ হইলে আর কোন প্রকার সিদ্ধি অলব্ধ থাকে না। এমন কি সিদ্ধিস্তোত্র ব্যক্তি চরমে দেবত্ব লাভ করিয়া শ্রীহরির সালোক্য লাভ করিতে পারে। ৭২।৭৩ ॥

জগৎপতি শ্রীকৃষ্ণ এই কথা বলিয়া মৌনাবলম্বন করিলে, দৈত্যবর বলি তাঁহার চরণে প্রণাম করিয়া প্রফুল্লমনে স্বগৃহে প্রতিগমন করিলেন। ৭৪ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে বাণযুদ্ধে বলিকৃত স্তোত্র নামক ঊনবিংশধিক শততম অধ্যায় সম্পূর্ণ।

বিংশত্যধিক শততমোঽধ্যায়ঃ।

নারায়ণ উবাচ।

অথ কৃষ্ণশ্চ ভগবান্ উদ্ধবেন বলেন চ।
দূতং প্রস্থাপয়ামাস বিধায় মন্ত্রণাং শুভাং ॥ ১ ॥
শিবো গণপতির্যত্র দুর্গা দুর্গতিনাশিনী।
কার্ত্তিকেয়ো ভদ্রকালী চোগ্রচণ্ডা চ কোটরী ॥ ২
আগত্য নত্বা দূতশ্চ গণেশঞ্চ শিবং শিবাং।
মানবাংস্তানপি পূজ্যান্ সমুবাচ যথোচিতং ॥ ৩

দূত উবাচ।

বাণমাহ্বয়তে কৃষ্ণঃ সংগ্রামার্থং মহেশ্বর।
অথানিরুদ্ধমূষাঞ্চ গৃহীত্বা শরণং ব্রজ ॥ ৪ ॥
রণে নিমন্ত্রিতো যোহি ন যাতি ভয়কাতরঃ।
পরত্র নরকং যাতি সপ্তভিঃ পিতৃভিঃ সহ ॥ ৫ ॥

নারায়ণ কহিলেন, বৎস নারদ! অনন্তর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলদেব ও উদ্ধবের সহিত সুমন্ত্রণা করিয়া বাণের নিকট এক দূত প্রেরণ করিলেন। ১ ॥

অনন্তর দূত যে স্থানে মহেশ্বর, গণপতি, কার্ত্তিকেয়, দুর্গতিনাশিনী দুর্গা, ভদ্রকালী, উগ্রচণ্ডা ও কোটরী বিরাজ করিতেছিলেন, তথায় গমনপূর্ব্বক প্রত্যেকের চরণে প্রণাম এবং তত্রস্থিত প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণের যথোচিত সম্মাননা করিয়া যথাযথ বাক্যে কহিতে লাগিল। ২।৩ ॥

মহেশ্বর! শ্রীকৃষ্ণ যুদ্ধার্থ বাণকে আহ্বান করিতেছেন, অতএব দৈত্যপতি হয় যুদ্ধ করুন, না হয় অনিরুদ্ধ ও উষাকে সমভিব্যাহারে লইয়া কৃষ্ণের শরণাপন্ন হউন। ৪ ॥

যে ব্যক্তি সমরে আহূত হইয়া ভয়ে রণাঙ্গনে উপস্থিত না হয়, সে চরমে সাতপুরুষের সহিত নিরয়গামী হইয়া থাকে। ৫ ॥

দূতস্য বচনং শ্রুত্বা সভামধ্যে যথোচিতং।
উবাচ পার্ব্বতী দেবী স্বয়ং শঙ্করসন্নিধৌ ॥ ৬ ॥

পার্ব্বত্যুবাচ।

গচ্ছ বাণ মহাভাগ গৃহীত্বা বরকন্যকাং।
সর্ব্বস্বং যৌতুকং দত্বা শ্রীকৃষ্ণং শরণং ব্রজ ॥ ৭ ॥
সর্ব্বেষামীশ্বরং বীজং দাতারং সর্ব্বসম্পদাং।
বরং বরেণ্যং শরণং কৃপালুং ভক্তবৎসলং ॥ ৮ ॥
পার্ব্বতীবচনং শ্রুত্বা তামূচুস্তে সুরেশ্বরাঃ।
প্রশসংসুঃ সভামধ্যে ধন্যাসীত্যেবমেব চ ॥ ৯ ॥
কোপাগতশ্চ বাণোঽয়মুত্তস্থৌ সহসা সুরঃ।
সান্নাহিকো ধনুষ্পাণিঃ প্রণম্য শঙ্করং যযৌ ॥ ১০ ॥

দেবী পার্ব্বতী সভামধ্যে দূতের ঈদৃশ বাক্যবিন্যাস শ্রবণে মহাদেবের সমক্ষেই যথোচিত বচনে কহিতে লাগিলেন। ৬ ॥

মহাভাগ বাণ! আমি এখনও বলিতেছি, তুমি শ্রীকৃষ্ণ হস্তে বরকন্যা সমর্পণ পূর্ব্বক যথাসর্ব্বস্ব যৌতুক প্রদান করিয়া তাঁহার শরণাগত হও। ৭ ॥

তিনি সর্ব্বেশ্বর, তিনি সকলের বীজ, তিনি সকল প্রকার সম্পত্তির দাতা, তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তিনি বরেণ্য, তিনি শরণ্য, তিনি কৃপালু এবং তিনি ভক্তবৎসল ৮ ॥

পার্ব্বতীর বচন শ্রবণ করিয়া সেই সুরসভা একবাক্যে তাঁহার প্রশংসাবাদ করিয়া বলিয়া উঠিল, পার্ব্বতি! আপনিই ধন্য। ৯ ॥

তখন অসুরেশ্বর বাণ কোপে প্রজ্বলিত হইয়া সহসা সভামধ্য হইতে গাত্রোত্থান করিল এবং সন্নাহ ধারণপূর্ব্বক শরাসনহস্তে শঙ্করের চরণে প্রণিপাত করিয়া সমরপ্রয়াণে সমুদ্যত হইল। ১০ ॥

সর্ব্বৈর্নিষিধ্যমানশ্চ কম্পিতো রক্তলোচনঃ।
সান্নাহিকাশ্চ দৈত্যানাং ত্রিকোট্য মহাবলাঃ ॥ ১১ ॥
কুম্ভাণ্ডঃ কূপকর্ণশ্চ নিকুম্ভঃ কুম্ভএব চ।
সেনাপতীশ্বরাশ্চৈতে যযুঃ সান্নাহিকাস্তথা ॥ ১২ ॥
উন্মত্তভৈরবশ্চৈব সংহারভৈরবস্তথা।
অসিতাঙ্গো ভৈরবশ্চ রুরুভৈরব এব চ ॥ ১৩ ॥
মহাভৈরসজ্ঞশ্চ কালভৈরবসজ্ঞকঃ।
প্রচণ্ডভৈরবশ্চৈব ক্রোধভৈরব এব চ ॥ ১৪ ॥
প্রযযুঃ শক্তিভিঃ সার্দ্ধং সর্ব্বে সান্নাহিকাশ্চ তে।
কালাগ্নিরুদ্রো ভগবান্ রুদ্রৈঃ সান্নাহিকা যযৌ ॥ ১৫ ॥
উগ্রচণ্ডা চ প্রচণ্ডা চণ্ডিকা চণ্ডনায়িকা।
চণ্ডেশ্বরী চ চামুণ্ডা চণ্ডী চণ্ডকপালিকা।
অষ্টৌ চ নায়িকাঃ সর্ব্বাঃ প্রযযুঃ খর্পরান্বিতাঃ ॥ ১৬ ॥

সকলেই তাহাকে নিষেধ করিতে লাগিল, কিন্তু তাহার কলেবর ক্রোধে কম্পান্বিত এবং লোচনদ্বয় রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। সেই সঙ্গে সঙ্গে তিন কোটি দৈত্য সুসজ্জিত হইল। ১১ ॥

তখন কুম্ভাণ্ড, কূপকর্ণ, নিকুম্ভ ও কুম্ভ এই চারিজন সেনাপতিও সুসজ্জিত হইয়া যুদ্ধার্থ যাত্রা করিল। ১২ ॥

তখন উন্মত্তভৈরব, সংহারভৈরব, অসিতাঙ্গভৈরব, রুরুভৈরব, মহাভৈরব, কালভৈরব, প্রচণ্ডভৈরব ও ক্রোধভৈরব এই অষ্টভৈরব সন্নাহ ধারণ করিয়া স্বীয় স্বীয় শক্তির সহিত সমরে যাত্রা করিলেন। ১৩।১৪ ॥

কালাগ্নি স্বরূপ ভগবান্ রুদ্রদেব অন্যান্য রুদ্রগণের সহিত সুসজ্জিত হইয়া যুদ্ধার্থ বহির্গত হইলেন। ১৫ ॥

উগ্রচণ্ডা, প্রচণ্ডা, চণ্ডিকা, চন্দনায়িকা, চণ্ডেশ্বরী, চামুণ্ডা, চণ্ডী ও চণ্ডকপালিকা এই অষ্ট নায়িকা খর্পর হস্তে করিয়া যাত্রা করিলেন। ১৬ ॥

কোটরী রত্নযানস্থা শোণিতগ্রামদেবতা।
প্রযযৌ সা প্রফুল্লাস্যা খড়্গখর্পরধারিণী ॥ ১৭ ॥
ইন্দ্রাক্ষী বৈষ্ণবী শান্তা ব্রহ্মাণী ব্রহ্মবাদিনী।
কৌমারী নারসিংহী চ বারাহী বিকটাকৃতিঃ ॥ ১৮ ॥
মাহেশ্বরী মহামায়া ভৈরবী ভীমরূপিণী।
অষ্টৌ চ শক্তয়ঃ সর্ব্বা রথস্থাঃ প্রযযুর্ম্মুদা ॥ ১৯ ॥
রত্নেন্দ্রসারযানস্থা প্রযযৌ ভদ্রকালিকা।
রক্তবর্ণত্রিনয়না জিহ্বাললনভীষণা।
শূলশক্তিগদাহস্তা খড়্গখর্পরধারিণী ॥ ২০ ॥
প্রযযৌ শূলহস্তশ্চ বৃষভস্থো মহেশ্বরঃ।
স্কন্দশ্চ রত্নযানস্থঃ শস্ত্রপাণির্দ্ধনুর্দ্ধরঃ।
এবঞ্চ প্রযযুঃ সর্ব্বে গণেশং পার্ব্বতীং বিনা ॥ ২১ ॥
এভির্যুক্তং মহাদেবং দৃষ্ট্বা চ ভদ্রকালিকাং।
প্রচক্রে চক্রপাণিশ্চ সংভাষাঞ্চ যথোচিতাং ॥ ২২ ॥

শোণিতপুরের গ্রাম্যদেবী কোটরী, খড়্গ ও খর্পর ধারণপূর্ব্বক রত্নময় যানে আরোহণ করিয়া প্রফুল্ল বদনে সমরে যাত্রা করিলেন। ১৭ ॥

ইন্দ্রাণী, শান্তপ্রকৃতি বৈষ্ণবী, ব্রহ্মবাদিনী ব্রহ্মাণী, কৌমারী, নারসিংহী, বিকটাকৃতি বারাহী, মহামায়যুক্তা মহেশ্বরী এবং ভীষণরূপিণী ভৈরবী এই অষ্ট শক্তি রথারোহণে মহানন্দে যাত্রা করিলেন। ১৮।১৯ ॥

ভদ্রকালী, যাঁহার লোচনত্রয় লোহিতবর্ণ, জিহ্বা লোল এবং দেখিতে অতি ভীষণ, সেই ভদ্রকালীও শূল, শক্তি, গদা, খড়্গ ও খর্পর হস্তে করিয়া উৎকৃষ্ট রত্নবিনির্ম্মিত রথে আরোহণ পূর্ব্বক যুদ্ধার্থ বহির্গত হইলেন। ২০ ॥

মহেশ্বর শূলহস্তে বৃষভবাহনে এবং কার্ত্তিকেয় শর ও শরাসন ধারণপূর্ব্বক রত্ননির্ম্মিত রথে আরোহণ করিয়া প্রস্থান করিলেন। পার্ব্বতী ও গণপতি ব্যতীত সমস্ত সৈন্যই এইরূপে সুসজ্জিত হইয়া যুদ্ধার্থ বহির্গত হইল। ২১ ॥

চক্রপাণি কৃষ্ণ মহেশ্বর ও ভদ্রকালীকে এই সকল সৈন্যে পরিবেষ্টিত দেখিয়া যথোচিত তিরস্কার করিতে লাগিলেন। ২২ ॥

বাণঃ শঙ্খধ্বনিং কৃত্বা প্রণম্য পার্ব্বতীশ্বরং।
ধনুর্দ্দধার সগুণং দিব্যাস্ত্রেণ নিযোজিতং॥ ২৩॥
রণে সমুদ্যতং বাণং দৃষ্ট্বা চ সাত্যকীশ্বরঃ।
নিষিধ্যমানস্তৈঃ সর্ব্বৈঃ সন্নাহী প্রযযৌ মুদা॥ ২৪॥
বাণশ্চিক্ষেপ দিব্যাস্ত্রং মঞ্জনং নাম নারদ।
অব্যর্থং গ্রীষ্মমধ্যাহ্নমার্ত্তণ্ডাভং সুতীক্ষ্ণকং॥ ২৫॥
দৃষ্টাস্ত্রং সাত্যকিঃ সাক্ষাৎ কিঞ্চিন্নম্রো বভূব সঃ।
কেশান্ দগ্ধা চ প্রযযৌ নভোমধ্যং সুদারুণং॥ ২৬॥
বহ্নিং চিক্ষেপ বাণশ্চ সাত্যকির্ব্বারুণেন চ।
প্রজ্বলন্তং তালমানং নির্ব্বাণঞ্চ চকার সঃ॥ ২৭॥
চিক্ষেপ বারুণং বাণঃ প্রচণ্ডো ঘোরমুজ্জ্বলং।
চিচ্ছেদ সাত্যকিশ্চৈব পার্জ্জন্যেনাবলীলয়া॥ ২৮॥

তখন দৈত্যবর বাণ মহাদেবকে প্রণাম ও শঙ্খধ্বনি করিয়া শরাসনে জ্যারোপণ পূর্ব্বক দিব্যাস্ত্র যোজনা করিল। ২৩॥

সন্নাহধারী সাত্যকি বাণকে সমরোদ্যত সন্দর্শন করিবামাত্র, যদিও সকলে তাঁহাকে নিবারণ করিতে লাগিলেন, তথাপি তিনি পরমানন্দে সমরে সম্মুখীন হইলেন। ২৪॥

ঐ সময় বাণ গ্রীষ্মকালীন মধ্যাহ্নসূর্য্যের ন্যায় দীপ্যমান অতি তীক্ষ্ণ মঞ্জন নামে এক অমোঘ দিব্যাস্ত্র প্রয়োগ করিল। ২৫॥

সাত্যকি সেই অস্ত্র দর্শনে মস্তক অবনত করিলেন। কিন্তু সেই ভীষণ মঞ্জনাস্ত্র সাত্যকির কেশ সকল দগ্ধ করত আকাশমার্গে চলিয়া গেল। ২৬॥

তাহার পর বাণ অগ্নিবৃষ্টি আরম্ভ করিলে সেই অগ্নিশিখা তালপ্রমাণ হইয়া প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তখন সাত্যকি বরুণাস্ত্র নিক্ষেপে অগ্নি নির্ব্বাণ করিয়া ফেলিলেন। ২৭॥

তাহার পর বাণ রোষভরে ঘোরতর বারুণবাণ নিক্ষেপ করিল, কিন্তু সাত্যকি কর্তৃক পার্জ্জন্যাস্ত্র নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র বারুণাস্ত্র নিবারিত হইল। ২৮॥

নারায়ণাস্ত্রং চিক্ষেপ বাণশ্চ রণমূর্দ্ধনি।
সাত্যকির্দ্দণ্ডবদ্ভূমৌ পপাতার্জ্জুনশিক্ষয়া ॥ ২৯ ॥
মাহেশ্বরং প্রচিক্ষেপ বাণঃ শস্ত্রবিদাম্বরঃ।
সাত্যকির্বৈষ্ণবাস্ত্রেণ প্রচিচ্ছেদাবলীলয়া ॥ ৩০ ॥
ব্রহ্মাস্ত্রঞ্চাপি চিক্ষেপ বাণশ্চ রণমূর্দ্ধনি।
ক্ষণঞ্চকার নির্ব্বাণং ব্রহ্মাস্ত্রেণ চ সাত্যকিঃ ॥ ৩১ ॥
নাগাস্ত্রঞ্চ প্রচিক্ষেপ বাণো বাণবিশারদঃ।
সাত্যকির্গারুড়েনৈব সংজহার ক্ষণেন চ ॥ ৩২ ॥
জগ্রাহ শূলমব্যর্থং শঙ্করস্য সুদারুণং।
তুষ্টাব সাত্যকির্দ্দুর্গাং গলে মাল্যং বভূব হ ॥ ৩৩ ॥
জগ্রাহ ধনুষা বাণো বাণং পাশুপতং তথা।
বাণং সবাণং জৃম্ভঞ্চ সাত্যকিশ্চ চকার হ ॥ ৩৪ ॥

তখন দৈত্যবর বাণ নারায়ণাস্ত্র নিক্ষেপ করিল। সাত্যকি নারায়ণাস্ত্র দর্শনে সেই সমরাঙ্গণে দণ্ডবৎ নিপতিত হইলেন। ২৯ ॥

অনন্তর অস্ত্রবিদগ্রগণ্য বাণ মাহেশ্বরাস্ত্র নিক্ষেপ করিলে সাত্যকি বৈষ্ণবাস্ত্র নিক্ষেপে অবলীলাক্রমে সেই বাণবিক্ষিপ্ত অস্ত্র ছেদন করিয়া ফেলিলেন। ৩০ ॥

তাহার পর বাণ ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করিল। সাত্যকিও ব্রহ্মাস্ত্র বিক্ষেপে ক্ষণকালের মধ্যে সেই অস্ত্র নির্ব্বাণ করিয়া ফেলিলেন। ৩১ ॥

তদ্দর্শনে বাণ বিশারদ দৈত্যবর নাগাস্ত্র নিক্ষেপ করিল। কিন্তু সাত্যকির গরুড় বাণে ক্ষণকালের মধ্যে সে নাগাস্ত্র অদৃশ্য হইয়া পড়িল। ৩২ ॥

তখন বাণদৈত্য শঙ্করের অমোঘ সুদারুণ শূলাস্ত্র গ্রহণ করিলে, সাত্যকি দুর্গতিনাশিনী দুর্গাকে স্তব করিতে লাগিলেন, অমনি বাণের শূলাস্ত্র সাত্যকির গলদেশে মালার ন্যায় বিরাজমান হইয়া উঠিল। ৩৩ ॥

তখন বাণ শরাসনে পাশুপতাস্ত্র যোজনা করিলে, সাত্যকি জৃম্ভণাস্ত্র

বাণং তং জৃম্ভিতং দৃষ্টা কার্ত্তিকেয়ো মহাবলঃ।
অর্দ্ধচন্দ্রঞ্চ চিক্ষেপ কামশ্চিচ্ছেদ লীলয়া॥ ৩৫॥
গদাং চিক্ষেপ স্কন্দশ্চ শতসূর্য্যসমপ্রভাং।
বৈষ্ণবাস্ত্রেণ কামশ্চ সপ্তখণ্ডং চকার সঃ॥ ৩৬॥
স্কন্দঃ শক্তিঞ্চ চিক্ষেপ প্রলয়াগ্নিসমপ্রভাং।
কামো নারায়ণাস্ত্রেণ নির্ব্বাণঞ্চ চকার তাং॥ ৩৭॥
ব্রহ্মাস্ত্রঞ্চ প্রচিক্ষেপ কার্ত্তিকো রণমূর্দ্ধনি।
ব্রহ্মাস্ত্রেণাপি কামশ্চ নির্ব্বাণঞ্চ চকার সঃ॥ ৩৮॥
নারায়ণাস্ত্রং স্কন্দশ্চ চিক্ষেপ ত্বরয়া তু সঃ।
পপাত দণ্ডবদ্ভূমৌ প্রদ্যুম্নঃ কৃষ্ণশিক্ষয়া॥ ৩৯॥
জগ্রাহ কার্ত্তিকঃ কোপাদ্দিব্যং পাশুপতং মুদা।
নিদ্রাস্ত্রেণাপি মদনো নিদ্রিতঞ্চ চকার তং॥ ৪০॥

নিক্ষেপ করিলেন। দৈত্যবর অমনি তৎক্ষণাৎ সেই শরহস্তেই নিদ্রিত হইয়া পড়িল। ৩৪॥

বাণ নিদ্রিত হইল দেখিয়া মহাবল কার্ত্তিকেয় কন্দর্পের উপর অর্দ্ধচন্দ্র বাণ নিক্ষেপ করিলেন। কামদেব অবলীলাক্রমে স্বীয় শরদ্বারা কুমার-বিক্ষিপ্ত সেই অর্দ্ধচন্দ্র বাণ অবলীলাক্রমে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। ৩৫॥

তখন কার্ত্তিকেয় শতসূর্য্যের ন্যায় প্রভাবান এক গদাস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। কামদেব বৈষ্ণবাস্ত্র বিক্ষেপ দ্বারা সেই গদা সপ্তখণ্ড করিয়া দিলেন। ৩৬॥

স্কন্দ প্রলয়াগ্নির ন্যায় সমুজ্জ্বল এক শক্তি বিক্ষেপ করিলেন। কন্দর্প নারায়ণাস্ত্র নিক্ষেপ করিয়া একেবারে তাহা নির্ব্বাণ করিয়া ফেলিলেন। ৩৭॥

তখন কার্ত্তিকেয় ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন, কিন্তু কামবিক্ষিপ্ত ব্রহ্মাস্ত্রে সে অস্ত্র অমনি নির্ব্বাণ হইয়া গেল। ৩৮॥

তদ্দর্শনে কার্ত্তিক সত্বর নারায়ণাস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। তখন প্রদ্যুম্ন কৃষ্ণশিক্ষিত শিক্ষানৈপুণ্যে অমনি দণ্ডবৎ ভূতলে নিপতিত হইলেন। ৩৯॥

কার্ত্তিকং নিদ্রিতং দৃষ্ট্বা বাণঞ্চ জৃম্ভিতং তথা।
কোপাৎ কামঞ্চ সরথং জগ্রাস ভদ্রকালিকা ॥ ৪১ ॥
ক্রোড়ে কৃত্বা চ বাণঞ্চ স্কন্দঞ্চ জগতাং প্রসূঃ।
রণস্থলাচ্চ প্রযযৌ যত্রৈব পার্ব্বতী সতী ॥ ৪২ ॥
কার্ত্তিকং বোধয়ামাস বাণং সুস্থঞ্চকার সা।
সহসা সরথঃ কামো নাসারন্ধ্রেণ বর্ত্মনা।
বহির্ব্বভূব সংত্রস্তো প্রযযৌচ রণস্থলম্ ॥ ৪৩ ॥
দৃষ্ট্বা কামঞ্চ সরথং জহসুর্যাদবাস্তথা।
সর্ব্বে শৈবাশ্চ তত্রৈব শুষ্ককণ্ঠভয়ানকাঃ ॥ ৪৪ ॥
অথ বাণঃ পুনঃ ক্রুদ্ধো রথমারুহ্য কোপতঃ।
কার্ত্তিকেয়শ্চ ভগবান্ যুদ্ধায় পুনরাগতঃ ॥ ৪৫ ॥

তখন কুমার রোষভরে দিব্য পাশুপতাস্ত্র যোজনা করিলে, মদন নিদ্রাস্ত্র প্রয়োগে তাঁহাকে নিদ্রিত করিয়া ফেলিলেন। ৪০ ॥

রণস্থলে কার্ত্তিকেয় ও দৈত্যবর বাণ নিদ্রিত হইল দেখিয়া ভদ্রকালীর রোষের উদ্রেক হইল। তিনি রথের সহিত কন্দর্পকে বদনবিবরে প্রবেশিত করিলেন। এবং সেই জগজ্জননী কুমার ও বাণকে ক্রোড়ে লইয়া পার্ব্বতীর নিকট প্রস্থান করিলেন। ৪১।৪২ ॥

তথায় উপস্থিত হইয়া কুমারের চৈতন্য সম্পাদন এবং বাণকে সুস্থ করিয়া রথের সহিত কন্দর্পকে নাসারন্ধ্র দিয়া নিঃসারিত করিয়া দিলেন। কাম বহির্গত হইবামাত্র সভয়ে পুনর্ব্বার রণস্থলে উপস্থিত হইল দর্শন করিয়া যাদবগণ আর হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলেন না। এদিকে শিবপক্ষীয় সকলেই শুষ্ককণ্ঠ ও বিত্রস্ত হইয়া উঠিল। ৪৩,৪৪ ॥

অনন্তর দৈত্যবর বাণ ও কার্ত্তিকেয় ক্ষণবিলম্বে সুস্থ হইয়া পুনরায় মহাকোপে রথারোহণ পূর্ব্বক রণস্থলে সমুপস্থিত হইলেন। ৪৫ ॥

বাণঃ পঞ্চশরাংশ্চৈব চিক্ষেপ রণমূর্দ্ধনি।
অর্দ্ধচন্দ্রেণ চিচ্ছেদ বলদেবো মহাবলঃ ॥ ৪৬ ॥
রথং বভঞ্জ বাণস্য লাঙ্গলেন চ লাঙ্গলী।
জঘান সূতমশ্বাংশ্চ মুষলেনাবলীলয়া ॥ ৪৭ ॥
ছেত্তুমুদ্যমং কুর্ব্বন্তং হলিনঞ্চ মহাবলং।
কালাগ্নিরুদ্রো ভগবান্ বারয়ামাস লীলয়া ॥ ৪৮ ॥
রথং কালাগ্নিরুদ্রস্য বভঞ্জ লাঙ্গলী রুষা।
হলেন সূতমশ্বাংশ্চ জঘান রণমূর্দ্ধনি ॥ ৪৯ ॥
কালাগ্নিরুদ্রঃ কোপেন প্রজ্বলন্ জ্বরমুল্বনং।
বভূবুর্যাদবাঃ সর্ব্বে জ্বরাক্রান্তা হরিং বিনা ॥ ৫০ ॥
তং দৃষ্ট্বা ভগবান্ কৃষ্ণঃ সসর্জ্জ বৈষ্ণবং জ্বরং।
তং চিক্ষেপ জ্বরং হন্তুং মহেশং রণমূর্দ্ধনি ॥ ৫১ ॥

আগতিমাত্র বাণ বলদেবের প্রতি পাঁচ বাণ নিক্ষেপ করিল। মহাবল বলদেব তৎক্ষণাৎ অর্দ্ধচন্দ্র শরে সে শর ছেদন করিয়া ফেলিলেন। ৪৬ ॥

তাহার পর লাঙ্গলাস্ত্র প্রহারে তাহার রথ ভগ্ন করিয়া মুষলাস্ত্র প্রহারে অবলীলায় তাহার অশ্ব ও সারথিকে শমন সদনে প্রেরণ করিলেন। ৪৭ ॥

অনন্তর বাণকে বিনাশ করিতে উদ্যত হইলে, কালাগ্নি নামক ভগবান্ রুদ্রদেব অবলীলাক্রমে তাঁহাকে নিবারণ করিলেন। ৪৮ ॥

তখন হলধর মহাকোপে হলাস্ত্র প্রহারে রুদ্রদেবের রথ চূর্ণ করিয়া পরে তাঁহার অশ্ব ও সারথিকে সংহার করিলেন। ৪৯ ॥

তদ্দর্শনে রুদ্রদেব কোপে প্রজ্বলিত হইয়া বিনাশকর জ্বরের সৃষ্টি করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত আর সমস্ত যাদবসৈন্য সেই জ্বরে আক্রান্ত হইয়া। ৫০

তখন ভগবান কৃষ্ণ তদ্দর্শনে বৈষ্ণব জ্বরের সৃষ্টি করিলেন, এবং রুদ্রদেবকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত সমরাঙ্গণে সেই বৈষ্ণব জ্বরের চালনা করিলেন। ৫১ ॥

বভূব জ্বরয়োর্যুদ্ধং মুহূর্ত্তমতিদারুণং।
বৈষ্ণবজ্বরনিক্রান্তো রণমূর্দ্ধ্নি পপাত সঃ।
পরং বভূব নিশ্চেষ্টস্তুষ্টাব মাধবং পুনঃ॥ ৫২॥

জ্বর উবাচ।

প্রাণান্ রক্ষ জগন্নাথ ভক্তানুগ্রহবিগ্রহ।
ত্বমাত্মা পুরুষঃ পূর্ণঃ সর্ব্বত্র সমতা তব॥ ৫৩॥
জ্বরস্য বচনং শ্রুত্বা সংজহার স্বকং জ্বরং।
মাহেশ্বরোজ্বরো ভীতো রণাদেব হি নির্যযৌ॥ ৫৪॥
বাণশ্চ পুনরাগত্য বাণানাঞ্চ সহস্রকং।
চিক্ষেপ মন্ত্রপূতঞ্চ প্রলয়াগ্নিশিখোপমং॥ ৫৫॥
ফাল্গুণঃ শরজালেন বারয়ামাস লীলয়া।
চিক্ষেপ শক্তিং বাণশ্চ তীক্ষ্ণসূর্য্যসমপ্রভাং।
চিচ্ছেদ লীলয়া তাঞ্চ সব্যসাচী মহাবলঃ॥ ৫৬॥

মুহূর্ত্তকাল রুদ্রজ্বর ও বৈষ্ণবজ্বরে ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। রুদ্রজ্বর বৈষ্ণবজ্বরে আক্রান্ত হইবামাত্র রণস্থলে নিপতিত ও নিশ্চেষ্ট হইল। কিন্তু ক্ষণবিলম্বেই সংজ্ঞালাভ করিয়া মাধবকে স্তব করিয়া বলিতে লাগিল। ৫২॥

হে ভক্তজনের প্রতি অনুগ্রহার্থ শরীর ধারিন্! হে জগন্নাথ! আমার প্রাণ রক্ষা কর। তুমি সকলের আত্মারূপী পূর্ণতম পুরুষ, সকলের প্রতি তোমার স্নেহ সমান। ৫৩॥

তখন শ্রীকৃষ্ণ রুদ্রজ্বরের বচন শ্রবণ করিয়া স্বীয় জ্বরকে সংহার করিলে রুদ্রজ্বর ভীত হইয়া রণস্থল হইতে প্রস্থান করিল। ৫৪॥

পরে দৈত্যবর পুনরায় সমরাঙ্গণে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক মন্ত্রপূত করিয়া প্রলয়াগ্নি-শিখাসদৃশ সহস্র শর অর্জ্জুনের প্রতি বিক্ষেপ করিল। ৫৫॥

অর্জ্জুন স্বীয় শরজালে অবলীলাক্রমে সেই বাণবৃষ্টি নিবারণ করিলেন

স জগ্রাহ পাশুপতং শতসূর্য্যসমপ্রভং।
অব্যর্থমতিঘোরঞ্চ বিশ্বসংহারকারণং ॥ ৫৭ ॥
তং দৃষ্ট্বা চক্রপাণিশ্চ চক্রং চিক্ষেপ দারুণং।
হস্তানাঞ্চ সহস্রঞ্চ সপাশুপতমুল্বনং।
চিচ্ছেদ রথমধ্যে চ পপাতাচলসংঘবৎ ॥ ৫৮ ॥
শস্ত্রং পাশুপতঞ্চৈব যযৌ পশুপতেঃ করং।
অব্যর্থং দারুণং লোকে প্রলয়াগ্নিশিখোপমং ॥ ৫৯ ॥
বাণরক্তসমূহেন বভূব চ মহাহ্রদঃ।
বাণঃ পপাত নিশ্চেষ্টো ব্যথিতো হতচেতনঃ ॥ ৬০ ॥

তাহার পর বাণ প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডের প্রভার ন্যায় সমুজ্জ্বল ঘোরতর এক শক্তি নিক্ষেপ করিল। মহাবল পরাক্রান্ত সব্যসাচী অনায়াসে তাহাও ছেদন করিয়া ফেলিলেন। ৫৬ ॥

তখন দৈত্যবর শতসূর্য্যের ন্যায় প্রভাবান্ বিশ্বসংহারে সমর্থ অমোঘ ঘোরতর এক পাশুপতাস্ত্র গ্রহণ করিল। ৫৭ ॥

তদ্দর্শনে চক্রপাণি কৃষ্ণ নিদারুণ চক্রাস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। সেই চক্রে পাশুপতাস্ত্রের সহিত দৈত্যরাজের বিনাশকর সহস্র বাহু বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল, দৈত্যবর অচলসমূহের ন্যায় রথোপরি নিপতিত হইল। ৫৮ ॥

যে অমোঘ, প্রলয়কালের অগ্নিশিখার ন্যায় নিদারুণ পাশুপত অস্ত্র, দৈত্যবরের করে অবস্থিত ছিল, সেই অস্ত্র পুনরায় পশুপতির নিকট গমন করিল। ৫৯ ॥

দৈত্যরাজের হস্ত ছেদনে এত শোণিতস্রাব হইল যে, তাহাতে ক্রমশঃ প্রকাণ্ড এক রক্তহ্রদ প্রস্তুত হইয়া উঠিল। বাণ সেই ব্যথায় বিচেতন ও স্পন্দহীন হইয়া নিপতিত রহিল। ৬০ ॥

তত্রাজগাম ভগবান্ মহাদেবো জগদ্গুরুঃ।
রুরোদাগত্য মোহেন বাণং কৃত্বা স্ববক্ষসি ॥ ৬১ ॥
শিবাশ্রুপতনেনৈব সংবভূব সরোবরঃ।
চেতনং কারয়ামাস করুণাসাগরঃ প্রভুঃ।
বাণং গৃহীত্বা প্রযযৌ যত্র দেবো জনার্দ্দনঃ ॥ ৬২ ॥
পদ্মপদ্মার্চ্চিতে পাদপদ্মে বাণং সমর্প্য চ।
তুষ্টাব জগতাং নাথং ভক্তেশং চন্দ্রশেখরঃ।
বলিনা চ স্তুতং যেন বেদোক্তেন চ তেন চ ॥ ৬৩ ॥
হরির্মৃত্যুঞ্জয়ং জ্ঞানং দদৌ বাণায় ধীমতে।
করপদ্মং দদৌ গাত্রে তঞ্চকারাজরামরং।
বাণঃ স্তোত্রেণ তুষ্টাব ভক্ত্যা বলিকৃতেন চ ॥ ৬৪ ॥
বরং কন্যাং সমানীয় রত্নভূষণভূষিতাং।
প্রদদৌ হরয়ে ভক্ত্যা তত্রৈব দেবসংসদি ॥ ৬৫ ॥

অনন্তর জগৎগুরু ভগবান মহাদেব তথায় উপস্থিত হইলেন এবং বাণকে বক্ষে করিয়া মহামায়াবশে রোদন করিতে লাগিলেন। ৬১ ॥

মহাদেবের অশ্রুপাতে সরোবর পরিকল্পিত হইল। করুণাসাগর ভূতনাথ বহুযত্নে বাণকে সচেতন করিলেন এবং তাহাকে লইয়া জনার্দ্দন শ্রীকৃষ্ণের সমীপে সমুপস্থিত হইলেন। ৬২ ॥

অনন্তর চন্দ্রশেখর বাণকে শ্রীকৃষ্ণের কমলাসেবিত চরণকমলে সমর্পণ করিয়া সেই ভক্তজনপ্রভু জগন্নাথকে, বলি যে বেদবিহিত স্তোত্রে স্তব করিয়াছিলেন, সেই স্তোত্রে স্তব করিতে লাগিলেন। ৬৩ ॥

তখন শ্রীহরি, ধীমান বাণকে মৃত্যুঞ্জয় জ্ঞান প্রদান পূর্ব্বক তাহার গাত্রে হস্তাবর্ত্তন করিয়া তাহাকে অজর ও অমর করিলেন। বাণও বলিকৃত স্তবে তাঁহার স্তুতিপাঠ করিতে লাগিল। ৬৪ ॥

অনন্তর বরকন্যাকে রত্নময় ভূষণে বিভূষিত করিয়া সেই সুরসমাজ মধ্যে আনয়ন পূর্ব্বক শ্রীহরির চরণে সমর্পণ করিল। ৬৫ ॥

গজেন্দ্রাণাং পঞ্চলক্ষমশ্বানাস্তু চতুর্গুণং।
দাসীনাঞ্চ সহস্রঞ্চ রত্নভূষণভূষিতং ॥ ৬৬ ॥
সহস্রং কামধেনূনাং বৎসযুক্তঞ্চ সর্ব্বদং।
মাণিক্যানাঞ্চ মুক্তানাং রত্নানাং শতলক্ষকং ॥ ৬৭ ॥
মণীন্দ্রাণাং হীরকানাং শতলক্ষ মনোহরং।
জলভোজনপাত্রাণি সুবর্ণনির্ম্মিতানি চ ॥ ৬৮ ॥
সহস্রাণি দদৌ তস্মৈ ভক্তিনম্রাত্মকন্ধরঃ।
বরাণি সূক্ষ্মবস্ত্রাণি বহ্নিশুদ্ধাংশুকানি ॥ ৬৯ ॥
দদৌ সর্ব্বাণি বাণশ্চ স্বভক্ত্যা শঙ্করাজ্ঞয়া।
তাম্বূলানাং মধূনাঞ্চ পূর্ণপাত্রাণি নারদ।
সহস্রাণি দদৌ ভক্ত্যা বরাণি বিবিধানি চ ॥ ৭০ ॥
কন্যাং সমর্পয়ামাস পাদপদ্মে হরেরপি।
রুরোদোচ্চৈঃ স্বভক্ত্যা চ পরীহারং চকার সঃ ॥ ৭১ ॥
কৃষ্ণস্তস্মৈ বরং দত্বা বেদোক্তঞ্চ শুভাশিষং।
শঙ্করানুমতেনৈব প্রযযৌ দ্বারকাং পুরীং ॥ ৭২ ॥

পাঁচ লক্ষ হস্তী, তাহার চতুর্গুণ অশ্ব, রত্নময় অলঙ্কারে অলঙ্কৃত সহস্র দাসী, বৎস সহিত অভীষ্টদানে সমর্থ সহস্র কামধেনু, শতলক্ষ মুক্তা, মাণিক্য, রত্ন ও উৎকৃষ্ট হীরকমণি, সুবর্ণনির্ম্মিত সহস্র সহস্র পানপাত্র ও ভোজন পাত্র, অগ্নির ন্যায় উজ্জ্বলবর্ণ সূক্ষ্ম উৎকৃষ্ট বস্ত্র সকল, তাম্বুলপূর্ণ তাম্বুল পাত্র, মধুপূর্ণ মধুপাত্র এবং অন্যান্য নানাবিধ বস্তু সকল কৃষ্ণকে সমর্পণ করিলেন। শঙ্করের অনুমতিক্রমে যখন এই সমস্ত বস্তু দান করে, তখন বাণের গ্রীবাদেশ ভক্তিভরে অবনত হইল। ৬৬।৬৭।৬৮।৬৯।৭০ ॥

বাণ শ্রীহরির পাদপদ্মে কন্যা সমর্পণ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন এবং স্বীয় অপরাধের নিমিত্ত ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিল। ৭১ ॥

তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে শুভাশীর্ব্বাদ প্রয়োগ করিয়া বেদবিধানানু-

গত্বা কন্যাং নবোঢ়ান্তাং বাণস্যাপি মহাত্মনঃ।
রুক্মিণ্যৈ প্রদদৌ শীঘ্রং দেবক্যৈ চ হরিঃ স্বয়ং ॥ ৭৩ ॥
মহোৎসবং মঙ্গলঞ্চ কারয়ামাস যত্নতঃ।
ব্রাহ্মণং ভোজয়ামাস ব্রাহ্মণেভ্যো ধনং দদৌ ॥ ৭৪ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্তে মহাপুরাণে শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে বাণযুদ্ধং
নাম বিংশত্যধিক শততমোঽধ্যায়ঃ।

সারে আশীর্ব্বাদ প্রয়োগ করিলেন। অনন্তর শঙ্করের নিকট বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক দ্বারকাপুরে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। ৭২ ॥

পরে পুরীমধ্যে প্রবেশ করিয়া সেই বাণকন্যা উষাকে দৈবকী ও রুক্মিণীর হস্তে সমর্পণ করিলেন। ৭৩ ॥

শ্রীকৃষ্ণের যত্নাতিশয্যে চতুর্দ্দিকে মহোৎসব ও বিবিধ মঙ্গল কার্য্য সমারব্ধ হইল। ব্রাহ্মণভোজনের স্রোত বহিতে লাগিল, কত যে ধনরত্ন ব্রাহ্মণসাৎ হইল তাহার আর ইয়ত্তা নাই। ৭৪ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে শ্রীকৃষ্ণ জন্মখণ্ডে বাণযুদ্ধ নামক
বিংশত্যধিক শততম অধ্যায় সম্পূর্ণ।

একবিংশত্যধিক শততমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীনারায়ণ উবাচ।

অথ কৃষ্ণঃ সুধর্ম্মায়াং নিবসন্ সগণস্তথা।
তত্রাজগাম বিপ্রশ্চ প্রজ্বলন্ ব্রহ্মতেজসা॥ ১॥
আগত্য দৃষ্ট্বা তুষ্টাব ভক্ত্যা চ পুরুষোত্তমং।
উবাচ মধুরং শান্তো ভীতো বিনয়পূর্ব্বকং॥ ২॥

ব্রাহ্মণ উবাচ।

শৃগালো বাসুদেবশ্চ রাজেশো মণ্ডলেশ্বরঃ।
ত্বামুবাচ স যদ্বাক্যং সাবধানং নিশাময়॥ ৩॥

শৃগাল উবাচ।

বৈকুণ্ঠে বাসুদেবোঽহং দেবেশশ্চ চতুর্ভুজঃ।
লক্ষ্মীপতিশ্চ জগতাং ধাতা ধাতুশ্চ পালকঃ॥ ৪॥
ব্রহ্মণা প্রার্থিতোঽহঞ্চ ভারাবতারণায় চ।
ভুবো ভারতবর্ষে চ তদর্থং গমনং মম॥ ৫॥

নারায়ণ কহিলেন, বৎস নারদ! অনন্তর কৃষ্ণ সগণে সুধর্ম্মা সভায় আসীন হইলে ব্রহ্মতেজ সম্পন্ন এক ব্রাহ্মণ তথায় উপস্থিত হইলেন। ১॥

আগমনমাত্র সেই পুরুষোত্তমকে দর্শন করিয়া ভক্তিভরে স্তব করিলেন এবং ভীতচিত্তে বিনয়নম্র বচনে কহিতে লাগিলেন। ২॥

যদুপতে! রাজাধিরাজ মণ্ডলেশ্বর শৃগাল আপনাকে যাহা বলিয়াছেন, কহিতেছি অবহিতচিত্তে শ্রবণ করুন। ৩॥

শৃগাল বলিয়াছেন যে, আমিই বৈকুণ্ঠনাথ বাসুদেব, আমিই দেবপ্রধান চতুর্ভুজ, আমিই লক্ষ্মীপতি, আমিই জগতের স্রষ্টা এবং আমিই বিধাতার পালক। ৪॥

বসুদেবসুতঃ কৃষ্ণঃ ক্ষত্রিয়শ্চাপ্যহঙ্কৃতঃ।
আত্মানং ভাক্তবিষ্ণুঞ্চ মায়াবী চ প্রভাকরঃ ॥ ৬ ॥
জনং জনেন নির্জ্জিত্য দুর্ব্বলং বলিনা সহ।
যোধয়িত্বা মহাধূর্ত্তো ঘাতয়ামাস ভূপতীন্ ॥ ৭ ॥
দুর্য্যোধনং জরাসন্ধভূপনন্যঞ্চ দুর্ব্বলং।
ভীমেন ঘাতয়ামাস বলিনাংশেন ভূতলে ॥ ৮ ॥
দ্রোণং ভীষ্মঞ্চ কর্ণঞ্চ যংযমন্যঞ্চ ভূতলে।
বলীয়সা জনেনৈব ঘাতয়ামাস মায়য়া ॥ ৯ ॥
যংযমন্যং দুর্ব্বলঞ্চ প্রসিদ্ধমপ্রসিদ্ধকং।
প্রসিদ্ধেন বলবতা ঘাতয়ামাস মায়য়া ॥ ১০ ॥

ব্রহ্মা ভূভার হরণের নিমিত্ত আমার নিকট প্রার্থনা করাতে, আমিই তন্নিমিত্ত ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছি। ৫ ॥

কৃষ্ণ বাসুদেবের তনয়, ক্ষত্রিয় ও ঘোরতর অহঙ্কৃত। সে কপটী আপনাকে বিষ্ণু বলিয়া ভাণ করিয়া থাকে। ৬ ॥

সেই ধূর্ত্ত যুদ্ধ উপস্থিত করিয়া কপটে বলবানের দ্বারা দুর্ব্বলের পরাজয় ও তাহার বিনাশ সাধন করিয়াছে। ৭ ॥

দুর্যোধন, জরাসন্ধ ও অন্যান্য নরপতি যাহারা দুর্ব্বল, বলবান ভীমসেন দ্বারা তাহাদিগের বধসাধন করিয়াছে। ৮ ॥

ভীষ্ম, দ্রোণ কর্ণ ও অন্যান্য যাবন্ত বলবান ব্যক্তি ভারতে বিদ্যমান ছিলেন, সে মায়াবী ছলপ্রয়োগে অন্যান্য লোক দ্বারা তাঁহাদিগের বিনাশ সাধন করিয়াছে। ৯ ॥

এতদ্ভিন্ন অপরাপর যত দুর্ব্বল ব্যক্তি, যত প্রসিদ্ধ ব্যক্তি, আর যত অপ্রসিদ্ধ ব্যক্তি, সকলকেই কপটতাসহকারে বলবান বিখ্যাত ব্যক্তিসমূহ দ্বারা নিপাতিত করিয়াছে। ১০ ॥

শিশুপালং দন্তবক্রং কংসঞ্চ চিররোগিণং।
মৎপুত্রং নরকঞ্চৈব দুর্ব্বলং নরকং সুরং॥ ১১॥
স্বয়ং জঘান সঙ্কেতাৎ ছলেন সহচারতঃ।
ন ধর্ম্মযুদ্ধে কপটী স চ বালাদধার্ম্মিকঃ॥ ১২॥
জঘান পূতনাং কুব্জাং স্ত্রীঘাতী বস্ত্রহেতুনা।
জঘান রজকং শিষ্টং সহসা চ প্রতারকঃ।
হিরণ্যকশিপুং দৈত্যং হিরণ্যাক্ষং মহাবলং॥ ১৩॥
মধুঞ্চ কৈটভঞ্চৈব হত্বাহং সৃষ্টিরক্ষকঃ।
অহমেব স্বয়ং ব্রহ্মা অহমেব স্বয়ং শিবঃ॥ ১৪॥
অহং বিষ্ণুশ্চ জগতাং পাতা দুষ্টাবহারকঃ।
অংশেন কলয়া সর্ব্বে মনবো মুনয়স্তথা॥ ১৫॥
স্বয়ং নারায়ণোঽহঞ্চ নির্গুণঃ প্রকৃতেঃ পরঃ।
লজ্জয়া কৃপয়া চৈব মিত্রবুদ্ধ্যা ক্ষমা কৃতা॥ ১৬॥

শিশুপাল, দন্তবক্র, চিররোগী কংস ও আমার পুত্র দুর্ব্বল নরক, ইহাদিগকে ছলপ্রয়োগ দ্বারা সহসা বিনাশ করিয়াছে। ১১॥

সে কপটী কথন কাহাকে ধর্ম্মযুদ্ধে বিনাশ করে নাই। সে বালক হইতেও অধার্ম্মিক, সে পূতনা ও কুব্জাকে বিনাশ করিয়া স্ত্রীহত্যা সাধন করিয়াছে। সামান্য বস্ত্রের নিমিত্ত সহসা অতি নিরীহ রজককে নিপাতিত করিয়াছে। প্রতারণা করিয়া হিরণ্যকশিপু ও মহাবল হিরণ্যাক্ষকে নিহত করিয়াছে। ১২।১৩॥

আমি মধু ও কৈটভ দৈত্যকে বিনাশ করিয়া সৃষ্টিরক্ষা করিয়াছি। আমিই স্বয়ং ব্রহ্মা, আমিই স্বয়ং শিব, আমিই স্বয়ং জগৎপাতা বিষ্ণু। আমা হইতেই দুষ্টের দমন হইয়া থাকে। কি মনুগণ, কি মুনিগণ সকলেই আমার অংশ। ১৪।১৫॥

আমি স্বয়ং নারায়ণ, আমি গুণাতীত, আমিই প্রকৃতি প্রধান,

যদ্গতং তদ্গতং ভদ্রং যুদ্ধং কুরু ময়া সহ।
শৃণোমি দূতদ্বারেণ হ্যতীবোচ্চৈরহংকৃতং ॥ ১৭ ॥
উচিতং মর্দ্দনং তস্যাপ্যুচ্ছ্রিতানাং নিপাতনং।
রাজ্ঞাঞ্চ পরমো ধর্ম্মোপ্যহং শাস্তা তবাঽধুনা ॥ ১৮ ॥
শঙ্খং চক্রং গদাং পদ্মং গৃহীত্বা চ চতুর্ভুজঃ।
দ্বারকান্তাং গমিষ্যামি যুদ্ধায় সগণঃ স্বয়ং ॥ ১৯ ॥
যুদ্ধং কুরু যদীচ্ছাস্তি মামাঞ্চ শরণং ব্রজ।
যদি নায়াস্যতি মম শরণং শরণাগতঃ।
ভস্মীভূতাং করিষ্যামি দ্বারকাঞ্চ ক্ষণেন চ ॥ ২০ ॥
সবলঞ্চ সপুত্রং ত্বাং সগণঞ্চ সবান্ধবং।
ক্ষণেন হন্মি চৈকোহমসহায়োঽবলীলয়া ॥ ২১ ॥

আমি এতদিন লজ্জা, ক্ষমা ও মিত্রবুদ্ধি নিবন্ধন তাহাকে ক্ষমা করিয়াছিলাম। ১৬ ॥

যাহা হইবার তাহা হইয়া গিয়াছে. সম্প্রতি আমার সহিত যুদ্ধ করুক। আমি দূতমুখে তাহার নিতান্ত অহঙ্কারের কথা শ্রবণ করিয়াছি। অতএব তাহাকে সমুচিত শাস্তি প্রদান, কর্ত্তব্য কর্ম্ম। নিতান্ত উদ্ধত ব্যক্তিকে বিনাশ করা রাজার প্রধান ধর্ম্ম। অতএব আমি এক্ষণে তাহাকে সমুচিত শাস্তি প্রদান করিব। ১৭।১৮ ॥

আমি চতুর্ভুজে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্মাস্ত্র ধারণ করিয়া শীঘ্রই সগণে যুদ্ধার্থ দ্বারকায় গমন করিব। যদি ইচ্ছা হয়, যুদ্ধ করুক, আমার শরণাগত হইবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু যদি আমার শরণাগত না হয়, আমি ক্ষণকালের মধ্যে দ্বারকাপুরী ভস্মাবশেষ করিব। আমার অন্য সহায় প্রয়োজন নাই, আমি একাকীই বলদেবের সহিত, পুত্রগণের সহিত, বান্ধবগণের সহিত ও সৈন্যগণের সহিত তাহাকে ক্ষণকাল মধ্যে হাসিতে হাসিতে বিনাশ করিব। ১৯।২০।২১ ॥

তপস্বিনঞ্চ বৃদ্ধঞ্চ জিত্বা যুদ্ধে চ শঙ্করং।
শক্রং ভগাঙ্গং জিত্বা চ রোগিণং ব্রহ্মশাপতঃ॥ ২২
মত্তোঽসি ব্রহ্মমাত্মানমন্যমীশ্বরমেবচ।
স্ত্রীজিতোঽসি বৃথার্থঞ্চ পারিজাতস্য হেতুনা॥ ২৩॥
লম্পটো যোনিলুব্ধশ্চ রাধাধীনশ্চ গোকুলে।
অন্যাসাং কিঙ্করসমঃ সত্যাদীনাঞ্চ যোষিতাং॥ ২৪॥
ইত্যেবমুক্ত্বা বিপ্রশ্চ তূষ্ণীংভূয় স্থিতো মুনে।
শ্রীকৃষ্ণঃ সগণঃ শ্রুত্বা ভৃশমুচ্চৈর্জহাস সঃ॥ ২৫॥
ভোজয়িত্বা চ সংপূজ্য ব্রাহ্মণঞ্চ চতুর্ব্বিধং।
নিনায় রজনীং দুঃখাৎ বাক্‌শল্যমানসজ্বরাৎ॥ ২৬॥
প্রভাতে রথমারুহ্য সগণঃ সত্বরং মুদা।
লীলামাত্রেণ প্রযযৌ শৃগালো নৃপতির্যথা॥ ২৭॥

শঙ্কর একে তপস্বী, তাহে বৃদ্ধ, আর ইন্দ্র ব্রহ্মশাপে ভগাঙ্কযুক্ত হইয়া রোগগ্রস্ত হইয়াছে, তাহাতেই সে তাঁহাদিগের উভয়কে জয় করিয়া আপনাকে পরব্রহ্ম ও ঈশ্বর বিবেচনায় গর্ব্বিত হইয়া উঠিয়াছে। ২২॥

এক সামান্য পারিজাতের নিমিত্ত স্ত্রীর বাক্যই বলবৎ হইল? সে যোনি লুব্ধ লম্পট গোকুলে এক রাধার নিমিত্তই উন্মত্ত? সত্যভামা প্রভৃতি অন্যান্য স্ত্রীগণের নিকট একেবারে কিঙ্কর?" নারদ! সেই ব্রাহ্মণ কৃষ্ণের নিকট এইরূপ বলিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন। এদিকে কৃষ্ণ সেই কথা শুনিয়া সভাসদগণের সহিত উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিয়া উঠিলেন। ২৩।২৪।২৫॥

তৎপরে ব্রাহ্মণকে চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয়াদি উৎকৃষ্ট উপভোগে পরিতৃপ্ত করিয়া বিদায় করিলেন; কিন্তু বাকশল্যে একান্ত বিদ্ধ হওয়াতে সমস্ত রাত্রি মানসজ্বরে যাপিত হইল। ২৬॥

অনন্তর পরদিন প্রভাত হইবামাত্র কৃষ্ণসসৈন্যে রথারোহণে মহানন্দে অবলীলায় শৃগালপুরীতে সমুপস্থিত হইলেন। ২৭॥

শ্রুত্বা শৃগালো বার্ত্তাং তাং কৃত্রিমশ্চ চতুর্ভুজঃ।
আজগাম হরেঃ স্থানং যুদ্ধায় সগণঃ স্বয়ং ॥ ২৮ ॥
কৃষ্ণশ্চক্রে চ সংভাষাং মিত্রবুদ্ধ্যা চ লৌকিকীং।
আশ্লেষং মধুরালাপং স্নিগ্ধনেত্রশ্চ সস্মিতঃ ॥ ২৯ ॥
রাজা নিমন্ত্রণং চক্রে কৃষ্ণো ন স্বীচকার তৎ।
উবাচ কৃষ্ণং ভীতশ্চ ত্যজ দম্ভঞ্চ দর্শনাৎ ॥ ৩০ ॥

শৃগাল উবাচ।

চক্রেণ মচ্ছিরশ্ছিত্বা সুশীঘ্রং দ্বারকাং ব্রজ।
পাপঃ পততু দেহোয়মখিলেশ্বর মে তথা ॥ ৩১ ॥
অহং সুভদ্রো দ্বারী তে জয়শ্চ বিজয়ো যথা।
সর্ব্বং জানাসি সর্ব্বজ্ঞ মাবিলম্বং কুরু প্রভো ॥ ৩২ ॥
লক্ষ্মীশাপেন দুষ্টোহং কালঃ পূর্ণো বভূব মে।
শতবর্ষেণ শাপান্তো যাস্যামি ভুবনং তব ॥ ৩৩ ॥

শৃগাল সংবাদ পাইবামাত্র কৃত্রিম চারি হস্ত প্রস্তুত করিয়া যুদ্ধার্থ সসৈন্যে কৃষ্ণের নিকট গমন করিল। ২৮ ॥

কৃষ্ণ প্রথমতঃ হাস্যবদনে লৌকিক প্রথানুসারে বন্ধুর মত বাক্যে কথোপ-কথন করিয়া শৃগালকে আলিঙ্গন করিলেন। রাজা শৃগাল নিমন্ত্রণ করিল, কিন্তু কৃষ্ণ তাহাতে সম্মত হইলেন না। তখন শৃগাল ভীতমনে কৃষ্ণকে কহিল, আর কেন, দম্ভ পরিত্যাগ কর। ২৯।৩০ ॥

শীঘ্র চক্রাস্ত্র দ্বারা আমার মস্তক ছেদন করিয়া দ্বারকায় গমন কর; হে অখিল ব্রহ্মাণ্ডেশ্বর! আমার এই পাপদেহ শীঘ্র নিপতিত হউক। ৩১ ॥

আমি সুভদ্র, জয় বিজয়ের ন্যায় আমি তোমার দ্বারী। হে সর্ব্বজ্ঞ! কিছুই তো তোমার অবিদিত নাই? অতএব আর বিলম্ব করিতেছ কেন? ৩২ ॥

আমি লক্ষ্মীর শাপে এরূপ দূষিত হইয়া রহিয়াছি; কিন্তু আমার সময় ত পূর্ণ হইয়াছে? শতবর্ষ শেষ হইলেই ত আমার শাপান্ত হইবে? আমি পুনরায় তোমার ভবনে যাইতে পাইব? ৩৩ ॥

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ।

পুরো মাং মিত্রপ্রবরং পশ্চাদ্যুদ্ধং করোম্যহং।
সর্ব্বং জানামি বৈকুণ্ঠং গচ্ছ বৎস যথাসুখং ॥ ৩৪ ॥
শৃগালো দশবাণাংশ্চ চিক্ষেপ মাধবং প্রতি।
তে প্রণম্য যযুঃ শীঘ্রমাকাশং কালরূপিণঃ ॥ ৩৫ ॥
গদাং চিক্ষেপ রাজা স প্রলয়াগ্নিশিখোপমাং।
কৃষ্ণাঙ্গস্পর্শমাত্রেণ বভঞ্জ সা যথা তথা ॥ ৩৬ ॥
শূলং চিক্ষেপ মুষলং শক্তিঞ্চ পরশুং তথা।
কৃষ্ণাঙ্গস্পর্শমাত্রেণ বভঞ্জ চ ক্ষণেন চ ॥ ৩৭ ॥
ধনুশ্চিক্ষেপ খড়্গঞ্চ কালরূপং সুদারুণং।
কৃষ্ণাঙ্গস্পর্শমাত্রেণ বভঞ্জ চ ক্ষণেন চ ॥ ৩৮ ॥
দৃষ্ট্বা নিরস্ত্রং রাজানমিত্যুবাচ কৃপানিধিঃ।
গৃহং গত্বা সুতীক্ষ্ণঞ্চ মিত্রাস্ত্রমানয়েতি চ ॥ ৩৯ ॥

কৃষ্ণ কহিলেন, বৎস! আমি সমস্তই জ্ঞাত আছি। প্রথমতঃ আমাকে মিত্রভাবে গ্রহণ কর, তাহার পর যুদ্ধ করিলে সুখে বৈকুণ্ঠে গমন করিবে।৩৪॥

এই বলিতে বলিতেই শৃগাল শ্রীকৃষ্ণের প্রতি দশ বাণ নিক্ষেপ করিল। সেই কালরূপী শরসকল কৃষ্ণকে প্রণাম করিয়া শীঘ্র আকাশে গমন করিল। ৩৫ ॥

তাহার পর শৃগাল প্রলয়াগ্নিশিখার ন্যায় ঘোরতর এক গদা নিক্ষেপ করিল। কৃষ্ণাঙ্গ স্পর্শ করিবামাত্র সে গদা চূর্ণ হইয়া গেল। ৩৬ ॥

তখন শৃগাল শূল, মুষল, শক্তি ও পরশুনিক্ষেপ করিল। অস্ত্র সকল কৃষ্ণগাত্রে পতিত হইবামাত্র ভগ্ন হইয়া গেল। ৩৭ ॥

তখন রাজা কালস্বরূপ ভয়ঙ্কর খড়্গ ও শরাসন নিক্ষেপ করিল। কৃষ্ণাঙ্গ স্পর্শে তাহাও তৎক্ষণাৎ চূর্ণ হইয়া গেল। ৩৮ ॥

শৃগাল উবাচ।

আত্মা ক্ক শস্ত্রবিদ্ধশ্চ কিং যুদ্ধমাত্মনা সহ।
মামুদ্ধর ভবাব্ধেশ্চ ত্বমেবোদ্ধারকারণ ॥ ৪০ ॥
ভবাব্ধিবিষয়ং নাথ বিষমঞ্চ বিষাধিকং।
ছিন্ধিনিগড়মায়ায়া মোহজালং স্বকর্ম্মণঃ ॥ ৪১ ॥
কর্ম্মণামীশ্বরস্ত্বঞ্চ বিধাতা ধাতুরেব চ।
দাতা শুভফলানাঞ্চ প্রদাতা সর্ব্বসম্পদাং ॥ ৩২ ॥
কারণং প্রাক্তনানাঞ্চ তেষাঞ্চ খণ্ডনে ক্ষমঃ।
যামীত্যহঞ্চ বৈকুণ্ঠং তবৈব দ্বারসপ্তমং।
ত্যক্ত্বা চ নশ্বরং দেহং প্রাকৃতং পাঞ্চভৌতিকং ॥ ৪৩ ॥

ঐ সময় করুণানিধান ভগবান্ কৃষ্ণ নরপতিকে নিরস্ত্র সন্দর্শন করিয়া কহিলেন, রাজন্! গৃহে গমন করিয়া শীঘ্র সুতীক্ষ্ণ অস্ত্র আনয়ন কর। ৩৯ ॥

শৃগাল কহিল, ভগবন্! আত্মা কোথায় অস্ত্রবিদ্ধ হইয়া থাকে? অত-এব আত্মার সহিত যুদ্ধ কিরূপে হইবে? হে উদ্ধারকারণ! তুমি এক্ষণে আমাকে ভবাব্ধি হইতে উদ্ধার কর। ৪০ ॥

হে নাথ! ভবসাগর বিষ হইতেও বিষম পদার্থ। অতএব তুমি আমার মায়ানিগড় ছেদন কর, আমার কর্ম্মসন্তানজনিত মোহপাশ কর্ত্তন করিয়া দেও। ৪১ ॥

তুমি কর্ম্মসমূহের ঈশ্বর এবং বিধাতারও বিধাতা, তুমিই সকল কার্য্যের শুভফল প্রদান এবং তুমিই সকলকে সম্পদ দান করিয়া থাক। ৪২ ॥

তুমিই লোকদিগের প্রাক্তন এবং তুমিই কেবল সেই প্রাক্তন খণ্ডনে সক্ষম। অতএব প্রাকৃত পাঞ্চভৌতিক নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করিয়া বৈকুণ্ঠে তোমার সপ্তম দ্বারে যাইতে বাসনা করি। ৪৩ ॥

মিত্রস্য স্তবনং শ্রুত্বা বচনঞ্চ সুধোপমং।
রুরোদ সমরে তত্র কৃপয়া চ কৃপানিধিঃ ॥ ৪৪ ॥
বভূব তত্র সহসা কৃষ্ণনেত্রাশ্রুবিন্দুনা।
দিব্যং বিন্দুসরো নাম তীর্থানাং প্রবরং পরং ॥ ৪৫ ॥
তত্তোয়স্পর্শমাত্রেণ জীবন্মুক্তো ভবেন্নরঃ।
সপ্তজন্মার্জ্জিতাৎ পাপান্মুচ্যতে-নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৪৬ ॥

শ্রীভগবানুবাচ।

কথমেতাদৃশী বুদ্ধির্ম্মিত্র তে নির্ম্মলং মনঃ।
দূতদ্বারা কথংহ্যুক্তং নিষ্ঠুরং দারুণং বচঃ ॥ ৪৭ ॥
এবমুক্তো ময়া ত্বঞ্চ তেন ক্রোধাদিহাগতঃ।
অন্যথা দুর্ল্লভং নাথ স্বপ্নেঽপি তবদর্শনং ॥ ৪৮ ॥
এতস্মিন্নন্তরে যোগাদ্দেহং ত্যক্ত্বা চ প্রাকৃতং।
দৃষ্ট্বা কৃষ্ণঞ্চ যানেন বৈকুণ্ঠং প্রযযৌ মুদা ॥ ৪৯ ॥

কৃপানিধি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ মিত্রের স্তুতিবাদ ও সুধাসদৃশ বচন শ্রবণে দয়ার্দ্রচিত্ত হইয়া রণাঙ্গনে অশ্রুজল মোচন করিতে লাগিলেন। ৪৪ ॥

সেই অশ্রুবিন্দুপাতে "বিন্দু-সরোবর" নামে প্রধানতম এক তীর্থ উৎপন্ন হইয়াছে। সেই সরোবরের সলিল স্পর্শে মানব জীবন্মুক্ত হইয়া থাকে এবং সপ্তজন্মার্জ্জিত পাতক হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারে, তাহার আর কিছুমাত্র সংশয় নাই। ৪৫।৪৬ ॥

ভগবান কৃষ্ণ কহিলেন, মিত্রবর! যদি তোমার মন এরূপ নির্ম্মল, তাহা হইলে এরূপ যুদ্ধবুদ্ধি উপস্থিত হইল কেন? দূত দ্বারা সেরূপ নিদারুণ নিষ্ঠুর বাক্য প্রয়োগের কারণ কি? ৪৭ ॥

শৃগাল কহিল, নাথ! আমি সেইরূপ কটূক্তি প্রয়োগ করিয়াছিলাম বলিয়াই তোমার ক্রোধোদয় হইয়াছে, নতুবা স্বপ্নেও তোমার দর্শনলাভ দুর্ল্লভ। ৪৮ ॥

সপ্ততালপ্রমাণঞ্চ জ্যোতিস্তস্য মহোল্বনং।
পাদপদ্মার্চ্চিতং পাদপদ্মং নত্বা জগাম তং ॥ ৫০ ॥
শ্রীকৃষ্ণঃ সগণঃ শীঘ্রং দৃষ্টা চ পরমাদ্ভুতং।
প্রফুল্লবদনঃ শ্রীমান্ দ্বারকাভিমুখং যযৌ ॥ ৫১ ॥
গত্বা চ দ্বারকাং কৃষ্ণো নত্বা চ পিতরং প্রসূং।
গত্বা চ রুক্মিণীগৃহং পুষ্পচন্দনবাসিতং ॥ ৫২ ॥
পুষ্পতল্পে চ নক্তঞ্চ স চ রেমে তয়া সহ।
মূর্চ্ছাং সংপ্রাপ ভৈষ্মী চ কৃষ্ণং কৃত্বা স্ববক্ষসি ॥ ৫৩ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণনারদসম্বাদে শ্রীকৃষ্ণ-জন্মখণ্ডে শৃগালমোক্ষণং নাম একবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

শৃগাল এই কথা বলিয়া কৃষ্ণদর্শনে যোগাবলম্বন পূর্ব্বক সেই প্রাকৃত শরীর পরিত্যাগ এবং পরমানন্দে যানে আরোহণ করিয়া বৈকুণ্ঠে গমন করিল। ৪৯ ॥

তৎকালে তাহার শরীর হইতে সপ্ততাল প্রমাণ ঘোরতর এক জ্যোতি সমুদ্গত হইল। তখন সে শ্রীকৃষ্ণের পদ্মানিষেধিত চরণকমলে প্রণাম করিয়া প্রস্থান করিল। ৫০ ॥

এদিকে কৃষ্ণও সেই আশ্চর্য্য ব্যাপার স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া পরমানন্দে সগণে শীঘ্র দ্বারকাভিমুখে যাত্রা করিলেন। ৫১ ॥

তথায় উপস্থিত হইয়া প্রথমে পিতামাতার চরণে প্রণাম করিলেন, তৎ-পরে রুক্মিণীর গৃহে গমন পূর্ব্বক সুগন্ধ পুষ্প ও চন্দন সুবাসিত পুষ্পশয্যায় শয়ন করিয়া তাঁহার সহিত পরমানন্দে যামিনী যাপন করিতে লাগিলেন। ভীষ্মকতনয়া কৃষ্ণকে বক্ষস্থলে সমারোপিত করিবামাত্র আবেশে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। ৫২ ৫৩ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ সংবাদে শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে শৃগালবাসুদেব মোক্ষণ নামক একবিংশত্যাধিক শততম অধ্যায় সম্পূর্ণ।

দ্বাবিংশত্যধিক শততমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীনারায়ণ উবাচ।

সর্ব্বাসাং রমণীনাঞ্চ কৃষ্ণেণ পরমাত্মনা।
সমুদ্বাহশ্চ কথিতস্ত্বয়া ভগবতা মুদা॥ ১॥
স্যমন্তকস্য চ মণেরুপাখ্যানমভীপ্সিতং।
তন্ন শ্রুতং মহাভাগ তন্মাং ব্যাখ্যাতুমর্হসি॥ ২॥

শ্রীভগবানুবাচ।

ভাদ্রশুক্লচতুর্থ্যাঞ্চ তারকাং হৃতবান্ শশী।
তাং তত্যাজ স কৃষ্ণায়াং গুরুস্তাঞ্চ গৃহীতবান্॥ ৩॥
গুরুণা ভর্ৎসিতা তারা সগর্ভা লজ্জিতা সতী।
সশাপ লজ্জয়া কোপাচ্চন্দ্রং কামাতুরং পুরা॥ ৪॥

দেবঋষি নারদ নারায়ণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভগবন! পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের সহিত যে যে রমণীর উদ্বাহব্যাপার সম্পন্ন হইয়াছে, তৎসমুদায়ই ত পরমানন্দে কীর্ত্তন করিলেন, কিন্তু তৎপ্রসঙ্গে যে সামন্তক মণির কথা উল্লেখ করিয়াছেন তাহার বৃত্তান্ত কিছুই শ্রবণ করি নাই। অতএব আমার অভিলাষ যে, সেই সামন্তক মণির উপাখ্যান কীর্ত্তন করেন। ১।২॥

ভগবান নারায়ণ ঋষি কহিলেন, বৎস নারদ! ভগবান চন্দ্রমা ভাদ্রমাসের শুক্লপক্ষীয় চতুর্থীতে তারাকে হরণ করিয়া কৃষ্ণা চতুর্থীতে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলেন। পিতা তাঁহাকে গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হইলেন না; কিন্তু তাঁহাকে যথোচিত ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন। তারা গর্ভবতী হইয়াছিলেন; সুতরাং লজ্জায় নম্রবদন হইয়া রহিলেন; কিন্তু সেই লজ্জাবশতঃ অন্তরে রোষের উদ্রেক হওয়াতে তিনি সেই কামাতুর শশীকে শাপ প্রদান করিয়া কহিলেন। ৩।৪॥

তারকোবাচ।

ভবশাপকলঙ্কী ত্বং যস্ত্বাং পশ্যতি দেহভৃৎ।
ত্বামেব দৃষ্ট্বা পাপী চ স কলঙ্কী ভবিষ্যতি ॥ ৫ ॥
ইতি শ্রুত্বা চ চন্দ্রশ্চ নারায়ণসরোবরে।
নারায়ণতপস্তপ্ত্বা মুমোচ কৃতপাতকাৎ ॥ ৬ ॥
তপঃক্লিষ্টঞ্চ তং দৃষ্ট্বা ভগবান্ পুরুষোত্তমঃ।
তমুবাচ মহাভীতং কৃপয়া চ কৃপানিধিঃ ॥ ৭ ॥

শ্রীভগবানুবাচ।

মুক্তো ভব কলঙ্কী ত্বং সর্ব্বকালং কলানিধে।
শাপস্থলং তারকায়া ভাদ্রে মাসি সিতাসিতে ॥ ৮ ॥
চতুর্থ্যামুদিতং চন্দ্রং যস্তু পশ্যতি কামতঃ।
তং যাতি তং কলঙ্কঞ্চ স কলঙ্কী ভবিষ্যতি ॥ ৯ ॥

'সুধাকর! তুমি কলঙ্কী হও। দেহিমাত্রেই তোমাকে দর্শন করিয়া পাপী ও কলঙ্কী হইবে'। ৫ ॥

ভগবান চন্দ্রমা তাঁহার শাপশ্রবণে নারায়ণ সরোবরের তটে গমন করিয়া কিছুকাল শাপ বিমোচনের নিমিত্ত নারায়ণের আরাধনা করিয়া শাপবিমুক্ত হইলেন। ৬ ॥

ভগবান নিশানাথকে তপঃক্লিষ্ট ও ভীত দর্শন করিয়া কৃপাসিন্ধু ভগবান্ পুরুষোত্তমের দয়ার উদ্রেক হইল এবং চন্দ্রমাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, কলানিধে! তুমি তারাপ্রদত্ত শাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া নিষ্কলঙ্ক হও। "কেবল ভাদ্রমাসের শুক্লা ও কৃষ্ণা চতুর্থীতে যে তোমায় দর্শন করিবে সেই সেই পাপীও কলঙ্কী হইবে"। ৭।৮ ॥

ভাদ্র চতুর্থীতে যে ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্ব্বক গগনতলে দৃষ্টি বিক্ষেপ করিয়া তোমাকে সমুদিত সন্দর্শন করিবে, তোমার কলঙ্ক তাহাকে স্পর্শ করিবে; অর্থাৎ দ্রষ্টাই পাতকী হইবে। ৯ ॥

হরিণা দীয়তে তালী ভাদ্রে মাসি সিতাসিতে।
চতুর্থ্যামুদিতশ্চন্দ্রো নেক্ষিতব্যো কদাচন ॥ ১০ ॥
স্বয়ং দৃষ্ট্বা স্ববাক্যঞ্চ পালনং কর্ত্তুমর্হসি।
ভাদ্রে চন্দ্রং চতুর্থ্যান্তু স কলঙ্কী বভূব হ ॥ ১১ ॥
কলঙ্কী যেন রূপেণ তদ্বক্ষ্যামি নিশাময়।
স মুমোচ কলঙ্কাচ্চ লোকশিক্ষার্থমীশ্বরঃ ॥ ১২ ॥
সত্রাজিতঃ সূর্য্যভক্তস্তপস্তপ্ত্বা চ পুষ্করে।
স্যমন্তকমণিশ্রেষ্ঠং সংপ্রাপ ভাস্করাদপি ॥ ১৩ ॥
অষ্টৌ ভারান্ সুবর্ণানাং প্রসূতে নিত্যমেব চ।
বিষ্ণোর্ম্মণাবধিষ্ঠানং মহাপূতে চ পুণ্যদে ॥ ১৪ ॥
সত্রাজিতঃ সত্যভামাং দত্ত্বা কৃষ্ণায় ভক্তিতঃ।
যৌতুকার্থে মণিং দাতুমুদ্যতে মহতে মহান্ ॥ ১৫ ॥
তং নিবিধ্য প্রসেনশ্চ দুর্ম্মতিঃ কালপীড়িতঃ।
মণিং গৃহীত্বা প্রযযৌ স্বপুরং রত্ননির্ম্মিতং ॥ ১৬ ॥

ভাদ্রমাসের চতুর্থীতে নষ্ট চন্দ্র দর্শন করিলে হরি করতালি প্রদান করেন অতএব সে দিন কখনই চন্দ্র দর্শন করা কর্ত্তব্য নহে। ১০ ॥

এমন কি তুমি স্বয়ং সন্দর্শন করিলেও ঐ পাপে লিপ্ত হইবে, সুতরাং ভাদ্র চতুর্থীতে যে, চন্দ্রদর্শন করিবে, সেই কলঙ্কী হইবে। ১১ ॥

ভগবান চন্দ্রমা যে প্রকারে কলঙ্কী এবং যে প্রকারে লোক শিক্ষার নিমিত্ত কলঙ্ক হইতে মুক্ত হইয়াছেন, তাহা নির্দ্দেশ করিতেছি, শ্রবণ কর। ১২॥

সত্রাজিত সূর্য্যের উপাসক, পুষ্করতীর্থে তপশ্চরণ করিয়া ভগবান ভাস্করের নিকট হইতে শ্রেষ্ঠতম মণি স্যমন্তক লাভ করেন। ১৩ ॥

ঐ মণি প্রতি দিন আট ভার সুবর্ণ প্রসব করে। এমন কি ঐ পবিত্রতম পুণ্যদায়ক মণিরত্ন বিষ্ণুর অধিষ্ঠানস্থল। ১৪ ॥

সত্রাজিত যখন সত্যভামাকে কৃষ্ণহস্তে সমর্পণ করেন, তখন মণিরত্ন

উচুঃ সর্ব্বে দ্বারকায়াং মণিং জগ্রাহ কেশবঃ।
তস্য বুদ্ধিং ন জানীমঃ কেনোপায়েন বেত্তি চ ॥ ১৭ ॥
ইতি শ্রুত্বা চ ভগবান্ কলঙ্কক্রন্তনায় চ।
প্রযযৌ কাননং ঘোরং চৌরচিহ্নেন বর্ত্মনা ॥ ১৮ ॥
মৃতং প্রসেনং দৃষ্ট্বা চ দুঃখী সিংহং দদর্শ সঃ।
মণিশূন্যং দ্বয়ং দৃষ্ট্বা বিষসাদ চ মাধবঃ ॥ ১৯ ॥
সর্ব্বং জ্ঞাত্বা চ সর্ব্বজ্ঞো ভল্লূকভবনং যযৌ।
রুদন্তং বালকং তত্র ধাত্রীক্রোড়ে দদর্শ সঃ ॥ ২০ ॥
বালকং বোধয়ামাস ধাত্রী চ করুণান্বিতা।
মণিং গৃহাণ বালেতি তব হ্যেষ স্যমন্তকঃ ॥ ২১ ॥

যৌতুকস্বরূপ তাঁহাকে দান করিতে বাসনা করিলে, দুর্ম্মতি প্রসেন কাল-প্রেরিত হইয়াই যেন, তাহাকে নিবারণ করিল, এবং পরিশেষে সেই মণি স্বয়ং আত্মসাৎ করিয়া স্বপুরে প্রতিনিবৃত্ত হইল। ১৫।১৬ ॥

কিন্তু দ্বারকানিবাসী সকলেই এইরূপ কল্পনা করিতে লাগিল যে, হয়ত কেশবই আত্মসাৎ করিয়াছেন, অথবা কাহার মনে কি আছে, কিরূপেই বা জানিতে পারিব? ১৭ ॥

ঐ কথা কৃষ্ণের কর্ণগোচর হইলে তিনি সেই দুর্নাম নিবারণের নিমিত্ত যে পথ দিয়া মণিচোর প্রস্থান করিয়াছে, তাহার পদচিহ্ন লক্ষ করিয়া সেই পথ দিয়া ঘোরতর কাননে প্রবেশ করিলেন। ১৮ ॥

এবং কিয়দ্দূর গমনপূর্ব্বক প্রসেনকে মৃতনিপতিত সন্দর্শন করিয়া একান্ত দুঃখিত হইলেন। আর কিয়দ্দূর গিয়া দেখিলেন, এক সিংহও মৃতপতিত রহিয়াছে; কিন্তু উভয় স্থানেই মণিশূন্য সন্দর্শন করিয়া নিতান্ত বিষণ্ণ হইলেন। ১৯ ॥

অবশেষে সেই সর্ব্বজ্ঞ ভগবান মাধব প্রকৃত বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইয়া ভল্লূক ভবনে গমন করিলেন এবং দেখিলেন তথায় এক সুকুমার শিশু ধাত্রীক্রোড়ে রোদন করিতেছে। ২০ ॥

সিংহঃ প্রসেনমবধীৎ সিংহো জাম্ববতা হতঃ।
সুকুমারক মা রোদীস্তব হ্যেষ স্যমন্তকঃ ॥ ২২ ॥
ইতি ধাত্র্যুক্তসুশ্লোকং যশ্চ স্মৃত্বা জলং পিবেৎ।
দৈবদৃষ্টনষ্টচন্দ্রদোষাদেব প্রমুচ্যতে ॥ ২৩ ॥
কামতো যদি পশ্যন্তি দাম্ভিকা বেদনিন্দকাঃ।
কলঙ্কিনো ভবন্ত্যেবমিত্যাহ কমলোদ্ভবঃ ॥ ২৪ ॥
কৃষ্ণো ধাত্রীবচঃ শ্রুত্বা মণিং জগ্রাহ বালকাৎ।
ধাত্রী গত্বা চ ভল্লূকং কথয়ামাস কোপতঃ ॥ ২৫ ॥
জাম্ববাংশ্চ সমাগত্য তুষ্টাব প্রণিপত্য সঃ।
কন্যাং জাম্ববতীং তস্মৈ যৌতুকার্থং মণিং দদৌ ॥ ২৬ ॥

এবং ধাত্রী কাতর হইয়া এইরূপে তাহাকে প্রবোধ প্রদান করিতেছে যে ‘ বৎস ! এই তোমার স্যমন্তক মণি গ্রহণ কর ’। ২১ ॥

সিংহ প্রসেনকে বিনাশ করিয়াছে, আবার জাম্ববান্ সিংহকে নিহত করিয়া এই মণি আনয়ন করিয়াছে ; অতএব কুমার ! আর রোদন করিও না, এই তোমার স্যমন্তক মণি। ২২ ॥

বৎস নারদ ! যে ব্যক্তি দৈবযোগে নষ্টচন্দ্র দর্শন করে, সে ধাত্রী পঠিত এই শ্লোক পাঠ করিয়া জলপান করিলেই নষ্টচন্দ্র দর্শনজনিত দোষ হইতে বিমুক্ত হইয়া থাকে। ২৩ ॥

ভগবান্ কমলযোনি স্বয়ং স্বমুখে ব্যক্ত করিয়াছেন যে, যে বেদনিন্দক দাম্ভিক নাস্তিকেরা ইচ্ছাপূর্ব্বক দম্ভ সহকারে নষ্টচন্দ্র দর্শন করে, সে নিশ্চয়ই কলঙ্কী হইয়া থাকে। ২৪ ॥

কৃষ্ণ ধাত্রীর বচন শ্রবণ করিয়া বালকের হস্ত হইতে স্যমন্তক মণি গ্রহণ করিলেন। তদ্দর্শনে ধাত্রী রোষভরে ভল্লূকের নিকট গমন করিয়া সেই বৃত্তান্ত নিবেদন করিল। ২৫ ॥

শ্রবণমাত্র জাম্ববান্ আগমন পূর্ব্বক তাঁহার চরণে প্রণিপাত করিয়া স্তব করিতে লাগিলেন এবং জাম্ববতী নাম্নী কন্যাকে তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিয়া সেই স্যমন্তক মণিটি যৌতুক প্রদান করিলেন। ২৬ ॥

দ্বারকাং মণিমানীয় দর্শয়ামাস যাদবান্।
প্রভুশ্চ সর্ব্বতঃ শুদ্ধো নিষ্কলঙ্কো বভূব সঃ ॥ ২৭ ॥
এতত্তে কথিতং বৎস মণের্ব্ব্যাখ্যানমুত্তমং।
অধ্যায়শ্রবণাদেব নিষ্কলঙ্কো ভবেন্নরঃ ॥ ২৮ ॥
যৎ শ্রুতং ধর্ম্মবক্ত্রেণ তদুক্তঞ্চ যথাগমং।
সুদুর্লভমুপাখ্যানং কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি ॥ ২৯ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে নারায়ণনারদ সম্বাদে মণিহরণং নাম দ্বাবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

অনন্তর কৃষ্ণ দ্বারকায় প্রত্যাগমন করিয়া যাদবগণকে সেই স্যমন্তক মণি প্রদর্শন করিলেন। আর তাঁহার স্যমন্তক মণি গ্রহণ জনিত কলঙ্কের লেশ-মাত্র রহিল না। ২৭॥

বৎস নারদ! এই ত তোমার নিকট স্যমন্তক মণির উপাখ্যান কীর্ত্তন করিলাম, এই অধ্যায় শ্রবণ করিলে লোক কলঙ্কশূন্য হয়। ২৮॥

আমি ভগবান্ ধর্ম্মের প্রমুখাৎ বেদোক্ত দুর্লভ স্যমন্তকোপাখ্যান যেরূপ শ্রবণ করিয়াছিলাম, কীর্ত্তন করিলাম, এক্ষণে আর কি শ্রবণ করিতে অভি-লাষ হয় বল। ২৯॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে নারায়ণ নারদসংবাদে স্যমন্তক মণি হরণ নামক দ্বাবিংশত্যধিক শততম অধ্যায় সম্পূর্ণ।

ত্রয়োবিংশত্যধিক শততমোঽধ্যায়ঃ।

নারদ উবাচ।

গণেশপূজনাখ্যানং পুরাণেষু সুদুর্লভং।
শ্রুতং তদ্ব্রহ্মণো বক্ত্রাৎ সামান্যঞ্চ সমাসতঃ॥ ১॥
মহিমানং গণপতেঃ সর্ব্বপূজ্যেশ্বরস্য চ।
ব্যাসেন শ্রোতুমিচ্ছামি যোগীন্দ্রাণাং গুরোর্গুরোঃ॥ ২॥
সিদ্ধাশ্রমে মহাপূজা ত্রৈলোক্যস্থৈঃ কৃতা পুরা।
রাধামাধবয়োর্যত্র পুনঃ সংমীলনং পুরা॥ ৩॥
অতীতে বর্ষশতকে শ্রীদাম্নঃ শাপমোক্ষণে।
আদৌ চকার পূজাঞ্চ সা চ রাধা কথং মুনে॥ ৪॥
স্থিতেষু চ সুরেন্দ্রেষু ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাদিষু।
সিদ্ধেন্দ্রেষু মুনীন্দ্রেষু কুমারাদিষু যোগিষু॥ ৫॥
নাগেন্দ্রে চ স্থিতে শেষে নাগেষু চ মহৎসু চ।
রাজেন্দ্রেষু চ ভূমৌ চ বলিষ্ঠেষ্বসুরেষু চ॥ ৬॥

দেবঋষি নারদ কহিলেন, ভগবন! পুরাণে গণপতি পূজার উপাখ্যান অতি দুর্লভ। ব্রহ্মার প্রমুখাৎ যাহাও শ্রবণ করিয়াছি, তাহাও অতি সামান্য। ১॥

অতএব সেই সর্ব্বপূজ্য সর্ব্বেশ্বর যোগীন্দ্রগণের গুরুর গুরু গণপতির মহিমা বিশেষরূপে শ্রবণ করিতে বাসনা করি। ২॥

পূর্ব্বে ত্রিলোকস্থিত সমুদায় লোক সমবেত হইয়া সিদ্ধাশ্রমে গণনায়কের মহাপূজা করিয়াছিল। শতবর্ষ পরে শ্রীদামের শাপবিমোচনের পর রাধাকৃষ্ণ উভয়ের ঐ স্থানে পুনঃসম্মীলন হয়, কিন্তু ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর প্রভৃতি সুরেন্দ্রগণ, সিদ্ধেন্দ্রগণ, মুনীন্দ্রগণ, কুমারাদি যোগিগণ, নাগেন্দ্র অনন্তদেব, অন্যান্য মহানাগগণ, রাজেন্দ্রগণ, অসুরগণ, গন্ধর্ব্বগণ, রাক্ষসগণ এবং অন্যান্য পূজ্যতম

গন্ধর্ব্বেষু চ রক্ষঃসু চান্যেষু বলবৎসু চ।
বিস্তারেণ মহাভাগ তস্মাৎ ব্যাখ্যাতুমর্হসি ॥ ৭ ॥

নারায়ণ উবাচ।

ত্রৈলোক্যে পৃথিবী ধন্যা মান্যা পুণ্যবতী সতী।
তত্র ভারতবর্ষঞ্চ কর্ম্মণাং ফলদং শুভং ॥ ৮ ॥
ধন্যং যশস্যং পূজ্যঞ্চ পুণ্যক্ষেত্রে চ ভারতে।
সিদ্ধাশ্রমং মহাপুণ্যং ক্ষেত্রং মোক্ষপ্রদং শুভং ॥ ৯ ॥
সনৎকুমারো ভগবান্ তত্র শুদ্ধো বভূব হ।
যোগীন্দ্রাশ্চ মুনীন্দ্রাশ্চ সিদ্ধেন্দ্রাঃ কপিলাদয়ঃ ॥ ১০ ॥
শতক্রতুং মহেন্দ্রশ্চ তত্র কৃত্বা বভূব হ।
তেন সিদ্ধাশ্রমং নাম সর্ব্বেষামপি দুর্লভং ॥ ১১ ॥

লোক সকল বিদ্যমান থাকিতে রাধা সর্ব্বাগ্রে গণপতির পূজা করিলেন কেন? তদ্বিষয় বিস্তারিতরূপ কীর্ত্তন করুন। ৩।৪।৫।৬।৭ ॥

ত্রিলোক মধ্যে পুণ্যবতী সতী পৃথিবীই ধন্যা। তন্মধ্যে ভারতবর্ষই ধন্য। কারণ এই ভারতবর্ষ মানবগণের কর্ম্মফল প্রদান করিয়া থাকে। ৮ ॥

আবার এই পুণ্যক্ষেত্র ভারতবর্ষ মধ্যে সিদ্ধাশ্রমই ধন্য। কারণ এই সিদ্ধাশ্রম যশস্য, পূজ্য, ও মহাপুণ্যপ্রদ। এমন কি এই আশ্রম হইতে মোক্ষপদ প্রাপ্তি হইয়া থাকে। ৯ ॥

ভগবান সনৎকুমার এই সিদ্ধাশ্রম হইতেই সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। কত যোগীন্দ্র, কত মুনীন্দ্র, এবং কপিলাদি কত সিদ্ধেন্দ্র, এই আশ্রম হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছেন। ১০ ॥

মহেন্দ্রও এই সিদ্ধাশ্রমে শত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া ইন্দ্রত্ব লাভ করিয়াছেন। সমস্ত মহাত্মারাই এ সিদ্ধাশ্রম হইতে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিল বলিয়া ইহা সিদ্ধাশ্রম নামে অভিহিত হইয়াছে। সুতরাং ইহা সকলের পক্ষেই দুর্লভ। ১১ ॥

অধিষ্ঠানং গণেশস্য তত্রৈব সততং মুনে।
অমূল্যরত্ননির্ম্মাণগণেশপ্রতিমাং শুভাং ॥ ১২ ॥
বৈশাখীপূর্ণিমায়াঞ্চ পূজাং কুর্ব্বন্তি দেবতাঃ।
নাগাশ্চ মানবাশ্চৈব দৈত্যা গন্ধর্ব্বরাক্ষসাঃ ॥ ১৩ ॥
সিদ্ধেন্দ্রাশ্চ মুনীন্দ্রাশ্চ যোগীন্দ্রাঃ সনকাদয়ঃ।
তত্রাজগাম শম্ভুশ্চ পার্ব্বত্যা সহ শঙ্করঃ ॥ ১৪ ॥
সগণঃ কার্ত্তিকেয়শ্চ স্বয়ং ব্রহ্মা প্রজাপতিঃ।
তত্রাজগাম শেষশ্চ নাগেন্দ্রৈঃ সহ সত্বরং ॥ ১৫ ॥
তত্রাজগ্মুঃ সুরাঃ সর্ব্বে মনবো মুনয়স্তথা।
আজগ্মুস্তে নৃপাঃ সর্ব্বে পূজার্থং হৃষ্টমানসাঃ ॥ ১৬ ॥
আযযৌ ভগবান্ কৃষ্ণো দ্বারকাবাসিভিঃ সহ।
আজগাম তথা নন্দঃ সার্দ্ধং গোকুলবাসিভিঃ ॥ ১৭ ॥
গোপী বিংশতিকোটিভির্গোলোকবাসিভিস্তথা।
গজেন্দ্রকোটিতুল্যাভির্ব্বলিষ্ঠাভিঃ সহালিভিঃ ॥ ১৮ ॥

বৎস নারদ! গণপতি সতত এই সিদ্ধাশ্রমে অবস্থান করিয়া থাকেন। এই স্থলে অত্যুৎকৃষ্ট রত্নবিনির্ম্মিত গণপতির এক প্রতিমূর্ত্তি আছে। ১২ ॥

দেবগণ, নাগগণ, গন্ধর্ব্বগণ, দৈত্যগণ, রাক্ষসগণ, মানবগণ, সিদ্ধেন্দ্রগণ, মুনীন্দ্রগণ ও সনকাদি যোগীন্দ্রগণ, ঐ প্রতিমার পূজা করিয়া থাকেন। ভগবান শঙ্করও পার্ব্বতীর সহিত এই স্থানে আগমন করিলেন। ১৩।১৪ ॥

কার্ত্তিকেয় সগণে, প্রজাপতি ব্রহ্মা স্বয়ং, অনন্তদেব অন্যান্য নাগেন্দ্রগণের সহিত সত্বর তথায় উপস্থিত হইলেন। ১৫ ॥

কি সুরগণ, কি মনুগণ, কি মুনিগণ, কি নৃপগণ সকলেই গণপতির অর্চ্চনার্থ তথায় আগমন করিলেন। ১৬ ॥

ভগবান্ কৃষ্ণ দ্বারকাবাসিগণের এবং নন্দ গোকুলবাসিগণের সহিত তথায় উপস্থিত হইলেন। ১৭ ॥

আযযৌ সুন্দরী রাধা কৃষ্ণপ্রাণাধিদেবতা।
রাসেশ্বরী সুরসিকা শতবর্ষে গতে সতী ॥ ১৯ ॥
সুস্নাতা সুদতী শুদ্ধা ধৃত্বা ধৌতে চ বাসসী।
সংযতা সা নিরাহারা গত্বা চ মণিমণ্ডপং ॥ ২০ ॥
সুপ্রক্ষালিতপাদাব্জা কান্তা ভুবনপাবনী।
শ্রীকৃষ্ণপ্রীতিকামঞ্চ সুসঙ্কল্পং বিধায় চ ॥ ২১ ॥
গঙ্গোদকেন হেরম্বং স্নাপয়ামাস ভক্তিতঃ।
ধ্যানঞ্চ সামবেদোক্তং চকার শুক্লপুষ্পতঃ ॥ ২২ ॥
মাতা চতুর্ণাং বেদানাং ব্যাসশ্চ জগতামপি।
বুদ্ধিরূপা ভগবতী জ্ঞানানাং জননী পরা
ধ্যানাসাধ্যং স্বপুত্রন্তং পরং ধ্যানং চকার সা ॥ ২৩ ॥
খর্ব্বং লম্বোদরং স্থূলং জ্বলন্তং ব্রহ্মতেজসা।
গজবক্ত্রং বহ্নিবর্ণমেকদন্তমনন্তকং ॥ ২৪ ॥

গজেন্দ্র তুল্য নিতম্বদেশ পরিপুষ্টদেহ বিংশতি কোটি গোলকবাসিনী গোপসখীগণের সহিত কৃষ্ণপ্রাণাধিকা সুন্দরী রাধা, শতবর্ষ পরে শ্রীদাম শাপ বিমোচনের পর তথায় উপস্থিত হইলেন। ঐ সুরসিকা রাধাই রাসেশ্বরী। সুদতী রাধা স্নান করিয়া ধৌতবস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক পবিত্রদেহে, সংযতচিত্তে অনাহারে মণিমণ্ডপে উপস্থিত হইলেন। ১৮।১৯।২০ ॥

সেই ত্রিভুবনপাবনী কামিনী স্বীয় পাদপদ্ম প্রক্ষালন পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণ প্রীতি কামনায় সঙ্কল্প করিলেন। ২১ ॥

তাহার পর ভক্তিভাবে গঙ্গাসলিলে গণপতিকে অভিষেক করিয়া শ্বেত পুষ্পহস্তে সামবেদোক্ত ধ্যান পাঠ করিতে লাগিলেন। ২২ ॥

কি আশ্চর্য্য, যিনি বেদমাতা, যিনি ত্রিজগতের ব্যাস, যিনি বুদ্ধিরূপা, যিনি জ্ঞান প্রসবিনী, যাঁহাকে সমুদায় লোকে ধ্যান করে, সেই ভগবতী পরাৎপরা রাধা এইরূপে সেই ধ্যানসাধ্য স্বীয় পুত্রের ধ্যান করিতে লাগিলেন। ২৩ ॥

সিদ্ধানাং যোগিনামেব জ্ঞানিনাঞ্চ গুরোর্গুরুং।
ধ্যাতং মুনীন্দ্রৈর্দ্দেবেন্দ্রৈর্ব্রহ্মেশশেষসংজ্ঞকৈঃ ॥ ২৫ ॥
সিদ্ধেন্দ্রৈর্ম্মুনিভিঃ সদ্ভির্ভগবন্তং সনাতনং।
ব্রহ্মস্বরূপং পরমং মঙ্গলং মঙ্গলালয়ং ॥ ২৬ ॥
সর্ব্ববিঘ্নহরং শান্তং দাতারং সর্ব্বসম্পদাং।
ভবাব্ধিমায়াপোত কর্ণধারঞ্চ কর্ম্মিণাং ॥ ২৭ ॥
শরণাগতদীনার্ত্তপরিত্রাণপরায়ণং।
ধ্যায়েচ্চ ধ্যানাসাধ্যন্তং ভক্তেশং ভক্তবৎসলং ॥ ২৮ ॥
ইতি ধ্যাত্বা স্বশিরসি দত্বা পুষ্পঞ্চ সা সতী।
সর্ব্বাঙ্গশোধনং ন্যাসং বেদোক্তঞ্চ চকার সা ॥ ২৯ ॥
পুনর্দ্ধ্যাত্বা চ ধ্যানেন তেনৈব শুভদায়িনা।
দদৌ পুষ্পং পাদপদ্মে রাধা লম্বোদরস্য চ ॥ ৩০ ॥

তুমি খর্ব্বকায়, তুমি লম্বোদর তুমি স্থূল, তুমি ব্রহ্মতেজে জ্বলিতেছ, তুমি গজানন তোমার বর্ণ অগ্নির ন্যায়, তুমি সিদ্ধযোগী ও জ্ঞানিগণের গুরুর গুরু, মুনীন্দ্র, দেবেন্দ্র, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, সিদ্ধেন্দ্র এবং মুনিগণ ও সাধুগণ নিত্য স্বরূপ তোমাকে ধ্যান করে, তুমি ব্রহ্মস্বরূপ, তুমি পরম মঙ্গল, তুমি মঙ্গলালয় তুমি সমস্ত বিঘ্নবিনাশ করিয়া থাক; তুমি শান্তস্বভাব, তুমি সমুদায় সম্পদের দাতা, তুমি কর্ম্মিগণের ভবসাগর পারের কর্ণধার, তুমি শরণাগত, দীন ও আর্ত্ত ব্যক্তিগণের পরিত্রাণবিষয়ে একান্ত ব্যগ্র, তুমি ভক্তের প্রভু, তুমি ভক্তবৎসল এবং ভক্তগণ ধ্যানাসাধ্য তোমাকে ধ্যান করিয়া থাকে। ২৪।২৫।২৬।২৭।২৮ ॥

সতী রাধা এইরূপে ধ্যান করিয়া স্বীয় মস্তকে পুষ্প প্রদান পূর্ব্বক সর্ব্বাঙ্গ শোধন করিয়া বেদোক্ত মন্ত্রে ন্যাস করিতে লাগিলেন। ২৯ ॥

রাধা পুনর্ব্বার সেই শুভদায়ক ধ্যান দ্বারা লম্বোদরের ধ্যান করিয়া তাঁহার চরণে পুষ্প প্রদান করিলেন। ৩০ ॥

সপ্ততীর্থোদকেনৈব শীতেন বাসিতেন চ।
দদৌ পাদ্যং পাদপদ্মে তৈঃ পদ্মাদিভিরর্চ্চিতে ॥ ৩১ ॥
দুর্ব্বাক্ষতৈঃ শুক্লপুষ্পৈঃ সুগন্ধিচন্দনোদকৈঃ।
অর্ঘ্যং দদৌ তৎপদাব্জে স্বয়ং গোলোকবাসিনী ॥ ৩২ ॥
সচন্দনং স্নিগ্ধমাল্যং পারিজাতস্য সুন্দরং।
দদৌ গলে গণেশস্য স্বয়ং রাসেশ্বরী মুদা ॥ ৩৩ ॥
কস্তূরীকুঙ্কুমাক্তঞ্চ সুগন্ধিস্নিগ্ধচন্দনং।
সর্ব্বাঙ্গে প্রদদৌ তস্য বৃন্দাবনবিনোদিনী ॥ ৩৪ ॥
সুগন্ধি শুক্লপুষ্পঞ্চ সুগন্ধিচন্দনার্চ্চিতং।
দদৌ তস্য পদাম্ভোজে মহাপদ্মালয়ে সতী ॥ ৩৫ ॥
সুগন্ধিযুক্তং ধূপঞ্চ পূতৈর্ব্বস্তুভিরন্বিতং।
দদৌ কৃষ্ণপ্রিয়া তস্মৈ জগতামীশ্বরায় চ ॥ ৩৬ ॥

পদ্মা প্রভৃতি দেবগণ যে পাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করেন, রাধা গণপতির সেই পাদপদ্মে সুশীতল সুবাসিত সপ্ততীর্থোদকে পাদ্য প্রদান করিলেন। ৩১ ॥

দূর্ব্বা, অক্ষত, শুক্লপুষ্প, সুগন্ধি চন্দন ও গঙ্গোদকে অর্ঘ্য প্রস্তুত করিয়া সেই গোলোকবাসিনী স্বয়ং তাঁহার পদতলে প্রদান করিলেন। ৩২ ॥

অতি মনোহর পারিজাত পুষ্পের মালা চন্দনসিক্ত করিয়া সেই রাসেশ্বরী পরমানন্দে গণেশ্বরের গলদেশে সমর্পণ করিলেন। ৩৩ ॥

সেই বৃন্দাবনবিনোদিনী সুশীতল সুগন্ধি চন্দনের সহিত কস্তুরী ও কুঙ্কুম মিশ্রিত করিয়া বিঘ্নবিনাশনের সর্ব্বাঙ্গ বিলিপ্ত করিয়া দিলেন। ৩৪ ॥

তাহার পর সুগন্ধি শ্বেতপুষ্প, সুস্নিগ্ধ চন্দনে নিমগ্ন করিয়া তাঁহার পাদপদ্মে প্রদান করিলেন। ৩৫ ॥

সেই কৃষ্ণপ্রিয়া অতি পবিত্র নানাবিধ দ্রব্যযুক্ত সুগন্ধি ধূপ সেই জগদীশ্বরের উদ্দেশে সমর্পণ করিলেন। ৩৬ ॥

দীপ্তং ঘৃতপ্রদীপঞ্চ ধ্বান্তবিধ্বংসকারণং।
তস্মৈ দদৌ সুরেশায় পরমাদ্যা সনাতনী॥ ৩৭॥
নৈবেদ্যং বিবিধং রম্যং সুস্বাদু সুমনোহরং।
চর্ব্ব্যচোষ্যলেহ্যপেয়ং সুধাতুল্যং চতুর্ব্বিধং॥ ৩৮॥
ফলানি চ সুপক্কানি ত্রৈলোক্যদুর্লভানি চ।
মধুরাণি চ স্থূলানি গ্রাম্যারণ্যাণি নারদ॥ ৩৯॥
তানি ত্বন্যান্যসংখ্যানি তিলানাং লড্ডুকানি চ।
লড্ডুকানি সুপক্কানি স্বাদূনি সুরসানি চ॥ ৪০॥
যবগোধূমচূর্ণানাং পক্কানি পিষ্টকানি চ।
ঘৃতাক্তানি চ রম্যাণি শর্করাসহিতানি চ॥ ৪১॥
স্বস্তিকানাং লড্ডুকানি স্থূলানি সুন্দরাণি চ।
ভ্রষ্টদ্রব্যঞ্চ বিবিধমক্ষতং শর্করান্বিতং॥ ৪২॥
ঘৃতকুল্যাং দুগ্ধকুল্যাং মধুকুল্যাং মনোহরাং।
গুড়স্য দধিকুল্যাঞ্চ পায়সানাং তথৈব চ॥ ৪৩।

সেই আদ্যাশক্তি সনাতনী তমোনাশক প্রদীপ্ত ঘৃতপ্রদীপ সেই সুরেশ্বরকে সমর্পণ করিলেন। ৩৭॥

চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয় এই চতুর্ব্বিধ ভোজনদ্রব্যযুক্ত সুধাসদৃশ সুস্বাদু সুমনোহর নানাবিধ নৈবেদ্য তাঁহাকে নিবেদন করিলেন। ৩৮॥

ত্রিলোক দুর্লভ নানাবিধ সুমধুর সুপক সুপ্রশস্ত গ্রাম্য ও অরণ্যজাত ফল সকল তাঁহাকে সমর্পণ করিলেন। ৩৯॥

বৎস নারদ! এতদ্ভিন্ন অসংখ্য তিল লড্ডুক, সুস্বাদু সুরস সুপক্ক লড্ডুক, যব ও গোধূমচূর্ণের ঘৃতপক অতি রমণীয় শর্করাসংযুক্ত পিষ্টক, বৃহদাকার অতি সুন্দর স্বস্তিক লড্ডুক, বিবিধ ভর্জ্জিত দ্রব্য এবং শর্করাযুক্ত অক্ষত সকল প্রদান করিলেন। ৪০।৪১।৪২॥

ঘৃত, দুগ্ধ, মধু, গুড়, দধি, ও পরমান্নের নদীসকল এবং পিষ্টকরাশি,

পিষ্টকানাং স্বস্তিকানাং রম্ভানং রাশিমেব চ।
মিষ্টব্যঞ্জনযুক্তানি শাল্যান্নানি শুভানি চ।
দদৌ তস্মৈ সুরেশায় কৃষ্ণপ্রাণাধিদেবতা ॥ ৪৪ ॥
অমুল্যরত্ননির্ম্মাণং রম্যং সিংহাসনং পরং।
দদৌ বিঘ্নবিনাশায় বিরজাতটবাসিনী ॥ ৪৫ ॥
সূক্ষ্মবস্ত্রযুগং রম্যমমূল্যংবহ্নিশুদ্ধকং।
দদৌ শিবাত্মজায়ৈব শতশৃঙ্গনিবাসিনী ॥ ৪৬ ॥
বিশুদ্ধসর্পিসাযুক্তং নির্ম্মলং মমুরং মধু।
মধুপর্কং দদৌ তস্মৈ বৃন্দাবননিবাসিনী ॥ ৪৭ ॥
তাম্বূলঞ্চ বরং রম্যং কর্পূরাদিসুবাসিতং।
সর্ব্বসম্পাৎপ্রদাত্রে চ বৃকভানুসুতা দদৌ ॥ ৪৮ ॥
সপ্ততীর্থোদকং শুদ্ধং সুশীতঞ্চ সুবাসিতং।
পানার্থঞ্চ জলং তস্মৈ দদৌ গোপীশ্বরী মুদা ॥ ৪৯ ॥

স্বস্তিক রাশি, রম্ভারাশি ও মিষ্ট ব্যঞ্জনযুক্ত অতি পরিষ্কৃত অন্নরাশি সেই কৃষ্ণপ্রাণা রাধাকর্তৃক সুরেশ্বর গণপতিকে প্রদত্ত হইল। ৪৩।৪৪ ॥

সেই বিরজাতটবাসিনী বিঘ্নবিনাশনকে অমূল্য রত্ননির্ম্মিত অত্যুৎকৃষ্ট সিংহাসন প্রদান করিলেন। ৪৫ ॥

সেই শতশৃঙ্গনিবাসিনী শিবতনয়কে বহুমূল্য অগ্নির ন্যায় সমুজ্জল রমণীয় সূক্ষ্ম বস্ত্রযুগল প্রদান করিলেন। ৪৬ ॥

সেই বৃন্দাবন নিবাসিনী বিশুদ্ধ ঘৃতে নির্ম্মল ও মধুর মধুসংযুক্ত করিয়া গণপতিকে মধুপর্ক প্রদান করিলেন। ৪৭ ॥

সেই বৃকভানুনন্দিনী অত্যুৎকৃষ্ট তাম্বূলে কর্পূরাদি গন্ধদ্রব্য মিশ্রিত করিয়া সেই সম্পদদাতা গণপতিকে প্রদান করিলেন। ৪৮ ॥

সেই গোপীশ্বরী পরমানন্দে গণপতিকে পানার্থ অতি নির্ম্মল সুশীতল সুবাসিত সপ্ততীর্থোদক প্রদান করিলেন। ৪৯ ॥

অমূল্যং দুর্লভঞ্চৈব বিশুদ্ধং শ্বেতচামরং ।
দদৌ তস্মৈ পরেশায় মূলপ্রকৃতিরীশ্বরী ॥ ৫০ ॥
অমূল্যরত্ননির্ম্মাণং মুক্তামাণিক্যহীরকৈঃ ।
পরিষ্কৃতং সুতল্পঞ্চ পুষ্পচন্দনচর্চ্চিতং ॥ ৫১ ॥
সিতসূক্ষ্মাংশুকেনৈব পরিতশ্চ পরিষ্কৃতং ।
দদৌ শিবাত্মজায়ৈব কৃষ্ণবক্ষঃস্থলস্থিতা ॥ ৫২ ॥
দত্ত্বা চ কামধেনুঞ্চ সবৎসাং বাঞ্ছিতপ্রদাং ।
কৃত্বাতীব পরীহারং বৃন্দা পুষ্পাঞ্জলিং দদৌ ॥ ৫৩ ॥
দিব্যেন মূলমনুনা সবীজেনোজ্জ্বলেন চ ।
দদৌ ষোড়শোপচারং কালিন্দীকূলবাসিনী ॥ ৫৪ ॥
ওঁ গং গণপতয়ে বিঘ্ননাশিনে স্বাহা ।
ইত্যেবাথর্বেতি মন্ত্রঞ্চ ষোড়শাক্ষরং ।
সা জজাপ সহস্রঞ্চ পরং কল্পতরুং পরং ॥ ৫৫ ॥
তুষ্টাব পরয়া ভক্ত্যা ভক্তিনম্রাত্মকন্ধরা ।
সাশ্রুনেত্রা পুলকিতা স্তোত্রেণ কৌথুমেন ন ॥ ৫৬ ॥

সেই মূল প্রকৃতি ঈশ্বরী অমূল্য, অতি দুর্লভ বিশুদ্ধ শ্বেতচামর সেই শ্রেষ্ঠতম দেবকে সমর্পণ করিলেন । ৫০ ॥

সেই কৃষ্ণবক্ষনিবাসিনী অমূল্য রত্ননির্ম্মিত; মুক্তা মাণিক্য ও হীরক দ্বারা বিভূষিত; পুষ্প ও চন্দনযুক্ত এবং যাহার চতুর্দ্দিক অতি সূক্ষ্ম শ্বেতবর্ণ বস্ত্রে সুসজ্জিত সেই শয্যা শিবাত্মজাকে সমর্পণ করিলেন । ৫১।৫২ ॥

তাহার পর অভীষ্ট ফলদায়িকা সবৎসা কামধেনু সম্প্রদান পূর্ব্বক পরীহার করিয়া পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিলেন । ৫৩ ॥

তাহার পর সেই কালিন্দীতটবাসিনী সবীজ দিব্য মূল মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক ষোড়শ উপচার সমর্পণ করিলেন । ৫৪ ॥

"ওঁ গং গণপতয়ে বিঘ্ননাশিনে স্বাহা" কল্পতরু সদৃশ এই অভীষ্টপ্রদ ষোড়শাক্ষর মন্ত্র সহস্রবার জপ করিলেন । ৫৫ ॥

রাধিকোবাচ ।

পরং ব্রহ্ম পরং ধাম পরেশং পরমীশ্বরং ।
বিঘ্ননিঘ্নকরং শান্তং ত্বাং নমামি গজাননং ॥ ৫৭ ॥
সুরাসুরেন্দ্রৈ সিদ্ধেন্দ্রৈঃ স্তুতং স্তৌমি পরাৎপরং ।
সুরপদ্মদিনেশঞ্চ গণেশং মঙ্গলালয়ং ॥ ৫৮ ॥
ইদং স্তোত্রং মহাপুণ্যং বিঘ্নশোকহরং পরং ।
যঃ পঠেৎ প্রাতরুত্থায় সর্ব্ববিঘ্নাৎ প্রমুচ্যতে ॥ ৫৯ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে রাধাকৃষ্ণ-সম্বাদে গণেশপূজনং নাম ত্রয়োবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ।

তাহার পর ভক্তিপূর্ব্বক কৌথুম শাখাসম্মত স্তোত্রে স্তব করিতে লাগিলেন। ভক্তিভরে তাঁহার স্কন্ধদেশ অবনত হইল, অবিরল ধারায় অশ্রুজল বিগলিত হইতে লাগিল। ৫৬ ॥

রাধিকা কহিলেন, হে পরব্রহ্ম! তুমি শ্রেষ্ঠতম জ্যোতি, তুমি শ্রেষ্ঠতম ঈশ্বর, তুমি সমুদায় বিঘ্নবিনাশ করিয়া থাক, তুমি শান্তস্বভাব; হে গজানন! তোমাকে নমস্কার করি। ৫৭ ॥

সুরেন্দ্রগণ, অসুরেন্দ্রগণ ও সিদ্ধেন্দ্রগণ তোমার স্তব করিয়া থাকেন, তুমি পরাৎপর, তুমি সুররূপ পদ্মসমূহের বিকাশক ভাস্কর, তুমি গণপতি, ও তুমি সমুদায় মঙ্গলের আলয়, তোমাকে স্তব করি। ৫৮ ॥

যিনি প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া এই বিঘ্নবিনাশক, শোকসংহারক, মহাপুণ্যদায়ক উৎকৃষ্ট স্তোত্র পাঠ করেন, তাহার সমুদায় বিঘ্ন বিদূরীত হয়। ৫৯ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে শ্রীকৃষ্ণ জন্মখণ্ডে রাধাকৃষ্ণ সংবাদে গণেশ পুজনং নাম ত্রয়োবিংশত্যধিক শততম অধ্যায় সম্পূর্ণ।

চতুর্ব্বিংশত্যধিক শততমোঽধ্যায়ঃ।

নারায়ণ উবাচ।

রাধা সম্পূজ্য বিধিনা স্তুত্বা লম্বোদরং সতী।
অমূল্যরত্ননির্ম্মাণং সর্ব্বাঙ্গভূষণং দদৌ ॥ ১ ॥
রাধায়াঃ স্তবনং শ্রুত্বা পূজাং দৃষ্ট্বা চ বস্তুষু।
উবাচ মধুরং শান্তঃ শান্তাং ত্রৈলোক্যমাতরং ॥ ২ ॥

শ্রীগণেশ উবাচ।

তবপূজা জগন্মাতর্লোকশিক্ষাকরী শুভে।
ব্রহ্মস্বরূপা ভবতী কৃষ্ণবক্ষঃস্থলস্থিতা ॥ ৩ ॥
যৎপাদপদ্মমতুলং ধ্যায়ন্তে তে সুদুর্লভং।
সুরা ব্রহ্মেশশেষাদ্যা মুনীন্দ্রাঃ সনকাদয়ঃ ॥ ৪ ॥
জীবন্মুক্তাশ্চ ভক্তাশ্চ সিদ্ধেন্দ্রাঃ কপিলাদয়ঃ।
তস্য প্রাণাধিদেবী ত্বং প্রিয়া প্রাণাধিকা পরা ॥ ৫ ॥

নারায়ণ কহিলেন, বৎস নারদ! পতিব্রতা রাধা এইরূপে গণপতিকে স্তব করিয়া তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে রত্নময় ভূষণ সমর্পণ করিলেন। ১ ॥

শান্তস্বভাব লম্বোদর রাধাকৃত স্তুতিপাঠ শ্রবণ এবং পূজার বিবিধ উপচার দর্শন করিয়া মধুরবাক্যে সেই ত্রিলোকজননীকে কহিলেন। ২ ॥

হে জগন্মাতঃ! হে শুভে! তোমার এই পূজা কেবল লোক শিক্ষার্থ। তুমি শ্রীকৃষ্ণের বক্ষস্থলে বিরাজকর, তুমিই ব্রহ্মরূপিণী। ৩ ॥

সুরগণ, ব্রহ্মা, অনন্তদেব, মহেশ্বর সনকাদি মুনীন্দ্রগণ, জীবন্মুক্ত ভক্তগণ, কপিলাদি সিদ্ধেন্দ্রগণ যে কৃষ্ণের দুর্লভ পাদপদ্ম ধ্যান করেন, তুমি সেই কৃষ্ণের প্রাণের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, তুমি তাঁহার প্রাণ অপেক্ষা অধিক সমাদরের সামগ্রী। ৪।৫ ॥

বামাঙ্গনির্ম্মিতা রাধা দক্ষিণাঙ্গশ্চ মাধবঃ।
মহালক্ষ্মীর্জ্জগন্মাতা তব বামাঙ্গনির্ম্মিতা ॥ ৬ ॥
বসোঃ সর্ব্বনিবাসস্য প্রসূস্ত্বং পরমেশ্বরি।
বেদানাং জগতামেব মূলপ্রকৃতিরীশ্বরী ॥ ৭ ॥
সর্ব্বাঃ প্রাকৃতিকামাতঃ সৃষ্টান্যাস্তে বিভূতয়ঃ।
বিশ্বানি কার্য্যরূপাণি ত্বঞ্চ কারণরূপিণী ॥ ৮ ॥
প্রলয়ে ব্রহ্মণঃ পাতে ত্বন্নিমেষে হরেরপি।
আদৌ রাধাং সমুচ্চার্য্য পশ্চাৎ কৃষ্ণং পরাৎপরং ॥ ৯ ॥
স এব পণ্ডিতো যোগী গোলোকং যাতি লীলয়া।
ব্যতিক্রমে মহাপাপী ব্রহ্মহত্যাং লভেৎ ধ্রুবং ॥ ১০ ॥
জগতাং ভবতী মাতা পরমাত্মা পিতা হরিঃ।
পিতুরেব গুরুর্ম্মাতা পূজ্যা বন্দ্যা পরাৎপরা ॥ ১১ ॥

তুমি বামাঙ্গ এবং কৃষ্ণ দক্ষিণাঙ্গ। জগন্মাতা মহালক্ষ্মী তোমার বামাঙ্গ হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছেন। ৬ ॥

হে পরমেশ্বরি! যে শরীরে সমুদায় বিশ্ব নিবাস করিতেছে, তুমি সেই শরীরের প্রসূতি. তুমি বেদমাতা, তুমি জগন্মাতা এবং তুমি মূলপ্রকৃতি। ৭ ॥

হে মাতঃ! প্রকৃতি সম্বন্ধীয় যাবতীয় তোমা হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে, তুমি কারণ এবং বিশ্বসংসার সমুদায় তোমার কার্য্য। ৮ ॥

প্রলয়কাল উপস্থিত হইলে ব্রহ্মার পতন হয়, তোমার নিমেষে হরিরও পতন হইয়া থাকে। সর্ব্বাগ্রে তোমার নাম উচ্চারণ করিয়া পরিশেষে পরাৎপর কৃষ্ণ নাম উচ্চারণ করিতে হয়। ৯ ॥

যে পণ্ডিত ব্যক্তি তাহাই করেন, তিনি অনায়াসে গোলোকে গমন করিয়া থাকেন। আর তাহার ব্যতিক্রম ঘটিলে মহাপাপে নিপতিত হইতে হয়, অধিক কি নিশ্চয়ই ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপ তাহাকে স্পর্শ করে। ১০ ॥

তুমি জগতের জননী এবং পরমাত্মারূপী হরি জগতের পিতা, পিতা হইতে মাতা পূজনীয়া, বন্দনীয়া, ও পরাৎপরা। ১১ ॥

ভজতে দেবমন্যম্বা কৃষ্ণং বা সর্ব্বকারণং।
পুণ্যক্ষেত্রে মহামূঢ়ো যদি নিন্দতি রাধিকাং॥ ১২॥
বংশহানির্ভবেত্তস্য দুঃখং শোকমিহৈব চ।
পচ্যতে নিরয়ে ঘোরে যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ॥ ১৩॥
গুরোশ্চাজ্ঞানলবনাৎ জ্ঞানং স্যান্মন্ত্রতন্ত্রয়োঃ।
স চ সূত্রঞ্চ তত্তত্ত্বং ভক্তিঃ স্যাদ্যুবয়োর্যতঃ॥ ১৪॥
নিষেব্য মন্ত্রং দেবানাং জীবী জন্মনি জন্মনি।
ভক্তির্ভবতি দুর্গায়াঃ পাদপদ্মে সুদুর্লভে॥ ১৫॥
যুবয়োঃ পাদপদ্মঞ্চ দুর্লভং প্রাপ্য পুণ্যবান্।
ক্ষণাদ্দশষোড়শাংশং নহি মুঞ্চতি দৈবতঃ॥ ১৬॥
ভক্ত্যা চ যুবয়োর্মন্ত্রং গৃহীত্বা বৈষ্ণবাদপি।
স্তবং বা কবচং বাপি কর্ম্মমূলনিকৃন্তনং॥ ১৭॥

যদি কোন মূঢ় ব্যক্তি এই পুণ্যক্ষেত্রে অবস্থান করিয়া কৃষ্ণ বা অন্যান্য দেবকে ভজনা এবং রাধিকাকে নিন্দা করে, তাহা হইলে নিশ্চই তাহার বংশ হানি হয় এবং নিশ্চয়ই সে দুঃখ ও শোকসাগরে নিমগ্ন হইয়া থাকে। যত কাল চন্দ্রসূর্য্যই বিদ্যমান থাকিবে, ততকাল তাহাকে ঘোরতর নরক যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে।১২।১৩॥

অজ্ঞানান্ধকারনাশক গুরুদেব হইতে তন্ত্রমন্ত্রে জ্ঞানলাভ হয়. গুরুই মূল, গুরুই সার বস্তু এবং তাঁহা হইতেই তোমাদিগের প্রতি ভক্তির উদ্রেক হয়। ১৪॥

যে দুর্গার পাদপদ্ম দুর্লভ পদার্থ, গুরুদত্ত মন্ত্র জপ করিয়া জন্ম জন্ম সেই দুর্গার পাদপদ্মে জীবগণের ভক্তিসঞ্চার হইয়া থাকে। ১৫।

পুণ্যবান্ ব্যক্তিরা তোমাদিগের উভয়ের সুদুর্লভ পাদপদ্ম প্রাপ্ত হইয়া একক্ষণের দশ ষোড়শাংশের নিমিত্তও পরিত্যাগ করেন না। ১৬॥

বিষ্ণুপরায়ণ ব্যক্তির নিকট হইতে ভক্তিপূর্ব্বক তোমাদিগের উভয়ের

যো জপেৎ পরয়া ভক্ত্যা পুণ্যক্ষেত্রে চ ভারতে।
পুরুষাণাং সহস্রঞ্চ স্বাত্মনা সার্দ্ধমুদ্ধরেৎ ॥ ১৮ ॥
গুরুমভ্যর্চ্চ্য বিধিবদ্বস্ত্রালঙ্কারচন্দনৈঃ।
কবচং ধারয়েদ্যো হি বিষ্ণুতুল্যো ভবেৎ ধ্রুবং ॥ ১৯ ॥
যদ্দত্তং বস্তু মে মাতস্তৎ সর্ব্বং সার্থকং কুরু।
দেহি বিপ্রায় মৎপ্রীত্যা তদা ভোক্ষ্যামি সাম্প্রতং ॥ ২০ ॥
দেবে দেয়ানি দ্রব্যানি দেবে দেয়া চ দক্ষিণা।
তৎ সর্ব্বং ব্রাহ্মণে দদ্যাত্তদনন্তায় কল্পতে ॥ ২১ ॥
ব্রাহ্মণানাং মুখং রাধা দেবানাং মুখমুখ্যকং।
বিপ্রভুক্তঞ্চ যৎ দ্রব্যং প্রাপ্নুবন্ত্যেব দেবতাঃ ॥ ২২ ॥

মন্ত্র গ্রহণ করিয়া যে ব্যক্তি তোমাদিগের স্তব পাঠ এবং তোমাদিগের কবচ ধারণ করে, তাহাকে আর কর্ম্মজনিত যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না। ১৭ ॥

যে ব্যক্তি এই পুণ্যক্ষেত্র ভারতে জন্মপরিগ্রহ করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক গুরুদত্ত মন্ত্র জপ করে, সে ব্যক্তি স্বীয় সহস্র পুরুষের সহিত এই কর্ম্মক্ষেত্র হইতে উদ্ধার লাভ করে। ১৮ ॥

যিনি যথাবিধি বস্ত্র, অলঙ্কার ও চন্দনাদি দ্বারা গুরুকে অর্চ্চনা করিয়া ইষ্ট কবচ ধারণ করেন, তিনি নিশ্চয়ই বিষ্ণু তুল্য হইয়া থাকেন। ১৯ ॥

মাতঃ! আমাকে যে সকল বস্তু সমর্পণ করিয়াছেন, এক্ষণে এ সকল বিপ্রসাৎ করিয়া সার্থক করুন। এ সমস্ত বস্তু বিপ্রসাৎ হইলেই আমার উপভোগে আসিল। ২০ ॥

দেবতার উদ্দেশে যে সকল দ্রব্য বা দক্ষিণা প্রদত্ত হয়, তৎসমস্তই ব্রাহ্মণে সমর্পণ করা কর্ত্তব্য। দেবদ্রব্য বিপ্রসাৎ হইলে অনন্ত ফল লাভ হইয়া থাকে। ২১ ॥

রাধে! ব্রাহ্মণগণের মুখই দেবগণের প্রধান মুখ। কারণ ব্রাহ্মণগণ যে দ্রব্যভোগ করেন, তাহাতে দেবগণ পরিতৃপ্ত হইয়া থাকেন। ২২ ॥

বিপ্রাংশ্চ ভোজয়ামাস তৎসর্ব্বং রাধিকা সতী।
বভূব তৎক্ষণাদেব প্রীতো লম্বোদরো মুনে ॥ ২৩ ॥
এতস্মিন্নন্তরে চৈব ব্রহ্মেশশেষসংজ্ঞকাঃ।
আযযুর্ব্বটমূলঞ্চ দেবপূজার্থমেব চ ॥ ২৪ ॥
তত্র গত্বা শিবঃ সাক্ষাৎ দেবান্ দেবীরুবাচ সঃ।
শ্রীকৃষ্ণং শুষ্ককণ্ঠশ্চ ভয়ভীতশ্চ রক্ষকঃ ॥ ২৫ ॥

রক্ষক উবাচ।

গণেশং পূজয়ামাস সর্ব্বাদৌ চ শুভক্ষণে।
বৃকভানুসুতা রাধা প্রকৃত্য স্বস্তিবাচনং ॥ ২৬ ॥
সহিতা সা বলবতী গোপী ত্রিংশতকোটিভিঃ।
বারিতোঽহং বলিষ্ঠাভির্যুষ্মাংশ্চ কথয়ামি তে ॥ ২৭ ॥
সর্ব্বাদৌ পূজয়েদ্যোহি সোঽনন্তং ফলমাপ্নুয়াৎ।
মধ্যে মধ্যবিধং পুণ্যং শেষে স্বল্পমিতি স্মৃতং ॥ ২৮ ॥

নারদ! লম্বোদরের বচনাবসানে রাধা সেই সমস্ত দ্রব্য দ্বারা ব্রাহ্মণ ভোজন করাইলেন। তখন গজাননের আর পরিতৃপ্তির সীমা রহিল না। ২৩ ॥

ইতাবসরে ব্রহ্মা, মহেশ্বর, ও অনন্তদেব প্রভৃতি দেবগণ সেই বটমূলে গণপতির অর্চ্চনার্থ সমাগত হইলেন। ২৪ ॥

অনন্তর রক্ষক ভগবান্ ভূতভাবন তথায় উপস্থিত হইয়া সমস্ত দেব সমুদায় দেবী শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া ভয়ে শুষ্ককণ্ঠ হইয়া বলিতে লাগিলেন। যে, বৃকভানুনন্দিনী রাধা স্বয়ং স্বস্তিবাচন পূর্ব্বক সর্ব্বাগ্রে শুভক্ষণে গণেশকে পূজা করিয়াছেন। পূজাকালে ত্রিংশৎ কোটি গোপী তাঁহার সহচরী ছিল। বলিষ্ঠা গোপীগণ আমাকে বরণ করাতে আমি তোমাদিগকে কহিতেছি। ২৫।২৬।২৭ ॥

যিনি সর্ব্বাগ্রে গণপতির পূজা করেন, তিনি অনন্ত ফললাভ করিয়া

দেবেন্দ্রেষু মুনীন্দ্রেষু দেবস্ত্রীষু স্থিতাসু চ।
গোপীভিশ্চ সহতয়া রাধয়া পূজিতঃ পুরঃ॥ ২৯ ॥
দূতবাক্যং সমাকর্ণ্য জহসুঃ সর্ব্বদেবতাঃ।
মুনয়ো মনবশ্চৈব রাজানো দেবযোষিতঃ॥ ৩০ ॥
রুক্মিণ্যাদ্যা রমণ্যশ্চ যা দেব্যা বিস্ময়ং যযুঃ।
সরস্বতী চ সাবিত্রী পার্ব্বতী পরমেশ্বরী॥ ৩১ ॥
রোহিণী চ সতী সংজ্ঞা স্বাহাদ্যাঃ সর্ব্বযোষিতঃ।
মুদিতাঃ প্রযযুঃ সর্ব্বা মুনিপত্ন্যঃ পতিব্রতাঃ॥ ৩২ ॥
মুনয়ো মানবঃ সর্ব্বে দেবাশ্চাপি নৃপাস্তথা।
শ্রীকৃষ্ণঃ স্বগণৈঃ সার্দ্ধং যে চান্যে প্রযযুর্মুদা॥ ৩৩ ॥
তে সর্ব্বে বিবিধৈদ্র্ব্যৈঃ পূজাঞ্চক্রুঃ শুভক্ষণে।
বলিষ্ঠা দুর্ব্বলাশ্চৈব ক্রমেণ চ পৃথক পৃথক্॥ ৩৪ ॥
লড্ডুকানাঞ্চ রাশীনাং শতকোটির্ব্বভূবহ।
শর্করাণাং তদর্দ্ধঞ্চ স্বস্তিকানাং তথৈব চ॥ ৩৫ ॥

থাকেন। যিনি মধ্যে পূজা করেন, তিনি মধ বিধ এবং সর্ব্বশেষে, তিনি সামান্য ফললাভ করিয়া থাকেন। ২৮॥

দেবেন্দ্রগণ, মুনীন্দ্রগণ এবং দেবপত্নীগণ উপস্থিত থাকিলেও রাধা গোপীগণের সহিত অগ্রে গণপতিকে পূজা করিলেন। ২৯॥

দূতবাক্য শ্রবণে দেবগণ উচ্চৈস্বরে হাস্য করিয়া উঠিলেন। মুনিগণ,মনুগণ, নরপতিগণ, দেবপত্নীগণ, রুক্মিণী প্রভৃতি যে সকল রমণী তথায় উপস্থিত ছিলেন, সকলেই বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। সরস্বতী; সাবিত্রী,পরমেশ্বরী পার্ব্বতী, রোহিণী, সংজ্ঞা ও স্বাহা প্রভৃতি যোষিৎগণ এবং পতিব্রতা মুনিপত্নীগণ আনন্দিত হইয়া তথায় গমন করিলেন। মনুগণ, মুনিগণ, দেবগণ, নরপতিগণ, শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং সগণে মহানন্দে তথায় গমন করিলেন। ৩০।৩১।৩২।৩৩॥

তাঁহারা সকলেই শুভক্ষণে বিবিধ উপচারে গণপতিকে পূজা করিতে লাগিলেন। ৩৪॥

অন্নানাং ভ্রষ্টবস্তূনাং শতকোটির্ব্বভূব হ।
অসংখ্যানি ফলান্যেব স্বাদূনি মধুরাণি চ॥ ৩৬॥
মধুকুল্যা দুগ্ধকুল্যা দধ্নঃ কুল্যা ঘৃতস্য চ।
বভূবুঃ শতসংখ্যাশ্চ ত্রৈলোক্যানাঞ্চ পূজিতে॥ ৩৭॥
পূজাং কৃত্বা তু তে সর্ব্বে সমুস্থুশ্চ সুখাসবে।
পার্ব্বতী পরমপ্রীত্যা রাধাস্থানং সমাযযৌ॥ ৩৮॥
সা রাধা পার্ব্বতীং দৃষ্ট্বা সমুত্থায় জবেন চ।
যথাযোগ্যাঞ্চ সম্ভাষাং চকার সাদরং মুদা॥ ৩৯॥
আশ্লেষণং চুম্বনঞ্চ বভূব চ পরস্পরং।
উবাচ মধুরং দুর্গা রাধাং কৃত্বা স্ববক্ষসি॥ ৪০॥

শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ।

কিং বা প্রশ্নং করিষ্যামি ত্বাং রাধাং মঙ্গলালয়াং।
গতা তে বিরহজ্জ্বালা শ্রীদাম্নঃ শাপমোক্ষণে॥ ৪১॥

শতকোটি লড্ডুকরাশি, তাহার অর্দ্ধভাগ শর্করা ও স্বস্তিকরাশি, অন্ন ও ভর্জ্জিত দ্রব্যের শতকোটিরাশি এবং সুস্বাদু ও সুমধুর অসংখ্য ফলরাশি পরিকল্পিত হইল। ৩৫।৩৬॥

সেই ত্রিলোকপূজনে শতসংখ্যক ঘৃত, মধু, দধি ও দুগ্ধের নদী প্রাদুর্ভূত হইয়া উঠিল। ৩৭॥

পূজাশেষ হইলে, সকলে সুখাসনে আসীন হইলে একমাত্র পার্ব্বতী মহানন্দে রাধার নিকটে গমন করিলেন। ৩৮॥

পার্ব্বতী উপস্থিত হইবামাত্র রাধা সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক অগ্রসর হইয়া পরম সমাদরে অভ্যর্থনা করিলেন। ৩৯॥

তাহার পর পরস্পর আলিঙ্গন ও মুখচুম্বন করিয়া ভগবতী রাধাকে বক্ষঃস্থলে স্থাপন করিয়া মধুরবচনে কহিতে লাগিলেন। ৪০॥

রাধে! সকল প্রকার শুভই তোমার নিকট বিরাজমান; অতএব

সততং মন্মনঃ প্রাণাস্ত্বয্যেব ময়ি তে তথা।
নহ্যেবমাবয়োর্ভেদঃ শক্তিপুরুষয়োর্যথা ॥ ৪২ ॥
যে ত্বাং নিন্দন্তি মদ্ভক্তাস্ত্বদ্ভক্তাশ্চাপি মামপি।
কুম্ভীপাকেন পচ্যন্তে যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ ॥ ৪৩ ॥
রাধামাধবয়োর্ভেদং যে কুর্ব্বন্তি নরাধমাঃ।
বংশহানির্ভবেত্তেষাং পচ্যন্তে নরকে চিরং ॥ ৪৪ ॥
যান্তি শূকরযোনিঞ্চ পিতৃভিঃ শতকৈঃ সহ।
ষষ্টিবর্ষসহস্রাণি বিষ্ঠায়াং ক্রময়স্তথা ॥ ৪৫ ॥
ত্বয়ৈব পূজিতঃ পুত্রো ন ময়া চ গণেশ্বরঃ।
সর্ব্বাদৌ সর্ব্বপূজ্যোঽয়ং যথা তব তথা মম ॥ ৪৬ ॥
যাবজ্জীবনপর্য্যন্তং ন বিচ্ছেদো ভবিষ্যতি।
রাধামাধবয়োর্দ্দেবি দুগ্ধধাবল্যয়োর্যথা ॥ ৪৭ ॥

তোমাকে আর শুভ প্রশ্ন কি করিব? শ্রীদামের শাপবিমোচনের পর তোমার বিরহজ্বরেরও শান্তি হইয়াছে। ৪১ ॥

আমার মন, প্রাণ যেমন সতত তোমার প্রতি, তেমনি তোমারও মন প্রাণ আমার প্রতি রহিয়াছে। যেমন প্রকৃতি পুরুষে কিছুমাত্র প্রভেদ নাই, তদ্রূপ তোমায় আমায় কিছুমাত্র বিভিন্নতা নাই। ৪২ ॥

যদি তোমার ভক্তগণ আমাকে, কি আমার ভক্তগণ তোমাকে নিন্দা করে, তাহা হইলে তাহারা যতকাল জগতে চন্দ্রসূর্য্য বিদ্যমান থাকিবে, ততকাল কুম্ভীপাক নরকে অবস্থান পূর্ব্বক যন্ত্রণা ভোগ করিবে। ৪৩ ॥

যে নরাধম পাষণ্ডেরা রাধা ও মাধবের ভেদ কল্পনা করে, তাহাদিগের বংশ বিনাশ হয় এবং চিরকাল তাহারা নরকযন্ত্রণা ভোগ করে। ৪৪ ॥

পূর্ব্বতন শত পুরুষের সহিত তাহারা শূকরযোনি লাভ করিয়া থাকে। এবং ষষ্টি সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত তাহাদিগকে বিষ্ঠার কৃমি হইয়া অবস্থান করিতে হয়। ৪৫ ॥

তুমি আমার পুত্র গণপতিকে পূজা করিলে কিন্তু যদিও আমি করি নাই; তথাপি ইনি সর্ব্বাগ্রে সকলের পূজ্য হইবেন। ইনি যেমন তোমার তদ্রূপ আমার। ৪৬ ॥

দেবি! দুগ্ধ ও ধাবল্যে যেমন কিছুমাত্র বিচ্ছেদ নাই, তদ্রূপ যাবজ্জীবন তোমায় ও কৃষ্ণে বিচ্ছেদ থাকিবে না। ৪৭ ॥

সিদ্ধাশ্রমে তথা তীর্থে পুণ্যক্ষেত্রে চ ভারতে।
নির্ব্বিঘ্নং লভ গোবিন্দং সংপূজ্য বিঘ্নখণ্ডনং ॥ ৪৮ ॥
রাসেশ্বরী ত্বং রসিকা শ্রীকৃষ্ণো রসিকেশ্বরঃ।
বিদগ্ধায়া বিদগ্ধেন সঙ্গমো গুণবান্ ভবেৎ ॥ ৪৯ ॥
শ্রীদাম্নঃ শাপনির্ম্মুক্তে শতবর্ষান্তরে সতি।
কুরুষ মদ্বরেণাদ্য কৃষ্ণেন সহ সঙ্গমং ॥ ৫০ ॥
মমাজ্ঞয়া তূর্ণত্বয়া সুবেশং কুরু সুন্দরি।
সুদুর্লভঃ কামিনীনাং সংপুংসঃ সহ সঙ্গমঃ ॥ ৫১ ॥
চক্রুঃ সুবেশং রাধায়াঃ প্রিয়াল্যশ্চ শিবাজ্ঞয়া।
রত্নসিংহাসনে রম্যে বাসয়ামাসুরীশ্বরীং ॥ ৫২ ॥
পুরতো রত্নমালা সা রত্নমালাং গলে দদৌ।
পদ্মা পদ্মমুখং দ্রষ্টুং সদ্রত্নদর্পণং দদৌ ॥ ৫৩ ॥

রাধে! এই পুণ্যক্ষেত্র ভারতের প্রধানতীর্থ সিদ্ধাশ্রমে বিঘ্নবিনাশনকে পূজা করিয়া তুমি নির্ব্বিঘ্নে গোবিন্দকে লাভ কর। ৪৮ ॥

তুমি রসিকা রাসেশ্বরী, এবং শ্রীকৃষ্ণ সুরসিক রাসেশ্বর। অতএব রসিকার রসিকের সঙ্গম একান্ত প্রশংসনীয়। ৪৯ ॥

শ্রীদামশাপের শত বৎসর কাল অতীত হইয়াছে, এক্ষণে আমি বরপ্রদান করিতেছি, তুমি কৃষ্ণের সহিত সমাগত হও। ৫০ ॥

সুন্দরি! আমি বলিতেছি, তুমি শীঘ্র রমণীয় বেশভূষা সম্পাদন কর। রমণীগণের পক্ষে সৎপুরুষ সমাগম অতি দুর্লভ। ৫১ ॥

শিবের আদেশানুসারে প্রিয়সখীগণ রাধার বেশবিন্যাস করিয়া তাঁহাকে রমণীয় রত্নময় সিংহাসনে উপবেশন করাইল। ৫২ ॥

তন্মধ্যে সখী রত্নমালা প্রথমতঃ তাঁহার গলদেশে রত্নমালা এবং পদ্মা মুখকমল সন্দর্শন করিবার নিমিত্ত উৎকৃষ্ট রত্নময় দর্পণ প্রদান করিল। ৫৩ ॥

রাধায়া দক্ষিণে হস্তে ক্রীড়াপদ্মং মনোহরং।
দদৌ পদ্মমুখী পাদপদ্মযুগ্মেঽপ্যলক্তকং ॥ ৫৪ ॥
প্রদদৌ সুন্দরী গোপী সিন্দূরং সুন্দরং বরং।
চন্দনেন সমাযুক্তং সীমন্তাধঃস্থলোজ্জ্বলাং ॥ ৫৫ ॥
সুচারু কবরীং রম্যাং চকার মালতী সতী।
মনোহরাং মুনীনাঞ্চ মালতীমাল্যভূষিতাং ॥ ৫৬ ॥
কস্তূরীকুঙ্কুমাক্তঞ্চ চারুচন্দনপত্রকং।
স্তনযুগ্মে সুকঠিনে চকার চন্দনী সতী ॥ ৫৭ ॥
চারু চম্পকপুষ্পাণাং মালাং গন্ধমনোহরাং :
মালাবতী দদৌ তস্যৈ প্রফুল্লাং নবমল্লিকাং ॥ ৫৮ ॥
রতিঃ সুরসিকা গোপী রত্নভূষণভূষিতাং।
তাঞ্চ করোতি রসিকাং বরাং রতিরসোৎসুকাং ॥ ৫৯ ॥

পদ্মমুখী রাধার দক্ষিণ করে মনোহর এক ক্রীড়াপদ্ম প্রদান করিয়া তাঁহার চরণযুগল অলক্তক রাগে রঞ্জিত করিয়া দিল। ৫৪ ॥

সুন্দরী নাম্নী সখী তাঁহার সীমন্তে সিন্দূর বিন্দু প্রদান করিয়া তাহার নিম্ন-দেশে চন্দনরসের সমুজ্জ্বল অলকা তিলকা প্রদান করিল। ৫৫ ॥

মালতী কেশ বন্ধন করিয়া দিয়া তাঁহার সেই কবরী মালতী মাল্যে বিভূষিত করিল ; এমন কি তদ্দর্শনে মুনিজনেরও মন সমাকৃষ্ট হয়। ৫৬ ॥

সখী চন্দনী তাঁহার পীন ও সুকঠিন স্তনযুগলের উপরিভাগে চন্দনরসের অলকা তিলকা অঙ্কিত করিয়া তাহার উপর কস্তুরী ও কুঙ্কুম প্রদান করিল। ৫৭ ॥

সখী মালাবতী তাঁহার গলদেশে অতি মনোহর, অতি সুগন্ধ চম্পক পুষ্পের মালা সমর্পণ করিয়া তাঁহার হস্তে একটী প্রফুল্ল নবমল্লিকা প্রদান করিল। ৫৮ ॥

সুরসিকা গোপী রতি সেই রসিকা সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী রাধাকে নানাবিধ অলঙ্কারে অলঙ্কৃত করিয়া রতিরসে একান্ত সমুৎসুক করিয়া তুলিল। ৫৯ ॥

শরৎপদ্মদলাভঞ্চ লোচনং কজ্জলোজ্জ্বলং।
কৃত্বা দদৌ সুললিতং বস্ত্রঞ্চ ললিতা সতী ॥ ৬০ ॥
মাহেন্দ্রেণ প্রদত্তঞ্চ পারিজাতপ্রসূনকং।
সুগন্ধিযুক্তং তস্যাশ্চ পারিজাতং করে দদৌ ॥ ৬১ ॥
সুশীলং মধুরোক্তঞ্চ ভর্তুঃ পার্শ্বে যথোচিতং।
শিক্ষাঞ্চকার নীতঞ্চ সুশীলা গোপিকা সতী ॥ ৬২ ॥
স্ত্রীণাঞ্চ ষোড়শকলাং বিপত্তৌ বিস্মৃতং তয়া।
স্মরণং কারয়ামাস রাধাং মাতা কলাবতী ॥ ৬৩ ॥
শৃঙ্গারবিষয়োক্তঞ্চ বচনঞ্চ সুধোপমং।
স্মরণং কারয়ামাস ভগিনী চ সুধামুখী ॥ ৬৪ ॥
কমলানাং চম্পকানাং দলে চন্দনচর্চ্চিতে।
চকার রতিতল্পঞ্চ কমলা চ সুকোমলং ॥ ৬৫ ॥

ললিতাসখী, একে তাঁহার নয়নযুগল শরৎ পঙ্কজের ন্যায় সুবিশাল, তাহাতে আবার কজ্জলদানে উজ্জ্বল করিয়া দিয়া পরিশেষে মনোহর এক বস্ত্র প্রদান করিল। ৬০।

ইতিপূর্ব্বে দেবরাজ ইন্দ্র যে গন্ধমনোহর পারিজাত পুষ্প প্রদান করিয়াছিলেন, সেই সুগন্ধি পারিজাত পুষ্পও তাঁহার করকমলে সমর্পিত হইল। ৬১॥

অন্যতমা গোপিকা সুশীলা, স্বামীর নিকটে গিয়া কিরূপে বাক্যবিন্যাস করিতে হয়, কিরূপ ব্যবহার করিতে হয়, রাধাকে তত্তাবতের রীতিনীতি শিক্ষা প্রদান করিল। ৬২ ॥

শ্রীদামের শাপকালে একান্ত দুঃখে রাধা যে সমস্ত বিস্মৃত হইয়াছিলেন, মাতা কলাবতী তাঁহার অন্তঃকরণে সেই সমস্ত স্ত্রীজনোচিত ষোড়শকলা পুনরুদ্দীপিত করিয়া দিলেন। ৬৩ ॥

তাঁহার ভগিনী সুধামুখী শৃঙ্গারসম্বন্ধে যে যে সুমধুর বচন বিন্যাস করিতে হয়, সে সমস্তই রাধাকে স্মরণ করিয়া দিলেন। ৬৪ ॥

সখী কমলা কমলদল ও চম্পকদল চন্দনে বিলিপ্ত করিয়া তদ্দ্বারা অতি কোমল রতিশয্যা প্রস্তুত করিয়া দিল। ৬৫ ।

চারুচম্পকপুষ্পঞ্চ কৃষ্ণার্থং প্রকটস্থিতং।
চকার চন্দনাক্তঞ্চ স্বয়ং চম্পাবতী সতী ॥ ৬৬ ॥
পুষ্পং কেলিকদম্বানাং স্তবকঞ্চ মনোহরং।
কদম্বমালাং কৃষ্ণার্থং বিদ্যমানাঞ্চকার সা ॥ ৬৭ ॥
তাম্বূলঞ্চ বরং রম্যং কর্পূরাদিসুবাসিতং।
কৃষ্ণপ্রিয়া চ কৃষ্ণার্থং চকার বাসিতং জলং ॥ ৬৮ ॥
এতস্মিন্নন্তরে সর্ব্বমাশ্রমং সজলস্থলং।
সাক্ষাদ্গোরোচনাভঞ্চ দদৃশুর্ম্মুনয়ঃ সুরাঃ ॥ ৬৯ ॥
তে সর্ব্বে বিস্ময়ং গত্বা পপ্রচ্ছুঃ কৃষ্ণমীশ্বরং।
উবাচ ভগবাংস্তাংশ্চ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বকারণঃ ॥ ৭০ ॥

শ্রীভগবানুবাচ।

অভিশপ্তা চ শ্রীদাম্না ভ্রষ্টশোভা চ রাধিকা।
সর্ব্বং জ্ঞানং বিসস্মার মদ্বিচ্ছেদজ্বরাতুরা ॥ ৭১ ॥

চম্পাবতী স্বয়ং মনোহর চম্পক পুষ্প, চন্দনরসে বিলিপ্ত করিয়া এবং কেলিকদম্ব স্তবক ও কদম্ব পুষ্পের মালা প্রস্তুত করিয়া তথায় স্থাপিত করিল। ৬৬।৬৭ ॥

কৃষ্ণপ্রিয়া রাধা স্বয়ং কৃষ্ণের নিমিত্ত কর্পূরাদিবাসিত উৎকৃষ্ট তাম্বূল ও সুবাসিত পানীয় প্রস্তুত করিয়া রাখিলেন। ৬৮ ॥

ঐ সময় দেবগণ ও মুনিগণ সমুদায় আশ্রমের কি জল, কি স্থল সমস্তই গোরোচনা বর্ণ দর্শন করিতে লাগিলেন। ৬৯ ॥

তদ্দর্শনে তাঁহাদিগের বিস্ময়ের পরিসীমা রহিল না। তখন তাঁহারা সেই সর্ব্বকারণ সর্ব্বজ্ঞ ভগবান কৃষ্ণকে তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি কহিতে লাগিলেন। ৭০ ॥

দেবগণ! শ্রীদাম শ্রীমতী রাধাকে শাপ প্রদান করিলে, সেই শাপে রাধা আমার বিচ্ছেদজ্বরে নিতান্ত কাতর হইয়া একেবারে শ্রীভ্রষ্ট ও সমস্ত বিস্মৃত হইয়াছিলেন। ৭১ ॥

বিমুক্তবর্ষশতকে জ্ঞানং সস্মার সা সতী।
সিদ্ধাশ্রমঞ্চ পীতাভং রাসেশ্বর্য্যাশ্চ তেজসা॥ ৭২॥
পরমাহ্লাদকং তেজশ্চন্দ্রকোটিসমপ্রভং।
সুখদৃশ্যঞ্চ সুখদং চক্ষুষাং প্রাণিনামপি॥ ৭৩॥
তং শ্রুত্বা পরমাশ্চর্য্যং মুনয়ো মনবস্তথা।
দেব্যশ্চ সর্ব্বে দেবাস্তে ব্রহ্মেশানাদয়স্তথা॥ ৭৪॥
জবেন গত্বা তং স্থানং ভক্তিনম্রাত্মকন্ধরাঃ।
সর্ব্বে জনাস্তে দদৃশুস্ত্রৈলোক্যস্থাশ্চ রাধিকাং॥ ৭৫॥
শ্বেতচম্পাকবর্ণাভামতুলাং সুমনোহরাং।
মোহিনীং মানসানাঞ্চ মুনীনামূর্দ্ধরেতসাং॥ ৭৬॥
সুকেশীং সুন্দরীং শ্যামাং ন্যগ্রোধপরিমণ্ডলাং।
নিতম্বকঠিনশ্রোণী স্তনযুগ্মোন্নতানতাং॥ ৭৭॥

শতবর্ষ পরে শাপবিমোচন হইলে, আবার ইহার পূর্ব্ববৎ জ্ঞানের সঞ্চার হইল। সেই রাসেশ্বরী রাধার শরীর লাবণ্যে সমস্ত সিদ্ধাশ্রম পীতবর্ণ হইয়াছিল। ৭২॥

কোটিচন্দ্রের আভার ন্যায় তাঁহার সেই লাবণ্য দর্শন করিলে মন আনন্দে পরিপূর্ণ হয়। দর্শনে আশার পরিতৃপ্তি হয় না, এমন কি প্রাণিগণের দৃষ্টি একবার নিপতিত হইলে আর উত্তোলন করিতে পারে না। ৭৩॥

তখন ব্রহ্মা ও মহেশ্বর প্রভৃতি সমস্ত দেবগণ, দেবীগণ, মুনিগণ, মনুগণ; সেই আশ্চর্য্য ঘটনা শ্রবণ করিবামাত্র তৎক্ষণাৎ তথায় উপস্থিত হইলেন, ভক্তিভরে তাঁহাদিগের সকলেরই গ্রীবাদেশ অবনত হইল। ত্রিলোকস্থিত সমস্ত লোকই বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া রাধাকে দর্শন করিতে লাগিল। ৭৪।৭৫॥

তাঁহার বর্ণ শ্বেতচম্পকের ন্যায়, তুলনা দিবার স্থল দ্বিতীয় নাই, দেখিতে এরূপ মনোহর যে, ঊর্দ্ধরেতা মুনিগণেরও মন মুগ্ধ হয়। ৭৬॥

সেই সুকেশী সুন্দরী শ্যামার সর্ব্বাঙ্গ সুগোল, নিতম্বদেশ বিশাল ও সুকঠিন স্তনদ্বয় এরূপ উন্নত যে, তাহার ভরে শরীর আনত হইয়া পড়িয়াছে। ৭৭॥

কোটীন্দুনিন্দিতাস্যাং তাং সস্মিতাং সুদতীং সতীং।
কজ্জলোজ্জ্বলরূপাঞ্চ শরৎকমললোচনাং ॥ ৭৮ ॥
মহালক্ষ্মীং বীজরূপাং রূপমান্যাং সনাতনীং।
পরমাত্মস্বরূপস্য প্রাণাধিষ্ঠাতৃদেবতাং ॥ ৭৯ ॥
স্তুতাঞ্চ পূজিতাঞ্চৈব পরাঞ্চ পরমাত্মনা।
ব্রহ্মস্বরূপাং নির্লিপ্তাং নিত্যরূপাঞ্চ নির্গুণাং ॥ ৮০ ॥
বিশ্বাবরোধাং প্রকৃতিং ভক্তানুগ্রহবিগ্রহাং।
সত্যস্বরূপাং শুদ্ধাঞ্চ পূতাং পতিতপাবনীং ॥ ৮১ ॥
সুতীর্থপূতাং সংকীর্ত্তিং বিধাত্রীং বেধসামপি।
মহৎ প্রিয়াঞ্চ মহতীং মহদ্বিষ্ণোশ্চ মাতরং ॥ ৮২ ॥
রাসেশ্বরেশ্বরীং রম্যাং রসিকাং রসিকেশ্বরীং।
বহ্নিশুদ্ধাংশুকাধানাং স্বেচ্ছারূপাং শুভালয়াং ॥ ৮৩ ॥

তাঁহার মুখচন্দ্র দর্শনে কোটি কোটি চন্দ্র লজ্জায় নম্রবদন হন, মুখে ঈষৎ হাস্য বিরাজমান, দন্তগুলি অতি সুন্দর; একে লোচনযুগল শারদীয় পঙ্কজের ন্যায়, তাহাতে আবার কজ্জলদানে একান্ত উজ্জ্বল হইয়াছে। তিনিই বীজরূপা মহালক্ষ্মী, রূপে জগৎমান্য এবং নিত্যস্বরূপ। তিনি পরমাত্মরূপী নারায়ণের প্রাণের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। ৭৮।৭৯ ॥

পরমাত্মা তাঁহার স্তব ও তাঁহার পূজা করিয়া থাকেন, তিনি পরাৎপর তিনি ব্রহ্মস্বরূপ, তিনি নির্লিপ্ত, তিনি নিত্য এবং তিনিই ত্রিগুণাতীত। ৮০ ॥

তিনি বিশ্ব সংসার ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছেন, তিনিই মূল প্রকৃতি, তবে কেবল ভক্তজনের বাঞ্ছাপূরণের নিমিত্ত বিগ্রহ ধারণ করেন মাত্র। তিনি সত্যস্বরূপ, বিশুদ্ধ ও পূত পদার্থ। তিনিই পতিত ব্যক্তিদিগের উদ্ধারসাধন করিয়া থাকেন। ৮১ ॥

তিনি তীর্থপূতকীর্ত্তি এবং বিধাতারও বিধাত্রী। তিনি স্বয়ং মহতী, আবার মহতের প্রিয়তমা, তাঁহা হইতে মহদ্বিষ্ণুর সমুৎপত্তি হইয়াছে। ৮২ ॥

গোপিভিঃ সপ্তভিঃ শশ্বৎ সেবিতাং শ্বেতচামরৈঃ।
চতুর্ভিশ্চ প্রিয়ালীভিঃ পাদপদ্মোপসেবিতাং ॥ ৮৪ ॥
অমূল্যরত্ননির্ম্মাণভূষণোচ্চৈর্ব্বিভূষিতাং।
চারুকুণ্ডলযুগ্মেন শ্রুতিগণ্ডস্থলোজ্জ্বলাং ॥ ৮৫ ॥
পক্কবিম্বফলৌষ্ঠাঞ্চ বনমালাবিভূষিতাং ॥ ৮৬ ॥
দধানাং কবরীং রম্যাং মালতীমাল্যভূষিতাং।
সিন্দূরবিন্দুনা সার্দ্ধং স্নিগ্ধচন্দনবিন্দুভিঃ ॥ ৮৭ ॥
কস্তূরী কজ্জলাঙ্কেন সীমন্তাধঃস্থলোজ্জ্বলাং।
সুনাসাং গজমুক্তার্হাং খগেন্দ্রচঞ্চুনির্ম্মিতাং ॥ ৮৮ ॥
কুঙ্কুমারক্তকস্তূরী স্নিগ্ধচন্দনচিত্রিতং।
দধানাং সুকপোলঞ্চ কোমলাঙ্গীং সুকামুকীং ॥ ৮৯ ॥

যিনি স্বয়ং রমণীয়া ও রাসেশ্বরেরও ঈশ্বরী, যিনি কেবল রসিকা নহেন, রসিকার শিরোমণি, যাহার পবিধ ন বক্সিব ন্যায় উজ্জ্ব বর্ণ পত্র, যিনি ইচ্ছা করিলে নানাপ্রকার রূপ ধারণ করিতে পারেন, যিনি সমস্ত মঙ্গলের আশ্রয় স্থান। ৮৩ ॥

সাত জন গোপী শ্বেতচামর ধারণ করিয়া নিরন্তর যাহার সেবা করিতেছে চারিজন প্রিয়সখী যাঁহার পাদপদ্ম বীজন করিতেছে। ৮৪ ॥

যাঁহার সর্ব্বাঙ্গ অমূল্য রত্নময় ভূষণে বিভূষিত। যাহার উভয় কর্ণে মনোহর কুণ্ডলযুগল লম্বমান থাকায় শ্রুতিযুগল ও গণ্ডস্থলদ্বয় একেবারে উজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে। ৮৫ ॥

ওষ্ঠদেশ সুপক্ক বিম্বফলের ন্যায় লোহিত বর্ণ এবং গলে বনমালা। যাঁহার কবরী মালতীমালায় বিভূষিত এবং সীমন্তে সিন্দূর ও সুস্নিগ্ধ চন্দন বিন্দু, যাঁহার সীমন্তের নিম্নভাগে কস্তুরী ও কজ্জলচিহ্ন অঙ্কিত রহিয়াছে, নাসিকা যেন খগেন্দ্রচঞ্চু দ্বারা বিনির্ম্মিত, তাহাতে আবার বৃহদাকার গজমুক্তা লম্বমান। ৮৬। ৮৭।৮৮ ॥

গজেন্দ্রগামিনীং রামাং কমনীয়াং সুকামিনীং।
কামাস্ত্রজয়রূপাঞ্চ কামকল্পালয়াং বরাং॥ ৯০ ॥
ক্রীড়াকমলমম্লানং পারিজাতপ্রসূনকং।
অমূল্যরত্ননির্ম্মাণং দধানাং দর্পণোজ্জ্বলং॥ ৯১ ॥
নানাচিত্রবিচিত্রাঢ্যং রত্নসিংহাসনস্থিতং।
পাদপদ্মার্চ্চিতং পাদপদ্মঞ্চ মঙ্গলালয়ং॥ ৯২ ॥
হৃৎপদ্মে ধ্যায়মানাং তাং কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ।
কর্ম্মণা মনসা বাচা স্বপ্নে জাগরণেঽপি চ॥ ৯৩ ॥
তৎপ্রীতিং প্রেমসৌভাগ্যং স্মরন্তীং নিত্যনূতনং।
ভাবানুরক্তসংসক্তাং শুদ্ধভক্তাং পতিব্রতাং॥ ৯৪ ॥
ধন্যাং মান্যাং গৌরবার্হাং শশ্বদ্বক্ষঃস্থলস্থিতাং।
বৃকভানুসুতাখ্যাতাং পুণ্যক্ষেত্রে চ ভারতে॥ ৯৫ ॥

যাঁহার কপোলদেশ সুস্নিগ্ধ চন্দনের অলকা তিলকায় চিত্রিত, তাহার উপর আবার কুঙ্কুম ও কস্তুরী বিন্যস্ত হইয়াছে। যাঁহার অঙ্গ অতি কোমল এবং দেখিলে বোধ হয় যেন কমনীয় কান্তকে কামনা করিতেছে। ৮৯ ॥

যে রমণীর গতি গজেন্দ্রের ন্যায়, যাঁহাকে দেখিলে সকলেরই মন আকর্ষণ করে, যিনি কামাস্ত্রের জয় পতাকা, যাঁহাকে দর্শনমাত্র কাম উদ্দীপিত হয়। ৯০॥

যাঁহার হস্তে অম্লান ক্রীড়াকমল, পারিজাত পুষ্প এবং অমূল্য রত্ননির্ম্মিত উৎকৃষ্ট দর্পণ। ৯১ ॥

পরমাত্মরূপী শ্রীকৃষ্ণের যে পাদপদ্ম, নানাবিধ চিত্রবিচিত্রে পরিপূর্ণ সিংহাসনের উপরিভাগে অধিষ্ঠিত, পদ্মা স্বয়ং সতত যে পাদপদ্মের অর্চ্চনা করিয়া থাকেন, যে পাদপদ্ম সর্ব্বপ্রকার মঙ্গলের একমাত্র আলয়, যিনি হৃৎপদ্মমধ্যে কায়মনোবাক্যে কি স্বপ্নে, কি জাগরণে সতত সেই পাদপদ্মের ধ্যান করিতেছেন, যিনি শ্রীকৃষ্ণের নিত্য নূতন প্রীতি, নিত্য নূতন প্রেম ভাবনা করিতেছেন, যিনি সতত শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভাবে গদগদ, একান্ত অনুরক্ত, যথার্থ ভক্ত এবং পতিব্রতা, যিনি ধন্যা, মান্যা, গৌরবার্হা, যিনি সতত

গোপীশ্বরীং গুপ্তরূপাং সিদ্ধিদাং সিদ্ধিরূপিণীং।
ধ্যানাসাধ্যাং দুরারাধ্যাং বন্দে সদ্ভক্তবন্দিতাং ॥ ৯৬ ॥
ধ্যানেনানেন যে রাধাং ধ্যায়ন্তে ধ্যানতৎপরাঃ।
ইহৈব জীবন্মুক্তাস্তে পরত্র কৃষ্ণপার্ষদাঃ ॥ ৯৭ ॥
দৃষ্ট্বা ব্রহ্মা চ সর্ব্বাদৌ তুষ্টাব পরমেশ্বরীং।
স্বয়ং বিধাতা জগতাং মাতরং বেধসামপি ॥ ৯৮ ॥

ব্রহ্মোবাচ।

ষষ্ঠিবর্ষসহস্রাণি দিব্যানি পরমেশ্বরি।
পুষ্করে চ তপস্তপ্তং পুণ্যক্ষেত্রে চ ভারতে ॥ ৯৯ ॥
ত্বৎপাদপদ্মমধুরমধুলুব্ধেন চেতসা।
মধুব্রতেন লোলেন পূরিতেন ময়া সতি।

শ্রীকৃষ্ণের বক্ষঃস্থলে বিরাজ করিতেছেন, এই পুণ্যক্ষেত্র ভারতে যিনি বৃক-নন্দিনী বলিয়া বিখ্যাত। ৯২।৯৩।৯৪।৯৫ ॥

যিনি গোপীশ্বরী, যাঁহার রূপ সকলের অদৃশ্য, যিনি স্বয়ং সিদ্ধিস্বরূপা হইয়া লোকদিগকে সিদ্ধি প্রদান করেন, যিনি ধ্যানের অগম্য সেই ভক্ত-বন্দিত দুরারাধ্য রাধাকে ধ্যান করি। ৯৬॥

যাঁহারা এই ধ্যান দ্বারা শ্রীরাধাকে ধ্যান করেন, তাঁহারা ইহলোকে জীবন্মুক্ত হইয়া পরলোকে শ্রীকৃষ্ণের পার্শ্বচর হইয়া থাকেন। ৯৭॥

ভগবান কমলযোনি সেই পরমেশ্বরী রাধাকে দর্শন করিবামাত্র সর্ব্বাগ্রে সেই জগন্মাতা সেই বিধাতৃজননীকে স্তব করিতে লাগিলেন। ৯৮॥

ব্রহ্মা কহিলেন, হে পরমেশ্বরি! দিব্য ষষ্ঠি সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত আমি এই পুণ্যক্ষেত্র ভারতের পুষ্কর তীর্থে কঠোর তপস্যার অনুষ্ঠান করিয়াছি। ৯৯॥

হে পতিব্রতে! আমার মনরূপ মধুকর তোমার পাদপদ্মের সুমধুর মধু পান করিবার প্রত্যাশায় এতাবৎকাল পর্য্যন্ত পরিভ্রমণ করিয়াছে, তথাপি সে চিরাভিলষিত তোমার পাদপদ্ম লাভে সমর্থ হয় নাই। ১০০ ॥

তথাপি ন ময়া লব্ধং ত্বৎপাদপদ্মমীপ্সিতং ॥ ১০০ ॥
ন দৃষ্টমপি স্বপ্নেঽপি প্রাহ বাগশরীরিণী।
বারাহে ভারতে বর্ষে পুণ্যে বৃন্দাবনে বনে।
সিদ্ধাশ্রমে গণেশশ্চ পাদপদ্মঞ্চ দ্রক্ষ্যসি ॥ ১০১ ॥
রাধামাধবয়োর্দ্দাস্যং কুতো বিষয়িনস্তব।
নিবর্ত্তস্ব মহাভাগ বরমেতৎ সুদুর্লভং ॥ ১০২ ॥
ইতি শ্রুত্বা নিবৃত্তোঽহং তপসো ভগ্নমানসঃ।
পরিপূর্ণং তদধুনা বাঞ্ছিতং তপসঃ ফলং ॥ ১০৩ ॥
পাদপদ্মার্চ্চিতং পাদপদ্মং যস্য সুদুর্লভং।
ধ্যায়ন্তে ধ্যাননিষ্ঠাশ্চ শশ্বৎ ব্রহ্মাদয়ঃ সুরাঃ ॥ ১০৪ ॥
মুনয়ো মনবশ্চৈব সিদ্ধাঃ সন্তশ্চ যোগিনঃ।
দ্রষ্টুং নৈব ক্ষমাঃ স্বপ্নে ভবতী তস্য বক্ষসি ॥ ১০৫ ॥

এমন কি এক দিনের জন্য স্বপ্নেও তোমার পাদপদ্ম দর্শনে সমর্থ হই নাই, কেবল এইমাত্র আকাশবাণী শ্রবণ করিয়াছিলাম যে. " মহাভাগ! এখন তুমি বিষয় বাসনায় লিপ্ত রহিয়াছ, অতএব এখনআমাদিগের দাসত্ব-লাভের আশা দুরাশা, যখন আমি বারাহ কল্পে পুণ্যক্ষেত্র ভারতে বৃন্দাবনমধ্যবর্ত্তী সিদ্ধাশ্রমে রাধামাধবরূপে অবতীর্ণ হইব, তখন গণপতির ন্যায় তুমিও আমার পাদপদ্ম দর্শনে সমর্থ হইবে। অতএব এক্ষণে এই দুরাশা হইতে নিবৃত্ত হও।" ১০১।১০২ ॥

এইরূপ আকাশবাণী শ্রবণ করিবামাত্র ভগ্নমনোরথ হইয়া তপস্যা হইতে নিবৃত্ত হইলাম। এক্ষণে আমার সেই তপস্যার ফল ফলিল, আমার আশা পূর্ণ হইল। ১০৩ ॥

কমলা যে পাদপদ্মের অর্চ্চনা করেন, ব্রহ্মাদি দেবগণ ধ্যানতৎপর হইয়া নিয়ত যে চরণের অনুধ্যান করেন, মুনিগণ, মনুগণ, সিদ্ধগণ, সাধুগণ ও যোগিগণ যোগাবলম্বন করিয়া স্বপ্নেও যে চরণযুগল দর্শনে সমর্থ হন না, তুমি তাঁহার বক্ষঃস্থলে বিরাজ করিতেছ। ১০৪।১০৫ ॥

অনন্ত উবাচ।

বেদাশ্চ বেদমাতা চ পুরাণানি চ সুব্রতে।
অহং সরস্বতী সন্তঃ স্তোতুং নালঞ্চ সন্ততং ॥ ১০৬ ॥
অস্মাকং স্তবনে যস্য ভ্রূভঙ্গঞ্চ সুদুর্লভং।
তবৈব ভর্ৎসনে ভীতশ্চাবয়োরন্তরং হরিঃ ॥ ১০৭ ॥
এবং দেবাশ্চ দেব্যশ্চাপ্যন্যে যে চ সমাগতাঃ।
প্রণতাস্তুষ্টুবুঃ সর্ব্বে মুনিমন্বাদয়স্তথা ॥ ১০৮ ॥
লজ্জয়া নম্রবক্ত্রাশ্চ রুক্মিণ্যাদ্যাশ্চ যোষিতঃ।
মলীমসঞ্চ চক্রুস্তাঃ শ্বাসেন রত্নদর্পণং ॥ ১০৯ ॥
মৃততুল্যা সত্যভামা নিরাহারা কৃশোদরী।
মনসোঽপ্যভিমানঞ্চ সর্ব্বং তত্যাজ নারদ ॥ ১১০ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণনারদসম্বাদে শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে সিদ্ধাশ্রমতীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গে গণেশপূজনং নাম ব্রহ্মেশশেষাদিকৃতে রাধিকাস্তোত্রে চতুর্ব্বিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

অনন্তদেব কহিলেন, সুব্রতে! কি বেদ, কি বেদমাতা, কি পুরাণ, কি আমি, কি সরস্বতী, কি সাধুগণ কেহই কখন যাহার স্তুতিবাদে সমর্থ হয় নাই, আমাদিগের স্তবে যাহার ভ্রূভঙ্গিরও সম্ভাবনা নাই, আজি সেই হরি তোমার ভর্ৎসনায় ভীত হইয়া আমাদিগের উভয়ের মধ্যবর্ত্তী হইয়াছেন। ১০৬।১০৭ ॥

যাবতীয় দেবগণ, দেবীগণ, মুনিগণ, মনুগণ ও অন্যান্য যাহারা তথায় সমাগত হইয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই একাদিক্রমে এইরূপে অবনতমস্তকে সেই রাসেশ্বরীর স্তব করিলেন। ১০৮ ॥

রুক্মিণী প্রভৃতি যোষিৎগণ তদ্দর্শনে লজ্জায় অধোবদন হইলেন, তাঁহাদিগের দীর্ঘনিশ্বাসে রত্নময় দর্পণ ম্লান হইয়া গেল। সত্যভামা অভিমানে মৃতপ্রায় হইলেন, আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিলেন, শরীর শীর্ণ হইয়া গেল, মনের অভিমান পরিত্যাগ করিলেন। ১০৯।১১০ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ সংবাদে শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে সিদ্ধাশ্রম তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গে গণেশপূজন নামক ব্রহ্মেশশেষাদিকৃত রাধিকাস্তোত্রে চতুর্ব্বিংশত্যধিক শততম অধ্যায় সম্পূর্ণ।

পঞ্চবিংশত্যধিক শততমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীনারদ উবাচ।

গণেশপূজনাদেব রাধাস্তোত্রাৎপরং প্রভো।
বভূব কিং রহস্যং বা তন্মে ব্যাখ্যাতুমর্হসি ॥ ১ ॥

শ্রীনারায়ণ উবাচ।

গণেশপূজনে তীর্থে যে দেবাশ্চ সমাযযুঃ।
মুনয়শ্চাপি যোগীন্দ্রা বসন্তো বটমূলকে ॥ ২ ॥
বসুদেবো দৈবকী চ পরমাদরপূর্ব্বকং।
পপ্রচ্ছ শম্ভুং ব্রহ্মাণমনন্তং মুনিপুঙ্গবং ॥ ৩ ॥

বসুদেব উবাচ।

কেনোপায়েন দেবেশ হে সিদ্ধা মুনিপুঙ্গবাঃ।
ভবেদ্ভবাব্ধিতরণে আবয়োরুত্তমা গতিঃ ॥ ৪ ॥
শীঘ্রং বদ মহাভাগা দীনয়োর্দীনবান্ধবাঃ।
ভবাব্ধিতরণে তর্ণ্যা তত্র যূয়ঞ্চ নাবিকাঃ ॥ ৫ ॥

দেবঋষি নারদ কহিলেন, প্রভো! গণপতির পূজা এবং রাধাস্তোত্র অপেক্ষা আব কি উৎকৃষ্ট রহস্য আছে, কীর্ত্তন করুন। ১ ॥

নারায়ণ কহিলেন, বৎস নারদ। গণপতির পূজা উপলক্ষে দেবগণ, মুনিগণ, যোগীন্দ্রগণ, বসুদেব ও দৈবকী সেই তীর্থপ্রধান সিদ্ধাশ্রমে বটমূলে সমাগত হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে বসুদেব দৈবকীর সহিত মহেশ্বর, ব্রহ্মা ও মুনিসত্তম অনন্তদেবের নিকট পরম সমাদরে এই প্রশ্ন করিলেন যে, ২।৩ ॥

হে দেবেশ! হে মুনিসত্তমগণ! বলুন দেখি, এই ভবসাগর পার হইবার বিষয়ে আমাদিগের কি উপায় হইবে? ৪ ॥

আপনারা দীনজনের বান্ধব, বিশেষতঃ ভবপারাবারের নাবিক। আপনাদিগকে পরিতৃপ্ত করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। ৫ ॥

ন হ্যম্ময়ানি তীর্থাণি ন দেবা মৃচ্ছিলা ময়াঃ।
যজ্ঞরূপাণি পুণ্যানি ব্রতান্যনশনানি চ ॥ ৬ ॥
তপাংসি নানাদানানি বিপ্রদেবার্চ্চনানি চ।
চিরং পুনন্তি সর্ব্বাণি দর্শনাদেবংবৈষ্ণবাঃ ॥ ৭ ॥
সতাঞ্চ বিষ্ণুভক্তানাং রজসাং স্পর্শমাত্রতঃ।
পূতানাং পাদপদ্মানাং সদ্যঃ পূতা বসুন্ধরা ॥ ৮ ॥
তীর্থাণি চ পবিত্রাণি সমুদ্রাঃ পর্ব্বতাস্তথা।
সুরা দর্শনমিচ্ছন্তি পাতকেন্ধনপাবকং ॥ ৯ ॥
সোঽজ্ঞানীনৈব বুবুধে জ্ঞানঞ্চ জ্ঞানিনা সহ।
পরমাত্মস্বরূপঞ্চ দধিদুগ্ধং রসং তথা ॥ ১০ ॥
তথা কৃষ্ণস্য তাতোঽহং সঙ্গী চ চিরমেব চ।
তথৈব দৈবকী মাতা জ্ঞানিনাঞ্চ গুরোর্গুরোঃ ॥ ১১ ॥

জলময় স্থান হইলেই তীর্থ এবং মৃন্ময় বা শিলাময় প্রতিমূর্ত্তি হইলেই দেবতা হয় না। যজ্ঞ কর্ম্মের অনুষ্ঠান, অনশনাদি ব্রতাচরণ, তপস্যা, নানাবিধ দান, বিপ্রসেবা ও দেবার্চ্চনাদি দ্বারা বহুকালে পবিত্রতা লাভ করা যায়, কিন্তু বিষ্ণুপরায়ণ ব্যক্তিগণকে দর্শন মাত্র লোক পবিত্র হইয়া থাকে। ৬।৭ ॥

এমন কি বিষ্ণুপরায়ণ মানবগণের অতি পবিত্র পদধূলি স্পর্শে বসুন্ধরা পবিত্র হইয়া থাকেন। তাঁহাদিগের পদধূলি স্পর্শে সমুদায় তীর্থ, সমুদায় সমুদ্র ও সমুদায় পর্ব্বত পবিত্র হইয়া থাকে। তাঁহাদিগের দর্শন, পাপরূপ কাষ্ঠ দগ্ধ করিবার হুতাশন স্বরূপ, সুতরাং দেবগণও তাঁহাদিগের দর্শন কামনা করেন। ৮।৯ ॥

জ্ঞানী ব্যক্তির সহিত অবস্থান করিলেই অজ্ঞানান্ধের অন্ধকার মোচন হয় না; অজ্ঞান ব্যক্তি পরমাত্মার সহিত একত্র অবস্থান করিলেও সে তাঁহাকে দধি দুগ্ধাদির ন্যায় সামান্য বস্তুমধ্যে গণ্য করে। ১০ ॥

আমরাও সেইরূপ, কারণ কৃষ্ণ জ্ঞানিগণের গুরুর গুরু; এবং আমরাও

বসুদেববচঃ শ্রুত্বা প্রহস্য শঙ্করঃ স্বয়ং।
চতুর্ণামপি বেদানামুবাচ জনকো গুরুঃ ॥ ১২ ॥

শ্রীমহাদেব উবাচ।

সন্নিকর্ষোঽজ্ঞানিনাঞ্চ জ্ঞানেঽনাদরকারণং।
যাতি গঙ্গাম্ভসা পূতস্তীর্থাণ্যন্যানি সিদ্ধয়ে ॥ ১৩ ॥
বাসুদেবস্য তাতোঽয়ং বসুদেবশ্চ পণ্ডিতঃ।
জ্ঞানিনঃ কশ্যপস্যাংশো বাসোস্তাতস্য চাত্মনঃ।
পৃচ্ছতি জ্ঞানমস্মাংশ্চ কৃষ্ণাজ্ঞান্ পুত্রবুদ্ধিতঃ ॥ ১৪ ॥
অহো দুর্গা মোহবতী জ্ঞানিনামপি মোহিনী।
বিষ্ণুমায়া দুরারাধ্যা নসাপ্তা জগতামপি ॥ ১৫ ॥

নিয়ত সন্নিধানে অবস্থান করিতেছি; কিন্তু আমরা উভয়ে তাঁহার অজ্ঞান জনক জননী বলিয়া তাঁহাকে সামান্য বস্তু বিবেচনা করিয়া থাকি। ১১॥

যিনি ঋগাদি চারিবেদের জনক সেই ভূতভাবন ভগবান শঙ্কর বসুদেবের বচন শ্রবণে উচ্চহাস্য করিয়া কহিতে লাগিলেন। ১২ ॥

দেখ, অজ্ঞানান্ধের সহিত নিয়ত একত্রাবস্থান, জ্ঞানবৈরাগ্যের একমাত্র কারণ বটে; কিন্তু দেখ, একবার গঙ্গাজল সমাগমে পবিত্র হইলে আর নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে না, তখন সে, সিদ্ধির নিমিত্ত অন্যান্য তীর্থে গমন করিয়া থাকে। ১৩ ॥

ইনি বাসুদেবের পিতা বসুদেব, ইনি পরম জ্ঞানী কশ্যপের অংশ সম্ভূত, ইনি পরম পণ্ডিত, ইনি শ্রীকৃষ্ণের জনক হইয়া আমরা যে কৃষ্ণের মহিমা-বিষয়ে অজ্ঞান, ইনি তাঁহাকে পুত্রবোধে হেয়জ্ঞান করিয়া আমাদিগের নিকট জ্ঞান বিষয়ের প্রশ্ন করিতেছেন ! ১৪ ॥

অহো ! দুরারাধ্যা বিষ্ণুমায়া কি দুর্ব্বোধ ! তাঁহার কি মোহিনী শক্তি ! সেই মায়া জ্ঞানিগণকেও বিমুগ্ধ করিয়া রাখে। জগতে কেহই তাঁহাকে আত্মীয় করিতে পারে না। ১৫ ॥

বয়ঞ্চ মোহিতাঃ শশ্বৎ বেদানাং জনকাস্তয়া।
ব্রহ্মা চাপি পরীক্ষাতা মোহিতস্তস্য মায়য়া।
ধ্যায়তে যৎ পদাম্ভোজং তপসা জীবনাবধি ॥ ১৬ ॥
ইন্দ্রেষু দশলক্ষেষ্বপ্যধিকাষ্টশতেষু চ।
পাতেষু ব্রহ্মণঃ পাতে নিমেষো মাধবস্য চ ॥ ১৭ ॥
সহ তেনেন্দ্রযুদ্ধঞ্চ পারিজাতস্য হেতুনা।
পারিজাততরুং দত্ত্বা ময়া শক্রশ্চ রক্ষিতঃ ॥ ১৮ ॥
যদ্‌জ্ঞানং জ্ঞানিনামেব তত্ত্বং বা বিষয়াত্মকং।
নহি কিঞ্চিত্তদজ্ঞানাং তৎসাধ্যানাং সদৈব হি ॥ ১৯ ॥
প্রাণিনামাত্মনোঽজ্ঞানামস্মাকং জ্ঞানমস্তি চ।
তদূৰ্দ্ধং তৎসমং নৈব কৃষ্ণং পৃচ্ছ শুভাশুভং ॥ ২০ ॥
ব্রহ্মণশ্চ চতুর্যামান্ কল্পঙ্কালবিদো বিদুঃ।
সপ্তকল্পান্তজীবী চ মার্কণ্ডেয়ো মহামুনিঃ ॥ ২১ ॥

আমাদিগের হইতে বেদের উৎপত্তি হইয়াছে, তথাপি আমরাও নিরন্তর সেই মায়ায় মুগ্ধ হইয়া রহিয়াছি। ব্রহ্মাও সেই বিষ্ণুমায়ায় মুগ্ধ হইয়া আজীবন যোগাবলম্বন পূর্ব্বক তাঁহার পাদপদ্ম ধ্যান করিতেছেন। ১৬ ॥

অষ্টশতাধিক দশলক্ষ ইন্দ্রের এবং এক ব্রহ্মার নিপাতে যাঁহার এক নিমেষ হয়, এক পারিজাত পুষ্পের নিমিত্ত সেই মাধবের সহিত ইন্দ্রের যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছিল। পরে আমিই মধ্যস্থ হইয়া পারিজাত তরু প্রদান করিয়া দেবেন্দ্রকে রক্ষা করি। ১৭।১৮ ॥

জ্ঞানিগণ স্ব স্ব শক্তিপ্রভাবে যেরূপ তাত্ত্বিক বা বৈষয়িক জ্ঞানে অধিকারী, অজ্ঞ ব্যক্তিরা কখনও সেই শক্তিসাধ্য জ্ঞানে অধিকারী হইতে পারে না। ১৯॥

আমরা আত্মতত্ত্ব বিষয়ে অজ্ঞ, আমাদিগের যেরূপ জ্ঞান আছে, তাহা কৃষ্ণের অপেক্ষা অধিক বা তাঁহার সহিত সমান নহে, অতএব শুভাশুভ যাহা কিছু জানিতে হয়, কৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা কর। ২০ ॥

কালবিৎ পণ্ডিতগণ ব্রহ্মার চার যামকে এক কল্প কহেন, মুনিবর মার্কণ্ডেয় সেইরূপ সপ্তকল্পজীবী। ২১ ॥

অষ্টৌনবতিশক্রেষু পাতেষু পতনং মুনেঃ।
ততঃ প্রাপ্তং হরের্দাস্যং মুনিনা তপসঃ ফলাৎ ॥ ২২ ॥
প্রলয়ে ব্রহ্মণঃ পাতে পতনং লোমশস্য চ।
দিক্‌পালানাং গ্রহাণাঞ্চ তদায়ুশ্চিরজীবিনাং ॥ ২৩ ॥
অন্যেষামপি দেবানাং মুনীনামূর্দ্ধরেতসাং।
তদেবায়ুশ্চ সিদ্ধানাং মাঞ্চ মৃত্যুঞ্জয়ং বিনা ॥ ২৪ ॥
প্রলয়ে চ বিধেঃ পাতে শিবলোকেপ্যহং শিবঃ।
ব্রহ্মভালোদ্ভবঃ শম্ভুঃ সর্ব্বাদি সর্ব্বভূষণং ॥ ২৫ ॥
কৃষ্ণবামাংশসম্ভূতা যথা রাধা তথৈব তে।
তথৈব দুর্গা লক্ষ্মীশ্চ সাবিত্রী চ সরস্বতী ॥ ২৬ ॥
আদিত্যাশ্চাদিতেঃ পুত্রাঃ কায়ব্যূহেন দ্বাদশ।
তথৈব চ মহেন্দ্রশ্চ কায়ব্যূহাচ্চতুর্দ্দশ।
তথৈব বসবশ্চাষ্টৌ রুদ্রাশ্চৈকাদশৈব তে ॥ ২৭ ॥

অষ্টনবতি ইন্দ্রের পতন হইবার পর মার্কণ্ডেয় মুনির পতন হয়। তখন তিনি স্বীয় তপঃফলে শ্রীহরির দাসত্ব লাভ করিতে পারেন। ২২ ॥

এক এক ব্রহ্মার পতন হইলে এক এক প্রলয় উপস্থিত হইয়া থাকে, সেই প্রলয়ে লোমশের পতন হয়। চিরজীবী, দিকপাল ও গ্রহগণেরও তাহাই জীবন পরিমাণ। ২৩ ॥

আমি মৃত্যুঞ্জয়, আমা ভিন্ন আর সমস্ত দেবতা ও তপঃসিদ্ধ ঊর্দ্ধরেতা মুনিগণের তাহাই জীবিতকাল। ২৪ ॥

প্রলয়কাল উপস্থিত হইয়া ব্রহ্মার পতন হইলেও আমি শিবলোকে স্বচ্ছন্দে বিহার করি। আমি পরমব্রহ্মের কপাল হইতে উৎপন্ন হইয়াছি,আমি সকলের আদি এবং সকলের ভূষণ। ২৫ ॥

যেমন রাধা শ্রীকৃষ্ণের বামাঙ্গ হইতে সম্ভূত; দুর্গা, লক্ষ্মী, সাবিত্রী ও সরস্বতীও তদ্রূপ। ২৬ ॥

আদিত্যগণ অদিতির পুত্র। শরীরভেদে তাঁহারা দ্বাদশ, মহেন্দ্রও ঐরূপ শরীরভেদে চতুর্দ্দশ। অষ্টবসু এবং একাদশ রুদ্রও ঐরূপ। ২৭ ॥

মনুপাতে চেন্দ্রপাতো বিষয়াপতনং ভবেৎ।
সমমায়ুশ্চ সর্ব্বেষাং নিধনং প্রলয়েঽপি চ ॥ ২৮ ॥
প্রলয়ে দর্শয়ামাস ব্রহ্মাণ্ডে চ জলপ্লুতে।
ব্রহ্মাণঞ্চ স্বলোকঞ্চ স্বাত্মানং শক্তিভিশ্চ মাং ॥ ২৯ ॥
সর্ব্বেষাং মূলরূপশ্চ সর্ব্বেশঃ কৃষ্ণ এব চ।
ভজ পুত্রং রাজসূয়ে যজ্ঞেশং যজ্ঞকারণং ॥ ৩০ ॥
বিধিবদ্দক্ষিণাং দত্বা ভবাব্ধিং তর যাদব।
মুক্তিস্তে নাস্তি নির্ব্বাণং বিষয়ী কশ্যপো ভবান্।
ন তে দাস্যং ভক্তধনমদিতির্দ্দেবকী যথা ॥ ৩১ ॥
ব্রহ্ম স্বর্গং ভোগবীজং স্বস্থানং মমবালয়ং।
সালোক্যমুক্তির্দ্দাস্যঞ্চ যশোদানন্দয়োর্দ্ধ্রুবং ॥ ৩২ ॥

এক মনুর পতন হইলে ইন্দ্রেরও পতন হয়, ইন্দ্রের পতন হইলেই বিষয়েরও পতন হইয়া থাকে, সুতরাং আদিত্যাদি সকলেরই আয়ুঃকাল সমান, অর্থাৎ প্রলয় উপস্থিত হইলে তাঁহাদিগের সকলেরই নিধন হইয়া থাকে।২৮॥

যখন প্রলয়কাল উপস্থিত হইয়া সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড জলপ্লাবিত হয়, তখন কি ব্রহ্মা, কি স্বীয় লোক সমুদায়, কি সমুদায় শক্তি, কি আমি, আমাদিগের সকলকেই সেই পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিতে হয়, অর্থাৎ সকলকেই সেই শরীরে বিলীন হইতে হয়। ২৯।

শ্রীকৃষ্ণই সর্ব্বেশ্বর এবং সকলের মূল। অতএব তুমি এক্ষণে রাজসূয়-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া সেই যজ্ঞেশ্বর, যজ্ঞের একমাত্র কারণ স্বীয় পুত্রকে ভজনা কর। ৩০ ॥

হে যাদব! তুমি যজ্ঞান্তে যথাবিধি দক্ষিণা দান করিয়া এই ভবপারাবার হইতে সমুত্তীর্ণ হও। তুমি বিষয়াসক্ত কশ্যপ, তোমার নির্ব্বাণ মুক্তি নাই। অর্থাৎ তোমার ভক্তের ধন দাসত্ব না থাকাই তাহার একমাত্র কারণ। অদিতির ন্যায় দৈবকীরও নির্ব্বাণমুক্তি নাই। ৩১ ॥

ব্রহ্মার স্বর্গ ভোগমূলক, সুতরাং তাঁহার স্থান ও আমার স্থান উভয়ই

ইতি তে কথিতং সর্ব্বং যজ্ঞং কুরু যথা সুখং।
পরিপূর্ণং কর্ম্ম কৃত্বা যাস্যঃ স্বং ভবনং বয়ং॥ ৩৩॥
শিবস্য বচনং শ্রুত্বা সংযতশ্চ শুভক্ষণে।
তত্র সংভৃতসংভারো রাজসূয়ং চকার সঃ॥ ৩৪॥
বসুদেবস্য হব্যঞ্চ সাক্ষাচ্চ জগৃহুঃ সুরাঃ।
যত্র সাক্ষাচ্চ যজ্ঞেশো যজ্ঞোঽয়ং দক্ষিণা সহ॥ ৩৫॥
পূর্ণাহুতিং দত্তবন্তং বসুদেবমুবাচ সঃ।
সনৎকুমারো ভগবান্ বাসুদেবাজ্ঞয়া মুনে॥ ৩৬॥

সনৎকুমার উবাচ।

সর্ব্বস্বং দক্ষিণাং দেহি তূর্ণং লক্ষ্মীপতেঃ পিতঃ।
সার্থকং কুরু কর্ম্মেদং বেদোক্তং বচনং শৃণু॥ ৩৭॥

তুল্য। কেবল কৃষ্ণদাস্যই নির্ব্বাণ মুক্তি। নন্দ ও যশোদার ভক্তিধন দাসত্ব আছে, সুতরাং তাঁহারা উভয়ে নির্ব্বাণ মুক্তি লাভ করিবেন। ৩২॥

বসুদেব! এই তো তোমায় সমস্ত কহিলাম, এক্ষণে তুমি যজ্ঞে প্রবৃত্ত হও। আমরা তোমার যজ্ঞ পূর্ণ করিয়া পুনরায় স্বস্থানে গমন করিব। ৩৩॥

বৎস নারদ! বসুদেব শিবের বচন শ্রবণে শুভক্ষণে সংযম করিলেন, এবং যথাবিধি দ্রব্যসামগ্রী সকল সংগ্রহ করিয়া রাজসূয়ে প্রবৃত্ত হইলেন। ৩৪॥

সুরগণ স্বয়ং স্বয়ং সম্মুখে উপস্থিত থাকিয়া বসুদেবদত্ত হব্য গ্রহণ করিতে লাগিলেন। যজ্ঞেশ্বর স্বয়ং যজ্ঞে উপস্থিত রহিলেন, সদক্ষিণক যজ্ঞ সমারব্ধ হইল। ৩৫॥

বসুদেব যখন যজ্ঞে পূর্ণাহুতি প্রদান করেন, তখন ভগবান্ সনৎকুমার বাসুদেবের অনুমতি অনুসারে তাঁহাকে কহিলেন। ৩৬॥

হে লক্ষ্মীপতিজনক! তুমি অবিলম্বে যথাসর্ব্বস্ব দক্ষিণা দান করিয়া যজ্ঞ

দক্ষিণাং বিষ্ণুমুদ্দিশ্য তৎকালে চ ন দীয়তে।
মুহূর্ত্তে তু ব্যতীতা সা দক্ষিণা দ্বিগুণা ভবেৎ ॥ ৩৮ ॥
বাসরে চ বহির্ভূতে ভবেৎ সাপি চতুর্গুণা।
ত্রিরাত্রে সমতীতে তু ষড়্গুণা সা ভবেৎ ধ্রুবং ॥ ৩৯ ॥
পক্ষান্তে তু শতগুণা মাসান্তে তচ্চতুর্গুণা।
ষণ্মাসেঽপ্যধিকে ন্যূনে সাহস্রঞ্চ গুণা তথা ॥ ৪০ ॥
বর্ষান্তে সা লক্ষ লক্ষ ব্রাহ্মণানাঞ্চ যাদব।
উভৌ চ নরকং যাতঃ কর্ম্মকর্তৃ পুরোহিতৌ ॥ ৪১ ॥
বসুদেবশ্চ তৎ শ্রুত্বা সর্ব্বস্বমুৎসসর্জ্জ সঃ।
অকাতরশ্চ সহসা বাসুদেবাজ্ঞয়া তথা ॥ ৪২ ॥
অমূল্যানাঞ্চ রত্নানাং দশকোটিমনুত্তমাং।
দদৌ গর্গায় সর্ব্বাদৌ স্বয়ং লক্ষ্মীপতেঃ পিতা ॥ ৪৩ ॥

সফল কর। এই দক্ষিণাদান বিষয়ে বেদে যাহা নির্দ্দিষ্ট আছে কহিতেছি, শ্রবণ কর। ৩৭ ॥

যিনি কার্য্য সমাপ্তির পরক্ষণেই ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা দান না করিয়া এক মূহূর্ত্তকাল অতীত করেন, তাঁহাকে দ্বিগুণ দক্ষিণা দান করিতে হয়। ৩৮ ॥

একদিন গত হইলে দক্ষিণা চতুর্গুণ হইয়া থাকে। তিন রাত্রি অতীত হইলে ছয় গুণ বৃদ্ধি হইয়া থাকে, তাহার আর সন্দেহ নাই। ৩৯ ॥

এক পক্ষ অতীত হইলে শতগুণ বৃদ্ধি হয়। আর ছয় মাস গত হইলে তাহার সহস্রগুণ অধিক দিবার আবশ্যক। ৪০ ॥

এক বর্ষ অতীত হইলে সেই দক্ষিণা লক্ষগুণে অধিক হইয়া থাকে। অধিক কি বলিব, কি যজমান, কি পুরোহিত উভয়েই নরকে গমন করিয়া থাকেন। ৪১॥

সনৎকুমারের বাক্য শ্রবণ করিয়া, বিশেষতঃ বাসুদেব তাহাই ইচ্ছা প্রকাশ করাতে, বসুদেব শশব্যস্ত হইয়া অকাতরে যথাসর্ব্বস্ব দক্ষিণা দান করিলেন। ৪২ ॥

সর্ব্বাগ্রে পুরোহিত গর্গকে দশ কোটি অত্যুৎকৃষ্ট অমূল্য রত্ন, শত কোটি

শতকোটিং মণীন্দ্রাণাং স্বর্ণানাঞ্চ চতুর্গুণং।
মাণিক্যানাঞ্চ মুক্তানাং হীরকাণাং তথৈব চ ॥ ৪৪ ॥
রৌপ্যং প্রবালং পরমং স্বর্ণপাত্রাণি যানি চ।
স্বস্ত্রীণাঞ্চ স্ববন্ধুনামমূল্যরত্নভূষণং ॥ ৪৫ ॥
শ্বেতচামরলক্ষঞ্চ লক্ষঞ্চ রত্নদর্পণং।
কামধেনুগণং সর্ব্বং শতকোটি গবামপি ॥ ৪৬ ॥
শতকোটি গজেন্দ্রাণামশ্বানাং তচ্চতুর্গুণং।
যদ্ধনং দানবানাঞ্চ রাজ্ঞাং রাজ্ঞোঽনুমোদনাৎ ॥ ৪৭ ॥
গ্রামাণাং শতলক্ষঞ্চ সশস্যং ফলিতং তরুং।
ধান্যঞ্চ নানালক্ষঞ্চ শাল্যান্নানাং তথৈব চ ॥ ৪৮ ॥
পায়সং পিষ্টকঞ্চৈব মিষ্টান্নঞ্চ সুধোপমং।
স্বস্তিকানাং তিলানাঞ্চ রম্যাণি লড্ডুকানি চ ॥ ৪৯ ॥
শর্করারাশিলক্ষঞ্চ মিশ্রকানাং তথৈব চ।
দুগ্ধানাং মধুদধ্নাঞ্চ গুড়ানাং হবিষামপি।
কুল্যানাং শতকং দত্ত্বা পরীহারঞ্চকার সঃ ॥ ৫০ ॥

উৎকৃষ্ট মণি, তাহার চারি গুণ স্বর্ণ, মাণিক্য, মুক্তা, হীরক, রৌপ্য, প্রবাল, স্বর্ণপাত্র, যানসকল স্বীয় স্ত্রীগণের ও স্বীয় জ্ঞাতিগণের অমূল্য রত্নভূষণ সকল দান করিলেন। ৪৩।৪৪।৪৫ ॥

এক লক্ষ শ্বেতচামর, একলক্ষ রত্নময় দর্পণ, কতকগুলি কামধেনু, শত কোটি সামান্য ধেনু, শত কোটি গজেন্দ্র, তাহার চতুর্গুণ অশ্ব; দানবগণ ও রাজগণের নিকট হইতে যে সকল ধন আহৃত হইয়াছিল সেই সমস্ত ধন, শত লক্ষ সশস্য গ্রাম, ফলবান তরু, নানাবিধ ধান্য ও নানাবিধ তণ্ডুল। ৪৬।৪৭।৪৮॥

পায়স, পিষ্টক, সুধাসদৃশ মিষ্টান্ন, স্বস্তিক ও তিলের রমণীয় লড্ডুক, লক্ষ শর্করা রাশি ও লক্ষ মিশ্র রাশি, দধি দুগ্ধ মধু গুড় ও ঘৃতের শত শত নদী প্রদান করিয়া তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। ৪৯।৫০ ॥

সকর্পূরঞ্চ তাম্বূলং সুশীতং বাসিতং জলং।
সুগন্ধিচন্দনঞ্চৈব পারিজাতস্য মালকং॥ ৫১॥
আসনানি চ রম্যাণি বহ্নিশুদ্ধাংশুকানি চ।
রত্ননির্ম্মাণতল্পানি পুষ্পাণি চ ফলানি চ।
প্রদদৌ ব্রাহ্মণেভ্যশ্চ প্রফুল্লবদনেক্ষণঃ॥ ৫২॥
দেবাংশ্চ ভোজয়ামাস ব্রাহ্মণাংশ্চ সুখৈঃ শুভৈঃ।
দেবাশ্চ মুনয়ো রাত্রৌ সরামাশ্চাভিরেমিরে॥ ৫৩॥
প্রভাতে প্রযযুঃ সর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণানুমতেন চ।
যাদবাঃ প্রযযুঃ সর্ব্বে দ্বারকাং কৃষ্ণপালিতাং॥ ৫৪॥
অমূল্যরত্নপূর্ণাঞ্চ রুক্মিণীদর্শনেন চ॥ ৫৫॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণনারদসম্বাদে শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে সিদ্ধাশ্রমতীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গে বসুদেবজ্ঞানালম্ভনং নাম পঞ্চবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

অনন্তর বসুদেব প্রফুল্লবদনে কর্পূরযুক্ত তাম্বূল, সুবাসিত জল, সুগন্ধি চন্দন, পারিজাতমালা, রমণীয় আসন, বহ্নির ন্যায় সমুজ্জ্বল বসন, রত্ননির্ম্মিত, শয্যা ফল, পুষ্প ও অন্যান্য সকল বস্তু ব্রাহ্মণদিগকে সমর্পণ করিলেন। ৫১।৫২॥

তৎপরে প্রধান প্রধান ব্রাহ্মণ ও দেবগণের ভোজন ব্যাপার সুখে নির্ব্বাহিত হইল। দেবগণ ও মুনিগণ রজনীযোগে বলরামের সহিত ক্রীড়া কৌতুকে কালযাপন করিয়া পরদিন প্রভাতে কৃষ্ণের অনুমতি অনুসারে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। এদিকে যাদব সমুদায় কৃষ্ণপালিত দ্বারকায় যাত্রা করিল, রুক্মিণীর দৃষ্টিপাতে সমুদায় নগরী রত্নে পরিপূর্ণ হইল ৫৩।৫৪।৫৫॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে নারায়ণ নারদ সংবাদে সিদ্ধাশ্রমের তীর্থযাত্রা প্রসঙ্গে বসুদেবের জ্ঞান প্রাপ্তি নামক পঞ্চবিংশত্যধিক শততম অধ্যায় সম্পূর্ণ।

ষড়্বিংশত্যধিক শততমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীনারায়ণ উবাচ।

গণেশপূজনং কৃত্বা মাধবো যাদবৈঃ সহ।
দেবৈর্মুনিভিরন্যৈশ্চ দেবীভিঃ সহ নারদ ॥ ১ ॥
অংশেন দেবো দেবীভিঃ রুক্মিণ্যাদিভিরেব চ।
প্রযযৌ দ্বারকাং রম্যাং তস্থৌ সিদ্ধাশ্রমে স্বয়ং ॥ ২ ॥
কৃত্বা সুপ্রীতিসম্ভাষাং সার্দ্ধং গোকুলবাসিভিঃ।
গোপৈঃ সুহৃদ্ভিরন্যাভির্মাত্রা গোপ্যা যশোদয়া ॥ ৩ ॥
উবাচ মাতরং তাতং সুনীতঞ্চ যথোচিতং।
গোপাংশ্চ গোকুলস্থাংশ্চ বন্ধুবর্গাংশ্চ সাম্প্রতং ॥ ৪ ॥

শ্রীভগবানুবাচ।

গচ্ছ নন্দব্রজং নন্দ হে তাত প্রাণবল্লভ।
মাতর্যশোদে ত্বমপি পরমার্য্যে যশস্বিনি ॥ ৫ ॥

নারায়ণ কহিলেন, দেবঋষে! শ্রীকৃষ্ণের গণেশপূজা শেষ হইলে যাদবগণ, দেবগণ, দেবীগণ, মুনিগণ, এবং রুক্মিণী প্রভৃতি দেবীগণ সকলেই দ্বারকায় গমন করিলেন, কেবল কৃষ্ণ স্বয়ং সেই সিদ্ধাশ্রমে রহিলেন, কিন্তু তাঁহার অংশমূর্ত্তি দ্বারকায় উপস্থিত হইল। ১।২ ॥

তিনি সিদ্ধাশ্রমে গোকুলবাসি বন্ধুবর গোপগণের, অন্যান্য গোপীগণের, এবং মাতা যশোদার সহিত প্রীতি সম্ভাষা করিয়া তাঁহাকে, তাত নন্দকে এবং গোকুলবাসী প্রিয়বন্ধু গোপগণকে সম্বোধন পূর্ব্বক উপদেশবাক্যে কহিতে লাগিলেন। ৩।৪ ॥

হে তাত! হে প্রাণবল্লভ নন্দ! হে আর্য্যে যশস্বিনিমাতঃ যশোদে! আপনারা উভয়ে এক্ষণে নন্দব্রজে গমন করুন। জীবনের অবশিষ্টাংশ তথায়

ভুক্ত্বা কালাবশেষঞ্চ গচ্ছ গোলোকমুত্তমং।
সালোক্যমুক্তিং দাস্যামি সার্দ্ধং গোকুলবাসিভিঃ ॥ ৬ ॥
ইত্যুক্ত্বা ভগবান্ কৃষ্ণঃ পিত্রোরনুমতেন চ।
জগাম রাধিকাস্থানং নন্দশ্চ গোকুলং তথা ॥ ৭ ॥
দদর্শ রাধাং রুচিরাং মুক্তাহারাঞ্চ সস্মিতাং।
যথা দ্বাদশবর্ষীয়াং শশ্বৎ সুস্থিরযৌবনাং ॥ ৮ ॥
রত্নোচ্চৈর্সনস্থাঞ্চ গোপীত্রিংশৎকোটিভিঃ।
আবৃতাং বেত্রহস্তাভিঃ সস্মিতাভিশ্চ সাম্প্রতং ॥ ৯ ॥
দৃষ্ট্বা চ দূরতো রাধা শ্রীকৃষ্ণং প্রাণবল্লভং।
শিশুবেশং সুবেশঞ্চ সুন্দরেশঞ্চ সস্মিতং ॥ ১০ ॥
নবীনজলদশ্যামং পীতকৌষেয়বাসসং।
চন্দনোক্ষিতসর্ব্বাঙ্গং রত্নভূষণভূষিতং ॥ ১১ ॥
ময়ূরপুচ্ছচূড়ঞ্চ মাল্যঞ্চ শোভিতং ততঃ।
ঈষদ্ধাস্যপ্রসন্নাস্যং ভক্তানুগ্রহবিগ্রহং ॥ ১২ ॥

যাপিত করিয়া পরিশেষে গোকুলধামে গমন করিবেন, গোকুলবাসিগণের সহিত আপনারা সালোক্যমুক্তি লাভ করিতে পারিবেন। ৫।৬ ॥

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে এইরূপ বলিয়া তাঁহাদিগের আজ্ঞাক্রমে স্বয়ং রাধামন্দিরে এবং নন্দ যশোদার সহিত গোকুলে গমন করিলেন। ৭ ॥

কৃষ্ণ গিয়া দেখিলেন, অতি মনোহারিণী দ্বাদশবর্ষীয়ার ন্যায় নিরন্তর সুস্থিরযৌবনা হাস্যবদনা রাধা অত্যুচ্চ রত্নময় সিংহাসনে আসীন রহিয়াছেন এবং ত্রিংশৎকোটি গোপী, বেত্র হস্তে করিয়া হাস্যবদনে তাঁহার চতুর্দ্দিক পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। ৮।৯ ॥

শ্রীরাধা দূর হইতেই দেখিলেন, প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণ আগমন করিতেছেন, তাঁহার বেশ কিশোর শিশুর ন্যায়। তিনি সুরশ্রেষ্ঠ, তাঁহার মত সুশ্রী আর দ্বিতীয় নাই, মুখে ঈষৎ হাস্য, বর্ণ নবীন জলধরের ন্যায় শ্যাম, পরিধান

ক্রীড়াকমলমম্লানং ধৃতবন্তং মনোহরং।
মুরলীহস্তবিন্যস্তং সুপ্রশস্তঞ্চ দর্পণং ॥ ১৩ ॥
জবেন চ সমুত্থায় গোপীভিঃ সহ সাদরং।
প্রণম্য পরয়া ভক্ত্যা তুষ্টাব পরমেশ্বরং ॥ ১৪ ॥

রাধিকোবাচ।

অদ্য মে সফলং জন্ম জীবিতঞ্চ সুজীবিতং।
যদ্দৃষ্টা মুখচন্দ্রং তে সুস্নিগ্ধলোচনং মম ॥ ১৫ ॥
পঞ্চপ্রাণাশ্চ স্নিগ্ধাশ্চ পরমাত্মা চ সুপ্রিয়।
উভয়ো হর্ষবীজঞ্চ দুর্লভং বন্ধুদর্শনং ॥ ১৬ ॥
শোকার্ণবে নিমগ্নাহং প্রদগ্ধা বিরহানলৈঃ।
ত্বাং দৃষ্টামৃতদৃষ্ট্যা চ সুসিক্তাস্মি সুশীতলা ॥ ১৭ ॥

পীতবর্ণ কৌষেয় বস্ত্র, সর্ব্বাঙ্গে চন্দন বিলেপন ও রত্নভূষণ, চূড়ায় ময়ূরপুচ্ছ; গলে বনমালা, ঈষৎ হাস্যে আস্যদেশ কেমন সুপ্রসন্ন, ভক্তজনের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ জন্য তাঁহার শরীর ধারণ, এক হস্তে মনোহর অম্লান ক্রীড়া কমল, অপর হস্তে মুরলী ও প্রশস্ত দর্পণ। ১০।১১।১২।১৩ ॥

তাঁহাকে অবলোকন করিবামাত্র রাধা গোপীগণের সহিত সম্ভ্রমে গাত্রোত্থান করিয়া সাদরে ভক্তিপূর্ব্বক সেই পরমেশ্বরের চরণে প্রণাম করিয়া স্তব করিতে লাগিলেন। ১৪ ॥

আজি আমার জন্ম সফল, আজি আমার জীবন সার্থক, আজি আপনার মুখচন্দ্র দর্শনে আমার নয়ন, পঞ্চ প্রাণ ও পরমাত্মা সুশীতল হইল। উভয়ের আনন্দনিদান প্রিয়সমাগম অতি দুর্লভ বস্তু। ১৫।১৬ ॥

আমি এতকাল শোকসাগরে নিমগ্ন ছিলাম, আমি একাল পর্য্যন্ত বিরহানলে দগ্ধ হইতেছিলাম, আপনার দর্শন-সুধাসেকে আমার বিরহানল শান্ত হইল, আমার শরীর সুশীতল হইল। ১৭ ॥

শিবা শিবপ্রদাহঞ্চ শিববীজ ত্বয়া সহ।
শবস্বরূপা নিশ্চেষ্টাপ্যস্পৃষ্টা চ ত্বয়া বিনা ॥ ১৮ ॥
ত্বয়ি তিষ্ঠতি দেহে চ দেহী শ্রীমান্ শুচিঃ স্বয়ং।
সর্ব্বশক্তিস্বরূপশ্চ শবরূপো গতে ত্বয়ি ॥ ১৯ ॥
স্ত্রীপুংসোর্ব্বিরহো নাথ সামান্যশ্চ সুদারুণং।
যাস্ত্যেব শক্তিভিঃ প্রাণা বিচ্ছেদে পরমাত্মনঃ ॥ ২০ ॥
ইত্যুক্ত্বা রাধিকা দেবী পরমাত্মানমীশ্বরং।
স্বাসনে বাসয়ামাস কৃত্বা পাদার্চ্চনং মুদা ॥ ২১ ॥
রত্নসিংহাসনে শ্রীমানুবাস রাধয়া সহ।
গোপীভিঃ সপ্তভিঃ শশ্বৎ সেবিতঃ শ্বেতচামরৈঃ ॥ ২২ ॥
চন্দনং সা দদৌ গাত্রে সুগন্ধি চন্দনং হরেঃ।
সস্মিতা রত্নমালাং সা রত্নমালাং গলে দদৌ ॥ ২৩ ॥

হে মঙ্গলৈক নিদান! আপনার সহায়েই আমি লোকদিগকে শুভাশুভ প্রদান করিতে সমর্থ হইয়া থাকি। আপনার স্পর্শ না থাকিলেই আমাকে শবরূপ ধারণ করিতে হয়। ১৮ ॥

আপনি যতক্ষণ দেহে বিদ্যমান থাকেন, ততক্ষণ দেহী শ্রীমান্ ও পবিত্র থাকে, আপনি সকলের শক্তিস্বরূপ, আপনি দেহ পরিত্যাগ করিলেই দেহ শবরূপ ধারণ করে। ১৯ ॥

হে নাথ! কি স্ত্রী, কি পুরুষ উভয়েরই বিরহযন্ত্রণা সমান ও সুদারুণ, পরমাত্মার সহিত বিচ্ছেদ উপস্থিত হইলে জীবনের সহিত সমস্ত শক্তিই বিগত হইয়া থাকে। ২০ ॥

বৎস নারদ! দেবী রাধিকা পরমাত্মরূপী শ্রীকৃষ্ণকে এইরূপে স্তব করিয়া পরমানন্দে তাঁহার পাদপদ্ম পূজা করিয়া স্বীয় আসনে উপবেশন করাইলেন। ২১ ॥

শ্রীমান্ শ্রীকৃষ্ণ রাধিকার সহিত একত্র রত্নময় সিংহাসনে আসীন হইলেন। সাতজন গোপী নিরন্তর তাঁহাকে শ্বেতচামর বীজন করিতে লাগিল। ২২ ॥

পাদপদ্মার্চ্চিতে পাদপদ্মে পদ্মাবতী সতী।
অর্ঘ্যং দদৌ সা যত্নেন দূর্ব্বাপুষ্পঞ্চ চন্দনং॥ ২৪ ॥
মালতী মালতীমাল্যং চূড়ায়াঞ্চ হরের্দ্দদৌ।
চম্পা পুষ্পস্য পুটকং দদৌ চম্পাবতী সতী॥ ২৫ ॥
অর্ঘ্যং দত্বা পারিজাতা পারিজাতং দদৌ মুদা।
সকর্পূরঞ্চ তাম্বূলং বাসিতং শীতলং জলং॥ ২৬ ॥
দদৌ কদম্বমালা সা কদম্বমালিকাং শুভাং।
ক্রীড়াকমলমম্লানমমূল্যরত্নদর্পণং॥ ২৭ ॥
দদৌ হস্তে হরেরেব কমলা সা সুকোমলা।
বরুণেন পুরা দত্তং বস্ত্রযুগ্মঞ্চ সুন্দরং॥ ২৮ ॥
সাক্ষাদ্গোরোচনাভঞ্চ সুন্দরী হরয়ে দদৌ।
মধুপাত্রং মধুস্তস্মৈ মধুরং মধুপূর্ণকং॥ ২৯ ॥

রাধিকা শ্রীহরির গাত্রে সুগন্ধ চন্দন বিলেপন করিতে লাগিলেন, রত্নমালা হাস্যবদনে তাঁহার গলদেশে রত্নমালা প্রদান করিল। ২৩ ॥

পদ্মাবতী তাঁহার পদ্মা সেবিত পাদপদ্মে দূর্ব্বা পুষ্প ও চন্দনে মিশ্রিত করিয়া অর্ঘ্য প্রদান করিল। ২৪ ॥

মালতী তাঁহার চূড়ায় মালতী মাল্য এবং চম্পাবতী চম্পকপুষ্পের পাত্র সমর্পণ করিল। ২৫ ॥

পারিজাতা অর্ঘ্য প্রদান করিয়া তৎপরে মহানন্দে তাঁহাকে পারিজাত পুষ্প, কর্পূরযুক্ত তাম্বূল এবং সুবাসিত সুশীতল জল প্রদান করিল। ২৬ ॥

কদম্বমালিকা নাম্নী সখী তাঁহার গলে কদম্বমালা এবং হস্তে অম্লান ক্রীড়া কমল ও অমূল্য দর্পণ প্রদান করিল। ২৭ ॥

সুকোমলা কমলা পূর্ব্বে বরুণদেব যে সুন্দর বস্ত্রযুগল প্রদান করিয়াছিলেন শ্রীহরির হস্তে সেই বস্ত্রযুগল সমর্পণ করিল। ২৮ ॥

সুন্দরী মধু গোরোচনাবর্ণ অতি মধুর মধুপাত্র মধুপূর্ণ করিয়া তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিল। ২৯ ॥

সুধাপূর্ণং সুধাপাত্রং দদৌ ভক্ত্যা সুধামুখী।
চকার পুষ্পশয্যাঞ্চ গোপ্যশ্চন্দনচর্চ্চিতাং।
অম্লানমালতীপুষ্পমালাজালবিভূষিতাং ॥ ৩০ ॥
রত্নেন্দ্রসারনির্ম্মাণমন্দিরে সুমনোহরে।
মণীন্দ্রমুক্তামাণিক্যহীরাহারবিভূষিতে ॥ ৩১ ॥
কস্তূরীকুঙ্কুমাক্তেন বায়ুনা সুরভীকৃতে।
রত্নপ্রদীপশতকৈর্জ্জ্বলদ্ভিশ্চ সুদীপিতে ॥ ৩২ ॥
ধূপিতে সন্ততং ধূপৈর্নানাবস্তুসমন্বিতে।
বসন্তসময়োন্মত্তপুংস্কোকিলকলান্বিতে ॥ ৩৩ ॥
মধুপুষ্পসমাযুক্তে মধুব্রতরুতশ্রুতে।
নানাচিত্রবিচিত্রাঢ্যে রতিবস্তুসমন্বিতে ॥ ৩৪ ॥
কৃত্বা শয্যাং রতিকরীং যযুর্গোপ্যশ্চ সস্মিতাঃ।
দৃষ্টা রহসি তল্পঞ্চ সুরম্যঞ্চ মনোহরং ॥ ৩৫ ॥

সখী সুধামুখী সুধাপাত্র সুধাপূর্ণ করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক তাঁহার করতলে প্রদান করিল। অন্যান্য গোপীরা চন্দন রসে অভিষিক্ত করিয়া পুষ্পশয্যা প্রস্তুত করিয়া দিল। ঐ শয্যা অম্লান মালতী পুষ্পের মালাসমূহে বিভূষিত হইয়াছিল। ৩০ ॥

শ্রীহরির শয়ন মন্দির অতি মনোহর উৎকৃষ্ট রত্নদ্বারা বিনির্ম্মিত। উহার স্থানে স্থানে সর্ব্বোত্তম মণি, মাণিক্য ও হীরাহার প্রদত্ত ছিল। ৩১ ॥

পবনদেব কস্তুরী ও কুঙ্কুম গন্ধ সহায়ে গৃহ আমোদিত করিয়াছে। শত শত সমুজ্জ্বল রত্নপ্রদীপে গৃহ আলোকময়। ৩২ ॥

স্থানে স্থানে নিরন্তর ধূপশিখা সমুদ্গত হইতেছে। এতদ্ভিন্ন কত স্থানে যে, কত বস্তু সুশোভিত হইতেছে, তাহার আর ইয়ত্তা নাই। বসন্ত সময়ে যে সকল কোকিল উন্মত্ত হইয়া কুহুধ্বনি করে, সেই সকল পুংস্কোকিলগণ গৃহমধ্যে নিরন্তর শব্দায়মান। ৩৩ ॥

চতুর্দ্দিকে বসন্ত কুসুম বিকসিত, তাহার উপর ভ্রমর সকল গুণ গুণ ধ্বনি

নানাপ্রকারহাস্যঞ্চ পরীহাসং স্মরোচিতং।
দ্বয়োর্ব্বভূব তল্পে চ মদনাতুরয়োস্তথা ॥ ৩৬ ॥
মাল্যং দদৌ চ কৃষ্ণায় তাম্বূলঞ্চ সুবাসিতং।
কস্তূরীংকুঙ্কুমাক্তাঞ্চ সুন্দরং শ্যামবক্ষসি ॥ ৩৭ ॥
চারু চম্পকপুষ্পঞ্চ চূড়ায়াং প্রদদৌ সতী।
সহস্রদলসংসক্তং ক্রীড়াপদ্মং করে দদৌ ॥ ৩৮ ॥
প্রক্ষিপ্য মুরলীং হস্তাৎ প্রদদৌ রত্নদর্পণং।
পারিজাতস্য কুসুমমম্লানং পুরতো দদৌ ॥ ৩৯ ॥
উবাচ মধুরং রাধা রহস্যং মধুরং বচঃ।
সস্মিতা সস্মিতং শান্তং কান্তং কান্তা মনোহরং ॥ ৪০ ॥
নিষ্ফলং মঙ্গলপ্রশ্নং মঙ্গলে মঙ্গলালয়ে।
সর্ব্বমঙ্গলবীজে চ মাঙ্গল্যে মঙ্গলপ্রদে ॥ ৪১ ॥

করিতেছে, গৃহটী নানাবিধ চিত্রবিচিত্রে পরিপূর্ণ। এতদ্ভিন্ন সেই গৃহমধ্যে কত যে কামোদ্দীপক বস্তু সংগৃহীত ছিল, তাহার আর ইয়ত্তা নাই। ৩৪ ॥

গোপীগণ রতিশয্যা প্রস্তুত করিয়া দিয়া হাস্যবদনে গৃহ হইতে বহির্গত হইল, তখন শ্রীকৃষ্ণ নির্জ্জনে অতি রমণীয় মনোহর শয্যা প্রস্তুত দেখিয়া তথায় রাধিকার সহিত কামোদ্দীপক নানাবিধ হাস্য পরিহাস্য আরম্ভ করিলেন, উভয়েই মন্মথশরে একান্ত ব্যথিত। ৩৫।৩৬ ॥

প্রথমতঃ রাধিকা কৃষ্ণের গলে পুষ্পমালা এবং করে সুবাসিত তাম্বূল প্রদান করিয়া তাঁহার বক্ষস্থলে কুঙ্কুম ও কস্তুরী বিলিপ্ত করিয়া দিলেন। ৩৭ ॥

তাঁহার চূড়ায় মনোহর চম্পকপুষ্প এবং করে সহস্রদল ক্রীড়াপদ্ম প্রদান করিলেন। ৩৮ ॥

তাঁহার হস্ত হইতে মুরলী আক্ষেপ করিয়া রত্নময় দর্পণ প্রদান পূর্ব্বক তাঁহার সম্মুখে অম্লান এক পারিজাত পুষ্প ধারণ করিলেন। ৩৯ ॥

এবং হাস্যবদনে সেই সস্মিত বদন শান্তপ্রকৃতি মনোহর কান্তকে মধুর বচনে কহিতে লাগিলেন। ৪০ ॥

আপনি সমস্ত মঙ্গলের একমাত্র আধার, সমুদায় মঙ্গলই আপনা হইতে সম্ভুত হইয়া থাকে এবং আপনি সকলকেই মঙ্গল প্রদান করিয়া থাকেন, অতএব আপনাকে আর কি মঙ্গল প্রশ্ন করিব? ৪১ ॥

তথাপি কুশলং প্রশ্নং সাম্প্রতং সময়োচিতং।
লৌকিকব্যবহারোঽপি বেদেভ্যো বলবাংস্তথা॥ ৪২॥
কুশলং রুক্মিণীকান্ত সত্যভামেশ সাম্প্রতং।
মহেন্দ্রেণ সমং যুদ্ধং লীলয়া চ যদাজ্ঞয়া॥ ৪৩॥
পারিজাততরুং স্বর্গাদুৎপাট্য চামরাবতীং।
গত্বা বিজিত্য দেবাংশ্চ তস্যৈ দত্তমিতি শ্রুতং॥ ৪৪॥
সত্যং জাম্ববতীকান্ত বদ মা চ সুনিশ্চিতং।
তাসু সর্ব্বাসু কান্তাসু কস্যান্তে প্রেম চাধিকং॥ ৪৫॥
শৃঙ্গারে সর্ব্বভাবে চ তাসু কা রসিকা পরা।
ত্বয়ি স্নিগ্ধা বিদগ্ধা যা তাসু ধন্যাতিসুব্রতা॥ ৪৬॥
সা স্ত্রী ভাবানুরক্তা যা ভার্য্যাং প্রতি পতিঃ স্বয়ম্।
প্রেম্নাতিরিক্তং স্ত্রীপুংসোস্ত্রৈলোক্যেষু সুদুর্ল্লভং॥ ৪৭॥

তথাপি আপনাকে কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা সময়োচিত ও লৌকিক। লৌকিক ব্যবহার ও বৈদিক ব্যবহার অপেক্ষা বলবান্। ৪২॥

অতএব হে রুক্মিণীকান্ত! হে সত্যভামাপতে! এক্ষণে আপনার সমস্ত কুশল? আমি শুনিয়াছি, আপনি সত্যভামার আজ্ঞাক্রমে অনায়াসে পারিজাত কুসুমের জন্য মহেন্দ্রের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া তাঁহাকে ও অন্যান্য দেবগণকে পরাজিত করিয়াছেন। তাহার পর অমরাবতী হইতে পারিজাত তরু উৎপাটন পূর্ব্বক আনয়ন করিয়া সত্যভামাকে সমর্পণ করিয়াছেন। ৪৩।৪৪॥

হে জাম্ববতীকান্ত! সত্য করিয়া বলুন দেখি, তাঁহাদিগের সকলগুলির মধ্যে কোনটির প্রতি আপনার প্রণয় অধিক? ৪৫॥

রতিক্রীড়ায় ও অন্যান্য কার্য্যে তাঁহাদিগের মধ্যে কোন্‌টি সমধিক রসিকা? তাঁহাদিগের মধ্যে যিনি আপনার প্রতি স্নেহবতী, তিনিই চতুরা, তিনিই ধন্যা এবং তিনিই ব্রতবতী। ৪৬॥

যে স্ত্রী পতির প্রতি একান্ত অনুরক্ত, তিনিই যথার্থ স্ত্রী এবং যে পতি

রসিকা স্ত্রী বিজানাতি সতী গুণবতী পতিং।
গুণজ্ঞং রসিকং শূরং সুশীলং সুরতৌ সদা ॥ ৪৮ ॥
দূরাদ্ধাবতি পদ্মার্থং মধুলোভান্মধুব্রতঃ।
ভেকস্তন্নহি জানাতি তন্মূর্দ্ধ্নি পাদমুৎসৃজেৎ ॥ ৪৯ ॥
যন্ত্রী জানাতি সঙ্গীতরসং যন্ত্রশ্চ নৈব চ।
দুগ্ধস্বাদংবিদগ্ধাশ্চ ন দর্বী নৈব ভাজনং ॥ ৫০ ॥
পরিপক্কফলাস্বাদং জানন্তি ভোগিনঃ সুখং।
একত্রাবস্থিতাঃ শশ্বৎ ন কিঞ্চিৎ ফলিনো যথা ॥ ৫১ ॥
সুশীতলজলাস্বাদং বিজানাতি কৃষীবলঃ।
ন চ বাপী ন চ ঘটশ্চেদেকত্রস্থিতো যথা ॥ ৫২ ॥

পত্নীর প্রতি প্রীতিমান, তিনিই যথার্থ পতি। কারণ ত্রিলোক মধ্যে দম্পতি প্রেম অতি দুর্লভ পদার্থ। ৪৭ ॥

যে রসিকা রমণী গুণবতী ও পতিব্রতা হন, তিনিই গুণবান্ রসিক শূর ও সুশীল পতির মর্ম্ম ভালই জানেন। ৪৮ ॥

মধুকর পদ্মের মর্য্যাদা বিষয়ে অভিজ্ঞ; সুতরাং দূর হইতে মধুলোভে অন্ধ হইয়া পদ্মার্থ ধাবমান হয়; কিন্তু ভেক তাহার মর্য্যাদা বিষয়ে একান্ত অনভিজ্ঞ, সুতরাং সে পদ্মের মস্তকে পদাঘাত করে। ৪৯ ॥

যে ব্যক্তি যন্ত্রী সে সঙ্গীতরসের আস্বাদন সমর্থ হইয়া থাকে; কিন্তু যন্ত্র কি কখন সঙ্গীতের আস্বাদন পায়? স্বাদজ্ঞ ব্যক্তি ভিন্ন দর্ব্বী (হাতা) বা দুগ্ধভাজন কি কখন দুগ্ধের আস্বাদনে সমর্থ হইয়া থাকে? ৫০ ॥

যাহারা পরিপক্ক ফল ভক্ষণ করে, তাহারাই তাহার আস্বাদনসুখ লাভ করিয়া থাকে, কিন্তু যদিও বৃক্ষ ও ফল নিয়ত একত্র অবস্থান করিতেছে, তথাপি বৃক্ষ কখন ফলের আস্বাদনে সমর্থ হয় না। ৫১ ॥

কৃষীবলেরাই যথার্থ সুশীতল জলের আস্বাদনে সমর্থ হইয়া থাকে; কিন্তু যদিও একত্র অবস্থান করে, তথাপি সরোবর বা কুম্ভ কখনও সুশীতল জলের সুস্বাদ লাভ করিতে পারে না। ৫২ ॥

ভোগিনো হি বিজানন্তি শালিস্বাদুরসং পরং।
একত্রাবস্থিতক্ষেত্রং নক্ষেত্রং ভাজনং যথা॥ ৫৩॥
বুবুধে চন্দনাঘ্রাণং চন্দনাঘ্রাণভোগবিৎ।
ন গর্দ্দভো ভারবাহী ন তস্য পাত্রিকা যথা॥ ৫৪॥
যং ন যানন্তি বেদাশ্চ ব্রহ্মেশানাদয়ঃ সুরাঃ।
যোগিনো মুনয়ঃ সিদ্ধাস্তং ন জানন্তি যোষিতঃ॥ ৫৫॥
সৌভাগ্যং গৌরবং প্রেম দুর্লভং নিত্যনূতনং।
যোষিতাং মৎপরং নৈব চূর্ণীভূতং ক্ষণেন চ॥ ৫৬॥
অত্যুচ্ছ্রিতো নিপতনং প্রাপ্নোত্যেব ধ্রুবং প্রভো।
আরাদ্বিপত্তিবীজঞ্চ বৈষ্ণবানাং বিহিংসনং॥ ৫৭॥
শ্রীদামা চ ময়া শপ্তস্তদ্ভক্তো ভক্তবৎসল।
এতাদৃশী বিপত্তির্ম্মে পুত্র শ্রীদামশাপতঃ॥ ৫৮॥

যাহারা অন্নের ভোক্তা, তাহারাই অন্নরসের প্রকৃত রসাস্বাদনে সমর্থ, কিন্তু সতত সহবাসনিবন্ধন ক্ষেত্র বা পাত্র কখন তাহার আস্বাদনে সমর্থ হইতে পারে না। ৫৩॥

যাহারা চন্দনের গন্ধ আঘ্রাণ করিয়া আনন্দ অনুভব করে, তাহারাই চন্দন-রসের মর্য্যাদা বিষয়ে অভিজ্ঞ, কিন্তু ভারবাহী গর্দ্দভ বা চন্দনপাত্র কি কখন তাহার আঘ্রাণ সুখ অনুভব করিতে সমর্থ হইয়া থাকে? ৫৪॥

চারি বেদ, স্বয়ং ব্রহ্মা ও ঈশানাদি দেবগণ, যোগিগণ, মুনিগণ ও সিদ্ধগণ যাঁহার মর্য্যাদাবিষয়ে অনভিজ্ঞ, সামান্য স্ত্রীজাতি তাহার মর্ম্ম কি বুঝিবে? ৫৫॥

রমণীকুল মধ্যে আমার মত সৌভাগ্য, আমার মত গৌরব, আমার মত দুর্লভ নিত্য নূতন প্রেম আর কাহারও নাই মনে করিয়া গর্ব্বিত হইয়াছিলাম কিন্তু আপনি ক্ষণকাল মধ্যে আমার সে গর্ব্ব চূর্ণ করিয়া দিয়াছেন। ৫৬॥

প্রভো! অধিক বৃদ্ধি হইলেই পতন হয়, তাহাতে আর সন্দেহ নাই, বিশেষতঃ বৈষ্ণবদিগের হিংসাই বিপত্তির মূলকারণ। ৫৭॥

ঈশ্বরঃ কস্য বা বাধ্যোঽপ্রিয়ো বাপি প্রিয়স্তথা।
সন্তস্তং ভক্তিসাধ্যশ্চ যোভক্তশ্চ তদীশ্বরঃ॥ ৫৯॥
বেদাশ্চ বৈদিকাঃ সন্তঃ পুরাণানি বদন্তি চ।
রাধায়াঃ মাধবঃ সাধ্যো ভবানেবহি নিষ্ফলং॥ ৬০॥
জিত্বা চ সগণং শম্ভুং বাণস্য ভুজকৃন্তনং।
কৃত্বা চ রুক্মিণীপৌত্রঃ সমানীতঃ সভার্য্যকঃ॥ ৬১॥
অহো ত্বয়ি ময়া যা তে রুক্মিণী কিমুবাচ তে।
প্রেমহিতং সমানন্তে কিংববর্দ্ধ চ গৌরবং॥ ৬২॥
কুরুপাণ্ডবযুদ্ধেন কুরবো নিহতাস্ত্বয়া।
পাণ্ডবার্থে তথা ভূপাঃ রক্ষিতাঃ পরমাত্মনা॥ ৬৩॥

হে ভক্তবৎসল! শ্রীদাম একজন আপনার প্রকৃত ভক্ত; কিন্তু তাহাকে অভিসম্পাত করিয়া আবার তাহার শাপেই আমার এরূপ বিপত্তি ঘটিয়াছিল। ৫৮॥

জগদীশ্বর কখন কাহারও বাধ্য, প্রিয় বা অপ্রিয় নহেন, তিনি ভক্তিসাধ্য পদার্থ অর্থাৎ যে ব্যক্তি একান্ত ভক্তিসহকারে তাঁহাকে ভজনা করে, তিনি তাহারই ঈশ্বর। ৫৯॥

চারিবেদ, বেদজ্ঞ পণ্ডিত, সমুদায় পুরাণ ও সাধুগণ বলিয়া থাকেন যে, "ভগবান কৃষ্ণ, রাধার একান্ত অনুগত" কিন্তু সে সমস্তই অলীক। ৬০॥

আপনি ভূতভাবন শম্ভুকে সগণে পরাজিত ও বাণদৈত্যের বাহুচ্ছেদ করিয়া রুক্মিণীর পৌত্র অনিরুদ্ধকে বধূর সহিত দ্বারকায় আনয়ন করিয়াছেন। ৬১॥

আপনার প্রতি আমার যেরূপ ভক্তি তাহাতে রুক্মিণী আপনাকে কি বলিবেন? যদি আমাদিগের উভয়ের প্রতি আপনার প্রীতি সমান হয়, তাহাতে আমাদিগের পরস্পরের গৌরবের তারতম্য কি হইল? ৬২

আপনি কুরু ও পাণ্ডব উভয় পক্ষে যুদ্ধ যোজনা করিয়া দিয়া কৌরবদিগে-

সাক্ষান্মহেন্দ্রজাতস্য কৌন্তেয়স্যার্জ্জুনস্য চ।
রাজমণ্ডলমধ্যস্থো ভবানেব হি সারথিঃ ॥ ৬৪ ॥
তেন ভক্তেন শুদ্ধেন ভীষ্মেণ চ মহাত্মনা।
লজ্জিতেন কিমুক্তন্তে মহতীষু সভাসু চ ॥ ৬৫ ॥
দেবৈরপি কথং দৃষ্টং ব্রহ্মেশশেষসংজ্ঞকৈঃ।
ভক্তসংঘৈর্মৃতৈঃ সর্ব্বৈর্ন চোক্তং কিন্তদেব চ ॥ ৬৬ ॥
যশ্চানির্ব্বচনীয়শ্চ বেদেষু চ চতুর্ষু চ।
পুরাণেম্বিতিহাসেষু প্রকৃতেঃ পর ঈশ্বরঃ ॥ ৬৭ ॥
নির্গুণশ্চ নিরীহশ্চ নির্লিপ্তঃ সর্ব্বকর্ম্মণাং।
কর্ম্মিণাং সাক্ষিরূপশ্চ ভক্তানুগ্রহবিগ্রহঃ ॥ ৬৮ ॥
পরং ব্রহ্ম পরং জ্যোতিঃ পরমেশঃ পরাৎপরঃ।
পরমাত্মা চ সর্ব্বেষাং সূতেনৈব রথেস্থিতং ॥ ৬৯ ॥

রই বিনাশ সাধন করিলেন, কিন্তু পাণ্ডবপক্ষে যে সকল নরপতি সমাগত হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগের সকলকেই রক্ষা করিলেন। ৬৩ ॥

কৌন্তেয় অর্জ্জুন; যিনি সাক্ষাৎ মহেন্দ্রের ঔরসজাত; আপনি রাজমণ্ডলীর মধ্যে সেই অর্জ্জুনের সারথি হইলেন। ৬৪ ॥

যিনি আপনার একান্ত ভক্ত, যিনি বিশুদ্ধস্বভাব, সেই মহাত্মা ভীষ্ম লজ্জিত হইয়া তাদৃশী মহতী সভামধ্যে আপনাকে কি বলিয়াছিলেন? ৬৫ ॥

ব্রহ্মা, মহেশ্বর ও অনন্তদেব প্রভৃতি দেবগণ কিরূপে সমস্ত স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিলেন? আপনার ভক্ততম ভূপালগণ মহাশয্যায় শয়ন করিলেন, তথাপি কোন প্রত্যুত্তর করিলেন না কেন? ৬৬ ॥

কি চারিবেদ, কি অষ্টাদশ পুরাণ, কি ইতিহাস কেহই আপনার স্বরূপ নির্ণয় করিতে পারে না, আপনি প্রকৃতির অতীত পরমেশ্বর, আপনি সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণের অতিরিক্ত পদার্থ, আপনি উদাসীন, আপনি কিছুতেই লিপ্ত নহেন, আপনি কর্ম্মিগণের কর্ম্মসাক্ষী, আপনার শরীর ধারণ কেবল ভক্তজনের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ নিমিত্ত। আপনি পরমব্রহ্ম, আপনি পরম

ত্বয়া কুব্জা চ সংভুক্তা বৃদ্ধা ক্ষত্রিয়কামিনী।
অপুত্রিণী চাধিকাঙ্ক্ষী যূনাং স্পৃশ্যা চ প্রাক্তনাৎ ॥ ৭০ ॥
ত্বয়া চ নিহতঃ কংসো মাতুলঃ কেনহেতুনা।
আয়াস্যতীতি কৃত্বা চ গতং ন পুনরাগতং ॥ ৭১ ॥
ইত্যুক্ত্বা রাধিকা দেবী ভৃশমুচ্চৈরুরোদ সা।
মূর্চ্ছাং সংপ্রাপ সহসা নির্নিশ্বাসা বভূব হ ॥ ৭২ ॥
গোপ্যো গবাক্ষজালস্থাঃ শুশ্রুবুর্দদৃশুস্তথা।
দৃষ্ট্বা তামাযযুঃ সর্ব্বে ঊচু রাধা মৃতেতি চ ॥ ৭৩ ॥
উচ্চৈস্তা রুরুদুঃ সর্ব্বাঃ ক্রোড়ে কৃত্বা চ রাধিকাং।
উচুস্তা রক্ষ রক্ষেতি বরেণ হরণপ্রভো ॥ ৭৪ ॥

জ্যোতি, আপনি পরাৎপর পরমেশ্বর, আপনি সকলের পরমাত্মা, তথাপি কিরূপে অর্জ্জুনের রথের সারথি হইলেন ? ৬৭।৬৮।৬৯ ॥

ক্ষত্রিয়কামিনী অপুত্রবতী বৃদ্ধা কুব্জা, যাহাকে যুবাপুরুষগণ সম্ভোগ করিয়াছে, সেই অধিকাঙ্ক্ষী পূর্ব্ব প্রাক্তনের ফলে আপনাকর্ত্তৃক পরিভুক্ত হইয়াছে। ৭০ ॥

আপনি মাতুল কংসকে ধ্বংস করিলেন কেন ? আপনি এই আসি-তেছি বলিয়া প্রস্থান করিলেন, কিন্তু আর প্রত্যাগমন করিলেন না। ৭১ ॥

বৎস নারদ ! দেবী রাধা এই কথা বলিয়া উচ্চৈস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন, অনতি বিলম্বে মূর্চ্ছা তাঁহাকে আক্রমণ করিল, তখন তিনি একেবারে শ্বাসশূন্যা হইয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়িলেন। ৭২ ॥

যে গোপীরা গবাক্ষদ্বার দিয়া রাধাকৃষ্ণের ব্যাপার সকল দর্শন ও শ্রবণ করিতেছিল, তাহারা রাধার অবস্থা দর্শনে সত্বর তথায় উপস্থিত হইল এবং আমাদিগের রাধা গতপ্রাণা হইলেন বলিয়া ক্রোড়ে করিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে আরম্ভ করিল এবং বলিতে লাগিল হে হরণপ্রভো ! আমাদিগের রাধাকে রক্ষা কর। ৭৩।৭৪ ॥

গোপ্য ঊচুঃ।

কিং কৃতং কিং কৃতং কৃষ্ণ ত্বয়া রাধা মৃতাচ নঃ।
রাধাং জীবয় ভদ্রন্তে যাস্যামঃ কাননং বয়ং।
অন্যথা স্ত্রীবধং তুভ্যং দাস্যামঃ সর্ব্বযোষিতঃ ॥ ৭৫ ॥
গোপীনাং বচনং শ্রুত্বা রাধিকায়াশ্চ মাধবঃ।
উবাচ জীবয়ামাস সুধাদৃষ্ট্যা চ নারদ ॥ ৭৬ ॥
উত্তস্থৌ রাধিকা দেবী রুদন্তী মানিনী সতী।
গোপ্যস্তাং বোধয়ামাসুঃ ক্রোড়ে কৃত্বা পুনঃ পুনঃ ॥ ৭৭ ॥

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ।

জাত্যাহং কৃষ্ণরূপশ্চ পরিপূর্ণতমঃ স্বয়ং।
গোলোকে গোকুলে পুণ্যক্ষেত্রে বৃন্দাবনে বনে ॥ ৭৮ ॥
দ্বিভুজো গোপবেশশ্চ ত্বয়া রাধাপতিঃ শিশুঃ।
গোপালৈর্গোপিকাভিশ্চ সহিতঃ কামধেনুভিঃ ॥ ৭৯ ॥

কৃষ্ণ! কি করিলে! কি করিলে! আমাদিগের রাধাকে মারিলে? আমাদিগের রাধাকে জীবন দান কর, তোমার মঙ্গল হউক, আমরা সকলে তোমার সহিত কাননে যাইব। আর যদি তাহা না কর, তাহা হইলে আমরা সকলে মিলিয়া তোমায় স্ত্রীঘাতী বলিব। ৭৫ ॥

বৎস নারদ! গোপীগণের বচন শ্রবণে মাধব একবার রাধার প্রতি অমৃতদৃষ্টি বিক্ষেপ করিয়া তাঁহাকে পুনরুজ্জীবিত করিলেন। ৭৬ ॥

রাধিকা সুপ্তোত্থিতের ন্যায় উঠিয়া বসিলেন এবং অভিমানভরে রোদন করিতে লাগিলেন। গোপীগণ তাঁহাকে ক্রোড়ে করিয়া পুনঃ পুনঃ প্রবোধ প্রদান করিতে লাগিল। ৭৭ ॥

তখন শ্রীকৃষ্ণ বলিতে লাগিলেন, আমি এখন জন্মগ্রহণ করিয়া কৃষ্ণরূপ ধারণ করিয়াছি, কিন্তু আমি স্বয়ং পূর্ণব্রহ্ম। আমি কখন গোলোকে, কখন গোকুলে, কখন বা পুণ্যক্ষেত্র বৃন্দাবন বনে অবস্থান করি। ৭৮ ॥

চতুর্ভুজোঽহং বৈকুণ্ঠে দ্বিধারূপঃ সনাতনঃ।
লক্ষ্মীসরস্বতীকান্তঃ শান্তকঃ শান্তবিগ্রহঃ ॥ ৮০ ॥
যন্মানসী সিন্ধুকন্যা মর্ত্যলক্ষ্মীঃপতির্ভুবি।
শ্বেতদ্বীপে চ ক্ষীরোদে তত্রাপি চ চতুর্ভুজঃ ॥ ৮১ ॥
অহং নারায়ণর্ষিশ্চ ধর্ম্মপুত্রঃ সনাতনঃ।
ধর্ম্মবক্তা চ ধর্ম্মিষ্ঠো ধর্ম্মবর্ত্ম প্রবর্ত্তকঃ ॥ ৮২ ॥
শান্তির্লক্ষ্মীস্বরূপা চ ধর্ম্মিষ্ঠা সা পতিব্রতা।
অত্র তস্যাঃ পতিরহং পুণ্যক্ষেত্রে চ ভারতে ॥ ৮৩ ॥
সিদ্ধেশঃ সিদ্ধিদঃ সাক্ষাৎ কপিলোঽহং সতীপতিঃ।
নানারূপধরোঽহঞ্চ ব্যক্তিভেদেন সুন্দরি ॥ ৮৪ ॥

তখন আমি গোপবেশ ধারণপূর্ব্বক দ্বিভুজরূপে শিশুবেশে রাধাপতি হইয়া তোমার সহিত বিহার করিয়া থাকি। তখন গোপালগণ, গোপিকাগণ ও কামধেনুগণ নিয়ত আমার সহচর থাকে। ৭৯ ॥

আর যখন বৈকুণ্ঠে অবস্থান করি, তখন আমি চতুর্ভুজ। আমার সনাতন দুই মূর্ত্তি। আমিই লক্ষ্মীপতি, আমিই সরস্বতীপতি, আমি শান্তস্বভাব এবং শান্তমূর্ত্তি। ৮০ ॥

যিনি সিন্ধুর মানসী কন্যা, তিনি মর্ত্ত্যলোকের লক্ষ্মী, আমি তাঁহারও পতি, আমি যখন শ্বেতদ্বীপে বা যখন ক্ষীরোদসাগরে অবস্থান করি, তখনও আমার মূর্ত্তি চতুর্ভুজ। ৮১ ॥

আমিই ধর্ম্মপুত্র সনাতন নারায়ণ ঋষি, আমি ধর্ম্মবক্তা, আমি ধার্ম্মিক প্রধান এবং আমিই ধর্ম্মমার্গের প্রবর্ত্তক। ৮২ ॥

যিনি পতিপরায়ণা শান্তিদেবী, তিনিও লক্ষ্মীস্বরূপা, এই পুণ্যক্ষেত্র ভারতে আমি সেই ধর্ম্মিষ্ঠা শান্তিদেবীর পতি। ৮৩ ॥

আমিই সিদ্ধেশ্বর, আমিই সিদ্ধিদাতা, আমিই কপিলদেব এবং সতীপতি। অয়ি সুন্দরি! আমি পাত্রভেদে নানারূপ ধারণ করিয়া থাকি। ৮৪ ॥

অহং চতুর্ভুজাংশশ্চ দ্বারবত্যাং রুক্মিণীপতিঃ।
অহং ক্ষীরোদশায়ী চ সত্যভামাগৃহে শুভে ॥ ৮৫ ॥
অন্যাসাং মন্দিরেঽহঞ্চ কায়ব্যূহাৎ পৃথক্ পৃথক্।
অহং নারায়ণর্ষিশ্চ ফাল্গুনস্য চ সারথিঃ ॥ ৮৬ ॥
স বরর্ষির্দ্ধর্মপুত্রো মদংশো বলবান্ ভুবি।
তপসারাধিতস্তেন সারথ্যেঽহঞ্চ পুষ্করে ॥ ৮৭ ॥
যথা ত্বং রাধিকা দেবী গোলোকে গোকুলে তথা।
বৈকুণ্ঠে চ মহালক্ষ্মীর্ভবতী চ সরস্বতী ॥ ৮৮ ॥
ভবতী মর্ত্ত্যলক্ষ্মীশ্চ ক্ষীরোদশায়িনঃ প্রিয়া।
ধর্ম্মপুত্রবধূস্ত্বঞ্চ শান্তির্লক্ষ্মীস্বরূপিণী ॥ ৮৯ ॥
কপিলস্য প্রিয়া কান্তে ভারতে ভবতী সতী।
দ্বারবত্যাং মহালক্ষ্মীর্ভবতী রুক্মিণী সতী ॥ ৯০ ॥

যখন রুক্মিণীপতি হইয়া দ্বারকায় অবস্থান করি, তখন আমি বৈকুণ্ঠবাসী চতুর্ভুজের অংশস্বরূপ। আমি ক্ষীরোদ শয্যায় শয়ন করি, আবার আমিই সত্যভামার সুসজ্জিত গৃহে অবস্থান করিয়া থাকি। ৮৫ ॥

আমি শরীরভেদে অন্যান্য বহুতর রমণীর নিকট ভর্ত্তৃরূপে অবস্থান করিয়া থাকি। আমি নারায়ণ নামা ঋষি এবং আমিই ফাল্গুনি অর্জ্জুনের সারথি। ৮৬ ॥

সেই শ্রেষ্ঠতম ঋষি ধর্ম্মপুত্র পৃথিবীমধ্যে বলবান্ এবং আমার অংশে সমুৎপন্ন। তিনি যখন পুষ্করতীর্থে আমার আরাধনা করেন, তখন আমিই তাঁহার সারথ্য কার্য্যে নিযুক্ত হই, ইহাই তাঁহার একান্ত অভিলাষ ছিল। ৮৭ ॥

আমার ন্যায় তুমিও গোলোকে ও গোকুলে রাধারূপে এবং বৈকুণ্ঠে মহালক্ষ্মীরূপে বিরাজ কর, তুমিই সরস্বতী, তুমিই মর্ত্ত্যলক্ষ্মী, এবং যখন আমি ক্ষীরোদশয্যায় শয়ান থাকি, তখন তুমিই আমার অঙ্কপ্রিয়া। তুমিই ধর্ম্মের পুত্রবধূ লক্ষ্মীরূপা শান্তি। ৮৮।৮৯ ॥

সীতা ত্বং মিথিলায়াঞ্চ মচ্ছায়া দ্রৌপদী সতী ।
পঞ্চানাং পাণ্ডবানাঞ্চ ভবতী কমলা প্রিয়া ॥ ৯১ ॥
রাবণেন হৃতা ত্বঞ্চ ত্বং নারায়ণকামিনী ।
নানারূপা যথা ত্বঞ্চ স্বাংশেন কলয়া তথা ॥ ৯২ ॥
পরিপূর্ণতমোঽহঞ্চ পরমাত্মা পরাৎপরঃ ।
দিবানিশঞ্চ ত্বৎপার্শ্বে প্রাস্য বৃন্দাবনে বনে ॥ ৯৩ ॥
রাধে ত্বয়া ন দৃষ্টোঽহং শ্রীদাম্নঃ শাপকারণাৎ ।
ময়া দৃষ্টা চ ভবতী সততং প্রাণবল্লভা ॥ ৯৪ ॥
অংশেন রুক্মিণীস্থানে কলয়ান্যসমীপতঃ ।
অন্যাঃ সর্ব্বাস্ত্বংকলাংশাস্ত্বঞ্চ প্রাণাধিকা মম ॥ ৯৫ ॥।

কান্তে ! তুমিই কপিলের প্রিয়া ভারতে তুমিই সতী, দ্বারাবতী নগরীতে তুমিই মহালক্ষ্মী রুক্মিণী । ৯০ ॥

তুমিই মিথিলাধিপতি জনকের নন্দিনী সীতা, তুমি সীতাছায়া-রূপে দ্রৌপদী নাম ধারণ করিয়া পঞ্চ পাণ্ডবের পত্নীরূপে বিরাজ করিয়াছ । ৯১ ॥

রাবণ তোমাকেই হরণ করিয়াছিল, তুমিই নারায়ণের মোহিনী, তুমি যেমন স্বীয় অংশে পৃথক্ পৃথক্ রূপ ধারণ করিয়া থাক, তদ্রূপ অংশের অংশেও নানারূপ ধারণ করিয়া থাক । ৯২ ॥

আমিই পূর্ণব্রহ্ম, আমিই পরমাত্মা, এবং আমিই পরাৎপর । আমিই বৃন্দাবনে দিবারাত্র তোমার পার্শ্বে অবস্থান করিয়াছিলাম । ৯৩ ॥

রাধে ! প্রাণবল্লভে ! শ্রীদামের শাপনিবন্ধন তুমি আমাকে দর্শন করিতে পার নাই, কিন্তু আমি নিরন্তর তোমাকে দর্শন করিয়াছি । ৯৪ ॥

আমার অংশাবতার রুক্মিণীর নিকট এবং আমার অংশেরও অংশ অন্যান্য প্রিয়তমার নিকট বিরাজ করিতেছে । অন্যান্য যাহা কহিলাম, তাহারা তোমার অংশেরও অংশ, তুমি আমার প্রাণাধিকা প্রিয়তমা । ৯৫ ॥

পুরুষেষু প্রিয়ঃ শম্ভুর্নাস্তি তস্মাৎ পরো মম।
ত্বৎপরা নাস্তি যোষিৎসু প্রিয়া মম পরাৎপরা ॥ ৯৬ ॥
ইতি তে কথিতং সর্ব্বমাধ্যাত্মিকমিদং সতি।
রাধে সর্ব্বাপরাধং মে ক্ষমস্ব পরমেশ্বরি ॥ ৯৭ ॥
শ্রীকৃষ্ণবচনং শ্রুত্বা পরিতুষ্টা চ রাধিকা।
পরিতুষ্টাশ্চ গোপ্যশ্চ প্রণেমুঃ পরমেশ্বরং ॥ ৯৮ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণনারদসম্বাদে শ্রীকৃষ্ণ-জন্মখণ্ডে শ্রীরাধাকৃষ্ণসম্বাদে ষড়্বিংশত্যধিক শতকোঽধ্যায়ঃ।

যেমন পুরুষমণ্ডলী মধ্যে শম্ভু অপেক্ষা আমার প্রিয়তম আর দ্বিতীয় নাই, তদ্রূপ যোষাকুলমধ্যে তোমা অপেক্ষা প্রিয়তম আর কেহই নাই। ৯৬॥

হে সাধ্বি! এই আমি তোমার নিকট আধ্যাত্মিক বৃত্তান্ত সকল কীর্ত্তন করিলাম। হে রাধে! হে পরমেশ্বরী! আমার সমস্ত অপরাধ ক্ষমা কর। ৯৭॥

শ্রীকৃষ্ণের বচন শ্রবণ করিয়া শ্রীরাধিকা এবং গোপীগণ পরম পরিতুষ্ট হইলেন এবং সেই পরমেশ্বরের পাদপদ্মে প্রণাম করিলেন। ৯৮॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ সংবাদে শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে শ্রীরাধাকৃষ্ণ সংবাদে ষড়্বিংশত্যধিক শততম অধ্যায় সম্পূর্ণ।

সপ্তবিংশত্যধিক শততমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীনারায়ণ উবাচ।

শ্রীকৃষ্ণবচনং শ্রুত্বা প্রহৃষ্টা গোপিকা মুদা।
মন্দিরং প্রযযুঃ সর্ব্বাঃ প্রণম্য রাধিকা প্রভুং ॥ ১ ॥
রাধা শৃঙ্গারভাবঞ্চ কলাষোড়শপূর্ব্বকং।
চকার সস্মিতা সাধ্বী বক্রচঞ্চললোচনা ॥ ২ ॥
দত্বা চ চন্দনং মাল্যং স্বামিনে পুনরেব চ।
রহস্যঞ্চ পরীহাসং পুনরেব চকার সা ॥ ৩ ॥
আকৃষ্য রাধিকাং কৃষ্ণঃ সমানীয় স্ববক্ষসি।
ওষ্ঠাধরং কপোলঞ্চ গণ্ডযুগ্মং চুচুম্ব চ ॥ ৪ ॥
রাধা চুচুম্ব কৃষ্ণস্য মুখচন্দ্রং মনোহরং।
চকার কৃষ্ণং প্রাণেশং বাহুভ্যাঞ্চ স্ববক্ষসি ॥ ৫ ॥
শৃঙ্গারং ষোড়শবিধং কামশাস্ত্রোক্তমীপ্সিতং।
স্ত্রীপুংসোস্তোসজননং চকার ভগবান্ বিভুঃ ॥ ৬ ॥

নারায়ণ কহিলেন, বৎস নারদ! গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের বচন শ্রবণ করিয়া একেবারে আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইল এবং প্রভু রাধিকানাথকে প্রণাম করিয়া সকলে স্ব স্ব গৃহে প্রস্থান করিল। ১ ॥

এদিকে সেই সাধ্বী রাধা হাস্যবদনে বক্রচঞ্চললোচনে ষোড়শ কলাপূর্ণ শৃঙ্গার ভাব সকল প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ২ ॥

রাধা পুনরায় পতিরগলে মাল্য, এবং অঙ্গে চন্দন প্রদান পূর্ব্বক হাস্য পরিহাস্যে প্রবৃত্ত হইলেন। ৩ ॥

শ্রীকৃষ্ণ রাধিকাকে আকর্ষণ পূর্ব্বক স্বীয় বক্ষঃস্থলে আরোপণ করিয়া তাঁহার ওষ্ঠ, অধর, কপোল ও গণ্ডযুগল চুম্বন করিতে লাগিলেন। ৪ ॥

শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণের মনোহর মুখচন্দ্র চুম্বন করিয়া স্বীয় বাহুযুগল দ্বারা প্রাণেশ্বরকে বক্ষে স্থাপন করিলেন। ৫ ॥

নখবিক্ষতসর্ব্বাঙ্গা দশনেনাধরঃক্ষতঃ ।
পুলকাঙ্কিতদেহা সা তন্দ্রিতা বামনস্তনা ॥ ৭ ॥
মূর্চ্ছিতা সুখসম্ভোগাদ্বিলগ্না হৃতচেতনা ।
শ্বাসমাত্রাবশেষা চ নিদ্রামুদ্রিতলোচনা ॥ ৮ ॥
রতিশূরা কোমলাঙ্গী কান্তবক্ষঃস্থলস্থিতা ।
শীতে সুখোষ্ণসর্ব্বাঙ্গী গ্রীষ্মে সা সুখশীতলা ॥ ৯ ॥
শৃঙ্গারকালে সুখদা সান্দ্রশ্রোণীপয়োধরা ।
নিতম্বভারনম্রা চ প্রত্যঙ্গসুখদায়িকা ॥ ১০ ॥
উবাচ পরমা সা চ পরমেশং পরাৎপরং ।
বাহুশ্রোণীযুগাভ্যাঞ্চ নিবধ্য চ পুনঃ পুনঃ ॥ ১১ ॥

অনন্তর রতিশাস্ত্রে যে প্রকারে ষোড়শবিধ শৃঙ্গার চেষ্টা বিহিত হইয়াছে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সেইরূপে ইচ্ছামত উভয়ের প্রীতিজনক রতিকার্য্য আরম্ভ করিলেন । ৬ ॥

শ্রীরাধার সর্ব্বাঙ্গ নখক্ষতে এবং অধর দশনক্ষতে পরিপূর্ণ হইল । সেই পীনস্তনীর শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া তন্দ্রার আবির্ভাব হইয়া উঠিল । ৭ ॥

সুখসম্ভোগে মূর্চ্ছিতপ্রায়, অঙ্গে বস্ত্র নাই, চেতনা বিলুপ্তপ্রায়, কেবল শ্বাসমাত্র বহিতেছে, ক্রমে নিদ্রা আসিয়া তাঁহার লোচনদ্বয় মুদ্রিত করিয়া দিল । ৮ ॥

সেই রতিশূরা কোমলাঙ্গী রাধা কৃষ্ণের বক্ষঃস্থলোপরি নিপতিতা রহিলেন । তাঁহার অঙ্গস্পর্শ শীতকালে সুখোষ্ণ এবং গ্রীষ্মকালে সুখশীতল । ৯ ॥

সেই নিবিড়নিতম্বিনী পীনস্তনীর শৃঙ্গার চেষ্টা অতীব সুখকর, বিপুলতর নিতম্বভারে শরীর অবনত হওয়াতে শ্রীকৃষ্ণের প্রত্যঙ্গের সুখের সীমা থাকে না । ১০ ॥

সেই পরমেশ্বরী ভুজযুগলে ও নিবিড় নিতম্বে পরাৎপর পরমেশ্বরকে বারম্বার আবদ্ধ করিয়া বলিতে লাগিলেন । ১১ ॥

রাধেশ্বর্য্যুবাচ

বামং গচ্ছ মহাভাগ পুণ্যং বৃন্দাবনং বনং।
তত্র ক্রীড়াং করিষ্যামি জলেন চ স্থলেন চ ॥ ১২ ॥
পুনর্যাস্যামি মলয়ং সুন্দরং মণিমন্দিরং।
অপরং যদ্রহস্যস্থা জন্মনা ন শ্রুতং ময়া।
তত্তদ্যামি ত্বয়া সার্দ্ধমিতি মে লালসা পরা ॥ ১৩ ॥
পরস্পরৈকালাপেন প্রযযৌ রজনী শুভা।
অরুণোদয়কালেপি ন ত্যজেন্মাধবং সতী ॥ ১৪ ॥
মাধবঃ প্রীতিবচসা বোধয়ামাস সাধনাৎ।
প্রাতঃকৃত্যং ততঃ কৃত্বা আরুরোহ রথং হরিঃ।
গোপীভীরাধয়াসার্দ্ধং শরৎ কমললোচনঃ ॥ ১৫ ॥

হে মহাভাগ! চলুন এক্ষণে আমরা পবিত্রতম অতিরমণীয় বৃন্দাবন বনে গমন করি। তথায় স্বচ্ছন্দে জলে স্থলে ক্রীড়া করা যাইবে। ১২ ॥

তথা হইতে পুনরায় মলয় পর্ব্বতস্থিত 'রমণীয় 'মণিমন্দিরে গমন করা যাইবে। তথায় জন্মাবধি যে রহস্যের নামও কর্ণকূহরে প্রবিষ্ট হয় নাই, সেই রহস্যে কালযাপন করিব। আমার একান্ত অভিলাষ যে, ঐ সমস্ত রমণীয় স্থলে গমন করি। ১৩ ॥

বৎস নারদ! এইরূপে পরস্পর কথোপকথনে শুভ রজনী সমতীত হইয়া অরুণোদয় কাল উপস্থিত হইল, তথাপি রাধিকা মাধবকে পরিত্যাগ করেন না। ১৪ ॥

বিনয় প্রীতিবচনে অনেক সাধ্যসাধনার পর তিনি রাধার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিলেন। অনন্তর প্রাতঃকৃত্য সমাধান করিয়া স্বীয় রথে আরূঢ় হইলেন। শ্রীরাধা ও গোপীগণও কমললোচন কৃষ্ণের সেই রথে আরোহণ করিল। রথ ক্রমশঃ বৃন্দাবনের অভিমুখে চালিত হইতে লাগিল। ১৫ ॥

যোজনায়তবিস্তীর্ণং গৃহৈস্ত্রিংশতকোটিভিঃ।
মণীন্দ্রসারনির্ম্মাণৈর্জ্জ্বলদ্ভিরুপশোভিতং ॥ ১৬ ॥
গোলোকাদাগতং তত্র মনোযায়িমনোহরং।
সহস্রচক্রসংযুক্তং সহস্রাশ্বৈঃ প্রচালিতং ॥ ১৭ ॥
মণিস্তম্ভৈস্ত্রিকোটিভিঃ রত্নরাজিবিরাজিতং।
মুক্তামাণিক্যপরমহীরাহারৈঃ সুশোভিতং ॥ ১৮ ॥
নানাচিত্রৈর্ব্বিচিত্রৈশ্চ শ্বেতচামরদর্পণৈঃ।
বহ্নিশুদ্ধাংশুকৈদীপ্তৈর্মালাজালৈর্ব্বিভূষিতং ॥ ১৯ ॥
রত্ননির্ম্মাণতল্পৈশ্চ পুষ্পচন্দনচর্চ্চিতৈঃ।
সমানরূপবেশৈশ্চ গোপীলক্ষৈঃ সমাবৃতং ॥ ২০ ॥
রথেন তেন ভগবান্ পুনর্বৃন্দাবনং যযৌ।
তত্র গত্বা নিশাকালে বিজহার জলে স্থলে ॥ ২১ ॥

ঐ রথে এক যোজন বিস্তীর্ণ ত্রিংশতকোটি গৃহ বিরাজমান। গৃহগুলিন উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট মণিসমূহে বিনির্ম্মিত। অধিক কি, যেন জ্বলিতেছে। ১৬॥

সহস্র চক্রসংযুক্ত এবং সহস্র অশ্বে পরিচালিত মনোবেগগামী সেই মনোহব বথ অনতি কালমধ্যে গোলোকধাম হইতে তথায় উপস্থিত হইল। ১৭॥

ঐ রথে তিনকোটি মণিময় স্তম্ভ বিবাজমান, উহার স্থানে স্থানে কত যে রত্নরাজি বিন্যস্ত ছিল, তাহার আর ইয়ত্তা নাই। উহার চতুর্দ্দিকে উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট মণি, মুক্তা ও হীরাহার সকল দীপ্যমান। ১৮॥

ঐ রথ নানাবিধ চিত্রবিচিত্রে পরিপূর্ণ, কোন স্থানে শ্বেত চামর এবং কোন স্থানে দর্পণ সকল বিরাজমান, কোন স্থানে অগ্নির ন্যায় উজ্জ্বলবর্ণ অংশুক জাল, কোন স্থানে বা মালাজাল লম্বমান। ১৯॥

স্থানে স্থানে পুষ্প ও চন্দন গন্ধে আমোদিত রত্নময় শয্যা এবং সমানরূপ ও সমান বয়স সম্পন্ন লক্ষ লক্ষ গোপী বিরাজ করিতেছে। ২০॥

ভগবান্ কৃষ্ণ সেই রথে আরোহণ করিয়া পুনরায় বৃন্দাবন বনে গমন

শৃঙ্গারং সুচিরং কৃত্বা বনেষু চ বনেষু চ।
রাধিকাং দর্শয়ামাস যথা সর্ব্বঞ্চ নূতনং ॥ ২২ ॥
বিস্কন্দকেসু রসনে মহেন্দ্রনন্দনে বনে।
সুমেরুশিখরে রম্যে পর্ব্বতে গন্ধমাদনে ॥ ২৩ ॥
সুভদ্রে পুষ্পভদ্রে চ নারায়ণসরোবরে।
পবনস্যৈব নিলয়ে মলয়ে চ সুরালয়ে ॥ ২৪ ॥
ত্রিকূটে ভদ্রকূটে চ পঞ্চকূটে চ কুক্কুটে।
দেবানাং কমনীয়ায়াং কাঞ্চন্যাঞ্চ তথৈব চ ॥ ২৫ ॥
সমুদ্রে চ সমুদ্রে চ দ্বীপে দ্বীপে মনোহরে।
খর্ব্বরে প্রবরে রম্যে পুণ্যে চন্দ্রসরোবরে।
সুপার্শ্বে মণিপার্শ্বে চ স রেমে রাধয়া সহ ॥ ২৬ ॥
শীঘ্রঞ্চ পুনরাগত্য জম্বুদ্বীপঞ্চ পুণ্যদং।
দ্বারকাং দর্শয়ামাস পর্ব্বতং রৈবতং তথা ॥ ২৭ ॥

করিলেন, তথায় উপস্থিত হইয়া রজনীযোগে জলে স্থলে বিহার করিতে লাগিলেন। ২১ ॥

এইরূপে কখন বনে, কখন বা অন্য স্থানে রতিরঙ্গ সাধন করিয়া রাধাকে নিত্য নূতন নূতন ব্যাপার প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। ২২ ॥

কখন বিস্যন্দকে, কখন সুরসনে, কখন মহেন্দ্রের নন্দনকাননে, কখন রমণীয় সুমেরুশিখরে, কখন গন্ধমাদন পর্ব্বতে, কখন সুভদ্রে, কখন মণিভদ্রে কখন নারায়ণ সরোবরে, কখন পবননিলয় মলয়ে, কখন সুরালয়ে কখন ত্রিকূটে কখন ভদ্রকূটে, কখন পঞ্চকূটে, কখন কুক্কুটে, কখন দেবগণের প্রার্থনীয় কাঞ্চনী স্থলে, কখন সমুদ্রে সমুদ্রে, কখন মনোহর দ্বীপে দ্বীপে, কখন মনোহর খর্ব্বরে, কখন পবিত্র চন্দ্রসরোবরে, কখন সুপার্শ্বে, কখন বা মণিপার্শ্বে রাধার সহিত পরমসুখে বিহার করিতে লাগিলেন। ২৩।২৪।২৫।২৬ ॥

অনন্তর কৃষ্ণ পুনরায় পুণ্যপ্রদ জম্বুদ্বীপে আগমন করিয়া রাধাকে দ্বারকায়, তৎপরে রৈবতক পর্ব্বতে লইয়া গেলেন। ২৭ ॥

গোকুলং পুনরাগত্য গোপকুলঞ্চ সংকুলং।
তত্র দৃষ্টা চ ভাণ্ডীরং পুণ্যং বৃন্দাবনং যযৌ ॥ ২৮ ॥
শ্রীকৃষ্ণগমনং শ্রুত্বা যশোদা নন্দএব চ।
গোপা গোপ্যশ্চ বৃদ্ধাশ্চাপ্যশ্রুনেত্রা নিরাকুলাঃ ॥ ২৯ ॥
বারণেন্দ্রং পুরস্কৃত্য বেশ্যাঞ্চ নটনর্ত্তকং।
পতিপুত্রবতীং সাধ্বীং ব্রাহ্মণং ব্রাহ্মণীং তথা ॥ ৩০ ॥
যথা চ দেবা বহ্নৌ চ দৃষ্টা নন্দঞ্চ মাতরং।
আযযুর্ব্বালরূপশ্চ রাধয়া সহ মাধবঃ ॥ ৩১ ॥
মাতুঃ ক্রোড়মারুরোহ প্রহস্য মধুসূদনঃ।
নন্দো যশোদয়া সার্দ্ধং চুচুম্ব মুখপঙ্কজং ॥ ৩২ ॥
আশ্লিষ্য ভৃশমুচ্চৈশ্চ সিষেচ নেত্রজৈর্জ্জলৈঃ।
স্বয়ং চ ভগবান্ কৃষ্ণো যশোদায়াঃ স্তনং পপৌ ॥ ৩৩ ॥
তাদৃশং দদৃশুঃ সর্ব্বে যাদৃশো মথুরাং যযৌ।
মুরলীহস্তবিন্যস্তং রত্নভূষণভূষিতং ॥ ৩৪ ॥

তাহার পর পুনরায় গোপকুলসঙ্কুল গোকুলে গমন করিলেন। তথায় যমুনাতীরে ভাণ্ডীরবন দর্শন করিয়া পুণ্যক্ষেত্র বৃন্দাবনে গমন করিলেন। ২৮।

শ্রীকৃষ্ণের আগমনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া নন্দ, যশোদা ও বৃদ্ধ গোপগোপীগণ অশ্রুপূর্ণ নয়নে বারণেন্দ্র, বেশ্যা, নট, নর্ত্তক, পতিপুত্রবতী সাধ্বী স্ত্রী, ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণী সমভিব্যাহারে লইয়া কৃষ্ণানয়নে অগ্রসর হইলেন। ২৯। ৩০।

তখন শ্রীকৃষ্ণ বালবেশ ধারণ করিয়া পিতা নন্দ, ও মাতা যশোদাকে দর্শন করিবামাত্র হুতাশনে আহূত দেবগণের ন্যায় রাধার সহিত তাঁহাদিগের নিকট ধাবমান হইলেন। ৩১।

তাহার পর মধুসূদন হাস্য বদনে মাতার ক্রোড়ে আরোহণ করিলেন। নন্দ ও যশোদা উভয়ে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া মুখচুম্বন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের নয়নজলে শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বাঙ্গ অভিষিক্ত হইল। ভগবান স্বয়ং কৃষ্ণরূপে যশোদার স্তনপান করিতে লাগিলেন। ৩২। ৩৩।

মথুরায় গমনকালে সকলে তাঁহার যেরূপ অঙ্গসৌষ্ঠব সন্দর্শন করিয়াছিল এখনও অবিকল তদ্রূপ দর্শন করিতে লাগিল। সেই হস্তে মুরলী, সেই অঙ্গে

যথৈকাদশবর্ষীয়ং শোভিতং পীতবাসসা।
ময়ূরপুচ্ছচূড়ঞ্চ মালতীমাল্যমণ্ডিতং ॥ ৩৫ ॥
মন্দিরং বেশয়ামাস রাধয়া সহ মাধবং।
যশোদা মঙ্গলং কৃত্বা ভোজয়ামাস ব্রাহ্মণং ॥ ৩৬ ॥
পূজাঞ্চকার গোপীনাং মুনীনাঞ্চ যথাচনঃ।
মণিরত্নপ্রবালঞ্চ স্বুবর্ণং পরশং তথা ॥ ৩৭ ॥
মুক্তামাণিক্যহীরঞ্চ ব্রাহ্মণেভ্যো দদৌ মুদা।
গজরত্নং গবাং রত্নমশ্বরত্নং মনোহরং ॥ ৩৮ ॥
আসনানি চ পাত্রাণি ভূষণানি তথৈব চ।
ধান্যান্যপি চ শস্যানি বস্ত্রাণি চ তথা দদৌ ॥ ৩৯ ॥
অপূর্ব্বং দর্শয়মাস রাধয়া সহ মাধবং।
গোপীগণঞ্চ মিষ্টান্নং সাদরঞ্চাপি নারদ ॥ ৪০ ॥
দুন্দুভিং বাদয়ামাস কারয়ামাস মঙ্গলং।
দেবাংশ্চ পূজয়ামাস সানন্দঞ্চ মহোৎসবং ॥ ৪১ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণনারদসম্বাদে শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে পুনর্ব্বৃন্দাবনমহোৎসবে যশোদানন্দজননং নাম সপ্তবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

রত্নময় আভরণ, সেই একাদশ বর্ষ বয়ঃক্রম, সেই পীত বসন পরিধান, সেই চূড়ায় ময়ূরপুচ্ছ ও মালতীমালা,। ৩৪। ৩৫।

তখন যশোদা, রাধাকৃষ্ণকে গৃহ প্রবেশ করাইলেন। নানাবিধ মঙ্গল কার্য্যের অনুষ্ঠান আরম্ভ হইল। ব্রাহ্মণ ভোজন করাইতে লাগিলেন। আমাদিগের মত মুনিগণের ও গোপীগণের পূজা আরম্ভ হইল। পরমানন্দে ব্রাহ্মণদিগকে মণি, রত্ন প্রবাল স্বুবর্ণ পরশ প্রস্তর মুক্তা মাণিক্য হীরক উৎকৃষ্ট অশ্ব, উৎকৃষ্ট গজ, উৎকৃষ্ট গোধন, আসন, পাত্র, ভূষণ, ধান্য, অন্যান্য শস্য ও বস্ত্র সকল প্রদান করিতে লাগিলেন। রাধা ও কৃষ্ণকে অপূর্ব্ব দৃশ্য সকল প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। গোপীগণকে পরম সমাদরে মিষ্টান্ন সকল প্রদত্ত হইতে লাগিল। দুন্দুভিসকল বাদিত এবং বিবিধ মঙ্গলকার্য্য অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল। পরমানন্দে চতুর্দ্দিকে দেবগণের অর্চ্চনা ও নানা প্রকার মহোৎসব সমারব্ধ হইল। ৩৬। ৩৭। ৩৮। ৩৯। ৪০। ৪১।

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদসম্বাদে শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে পুনর্ব্বৃন্দাবন মহোৎসবে যশোদানন্দজননং নাম সপ্তবিংশত্যধিক শততম অধ্যায় সম্পূর্ণ।

অষ্টাবিংশত্যধিক শততমোঽধ্যায়ঃ ।

নারায়ণ উবাচ ।

শ্রীকৃষ্ণশ্চ সমাহ্বানং গোপানাঞ্চ চকার সঃ ।
ভাণ্ডীরে বটমূলে চ তত্র স্বয়মুবাস হ ॥ ১ ॥
পুরান্নঞ্চ দদৌ তস্মৈ যত্রৈব ব্রাহ্মণীগণঃ ।
উবাস রাধিকা দেবী বামপার্শ্বে হরেরপি ॥ ২ ॥
দক্ষিণে নন্দগোপশ্চ যশোদা সহিতস্তথা ।
তদ্দক্ষিণে বৃকভানস্তদ্বামে সা কলাবতী ॥ ৩ ॥
অন্যে গোপাশ্চ গোপ্যশ্চ বান্ধবাঃ সুহৃদস্তথা ।
তানুবাচ স গোবিন্দো যথার্থ্যং সময়োচিতং ॥ ৪ ॥

শ্রীভগবানুবাচ ।

শৃণু নন্দ প্রবক্ষ্যামি সাম্প্রতং সময়োচিতং
সত্যঞ্চ পরমার্থঞ্চ পরলোকসুখাবহং ॥ ৫ ॥

নারায়ণ কহিলেন, বৎস নারদ ! অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ গোপগণকে আহ্বান করিয়া ভাণ্ডীর বনে বটবৃক্ষের মূলদেশে গিয়া স্বয়ং উপবেশন করিলেন। পূর্ব্বে বিপ্রপত্নীগণ ঐ স্থানে তাঁহাকে অন্নদান করেন। শ্রীকৃষ্ণ উপবেশন করিলে রাধিকা তাঁহার বামপার্শ্বে নন্দ ও যশোদা তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্বে, বৃকভান তাহার বামপার্শ্বে কলাবতী এবং অন্যান্য গোপগোপী সুহৃদ ও বান্ধবগণ যথাস্থানে আসীন হইল। তখন গোবিন্দ তাহাদিগকে সময়োচিত যথাযথ বাক্যে কহিতে লাগিলেন ॥ ১। ২। ৩। ৪।

হে গোপবর ! সম্প্রতি পরলোকহিতকর সত্য ও পরমার্থ কথা যাহা

আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তং ভ্রমং সর্ব্বং নিশাময়।
বিদ্যুদ্দীপ্তির্জলে রেখা যথা তোয়স্য বুদ্বুদং ॥ ৬ ॥
মথুরায়াং সর্ব্বমুক্তং নাবশেষঞ্চ কিঞ্চন।
যশোদাং বোধয়ামাস রাধিকা কদলীবনে ॥ ৭ ॥
তদেব সত্যং পরমং ভ্রমধ্বান্তপ্রদীপকং।
বিহায় মিথ্যা মায়াঞ্চ স্মর তৎ পরমং পদং ॥ ৮ ॥
জন্মমৃত্যুজরাব্যাধিহরং হর্ষকরং পরং।
শোকসন্তাপহরণং কর্ম্মমূলনিকৃন্তনং ॥ ৯ ॥
মামেব পরমং ব্রহ্ম ভগবন্তং সনাতনং।
ধ্যায়ং ধ্যায়ং পুত্রবুদ্ধিং ত্যক্ত্বা লভ পরং পদং।
গচ্ছ গোলোকংশীঘ্রঞ্চ সার্দ্ধং গোকুলবাসিভিঃ ॥ ১০ ॥
আরাৎ কলেরাগমনং কর্ম্মমূলনিকৃন্তনং।
স্ত্রীপুংসোর্নিয়মো নাস্তি জাতীনাঞ্চ তথৈব চ ॥ ১১ ॥

কহিতেছি শ্রবণ করুন। ক্ষণপ্রভার প্রভা, জলের রেখা ও তোয়ের বুদবুদ যেমন ক্ষণস্থায়ী তদ্রূপ আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্ত সমস্তই অলীক। ৫। ৬।

আমি ইতিপূর্ব্বে আপনার নিকট সমুদায় বিশেষরূপে বিবৃত করিয়াছি এবং রাধা কদলী বনে যশোদার নিকট যে সমস্ত বিষয় বিশেষ করিয়া বর্ণন করিয়াছেন, তাহাই সত্য এবং তাহাই ভ্রমান্ধকার নিরাসের একমাত্র প্রদীপ। অতএব বৃথা মায়া সকল পরিত্যাগ করিয়া সেই পরমপদ স্মরণ করুন। ৭।৮।

তাহাতে জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি, শোক ও সন্তাপ কিছুই থাকিবে না। কর্ম্মসূত্র সমস্ত বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে। সত্য স্বরূপ পরমানন্দের আবির্ভাব হইবে। আমার প্রতি পুত্রবুদ্ধি পরিত্যাগ করুন। আমাকেই পরমব্রহ্ম সনাতন ভগবান বলিয়া বারম্বার ধ্যান করুন। তাহা হইলেই পরমপদ লাভ করিতে পারিবেন। আপনি গোকুলবাসিগণের সহিত শীঘ্রই গোলোকে গমন করুন। ৯।১০।

শীঘ্রই কলির আগমন হইবে। কর্ম্মকাণ্ড বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। কলিকালে

বিপ্রসন্ধ্যাদিকং নাস্তি চিহ্নং যজ্ঞোপবীতকং।
যজ্ঞসূত্রঞ্চ তিলকঃ শেষে লুপ্তঃ সুনিশ্চিতং॥ ১২॥
দিবা ব্যবায়নিরতং বিরতং ধর্ম্মকর্ম্মণি।
যজ্ঞানাঞ্চ ব্রতানাঞ্চ তপসাং লুপ্তমেব চ॥ ১৩॥
কেদারকন্যাশাপেন ধর্ম্মোঽপ্যেকে হি কেবলং।
স্বচ্ছন্দগামিনী স্ত্রীণাং পতিশ্চ সততং রসে॥ ১৪॥
তাড়য়েৎ সততং তঞ্চ ভর্ৎসয়েচ্চ দিবানিশং।
প্রাধান্যং স্ত্রীকুটুম্বানাং স্ত্রীণাঞ্চ সততং ব্রজ॥ ১৫॥
স্বামী চ ভক্তস্তাসাঞ্চ পরাভূতো নিরন্তরং।
কলৌ চ যোষিতঃ সর্ব্বা জারসেবাসু তৎপরাঃ॥ ১৬॥
শতপুত্রসমস্নেহো জারেষু যোষিতাং কলৌ।
সস্মিতা সকটাক্ষা সাঽমৃতদৃষ্ট্যা নিরন্তরং॥ ১৭॥

স্ত্রীপুরুষের নিয়ম থাকিবে না, ব্রাহ্মণাদি জাতির বিভিন্নতা থাকিবে না, ব্রাহ্মণ-কর্ত্তব্য সন্ধ্যাবন্দনাদির প্রয়োজন থাকিবে না, যজ্ঞোপবীতের চিহ্ন থাকিবে না, পরিণামে নিশ্চয়ই যজ্ঞসূত্র ও তিলক বিলুপ্ত হইবে। মানবগণ দিবসে রতি-কার্য্যে আসক্ত ও ধর্ম্ম কর্ম্মে বিরত হইবে। কি যজ্ঞ, কি ব্রত, কি তপস্যা কিছুই থাকিবে না। কেদারকন্যা বৃন্দার শাপে ধর্ম্ম একপাদ মাত্র থাকিবে, স্ত্রীগণ যেমন স্বেচ্ছানুসারে ভিন্ন ভিন্ন পুরুষে অনুরক্ত, তদ্রূপ পতিগণও ভিন্ন ভিন্ন স্ত্রীর প্রতি আসক্ত হইবে। ১১।১২।১৩।১৪।

পত্নীরা নিয়ত পতিগণের তাড়না ও ভর্ৎসনা করিবে, স্ত্রীর কুটুম্বগণেরই একাধিপত্য, স্ত্রীগণেরই সর্ব্বতোমুখী প্রভুতা। সঙ্গিগণ স্ত্রীজিত হইয়া একান্তই তাহাদিগের অনুগত হইবে, কলিকালে যোষিৎগণ প্রায় উপপতি সেবায় তৎপর থাকিবে। ১৫।১৬।

উপপতির প্রতি শত পুত্রের সমান স্নেহ হইবে। উপপতি দর্শনে সর্ব্বদাই

জারং পশ্যতি কামেন বিষদৃষ্ট্যা পতিং সদা।
সততং গৌরবং তাসাং স্নেহশ্চ জারবান্ধবে ॥ ১৮ ॥
পত্যে করপ্রহারঞ্চ নিত্যং নিত্যং করোতি চ।
দদাতি তস্মৈ ভক্ষ্যঞ্চ যথা ভৃত্যায় কোপতঃ ॥ ১৯ ॥
মিষ্টান্নং শ্রদ্ধয়া ভক্ত্যা জারায় প্রদদাতি চ।
বেশযুক্তা চ সততং জারসেবনতৎপরা ॥ ২০ ॥
প্রাণা বন্ধুর্গতিশ্চাত্মা কলৌ জারশ্চ যোষিতাং।
লুপ্তা চাতিথিসেবা চ প্রলুপ্তং বিষ্ণুসেবনং ॥ ২১ ॥
পিতৃণামর্চ্চনঞ্চৈব দেবানাঞ্চ তথৈব চ।
বিষ্ণুবৈষ্ণবয়োর্দ্বেষী সততং মানবো ভবেৎ ॥ ২২ ॥
রামমন্ত্রোপাসকশ্চ চতুর্ব্বর্ণাশ্চ তৎপরাঃ।
শালগ্রামঞ্চ তুলসীং কুশগঙ্গোদকং তথা।
ন স্পৃশেন্মানবো ধূর্ত্তো ম্লেচ্ছাচাররতঃ সদা ॥ ২৩ ॥

হাস্যবদন, সর্ব্বদাই কটাক্ষবিক্ষেপ, সোৎসুক চিত্তে সর্ব্বদাই তাহার প্রতি অমৃতদৃষ্টি এবং বিরাগে পতির প্রতি বিষদৃষ্টি বিক্ষেপ করিবে। উপপতির এবং উপপতিবান্ধবের আদরের সীমা থাকিবে না। ১৭।১৮।

এমন দিন থাকিবে না যে পতিকে স্ত্রীর করতাড়না সহ্য করিতে না হয়, তাহাকে ভৃত্যের ন্যায় রোষভরে ভক্ষ্য প্রদান এবং উপপতিকে শ্রদ্ধা সহকারে মিষ্টান্ন প্রদান করিবে, স্ত্রীগণ নিয়ত বেশবিন্যাসে এবং জারসেবায় তৎপর হইবে। ১৯।২০ ॥

কলিতে উপপতিই যোষিৎগণের জীবন, উপপতিই বন্ধু, উপপতিই গতি এবং উপপতিই আত্মাস্বরূপ হইয়া উঠিবে। অতিথি সেবার নাম মাত্র থাকিবে না। বিষ্ণুপূজা একেবারে বিলুপ্ত হইবে। কি পিতৃতর্পণ, কি দেবার্চ্চনা কিছুই থাকিবে না, মনুষ্য সততই বিষ্ণুবিদ্বেষী ও বৈষ্ণবদ্বেষ্টা হইবে। ২১।২২

কারণং কারণানাঞ্চ সর্ব্বেশং সর্ব্ববীজকং।
সুখমোক্ষপ্রদং শশ্বদ্দাতারং সর্ব্বসম্পদাং॥ ২৪॥
ত্যক্ত্বা মাং পরয়া ভক্ত্যা ক্ষুদ্রসম্পৎ প্রদায়িনং।
বেদমন্ত্রং রামমন্ত্রং জপেদ্বিপ্রশ্চ মায়য়া॥ ২৫॥
সনাতনী বিষ্ণুমায়া বঞ্চিতঞ্চ করিষ্যতি।
মমাজ্ঞয়া ভগবতী জগতাঞ্চ দুরত্যয়া॥ ২৬॥
কলের্দ্দশসহস্রাণি মদর্চ্চা ভুবি তিষ্ঠতি।
যদর্দ্ধাণি চ বর্ষাণি গঙ্গা ভুবনপাবনী॥ ২৭॥
তুলসীবিষ্ণুভক্তশ্চ যাবদ্গঙ্গাদিকীর্ত্তনং।
পুরাণানি চ স্বল্পানি তাবদেব মহীতলে॥ ২৮॥

বর্ণচতুষ্টয় রাম নাম পরায়ণ ও রাম মন্ত্রের উপাসক হইবে। শালগ্রাম, তুলসী কুশ বা গঙ্গোদক স্পর্শও করিবে না। সর্ব্বদা ম্লেচ্ছের ন্যায় ভ্রষ্টাচার-সম্পন্ন হইবে। ২৩॥

আমি সমস্ত উপাদানের উপাদান, সকলের বীজ, সকলের সুখমোক্ষদাতা, সকলের সকলপ্রকার সম্পদ দান করিয়া থাকি; তথাপি আমাকে পরিত্যাগ করিয়া ধূর্ত্ত মানবগণ কপটে সামান্য সম্পদের দাতা বেদমন্ত্র ও রামমন্ত্র জপ করিবে। ২৪।২৫॥

যে বিষ্ণুমায়া অতিক্রম করা কাহারও সাধ্য নাই, সেই সনাতনী বিষ্ণু-মায়া স্বীয় মায়াবলে লোকদিগকে বিমুগ্ধ করিবে। ২৬॥

কলির দশসহস্র বৎসর পর্য্যন্ত আমার পূজা ভূতলে বিদ্যমান থাকিবে। ত্রিভুবনপাবনী গঙ্গা উহার অর্দ্ধ পরিমাণ বৎসর পর্য্যন্ত ভুবনে বিদ্যমান থাকিবেন। ২৭॥

যে কাল পর্য্যন্ত এই ভূমণ্ডলে মানব তুলসীভক্ত ও বিষ্ণুপরায়ণ থাকিবে এবং যেকাল পর্য্যন্ত গঙ্গার মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিবে, সেইকাল পর্য্যন্তই এই সংসারে পুরাণ মহিমার সমাদর থাকিবে। ২৮॥

মমার্চ্চাকীর্ত্তনং নাস্তি তদন্তে চ কলৌ ব্রজ।
একবর্ণা ভবিষ্যন্তি বর্ণাশ্চত্বার এব চ ॥ ২৯ ॥
ভবিষ্যন্তি নরা নার্য্যো বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠপ্রমাণকাঃ।
বৃদ্ধাঃ ষোড়শবর্ষীয়াঃ পলিতাশ্চ জরাতুরাঃ ॥ ৩০ ॥
সর্ব্বে বনং গমিষ্যন্তি দুর্ভিক্ষকরপীড়িতাঃ।
তত্র দুঃখং প্রদাস্যন্তি কিরাতা বলিনঃ শঠাঃ ॥ ৩১ ॥
পিত্রোঃ সেবা গুরোঃ সেবা সেবা চ দেববিপ্রয়োঃ।
বিবর্জ্জিতা নরাঃ সর্ব্বে চাতিথীনাং তথৈব চ ॥ ৩২ ॥
শস্যহীনা ভবেৎ পৃথ্বী সানাবৃষ্ট্যা নিরন্তরং।
ফলহীনোপি বৃক্ষশ্চ জলহীনা সরিত্তথা ॥ ৩৩ ॥
বেদহীনো ব্রাহ্মণশ্চ বলহীনশ্চ ভূপতিঃ।
জাতিহীনা জনাঃ সর্ব্বে ম্লেচ্ছো ভূপো ভবিষ্যতি ॥ ৩৪ ॥

হে ব্রজরাজ! এই সময়ের পর কলিতে আর আমার পূজার প্রসঙ্গ থাকিবে না। বর্ণচতুষ্টয় পরস্পর এক হইয়া যাইবে। ২৯ ॥

কি নর, কি নারী সকলেই বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ হইবে। ষোড়শবর্ষ বয়সেই জরা পলিতাদি বার্দ্ধক্য ভাব আক্রমণ করিবে। ৩০ ॥

লোক সকল করভারে আক্রান্ত ও দুর্ভিক্ষপীড়ায় নিতান্ত কাতর হইয়া বনে পলায়ন করিবে। তত্রাপি নিস্তার নাই। তথায়ও দুর্দ্দান্ত শঠ কিরাতগণ নিরন্তর যন্ত্রণা প্রদান করিবে। ৩১ ॥

কি পিতৃসেবা, কি গুরুসেবা, কি দেবার্চ্চনা, কি বিপ্রপূজা, কিছুই থাকিবে না। মানবমাত্রেই অতিথিসেবায় একান্ত বিমুখ হইবে। ৩২ ॥

অনাবৃষ্টিদোষে পৃথিবী শস্যহীন, বৃক্ষ ফলহীন এবং নদীসকল জলহীন ব্রাহ্মণগণ বেদহীন, নরপতিগণ বলহীন, ও লোকসকল জাতিহীন হইবে। ম্লেচ্ছেরাই শাসনকার্য্যে ব্রতী হইবে। ৩৩। ৩৪ ॥

ভৃত্যবত্তাড়য়েত্তাতং পুত্রঃ শিষ্যস্তথা গুরুং ।
কান্তঞ্চ তাড়য়েৎ কান্তা লুব্ধকং ক্রূরবদ্গৃহী ॥ ৩৫ ॥
নশ্যন্তি সকলা লোকাঃ কলৌ শেষে চ পাপিনঃ ।
সূর্য্যাণামাতপাৎ কেচিৎ জলৌঘেনাপি কেচন ॥ ৩৬ ॥
হে বৈশ্যেন্দ্র প্রাতি কলৌ প্রণশ্যতি বসুন্ধরা ।
পুনঃ সৃষ্টৌ ভবেৎ সর্ব্বং সত্যং বীজং নিরন্তরং ॥ ৩৭ ॥
এতস্মিন্নন্তরে বিপ্র রথমেব মনোহরং ।
চতুর্যোজনবিস্তীর্ণমূর্দ্ধে চ পঞ্চযোজনং ॥ ৩৮ ॥
শুদ্ধস্ফটিকসঙ্কাশং রত্নেন্দ্রসারনির্ম্মিতং ।
অম্লানপারিজাতানাং মালাজালবিভূষিতং ॥ ৩৯ ॥
মণীনাং কৌস্তুভানাঞ্চ ভূষণেন বিভূষিতং ।
অমূল্যরত্নকলসং হীরাহারবিলম্বিতং ॥ ৪০ ॥

পুত্র পিতাকে, শিষ্য গুরুকে এবং কামিনীগণ কান্তাকে ভৃত্যের ন্যায় তাড়না করিবে। গৃহস্থেরা ভিক্ষার্থ সমাগত ক্ষুধার্ত্তকে ক্রূরের ন্যায় ব্যবহার করিবে। ৩৫ ॥

কলির অবসানে লোকসকল পাপগ্রস্ত হইয়া বিলয়প্রাপ্ত হইবে। কেহ কেহ সূর্য্যের উত্তাপে, কেহ কেহ বা জলপ্লাবনে শমনভবন দর্শন করিবে।৩৬।

হে বৈশ্যেন্দ্র। এইরূপে কলির অবসান হইলেই বসুন্ধরা রসাতলে গমন করেন। পরে পুনরায় সৃষ্টিকার্য্য সমারব্ধ হইলেই আবার সমস্ত পূর্ণ হইয়া উঠে। একমাত্র সত্যই সকলের বীজ। ৩৭ ॥

বৎস নারদ। কৃষ্ণ গোপবর নন্দকে এইরূপ কহিতেছেন, ইত্যবসরে চারি যোজন আয়ত পাঁচ যোজন উর্দ্ধ মনোহর একরথ তথায় উপস্থিত হইল। ৩৮ ॥

এই রথের দীপ্তি বিশুদ্ধ স্ফটিকবর্ণ। উৎকৃষ্ট রত্নদ্বারা উহা বিনির্ম্মিত হইয়াছে। উহাতে অম্লান পারিজাতমালা সকল বিন্যস্ত ছিল। ৩৯ ॥

মধ্যে মধ্যে কৌস্তুভমণিময় ভূষণ ও অমূল্যরত্নময় কলস সকল বিরাজমান, স্থানে স্থানে হীরাহার সকল বিলম্বিত হইয়াছে। ৪০ ॥

মনোহরৈঃ পরিষক্তং সহস্রকোটিমন্দিরৈঃ।
সহস্রদ্বয়চক্রঞ্চ সহস্রদ্বয়ঘোটকং ॥ ৪১ ॥
সূক্ষ্মবস্ত্রাচ্ছাদিতঞ্চ গোপীকোটীভিরাবৃতং।
গোলোকাদাগতং তূর্ণং দদৃশুঃ সহসা ব্রজাঃ ॥ ৪২ ॥
কৃষ্ণাশয়া তমারুহ্য যযুর্গোলোকমুত্তমং।
রাধা কলাবতী দেবী ধন্যা চাযোনিসম্ভবা ॥ ৪৩ ॥
গোলোকাদাগতা গোপ্যশ্চাযোনিসম্ভবাশ্চ তাঃ।
গোপপত্ন্যশ্চ তাঃ সর্ব্বাঃ স্বশরীরেণ নারদ ॥ ৪৪ ॥
সর্ব্বে ত্যক্ত্বা শরীরাণি নশ্বরাণি সুনিশ্চিতং।
গোলোকঞ্চ যযৌ রাধা সার্দ্ধং গোলোকবাসিভিঃ।
দদর্শ বিরজাতীরং নানারত্নবিভূষিতং ॥ ৪৫ ॥
তদুত্তীর্য্য যযৌ বিপ্র শতশৃঙ্গঞ্চ পর্ব্বতং।
নানামণিগণাকীর্ণং রাসমণ্ডলমণ্ডিতং ॥ ৪৬ ॥

ঐ রথের স্থানে স্থানে সহস্র কোটি মনোহর মন্দির বিরাজমান, উহাতে দুই সহস্র চক্র এবং দুই সহস্র ঘোটক সংযোজিত ছিল। ৪১ ॥

ঐ রথ সূক্ষ্মবস্ত্রের আচ্ছাদনে আচ্ছাদিত. উহাতে কোটি সংখ্যক গোপী বিরাজমান। রথ সহসা গোলোক হইতে সমাগত হইয়া ব্রজবাসিগণের নয়নপথের পুরোবর্ত্তী হইল। ৪২ ॥

তখন শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞাক্রমে অযোনিসম্ভবা ধন্যা কলাবতী দেবী রাধা এবং অন্যান্য অযোনিসম্ভবা যে সমস্ত গোপী গোলোক হইতে সমাগত হইয়াছিল, তাহারা সকলেই ঐ রথে আরোহণ করিল। ৪৩ ॥

বৎস নারদ! এইরূপে তাহারা সকলে নশ্বর শরীর পরিত্যাগ করিয়া স্বশরীরে গোলোকে গমন করিল। শ্রীরাধাও গোলোকবাসিগণের সহিত গোলোকধামে গমন করিলেন। ক্রমে রথ বিবিধ রত্নভূষিত বিরজাতটে সমুপস্থিত হইল। ৪৪।৪৫ ॥

তখন রাধা তাহাও অতিক্রম করিয়া শতশৃঙ্গ পর্ব্বতে গমন করি

তেতো যযৌ কিয়দ্দূরং পুণ্যং বৃন্দাবনং বনং।
আদদর্শাক্ষয়বটমূর্দ্ধে ত্রিংশতযোজনং ॥ ৪৭ ॥
শতযোজনবিস্তীর্ণং শাখাকোটিসমাবৃতং।
রক্তবর্ণৈঃ ফলৌঘৈশ্চ স্থূলৈরপি বিভূষিতং ॥ ৪৮ ॥
গোপীকোটিসহস্রৈশ্চ সার্দ্ধং বৃন্দা মনোহরা।
অনুব্রজং সাদরঞ্চ সস্মিতা সা সমাযযৌ ॥ ৪৯ ॥
অবরুহ্য রথাত্তূর্ণং রাধাং সা প্রণনাম চ।
রাসেশ্বরীং তাং সম্ভাষ্য প্রবিবেশ স্বমালয়ং ॥ ৫০ ॥
রত্নসিংহাসনে রম্যে হীরাহারসমন্বিতে।
বৃন্দা তাং বাসয়ামাস পাদসেবনতৎপরা ॥ ৫১ ॥
সপ্তভিশ্চ সখীভিশ্চ সেবিতাং শ্বেতচামরৈঃ।
আযযুর্গোপিকাঃ সর্ব্বা দ্রষ্টুং তাং পরমেশ্বরীং ॥ ৫২ ॥

লেন, ঐ পর্ব্বত নানাপ্রকার মণিসমাকীর্ণ মনোহর বাসমণ্ডলে মণ্ডিত ছিল। ৪৬ ॥

তথা হইতে কিয়দ্দূর গমন করিয়া পবিত্র বৃন্দাবনবনে উপস্থিত হইলেন। ঐ বনে অক্ষয় বট বিরাজমান ছিল। উহার দৈর্ঘ্য ত্রিংশত এবং বিস্তার শতযোজন, কত যে শাখা প্রশাখা উহাতে বিলম্বিত ছিল, তাহার ইয়ত্তা নাই। স্থূলতর রক্তবর্ণ ফলসমূহে ঐ বৃক্ষের কি অপূর্ব্ব শোভা সম্পাদন করিয়াছে! ৪৭।৪৮ ॥

মনোহরাকৃতি বৃন্দা কোটি সহস্র গোপিকা সমভিব্যাহারে শশব্যস্ত হইয়া হাস্যবদনে তথায় সমুপস্থিত হইলেন এবং শীঘ্র রাধাকে রথ হইতে অবতীর্ণ করিয়া প্রণাম করিলেন। ৪৯ ॥

অনন্তর ক্ষণকাল সেই রাসেশ্বরী রাধার সহিত কথোপকথন করত তাঁহাকে লইয়া স্বীয় আলয়ে প্রবেশ করিলেন। ঐ গৃহে হীরাহার বিভূষিত রত্নময় সিংহাসন প্রস্তুত ছিল, বৃন্দা তাঁহাকে সেই আসনে উপবেশন করাইয়া তাঁহার পদসেবা করিতে লাগিলেন। সাত জন সখী শ্বেত চামর বীজন করিতে

নন্দাদিকং প্রকল্পেত রাধাবাসং পৃথক্ পৃথক্
পরমানন্দরূপা সা পরমানন্দপূর্ব্বকং।
স্ববেশ্মনি মহারম্যে প্রতস্থে গোপীভিঃ সহ ॥ ৫৩ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণনারদসম্বাদে শ্রীকৃষ্ণ জন্মখণ্ডে রাধাগোলোকগমনং অষ্টবিংশত্যধিক শততমোঽধ্যায়ঃ।

লাগিল। সমস্ত গোপীরা ব্যস্ত সমস্ত হইয়া সেই পরমেশ্বরীকে দর্শন করিতে আগমন করিল। বৃন্দা ব্রজরাজ নন্দাদির এবং রাধার নিমিত্ত স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বাসস্থান প্রস্তুত করাইলেন। তখন সেই পরমানন্দময়ী পরমানন্দে গোপী-গণের সহিত রমণীয় স্বীয় ভবনে প্রস্থান করিলেন। ৫০।৫১।৫২।৫৩ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ সংবাদে শ্রীকৃষ্ণ জন্মখণ্ডে রাধা গোলোকগমন নামক অষ্টাবিংশত্যধিক শততম অধ্যায় সম্পূর্ণ।

ঊনত্রিংশদধিক শততমোঽধ্যায়ঃ।

নারায়ণ উবাচ।

শ্রীকৃষ্ণো ভগবাংস্তত্র পরিপূর্ণতমঃ প্রভুঃ।
দৃষ্টা সালোক্যমোক্ষঞ্চ সদ্যো গোলোকবাসিনাং ॥ ১ ॥
উবাস পঞ্চভির্গোপৈর্ভাণ্ডীরে বটমূলকে।
দদর্শ গোকুলং সর্ব্বং গোকুলং ব্যাকুলং তথা ॥ ২ ॥
অবধ্বস্তশ্চ ব্যস্তশ্চ শূন্যং বৃন্দাবনং বনং।
গোপৈরমৃতদৃষ্ট্যা চ কৃপয়া চ কৃপানিধিঃ ॥ ৩ ॥
গোপীভিশ্চ তথা গোপৈঃ পরিপূর্ণং চকার সঃ।
লক্ষ্মীপতিং পুরাণন্তং পুত্রপৌত্রীনতানয়াঃ ॥ ৪ ॥
প্রণম্য তে যযুঃ সর্ব্বে পুণ্যং বৃন্দাবনং বনং।
স্ত্রীভির্যুবতিভিঃ সার্দ্ধং সুরম্যং বাসমণ্ডলং ॥ ৫ ॥
তদা প্রভৃতি কৃষ্ণস্য পুণ্যে বৃন্দাবনে বনে।
অধিষ্ঠানঞ্চ সততং যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ ॥ ৬ ॥

নারায়ণ ঋষি কহিলেন, দেবঋষে! এদিকে সেই পূর্ণতম বিভু ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গোলোকবাসিগণের সদ্য মুক্তি ও সালোক্যলাভ সন্দর্শনের পর পাঁচ জন গোপের সহিত ভাণ্ডীর বনের বটমূলে উপবিষ্ট হইয়া দেখিলেন, সমস্ত গোকুল ও গোধনকুল সমাকুল এবং বৃন্দাবন বন শূন্য হইয়া উঠিল। তখন সেই কৃপানিধি কৃষ্ণ ব্যস্ত সমস্ত হইয়া সুস্নিগ্ধ দৃষ্টিপাতে পুনরায় তথায় গোপ ও গোপীগণের আবির্ভাব করিলেন। তাহারা সকলে স্ত্রী পুত্রাদি পরিবার সকল সমভিব্যাহারে লইয়া সেই লক্ষ্মীপতি পুরাতন পুরুষ কৃষ্ণকে প্রণাম করিয়া রমণীয় বাসমণ্ডল বৃন্দাবনে গমন করিল। ১।২।৩।৪।৫ ॥

সেই পর্য্যন্ত পবিত্র বৃন্দাবন শ্রীকৃষ্ণের অধিষ্ঠান স্থান হইল। এমন কি,

তথা জগাম ভাণ্ডীরং বিধাতা জগতামপি।
স্বয়ং শেষশ্চ ধর্ম্মশ্চ ভবান্যা চ ভবঃ স্বয়ং॥ ৭॥
সূর্য্যশ্চাপি মহেন্দ্রশ্চ চন্দ্রশ্চাপি হুতাশনঃ।
কুবেরো বরুণশ্চৈব পবনশ্চ যমস্তথা॥ ৮॥
ঈশানশ্চাপি দেবাশ্চ বসবোঽষ্টৌ তথৈব চ।
সর্ব্বে গ্রহাশ্চ রুদ্রাশ্চ মুনয়ো মনবস্তথা॥ ৯॥
ত্বরিতাশ্চাযযুঃ সর্ব্বে যত্রাস্তে ভগবান্ প্রভুঃ।
প্রণম্য দণ্ডবদ্ভূমৌ তমুবাচ বিধিঃ স্বয়ং॥ ১০॥

ব্রহ্মোবাচ।

পরিপূর্ণতমব্রহ্মস্বরূপ নিত্যবিগ্রহ।
জ্যোতিঃস্বরূপ পরম নমোঽস্তু প্রকৃতেঃ পর॥ ১১॥
সুনির্লিপ্তং নিরাকারমাকারধ্যানহেতুনা।
স্বেচ্ছাময় পরংধাম পরমাত্মন্নমোঽস্তু তে॥ ১২॥

জগতে যতকাল চন্দ্রসূর্য্য বিদ্যমানথাকিবে,ততকাল শ্রীকৃষ্ণ একক্ষণের নিমিত্তও বৃন্দাবন পরিত্যাগ করিবেন না। ৬॥

অনন্তর জগৎস্রষ্টা ব্রহ্মা, স্বয়ং অনন্তদেব, ধর্ম্ম, ভবানী সহিত ভব, সূর্য্য, মহেন্দ্র, চন্দ্র, হুতাশন, কুবের, বরুণ, পবন, যম, ও ঈশান প্রভৃতি দেবগণ, অষ্টবসু, গ্রহগণ, রুদ্রগণ মুনিগণ ও মনুগণ ক্রমে সেই ভাণ্ডীর বনে বটমূলে যথায় প্রভু ভগবান কৃষ্ণ বিরাজ করিতেছিলেন, সত্বর সকলে তথায় আগমন করিলেন। তন্মধ্যে বিধাতা সর্ব্বাগ্রে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন। ৭।৮।৯ ১০॥

হে পূর্ণব্রহ্ম! হে নিত্যবিগ্রহধারিন্! হে জ্যোতির্ম্ময়! হে প্রকৃতির অতীত পরমাত্মন্! তোমাকে নমস্কার। হে স্বেচ্ছাময়! তুমি কিছুতেই লিপ্ত নহ, তুমি নিরাকার, কিন্তু ভক্তজনের ধ্যান করিবার নিমিত্ত আকার ধারণ কর, তুমি পরম ধাম,হে পরমাত্মন্! তোমাকে নমস্কার। ১১।১২॥

সর্ব্বকার্য্যস্বরূপেণ কারণানাঞ্চ কারণং।
ব্রহ্মেশশেষদেবেশ দিনেশেশ নমোঽস্তু তে॥ ১৩॥
সরস্বতীশ পদ্মেশ পার্ব্বতীশ পরাৎপর।
হে সাবিত্রীশ রাধেশ রাসেশ্বর নমোঽস্তু তে॥ ১৪॥
সর্ব্বেষামাদিভূতস্ত্বং সর্ব্বঃ সর্ব্বেশ্বরস্তথা।
সর্ব্বপাতা চ সংহর্ত্তা সৃষ্টিরূপ নমোঽস্তু তে॥ ১৫॥
ত্বৎপাদপদ্মরজসা ধন্যা পূতা বসুন্ধরা।
শূন্যরূপা ত্বয়ি গতে হে নাথ পরমং পদং॥ ১৬॥
যৎপঞ্চবিংশত্যধিকং বর্ষাণাং শতকং গতং।
ত্যক্ত্বা তাং স্বপদং যাসি রুদন্তীং বিরহাতুরাং॥ ১৭॥

শ্রীমহাদেব উবাচ।

ব্রহ্মণা প্রার্থিতস্ত্বঞ্চ সমাগত্য বসুন্ধরাং।
ভূভারহরণং কৃত্বা প্রযাসি স্বপদং বিভো॥ ১৮॥

তুমি সমস্ত কার্য্যস্বরূপ, তুমি সমুদায় করণেরও কারণ। তুমি কি ব্রহ্মা, কি মহাদেব, কি অনন্তদেব, কি দেবেন্দ্র, কি দিনকর, সকলেরই প্রভু. অতএব তোমাকে নমস্কার। ১৩॥

হে পরাৎপর! তুমি সরস্বতীপতি, তুমি পদ্মাপতি, তুমি পার্ব্বতীপতি, তুমি সাবিত্রীপতি, তুমিই রাধাপতি, অতএব হে রাসেশ্বর! তোমাকে নমস্কার। ১৪॥

হে জগন্ময়! তুমি সকলের আদি, তুমিই সর্ব্ব, তুমিই সর্ব্বেশ্বর, তুমিই সর্ব্বাচ্ছাদক এবং তুমিই সকলের সংহারক, অতএব তোমাকে নমস্কার। ১৫॥

দেবী বসুন্ধরা তোমার পদরেণু স্পর্শে পবিত্র হইয়াছেন। হে নাথ! তুমি স্বপদে প্রস্থান করিলে, তিনিও শূন্যরূপ ধারণ করিবেন। পঞ্চবিংশতি অধিক শত বর্ষ গত হইয়াছে, তুমি বিরহকাতরা রোরুদ্যমানা বসুন্ধরাকে পরিত্যাগ করিয়া কেন স্বস্থানে প্রস্থান করিতেছ? ১৬।১৭॥

মহাদেব কহিলেন, হে বিভো! ব্রহ্মা তোমার নিকট উপস্থিত হইয়া

ত্রৈলোক্যে পৃথিবী ধন্যা সদ্যঃ পূতা পদাঙ্কিতা।
বয়ঞ্চ মুনয়ো ধন্যাঃ সাক্ষাদ্দৃষ্টা পদাম্বুজং ॥ ১৯ ॥
ধ্যানাসাধ্যো দুরারাধ্যো মুনীনামূর্দ্ধরেতসাং।
অস্মাকমপি য ঈশঃ সোঽধুনা চাক্ষুষো ভুবি ॥ ২০ ॥
বাসুঃ সর্ব্বনিবাসশ্চ বিশ্বানি যস্য লোমসু।
দেবস্তস্য মহদ্বিষ্ণোর্ব্বাসুদেবো মহীতলে ॥ ২১ ॥
সুচিরং তপসা লব্ধং সিদ্ধেন্দ্রাণাং সুদুর্লভং।
যং পাদপদ্মমতুলং চাক্ষুষং সর্ব্বজীবিনাং ॥ ২২ ॥

অনন্ত উবাচ।

ত্বমনন্তোসি ভগবান্নহি তেচ কলাংশকঃ।
বিশ্বৈকস্থে ক্ষুদ্রকূর্ম্মে মশকোয়ং গজে যথা ॥ ২৩ ॥

প্রার্থনা করিলে তুমি এই ভূলোকে আগমনপূর্ব্বক ভূভার হরণ করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিতেছ। ১৮ ॥

ত্রিলোক মধ্যে পৃথিবীই ধন্যা, কারণ তিনি তোমার পাদপদ্মে অঙ্কিত হইয়া পবিত্র হইয়াছেন। স্বচক্ষে তোমার পাদপদ্ম দর্শন করিয়া আমরাও ধন্য হইয়াছি। ১৯ ॥

যিনি ঊর্দ্ধরেতা মুনিগণের ও আমাদিগেরও ধ্যানের অতীত, আরাধনার অতীত, আজি আমরা তাঁহাকে ভূমণ্ডলে প্রত্যক্ষ করিলাম। ২০ ॥

বসু অর্থাৎ সকলের নিবাসস্থান। অর্থাৎ শত শত বিশ্ব যাঁহার লোমকূপে অবস্থান করিতেছে, তুমি সেই বসুর অর্থাৎ মহদ্বিষ্ণুর দেব বলিয়া তোমাকে বাসুদেব কহে। ২১ ॥

সিদ্ধেন্দ্রগণ চিরকাল তপশ্চরণ করিয়াও যে দুর্ল্লভ পাদপদ্ম দর্শন করিতে অসমর্থ হয়, আজি ভাগ্যক্রমে আমরা সেই অতুল পাদপদ্ম প্রত্যক্ষ করিলাম, জীবসকলও প্রত্যক্ষ করিল। ২২ ॥

অনন্তদেব কহিলেন; হে ভগবন্! তুমি যথার্থ অনন্ত, আমার নাম অনন্ত বটে; কিন্তু আমি তোমার অংশেরও অংশ নহি। এই বিশ্বের আধারভূত যে ক্ষুদ্রতম কূর্ম্ম বিরাজ করিতেছেন, আমি তাঁহার শরীরের উপর হস্তিপৃষ্ঠস্থিত মশকের ন্যায় বিরাজ করিতেছি। ২৩ ॥

অসংখ্যশেষাঃ কূর্ম্মশ্চ ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাত্মকাঃ।
অসংখ্যানি চ বিশ্বানি তেষামীশঃ স্বয়ং ভবান্॥ ২৪॥
অস্মাকমীদৃশং নাথ সুদিনং ক্ক ভবিষ্যতি।
স্বপ্নাদৃষ্টশ্চ য ঈশঃ স দৃষ্টঃ সর্ব্বজীবিনাং॥ ২৫॥
নাথ প্রযাসি গোলোকং পূতাং কৃত্বা বসুন্ধরাং।
তামনাথাং রুদন্তীঞ্চ নিমগ্নাং শোকসাগরে॥ ২৬॥

দেবা ঊচুঃ।

বেদাঃ স্তোতুং ন শক্তা যং ব্রহ্মেশানাদয়স্তথা।
তমেব স্তবনং কিম্বা বয়ং কুর্ম্মো নমোঽস্তু তে॥ ২৭॥
ইত্যেবমুক্ত্বা দেবাস্তে প্রযযুর্দ্বারকাং পুরীং।
তত্রস্থং ভগবন্তঞ্চ দ্রষ্টুং শীঘ্রং মুদান্বিতাঃ॥ ২৮॥

আমার মত কত অনন্তদেব, কত কূর্ম্ম, কত ব্রহ্মা, কত বিষ্ণু, কত মহেশ্বর ও কত অসংখ্য বিশ্ব বিরাজমান রহিয়াছে, তুমি সে সমুদায়ের প্রভু। ২৪॥

হে নাথ! কবে আমাদের এরূপ শুভদিন সমুপস্থিত হইবে যে, যে ঈশ্বরকে স্বপ্নেও কেহ দর্শন করিতে পায় না, আবার সেই প্রভু সকলের দর্শন পথের পথবর্ত্তী হইবেন। ২৫॥

হে নাথ! তুমিই পদধূলি প্রদানে বসুন্ধরাকে পবিত্র করিলে, আবার তুমিই তাঁহাকে অনাথা, অশ্রুবিসর্জ্জনে বিনিযুক্তা ও শোকসাগরে পাতিত করিয়া এখন গোলোকধামে চলিলে? ২৬॥

দেবগণ কহিলেন, হে প্রভো! চারিবেদ ব্রহ্ম ও মহেশ্বরাদি যাঁহাকে স্তব করিতে পারে না, আমরা কিরূপে তাঁহার স্তব করিতে সমর্থ হইব? অতএব নাথ! তোমাকে নমস্কার। ২৭॥

দেবগণ এইরূপ বলিয়া আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইলেন এবং দ্বারকাপুরিস্থিত ভগবান কৃষ্ণকে দর্শন করিবার নিমিত্ত সত্বর তথায় গমন করিলেন। ২৮॥

অথ তে পঞ্চগোপালা যযুর্গোলোকমুত্তমং।
পৃথিবী কম্পিতা ভীতা চলন্তঃ সপ্তসাগরাঃ॥ ২৯॥
হতশ্রিয়ং দ্বারকাঞ্চ মুক্ত্বা চ ব্রহ্মশাপতঃ।
মূর্ত্তিং কদম্বমূলস্থাং বিবেশ রাধিকেশ্বরঃ॥ ৩০॥
তে সর্ব্বে চৈবকাযুদ্ধে নিপেতুর্যাদবাস্তথা।
চিতামারুহ্য দেব্যশ্চ প্রযযুঃ স্বামিভিঃ সহ॥ ৩১॥
অর্জ্জুনঃ স্বপুরং গত্বা তমুবাচ যুধিষ্ঠিরং।
স রাজা ভ্রাতৃভিঃ সার্দ্ধং যযৌ স্বর্গঞ্চ ভার্য্যয়া॥ ৩২॥
দৃষ্ট্বা কদম্বমূলস্থং তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরং।
দেবা ব্রহ্মাদয়স্তে চ প্রণেমুর্ভক্তিপূর্ব্বকং॥ ৩৩॥
তুষ্টুবুঃ পরমাত্মানং দেবং নারায়ণং প্রভুং।
শ্যামং কিশোরবয়সং ভূষিতং রত্নভূষণৈঃ॥ ৩৪॥

এদিকে পঞ্চ গোপাল সর্ব্বোত্তম গোলোকধামে গমন করিলেন। পৃথিবী কম্পিত ও ভীত, অনন্তদেব বিচলিত এবং সপ্তসাগর সংক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। ২৯॥

তখন রাধিকানাথ ব্রহ্মশাপবশে শ্রীহীনা দ্বারকাপুরী পরিত্যাগ করিয়া কদম্বমূলস্থিত প্রতিমা মধ্যে প্রবেশ করিলেন। ৩০॥

অনন্তর যাদবগণ সামান্য যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া পরস্পর কর্তৃক পরস্পর নিহত হইলে তৎপত্নীগণও স্বামিগণের চিতায় আরোহণ করিয়া কলেবর পরিত্যাগ করিল। ৩১॥

তাহার পর অর্জ্জুন হস্তিনাপুরে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরকে সমস্ত সংবাদ প্রদান করিলেন। ধর্ম্মরাজ স্বীয় ভার্য্যা ও ভ্রাতৃগণের সহিত স্বশরীরে স্বর্গারোহণ করিলেন। ৩২॥

এদিকে ব্রহ্মাদি দেবগণ সেই কদম্বমূলে প্রতিমূর্ত্তিমধ্যে ভগবান কৃষ্ণকে অবস্থান করিতে দেখিয়া ভক্তিভাবে তথায় তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। ৩৩॥

তৎপরে সেই পরমাত্মরূপী শ্যামসুন্দর, কিশোরবয়স্ক রত্নময় ভূষণে বিভূ-

বহ্নিশুদ্ধাংশুকাধানং শোভিতং বনমালয়া।
অতীব সুন্দরং শান্তং লক্ষ্মীকান্তং মনোহরং ॥ ৩৫ ॥
ব্যাধাস্ত্রসংযুতং পাদপদ্মং পদ্মাদিবন্দিতং।
দৃষ্ট্বা ব্রহ্মাদিদেবাংস্তানভয়ং সস্মিতং দদৌ ॥ ৩৬ ॥
পৃথিবীং তাং সমাশ্বাস্য রুদন্তীং প্রেমবিহ্বলাং।
ব্যাধং প্রস্থাপয়ামাস পরং স্বপদমুত্তমং ॥ ৩৭ ॥
বলস্য তেজঃ শেষে চ বিবেশ পরমাদ্ভুতং।
প্রদ্যুম্নস্য চ কামে চৈবানিরুদ্ধস্য ব্রহ্মণি ॥ ৩৮ ॥
অযোনিসম্ভবা দেবী মহালক্ষ্মীশ্চ রুক্মিণী।
বৈকুণ্ঠং প্রযযৌ সাক্ষাৎ স্বশরীরেণ নারদ ॥ ৩৯ ॥
সত্যভামা পৃথিব্যাঞ্চ বিবেশ কমলাকলা।
স্বয়ং জাম্ববতী দেবী পার্ব্বত্যাং বিশ্বমাতরি ॥ ৪০ ॥

ষিত, বহ্নির ন্যায় সমুজ্জ্বল বস্ত্রপরিধারী, বনমালা বিরাজিত-বক্ষস্থল, অতি সুন্দর, শান্তস্বভাব, লক্ষ্মীকান্ত, মনোহরমূর্ত্তি, ব্যাধাস্ত্রবিদ্ধপাদপদ্ম, পদ্মা সেবিত প্রভু নারায়ণের স্তব করিতে লাগিলেন। তখন তিনি তাঁহাদিগকে স্তব করিতে দেখিয়া হাস্যবদনে তাঁহাদিগকে অভয় প্রদান করিলেন। ৩৪।৩৫ ৩৬ ॥

প্রেমবিহ্বলা ধরিত্রীকে অবিরলধারায় অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে দর্শন করিয়া তাঁহাকে আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক ব্যাধকে স্বীয় শ্রেষ্ঠতম ধাম গোলোকে প্রেরণ করিলেন। ৩৭ ॥

বলদেবের অদ্ভুত তেজোরাশি অনন্তদেবে, প্রদ্যুম্নের তেজ কামদেবে, এবং অনিরুদ্ধের তেজ ব্রহ্মে বিলীন হইল। ৩৮ ॥

অযোনিসম্ভবা মহালক্ষ্মীরূপা দেবী রুক্মিণী সর্ব্বসমক্ষে স্বশরীরে বৈকুণ্ঠ ধামে গমন করিলেন। ৩৯ ॥

লক্ষ্মীর অংশসম্ভবা দেবী সত্যভামা ভূগর্ভে এবং জাম্ববতী বিশ্বজননী পার্ব্বতীর শরীরে প্রবিষ্ট হইলেন। ৪০ ॥

যা যা দেব্যশ্চ যাসাঞ্চাপ্যংশরূপাশ্চ ভূতলে।
তস্যাং তস্যাং প্রবিবিশুস্তাএব চ পৃথক্ পৃথক্॥ ৪১॥
শাম্বস্য তেজঃ স্কন্দে চ বিবেশ পরমাদ্ভুতং।
কশ্যপে বসুদেবস্যাপ্যদিত্যাং দৈবকী তথা॥ ৪২॥
রুক্মিণীমন্দিরং ত্যক্ত্বা সমস্তাং দ্বারকাং পুরীং।
স জগ্রাহ সমুদ্রশ্চ প্রফুল্লবদনেক্ষণঃ॥ ৪৩॥
লবণোদঃ সমাগত্য তুষ্টাব পুরুষোত্তমং।
রুরোদ তদ্বিয়োগেন সাশ্রুনেত্রশ্চ বিহ্বলঃ॥ ৪৪॥
গঙ্গা সরস্বতী পদ্মাবতী চ যমুনা তথা।
গোদাবরী স্বর্ণরেখা কাবেরী নর্ম্মদা মুনে॥ ৪৫॥
শরাবতী বাহুদা চ হৃতমালা চ পুণ্যদা।
সমাযযুশ্চ তাঃ সর্ব্বাঃ প্রণেমুঃ পরমেশ্বরং॥ ৪৬॥

তৎপরে যে যে দেবীরা যে যে দেবীর অংশ হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই সেই সেই শরীরে প্রবেশ করিলেন। ৪১॥

শাম্বের অদ্ভুত তেজ স্কন্দে, বাসুদেবের তেজ কশ্যপে এবং দৈবকীর তেজ অদিতি শরীরে প্রবেশ করিল। ৪২॥

সমুদ্র প্রফুল্লবদনে বিস্ফারিত লোচনে সমস্ত দ্বারকাপুরী আত্মসাৎ করিলেন। কেবল রুক্মিণীর গৃহ জাজ্বল্যমান রহিল। ৪৩॥

লবণসমুদ্র স্বমূর্ত্তিধারণ পূর্ব্বক সমাগত হইয়া পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণকে স্তব এবং তাঁহার বিচ্ছেদে একান্ত কাতর হইয়া অবিরল ধারায় অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। ৪৪॥

অনন্তর গঙ্গা, সরস্বতী, পদ্মাবতী, যমুনা, গোদাবরী, স্বর্ণরেখা, কাবেরী, নর্ম্মদা, শরাবতী, বাহুদা ও পুণ্যবতী হৃতমালা প্রভৃতি সকলে সমাগত হইয়া সেই পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে স্তব করিতে লাগিলেন। ৪৫।৪৬॥

উবাচ জাহ্নবী দেবী রুদন্তী পরমেশ্বরং।
সাশ্রুনেত্রাতিদীনা সা বিরহজ্বরকাতরা ॥ ৪৭ ॥

ভাগীরথ্যুবাচ।

হে নাথ রমণশ্রেষ্ঠ যাসি গোলোকমুত্তমং।
অস্মাকং কা গতির্নাথ ভবিষ্যতি কলৌ যুগে ॥ ৪৮ ॥

শ্রীভগবানুবাচ।

কলেঃ পঞ্চসহস্রাণি বর্ষাণি তিষ্ঠ ভূতলে।
পাপানি পাপিনো যানি তুভ্যং দাস্যন্তি স্নানতঃ ॥ ৪৯ ॥
মম্মন্ত্রোপাসকস্পর্শাৎ ভস্মীভূতানি তৎক্ষণাৎ।
ভবিষ্যন্তি দর্শনাচ্চ স্নানাদেব হি জাহ্নবি ॥ ৫০ ॥
হরের্নামানি যত্রৈব পুরাণানি ভবন্তি হি।
তত্র গত্বা সাবধানমাভিঃ সার্দ্ধঞ্চ শ্রোষ্যসি ॥ ৫১ ॥
পুরাণশ্রবণাচ্চৈব হরের্নামানুকীর্ত্তনাৎ।
ভস্মীভূতানি পাপানি ভবিষ্যন্তি ক্ষণেন চ ॥ ৫২ ॥

তন্মধ্যে বিরহজ্বরকাতরা অতি দীনা দেবী জাহ্নবী অবিরলধারায় রোদন করিতে করিতে সেই পরমেশ্বরকে কহিলেন, হা! নাথ হা রমণশ্রেষ্ঠ! তুমি ত সর্ব্বোত্তম গোলোকধামে চলিলে? এক্ষণে এই কলিযুগে আমাদিগের কি গতি হইবে?। ৪৭।৪৮ ॥

ভগবান্ কৃষ্ণ কহিলেন, প্রিয়ে! কলির পঞ্চ সহস্র বর্ষ পর্য্যন্ত তুমি এই ভূলোকে অবস্থান কর। পাপীরা তোমার সলিলে অবগাহন করিয়া, সমস্ত পাপপঙ্ক প্রক্ষালণ করিবে। ৪৯ ॥

যাঁহারা গঙ্গা বলিয়া তোমার সলিল স্পর্শ করিবে, বা সলিলে অবগাহন করিবে, বা তোমাকে দর্শন করিবে, তৎক্ষণাৎ তাহাদিগের পাপ ভস্মীভূত হইয়া যাইবে। ৫০ ॥

ভাগিরথি! যথায় হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন হইবে, যথায় পুরাণ পাঠ হইতে

যানি কানি চ পাপানি ব্রহ্মহত্যাদিকানি চ।
ভস্মীভূতানি তান্যেব বৈষ্ণবালিঙ্গনেন চ ॥ ৫৩ ॥
তৃণানি শুষ্ককাষ্ঠানি দহন্তি পাবকে যথা।
তথা হি বৈষ্ণবালাপে পাপানি পাপিনামপি ॥ ৫৪ ॥
পৃথিব্যাং যানি তীর্থাণি পুণ্যান্যপি চ জাহ্নবি।
মদ্ভক্তানাং শরীরেষু সন্তি পূতেষু সন্ততং ॥ ৫৫ ॥
মদ্ভক্তপাদরজসা সদ্যঃ পূতা বসুন্ধরা।
সদ্যঃ পূতানি তীর্থাণি সদ্যঃ পূতং জগত্তথা ॥ ৫৬ ॥
মন্মন্ত্রোপাসকা বিপ্রা যে মদুচ্ছিষ্টভোজিনঃ।
মামেব নিত্যং ধ্যায়ন্তে তে মৎপ্রাণাধিকা প্রিয়াঃ ॥ ৫৭ ॥

থাকিবে, তুমি ইহঁাদিগকে সমভিব্যাহারে লইয়া তথায় গমন এবং অবহিত হইয়া সমস্ত শ্রবণ করিবে। কারণ পুরাণ পাঠ শ্রবণ বা হরিণাম কীর্ত্তন করিলে, তৎক্ষণাৎ গুরুতর পাতকসকল ভস্মীভূত হইয়া যাইবে। ৫১।৫২ ॥

এমন কি যে ব্যক্তি যথার্থ বিষ্ণুভক্ত, তাহাকে আলিঙ্গন করিলে, ব্রহ্ম হত্যাদি যে কোন পাপের অনুষ্ঠান কর, সমস্তই ভস্মসাৎ হইবে। ৫৩ ॥

যেমন প্রদীপ্ত পাবকে তৃণ ও শুষ্ককাষ্ঠাদি প্রক্ষিপ্ত হইবামাত্র ভস্মাবশেষ হইয়া যায়, তদ্রূপ বিষ্ণুপরায়ণ ব্যক্তির সহিত আলাপে পাপিগণের পাপ ভস্মসাৎ হইয়া থাকে। ৫৪ ॥

দেবি জাহ্নবি। এই পৃথিবীতে যাবতীয় তীর্থ বিরাজমান আছে, আমার ভক্তগণের পবিত্র শরীরে ক্ষণকালের নিমিত্ত তাহার কিছুরই অসদ্ভাব নাই। ৫৫।

আমার ভক্তগণের পদরেণু স্পর্শে বসুন্ধরা ও অন্যান্য তীর্থের কথা কি কহিব, সমস্ত জগৎ সদ্য পবিত্র হইয়া থাকে। ৫৬ ॥

যে ব্রাহ্মণগণ আমার মন্ত্র উপাসনা করে বা আমার উচ্ছিষ্ট ভোজন করে অথবা নিয়ত আমার ধ্যান করে, তাহাদিগকে আমি প্রাণাপেক্ষা প্রিয় বলিয়া বোধ করিয়া থাকি। ৫৭ ॥

তদুপস্পর্শমাত্রেণ পূতো বায়ুশ্চ পাবকঃ।
কলের্দ্দশসহস্রাণি মদ্ভক্তাঃ সন্তি ভূতলে॥ ৫৮॥
একবর্ণা ভবিষ্যন্তি মদ্ভক্তেষু গতেষু চ।
মদ্ভক্তশূন্যা পৃথ্বী সা কলিগ্রস্তা ভবিষ্যতি॥ ৫৯॥
এতস্মিন্নন্তরে তত্র কৃষ্ণ দেহাদ্বিনির্গতঃ।
চতুর্ভুজশ্চ পুরুষঃ শতচন্দ্রসমপ্রভঃ॥ ৬০॥
শঙ্খচক্রগদাপদ্মধরঃ শ্রীবৎসলাঞ্ছনঃ।
সুন্দরং রথমারুহ্য ক্ষীরোদং স জগাম হ॥ ৬১॥
সিন্ধুকন্যা চ প্রযযৌ স্বয়ং মূর্ত্তিমতী সতী।
শ্রীকৃষ্ণমনসা জাতা মর্ত্ত্যলক্ষ্মীর্মনোহরা॥ ৬২॥
শ্বেতদ্বীপং গতে বিষ্ণৌ জগৎপালনকর্ত্তরি।
শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপে চ দ্বিধারূপো বভূব সা॥ ৬৩॥

এমন কি, আমার ভক্তগণের শরীরস্পর্শে বায়ু এবং হুতাশন পবিত্র হয়। কলির দশসহস্র বর্ষ পর্য্যন্ত ভূমণ্ডলে আমার ভক্তগণের অধিষ্ঠান থাকিবে। ৫৮॥

আমার ভক্তগণ বিগত হইলেই সমস্ত পৃথিবী একবর্ণ হইয়া উঠিবে। যখনি দেখিবে পৃথিবী আমার ভক্তশূন্য হইল, তখনি জানিবে যে কলি যথার্থ সমস্ত গ্রাস করিল। ৫৯॥

বৎস নারদ। এই বলিতে বলিতে কৃষ্ণের সেই দেহ হইতে চতুর্ভুজ এক পুরুষ বিনির্গত হইলেন। উঁহার শরীরকান্তি শত শশাঙ্কের মত সমুজ্জ্বল। তাঁহার এক হস্তে শঙ্খ, এক হস্তে চক্র, এক হস্তে গদা ও অপর হস্তে পদ্ম, বক্ষস্থলে শ্রীবৎসচিহ্ন। ঐ পুরুষ অতি সুন্দর একখানি রথে আরোহণ করিয়া ক্ষীরোদ সাগরে গমন করিলেন। ৬০।৬১॥

যে মনোহরমূর্ত্তি মর্ত্ত্যলক্ষ্মী শ্রীকৃষ্ণের মানস হইতে উদ্ভূত এবং যিনি সিন্ধুকন্যা বলিয়া প্রসিদ্ধ, সেই লক্ষ্মী মূর্ত্তিমতী হইয়া স্বয়ং তাঁহার অনুগমন করিলেন। ৬২॥

দক্ষিণাঙ্গশ্চ দ্বিভুজো গোপবালকরূপকঃ।
নবীনজলদশ্যামঃ শোভিতঃ পীতবাসসা ॥ ৬৪ ॥
শ্রীবংশীবদনঃ শ্রীমান্ সস্মিতঃ পদ্মলোচনঃ।
শতকোটীন্দুসৌন্দর্য্যং শতকোটিস্মরপ্রভাং ॥ ৬৫ ॥
দধানঃ পরমানন্দঃ পরিপূর্ণতমঃ প্রভুঃ।
পরং ব্রহ্ম পরং ধামস্বরূপো নির্গুণঃ স্বয়ং ॥ ৬৬ ॥
পরমাত্মা চ সর্ব্বেষাং ভক্তানুগ্রহবিগ্রহঃ।
নিত্যদেহী চ ভগবান্ পুরুষঃ প্রকৃতেঃ পরঃ ॥ ৬৭ ॥
যোগিনোঽয়ং বদন্ত্যেব জ্যোতীরূপং সনাতনং।
জ্যোতিরভ্যন্তরে নিত্যরূপং ভক্তা বদন্তি যং ॥ ৬৮ ॥
বেদা বদন্তি সত্যেয়ং নিত্যমাদ্যং বিচক্ষণঃ।
যং বদন্তি সুরাঃ সর্ব্বে পরং স্বেচ্ছাময়ং বিভুং ॥ ৬৯ ॥

এইরূপে শুদ্ধ সত্ত্বস্বরূপ সেই জগৎপালক বিষ্ণু শ্বেতদ্বীপে গমন করিলেন বটে; কিন্তু তাঁহার দক্ষিণাঙ্গ গোপবালকবেশধারী, নবীননীরদশ্যামবর্ণ পীতবস্ত্র পরিধায়ী দ্বিভুজমূর্ত্তি ধারণ করিল। ৬৩।৬৪ ॥

মুখে বংশী বিরাজমান, শোভার সীমা নাই। সর্ব্বদা হাস্যবদন, লোচন-যুগল পদ্মদলের ন্যায় আয়ত, যেন শতকোটি শশাঙ্কের সৌন্দর্য্য একত্র সম-বেত হইয়াছে, যেন তাঁহার শরীর হইতে শতকোটি কন্দর্পের প্রভা বিনির্গত হইতেছে। তিনি পরম আনন্দময়, পূর্ণতম প্রভু, পরমব্রহ্ম ও পরম তেজঃ-স্বরূপ এবং ত্রিগুণাতীত। ৬৫।৬৬ ॥

তিনি সকলের পরমাত্মা, কেবল ভক্তজনের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশের নিমিত্তই শরীর ধারণ করিয়াছেন। তাঁহার দেহের নাশ নাই। তিনি প্রকৃ-তির অতীত ষড়ৈশ্বর্য্যশালী পুরুষ। ৬৭ ॥

যোগিগণ তাঁহাকে সনাতন জ্যোতিস্বরূপ এবং ভক্তগণ তাঁহাকে অভ্য-ন্তরস্থিত তেজঃস্বরূপ বর্ণন করেন। ৬৮ ॥

চারি বেদ তাঁহাকে সত্যস্বরূপ এবং বিচক্ষণ ব্যক্তিরা সকলের আদিভূত নিত্য পদার্থ বলিয়া থাকে। কিন্তু দেবগণ তাঁহাকে স্বেচ্ছাময় পরম প্রভু বলিয়া নির্দেশ করেন। ৬৯ ॥

সিদ্ধেন্দ্রা মুনয়ঃ সর্ব্বে সর্ব্বরূপং বদন্তি যং।
যমনির্ব্বচনীয়ঞ্চ যোগীন্দ্রঃ শঙ্করো বদেৎ॥ ৭০॥
স্বয়ং বিধাতা প্রবদেৎ কারণানাঞ্চ কারণং।
শেষো বদেদনন্তং যং নবধারূপমীশ্বরং॥ ৭১॥
দর্শনানাঞ্চ যন্নাঞ্চ ষড়্‌বিধং রূপমীপ্‌সিতং।
বৈষ্ণবানামেকরূপং বেদানামেকমেব চ।
পুরাণানামেকরূপং তস্মান্নববিধং স্মৃতং॥ ৭২॥
ন্যায়োঽনির্ব্বচনীয়ঞ্চ যং মতং শঙ্করো বদেৎ।
নিত্যং বৈশেষিকাশ্চাদ্যং তং বদন্তি বিচক্ষণাঃ॥ ৭৩॥
শাংখ্যা বদন্তি তং বেদং জ্যোতীরূপং সনাতনং।
মীমাংসাঃ সর্ব্বরূপঞ্চ বেদান্তঃ সর্ব্বকারণং॥ ৭৪॥

যোগসিদ্ধ মুনিগণ তাঁহাকে বহুরূপী বলিয়া থাকেন, কিন্তু যোগিগুরু শঙ্কর কহেন যে, তিনি বাক্যের অতীত পদার্থ। ৭০॥

বিধাতা স্বয়ং বলিয়া থাকেন যে,তিনি সমস্ত উপাদানের উপাদান। অনন্তদেব সেই নবধারূপধারী ঈশ্বরকে অনন্ত বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। ৭১॥

ষড়বিধ দর্শনে তাঁহাকে ছয় প্রকার, বৈষ্ণবেরা এক প্রকার, বৈদিকেরা অন্য প্রকার এবং পুরাণ ভিন্ন ভিন্ন প্রকার বলিয়া বর্ণন করে; এই নিমিত্ত তিনি নবরূপধারী। ৭২॥

নৈয়ায়িকেরা তাঁহাকে যেরূপ অনির্ব্বচনীয় পদার্থ বলিয়া উল্লেখ করেন, ভগবান্ শঙ্করও তাহাই বলিয়া থাকেন। বিচক্ষণ বৈশেষিকেরা তাঁহাকে আদিভূত নিত্যবস্তু বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। ৭৩॥

শাঙ্খ্যেরা বলিয়া থাকেন যে, তিনি জ্ঞানরূপ সনাতন জ্যোতিঃস্বরূপ। মীমাংসকেরা তাঁহাকে সর্ব্বরূপী এবং বেদান্ত তাঁহাকে কারণরূপী বলিয়া নির্দ্দেশ করে। ৭৪॥

পাতঞ্জলোপ্যনন্তঞ্চ বেদাঃ সত্যস্বরূপকং।
স্বেচ্ছারূপং পুরাণঞ্চ ভক্তাশ্চ নিত্যবিগ্রহং॥ ৭৫ ॥
স্বয়ং গোলোকনাথশ্চ রাধেশো নন্দনন্দনঃ।
গোকুলে গোপবেশশ্চ পুণ্যে বৃন্দাবনে বনে॥ ৭৬ ॥
চতুর্ভুজশ্চ রামাংশো মহালক্ষ্মীপতিঃ স্বয়ং।
নারায়ণশ্চ ভগবান্ যন্নাম মুক্তিকারণং॥ ৭৭ ॥
সকৃন্নারায়ণেত্যুক্তা পুমান্ কল্পশতত্রয়ং।
গঙ্গাদি সর্ব্বতীর্থেষু স্নাতো ভবতি নারদ॥ ৭৮ ॥
সুনন্দো নন্দকুমুদৈঃ পার্ষদৈঃ পরিবারিতঃ।
শঙ্খচক্রগদাপদ্মধরঃ শ্রীবৎসলাঞ্ছনঃ॥ ৭৯ ॥
কৌস্তুভেন মণীন্দ্রেণ ভূষিতো বনমালয়া।
দেবৈঃস্তুতশ্চ যানেন বৈকুণ্ঠং স্বপদং যযৌ॥ ৮০ ॥

পাতঞ্জলও তাঁহাকে অনন্ত এবং চারিবেদ তাঁহাকে সত্যস্বরূপ নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। কিন্তু পুরাণ সকল তাঁহাকে স্বেচ্ছাময় বিভু এবং ভক্তগণ নিত্য শরীরধারী বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকেন। ৭৫॥

তিনি স্বয়ং গোলোকনাথ, রাধাপতি ও নন্দনন্দন। তিনি গোকুলে এবং বৃন্দাবনে গোপবেশধারী। ৭৬॥

তিনি চতুর্ভুজ, তিনি রামাংশ, তিনি স্বয়ং লক্ষ্মীপতি। যে নারায়ণ নামে লোকসকল মুক্তিলাভ করে তিনি সেই ভগবান্ নারায়ণ। ৭৭।

বৎস নারদ! একবার নারায়ণও এই নাম উচ্চারণ করিবামাত্র মানব তিন শত কল্প পর্য্যন্ত গঙ্গাদি সমুদায় তীর্থস্নানের ফল লাভ করিয়া থাকে। ৭৮॥

সেই শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী শ্রীবৎসলাঞ্ছন ভগবান্ কৃষ্ণ নিয়ত সুনন্দ, নন্দ কুমুদ প্রভৃতি পারিষদে পরিবেষ্টিত রহিয়াছেন। ৭৯।

সেই কৌস্তুভমণি ও বনমালা বিরাজিতবক্ষ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দেবগণ কর্ত্তৃক অভিষ্টুত হইয়া রথারোহণে স্বীয় বৈকুণ্ঠধামে গমন করিলেন। ৮০॥

গতে বৈকুণ্ঠনাথে চ রাধেশশ্চ স্বয়ং প্রভুঃ।
চকার বংশীশব্দঞ্চ ত্রৈলোক্যমোহনং পরং ॥ ৮১ ॥
মূর্চ্ছাং প্রাপুশ্চ দেবাস্তে মুনয়শ্চাপি নারদ।
অচেতনা বভূবুশ্চ মায়য়া পার্ব্বতীং বিনা ॥ ৮২ ॥
উবাচ পার্ব্বতী দেবী ভগবন্তং সনাতনং।
বিষ্ণুমায়া ভগবতী সর্ব্বরূপা সনাতনী ॥ ৮৩ ॥
পরং ব্রহ্মস্বরূপা যা পরমাত্মস্বরূপিণী।
সগুণা নির্গুণা সা চ পরা স্বেচ্ছাময়ী সতী ॥ ৮৪ ॥

শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ।

একাহং রাধিকারূপা গোলোকে রাসমণ্ডলে।
বাসশূন্যঞ্চ গোলোকং পরিপূর্ণং কুরু প্রভো ॥ ৮৫ ॥
গচ্ছ ত্বং রথমারুহ্য মুক্তামালাবিভূষিতং।
পরিপূর্ণতমাহঞ্চ তববক্ষঃস্থলস্থিতা ॥ ৮৬ ॥

বৈকুণ্ঠনাথ বৈকুণ্ঠে প্রস্থান করিলে এদিকে রাধাপতি প্রভু স্বয়ং ত্রিলোক-মুগ্ধকর বংশীধ্বনি করিলেন। সেই মায়ায় পার্ব্বতী ভিন্ন সমুদায় দেবগণ ও মুনিগণ সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িলেন। ৮১।৮২ ॥

তখন যিনি সর্ব্বরূপস্বরূপিণী সনাতনী ভগবতী বিষ্ণুমায়া, যিনি পরম ব্রহ্মস্বরূপিণী, যিনি পরমাত্মরূপা, যিনি সগুণা ও নির্গুণা, যিনি স্বেচ্ছাময়ী পরাৎপরা সতী, সেই দেবী পার্ব্বতী নিত্যদেব ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন। ৮৩.৮৪ ॥

প্রভো! আমি যখন গোলোকধামে রাসমণ্ডলে বিহার করি, তখন আমি অদ্বিতীয় রাধারূপা। এক্ষণে গোলোকধাম বাসশূন্য রহিয়াছে, অতএব তুমি সেই শূন্য বাসস্থান পরিপূর্ণ কর। ৮৫ ॥

তুমি মুক্তামালা বিভূষিত স্বীয় রথে আরোহণ করিয়া সত্বর তথায় গমন কর। আমি তোমার বক্ষঃস্থলে অবস্থান করিয়া পূর্ণমনোরথ হইব। ৮৬ ॥

তবাজ্ঞয়া মহালক্ষ্মীরহং বৈকুণ্ঠবাসিনী।
সরস্বতী চ তত্রৈব বামপার্শ্বে হরেরপি॥ ৮৭॥
তবাহং মনসা জাতা সিন্ধুকন্যা তবাজ্ঞয়া।
সাবিত্রী বেদমাতাহং কলয়া বিধিসন্নিধৌ॥ ৮৮॥
তেজঃস্থ সর্ব্বদেবানাং পুরা সত্যে তবাজ্ঞয়া।
অধিষ্ঠানং কৃতং তত্র ধৃতং দিব্যং শরীরকং॥ ৮৯॥
শুম্ভাদয়শ্চ দৈত্যাশ্চ নিহতাশ্চাবলীলয়া।
দুর্গং নিহত্য দুর্গাহং ত্রিপুরা ত্রিপুরে বধে॥ ৯০॥
নিহত্য রক্তবীজঞ্চ রক্তবীজবিনাশিনী।
তবাজ্ঞয়া দক্ষকন্যা সতী সত্যস্বরূপিণী॥ ৯১॥
যোগেন ত্যক্ত্বা দেহঞ্চ শৈলজাহং তবাজ্ঞয়া।
ত্বয়া দত্তা শঙ্করায় গোলোকে রাসমণ্ডলে॥ ৯২॥"

আমি তোমার আজ্ঞাক্রমে যখন বৈকুণ্ঠে অবস্থান করি, তখন মহালক্ষ্মী, আর যখন শ্রীহরির বামপার্শ্বে বিরাজ করি, তখন সরস্বতীরূপ ধারণ করিয়া থাকি। ৮৭॥

তোমারই ইচ্ছাক্রমে আমি তোমার মানস হইতে সম্ভূত হইয়া সিন্ধুকন্যা নামে বিখ্যাত হইয়াছি। আর যখন আমি বিধাতার পার্শ্বে বিরাজ করি, তখন আমি বেদমাতা সাবিত্রী। ৮৮॥

পূর্ব্বে সত্যযুগে যখন তোমার আদেশক্রমে সমুদায় দেবতার তেজোরাশি একত্র সমবেত হয়, তখন আমিই সেই তেজোমধ্যে অবস্থান করিয়া অদ্ভুত রূপ ধারণ করি এবং অবলীলাক্রমে শুম্ভাদি দৈত্যসকল আমার দ্বারা নিহত হয়। আমি দুর্গকে বিনাশ করিয়া দুর্গা এবং ত্রিপুরাসুরের বধসাধন করিয়া ত্রিপুরা নাম ধারণ করিয়াছি। ৮৯।৯০॥

আমি রক্তবীজকে বিনাশ করিয়া রক্তবীজবিনাশিনী নাম ধারণ করিয়াছি। আমি তোমারই আজ্ঞাক্রমে সত্যস্বরূপিণী দক্ষকন্যা সতী নামে প্রসিদ্ধ

বিষ্ণুভক্তিরহং তেন বিষ্ণুমায়া চ বৈষ্ণবী।
নারায়ণস্য মায়াহং তেন নারায়ণী স্মৃতা ॥ ৯৩ ॥
কৃষ্ণপ্রাণাধিকাহঞ্চ প্রাণাধিষ্ঠাতৃদেবতা।
মহদ্বিষ্ণোশ্চ বাসোশ্চ জননী রাধিকা স্বয়ং ॥ ৯৪ ॥
তবাজ্ঞয়া পঞ্চধাহং পঞ্চপ্রকৃতিরূপিণী।
কলাকলাংশয়াহঞ্চ দেবপত্ন্যো গৃহে গৃহে ॥ ৯৫ ॥
শীঘ্রং গচ্ছ মহাভাগ তত্রাহং বিরহাতুরা।
গোপীভিঃ সহিতা বাসং ভ্রমন্তী পরিতঃ সদা ॥ ৯৬ ॥
পার্ব্বতীবচনং শ্রুত্বা প্রহস্য রসিকেশ্বরঃ।
রত্নযানং সমারুহ্য যযৌ গোলোকমুত্তমং ॥ ৯৭ ॥
পার্ব্বতী বোধয়ামাস স্বয়ং দেবগণং তথা।
মায়া বংশীধরস্যাহং বিষ্ণুমায়া সনাতনী ॥ ৯৮ ॥

হইয়াছি। আবার যোগবলে দেহত্যাগ করিয়া শৈলকন্যা হইয়াছি, তুমি আমাকে গোলোকধামে শঙ্করের হস্তে সম্প্রদান করিয়াছিলে। ৯১।৯২ ॥

বিষ্ণুর একান্ত ভক্ত বলিয়া আমাকে বৈষ্ণবী বিষ্ণুমায়া এবং নারায়ণের ভক্ত বলিয়া লোকে আমাকে নারায়ণী কহে। ৯৩ ॥

আমি তোমার প্রাণের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, তোমার প্রাণ হইতেও সমধিক প্রিয়তমা এবং মহদ্বিষ্ণু বাসুর জননী বলিয়া আমার নাম রাধিকা হইয়াছে। ৯৪ ॥

আমি তোমার অনুমতিক্রমেই পঞ্চপ্রকৃতিরূপে পাঁচ প্রকারে বিভক্ত হইয়াছি। আমি আবার অংশক্রমে এবং অংশেরও অংশক্রমে দেবগণের গৃহে গৃহে বিরাজ করিয়া থাকি। ৯৫ ॥

হে মহাভাগ! তথায় আমি তোমার বিরহে একান্ত কাতর হইয়াছি। আমি সতত কাতর হইয়া গোপীগণের সহিত পরিভ্রমণ করিতেছি, অতএব শীঘ্র তুমি তথায় গমন কর। ৯৬ ॥

কৃত্বা তে হরিশব্দঞ্চ স্বগৃহং বিস্ময়ং যযুঃ।
শিবেন সার্দ্ধং দুর্গা সা প্রহৃষ্টা স্বপুরং যযৌ ॥ ৯৯ ॥
অথ কৃষ্ণং সমায়ান্তং রাধা গোপীগণৈঃ সহ।
অনুব্রজং যযৌ হৃষ্টা সর্ব্বজ্ঞা প্রাণবল্লভং ॥ ১০০ ॥
দৃষ্ট্বা সমীপমায়ান্তমবরুহ্য রথাৎ সতী।
প্রণনাম জগন্নাথং শিরসা শক্তিভিঃ সহ ॥ ১০১ ॥
গোপা গোপ্যশ্চ মুদিতাঃ প্রফুল্লবদনেক্ষণাঃ।
দুন্দুভিং বাদয়ামাসুরীশ্বরাগমনোৎসুকাঃ ॥ ১০২ ॥
বিরজাঞ্চ সমুত্তীর্য্য দৃষ্ট্বা রাধাং জগৎপতিঃ।
অবরুহ্য রথাত্তূর্ণং গৃহীত্বা রাধিকাকরং ॥ ১০৩ ॥

তখন রসিকচূড়ামণি শ্রীকৃষ্ণ পার্ব্বতীর বচন শ্রবণে উচ্চৈস্বরে হাস্য করিয়া রত্নময় যানে আরোহণ পূর্ব্বক সর্ব্বোত্তম গোলোকধামে গমন করিলেন। ৯৭ ॥

ঐ সময় পার্ব্বতী দেবগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে দেবগণ! আমি বংশীধর শ্রীকৃষ্ণের মায়া; সুতরাং আমার নাম সনাতনী বিষ্ণুমায়া। এই কথা শুনিবামাত্র দেবগণ বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া হরিধ্বনি করিতে করিতে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। এদিকে দুর্গাও হৃষ্টান্তঃকরণে ভগবান ভূতভাবনের সহিত স্বপুরে প্রস্থান করিলেন। ৯৮।৯৯ ॥

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ আগমন করিতেছেন দেখিয়া রাধা হৃষ্টান্তঃকরণে গোপীগণের সহিত সেই সর্ব্বজ্ঞ প্রাণবল্লভের প্রত্যুদ্গমনার্থ বহির্গত হইলেন। ১০০॥

কিয়দ্দূর গমনের পর তাঁহাকে সমীপবর্ত্তী সন্দর্শন করিয়া রথ হইতে অবতীর্ণ হইলেন এবং ভক্তিভরে অবনতমস্তকে সেই জগন্নাথকে প্রণাম করিলেন। ১০১ ॥

চতুর্দ্দিকে গোপ গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের আগমনবার্ত্তা শ্রবণে সাতিশয় আহ্লাদিত হইয়া দুন্দুভিধ্বনি করিতে লাগিল। ১০২ ॥

এদিকে রাধাপতি বিরজাতীর অতিক্রম করিয়া রাধাকে দর্শন করিবামাত্র শীঘ্র রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া রাধিকার কর ধারণ পূর্ব্বক কিয়ৎকাল শতশৃঙ্গ

শতশৃঙ্গঞ্চ বভ্রাম সুরম্যং রাসমণ্ডলং।
দৃষ্ট্বাক্ষয়বটং পুণ্যং রম্যং বৃন্দাবনং যযৌ॥ ১০৪॥
তুলসীকাননং দৃষ্ট্বা প্রযযৌ মালতীবনং।
বামে কৃত্বা কুন্দবনং মাধবীকাননং তথা॥ ১০৫॥
চকার দক্ষিণে কৃষ্ণশ্চম্পকারণ্যমীপ্সিতং।
চকার পশ্চাত্তূর্ণঞ্চ চারুচন্দনকাননং॥ ১০৬॥
দদর্শ পুরতো রম্যং রাধিকাভবনং পরং।
উবাস রাধয়া সার্দ্ধং রত্নসিংহাসনে বরে॥ ১০৭॥
সকর্পূরঞ্চ তাম্বূলং বুভুজে বাসিতং জলং।
সুষ্বাপ পুষ্পতল্পে চ সুগন্ধিচন্দনার্চ্চিতে।
স রেমে রাময়া সার্দ্ধং নিমগ্নো রসসাগরে॥ ১০৮॥
ইত্যেবং কথিতং সর্ব্বং ধর্ম্মবক্ত্রাচ্চ যদ্গতং।
গোলোকারোহণং রম্যং কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি॥১০৯॥
ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে গোলোকারোহণং নামাষ্টাবিংশত্যধিকশতকোঽধ্যায়ঃ।

পর্ব্বতে রমণীয় রাসমণ্ডলে পরিভ্রমণ করিতে করিতে অক্ষয় বট দর্শন করিয়া বৃন্দাবনে গমন করিলেন। ১০৩।১০৪॥

তথায় তুলসীকানন সন্দর্শন করিয়া মালতীবনে গমন করিলেন। কুন্দবন ও মাধবীকানন বামভাগে এবং অভিমত চম্পককানন দক্ষিণভাগে রহিল। মনোহর চন্দনকানন পশ্চাদ্ভাগে পড়িল। তাহার পরেই দেখিলেন, সম্মুখে রমণীয় রাধিকা ভবন; তথায় প্রবেশ করিয়া রাধিকার সহিত একত্র রত্নময় সিংহাসনে, উপবেশন করিলেন। ১০৫।১০৬।১০৭॥

তথায় কর্পূরবাসিত সুশীতল জল পান করিয়া তাম্বূল চর্ব্বণ করিতে লাগিলেন। পরে সুগন্ধি চন্দনলিপ্ত পুষ্পশয্যায় শয়ন করিলেন। রাধার ক্রীড়াতরঙ্গ বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। উভয়ে রসসাগরে নিমগ্ন হইলেন। ১০৮॥

বৎস নারদ! ধর্ম্মের বদনবিবর হইতে যাহা বহির্গত হইয়াছিল, এই আমি তোমার নিকট সেই রমণীয় গোলোকারোহণ কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে তোমার আর কি শ্রবণ করিতে ইচ্ছা হয়, ব্যক্ত কর। ১০৯॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে গোলোকারোহণ নামক ঊনত্রিংশদধিক শততম অধ্যায় সম্পূর্ণ।

ত্রিংশদধিক শততমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীনারদ উবাচ।

সর্ব্বং শ্রুতং মহাভাগ লাভাশয়মভীপ্সিতং।
কিমপূর্ব্বং পুরাণঞ্চ ব্রহ্মবৈবর্ত্তমিষ্টদং ॥ ১ ॥
অধুনা কিং করিষ্যামি তন্মাং ব্রূহি জগদ্‌গুরো।
আজ্ঞাং কুরু তপস্যাঞ্চ কর্ত্তুং যামি হিমালয়ং ॥ ২ ॥

শ্রীনারায়ণ উবাচ।

উপবর্হণগন্ধর্ব্বঃ পঞ্চাশৎকামিনীপতিঃ।
জন্মান্তরে ভবানাসীদধুনা ব্রহ্মপুত্রকঃ ॥ ৩ ॥
তাস্বেকা চ সতীরম্যা তপসা শঙ্করং পরং।
আরাধ্য চ বরং লেভে বাঞ্ছিতং নারদং প্রতি ॥ ৪ ॥
সা চ সৃঞ্জয়কন্যা চ স্বর্ণগ্রীবা মহোদরা।
তাং বিবাহং কুরুষ্বেতি শঙ্করায় কথং বৃথা ॥ ৫ ॥

নারায়ণ কহিলেন, মহাভাগ! চিরাভিলষিত বিষয় সকল আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিলাম। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ কি অপূর্ব্ব অভীষ্টপ্রদ বস্তু! ১ ॥

হে জগৎগুরো! এক্ষণে আমি কোন্ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিব, আজ্ঞা করুন। আমার ইচ্ছা তপশ্চরণার্থ হিমালয় প্রস্থে গমন করিতে আজ্ঞা করেন। ২ ॥

নারায়ণ কহিলেন, বৎসে! পূর্ব্বজন্মে তুমি উপবর্হণ নামে এক গন্ধর্ব্ব-পতি ছিলে। তোমার পঞ্চাশৎ পত্নী ছিল, ইহজন্মে তুমি ব্রহ্মার পুত্র হইয়া জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছ। ৩ ॥

তোমার পূর্ব্বজন্মের পত্নীদিগের মধ্যে রমণীয়া এক সতী পত্নী তপশ্চরণে শঙ্করকে পরিতৃপ্ত করিয়া তাঁহার একান্ত বাঞ্ছিত তোমাকে পতিলাভ করিবার বর লাভ করেন। ৪ ॥

তিনি এক্ষণে স্বর্ণগ্রীবা মহোদরা সৃঞ্জয়কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। সম্প্রতি তুমি তাঁহার পাণিগ্রহণ করিয়া শঙ্করকে সত্যবাক কর। ৫ ॥

সুন্দরীং সুন্দরীষ্বেব কেবলং কমলাকলাং।
পতিব্রতাং মহাভাগাং রম্যাং সুপ্রিয়বাদিনীং॥ ৬॥
কামুকীং কমনীয়াঞ্চ শশ্বৎ সুস্থিরযৌবনাং।
বিধাত্রালিখিতং কর্ম্ম প্রাক্তনং কেন বার্য্যতে॥ ৭॥
নাভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম্ম কল্পকোটিশতৈরপি।
অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃতং কর্ম্ম শুভাশুভং॥ ৮॥

সূত উবাচ।

নারায়ণবচঃ শ্রুত্বা হৃদয়েন বিদূয়তা।
প্রণম্য প্রযযৌ শীঘ্রং নারদঃ সৃঞ্জয়ালয়ং॥ ৯॥

শৌনক উবাচ।

অহো সূত মহাভাগ শ্রুতং কিং পরমাদ্ভুতং।
কিমপূর্ব্বং রহস্যঞ্চ সরসঞ্চ পুরাতনং॥ ১০॥
অধুনা শ্রোতুমিচ্ছামি বিবাহং নারদস্য চ।
অতীন্দ্রিয়স্য চ মুনের্ব্রহ্মপুত্রস্য সাম্প্রতং॥ ১১॥

যাবতীয় রমণীমধ্যে তিনি একজন রমণীয়া, তিনি লক্ষ্মীর অংশরূপা, পতিব্রতা সৌভাগ্যবতী সুন্দরী, প্রিয়বাদিনী, কামুকী, কমনীয়া ও নিরন্তর স্থিরযৌবনা। বিধাতৃকার্য্য বিধিলিপি, বিশেষতঃ পূর্ব্বকর্ম্মফল অতিক্রম করা কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে। ৬।৭॥

শত কোটি কল্প সমতীত হইলেও কর্ম্মফল ক্ষয় হইবার নহে। শুভই হউক, আর অশুভই হউক, যিনি যেরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, অবশ্যই তাঁহাকে তদনুরূপ ফলভোগ করিতে হয়। ৮॥

সূত কহিলেন, মহাভাগ! দেবঋষি নারদ নারায়ণের বচন শ্রবণে দুঃখিতান্তঃকরণে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া সত্বর সৃঞ্জয়ভবনে প্রস্থান করিলেন। ৯॥

শৌনকঋষি কহিলেন, হে মহাভাগ সূত! কি অপূর্ব্ব সরস পুরাতন

সূত উবাচ।

নারদোঽনুহরূপশ্চ দৃষ্ট্বা সৃঞ্জয়কন্যকাং।
তপস্বিনীং মহাভাগাং বিষ্ণুব্রতপরায়ণাং ॥ ১২ ॥
প্রণম্য পিতরং শান্তঃ সর্ব্বতত্ত্বমুবাচ তং।
ব্রহ্মা প্রহৃষ্টবদনঃ শ্রুত্বা বাক্যং শুভাশুভং ॥ ১৩।
স বাগ্যতঃ স্বপুত্রঞ্চ সংপ্রাপ্য জগতাং পতিঃ।
রত্ননির্ম্মাণযানেন সার্দ্ধং দেবৈঃ শুভক্ষণে।
পুত্রং কৃত্বাচ পুরতো যযৌ সৃঞ্জয়মন্দিরং ॥ ১৪ ॥
তৎশ্রুত্বা সৃঞ্জয়ো রাজা রত্নভূষণভূষিতাং।
গৃহীত্বা কন্যকাং রম্যাং নারদায় দদৌ মুদা ॥ ১৫ ॥
সর্ব্বস্বং দক্ষিণাং দত্ত্বা মণিমুক্তাদিকং তথা।
পুটাঞ্জলিপুটোভূত্বা পরীহারং চকার সঃ ॥ ১৬ ॥
কন্যাং সমর্প্য ব্রহ্মাণং রাজাচ যোগিনাং বরঃ।
রুরোদ ভৃশমুচ্চৈশ্চ বৎসে বৎসে ইতীরিতং ॥ ১৭ ॥

রহস্য শ্রবণ করিলাম, এক্ষণে অতীন্দ্রিয় ব্রহ্মপুত্র মুনিবর নারদের বিবাহবৃত্তান্ত শ্রবণ কবিতে ইচ্ছা করি। ১০।১১ ॥

সূত কহিলেন, তপোধন! দেবঋষি নারদ অলক্ষিতভাবে তপস্বিনী বিষ্ণুপরায়ণা মহাভাগা সৃঞ্জয়কন্যাকে দর্শন করিয়া পিতার নিকট গমন পূর্ব্বক আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন, ব্রহ্মাও পুত্রমুখে শুভাশুভ সমুদায় শ্রবণ করিয়া অতীব আনন্দিত হইলেন। ১২।১৩ ॥

এবং সেই জগৎস্রষ্টা সংযতবাক্ ব্রহ্মা পুত্রকে লইয়া দেবগণের সহিত রত্নময় যানে আরোহণপূর্ব্বক শুভক্ষণে সৃঞ্জয়ভবনে যাত্রা করিলেন। ১৪ ॥

রাজা সৃঞ্জয় শ্রবণমাত্র সেই সুন্দরী কন্যাকে রত্নময় ভূষণে বিভূষিত করিয়া পরমানন্দে নারদের হস্তে সমর্পণ করিলেন, এবং মণিমুক্তাদি সর্ব্বস্ব দক্ষিণা দান পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে পরীহার প্রার্থনা করিলেন। ১৫।১৬ ॥

ক্বযাসি ত্যক্ত্বা মদ্গেহং শূন্যং কমললোচনে।
অহং যামি বনং ঘোরং ত্বাং ত্যক্ত্বাজীবিতোমতঃ ॥ ১৮ ॥
প্রণম্য পিতরং কন্যা রুদন্তং মাতরং তথা।
রুদন্তীং তাং রুদন্তী সা প্ররুরোহ রথং বিধেঃ ॥ ১৯ ॥
গৃহীত্বাচ সভার্য্যন্তং পুত্রং ধাতা মুদান্বিতঃ।
প্রযযৌ ব্রহ্মলোকঞ্চ দেবৈন্দ্রৈর্ম্মুনিভিঃ সহ ॥ ২০ ॥
ব্রাহ্মণান্ ভোজয়ামাস সাঙ্গে মঙ্গলকর্ম্মণি।
দেবানপিচ সিদ্ধাংশ্চ বাদয়ামাস দুন্দুভিং ॥ ২১ ॥
নারদস্ত্ব মুনিশ্রেষ্ঠো বাধিতঃ পূর্ব্বকর্ম্মণা।
যস্য যৎ প্রাক্তনং বিপ্র তৎ কেন বিনিবার্য্যতে ॥ ২২ ॥
সুরম্যে পুষ্পতল্পেচ সুগন্ধিচন্দনার্চ্চিতে।
স রেমে রাময়াসার্দ্ধং বুবুধে মা দিবানিশং ॥ ২৩ ॥

যোগিবর রাজা সৃঞ্জয় ব্রহ্মার হস্তে কন্যাকে অর্পণ করিয়া উচ্চৈস্বরে 'বৎসে! হা বৎসে! বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন। ১৭ ॥

এবং কহিলেন, কমললোচনে! আমায় পরিত্যাগ করিয়া এবং আমার গৃহ শূন্য করিয়া কোথায় গমন করিতেছ? আমি তোমার বিহীনে ঘোরতর অরণ্যে প্রবেশ করিব। তোমা বিহীনে আমি মৃতপ্রায় হইলাম। ১৮ ॥

তখন কন্যাও রোদন করিতে করিতে রোরুদ্যমান পিতা ও মাতার চরণে প্রণিপাত করিয়া বিধাতার রথে আরোহণ করিলেন। ১৯ ॥

ব্রহ্মা পরমানন্দে বরবধূ লইয়া দেবেন্দ্রগণ ও মুনিগণের সহিত স্বলোকে প্রস্থান করিলেন। অনন্তর স্বভবনে সমুপস্থিত হইয়া মঙ্গলকার্য্য সমাধানান্তে ব্রাহ্মণগণ দেবগণ ও সিদ্ধগণকে ভোজন করাইতে লাগিলেন। চতুর্দ্দিকে দুন্দুভি ধ্বনি আরম্ভ হইল। ২০।২১ ॥

বৎস! মুনিশ্রেষ্ঠ নারদও পূর্ব্ব কর্ম্মফলে এইরূপে বিড়ম্বিত হইয়াছিলেন। অতএব যাহার যে কর্ম্মফল, কে তাহা নিবারণ করিতে সমর্থ হইবে?-২২ ॥

দেবর্ষি নারদ রমণীয় চন্দনবিলিপ্ত পুষ্পশয্যায় শয়ন করিয়া সেই রমণীর

এবং কৃত্বা বিবাহঞ্চ পুরতো মুনিসত্তম।
উবাস ব্রহ্মলোকে স বটমূলে মনোহরে ॥ ২৪ ॥
তত্রাজগাম নগ্নশ্চ প্রজ্বলন্ ব্রহ্মতেজসা।
সনৎকুমারো ভগবান্ সাক্ষাচ্চ বালকো যথা ॥ ২৫ ॥
সৃষ্টেঃ পূর্ব্বঞ্চ বয়সা তথৈবং পঞ্চহায়নঃ।
অচূড়োঽনুপবীতশ্চ বেদসন্ধ্যাবিহীনকঃ ॥ ২৬ ॥
কৃষ্ণেতিমন্ত্রং জপতি যস্য নারায়ণোগুরুঃ।
অনন্তকল্পকালঞ্চ ভ্রাতৃভিশ্চ ত্রিভিঃ সহ ॥ ২৭ ॥
বৈষ্ণবানামগ্রণীশো জ্ঞানিনাঞ্চ গুরোর্গুরুঃ।
আরাদৃষ্ট্বা নারদস্তং ভ্রাতরঞ্চ সতাম্বরং ॥ ২৮ ॥
সহসা শিরসা ভূমৌ দণ্ডবৎ প্রণনাম তং।
উবাচ নারদং বালঃ প্রহস্য পরমার্থকং ॥ ২৯ ॥

সহিত বিহার করিতে লাগিলেন। দিবারাত্র কোন্ দিক দিয়া অতীত হইতে লাগিল কিছুই জানিতে পারিলেন না। ২৩ ॥

হে মুনিবর! নারদ এইরূপে উদ্বাহ কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়া ব্রহ্মলোকস্থিত মনোহর বটমূলে বাস করিতে লাগিলেন। ২৪ ॥

একদা ব্রহ্মতেজে জাজ্বল্যমান ভগবান্ সনৎকুমার পঞ্চবর্ষীয় বালকের ন্যায় উলঙ্গবেশে তথায় আগমন করিলেন। ২৫ ॥

সৃষ্টির পূর্ব্বে তিনি যেমন পঞ্চমবর্ষীয় বালক, এখনও সেইরূপ, না চূড়াকরণ, না উপনয়ন, না সন্ধ্যা বন্দনাদি, কিছুই নাই। ২৬ ॥

অনবরত কেবল কৃষ্ণ মন্ত্র জপ করিতেছেন, নারায়ণই তাঁহার মন্ত্রের উপদেষ্টা, কত কল্পকাল পর্য্যন্ত ভ্রাতৃত্রয়ের সহিত ঐরূপ অবস্থায় কালযাপন করিতেছেন, তাহার আর সীমা নাই। স্বয়ং বৈষ্ণবচূড়ামণি, সকলের প্রভু এবং জ্ঞানিগণের গুরুর গুরু। নারদ সাধুগণশ্রেষ্ঠ সেই ভ্রাতাকে সহসা সম্মুখে সমাগত সন্দর্শন করিয়া অবনতমস্তকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। তখন সেই বালক সনৎকুমার হাস্য করিয়া নারদকে পরমার্থ বচনে কহিতে লাগিলেন। ২৭।২৮।২৯ ॥

সনৎকুমার উবাচ।

অয়ি ভ্রাতঃ কিং করোষি কুশলং যুবতীপতে।
স্ত্রীপুংসোর্ব্বর্দ্ধতে প্রেম নিত্যং তন্নিত্যনূতনং ॥ ৩০ ॥
পরমাত্মজ্ঞানশূন্যং ভক্তিদ্বারকপাটকং।
মোক্ষমার্গব্যবহিতং চিরং বন্ধনকারণং ॥ ৩১ ॥
গর্ভাবাসস্য বীজঞ্চ পরং নরককারণাৎ।
পীযূষবুদ্ধ্যা গরলং তুঙ্‌ক্তে পাপী নরাধমঃ ॥ ৩২ ॥
পরং নারায়ণং ত্যক্ত্বা যস্যাপি বিষয়ে মনঃ।
স বঞ্চিতো মায়য়া চামৃতং ত্যক্ত্বা বিষং ভজেৎ ॥ ৩৩ ॥
সর্ব্বেষাং কর্ম্মভোগোহস্তি কর্ম্মিণামীশ্বরং বিনা।
বয়ং বিধাতুঃ পুত্রশ্চ অস্মাকমপি দেহিনাং ॥ ৩৪ ॥
যদি তে নাস্তি ভোগশ্চ কথং গন্ধর্ব্বজন্ম চ।
কথং দাসীসুতস্ত্বঞ্চ মুক্তশ্চ মুক্তসঙ্গতঃ ॥ ৩৫ ॥

হে ভ্রাতঃ! হে যুবতীপতে! তুমি কি করিতেছ? তোমার কুশল? স্ত্রীপুরুষের প্রণয় ক্রমেই বর্দ্ধমান এবং ক্রমেই নিত্য নূতন হয়। দম্পতিপ্রেমে তত্ত্বজ্ঞান বিলুপ্ত হইয়া যায়, ভক্তিদ্বার রোধ করে, মোক্ষমার্গ সুদূর পরাহত হয়, চিরকাল সংসার বন্ধনে বদ্ধ থাকিতে হয়, গর্ভযন্ত্রণার হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভের কোন উপায়ই থাকে না; এমন কি সেই পাপপঙ্কনিমগ্ন নরাধম অমৃতবোধে গরল পান করিয়া থাকে। ৩০।৩১।৩২ ॥

যে ব্যক্তি নারায়ণকে পরিত্যাগ করিয়া বিষয়মদে মত্ত হয়, সে পাষণ্ড বিষ্ণুমায়ায় একান্ত বিমোহিত হইয়া থাকে। তাহার ভাগ্যে অমৃতের পরিবর্ত্তে বিষপানই ঘটিয়া থাকে। ৩৩ ॥

ঈশ্বর ব্যতীত আর সকল কর্ম্মীকেই স্ব স্ব কর্ম্মফল ভোগ করিতে হয়। যদিও আমরা ব্রহ্মার পুত্র, তথাপি আমাদিগকেও সামান্য দেহীর ন্যায় কর্ম্ম ফল ভোগ করিতে হয়। ৩৪ ॥

সামান্য দেহীর ন্যায় যদি কর্ম্মফল ভোগ না থাকিবে, তাহা

নির্গচ্ছ তপসে ভ্রাতস্ত্যজ মায়াময়ীং প্রিয়াং।
সুপুণ্যে ভারতে বর্ষে তপসা ভজ মাধবং ॥ ৩৬ ॥
স্থিতে নারায়ণে স্বাংশে পরে স্বপদদাতরি।
বিষয়ী বিষয়াসক্তো বঞ্চিতো মায়য়া ধ্রুবং ॥ ৩৭ ॥
গৃহাণ মম মন্ত্রঞ্চ কৃষ্ণ ইত্যক্ষরদ্বয়ং।
সর্ব্বেষামেব মন্ত্রাণাং সারাৎসারং পরাৎপরং ॥ ৩৮ ॥
সর্ব্বেষু চ পুরাণেষু বেদেষু চ চতুর্ষু চ।
ধর্ম্মশাস্ত্রেষু নাস্ত্যেব কৃষ্ণমন্ত্রাৎ পরো মনুঃ ॥ ৩৯ ॥
নারায়ণেন দত্তো মে পুষ্করে সূর্য্যপর্ব্বণি।
অসংখ্যকল্পজপ্তাহং ভ্রমামি সর্ব্বপূজিতঃ ॥ ৪০ ॥
ইত্যুক্ত্বা স্নাপয়িত্বা তং দদৌ তস্মৈ পরং মনুং।
দিবানিশং স জপতি পূজয়া মণিমালয়া ॥ ৪১ ॥

হইলে তোমার গন্ধর্ব্ব জন্ম লাভ হইবার কারণ কি? কেন তুমি দাসীপুত্র হইলে? কেনই বা মুক্তসহবাসে বিমুক্তিলাভ করিলে? ৩৫ ॥

অতএব ভ্রাতঃ! তপস্যার্থ বহির্গত হও। মায়াময়ী প্রিয়াকে পরিত্যাগ কর। এই পুণ্যক্ষেত্র ভারতে তপশ্চরণ করিয়া মাধবকে ভজনা কর। ৩৬ ॥

পরাৎপর মুক্তিদাতা নারায়ণ বিদ্যমান থাকিতে কেন ভোগাসক্ত হইতেছ? নিশ্চয়ই তুমি মায়ায় মুগ্ধ হইয়া বিড়ম্বিত হইতেছ। ৩৭ ॥

আমি যে দ্ব্যক্ষর কৃষ্ণমন্ত্র গ্রহণ করিয়াছি, ঐ মন্ত্রই সমুদায় মন্ত্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম মন্ত্র; অতএব তুমিও সেই পরাৎপর, সেই সারাৎসার মন্ত্র গ্রহণ কর। ৩৮ ॥

কি অষ্টাদশ পুরাণ, কি চারিবেদ, কি অন্যান্য ধর্ম্মশাস্ত্র, কিছুতেই কৃষ্ণমন্ত্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম মন্ত্র আর কিছুই নাই। ৩৯ ॥

সূর্য্যগ্রহণ সময়ে পুষ্কর তীর্থে নারায়ণ আমাকে ঐ মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়াছেন। কত কল্প কল্প আমি ঐ মন্ত্র জপে সর্ব্বপূজিত হইয়া সর্ব্বত্র পরিভ্রমণ করিতেছি। ৪০ ॥

বৎস! ভগবান্ সনৎকুমার এই এক কথা বলিয়া স্নানান্তে তাঁহাকে ঐ

তস্মৈ শুভাশিষং দত্ত্বা মন্ত্রঞ্চ বৈষ্ণবাগ্রণীঃ।
নারদস্তু মন্ত্রং প্রাপ্য সর্ব্বসিদ্ধিপরং পরং ॥ ৪২ ॥
শ্রীকৃষ্ণে নিশ্চলাভক্তিপ্রদং কর্ম্মনিকৃন্তনং।
ত্যক্ত্বা মায়াময়ীং ভার্য্যাং ভারতং তপসে যযৌ ॥ ৪৩ ॥
কৃতমালোনদীতীরে দদর্শ শঙ্করং পরং।
দৃষ্ট্বা চ সহসা মূর্দ্ধ্না প্রণনাম শিবং মুনিঃ।
তমুবাচ জগন্নাথো ভক্তঞ্চ ভক্তবৎসলঃ ॥ ৪৪ ॥

শ্রীমহাদেব উবাচ।

অহো নারদ দৃষ্ট্বা ত্বাং প্রসন্নোঽহং সুচেতসা।
ভক্তানাং দর্শনং তত্র বাঞ্ছিতং তৎ শরীরিণাং ॥ ৪৫ ॥
অয়ং হি পরমো লাভো দেহিনাং ভক্তসঙ্গমঃ।
স স্নাতঃ সর্ব্বতীর্থেষু যো দদর্শ চ বৈষ্ণবং ॥ ৪৬ ॥

মন্ত্র প্রদান করিলেন। তদবধি তিনি মণিমালা গ্রহণপূর্ব্বক দিবারাত্র ঐ মন্ত্র জপ করিতেছেন। ৪১ ॥

বৈষ্ণবচূড়ামণি সনৎকুমার নারদকে শুভাশীর্ব্বাদ ও মন্ত্র প্রদান করিয়া প্রস্থান করিলেন। এদিকে নারদও কৃষ্ণভক্তিপ্রদ কর্ম্মমূলনাশক সমুদায় সিদ্ধির উপায়ভূত সেই মন্ত্র লাভ করিয়া মায়াময়ী ভার্য্যাকে পরিত্যাগ এবং তপশ্চরণার্থ ভারতে প্রস্থান করিলেন। ৪২।৪৩ ॥

ভারতে গমন করিয়া মালা জপ করিতেছেন ইত্যবসরে শঙ্কর তথায় উপস্থিত হইলেন। দর্শনমাত্র নারদ অবনতমস্তকে তাঁহাকে প্রণাম করিলেন, তখন ভক্তবৎসল ভূতভাবন সেই পরম ভক্তকে বলিতে লাগিলেন। ৪৪ ॥

অয়ে নারদ! আজি তোমায় দর্শন করিয়া আমার চিত্ত অতীব সুপ্রসন্ন হইল। ভক্তের দর্শন লাভ দেহিগণের প্রার্থনীয়, ভক্তসমাগম অপেক্ষা দেহিগণের পরম লাভ আর কিছুই নাই। বিষ্ণুভক্তের দর্শনলাভ হইলে সমুদায় তীর্থ স্নানের ফল লাভ হয়। ৪৫।৪৬ ॥

ত্বয়ি প্রাপ্তো মহামন্ত্রঃ সর্ব্বতন্ত্রসুদুর্লভঃ।
ময়াদত্তো গণেশায় স্কন্দায় স্বাত্মজায় চ ॥ ৪৭ ॥
মহ্যং দত্তশ্চ গোলোকে কৃষ্ণেন রাসমণ্ডলে।
ব্রহ্মণে চাপি ধর্ম্মায় ধর্ম্মো নারায়ণর্ষয়ে ॥ ৪৮ ॥
ব্রহ্মা সনৎকুমারায় তুভ্যং দত্তশ্চ তেন বৈ।
মন্ত্রগ্রহণমাত্রেণ জনো নারায়ণো ভবেৎ ॥ ৪৯ ॥
বিচারণঞ্চ নাস্ত্যত্র কালাকালং শুভাশুভং।
পঞ্চলক্ষজপেনৈব পুরশ্চরণমস্য চ ॥ ৫০ ॥
ধ্যানঞ্চ সামবেদোক্তং তেন ধ্যায়েচ্চ বৈষ্ণবঃ।
ধ্যানঞ্চ পাপদহনং কর্ম্মমূলনিকৃন্তনং ॥ ৫১ ॥

যে মহামন্ত্র সমুদায় তন্ত্রের দুর্লভ, আজি সেই মহামন্ত্র তোমার নিকট সমুপস্থিত হইয়াছে। আমি আমার পুত্র গণপতি ও কার্ত্তিকেয়কে এই মহামন্ত্র প্রদান করিয়াছি। ৪৭ ॥

কৃষ্ণ যখন গোলোকধামে রাসমণ্ডলে অবস্থান করেন, তখন আমাকে এই মহামন্ত্রে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। ধর্ম্ম আবার নারায়ণ ঋষিকে প্রদান করিয়াছিলেন। ৪৮ ॥

তৎপরে ব্রহ্মা সনৎকুমারকে প্রদান করেন। এখন তুমি সেই সনৎ-কুমারের নিকট হইতে লাভ করিয়াছ। এমন কি এই মন্ত্র গ্রহণ করিবামাত্র লোক নারায়ণত্ব লাভ করে। ৪৯ ॥

এ মন্ত্র গ্রহণের কালাকাল ও শুভাশুভ বিচার নাই। পঞ্চ লক্ষবার জপ করিলেই এ মন্ত্রের পুরশ্চরণ করা হয়। ৫০ ॥

ইহার সামবেদবিহিত এক ধ্যান আছে। বৈষ্ণবমাত্রকেই সেই ধ্যানে ভাবনা করা কর্ত্তব্য। ঐ ধ্যানে পাপরাশি দগ্ধ এবং কর্ম্মমূল বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। ৫১ ॥

কৃষ্ণং নবঘনশ্যামং কিশোরং পীতবাসসং।
শতকোটীন্দুসৌন্দর্য্যং দধানমতুলং পরং ॥ ৫২ ॥
কোটিকন্দর্পলাবণ্যলীলাধামমনোহরং।
ভূষিতং ভূষণৌঘৈস্তৈরমূল্যরত্ননির্ম্মিতৈঃ ॥ ৫৩ ॥
চন্দনোক্ষিতসর্ব্বাঙ্গং কৌস্তুভেন বিরাজিতং।
ময়ূরপুচ্ছচূড়ঞ্চ মালতীমাল্যমণ্ডিতং ॥ ৫৪ ॥
ঈষদ্ধাস্যপ্রসন্নাস্যং নিত্যোপাস্যং শিবাদিভিঃ।
ধ্যানাসাধ্যং দুরারাধ্যং নির্গুণং প্রকৃতেঃ পরং ॥ ৫৫ ॥
সর্ব্বেষাং পরমাত্মানং ভক্তানুগ্রহবিগ্রহং।
বেদানির্ব্বচনীয়ন্তং বরং সর্ব্বেশ্বরং ভজেৎ ॥ ৫৬ ॥
ধ্যানেনানেন তং ধ্যাত্বা ভগবন্তং সনাতনং।
ভজ ত্বং পরমং ব্রহ্ম সত্যং সত্যং পরাৎপরং ॥ ৫৭ ॥

হে কৃষ্ণ! তোমার রূপ নবীন মেঘের ন্যায় শ্যামবর্ণ, তুমি কিশোর বয়স্ক, তোমার পরিধান পীতবস্ত্র, তোমার শরীরের সৌন্দর্য্য শতকোটি শশাঙ্কের ন্যায়, তোমায় শরীর লাবণ্য যেন কোটি কন্দর্প একত্র সমুদিত হইয়াছে, তুমি অমূল্য রত্নময় ভূষণ সমূহে বিভূষিত, তোমার সর্ব্বাঙ্গে চন্দন বিলেপন, বক্ষঃস্থলে কৌস্তুভ মণি, চূড়ায় ময়ূরপুচ্ছ ও মালতীমালা বিরাজমান। ঈষৎ হাস্যে তোমার আস্যদেশ কেমন প্রফুল্ল! শিব প্রভৃতি সকলে নিয়ত তোমায় ধ্যান করিয়া থাকেন, তুমি ধ্যানের অতীত, আরাধনার অতীত, গুণের অতীত ও প্রকৃতির অতীত পদার্থ। তুমি সকলের পরমাত্মা; কেবল ভক্তগণের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশের নিমিত্তই বিগ্রহ ধারণ করিয়া থাক। তুমি বেদের অনির্ব্বচনীয় সর্ব্বেশ্বর; অতএব তোমাকে ভজনা করি। ৫২।৫৩।৫৪।৫৫।৫৬॥

তুমি এই ধ্যানের দ্বারা সেই সনাতন ভগবান্‌কে ধ্যান করিয়া সেই সত্য স্বরূপ, সেই পরম ব্রহ্ম স্বরূপ, পরাৎপর দেবদেবকে ভজনা কর। ৫৭॥

ইত্যুক্ত্বা স্বপদং শম্ভুর্জগাম পরমেশ্বরং।
তং প্রণম্য জগন্নাথং নারদস্তপসে যযৌ ॥ ৫৮ ॥
নারদঃ শ্রীহরিং স্মৃত্বা যোগে ত্যক্ত্বা কলেবরং।
বিলীনঃ পাদপদ্মে চ পাদপদ্মার্চ্চিতে হরেঃ ॥ ৫৯ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণনারদসম্বাদে শ্রীকৃষ্ণ জন্মখণ্ডে নারদপ্রকরণং নাম ত্রিংশদধিকশতকোঽধ্যায়ঃ।

এই কথা বলিয়া ভগবান্ ভূতভাবন শম্ভু স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। এদিকে নারদও সেই জগন্নাথ পরমেশ্বরকে প্রণাম করিয়া তপস্যার্থ বহির্গত হইলেন। ৫৮ ॥

এইরূপে কিয়দ্দিনের পর শ্রীহরি স্মরণ করিতে করিতে যোগাবলম্বনে কলেবর পরিত্যাগ করিয়া শ্রীহরির কমলাসেবিত পাদপদ্মে বিলীন হইলেন। ৫৯ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ সংবাদে শ্রীকৃষ্ণজন্ম খণ্ডে নারদ প্রকরণ নামক ত্রিংশদধিকশততম অধ্যায় সম্পূর্ণ।

একত্রিংশদধিক শততমোঽধ্যায়ঃ।

শৌনক উবাচ।

অত্যপূর্ব্বমুপাখ্যানং শ্রুতং কিং পরমাদ্ভুতং।
সুগোপ্যঞ্চ সুগোপ্যঞ্চ রম্যং রম্যং নবং নবং।
কিমনীর্ব্বচনীয়ঞ্চ কমনীয়ং মনোহরং॥ ১॥
সুদুর্লভা কথা প্রোক্তা পুরাণেষু পুরাতনী।
এবম্ভূতঞ্চ সুদিনং কদাস্মাকং ভবিষ্যতি।
তজ্জন্ম সফলং ধন্যং যত্র বৈষ্ণবসঙ্গমঃ॥ ২॥
গর্ভবাসোচ্ছেদনঞ্চ কর্ম্মমূলনিকৃন্তনং।
হরিদাস্যপ্রদং শুদ্ধং ভক্তানাং ভক্তিবর্দ্ধনং॥ ৩।
অসাধুসঙ্গদুর্ব্বুদ্ধিপাপোন্মূলনকারণং।
গণেশজন্মোপাখ্যানং কিমপূর্ব্বং শ্রুতং পরং॥ ৪

শৌনক কহিলেন, হে সূত! কি অপূর্ব্ব, কি অদ্ভুত, উপাখ্যানই শ্রবণ করিলাম। এমন গোপনীয়, এমন রমণীয়, এমন নূতন, এমন অনির্ব্বচনীয়, এমন কমনীয়, এমন মনোহর কথা কখন কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হয় নাই। ১॥

যাহা পুরাণেরও পুরাতন, তুমি সেই অতি দুর্লভ কথা কীর্ত্তন করিয়াছ। আর আমাদিগের এমন সুদিন কবে হইবে? যাহার ভাগ্যে বৈষ্ণব সমাগম লাভ হয়, তাহারই জন্ম সফল, তাহারই জীবন ধন্য। ২॥

বৈষ্ণবসমাগমে গর্ভ যন্ত্রণার হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করা যায়, সমুদায় কর্ম্ম-ভোগ বিদূরিত হয়, হরিদাসত্বের আবির্ভাব হয়, ভক্তজনের পক্ষে এমন পবিত্র এমন ভক্তির উদ্দীপক আর কিছুই নাই। ৩॥

অসাধুসংসর্গে যে সকল দুর্ব্বুদ্ধি ও যে সকল পাতকের সঞ্চার হইয়া থাকে, ভক্তসমাগমে সে সমস্ত একেবারে উন্মূলিত হইয়া যায়। বিশেষতঃ অতি অপূর্ব্ব গণেশের জন্মোপাখ্যান ও অন্যান্য অভিলষিত রহস্য বিষয় সকল

অন্যদ্যদ্যদ্গোপনীয়ং ব্যক্তমব্যক্তমীপ্সিতং।
সর্ব্বং শ্রুতং মহাভাগ পরিপূর্ণং মনো মম ॥ ৫ ॥
অধুনা শ্রোতুমিচ্ছামি বহ্নেরুত্তমমীপ্সিতং।
স্বর্ণস্য চ মহাভাগ তস্মাৎ ব্যাখ্যাতুমর্হসি ॥ ৬ ॥

সূত উবাচ।

তথৈব পূর্ব্বং সৃষ্টের্হি জলমেব হুতাশনঃ।
যথৈব প্রকৃতির্নিত্যা মহানেব যথৈব চ ॥ ৭ ॥
যথা দিশো মহাকাশো যথৈবং সৃষ্টিগোলকঃ।
প্রকৃতের্ম্মহতস্তস্মাদ্যথাহঙ্কার এব চ ॥ ৮ ॥
যথৈব রূপং তন্মাত্রং রসতন্মাত্রমেব চ।
যথৈব শব্দতন্মাত্রং তথৈব চ হুতাশনঃ।
তথাপি তৎসমুৎপত্তিং কথয়ামি নিশাময় ॥ ৯ ॥
একদা সৃষ্টিকালে চ ব্রহ্মানন্তমহেশ্বরাঃ।
শ্বেতদ্বীপে যযুঃ সর্ব্বে দ্রষ্টুং বিষ্ণুং জগৎপতিং ॥ ১০ ॥

জানিতে পারিলাম। হে মহাভাগ সূত! সমস্ত শ্রবণে আজি আমার মানস পূর্ণ হইল। ৪।৫ ॥

এক্ষণে চিরাভিলষিত বহ্নির ও স্বর্ণের উৎপত্তি বৃত্তান্ত শ্রবণ করিতে উৎসুক হইতেছি, অতএব তাহাই কীর্ত্তন কর। ৬ ॥

সূত কহিলেন, ঋষে! প্রাণি সৃষ্টির পূর্ব্ব হইতেই যেমন প্রকৃতিতত্ত্ব ও মহত্তত্ত্ব নিত্য পদার্থ জল ও অগ্নিও তদ্রূপ। ৭ ॥

যেমন দশদিক, মহাকাশ, সৃষ্টিগোলক, প্রকৃতিতত্ত্ব, মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কারতত্ত্ব, রূপতন্মাত্র, রসতন্মাত্র ও শব্দতন্মাত্র নিত্য পদার্থ, হুতাশনও তদ্রূপ। তথাপি অগ্নির উৎপত্তি বিষয় কহিতেছি, শ্রবণ করুন। ৮।৯ ॥

সৃষ্টিকার্য্য সমাহিত হইবার সময় এক দিন ব্রহ্মা, অনন্ত ও মহেশ্বর, ইহাঁরা শ্বেতদ্বীপে জগৎপতি বিষ্ণুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করিলেন। ১০ ॥

পরস্পরঞ্চ সম্ভাষাং কৃত্বা সিংহাসনেষু চ।
উষুঃ সর্ব্বে সভামধ্যে সুরম্যে পুরতো হরেঃ ॥ ১১ ॥
বিষ্ণুগাত্রোদ্ভবাস্তত্র কামিন্যঃ কমলাকলাঃ।
তত্র নৃত্যন্তি গায়ন্তি বিষ্ণুগাথাশ্চ সুন্দরং ॥ ১২ ॥
তাসাঞ্চ কঠিনাং শ্রোণিং কঠিনং স্তনমণ্ডলং।
সস্মিতং মুখপদ্মঞ্চ দৃষ্ট্বা ব্রহ্মা স কামুকঃ ॥ ১৩ ॥
মনো নিবারণং কর্ত্তুং ন শশাক পিতামহঃ।
বীর্য্যং পপাত চচ্ছাদ লজ্জয়া বাসসা ভুবি ॥ ১৪ ॥
তদ্বীর্য্যং বস্ত্রসহিতং প্রতপ্তং কামতাপতঃ।
ক্ষীরোদে প্রেরয়ামাস সঙ্গীতে বিরতে দ্বিজ ॥ ১৫ ॥
জলাদুত্থায় পুরুষঃ প্রজ্বলন্ ব্রহ্মতেজসা।
উবাস ব্রহ্মণঃ ক্রোড়ে লজ্জিতস্য চ সংসদি ॥ ১৬ ॥

তথায় ক্ষণকাল পরস্পর কথোপকথনের পর সভামধ্যে গমন করিয়া সকলে বিষ্ণুর সম্মুখে রমণীয় সিংহাসনে উপবেশন করিলেন। ১১ ॥

ঐ সময় বিষ্ণুর শরীরসম্ভূত লক্ষ্মীর অংশে সমুৎপন্ন কামিনী সকল নৃত্য করিতে করিতে অতি সুন্দর বিষ্ণুগাথা গান করিতে লাগিল। ১২ ॥

সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা সেই কামিনীগণের নিবিড় নিতম্ব, পীনস্তনযুগল ও সহাস্য বদনকমল বিলোকন করিয়া মন্মথ শরে একান্ত ব্যথিত হইয়া উঠিলেন। ১৩ ॥

কিছুতেই মনঃসংযম করিতে সমর্থ হইলেন না। আবেশে ভূতলে রেতঃপাত হইল। তখন লজ্জাবশে বস্ত্র দ্বারা সেই রেতঃ আচ্ছাদন করিলেন। ১৪ ॥

অনন্তর কিয়ৎক্ষণ পরে নৃত্য গীত নিবৃত্ত হইল, তখন কামার্ত্ত পিতামহ বস্ত্র সহকারে সেই উত্তপ্ত বীর্য্য ক্ষীরোদসলিলে বিক্ষেপ করিলেন। ১৫ ॥

বীর্য্য বিক্ষিপ্ত হইবামাত্র ব্রহ্মতেজে জাজ্বল্যমানশরীর এক পুরুষ সহসা জল হইতে সমুত্থিত হইয়া সভাস্থলে সলজ্জ পিতামহের ক্রোড়ে আসীন হইল। ১৬ ॥

এতস্মিন্নন্তরে রুষ্টো জলাদুত্থায় সত্বরঃ।
প্রণম্য বরুণো দেবান্ বালং নেতুং সমুদ্যতঃ॥ ১৭॥
বালো দধার ব্রহ্মাণং বাহুভ্যাঞ্চ ভয়াদ্রুদন্।
কিঞ্চিন্নোবাচ জগতাং বিধাতা লজ্জয়া দ্বিজ॥ ১৮॥
বালকস্য করং ধৃত্বা চকার কর্ষণং রুষা।
বরুণস্য সভামধ্যে তং চিক্ষেপ প্রজাপতিঃ॥ ১৯॥
পপাত দূরতো দেবো বরুণো দুর্ব্বলস্ততঃ।
মূর্চ্ছাং সংপ্রাপ মৃতবৎ কোপদৃষ্ট্যা বিধেরহো॥ ২০॥
চেতনং কারয়ামাসামৃতদৃষ্ট্যা চ শঙ্করঃ।
সংপ্রাপ্য চেতনাং তত্র তমুবাচ জলেশ্বরঃ॥ ২১॥

বরুণ উবাচ।

বালো জলে সমুদ্ভূতো মম পুত্রোঽয়মীপ্সিতং।
অহং গৃহীত্বা যাস্যামি ব্রহ্মা মাং তাড়য়েৎ কথং॥ ২২॥

এদিকে বরুণদেব মহাক্রুদ্ধ হইয়া জল হইতে উত্থানপূর্ব্বক বেগে তথায় আগমন করিলেন, এবং দেবগণকে প্রণাম করিয়া সেই বালককে লইতে উদ্যত হইলেন। ১৭॥

বালক ভয়ে রোদন করিতে করিতে দুই হস্তে ব্রহ্মাকে ধারণ করিল। জগৎস্রষ্টা লজ্জায় ম্রিয়মাণ ও নীরব হইয়া রহিলেন। ১৮॥

বরুণদেব রোষভরে বালকের কর ধারণ করিয়া বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। তাহাতে ব্রহ্মাও কুপিত হইয়া বেগে হস্ত প্রসারণ করাতে, দুর্ব্বল বরুণদেব সভাস্থলে দূরে পতিত ও মূর্চ্ছিত হইলেন। ১৯।২০॥

তখন ভগবান শঙ্কর প্রসন্নদৃষ্টি বিক্ষেপে তাঁহাকে সচেতন করিলেন। জলেশ্বর সংজ্ঞালাভ করিয়া বলিতে লাগিলেন। ২১॥

এই বালক জল হইতে উদ্ভূত হইয়াছে; সুতরাং এ আমার পুত্র; আমার পুত্র, আমি লইয়া যাইব তাহাতে বিধাতা আমাকে করপ্রসারণ (ধাক্কা) প্রদান করিলেন কেন? ২২॥

ব্রহ্মোবাচ।

বালকঃ শরণাপন্নো মম বিষ্ণো মহেশ্বর।
কথং ত্যক্ষামি ভীতঞ্চ রুদন্তং শরণাগতং ॥ ২৩ ॥
শরণাগতঞ্চ দীনার্ত্তং যো ন রক্ষেদপণ্ডিতঃ।
পচ্যতে নরকে তাবৎ যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ ॥ ২৪ ॥
উভয়োর্ব্বচনং শ্রুত্বা প্রহস্য মধুসূদনঃ।
উবাচ তত্র সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বেশঞ্চ যথোচিতং ॥ ২৫ ॥

শ্রীভগবানুবাচ।

দৃষ্ট্বা সুকামিনীং শ্রোণীং বীর্য্যং ধাতুঃ পপাতবৎ।
লজ্জয়া প্রেরয়ামাস ক্ষীরোদে নির্ম্মলে জলে ॥ ২৬ ॥
ততো বভূব বালশ্চ ধর্ম্মতো বিধিপুত্রকঃ।
ক্ষেত্রজশ্চ সুতঃ শাস্ত্রে বরুণস্যাপি গৌণতঃ ॥ ২৭ ॥

ব্রহ্মা কহিলেন, মহেশ্বর! বিষ্ণো! বল দেখি, এই বালক ভয়ে আমার শরণাপন্ন হইয়াছে; অতএব আমি কিরূপে এই ভয়ার্ত্ত, শরণাপন্ন রোরুদ্যমান বালককে পরিত্যাগ করি? ২৩ ॥

যে ব্যক্তি শরণাগত বিপন্ন আর্ত্তকে রক্ষা না করে, সে পাষণ্ড, এবং যাবৎ পৃথিবীতে চন্দ্র সূর্য্য বিদ্যমান থাকিবেন, তাবৎ তাঁহাকে ঘোরতর নরকযন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে। ২৪ ॥

বিধাতাও জলেশ্বরের এইরূপ বচন শ্রবণ করিয়া সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্ মধুসূদন যথোচিত বাক্যে মহেশ্বরকে বলিতে লাগিলেন। ২৫ ॥

কামিনীগণ নৃত্য করিতেছিল, নৃত্যকালে তাহাদিগের কামোদ্দীপক নিতম্ব দর্শনে ব্রহ্মার রেতঃপাত হয়। তাহাতে ব্রহ্মা লজ্জিত হইয়া সেই বীর্য্য নির্ম্মল ক্ষীরোদজলে বিক্ষেপ করেন, তাহাতেই ঐ বালকের উৎপত্তি হইয়াছে। সুতরাং ধর্ম্মানুসারে এই বালক বিধাতার পুত্র। কিন্তু শাস্ত্রানুসারে এ বালক বরুণেরও ক্ষেত্রজপুত্র। ২৬।২৭ ॥

শ্রীমহাদেব উবাচ।

যো বিদ্যাযোনিসম্বন্ধো বেদেষু চ নিরূপিতঃ।
শিষ্যে পুত্রে চ সমতা চেতি বেদবিদো বিদুঃ ॥ ২৮ ॥
মন্ত্রং দদাতু বরুণো বিদ্যাঞ্চ বালকায় চ।
পুত্রো বিধাতুর্ব্বহ্নিশ্চ শিষ্যশ্চ বরুণস্য চ ॥ ২৯ ॥
বিষ্ণুর্দ্দদাতু বালায় দাহিকাং শক্তিমুল্বনাং।
সর্ব্বদগ্ধো হুতাশশ্চ নির্ব্বাণো বরুণেন চ ॥ ৩০ ॥
বিষ্ণুশ্চ দাহিকাং শক্তিং দদৌ তস্মৈ শিবাজ্ঞয়া।
মন্ত্রং বিদ্যাঞ্চ বরুণো রত্নমালাং মনোহরাং ॥ ৩১ ॥
ক্রোড়ে কৃত্বা চ তং বালং চুচুম্ব মায়য়া সুরঃ।
ব্রহ্মণে চ দদৌ সাক্ষাদ্বিষ্ণুশঙ্করয়োরপি ॥ ৩২ ॥
প্রণম্য বিষ্ণুং ব্রহ্মা চ যযৌ শম্ভুঃ স্বমন্দিরং।
অগ্ন্যুৎপত্তিশ্চ কথিতা স্বর্ণোৎপত্তিং নিশাময় ॥ ৩৩ ॥

বিষ্ণুর বচনাবসানে মহাদেব কহিলেন, বেদে বিদ্যা ও যোনিসম্বন্ধ যেরূপ নিরূপিত হইয়াছে, তাহাতে বেদবিদ্ পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন যে, পুত্র ও শিষ্য উভয়ই সমান। ২৮ ॥

অতএব জলেশ্বর এই বালককে মন্ত্র ও বিদ্যা প্রদান করুন। তাহা হইলেই এই বালক বিধাতার পুত্র বহ্নি এবং বরুণের শিষ্যরূপে বিখ্যাত হইবে। ২৯ ॥

বিষ্ণু উহাকে সর্ব্বনাশক, দাহিকাশক্তি প্রদান করুন। তাহা হইলে ঐ বালক সর্ব্ব দহন হুতাশন হইবে, কিন্তু বরুণবলে আবার নির্ব্বাণ হইয়া যাইবে। ৩০ ॥

এইরূপে ভগবান বিষ্ণু শিবের অভিপ্রায়ানুসারে তাহাকে দাহিকাশক্তি এবং জলেশ্বর মন্ত্র, বিদ্যা ও উৎকৃষ্ট রত্নমালা প্রদান করিলেন। ৩১ ॥

তখন বরুণদেব মায়াপ্রভাবে পুত্রকে ক্রোড়ে করিয়া তাহার মুখচুম্বন এবং বিষ্ণু ও মহেশ্বরের সমক্ষে সেই বালককে ব্রহ্মার হস্তে সমর্পণ করিলেন। ৩২ ॥

অনন্তর ব্রহ্মা ও শম্ভু বিষ্ণুকে প্রণাম করিয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন, মহর্ষে! এই আমি আপনার নিকট অগ্নির উৎপত্তি বৃত্তান্ত বিস্তারিত কীর্ত্তন করিলাম, এক্ষণে স্বর্ণোৎপত্তি বিষয় কহিতেছি, শ্রবণ করুন। ৩৩ ॥

একদা সর্ব্বদেবাশ্চ সমূষুঃ স্বর্গসংসদি ।
তত্র গত্বা চ নৃত্যন্তি গায়ন্ত্যপ্সরসোঽঙ্গনাঃ ॥ ৩৫ ॥
বিলোক্য রম্ভাং সুশ্রোণীং সকামো বহ্নিরেব চ ।
পপাত বীর্য্যঞ্চচ্ছাদ লজ্জয়া বাসসা তথা ॥ ৩৬ ॥
তত্রস্থঃ স্বর্ণপুঞ্জশ্চ বস্ত্রং ক্ষিপ্ত্বা জ্বলৎপ্রভঃ ।
ক্ষণেন বর্দ্ধয়ামাস স সুমেরুর্ব্বভূব হ ॥ ৩৭ ॥
হিরণ্যরেতসং বহ্নিং প্রবদন্তি মনীষিণঃ ।
ইতি তে কথিতং সর্ব্বং কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি ॥ ৩৮ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে বহ্নিসুবর্ণোৎপত্তির্নাম একত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ।

একদিন দেবগণ সুরসভায় আসীন রহিয়াছেন এবং অপ্সরাগণ নৃত্য গীতাদি করিতেছে, ইতাবসরে রম্ভার বিপুলতর নিতম্বদর্শনে বহ্নির কামোদ্রেক হওয়াতে তাঁহার বীর্য্য স্খলিত হইয়া ভূতলে পতিত হইল। সুতরাং তিনি লজ্জায় বস্ত্র দ্বারা উহা আচ্ছাদন করিলেন। ৩৪ ৩৫ ॥

কিন্তু ঐ বীর্য্য উজ্জলপ্রভ স্বর্ণরাশিরূপে পরিণত হইয়া সেই বস্ত্র বিক্ষিপ্ত করত ঊর্দ্ধে উত্থিত হইল। দেখিতে দেখিতে উহা পর্ব্বতাকার হইয়া উঠিল। ঐ পর্ব্বতই সুমেরু। ৩৬ ॥

এবং এই নিমিত্তই পণ্ডিতগণ অগ্নিকে হিরণ্যরেতা নামে উল্লেখ করিয়া থাকেন। ঋষিবর! এই আমি আপনার নিকট সমুদায় বৃত্তান্ত বিবৃত করিলাম, এক্ষণে আর কি শ্রবণ করিতে ইচ্ছা হয় বলুন। ৩৭ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে বহ্নি সুবর্ণোৎপত্তি নামক একত্রিংশদধিক শততম অধ্যায় সম্পূর্ণ।

দ্বাত্রিংশদধিক শততমোঽধ্যায়ঃ।

শৌনক উবাচ।

শ্রুতং সর্ব্বং নাবশেষং ধর্ম্মেশ সূত তত্ত্বতঃ।
কথয়স্ব মহাভাগ পুরাণং পুনরেব চ ॥ ১ ॥
এবম্বিধং পুরাণঞ্চ জন্মনৈব নহি শ্রুতং।
ন দৃষ্টং ন শ্রুতং তাত ত্বাদৃশং বাচকং তথা ॥ ২ ॥

সূত উবাচ।

শ্রূয়তাং ভো মহাভাগ সাবধানঞ্চ সংযতং।
অধ্যায়শ্রবণেনৈব পুরাণফলমালভেৎ ॥ ৩ ॥
ব্রহ্মখণ্ডে চ কথিতং পরং ব্রহ্মনিরূপণং।
তদনীর্ব্বচনীয়ঞ্চ শেষামপি যথাগমং।
সাকারঞ্চ নিরাকারং সগুণং নির্গুণং পৃথক্ ॥ ৪ ॥

শৌনক কহিলেন, হে ধর্ম্মতত্ত্বজ্ঞ সূত! আমূলতঃ সকল বিষয় শ্রবণ করিলাম, কিছুই আর অবশিষ্ট নাই। তথাপি হে মহাভাগ! পুনরায় পুরাণ বৃত্তান্ত কীর্ত্তন কর। ১ ॥

[illegible] আমি আজ কাল তোমার সদৃশ বক্তা দর্শন করি নাই। এরূপ পুরাণ [illegible] কখন আমার কর্ণকুহরে প্রবেশ করে নাই। ২ ॥

সূত কহিলেন, হে মহাভাগ ঋষে! অধ্যায়ের ফলশ্রুতি শ্রবণে পুরাণ শ্রবণের তুল্য ফললাভ হইয়া থাকে। অতএব তাহাই কীর্ত্তন করিতেছি, সংযতচিত্তে সাবধানে শ্রবণ করুন। ৩।

আমি প্রথমতঃ ব্রহ্মখণ্ডে অনির্ব্বচনীয় পরমব্রহ্মের নিরূপণবৃত্তান্ত বর্ণন করিয়াছি। তৎপরে বেদে যে কারণে যেরূপে তাঁহাকে সাকার ও নিরাকার, সগুণ ও নির্গুণ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছে, তাহাও সম্পূর্ণরূপ বিবৃত করিলাম। ৪ ॥

শেষামেব যথাশক্তি তথৈব ধ্যানমেব চ।
গোলোকাদের্ব্বর্ণনঞ্চ ক্রমেণ চ পৃথক্ পৃথক্॥ ৫ ॥
তত্রোপযুক্তোপাখ্যানং যদ্যৎ প্রাসঙ্গিকং দ্বিজ।
জাতীনাং নির্ণয়শ্চৈব শঙ্করাণাং তথৈব চ॥ ৬ ॥
যদ্যদ্বিশিষ্টোপাখ্যানং তত্তৎ প্রশ্নানুরোধতঃ।
রাধামাধবয়োঃ ক্রীড়ামহদ্বিষ্ণোঃ সমুদ্ভবঃ॥ ৭ ॥
নিরূপণঞ্চ বিশ্বেষাং সমাসেন দ্বিজোত্তম।
ব্রহ্মনারদয়োশ্চৈব সম্বাদঃ পরমার্থতঃ॥ ৮ ॥
বিবেকো নারদস্যৈব মুনীন্দ্রস্য তথৈব চ।
আজ্ঞয়া ব্রহ্মণশ্চৈব নরনারায়ণাশ্রমং॥ ৯ ॥
গমনং নারদস্যৈব তেন সার্দ্ধঞ্চ দর্শনং।
তয়োঃ সম্ভাষণঞ্চৈব নারদাত্মনিবেদনং॥ ১০ ॥
এতদেব ব্রহ্মখণ্ডং ক্রমেণোক্তং দ্বিজোত্তম।
শ্রূয়তাং প্রকৃতেঃ খণ্ডং সুধাখণ্ডসমং মুনে॥ ১১ ॥

তাহার পর সেই পরমব্রহ্মের ধ্যানাদি বিষয়ে যতদূর জ্ঞান আছে কহিয়াছি। ক্রমে গোলোক বৃত্তান্তও বর্ণন করিয়াছি। ৫।

তাহার মধ্যে যে যে বিশেষ বিশেষ উপাখ্যানের প্রসঙ্গ হইয়াছে, তাহাও কীর্ত্তন করিয়াছি। প্রথমতঃ ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয়ের বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া তৎপরে বর্ণসঙ্কর বৃত্তান্তও বিবৃত করিয়াছি। তদ্ভিন্ন সে সময় প্রশ্নানুরোধে যে যে উপাখ্যানের প্রসঙ্গ হইয়াছে, তাহাও কহিয়াছি। রাধা ও মাধবের ক্রীড়া এবং মহদ্বিষ্ণুর উৎপত্তি বৃত্তান্ত বর্ণন করিতে ত্রুটি করি নাই। ৬।৭ ॥

তাহার পর বিশ্বের নিরূপণ বৃত্তান্ত সম্পূর্ণরূপে বিবৃত করিয়াছি। ব্রহ্মা ও নারদে, এ সম্বন্ধে যে সকল কথা প্রকাশ হইয়াছিল, তাহাও কহিয়াছি। ৮ ॥

তাহার পর মুনিবর নারদের বিবেক, ব্রহ্মার আদেশক্রমে তাঁহার নরনারায়ণাশ্রমে গমন, তথায় তাহার সাক্ষাৎকার লাভ ও পরস্পরের কথোপকথন এবং নারদের নিকট নরনারায়ণের আত্ম নিবেদন প্রভৃতি সমুদায় বৃত্তান্ত যথাক্রমে ব্রহ্মখণ্ডে বিবৃত করিয়াছি। হে দ্বিজোত্তম! এক্ষণে সুধাখণ্ড সদৃশ প্রকৃতিখণ্ডের বৃত্তান্ত বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন। ৯।১০।১১ ॥

প্রকৃতের্লক্ষণং প্রোক্তং প্রকৃতীনাঞ্চ বর্ণনং।
উপাখ্যানঞ্চ তাসাঞ্চ বর্ণনং পূজনাদিকং ॥ ১২ ॥
লক্ষ্মী সরস্বতী দুর্গা সাবিত্রী রাধিকা তথা।
এতাসাঞ্চরিতঞ্চৈবমন্যাসাঞ্চ পৃথক্ পৃথক্ ॥ ১৩ ॥
উপাখ্যানং মহালক্ষ্ম্যাঃ সরস্বত্যাস্তথৈব চ।
দুর্গায়াঃ সমুপাখ্যানং পরমাদ্ভুতমেব চ।
মহাযুদ্ধঞ্চ সম্বাধে মহেশশঙ্খচূড়য়োঃ ॥ ১৪ ॥
তুলসীকৃষ্ণসম্বাদস্তয়োঃ সম্ভোগএব চ।
নিধনং শঙ্খচূড়স্য শ্রীদাম্নঃ শাপমোক্ষণং ॥ ১৫ ॥
পদপ্রাপ্তিঃ সুরাণাঞ্চ বিপদাং খণ্ডনং তথা।
জীবিনাং মোক্ষবীজঞ্চ গঙ্গোপাখ্যানমীপ্সিতং ॥ ১৬ ॥
তথৈব মনসাখ্যানং পরং হর্ষবিবর্দ্ধনং।
স্বাহা স্বধাখ্যানমেবমন্যাসাঞ্চ নিরূপণং ॥ ১৭ ॥
যদ্যৎ প্রাসঙ্গিকাখ্যানং বহুপ্রশ্নানুরোধতঃ।
প্রোক্তং তৎ প্রকৃতেঃ খণ্ডং খণ্ডং গণপতেঃ শৃণু ॥ ১৮ ॥

প্রকৃতিখণ্ডে প্রথমতঃ প্রকৃতির লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছি। তাহার পর কাহারা প্রকৃতি দেবী, তাহাও বর্ণন করিয়াছি। তৎপরে তাঁহাদিগের উপাখ্যান ও তাঁহাদিগের পূজাদি প্রকরণ বিশেষরূপে বিবৃত হইয়াছে। ১২ ॥

তাহার পর যথাক্রমে লক্ষ্মী, সরস্বতী, দুর্গা, সাবিত্রী ও রাধিকা, এই সমস্ত মূল প্রকৃতি ও অন্যান্য প্রকৃতির বিষয় পৃথক্ পৃথক্ বর্ণন করিয়াছি। ১৩ ॥

মহালক্ষ্মী সরস্বতী ও দুর্গার অত্যাশ্চর্য্য উপাখ্যান এবং মহেশ্বর ও শঙ্খচূড়ের সঙ্কুল সংগ্রাম বিস্তারিতরূপে কীর্ত্তন করিয়াছি। দেবী তুলসী ও শ্রীকৃষ্ণের উপাখ্যান ও তাঁহাদিগের উভয়ের সম্ভোগ কথা, শঙ্খচূড়ের বিনাশ, শ্রীদামের শাপ বিমোচন, দেবগণের স্বপদ প্রাপ্তি ও বিপদ খণ্ডন, জীবগণের মোক্ষলাভের উপায়ভূত একান্ত বাঞ্ছিত গঙ্গোপাখ্যান, হর্ষবর্দ্ধন মনসার উপাখ্যান, স্বাহার উপাখ্যান, স্বধার উপাখ্যান এবং বহুতর প্রশ্নের অনুরোধে

সুগোপ্যং তৎ পুরাণেষু রম্যং রম্যং নবং নবং ।
সুদুর্লভমুপাখ্যানং শ্রোতৃপ্রীতিকরং পরং ॥ ১৯ ॥
প্রোক্তা ক্রীড়া চ পরমা পার্ব্বতীপরমেশয়োঃ ।
স্কন্দোৎপত্তিঃ প্রথমতঃ ক্রীড়াভঙ্গস্তয়োস্তথা ॥ ২০ ॥
পার্ব্বতীতোষণঞ্চৈবমভিমানবিমোক্ষণং ।
পুণ্যকঞ্চ ব্রতং বিষ্ণোর্দেব্যাশ্চরিতমীপ্সিতং ॥ ২১ ॥
বরদানং হরেরেব সুব্রতাং পার্ব্বতীং প্রতি ।
পরমানন্দরূপঞ্চ শিবগেহে মহোৎসবং ॥ ২২ ॥
দেবাদ্যা দদৃশুঃ সর্ব্বে বালং নিত্যমজং বিভুং ।
সত্যস্বরূপং পরমং পরং ব্রহ্মস্বরূপিণং ॥ ২৩ ॥
সর্ব্ববিঘ্নহরং শান্তং দাতারং সর্ব্বসম্পদাং ।
তপসাং জপতপসাং ব্রতানাং ফলদং প্রভুং ॥ ২৪ ॥

প্রসঙ্গক্রমে যে যে উপাখ্যানের আবশ্যক হইয়াছে সে সমস্তই প্রকৃতিখণ্ডে কীর্ত্তন করিয়াছি, এক্ষণে গণপতিখণ্ড কীর্ত্তন করিতেছি, অবহিতচিত্তে শ্রবণ করুন। ১৪।১৫।১৬।১৭।১৮ ॥

এই সকল নব নব রমণীয় উপাখ্যান সকল অতি দুর্লভ এবং পুরাণ মধ্যেই অন্তর্হিত রহিয়াছে। ইহা শ্রবণে শ্রোতাদিগের প্রীতির পরিসীমা থাকে না। ১৯ ॥

এই গণপতিখণ্ডে পার্ব্বতী ও মহেশ্বরের ক্রীড়া, তাঁহাদিগের ক্রীড়াভঙ্গ, গণপতির উৎপত্তি, পার্ব্বতীর প্রীতিসাধন, অভিমান বিমোচন, পুণ্যজনক ব্রতানুষ্ঠান, বিষ্ণুর মহিমা ও দেবীর মহিমা, ব্রহ্মচারিণী, পার্ব্বতীর প্রতি শ্রীহরির বরপ্রদান এবং শিবগৃহে পরমানন্দে মহোৎসব প্রভৃতি বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিয়াছি। ২০।২১।২২ ॥

যাঁহার আদিও নাই, অন্তও নাই, যিনি নিগ্রহও করিতে পারেন, অনুগ্রহও করিতে পারেন, যিনি সত্যস্বরূপ, যিনি সর্ব্বপ্রধান, যিনি পরমব্রহ্ম স্বরূপ, যিনি সকলের সর্ব্বপ্রকার বিঘ্নবিনাশ করেন, যিনি শান্তির নিকেতন, যিনি

অতীব কমণীয়ঞ্চ রমণীয়ঞ্চ যোষিতাং।
প্রাণাধিকপ্রিয়তমং পার্ব্বতীপরমেশয়োঃ ॥ ২৫ ॥
পরমাত্মস্বরূপঞ্চ ভগবন্তং সনাতনং।
সর্ব্বেশং সর্ব্ববীজঞ্চ সাক্ষান্নারায়ণাত্মকং ॥ ২৬ ॥
যদ্দর্শনাচ্চ স্তবনাৎ প্রণামাৎ পূজনাত্তথা।
ধ্যানাচ্চ ধ্যাননিষ্ঠাতং জন্মকোট্যঘনাশনং ॥ ২৭ ॥
কার্ত্তিকোদ্ধরণং প্রোক্তং তস্যাভিষেকমেব চ।
গণেশপূজনঞ্চৈব সর্ব্ববিঘ্নবিনাশনং ॥ ২৮ ॥
জমদগ্নেশ্চ যুদ্ধঞ্চ কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনেন চ।
সুরভীহরণঞ্চৈব নিধনঞ্চ মুনেস্তথা ॥ ২৯ ॥
পতিব্রতারেণুকায়াশ্চিতারোহণমেব চ।
প্রতিজ্ঞানং ভৃগোশ্চৈব দারুণঞ্চ সুদুষ্করং ॥ ৩০ ॥
নিঃক্ষত্রীকরণঞ্চৈবমেকবিংশবিধং দ্বিজ।
সম্বাদজ্ঞানলাভঞ্চ গণেশপশুরামযোঃ ॥ ৩১ ॥

সকলের সর্ব্বপ্রকার সম্পদের দাতা, যিনি কি তপ, কি জপ, কি যজ্ঞ, কি ব্রত সর্ব্বপ্রকার শুভকর্ম্মের ফলদাতা, যিনি কামিনীগণের কমনীয় ও রমণীয়, যিনি পার্ব্বতী ও মহেশ্বরের প্রাণ হইতেও প্রিয়তম, যিনি পরমাত্মস্বরূপ সনাতন ভগবান, যিনি সকলের প্রধান, সকলের বীজ, যিনি সাক্ষাৎ নারায়ণস্বরূপ, যাঁহার দর্শনে যাঁহার স্তবনে যাঁহাকে প্রণামে, যাঁহার পূজনে ও যাঁহার ধ্যানে কোটি জন্মজনিত পাপরাশির বিনাশ হয়, সেই সর্ব্বেশ্বরের দেবাদিগণ কর্ত্তৃক বালভাবে দর্শন বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়াছি। ২৩।২৪।২৫।২৬।২৭ ॥

তাহার পর কার্ত্তিকের উদ্ধার ও তাঁহার অভিষেক, গণপতির পূজা ও তাঁহার বিঘ্নবিনাশক শক্তি, কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের সহিত জমদগ্নির যুদ্ধ, সুরভীহরণ, মুনিবরের বিনাশসাধন, পতিব্রতা রেণুকার চিতারোহণ, জমদগ্নির অতি কঠোর সুদারুণ প্রতিজ্ঞা ও তাঁহার এক বিংশতিবার পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয়করণ,

তয়োর্যুদ্ধং দারুণঞ্চ হেরম্বদন্তভঞ্জনং।
দুর্গায়াশ্চ বিলাপশ্চ অভিশাপো ভৃগুং প্রতি ॥ ৩২ ॥
স্মরণে পর্শুরামস্যাপ্যাবির্ভাবো হরেরপি।
পার্ব্বতীং বোধয়ামাস স্বয়ং নারায়ণঃ প্রভুঃ ॥ ৩৩ ॥
বর্ণনং শিবলোকস্য পরমাশ্চর্য্যমীপ্সিতং।
প্রদত্তং পর্শুরামায় মহেন্দ্রং শঙ্করেণ চ ॥ ৩৪ ॥
মন্ত্রঞ্চ কবচঞ্চৈব কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ।
বরদানং ভয়ঞ্চৈব প্রদাতা সর্ব্বসম্পদাং ॥ ৩৫ ॥
ত্রিঃসপ্তকৃত্য ভূপালনিধনঞ্চ চকার সঃ।
কৃতঞ্চ ভৃগুণা বিপ্র ভুবশ্চ ভারমোক্ষণং।
প্রশ্নানুরোধক্রমতো পূর্ব্বোপাখ্যানমেব চ ॥ ৩৬ ॥
প্রোক্তং গণপতেঃ খণ্ডং সমাসেন দ্বিজোত্তম।
শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডঞ্চ শ্রূয়তাং সাবধানতঃ ॥ ৩৭ ॥
জন্মমৃত্যুজরাব্যাধিহরং মোক্ষকরং পরং।
হরিদাস্যপ্রদং শুদ্ধং সুশ্রাব্যঞ্চ সুধোপমং ॥ ৩৮ ॥

গণেশ ও পরশুরামের সংবাদ ও পরশুরামের যুদ্ধ, গজাননের দন্তভঙ্গ, দুর্গার বিলাপ, ভার্গবের প্রতি তাঁহার অভিশাপ, স্মরণমাত্র পরশুরামের নিকট হরির আগমন, পার্ব্বতীর প্রতি শ্রীহরির প্রবোধ প্রদান, অত্যাশ্চর্য্য, অতীব বাঞ্ছিত শিবলোক, বর্ণন, শঙ্কর কর্তৃক পরশুরামকে কৃষ্ণমন্ত্র, কৃষ্ণকবচ ও বরদান একবিংশতিবার পরশুরামের ক্ষত্রিয় নিধন ও পৃথিবীর ভার বিমোচন এবং প্রশ্নানুরোধে অন্যান্য পূর্ব্বতন উপাখ্যান সকল কীর্ত্তন করিয়াছি। ২৮।২৯।৩০।৩১।৩২।৩৩।৩৪।৩৫।৩৬ ॥

হে দ্বিজবর! এই ত গণপতিখণ্ডের বৃত্তান্ত সকল সর্ব্বতোভাবে বর্ণন করিলাম, এক্ষণে শ্রীকৃষ্ণ জন্মখণ্ডের বিবরণ সকল বিবৃত করিতেছি, অবহিত চিত্তে শ্রবণ করুন। ৩৭ ॥

এই জন্মখণ্ড বৃত্তান্ত শ্রবণ করিলে জন্ম, মৃত্যু জরা ও ব্যাধিভয় থাকে না,

অথ পূর্ব্বমুপাখ্যানং রম্যং রম্যং নবং নবং।
ন শ্রুতং জন্মনা যদ্যং স্বাদু স্বাদু পদে পদে ॥ ৩৯ ॥
প্রদীপং সর্ব্বতত্ত্বানাং ভবাব্ধিতারণং পরং।
কর্ম্মোপভোগরোগাণাং মর্দ্দনঞ্চ রসায়নং ॥ ৪০ ॥
শ্রীকৃষ্ণচরণাম্ভোজপ্রাপ্তিসোপানকারণং।
জীবনং বৈষ্ণবানাঞ্চ জগতাং পাবনং পরং ॥ ৪১ ॥
প্রথমে নারদপ্রশ্নং মুনিং নারায়ণং প্রতি।
প্রত্যুত্তরং মহর্ষেশ্চ বচনং নারদং প্রতি ॥ ৪২ ॥
বিষ্ণুবৈষ্ণবয়োশ্চৈব সুপ্রশংসানিরূপণং।
শ্রীদামরাধাকলহবর্ণনং দারুণং দ্বিজ ॥ ৪৩ ॥
তয়োঃ শাপপ্রকথনং গোলোকভেদকারণং।
বিরজায়াস্তনুত্যাগঃ কথিতঃ পুরমাদ্ভুতং ॥ ৪৪ ॥
নদ্যা জন্ম প্রকথনং গোপীনাং বর্জ্জনস্তথা।
কৃষ্ণনদ্যোর্ম্মৈথুনঞ্চ সমুদ্রাণাঞ্চ জন্ম তং ৪৫ ॥

প্রত্যুতঃ মোক্ষ ও হরিদাস্য লাভ হইয়া থাকে। ইহার মত পবিত্র সুধাসদৃশ সুমধুর ও সুশ্রাব্য আর কিছুই নাই। ৩৮ ॥

ইহাতে অতি অপূর্ব্ব অতি রমণীয় নূতন নূতন উপাখ্যান সকল বর্ণিত হইয়াছে। অধিক কি, কোন জন্মেও এরূপ সুমধুর কথা শ্রুতিগোচর হয় নাই। যতই শ্রবণ কর, ততই শ্রবণপিপাসার বাহুল্য হইয়া থাকে। ৩৯ ॥

ইহা সর্ব্ব প্রকার তত্ত্বজ্ঞানের প্রদীপ স্বরূপ, ভবপারাবারের উপায় স্বরূপ, অপকর্ম ও রোগভোগের শোধন ও রসায়ন স্বরূপ, শ্রীকৃষ্ণের চরণকমল প্রাপ্তির সোপানস্বরূপ, বৈষ্ণবগণের জীবনস্বরূপ ও জগতের পরম পাবন স্বরূপ। ৪০-৪১ ॥

ইহাতে প্রথমতঃ নারায়ণের নিকট মুনিবর নারদের প্রশ্ন, তৎপরে দেবর্ষি নারদের প্রতি নারায়ণের প্রত্যুত্তর, বিষ্ণু ও বৈষ্ণবগণের প্রশংসা কীর্ত্তন, শ্রীদাম ও রাধার নিদারুণ কলহবর্ণন, তাঁহাদিগের উভয়ের পরস্পরের প্রতি গোলোক ভেদ করিয়া শাপ প্রদান, বিরজা নাম্নী নদীতীরে অতি অদ্ভুত দেহত্যাগ বিবরণ, বিরজার উৎপত্তি কথন, গোপীবর্জ্জন, কৃষ্ণ ও নদী উভ-

প্রোক্তঞ্চ পরমাখ্যানং ততস্তেষাং বিসর্জ্জনং।
ব্রহ্মণা প্রার্থিতস্যৈব হরের্জ্জন্ম মহীতলে ॥ ৪৬ ॥
প্রোক্তঞ্চ জন্মখণ্ডে চ পরমাদ্ভুতমেব চ।
আবির্ভাবো হরেরেব বসুদেবস্য মন্দিরে ॥ ৪৭ ॥
কংসাসুরভয়েনৈব গোকুলে গমনং হরেঃ।
বৃকভানুসুতা রাধা শ্রীদামশাপতো [illegible] ॥ ৪৮ ॥
বালক্রীড়াবর্ণনঞ্চ গোকুলে পরমাত্মনঃ।
দৈত্যাদিনিধনঞ্চৈব কীর্ত্তিতং হরিণা তথা ॥ ৪৯ ॥
গর্গস্যাগমনং প্রোক্তং শুভান্নপ্রাশনং হরেঃ॥
নিধনং পূতনায়াশ্চ সদ্যঃ শকটভঞ্জনং ॥ ৫০ ॥
শ্রীকৃষ্ণবন্ধমোক্ষঞ্চ জমলার্জ্জুনভঞ্জনং।
ত্রৈলোক্যদর্শনং [illegible] গোবৎসহরণং তথা ॥ ৫১ ॥
কৃত্বা গোবৎসনির্ম্মাণং ব্রহ্মণঃ স্তবনং হরেঃ।
সহসা গোকুলং ত্যক্ত্বা পুণ্যং বৃন্দাবনং বনং ॥ ৫২ ॥
ভয়াজ্জগাম নন্দশ্চ সার্দ্ধঞ্চ নন্দনেন চ।
বৃন্দাবনস্য নির্ম্মাণং প্রোক্তঞ্চ পরমাদ্ভুতং ॥ ৫৩ ॥

য়ের সঙ্গম, সমুদ্রের উৎপত্তি, তাহার পর তাহাদিগের বিসর্জ্জন ব্রহ্মার প্রার্থনানুসারে ভূতলে শ্রীহরির অত্যাশ্চর্য্য জন্মবিবরণ ও বসুদেবগৃহে আবির্ভাব জন্মখণ্ডে বর্ণিত হইয়াছে। ৪২।৪৩।৪৪।৪৫।৪৬।৪৭ ॥

তাহার পর কংসের ভয়ে শ্রীহরির গোকুলে গমন, শ্রীদামের শাপনিবন্ধন বৃকভানুনন্দিনী হইয়া শ্রীরাধার জন্মগ্রহণ, পরমাত্মা কৃষ্ণের গোকুলে বাল্যক্রীড়া, দৈত্যাদি নিধন, মুনিবর গর্গের গোকুলে আগমন ও শ্রীকৃষ্ণের অন্নপ্রাশন, পূতনা নিধন, সদ্যশকট ভঙ্গ, বন্ধনমুক্তি, যমলার্জ্জুনভঙ্গ, মুখবিবরে ত্রিলোক প্রদর্শন, গোবৎস হরণ, পুনর্ব্বার গোবৎসের সৃষ্টিকরণ, ব্রহ্মার উদ্দেশে স্তবপাঠ, সহসা গোকুল পরিত্যাগ করিয়া পবিত্রধাম বৃন্দাবনে গমন, ভয়ে শ্রীকৃষ্ণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ নন্দের তথায় গমন, অত্যাশ্চর্য্য বৃন্দাবন

সর্ব্বৈশ্চ বালকৈঃ সার্দ্ধং তত্র সংক্রীড়নং হরেঃ।
সদন্নং ব্রাহ্মণীনাঞ্চ ভোজনং কথিতং হরেঃ ॥ ৫৪ ॥
বরদানঞ্চ তাসাঞ্চ প্রাক্তনেন নিরূপিতং।
স্বর্ণানাং বর্ণনঞ্চৈব বস্ত্রাপহরণং তথা ॥ ৫৫ ॥
বরদানঞ্চ গোপীনাং কৃষ্ণেনৈব কৃতং দ্বিজ।
কাত্যায়নীব্রতং প্রোক্তং শ্রীদুর্গাপূজনং তথা ॥ ৫৬ ॥
পার্ব্বত্যা চ বরো দত্তো গোপীভ্যো যমুনাতটে।
তালানাং ভক্ষণং প্রোক্তং শক্রযাগবিমর্দ্দনং ॥ ৫৭ ॥
রাধায়াঃ সহ কৃষ্ণস্য বিবাহোন্মীলনং তথা।
গোপীক্রীড়া চ সংপ্রোক্তা কৃষ্ণক্রোড়ে চ রাধিকা ॥৫৮॥
ছায়াবিধানং গেহে চ সংপ্রোক্তা মায়য়া হরেঃ।
শৃঙ্গারং ষোড়শবিধং কৃত্বা তং রাসমণ্ডলে ॥ ৫৯ ॥
অন্তর্দ্ধানং হরেরেব রাধয়া সহ কাননে।
মলয়াগমনঞ্চৈব তয়া সার্দ্ধং দ্বিজোত্তম ॥ ৬০ ॥
রাধামাধবয়োশ্চৈব সম্বাদস্তত্র নিশ্চিতঃ।
কৈবল্যমপি গোপীনাং প্রোক্তং নানাবিধং মুনে ॥ ৬১ ॥

নির্ম্মাণ, তথায় সমবয়স্ক বালকগণের প্রদত্ত অন্নভোজন এবং তদুপলক্ষে তাহাদিগকে বরদান, স্বর্গের বৃত্তান্ত ও গোপীগণের বস্ত্রহরণ বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়াছি। ৪৮।৪৯।৫০।৫১।৫২।৫৩।৫৪।৫৫।

তাহার পর গোপীগণকে বরপ্রদান, কাত্যায়নী ব্রত, শ্রীদুর্গার অর্চ্চনা, যমুনাতটে পার্ব্বতী কর্ত্তৃক গোপীগণের বরদান, কৃষ্ণের তাল ভক্ষণ, ইন্দ্রযাগ বৃথাকরণ, শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণের বিবাহ ও মিলন, রাধাকে ক্রোড়ে লইয়া গোপীগণের সহিত ক্রীড়া, মায়া বিস্তার করিয়া গৃহে ছায়া বিধান, রাসমণ্ডলে ষোড়শবিধ শৃঙ্গার, বনমধ্য হইতে রাধার সহিত অন্তর্ধান এবং তাঁহার সহিত মলয়া পর্ব্বতে গমনবৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিয়াছি। ৫৬।৫৭।৫৮।৫৯।৬০ ॥

তৎপরে রাধামাধব সংবাদ গোপীগণের মুক্তি প্রদান, পুনরায় পবিত্র

পুনরাগমনঞ্চৈব পুণ্যং বৃন্দাবনং বনং।
শ্রীকৃষ্ণদর্শনঞ্চৈব গোপীনাং হর্ষবর্দ্ধনং।
নানাপ্রকারক্রীড়া চ প্রোক্তা তস্য জলে স্থলে ॥ ৬২ ॥
গোপীনামপি সৌভাগ্যং রাধায়াশ্চ বিশেষতঃ।
প্রোক্তং ব্যাসেন সৌন্দর্য্যং রম্যং রম্যং নবং নবং ॥ ৬৩ ॥
নভঃ স্থিতানাং দেবানাং দর্শনং প্রোক্তমেব চ।
মনসস্খলনঞ্চৈব দেবীনাং রাসমণ্ডলে ॥ ৬৪ ॥
মথুরাবেশনং প্রোক্তং নিধনং রজকস্য চ।
কুব্জয়া সহ সম্ভোগস্তস্যা মোক্ষণমেব চ ॥ ৬৪ ॥
প্রসাদনং কুবিন্দস্য মালাকারস্য মোক্ষণং।
ধনুষো ভঞ্জনং শম্ভোর্হস্তিনো নিধনং তথা ॥ ৬৬ ॥
সভাপ্রবেশনং প্রোক্তং তদ্বন্ধূনাং বিলাপনং।
সংকারং তস্য বিধিবৎ রাজত্বং তৎপিতুস্তথা ॥ ৬৭ ॥
বিলাপনঞ্চ নন্দস্য স্তবনং পরমাদ্ভুতং।
প্রোক্তস্তয়োশ্চ সম্বাদো নির্জ্জনে তাতপুত্রয়োঃ ॥ ৬৮ ॥
পরমাধ্যাত্মিকং দত্তং নন্দায় জগতাং পতিঃ।
মুনীনাং গমনঞ্চৈব ধন্যোপাখ্যানমুত্তমং ॥ ৬৯ ॥

বৃন্দাবনে আসিলেন, অতীব আনন্দজনক গোপীগণের পুনর্ব্বার শ্রীকৃষ্ণ দর্শন, জলে স্থলে গোপীগণের সহিত নানাপ্রকার ক্রীড়া, গোপীগণের বিশেষতঃ রাধার সৌভাগ্য কীর্ত্তন প্রভৃতি নানাবিধ নূতন নূতন অতি রমণীয় বৃত্তান্ত সকল বিশেষরূপে বিবৃত করিয়াছি। ৬১ ৬২। ৬৩ ॥

তাহার পর নভোমণ্ডলস্থিত দেবগণের দর্শন, রাসমণ্ডপে রাসক্রীড়া দর্শনে দেবীগণের মনস্খলন, শ্রীকৃষ্ণের মথুরায় প্রবেশ, রজকের নিধন, কুব্জার সহিত সম্ভোগ ও তাহাকে মুক্তিপ্রদান, কুবিন্দ মালাকারের প্রতি প্রসন্নতা ও তাহাকে মোক্ষদান, হরধনু ভঙ্গীকরণ, দ্বারস্থ মাতঙ্গের বধসাধন, কংসের সভায় প্রবেশ ও তাহার নিধন, তাহার বন্ধুগণের বিলাপ, তাহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাপন ও তাহার পিতাকে রাজ্যদান, নন্দের বিলাপ ও অদ্ভুত স্তব, নির্জ্জনে পিতাপুত্রের সম্বাদ, এবং তৎপরে জগৎপতি শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক গোপবর নন্দকে পরম আধ্যাত্মিক যোগ প্রদান এবং তৎপরে মুনিগণের গমন, এবং অতি উৎকৃষ্ট ও অতি দুর্লভ ধন্যোপাখ্যান অতি সুন্দররূপে কীর্ত্তন করিয়াছি। ৬৪। ৬৫। ৬৬।৬৭ ৬৮।৬৯ ॥

কথিতং সুকুমারেণ প্রোক্তমেব সুমঙ্গলং।
উদ্ধবাগমনঞ্চৈব রাধাস্থানঞ্চ নির্জ্জনং ॥ ৭০ ॥
জ্ঞানং তয়োশ্চ সম্বাদে প্রোক্তমেব শুভাবহং।
যজ্ঞোপবীতং কৃষ্ণস্য বিদ্যাদানং গুরোর্গৃহে ॥ ৭১ ॥
মৃতপুত্রপ্রদানঞ্চ প্রোক্তং তদ্গুরবে পুরা।
জরাসন্ধস্য দমনং নিধনং যবনস্য চ ॥ ৭২ ॥
প্রোক্তং দ্বারকানির্ম্মাণং বিশ্বকার্বোর্দ্ধমং তথা।
দ্বারকাবেশনং প্রোক্তমুগ্রসেনবিলাপনং ॥ ৭৩ ॥
রুক্মিণীহরণঞ্চৈব পারিজাতস্য স্বর্গতঃ।
কুরুপাণ্ডবযুদ্ধে চ ভুবশ্চ ভারমোক্ষণং ॥ ৭৪ ॥
উষায়া হরণং প্রোক্তং বাণস্য ভুজকৃন্তনং।
বলেশ্চ স্তবনং প্রোক্তমনিরুদ্ধস্য বিক্রমং ॥ ৭৫ ॥
রাধাযশোদাসম্বাদঃ প্রোক্তঃ পরমমঙ্গলঃ।
মোক্ষণঞ্চ শৃগালস্য প্রোক্তঞ্চ পরমাদ্ভুতং ॥ ৭৬ ॥
তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গেন গণেশপূজনং তথা।
দর্শনং রাধিকাসার্দ্ধং কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ ॥ ৭৭ ॥

তাহার পর রাধার নিকট নির্জ্জনে উদ্ধবের আগমন, তাঁহাদিগের উভয়ের কথোপকথনে অতি শুভকর জ্ঞান প্রদান, শ্রীকৃষ্ণের যজ্ঞোপবীত, গুরুগৃহে গমন ও বিদ্যালাভ, গুরুদেবকে মৃতপুত্র প্রদান, জরাসন্ধ দমন, কালযবনের নিধন, দ্বারকা নির্ম্মাণ, বিশ্বশিল্পী ত্বষ্টার গর্ব্ব খর্ব্ব, দ্বারকাপ্রবেশ, উগ্রসেনের বিলাপ, রুক্মিণী হরণ, স্বর্গ হইতে পারিজাত আনয়ন, কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধযোজনা করিয়া দিয়া পৃথিবীর ভার মোচন, উষাহরণ, বাণের ভুজচ্ছেদ, বলির স্তব, অনিরুদ্ধের পরাক্রম, রাধা যশোদা সংবাদ, অতি অদ্ভুত শৃগালের মুক্তি, তীর্থযাত্রা প্রসঙ্গে গণেশপূজা, রাধিকার সহিত শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ

রাধায়া দর্শনং দেব্যা রাধাতেজঃপ্রকাশনং।
রাধায়া রমণং তীর্থে ভ্রমণং রহসি স্মৃতং ॥ ৭৮ ॥
নিধনং যদুবংশানাং ব্রহ্মশাপেন শৌনক।
মোক্ষণং পাণ্ডবানাঞ্চ স্বপদং গমনং হরেঃ ॥ ৭৯ ॥
বিবাহো নারদস্যেবোৎপত্তির্বহ্নিস্বর্ণয়োঃ।
প্রোক্তং সর্ব্বং মহাভাগ পুনরেব সমাসতঃ ॥ ৮০ ॥
চতুষ্খণ্ডং পুরাণঞ্চ ব্রহ্মবৈবর্ত্তমেব চ।
অতঃপরং মুনিশ্রেষ্ঠ কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি ॥ ৮১ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে কৃষ্ণজন্মখণ্ডে বানুক্রমণিকং নাম দ্বাত্রিংশদধিকশতকোঽধ্যায়ঃ।

রাধার সহিত দেবীর সাক্ষাৎ, রাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণের রমণ ও তীর্থভ্রমণ, ব্রহ্মশাপে যদুবংশ নিধন, পাণ্ডবগণের মোক্ষলাভ, শ্রীহরির স্বস্থানে প্রস্থান, নারদের বিবাহ, অগ্নি ও স্বর্ণের উৎপত্তি এই সমস্ত বিষয়ই পুনরায় কীর্ত্তন করিলাম, হে মহাভাগ! ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ চারি খণ্ডে বিভক্ত, এক্ষণে আর কি শ্রবণ করিতে অভিলাষ হইয়, ব্যক্ত করুন। ৭০।৭১।৭২।৭৩।৭৪।৭৫।৭৬।৭৭।৭৮।৭৯।৮০।৮১ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্ত মহাপুরাণের অনুক্রমনিকা নামক দ্বাত্রিংশদধিক শততম অধ্যায় সম্পূর্ণ।

ত্রয়োস্ত্রিংশদধিক শততমোঽধ্যায়ঃ।

শৌনক উবাচ।

অদ্য মে সফলং জন্ম জীবিতঞ্চ সুজীবিতং।
যৎফলং ব্রহ্মবৈবর্ত্তং নির্ব্বিঘ্নং মোক্ষকারণং ॥ ১ ॥
অভয়ং দেহি হে বৎস হে তাত মহ্যমেব চ।
তদা নিবেদনং কিঞ্চিদস্তীতি চ করোম্যহং ॥ ২ ॥

সূত উবাচ।

ত্যজ ভীতিং মহাভাগ প্রশ্নং কুরু যদীচ্ছসি।
সর্ব্বং তে কথয়িষ্যামি যদ্যদ্গোপ্যং মনোহরং ॥ ৩ ॥

শৌনক উবাচ।

অধুনা শ্রোতুমিচ্ছামি পুরাণানাঞ্চ লক্ষণং।
সংখ্যানমপি তেষাঞ্চ ফলমস্যৈব পুত্রক ॥ ৪ ॥

সূত উবাচ।

বিস্তরাণি পুরাণানি চেতিহাসাশ্চ শৌনক।
সংহিতা পঞ্চরাত্রাণি কথয়ামি যথাগমং ॥ ৫ ॥

মুনিবর শৌনক কহিলেন, বৎস! আজি আমার জীবন সার্থক ও জন্ম সফল হইল। আজি আমি নির্ব্বিঘ্নে মোক্ষ নিদান ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ শ্রবণের ফললাভ করিলাম। ১ ॥

হে তাত! হে বৎস! যদি আমাকে অভয় প্রদান কর, তাহা হইলে কিছু নিবেদন আছে, নিবেদন করি। ২ ॥

সূত কহিলেন, হে মহাভাগ! ভয় পরিত্যাগ করুন। ইচ্ছামত প্রশ্ন জিজ্ঞাসায় কুণ্ঠিত হইবার প্রয়োজন নাই। আপনার নিকট কোনও গোপনীয় বিষয় প্রকাশ করিবার বাধা নাই। ৩ ॥

শৌনক কহিলেন, বৎস! তবে এক্ষণে পুরাণের লক্ষণ, পুরাণের সংখ্যা ও পুরাণশ্রবণের ফলশ্রুতি শ্রবণ করিতে বাসনা করি। ৪ ॥

সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশো মন্বন্তরাণি চ।
বংশানুচরিতং বিপ্র পুরাণং পঞ্চলক্ষণং ॥ ৬ ॥
এতদুপপুরাণানাং লক্ষণঞ্চ বিদুর্ব্বুধাঃ।
মহতাঞ্চ পুরাণানাং লক্ষণং কথয়ামি তে ॥ ৭ ॥
সৃষ্টিশ্চাপি বিসৃষ্টিশ্চ স্থিতিস্তাসাঞ্চ পালনং।
কর্ম্মণাং বাসনাবার্ত্তামনূনাঞ্চ ক্রমেণ চ ॥ ৮ ॥
বর্ণনং প্রলয়ানাঞ্চ মোক্ষস্য চ নিরূপণং।
উৎকীর্ত্তনং হরেরেব দেবানাঞ্চ পৃথক্ পৃথক্ ॥ ৯ ॥
লক্ষণঞ্চ দশবিধং মহতাং পরিকীর্ত্তিতং।
সংখ্যানঞ্চ পুরাণানাং নিবোধ কথয়ামি তে ॥ ১০ ॥
পরং ব্রহ্মপুরাণঞ্চ সহস্রাণাং দশৈব তু।
পঞ্চোনষষ্টিসাহস্রং সার্দ্ধমেব প্রকীর্ত্তিতং ॥ ১১ ॥

সূত কহিলেন, মহর্ষে! পুরাণ, ইতিহাস, সংহিতা, নারদ পঞ্চরাত্র, প্রভৃতি যতদূর জানি বিস্তারিত কহিতেছি শ্রবণ করুন। ৫ ॥

সর্গ অর্থাৎ সৃষ্টি, প্রতিসর্গ অর্থাৎ প্রলয়, বংশ অর্থাৎ সূর্য্যবংশ চন্দ্রবংশ প্রভৃতি, মন্বন্তর অর্থাৎ ক্রমান্বয়ে চতুর্দ্দশ মনুর বর্ণন, এবং বংশানুচরিত—অর্থাৎ নানাবংশীয় ব্যক্তিদিগের চরিত বর্ণন, এই পাঁচ পুরাণের লক্ষণ। ৬ ॥

পণ্ডিতগণ উপপুরাণেরও ঐ পাঁচ লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন, এক্ষণে মহাপুরাণের লক্ষণ সকল নির্দ্দেশ করিতেছি শ্রবণ করুন। ৭ ॥

সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়, লোকপালন, বাসনা বর্ণন, বৃত্তান্ত বর্ণন, মনুকীর্ত্তন, প্রলয়কীর্ত্তন, মোক্ষনিরূপণ, হরিগুণকীর্ত্তন ও দেবচরিতবর্ণন, মহাপুরাণের এই দশ লক্ষণ। এক্ষণে মহাপুরাণের সংখ্যা, কত, নির্দ্দেশ করিতেছি শ্রবণ করুন। ৮।৯।১০ ॥

ব্রহ্মপুরাণ সকল পুরাণের শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ আদি। ইহার শ্লোকসংখ্যা দশসহস্র। পদ্মপুরাণ পঞ্চাধিক পঞ্চাশত সহস্র শ্লোকে পরিপূর্ণ। ১১ ॥

ত্রয়োবিংশতিসাহস্রং বৈষ্ণবঞ্চ বিদুর্ব্বুধাঃ
চতুর্ব্বিংশতিসাহস্রং শৈবমেব নিরূপিতং ॥ ১২ ॥
গ্রন্থোঽষ্টাদশসাহস্রং শ্রীমদ্ভাগবতং বিদুঃ।
পঞ্চবিংশতিসাহস্রং নারদীয়ং প্রকীর্ত্তিতং ॥ ১৩ ॥
মার্কণ্ডং নবসাহস্রং পুরাণং পণ্ডিতা বিদুঃ।
চতুঃশতাধিকং পঞ্চদশসাহস্রমেব চ ॥ ১৪ ॥
পরমগ্নিপুরাণঞ্চ রুচিরং পরিকীর্ত্তিতং।
চতুর্দ্দশসহস্রাণি পরং পঞ্চশতাধিকং।
পুরাণপ্রবরঞ্চৈব ভবিষ্যং পরিকীর্ত্তিতং ॥ ১৫ ॥
অষ্টাদশসহস্রঞ্চ ব্রহ্মবৈবর্ত্তমীপ্সিতং।
সর্ব্বেষাঞ্চ পুরাণানাং সারমেব বিদুর্ব্বুধাঃ ॥ ১৬ ॥
একাদশসহস্রঞ্চ পরং লিঙ্গপুরাণকং।
চতুর্ব্বিংশতিসাহস্রং বারাহং পরিকীর্ত্তিতং ॥ ১৭ ॥

বিষ্ণুপুরাণের শ্লোকসংখ্যা ত্রয়োবিংশতি সহস্র। শিবপুরাণ চতুর্ব্বিংশতি সহস্র শ্লোকে সম্পূর্ণ হইয়াছে। ১২ ॥

শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণের শ্লোকসংখ্যা অষ্টাদশ সহস্র। নারদীয় পুরাণ পঞ্চবিংশতি সহস্র শ্লোকে পরিসমাপ্ত হইয়াছে। ১৩ ॥

মার্কণ্ডেয় পুরাণের শ্লোকসংখ্যা নব সহস্র। অগ্নিপুরাণ অতি উৎকৃষ্ট ও মনোহর, ইহার শ্লোকসংখ্যা চতুঃশতাধিক পঞ্চদশ সহস্র। ১৪ ॥

ভবিষ্যপুরাণকে পুরাণপ্রবর বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ইহার শ্লোক সংখ্যা পঞ্চশতাধিক চতুর্দ্দশ সহস্র। ১৫ ॥

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ অষ্টাদশসহস্রশ্লোকে পরিপূর্ণ হইয়াছে। পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন, ইহা অতি মনোহর ও সকল পুরাণের সার। ১৬ ॥

লিঙ্গপুরাণের শ্লোক সংখ্যা একাদশ সহস্র। বরাহপুরাণ চতুর্ব্বিংশতি সহস্র শ্লোকে সম্পূর্ণ। ১৭ ॥

একাশীতিসহস্রঞ্চ পরমেব শতাধিকং।
বরং স্কন্দপুরাণঞ্চ সদ্ভিরেব নিরূপিতং॥ ১৮॥
বামনং দশসাহস্রং কৌর্ম্মং সপ্তদশৈব তু।
মাৎস্যং চতুর্দ্দশং প্রোক্তং পুরাণং পণ্ডিতৈস্তথা॥ ১৯॥
ঊনবিংশতিসাহস্রং গারুড়ং পরিকীর্ত্তিতং।
পরং দ্বাদশসাহস্রং ব্রহ্মাণ্ডং পরিকীর্ত্তিতং॥ ২০॥
এবং পুরাণসংখ্যানং চতুর্লক্ষমুদাহৃতং।
অষ্টাদশপুরাণানাং নাম চৈতংবিদুর্ব্বুধাঃ॥ ২১॥
এবং চোপপুরাণানামষ্টাদশ প্রকীর্ত্তিতাং।
ইতিহাসো ভারতঞ্চ বাল্মীকিকাব্যমেব চ॥ ২২॥
পঞ্চকং পঞ্চরাত্রাণাং কৃষ্ণমাহাত্ম্যপূর্ব্বকং।
বাশিষ্ঠং নারদীয়ঞ্চ কাপিলং গৌতমীয়কং॥ ২৩॥

পণ্ডিতগণ স্কন্দ পুরাণের শ্লোকসংখ্যা শতাধিক একাশীতি সহস্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ১৮॥

বামনপুরাণ দশসহস্রে, কূর্ম্মপুরাণ সপ্তদশ সহস্রে, মৎস্যপুরাণ চতুর্দ্দশ সহস্র শ্লোকে পরিসমাপ্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। ১৯॥

গরুড় পুরাণের শ্লোকসংখ্যা ঊনবিংশতি সহস্র এবং ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ দ্বাদশ সহস্র শ্লোকে পরিসমাপ্ত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ২০॥

মহর্ষে! পণ্ডিতগণ এইরূপে সমুদায় পুরাণের শোকসংখ্যা চারি লক্ষ, এবং এই সকল পুরাণের ক্রমান্বয়ে নাম নির্দ্দেশ করিয়া অষ্টাদশ সংখ্যায় বিভক্ত করিয়াছেন। ২১॥

এই প্রকারে উপপুরাণেরও সংখ্যা অষ্টাদশ। ভারত ইতিহাস এবং বাল্মীকি রামায়ণ কাব্য বলিয়া নির্দ্দেশিত হইয়াছে। ২২॥

পঞ্চরাত্র কৃষ্ণমাহাত্ম্যে পরিপূর্ণ। বশিষ্ঠ, নারদ, কপিল, গোতম ও সনৎকুমার এই পাঁচ মহাভাগ এই পঞ্চরাত্র প্রণয়ন করিয়াছেন। ২৩॥

পরং সনৎকুমারীয়ং পঞ্চরাত্রঞ্চ পঞ্চকং।
পঞ্চমীসংহিতানাঞ্চ কৃষ্ণভক্তিসমন্বিতা।
ব্রহ্মণশ্চ শিবস্যাপি প্রহ্লাদস্য তথৈব চ ॥ ২৪ ॥
গৌতমস্য কুমারস্য সংহিতাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ।
ইতি তে কথিতং সর্ব্বং ক্রমেণ চ পৃথক্ পৃথক্ ॥ ২৫ ॥
অন্যেবং বিপুলং শাস্ত্রং সমাপিচ যথাগমং।
উবাচেদং পুরাণঞ্চ গোলোকে রাসমণ্ডলে ॥ ২৬ ॥
শ্রীকৃষ্ণো ভগবান্ সাক্ষাৎ ব্রহ্মাণঞ্চ স্বভক্তকং।
ব্রহ্মা ধর্ম্মঞ্চ ধার্ম্মিষ্ঠং ধর্ম্মো নারায়ণং মুনিং ॥ ২৭ ॥
নারায়ণো নারদঞ্চ নারদোমাঞ্চ ভক্তকং।
অহং ত্বাঞ্চ মুনিশ্রেষ্ঠং বরিষ্ঠং কথয়ামি তৎ ॥ ২৮ ॥
সুদুর্লভং পুরাণঞ্চ ব্রহ্মবৈবর্ত্তমীপ্সিতং।
প্রোক্তং তত্রৈব বিশ্বৌঘং জীবিনাং পরমাত্মকং ॥ ২৯ ॥
তদ্ব্রহ্ম সাক্ষিরূপঞ্চ কর্ম্মণামেব কর্ম্মণাং।
তদ্ব্রহ্ম বিবৃতং যত্র তদ্বিভূতি মনুত্তমাং ॥ ৩০ ॥

সংহিতাও পাঁচভাগে বিভক্ত এবং কৃষ্ণভক্তি পরিপূর্ণ। প্রথম ব্রহ্মার, দ্বিতীয় শিবের, তৃতীয় প্রহ্লাদের, চতুর্থ গৌতমের এবং পঞ্চম সনৎকুমারের বিরচিত। ২৪ ॥

মহর্ষে! এইরূপে বহুতর শাস্ত্র বিদ্যমান আছে, তন্মধ্যে আমি যতদূর জানি ক্রমে ক্রমে সমুদায় কীর্ত্তন করিলাম। ২৫ ॥

সাক্ষাৎ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গোলোকধামে রাসমণ্ডলে স্বীয় ভক্ত ব্রহ্মাকে এই পুরাণ বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। ২৬ ॥

ব্রহ্মা ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মকে, ধর্ম্ম নারায়ণ ঋষিকে নারায়ণ ঋষি নারদকে, নারদ আমাকে এবং আমি মুনিশ্রেষ্ঠ ও গুণভূয়িষ্ঠ আপনাকে কহিলাম। এই ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ অতি দুর্লভ পদার্থ। ২৭।২৮।২৯ ॥

ইহাতে সমুদায় বিশ্ব বর্ণিত হইয়াছে। ইহা মানবগণের পরমাত্ম স্বরূপ। এবং ইহাই কর্ম্মীদিগের কর্ম্মের ও পরম ব্রহ্মের সাক্ষী স্বরূপ। ৩০ ॥

তেনেদং ব্রহ্মবৈবর্ত্ত মিত্যেবঞ্চ বিদুর্ব্বুধাঃ।
সুপুণ্যদং পুরাণঞ্চ মঙ্গলং মঙ্গলপ্রদং ॥ ৩১ ॥
সুগোপ্যঞ্চ রহস্যঞ্চ যত্র রম্যং নবং নবং।
হরিভক্তিপ্রদং চৈব দুর্ল্লভং হরিদাস্যদং ॥ ৩২ ॥
সুখদং মোক্ষদং সারং শোকসন্তাপনাশনং।
সরিৎসু চ যথা গঙ্গা সদ্যোমুক্তিপ্রদা শুভা ॥ ৩৩ ॥
তীর্থানাং পুষ্করং শুদ্ধং যথাকাশী পুরীষু চ।
বর্ষেষু ভারতং বর্ষং সদ্যো মুক্তিপ্রদং শুভং ॥ ৩৪ ॥
যথা সুমেরুঃ শৈলেষু পারিজাতশ্চ পুষ্পতঃ।
পত্রেষু তুলসীপত্রং ব্রতেস্বেকাদশীব্রতং ॥ ৩৫ ॥
বৃক্ষেষু কল্পবৃক্ষশ্চ শ্রীকৃষ্ণশ্চ সুরেশ্বরঃ।
জ্ঞানীন্দ্রেষু মহাযোগী যোগীন্দ্রেষু গণেশ্বরঃ ॥ ৩৬ ॥
সিদ্ধেন্দ্রেম্বেব কপিলঃ সূর্য্যস্তেজস্বিনাং যথা।
সনৎকুমারো ভগবান্ বৈষ্ণবেষু যথাগ্রণী ॥ ৩৭ ॥

ইহাতে পরম ব্রহ্মের বিবৃতি ও তাঁহার বিভূতি বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া পণ্ডিতগণ ইহাকে ব্রহ্মবৈবর্ত্ত নামে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ৩১ ॥

ইহা শ্রবণে অতীব পূণ্যসঞ্চয় হইয়া থাকে। ইহা মঙ্গলময় ও কুশলপ্রদ। ইহাতে নূতন নূতন অতি গূঢ় অতি রমণীয় রহস্য সকল বর্ণিত হইয়াছে। ৩২ ॥

ইহা দ্বারা হরিভক্তির উদ্রেক ও হরিদাস্য লাভ হইয়া থাকে। এমন সুখপ্রদ, এমন মুক্তিদায়ক এমন শোকজ্বরনাশক আর কিছুই নাই। ৩৩ ॥

যেমন সদ্য মুক্তিদান বিষয়ে সমুদায় নদী অপেক্ষা গঙ্গাই শ্রেষ্ঠ, যেমন সমুদায় তীর্থ মধ্যে পুষ্করই প্রধান ও পবিত্র যেমন পুরীমধ্যে কাশীপুরীই সর্ব্বপ্রধান যেমন সমুদায় বর্ষ মধ্যে ভারতবর্ষই সদ্য মুক্তি ও শুভ দান করিয়া থাকে, যেমন পর্ব্বত মধ্যে সুমেরু যেমন পুষ্প মধ্যে পারিজাত, যেমন পত্র মধ্যে তুলসী, যেমন বৃক্ষ মধ্যে কল্পবৃক্ষ, যেমন ব্রত মধ্যে একাদশী, যেমন দেবগণ মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ, জ্ঞানিগণ মধ্যে মহাযোগী মহেশ্বর, যেমন যোগীন্দ্রগণ

নৃপেষু চ যথা রামো লক্ষণশ্চ ধনুষ্মতাং।
দেবীষু চ যথা দুর্গা মহা পুণ্যবতী সতী ॥ ৩৮ ॥
প্রাণাধিকা যথা রাধা কৃষ্ণস্য প্রেয়সীষু চ।
ঈশ্বরীষু যথা লক্ষ্মীঃ পণ্ডিতেষু সরস্বতী ॥ ৩৯ ॥
তথা সর্ব্বপুরাণেষু ব্রহ্মবৈবর্ত্তমেব চ।
ততো বিশিষ্টং সুখদং মধুরঞ্চ সুপুণ্যদং ॥ ৪০ ॥
সন্দেহ ভঞ্জনঞ্চৈব পুরাণং পরিকীর্ত্তিতং।
ইহলোকে চ সুখদং সুপ্রদং সর্ব্বসম্পদাং ॥ ৪১ ॥
শুভদং পুণ্যদঞ্চৈব বিঘ্ননিঘ্নকরং পরং।
হরিদাস্যপ্রদঞ্চৈব পরলোকে প্রহর্ষদং ॥ ৪২ ॥
যজ্ঞানামপি তীর্থানাং ব্রতানাং তপসাং তথা।
গুরুঃ প্রদক্ষিণস্যাপি ফলং নাস্য সমাত্মকং ॥ ৪৩ ॥

মধ্যে গণপতি, যেমন সিদ্ধেন্দ্রগণ মধ্যে কপিল, যেমন তেজঃপদার্থ মধ্যে সূর্য্য, যেমন বৈষ্ণবদিগের মধ্যে ভগবান্ সনৎকুমার, যেমন নৃপমণ্ডলী মধ্যে রামচন্দ্র, যেমন ধনুর্দ্ধরদিগের মধ্যে লক্ষ্মণ, যেমন পুণ্যবতী সাধ্বী দেবীগণের মধ্যে দুর্গা, যেমন কৃষ্ণপ্রেয়সীগণের মধ্যে রাধিকাই প্রাণাধিকা, যেমন ঈশ্বরী গণের মধ্যে সরস্বতীই সর্ব্বপ্রধান, তদ্রূপ সমুদায় পুরাণ মধ্যে ব্রহ্মবৈবর্ত্তই শ্রেষ্ঠ। ৩৪।৩৫।৩৬ ৩৭।৩৮।৩৯।৪০ ॥

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত অপেক্ষা সুখপ্রদ পুণ্যপ্রদ সন্দেহ নাশক সুমধুর ও শ্রেষ্ঠতম পুরাণ আর কিছুই নাই। ৪১ ॥

ইহা দ্বারা ইহলোকে সুখসম্পদ মঙ্গল ও পুণ্যের সঞ্চয় হইরা থাকে, এমন বিঘ্নবিদূরিত করিবার উপায় আর কিছুই নাই। ইহাতে হরিদাস্যের আবির্ভাব হয়, সুতরাং পরলোকে হর্ষের পরিসীমা থাকে না। ৪২ ॥

কি শত শত যজ্ঞের অনুষ্ঠান কি বিবিধ তীর্থ পরিভ্রমণ, কি নানা প্রকার ব্রতানুষ্ঠান, কি ভিন্ন প্রকার তপোনুষ্ঠান, কিছুই ইহার তুল্য ফলদায়ক নহে। ৪৩ ॥

চতুর্ণামপি বেদানাং পাঠাদপি বরং ফলং।
শৃণোতীদং পুরাণঞ্চ সংযতশ্চেদপুত্রকঃ ॥ ৪৪ ॥
গুণবন্তঞ্চ বিদ্বাসং বৈষ্ণবং পুত্রমালভেৎ।
শৃণোতি দুর্ভগা চেত্তু সৌভাগ্যং স্বামিনো লভেৎ ॥ ৪৫ ॥
মৃতবৎসা কাকবন্ধ্যা মহাবন্ধ্যা চ পাপিনী।
পুরাণশ্রবণাল্লেভে পুত্রঞ্চ চিরজীবিনং ॥ ৪৬ ॥
কীর্ত্তিমাংশ্চ যশস্বী সন্ মূর্খোভবতি পণ্ডিতঃ।
রোগার্ত্তো মুচ্যতে রোগাদ্বদ্ধো মুচ্যেত বন্ধনাৎ ॥ ৪৭ ॥
ভয়াম্মুচ্যেত ভীতস্তু মুচ্যেতাপন্ন আপদঃ।
অরণ্যে প্রান্তরে ভীতো দাবাগ্নৌ মুচ্যতে ধ্রুবং ॥ ৪৮ ॥
অন্ধং কুষ্ঠঞ্চ দারিদ্র্যং রোগং শোকঞ্চ দারুণং।
পুরাণশ্রবণাদেব নৈব জানাতি পুণ্যবান্ ॥ ৪৯ ॥
শ্লোকার্দ্ধং শ্লোকপাদত্বা যঃ শৃণোতি সুসংযতঃ।
গোলক্ষদানপুণ্যঞ্চ লভতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৫০ ॥

চারি বেদ পাঠ অপেক্ষা ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ পাঠে সমধিক ফললাভ হইয়া থাকে। যদি কোন অপুত্রক ব্যক্তি সংযতচিত্ত হইয়া ইহা শ্রবণ করে, তাহা হইলে তিনি গুণবান বিদ্বান বিষ্ণুপরায়ণ পুত্রলাভ করিয়া থাকেন। ৪৪,৪৫।

কোন ভাগ্যহীনা ইহা শ্রবণ করিলে অনায়াসে স্বামী সৌভাগ্য লাভ করিতে পারে, কি মৃতবৎসা, কি কাকবন্ধ্যা, কি পাপীয়সী মহাবন্ধ্যা যে কেহ ইহা শ্রবণ করে,সে অনায়াসে চিরজীবী পুত্রলাভ করিতে সমর্থ হয়।৪৬॥

মূর্খ ব্যক্তি ইহা শ্রবণ করিলে পণ্ডিত, কীর্ত্তিমান্ ও যশস্বী হইয়া থাকে। রোগার্ত্তব্যক্তি রোগ হইতে, বদ্ধ ব্যক্তি বন্ধন হইতে, ভয়ার্ত্ত ব্যক্তি ভয় হইতে এবং বিপন্ন ব্যক্তি বিপদ হইতে মুক্তিলাভ করে। কি ঘোরতর অরণ্যে, কি প্রান্তরে, কি দাবানলে, লোক যাহাতেই পতিত হউক, ইহার প্রসাদে অনায়াসে সকল সঙ্কট হইতেই উদ্ধার লাভ করে। ৪৭।৪৮।।

ইহা শ্রবণে অন্ধব্যক্তি দিব্যচক্ষু লাভ করে, কুষ্ঠীর কুষ্ঠ, বিগত হয়, পুণ্যবান ব্যক্তিকে কখনই রোগভোগ ও শোকসন্তাপ সহ্য করিতে হয় না।৪৯॥

সংযত হইয়া সম্পূর্ণ শ্লোক পাঠ শ্রবণ করা দূরে থাক, শ্লোকার্দ্ধ বা শ্লোক-

চতুষ্খণ্ডং পুরাণঞ্চ শুদ্ধকালে জিতেন্দ্রিয়ঃ।
সঙ্কল্পিতো যঃ শৃণোতি ভক্ত্যা দত্ত্বা চ দক্ষিণাং ॥ ৫১ ॥
যদ্বাল্যে যচ্চ কৌমারে বার্দ্ধক্যে যচ্চ যৌবনে।
কোটিজন্মার্জ্জিতাং পাপং মুচ্যতে নাত্রসংশয়ঃ ॥ ৫২ ॥
রত্ননির্ম্মাণযানেন ধৃত্বা শ্রীকৃষ্ণরূপকং।
নিত্যং গত্বা চ গোলোকং কৃষ্ণদাস্যং লভেদ্ধ্রুবং ॥৫৩॥
অসংখ্যব্রহ্মপাতেন ন ভবেত্তস্য পাতনং।
সামীপ্যপার্শ্বগো ভূত্বা সেবাঞ্চ কুরুতে চিরং ॥ ৫৪ ॥
শ্রুত্বা চ ব্রহ্মখণ্ডঞ্চ সুস্নাতঃ সংযতঃ শুচিঃ।
পায়সং পিষ্টকঞ্চৈব ফলং তাম্বূলমেব চ ॥ ৫৫ ॥
ভোজয়িত্বা চ সর্ব্বঞ্চ যথাশক্তিঞ্চ দক্ষিণা।
চন্দনং শুভ্রমাল্যঞ্চ সূক্ষ্মবস্ত্রং মনোহরং।
নিবেদ্য বাসুদেবঞ্চ বাচকায় চ দীয়তে ॥ ৫৬ ॥

পাদমাত্র শ্রবণ করিলেই লক্ষ গোদান তুল্য পুণ্য লাভ করে, তাহার আর সন্দেহ নাই। ৫০ ॥

যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণকে রীতিমত দক্ষিণাদান ও বিশুদ্ধকালে সঙ্কল্প করিয়া চারিখণ্ডে বিভক্ত এই ব্রহ্মবৈবর্ত্ত মহাপুরাণ শ্রবণ করে, তাহার কি বাল্য, কি কৌমার, কি যৌবন, কি বার্দ্ধক্য যে কোন অবস্থাকৃত পাপ হউক না কেন সমস্তই বিদূরিত হয়, এমন কি সে কোটি জন্মকৃত পাপ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে। তাহার আর সংশয় নাই। ৫১।৫২।৫৩ ॥

অধিক কি, সে ব্যক্তি চরমে কৃষ্ণরূপধারণ করিয়া উৎকৃষ্ট রত্নময় যানে আরোহণ পূর্ব্বক গোলোকে গমন করে এবং নিশ্চয়ই তথায় কৃষ্ণদাস্য লাভে অধিকারী হয়। ৫৪ ॥

কোটি কোটি ব্রহ্মার পতন হইলেও তাহার পতন নাই। সে অনন্তকাল শ্রীকৃষ্ণের পার্শ্বচর হইয়া তাঁহার সেবায় নিযুক্ত থাকে। ৫৫ ॥

স্নানান্তে শুচি ও সংযতচিত্ত হইয়া ব্রহ্মখণ্ড শ্রবণ করিবে। তৎপরে পাঠককে পিষ্টক ও পরমান্ন ভোজন করাইয়া ফল, তাম্বূল ও যথাশক্তি দক্ষিণা প্রদান করিবে, তাহার পর চন্দন শুভ্রমাল্য ও মনোহর সূক্ষ্ম বস্ত্র বাসুদেবের উদ্দেশে নিবেদন করিয়া ব্রাহ্মণকে প্রদান করিবে। ৫৬ ॥

শ্রুত্বা চ প্রকৃতেঃ খণ্ডং সুশ্রাব্যঞ্চ সুধোপমং। ৫৭ ॥
ভোজয়িত্বা চ দধ্যন্নং তস্মৈ দদ্যাচ্চ কাঞ্চনং।
সবৎসা সুরভী রম্যা দীয়তে ভক্তিপূর্ব্বকং ॥ ৫৮ ॥
শ্রুত্বা গণপতেঃ খণ্ডং বিঘ্ননাশায় সংযতঃ।
স্বর্ণযজ্ঞোপবীতঞ্চ স্বস্তিকং তিললড্ডুকং ॥ ৫৯ ॥
পরিপক্কফলান্যেব কালদেশোদ্ভবানি চ।
শ্রীকৃষ্ণ জন্মখণ্ডঞ্চ শ্রুত্বা ভক্তশ্চ ভক্তিতঃ ॥ ৬০ ॥
বাচকায় প্রদদ্যাচ্চ বরং রত্নাঙ্গুরীয়কং।
সূক্ষ্মবস্ত্রঞ্চ মাল্যঞ্চ স্বর্ণকুণ্ডলমুত্তমং ॥ ৬১ ॥
সর্ব্বস্বং দক্ষিণাং দত্বা স্তবনং কুরুতে ধ্রুবং।
শতকং ব্রাহ্মণানাঞ্চ ভোজয়েৎ পরমাদরং ॥ ৬২ ॥
শ্রীকৃষ্ণভক্তিযুক্তশ্চ পুরাণং যঃ শৃণোতি চ।
ভক্তিং কৃষ্ণে চ লভতে হন্তি পাপং পুরাকৃতং ॥ ৬৩ ॥
এতৎ তে কথিতং সর্ব্বং যঃ শ্রুতং গুরুবক্ত্রতঃ।
বিদায়ং দেহি বিপ্রেন্দ্র যামি নারায়ণাশ্রমং ॥ ৬৪ ॥

সুধাসদৃশ সুশ্রাব্য প্রকৃতিখণ্ড শ্রবণ করিয়া ব্রাহ্মণকে দধি ও অন্নভোজন করাইয়া দক্ষিণা দান করিবে। ভক্তিপূর্ব্বক সবৎসা কামধেনু প্রদান করাই সুপ্রশস্ত। ৫৭।৫৮।৫৯॥

বিঘ্ন বিদূরিত করিবার নিমিত্ত সংযত হইয়া গণপতিখণ্ড শ্রবণ পূর্ব্বক ব্রাহ্মণকে স্বর্ণযজ্ঞোপবীত, স্বস্তিক তিললড্ডুক এবং দেশকালোপযোগী পরিপক্ক ফল প্রদান করিবে। ৬০॥

ভক্ত ব্যক্তি ভক্তিপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড শ্রবণ করিয়া পাঠককে উৎকৃষ্ট রত্নময় অঙ্গুরী, সূক্ষ্মবস্ত্র, মাল্য ও স্বর্ণকুণ্ডল, প্রদান পূর্ব্বক যথাসর্ব্বস্ব দক্ষিণা প্রদান করিয়া পাঠক ব্রাহ্মণের স্তব স্তুতি করিবে। তৎপরে একান্ত যত্নসহকারে শত ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে। ৬১।৬২॥

ঋষিবর! যে ব্যক্তি এই কৃষ্ণভক্তি পরিপূর্ণ ব্রহ্মবৈবর্ত্ত মহা পুরাণ শ্রবণ করেন, তাঁহার শ্রীকৃষ্ণে অচলা ভক্তির উদ্রেক হয় এবং তাঁহার পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত পাপসকল বিলুপ্ত হইয়া যায়। ৬৩।৬৪॥

দৃষ্ট্বা বিপ্রসমূহঞ্চ নমস্কর্ত্তুং সমাসতঃ।
কথিতং ব্রহ্মবৈবর্ত্তং ভবতা দয়য়া পরং ॥ ৬৫ ॥
কায়েন মনসা বাচা পরং ভক্ত্যা দিবানিশং।
ভজ সত্যং পরং ব্রহ্ম রাধেশং ত্রিগুণাৎ পরং ॥ ৬৬ ॥
নমোস্তু ব্রাহ্মণেভ্যশ্চ কৃষ্ণায় পরমাত্মনে।
শিবায় ব্রহ্মণে নিত্যং গণেশায় নমোনমঃ ॥ ৬৭ ॥
নমো দেব্যৈ সরস্বত্যৈ পুরাণগুরবে নমঃ।
সর্ব্ববিঘ্নবিনাশিন্যৈ দুর্গাদেব্যৈ নমোনমঃ ॥ ৬৮ ॥
যুষ্মাকং পাদপদ্মানি দৃষ্ট্বা পুণ্যাণি শৌনক।
অথ সিদ্ধাশ্রমং যামি যত্রদেবো গণেশ্বরঃ ॥ ৬৯ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারাণয় নারদসম্বাদে শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে সূতশৌনকসম্বাদে ত্রয়স্ত্রিংশদধিক শততমোঽধ্যায়ঃ।

সমাপ্তশ্চায়ং গ্রন্থঃ।

মহর্ষে! আমি শুকদেবের প্রমুখাৎ যাহা শ্রবণ করিয়াছিলাম আদ্যোপান্ত সমস্তই কীর্ত্তন করিলাম, এক্ষণে আমায় বিদায় দান করুন, আমি নারায়ণাশ্রমে গমন করিব। ৬৫॥

আমি এস্থলে ব্রাহ্মণমণ্ডলীকে প্রণাম করিতে আগমন করিয়াছিলাম, কিন্তু আপনাদিগের আদেশানুসারে অত্যুৎকৃষ্ট ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের কথা কীর্ত্তন করিলাম এক্ষণে আপনারা কায়মনোবাক্যে সেই সত্য স্বরূপ ত্রিগুণাতীত পরম ব্রহ্ম রাধাপতিকে অহর্নিশ ভাবনা করুন। ৬৬ ৬৭॥

ব্রাহ্মণগণের চরণে প্রণাম পরাত্মস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার। শিবকে নমস্কার, ব্রহ্মার চরণে নমস্কার। দেবী সরস্বতীকে নমস্কার। পুরাণ গুরুর চরণে প্রণিপাত। সর্ব্ববিঘ্ন বিনাশিনী দেবী দুর্গার চরণে প্রণাম। হে ঋষিবর শৌনক! এক্ষণে আপনাদিগের পবিত্র চরণ দর্শন করিয়া, যথায় গণপতি বিরাজ করিতেছেন, সেই সিদ্ধাশ্রমে চলিলাম। ৬৮।৬৯॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্ত মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ সম্বাদে শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে সূত শৌনক সম্বাদে ত্রয়স্ত্রিংশদধিক শততম অধ্যায় সম্পূর্ণ।

গ্রন্থ সমাপ্ত।

শ্রীকৃষ্ণায় পরমাত্মনে নমঃ।

শ্রীকৃষ্ণ জন্মখণ্ডের সূচী।